

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.

Simla, the 26th March, 1884.

No. 8.—The Governor General in Council has been pleased to grant Mr J. V. Woodman, Chief Reporter for the Indian Law Reports in the High Court, Calcutta, one year's furlough, with effect from the 1st April, 1884, or from such subsequent date as he may avail himself of, it.

No. 9.—The Governor General in Council has been pleased to appoint Mr. T. A. Pearson, Reporter Indian Law Reports, High Court, Calcutta, to officiate as Chief Reporter, *vice* Mr. J. V. Woodman.

No. 10.—Mr. K. M. Chatterjee, Barrister-at-Law, has been appointed to officiate as a Reporter for the Indian Law Reports in the High Court, Calcutta, *vice* Mr. Pearson.

D. FITSPATRICK,

Secretary to the Govt of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 31st March 1884.

No. 533.—The Governor-General in Council is pleased under the provisions of Section 27 of the Indian Arms Act, 1878 to exclude from the operation of any prohibition and direction contained in the Act ornamental arms of an obsolete pattern possessing only antiquarian value, provided they are virtually useless for offensive or defensive purposes.

The 4th April 1884.

No. 574.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor General in Council is pleased to direct that in the case of arms, ammunition, or military stores brought into the ports of Calcutta, Madras, Bombay, Rangoon, Calicut, Kurrachee, and Aden, and declared under manifest to be consignments without transshipment for ports not covered by the exemptions granted under Home Department Notifications No. 1572 of the 29th August 1879 and No 75, dated 14th January 1880, a license in the Form A annexed covering the import and export of such consignments, shall be granted free of fee. Also, that a license in the Form B annexed shall in like manner be granted free of fee in the aforesaid ports of Calcutta, Madras, Bombay, Rangoon, Calicut, Kurrachee, and Aden to cover the transshipment of arms, ammunition, or military stores destined for other ports, provided that, if it is necessary to land any consignment in the course of transshipment, it shall be placed in bond such fees being paid for stowage and other expenses as the Chief Customs authority may prescribe.

The licenses shall be given in the following forms:—

FORM A

FREE OF ALL FEE.

License to import and export without transshipment arms, ammunition, or military stores in the port of _____

Name of Master of vessel or Agent in whose favour license is granted.	Name of vessel.	Number of pack age.	ARMS.		AMMUNITION.		Destination.	Name and position of consignee.	REMARKS.
			Description.	Number.	Description.	Number or weight.			

Seal

(Signature.)

Magistrate of the

District,

or

Commissioner of Police.

विष्णुपञ्च ।

৮. **অনুদান**।—অলিগাড়া হাই কোর্টের ইণ্ডিয়ান লারিগেটের প্রধান বিজ্ঞাপকের জি.সি.জি. বি.
উদ্ভাস সাহেব ১৮-১০-১৯৩০ সালের ১ অক্টোবর অ.বি. অ.বি. ৩৩৩ নং যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তাবধি
অগ্রিম ভাড়া দিষ্টি, জি.সি.জি. গণের তেলবল সাহা তাঁৎক এ বৎসরের নিয়মিত ছুটি নিবন্ধন।

২ নম্বর।—ঐযুক্ত ডে, বি, উডাম সাঁ গব' পরিবর্ষে মাস্কুভা'ব' ঠিত ঐযুক্ত গবর্নর' জে র'ব' সাঁহেব কালকাতা' জা' পোটের ইণ্ডিয়ান সাঁ রিপোর্টের রিটে।টর ঐযুক্ত টি.এ. পিয়ার্স সাঁহেব জা' রিপোর্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত করিগায়েন।

১০ নম্বর।—জীবনোপার্জন সাহায্যের পরিদর্শক বারিটার-আউল জিবুড কে, এম, চণ্ডীপাড়া
বলিশাতার ডাঃ গোটেইডিও ল রিপোর্টের ওয়ে টিরে কক্ষ পরিচালিত হইয়াছে।

জীবনব্যয় গণনাতেও সে কটনো ।

विष्णुपत्र । — पत्र । ३ ।

১৯৩৭ খ্রিঃ—যশোর জেলা আদালতের সাক্ষ্য : অল্পদিন কোন প্রাচীন কালের বস্তুই উপস্থিত হয়। কিন্তু বাস্তবিকভাবে তাই জানি না। একটা করে অবস্থা হওয়াতে, যখন প্রতিষ্ঠিত পুণ্ড গবেষণার ফলে মনে হয় যে তৎকালে যশোর জেলার আদালতের ২১ নম্বর উক্ত আইনের লিখিত বিবেচনা, ও বিচার কাগজগুলি চাইতে মুক্তি করিলেন।

୧୮-୫ ଜୁନ ୫ ଆଦିନ ।

[illegible]

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗାଁ ଓ ଗ୍ରାମ ନାମରେ ମେଣଦାନୀ ଯାଉଅଛି,—

A 014', 1

१. हरे कौ नागि व. ११।

বন্দিত্ব এক ভাণ্ডার। তাই বন্দিত্বের অন্য ভাণ্ডারের মত তুলিয়া লওয়া, বাস্তবতায় যুক্তনামকী
ভাষায় তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[illegible]

(अथवा १)

ହୋ, ର ।

১৮৮ মান ৩১২

[ସବୁଠିଟି ମୋ.କମ୍ପି. ୧୫୫୫ ' ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର]

जिला ब: बटुहेट,

পোলীসের অধিনায়ক : :

FORM B.

FREE OF ALL FEES

License to tranship (with permission to land in bond) arms, ammunition, or military stores in the port of _____.

Name of Master of vessel or Agent in whose favour license is granted.	Name of vessel (if from which and to which transhipment.)	Number of packages.	ARMS.		AMMUNITION.		Whether to be landed in bond or not.	Destination.	Name and residence of consignee.	REMARKS.
			Description.	Number.	Description.	Number or weight.				

Seal.

(Signature.)

Magistrate of the

District,

or

The

188

Commissioner of Police.

Endorsements to be printed on the reverse of the above forms.

This license is given subject to the provisions of the Indian Arms Act, 1878, and the rules framed thereunder.

The contents of each package covered by this license must be described in legible letters on the outside of such packages.

Note.—This endorsement will only be printed on reverse of Form B above.

The license will be void if, on being landed, the articles covered by it are not placed in bond.

This Notification supersedes that of the 21st August 1882, No. 1250.

JUDICIAL.

The 1st April 1884.

No. 433.—Under the provisions of Act of Parliament 24 and 25 Vic., chapter 104 section 7, the Governor-General in Council is pleased to appoint Mr. W. Macpherson, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, and Mr. H. Beverley, Officiating Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, Bengal, to officiate as Judges of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal,—the former during the absence on furlough of the Hon'ble Mr. Justice Maclean, or until further orders; and the latter from the 9th April to the 15th September 1884, both dates inclusive, during the absence on leave of the Hon'ble Mr. Justice O'Kinealy.

A. MACKENZIE,

Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

POLITICAL.

The 29th March 1884.

No. 1101 I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Jagarnath Janamoni of Puri the title of "Raja" as a personal distinction.

C. GRANT,

Secy. to the Govt. of India.

[Government Gazette, 15th April 1884.]

১৯৯০ A নম্বর।

স্মারক ১— ১৮৮৪ সাল ২৯ জানুয়ারি।—একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এচ, এচ, বটলিংহেব সুজের জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—হারডবার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মৌলবী জাকের হুসেন সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৫ এপ্রিল অবধি এক মাস এক দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—জিহুত এচ, হোমউড সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অসুস্থতাকালে অবধি যাবৎ অন্য আদালত হয়, ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মৌলবী জাকের হুসেন সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৫ এপ্রিল অবধি এক মাস এক দিনের ছুটি পাইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মৌলবী মহম্মদ সোতান হুসেন গড অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ অবধি ২৯ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থতায় ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত আমতাওয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু ভেবাজ সিংহ পুরণিয়া জিলা সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ডবলিউ বি. আর্টিন সাহেব নিরানিত ছুটি পাইলেন এই মাসের ১০ তারিখে তার ২০ মাসের ছুটি পাইলেন।

বার মাসের সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু সিনোদেব ২০ মাসের ছুটি পাইলেন।

মুর্শাবাদের আসিস্ট্যান্ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জিহুত ই. এফ. মৌল সাহেব ২০ মাসের মাসের ২১ তারিখের অপরাহ্ন অবধি ২৮ তারিখের পূর্বাহ্ন পর্যন্ত উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন।

ত্রিপুরার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু অক্ষয়কুমার ২০ মাসের মাসের ১২ তারিখের আকামত যে ছুটি পাম ওমতিরিজ সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে উক্ত মাসের ছুটি পাইলেন।

মওয়াখালীর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু রজনীকুমার মত সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু মদীনচন্দ্র মেন, মওয়াখালী জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাহাড়ের সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র একুশে তারিখের ১১ এপ্রিল অবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাস তিন দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—জিহুত বাবু অত্যাচারন ২০ ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি অবধি ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জলপাইগুড়ির অন্তর্গত অমিপুরের সব-ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—ফরীদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ডবলিউ, সি, মল্ল সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

হারডবার সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু মরজী লাল সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ এপ্রিল অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন।

গরুর অন্তর্গত অরুণাবাদের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু শ্যামচন্দ্র মিত্র, উক্ত মহকুমার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত গদার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মৌলবী বাবু সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারার ২ অধ্যায়মতে গত মাসের ১১ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জিহুত এ. এ. ডবলিউ, বি. পোয়র সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অসুস্থতাকালে অবধি যাবৎ অন্য আদালত হয়, আসিস্ট্যান্ট কমিশনার মেম্বার্সের জিহুত ডবলিউ, এল, সায়েরলস সাহেব নিরানিত ছুটি পাইলেন এই মাসের ১২ তারিখে তার প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়া লোহারডবার ডেপুটি কমিশনারের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[মেম্বার্সের মেম্বার্স ১৮৮৪ ১ এপ্রিল।]

The 19th March 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, Bahra, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, *vice* Mr. W. W. Daly, on leave.

Mr. A. E. O. Bolst, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, *vice* Mr. W. D. Pratt.

Mr. R. E. H. Pughe, District Superintendent of Police, Darjeeling, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, *vice* Mr. A. E. O. Bolst.

The 21st March 1884.—The services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Simla, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

JAILS.—**The 19th March 1884.**—Mr. E. V. Westmacott, Magistrate and Collector, Dacca, on special duty, is appointed to act as Inspector-General of Jails, during the absence, on leave, of Surgeon-Major A. S. Lethbridge, or until further orders.

REGISTRATION.—**The 19th March 1884.**—Baboo Manick Lal Pal, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pubna, is also appointed to be Sub-Registrar of that district, with effect from the 15th November last.

The 24th March 1884.—Baboo Chunder Dichhit is appointed to be Rural Sub-Registrar of Kotulpore, in the district of Bankoora, *vice* Baboo Protap Chandra Bhadra deceased.

EDUCATION.—**The 20th March 1884.**—Baboo Chunder Nath Bhattacharjee, Head Master, Arrah Zillah School, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Shahabad.

The 21st March 1884.—Baboo Sura Nath Chatterjee, Head Master, Zillah School Purneah, is appointed to be a member of, and Secretary to, the District School Committee of Purneah, *vice* Baboo Bhobani Churn Mookerjee, transferred.

The 25th March 1884.—Baboo Keshub Lal Bose, Head Master, Chaibassa Zillah School, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Singhbhum, *vice* Baboo Rakhal Chunder Chatterjee, transferred.

OPIMUM.—**The 21st March 1884.**—Mr. G. DeC. Hobson, Officiating Sub-Deputy Opium Agent, Goruckpore, is allowed furlough for fifteen months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st July next.

Mr. A. C. Bryson, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Benares Opium Agency, is allowed furlough for one year, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 10th proximo.

MEDICAL.—**The 18th March 1884.**—Assistant Surgeon Durgananda Sen, in charge of the charitable dispensary at Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Nirmul Chunder Gupta, a Supernumerary at Midnapore, is appointed to have charge of the charitable dispensary at Midnapore, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Durgananda Sen, or until further orders.

The 25th March 1884.—Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, Calcutta, is allowed leave for ten days, under section 72, chapter V of the Civil Code, with effect from the 24th instant.

In modification of the order of the 19th ultimo, Surgeon E. G. [unclear], Officiating Civil Surgeon, Tipperah, is appointed to be *sub protem* First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major F. [unclear] Nicholson, or until further orders.

[Government Gazette, 1st April 1884.]

পোশীস বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ১৯ ফেব্রুয়ারি।—শিবুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সার্ভেন হুগ, নওয়াড
২৪ পরগণার পোশীস ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিবুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সার্ভেন বাবু, কনস্টেবল
সাহর, পোশীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বিতীয় জেনারেল কন্স করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত অবস্থাতে, ডি, এন্ড সার্জন্সের পরিবর্তে আশাফের পোলীসের ডিট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীবিত এ, ই, সি, বোলফে সার্জন্স যাবৎ অন্য আশা না হয়, পোলীসের ডিট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের তৃতীয় প্রেরণাতে কল্প করিতে সন্মত হইলেন।

ঐযুক্ত এ, ই, জি, বোলকে সাহেবের পরিবারে দার্কিনিজের পোণীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুক্ত
 জার. এক, এচ, গিউ সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোণীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের চতুর্থ
 শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ ২১ মার্চ।— সিংহভূমির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ব্রিডজ রাস্তা, কামাল
মাহেব কবিরকালের সমিতি হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের নিকটস্থ হাশিম
হাইলেন।

জেনবিসমূহক।—১৮৮৪ সাল : ৯ মার্চ।—সর্জন মেজর জিযুত এ.এস. লেথব্রিজ সাহেবের দুটা-প্রযুক্ত অসুপাদিত কালে অথবা যারও অন্য আত্মা না হর, বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুত ই.বি. ওয়েস্টমাষ্ট সাহেব জেনসমূহের ইন্সপেক্টর জেনরালের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—পাবনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু মাণিকলাল পাল গত মনোহর মাসের ১৯ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ খ্রিঃ।—বাবু প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য মৃত্যু হওয়াতে জীবিত বাবু রামচন্দ্র দীক্ষিত বাবুড়া
জিলার অন্তর্গত কোতালপুরের গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিবরণক — ১৮৮৪ সাল ২০ বাক' — জাঙ্গা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীবুত বানু চন্দ্রনাথ
ডাটাচার্জ। শাহাবাদ জিলায় স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ ব'জ'।—ঐযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় কানাকুরে প্রেরিত হওয়াতে পুরণিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঐযুক্ত বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় পুরণিয়া জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—ঐযুত বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কানাস্তরে প্রেরিত হওয়াতে টেবাসী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঐযুত বাবু কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সিংহভূম জিলার স্কুল কমিটী মেম্বেরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

অ'কৌম বিবরণক — ১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—গোরাকপুরের অ'কৌমের একটি সব-ডেপুটী এজেন্ট
 জিজ্ঞাস্য কি, ডিসি হবসন সাহেব সিবিল কাগ্যকারকদের ছুটির বিধির ১২ ধারানুসারে আপানি জুলাই
 মাসের ১ তারিখ অবধি পনের মাসের নিরমিত ছুটি পাইলেন।

বাণারস এজেন্টের আফিসের আগিস্টাটে সব-ডেপুটি এজেন্ট জি.বুট এ, সি, ব্রাইসন সাহেব সিভিল-কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১৩২ ধারামতে আগামি মাসের ১০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিব্বাসিত ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিবরণক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—মেদিনীপুরস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্যে অধ্যক্ষতা
 করার প্রাপ্ত আসিষ্ট্যান্ট সর্জন শ্রীযুক্ত হর্গানন্দ্য সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নির্বিল কাষ্যকার-
 কদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারায়তে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

আসিস্টেণ্ট সর্জন জীবুত চূর্ণানন্দ সেনের ছুটি প্রযুক্ত অমুণাশ্রিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, যেদিনীপুরে অতিরিক্ত আসিস্টেণ্ট সর্জন জীবুত নির্মলচন্দ্র গুপ্ত যেদিনীপুরস্থ পাতব্য ঔষধা-লয়ের কার্যেব্য ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেজিডেন্ট ফিজিসিয়ান সর্জন ডি. ব্রুড এল, এ, ওরোডেল সাহেব সিভিল কার্যকরদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

গত মাসের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকাৰ্যোপক্ৰম সৰ্জন-মন্ডল অধিকারী, সি. নিকলসন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ত্রিপুরার একটিং সিনিয়র ডিক্রিগনক সৰ্জন অধিকারী, জি. রমেন সাহেব কিংবা লর জনো হারিক্রপে প্রেসিডেন্সী জেনরল অফিসারের প্রথম রেসিডেন্ট সৰ্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১ অপ্রিল ।]

The 25th March 1884.—Assistant Surgeon Nritto Gopal Mitter, in charge of the Arrah Dispensary, held medical charge of the civil station of Arrah from the 1st to the 5th March 1884, both days inclusive.

Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, held medical charge of the charitable dispensary at Doomraon from the 20th to the 29th February 1884.

MUNICIPAL.—*The 18th March 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Cox's Bazar Municipality of Assistant Surgeon Ablroya Kumar Sen to be their Vice-Chairman.

The 19th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Pubna Municipality of Dr. R. L. Dutt, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Pubna Municipality :—

Baboo Bhogoban Chunder Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
Munshi Kurban Ullah.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Pubna Municipality :—

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police.
Baboo Kali Mohun Bose.
,, Chunder Shikhur Kali.

ROAD CESS.—*The 17th March 1884.*—Baboo Preo Nath Roy and Baboo Hari Nath Chatterjee, zemindars, are appointed to be members of the Branch Road Committee of Jhenida, in the district of Jessore.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 20th March 1884.—In exercise of the powers conferred on him by section 314 of the Bengal Municipal Act, 1876, the Lieutenant-Governor is pleased to confirm the following bye-laws, which were made by the Commissioners of the municipality of Jessore, at a meeting convened expressly for the purpose, of which due notice had been given; and in exercise of the powers conferred by section 315 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to sanction the penalties which have been declared by the said Commissioners for the breach of the said bye-laws. It is further notified that the Lieutenant-Governor excludes the Dampara portion of Purana Kusba from the operation of the first of the bye-laws now confirmed.

40. No hut or other building, the external roof or walls of which are made of unprotected grass, leaves, mats or other inflammable materials, shall be erected, renewed, or thoroughly repaired in the parts where the conservancy tax is levied, and in Purana Kusba within the limits of the municipality, except with the sanction of the Commissioners.

Any one infringing this bye-law shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a daily fine of Rs. 5 for continued infringement.

41. No person shall erect a hut, or any range or block of huts or sheds, or add any hut or shed to any range or block already existing, unless the huts or sheds be so built as to stand in regular lines, with a free passage or way in the front or and between every two lines, of eight feet in width, or unless the permission of the Commissioners be obtained.

Any one infringing this bye-law shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a daily fine of Rs. 5 for continued infringement.

COLM. CAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—আরও ঐক্যবাদের কার্যের অধ্যক্ষতা তার প্রাপ্ত আনিস্টোকে সর্বজন জীবিত
নৃত্যগোপাল বিত্ত ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি ৫ তারিখ পর্যন্ত আবার সিন্ডিক
ফৌজের চিকিৎসাকার্যের অধ্যক্ষতা তার প্রাপ্ত ছিলেন।

আরার অতিরিক্ত আনিস্টোকে সর্বজন জীবিত পূর্ণচন্দ্র পরকাইং ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসের
২০ তারিখ অবধি ২৯ তারিখ পর্যন্ত হুমরাওনহ দাতব্য ঐক্যবাদের চিকিৎসা কার্যের অধ্যক্ষতা তার
প্রাপ্ত ছিলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—কজবাজার মুন্সিপালিটির কমিশনারের।
আনিস্টোকে সর্বজন জীবিত অভয়াক্ষর নেনকে আপ-নেনের প্রতিনিধি সভাপতিত্ব পদে মনোনীত
করাতে জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—পাবনা মুন্সিপালিটির কমিশনারের। সিন্ডিক চিকিৎসক ডাক্তার জীবিত
আর, এল, দত্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করাতে জীবিত লেপ্টেনেন্ট
গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পাবনা মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু।

জীবিত মুন্সী করবান উল্লাহ।

নিম্নলিখিত কমিশনারের। পাবনা মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।
পোলাইনের ডিক্রিট স্পেশালিটেডে জীবিত বি, রাউট সাহেব।—

জীবিত বাবু কালীচরণ বসু।

৯ বাবু চন্দ্রশেখর কলী।

পঞ্চক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।—জমিদার জীবিত বাবু প্রিয়নাথ রায় ও জীবিত বাবু
হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় যশোহর জিলার অন্তর্গত কিনিংহের শাখা পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত
হইলেন।

এক, বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ মার্চ।—যশোহর মুন্সিপালিটির কমিশনারের। উপযুক্ত নোটিস দিয়া সভা
করিয়া নিম্নলিখিত যে ২ উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের
মুন্সিপাল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩১৪ ধারামতে এদন্ত কমিটীসমূহে কার্য করিয়া তাহা দৃঢ়
করিলেন। এবং উক্ত কমিশনারের। উক্ত উপবিধি লঙ্ঘন হইলে যে ২ দণ্ড দাওয়া করিয়াছেন জীবিত
লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনের ৩১২ ধারাক্রমে প্রদত্ত কমিটীসমূহে কার্য করিয়া দেহ ২ দণ্ড
অনুমোদন করিলেন। আরো সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব পুরাণ
কমিটার ডোমপাড়া অংশ এইফণে দৃঢ়ীকৃত প্রথম উপবিধির কার্য প্রচলন হইতে বাধিত করিলেন।

৪০। মুন্সিপালিটির সীমার অন্তর্গত যে ২ অংশ কমিটারবেঙ্গী টাল আদায় হইয়া। পাঁকে তথায়
এবং পুরাণ কমিটার যে সকল চলাচলের ও অন্য গরের চাল, বা বেড়া, শরিক ৫ খড, প ৩। দরমা বা
আপ্তজলনশীল অন্য জেরা বরা নিমিত্ত কমিশনারদের অনুমতি বিনা তাহা প্রাপ্ত পুনঃ প্রাপ্ত বা সম্পূর্ণ
রূপে মেয়ামত করিতে হইবে না।

কোন ব্যক্তি এই উপবিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার ২০ দিন টাকার অনধিক দণ্ড ও ক্রমিক লঙ্ঘন
করিতে থাকিলে দিন প্রতি ৫ পাইচ টাকার দণ্ড হইতে পারিবে।

৪১। দুই সারির সম্মুখে ও মত্রে অবস্থিত গমনাগমনের ৮ ফুট প্রস্থ পথ রাখিয়া নিয়মিত সারি
করিয়া চলাচল বা শেড সমূহ নিষিদ্ধ না হইবে কিনা। কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি
চলাচল কিম্বা চলাচল বা শেড প্রণী প্রাপ্ত করিবে না কিনা এইফণে যে সকল চলাচল বা শেড
প্রণী আঁকে তাহাতে কোন চলাচল বা শেড সংযোগ করিবে না।

কোন ব্যক্তি এই উপবিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার ২০ দিন টাকার অনধিক দণ্ড ও ক্রমিক লঙ্ঘন
করিতে থাকিলে দিন প্রতি ৫ টাকার দণ্ড হইতে পারিবে।

কৌলমাল বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ মার্চ।]

NOTIFICATION.

The 20th March 1884.—Whereas, under Government orders dated the 24th January 1884, the provisions of Act IV (B.C.) of 1865 (an Act for the Prohibition of the Practice of In oculation) were extended to the thanas of the Patna district, noted in the margin, it is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 3 of the Act, to extend the provisions of the above Act to the rest of the district of Patna, unless good reasons to the contrary be shown within one month from the date of the publication of this notification within the places to be affected by these orders.

Silao.
Atasera.
Behar (exclusive of Behar town, where
the Act was already in force).

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that Register E, prescribed under rule 14 of the rules framed under section 18 of the Indian Factories' Act XV of 1881 and published in the Supplement of the *Calcutta Gazette* of the 22nd June 1881, shall in future be kept up monthly instead of weekly.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—In supersession of the orders, dated the 19th April 1881, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, page 451, the Lieutenant-Governor is pleased to appoint Mr. G. M. Goodricke to be a Deputy Collector in Calcutta, and to be Superintendent of Excise Revenue, under section 82 of Bengal Act VII of 1878, in the following places; that is to say—

- (1) In the district of Calcutta;
- (2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is under the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta; and
- (3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Goodricke is also appointed to be a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act II of 1880, in Calcutta.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 25th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Bilaspur Post Office building, in the village of Bilaspur, pergunnah Serai Hamid Zail Havi, in the district of Durbhunga, it is hereby declared that, for the above purpose, a piece of land measuring, more or less, 1 rood 29 poles, or 10 local cottahs, bounded on the north by waste land belonging to the Maharajah of Durbhunga, on the west by a khota or drain, on the south by indigo fields, and on the east by the public or Durbhunga to Hatwari road, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ ।—পাটনা জিলার অন্তর্গত পাঁচালিখিত থানা সমুদ্রে বসন্তবীজ-টিকা দিবার আদেশ করণার্থ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখের গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে । অতএব সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই আজ্ঞা দ্বারা যে২ স্থানের পক্ষে হইবে সেই২ স্থানে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপাক কার্য সম্পন্ন না গেলে জিহুড লেপ্টেমেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ও ধারামতে প্রাপ্ত সম-কুসারে কার্য করিবা তিন, পাটনা জিলার অবশিষ্ট স্থানে উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত করিবার কামনা করিয়াছেন ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ ।—জিহুড লেপ্টেমেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় কারখানা বিধক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনের ১৮ ধারামতে প্রণীত বিধির ১৪ ধারার নিম্নলিখিত E রেজিস্টার ইহার পর, সংশ্লিষ্ট না রাখিয়া সালে ২ রাখিবার আজ্ঞা করিলেন । উক্ত বিধি ১৮৮১ সালের ২২ জুনের কলিকাতা গেজেটের পরিশিষ্টপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ।

সি. ডবলিউ. বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ ।—জিহুড লেপ্টেমেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের ৫ মাসের ৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮১ সালের ১৯ আইনের আজ্ঞা রহিত করিয়া জিহুড জি. এন. ওড্রিক সাহেবকে কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টরের এবং নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করিলেন ।—

- (১) কলিকাতা অঞ্চলে ।
- (২) ২৪ পরগনা জিলার যত স্থান কলিকাতার পোলীসের কমিশনার সাহেবের বিচারাদি-পত্রের অন্তর্গত তথায়, এবং
- (৩) হুগলী জিলার যত স্থান হাবড়া মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে দূর গিয়াছে তথায় ।

জিহুড ওড্রিক সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার ইন্ট্রান্স রাজস্বের কালেক্টরের পদে এবং বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিধক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতায় কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

সি. ডবলিউ. বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হার্ডজা জিলার অন্তর্গত মহাইছারিদ টঙ্কলহাঙ্গী পরগনার বিলাসপুর গ্রামে বিলাসপুরের ডাকঘরের জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুড লেপ্টেমেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে স্থানান্তরিত ১ কড ২৯ গোল অর্থাৎ স্থানীয় মাপের ১০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা হার্ডজার মহারাজার পতিত জমি, পশ্চিম সীমা খোঁটা বা মর্দমা, দক্ষিণ সীমা মৌলার জমি, এবং পূর্ব সীমা সাধারণের বা হার্ডজা অবধি হাটওয়ারি পর্যন্ত পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

সি. ডবলিউ. বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The following communication, received from the Government of India, Home Department, No. 70, dated 24th March 1884, with enclosures, is published for general information.

C. W. BOLTON,
Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

No. 21, dated India Office, London, the 14th February 1884.

From—The Right Hon'ble the Marquis of Kimberley, Her Majesty's Secretary of State for India,

To—His Excellency the Most Hon'ble the Governor-General of India in Council.

WITH reference to your telegram dated 5th November 1883, I forward herewith a copy of a despatch from Mr. Egerton to the Foreign Office respecting the modification of quarantine in Greece against arrivals from Egypt and Bombay, and also of a letter from the Foreign Office, dated 9th November.

No. 5, dated Athens, the 24th January 1884.

From—E. H. EGERTON, Esq.,

To—EARL GRANVILLE, K.G., &c., &c.

I HAVE received a communication from the Minister of Foreign Affairs to the effect that, in consequence of the opinion expressed by the Board of Health, the Ministry of the Interior has taken the following measures :—

1. Quarantine for ships, &c., coming from Egypt is reduced to a five days' quarantine of observation.
2. Passengers and ships from Egypt, which are now in Greek Lazarettos, will go through the same five days' quarantine of observation, unless their quarantine of 11 days finishes within that interval.
3. Everything from Bombay, whether or no it has touched in Egypt, will be subjected to a quarantine of 11 days, from which shall be deducted the period of quarantine undergone either in Egypt or elsewhere.
4. Ships which have passed through the Suez Canal, not coming from Bombay, will be subjected to a five days' quarantine of observation.
5. Wool and rags coming from Egypt will not be admitted into any part of the Kingdom. Cotton coming direct from the mills will not be refused.
6. The inspection of the ships and steamers ordered by the circular of the 1st of July is put an end to.

Dated Foreign Office, the 9th November 1883.

From—E. FITZMAURICE, Esq.,

To—The Under-Secretary of State, India Office.

I AM directed by Earl Granville to acknowledge the receipt of your letter, with its enclosure of the 7th instant (R. S. and C. 2511), and with reference to the application therein contained on the part of the Indian Government for reformation respecting modifications of quarantine in Europe consequent on the removal of restrictions by Egypt, I am to request that you will state to the Earl of Kimberley that every notice received in this department on quarantine is sent at once to the Board of Trade and Council Office for publication in the *London Gazette*.

I am to add that Lord Granville will not fail to communicate to the India Office copies of all further notices on this subject.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1693 A.

The 29th January 1884.—Mr. H. H. Birch, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 13th March 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor
[*Government Gazette, 1st April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

৭০ নম্বর। কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—কোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের পৃষ্ঠলিপি। অবগতি নিমিত্ত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের নিকট প্রতিলিপি পাঠান হইল।

সি, ডব্লিউ. বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

২১ নম্বর। লণ্ডন, ১৮৮৪ সাল ১৪ ফেব্রুয়ারি।

ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর ও মহামান্য জীযুত গবর্নর জেনারল সাহেবে। প্রতি ভারতবর্ষের পক্ষে জীমতীর ডেট সেক্রেটারী প্রকৃত মান্যবর জীযুত মার্কেইস অব কিশলী সাহেবের পত্র।

মিসর ও বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ আই.স.সেই সকল জাহাজের ফিজে. গ্রীণ দেশে যে কারাটাইন ছিল, তাহার পরিদর্শন সম্বন্ধে জীযুত ইগরটন সাহেবের নিকট হইতে ফিজে. আফিসে যে পত্র আসিয়াছে তাহার এক খণ্ড প্রতিলিপি এবং করেন আফিসের ৯ নবেম্বর তারিখের এক পত্রের প্রতিলিপি, আপনাদে ১৮৮৩ সালের ৫ নবেম্বরের টেলিগ্রামের উপলক্ষে, এই সম্মে পাঠাইতেছি।

৫ নম্বর। আথেন্স, ১৮৮৪ সাল ২৪ জানুয়ারি।

জীযুত আরল গ্রানবিল, কে, জি, ইত্যাদি সাহেবের প্রতি জীযুত ড, এচ, ইগরটন সাহেবের পত্র।

আমি পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রি স্থানে এই নবেম্বর একপত্র পাঠাইছি যে, সাহা বিধায়ক বোর্ড যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অভ্যন্তর প্রদেশে সংক্রান্ত নথিগণ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১। মিসর হইতে যে জাহাজ প্রভৃতি আসে তাহার কারাটাইন কমাইয়া ৫ দিনের নজর বন্দী কারাটাইন করা গেল।

২। মিসর দেশ হইতে যে সকল জাহাজী ও জাহাজ আসিয়া এখনে গ্রীসদেশের কারাটাইন করিবার স্থানে আছে তাহাদের ইত্যবসরে ১১ দিনের কারাটাইন কাটা পূর্ণ না হইলে তাহাদের ৫ দিনের নজরবন্দী কারাটাইন মানিয়া চলিতে হইবে।

৩। বোম্বাই হইতে সাপে কিছু আইসে, তাহা মিসর স্পর্শ করিয়া থাকুক বা না থাকুক, তাহার ১১ দিনের কারাটাইনের নিয়মাবলি থাকিতে হইবে। মিসর বা অন্যত্র যত কাল কারাটাইন করা হইয়া থাকে ৫ ১১ দিন হইতে তাহা বাদ দেওয়া হইবে।

৪। বোম্বাই হইতে না আসিয়া স্বয়ংক্রিয় নিয়া যে সকল জাহাজ চলিয়া যায় সেই সকল জাহাজের ৫ দিনের নজরবন্দী কারাটাইনের নিয়মাবলি থাকিতে হইবে।

৫। মিসর হইতে যে সকল পশম ও নেকড়া আসে তাহা গ্রীস রাজ্যের কোম বন্দরে প্রবেশ করা যাইবে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কল হইতে যে সকল কাপাস জবা আইসে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

৬। ১ জুলাইর সরকারদ্বারা জাহাজ ও জাহাজী যে পরিদর্শন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়া ছিল তাহা বন্ধ হইল।

করেন আফিস। ১৮৮৩ সাল ২৫ নবেম্বর, ইণ্ডিয়া আফিসের হোটেটে সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি জীযুত ই, ফিটজমরিস সাহেবের পত্র।

আমি জীযুত আরল গ্রানবিল সাহেবের আবেদন পাঠিয়া আপনাদে এই নামের এই তারিখের R, S ও C ২৫৪১ নং পত্র ও ডকুমেন্ট প্রাদি প্রাপ্ত হইয়া বিচার করিতেছি। এবং মিসরে মিসর ডিটায়া দেওয়ার ইউরোপে কারাটাইনের যে পরিকল্পনা হইয়াছে তৎপ্রতি সম্মত না হওয়া নিমিত্ত প্রাপ্ত ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের যে প্রার্থনা আছে, তজ্জন্যে আমি অনুগ্রহে জানাইতেছি যে, আপনাদে অব কিশলীকে বলিবে যে, কারাটাইন সম্বন্ধে এই ডিপার্টমেন্টে যে কোন সম্মত পত্রাদি যার তাহা লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আবেদন বানিজ্য বিধায়ক বোর্ডে ও কোমিশন আফিসে পাঠান হয়।

আমি ইহাও লিখিতেছি যে, এবিষয়ে আর কোন কল সম্মত পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া আসিল তাহার সকল ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইতে জুলিবেদন।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৩-৮৪ সাল।

১৮৮৪ সাল ২৯ জানুয়ারি।—যুজেরের একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এচ, এচ, বট সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের পদত্যাগ পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মার্চ।—জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিধায়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৪ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাসমারে তিনি বাগবগল

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ অপ্রিল।]

empowers Baboo Dwarkanath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patuakhally, Backergunge, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The 15th March 1884.—Shah Eradat Hossein is appointed to be an Honorary Magistrate for the Monghyr Bench, *vice* Shah Wajid Ali, deceased, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 19th March 1884.—Moulvie Syud Mohamed Israil, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kooshtea sub-division of the Nuddea district, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 20th March 1884.—The resignations tendered by Mr. W. R. Johnston and Baboo Mohanund Roy of their appointments of Honorary Magistrates of the Jungipore Bench, in the district of Moorshedabad, are accepted, and the following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates of the same bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Uma Churn Banerji.

| Baboo Mohesh Chunder Sing.

Baboo Ram Jadu Roy.

Baboo Nirmal Chunder Sinha, M.A., B.L., is appointed to be an Honorary Magistrate of the Julpigoree Bench, *vice* Baboo Harish Chunder Dass, deceased, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Sham Kissore Narain of his appointment of Honorary Magistrate of the Madhubani Bench, in the district of Durbhunga.

The 21st March 1884.—Baboo Koylash Chunder Ghose, Deputy Collector, on special duty as Deputy Revenue Superintendent, Midnapore, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Moulvie Gowar Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 22nd March 1884.—Baboo Nogendro Nath Roy, Officiating First Munsif of Berhampore, on deputation as acting Munsif of Jungypore, in the district of Moorshedabad, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the local limits of the latter munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Prosunno Coomar Ghose, or until further orders.

The 24th March 1884.—The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at Khoorda, in the district of Pooree, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Jagannath Mahantee. | Mr. Egerton Wylly.

The 25th March 1884.—Baboo Sham Lal Haldar, Officiating Munsif of Mozufferpore, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari.

Baboo Sham Lal Haldar is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the local limits of the Motihari Munsifi.

Moulvie Abdul Guffoor Khan Chowdry is appointed to be an Honorary Magistrate for the Attia Bench, in the district of Mymensingh, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Gopaul Chunder Bose, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, during the absence, on deputation of Baboo Kali Coomar Bose, until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 22nd March 1884.*—Baboo Gobind Chandra Bysakh, Munsif of Mymensingh, is allowed leave for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 9th April 1884.

Baboo Sasi Bhushan Banerjee, Munsif of Chumparun, in the district of Sarun, since deceased, was on leave for three days, from the 13th to the 15th current, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালীর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.থ. বসু স্বাক্ষরার্থে রায়কে কোজনাগী বৌকন্দয়ার হস্তের দ্বারা তার নাম লিখিত। এইবার গমতা দিলেন।

১৮৪৪ সাল ১৫ মার্চ।—শাহ ওয়াজিদ আনিস মৃত্যু হওয়াতে প্রিয়তম শাহ ইদানং হুসেন মুজের বেগম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তহার শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কদমত পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ বাচ্চ'।—নদী তিলর অন্তর্গত কুঁয়া মহকুমার কার্খার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.বু.ড.মোল্লী টে.রন মহম্মদ ইয়াইল্ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
কমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—যুগ্মশিবিদান জিলায় অন্তর্গত জঙ্গীপুর বোর্ডের অবেচনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ
ভাণ্ডার করণার্থ জিহুত ডবলিউ কার অনটন সাংকে-র ও জিহুত বাবু মহাশয় রায়ের পত্র গ্রাহ্য করা গেল
এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সেই বোর্ডে অবেচনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় জেণার
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জীবিত বাবু উমাচরণ চন্দ্রনাথশাস্ত্রী । । জীবিত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ ।

विष्णु उवाच ॥

যাঁর হৃদয়ঙ্গম মাসের মূর্তি হওয়াতে জীবিত বাবু নির্মলচন্দ্র গিরক, এম, এ, ও বি, এল, জলপাইগুড়ি
বেঞ্চ অটোমটিক মাসিক্ট্রেক্টের পদে নিযুক্ত হইয়, তৃতীয় শ্রেণীর মাসিক্ট্রেক্টের ক্যবতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামকিশোর নারায়ণ দ্বারভঙ্গা জিনার অন্তর্গত মধুখনি বেধের অটোমটিক না জয়েন্টের
পদভাগ করণার্থে গেমত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর মহোদয় তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—মেরিকাপুরে রাজস্বের ডেপুটী সুপারিটেন্ডেণ্ট ইন্সপেক্টর বিবেক কার্ণাধা নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর অফিসে বার টেনামেন্ট নোম দিভীর প্রার্থীরা মালিকদের ক্ষমতা পাইলেন।

স্বারভাঙ্গার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আবুত মোল্লার গোরুর আলি দ্বিতীয় জেগীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—ঐযুত নারী প্রশমকুমার ঘোষের ছুটি প্রযুক্ত অসুগৃহিণী কালে অথবা যারও
কন্যা আচ্ছা মা। হয় মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত ঈজীপুরের একটিঃ মুলসেকদরূপে প্রেরিত বহরম-
পুরের একটিঃ প্রথম মুনসেফ ঐযুত নারী নগেন্দ্রনাথ রায় প্রামোক্ত মুনসেফের স্থান সীমার মধ্যে ছোট
আদালতের বিসায় ৫০২ টাকি। পর্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের
কমতা পাঠলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাপরেশ্বর। পুরী জিলার অন্তর্গত খুন্সি পোষ্টে অষ্টবছরিক
মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রাণের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ଶ୍ରୀକୃତ ବାବୁ ଉଗ୍ରାଧାର : ଛାତ୍ରୀ । ଶ୍ରୀକୃତ ଇଗାର୍ଡିନ ଓ ମାଲି ମା. ଘେବ ।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—মঙ্গলপুরের এন্টি-মুনসেফ শ্রীযুত দাবু গানপাল হালদার, মারণ জিলার
মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মতিভ্রান্তিতে অবস্থাপিত হইবেন।

ক্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল হালদার মহিহারি মুনসেফীর স্থান সীমায় বধো ছোট আদালতের বিচার্য
৫০৮ টাকা পর্যন্ত মূল্যের যৌকদমার চিটার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐযুত বোলবী আবদুল গফুর খাঁ চৌধুরী বয়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আটয়া বেঞ্চ অধৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পালনেন।

রাজকাংখোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু কালীকুমার নন্দুর অরূপস্থিতি কালে অথবা যখন অন্য আত্মা না হয়, শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু এম. এ. ও বি. এল, ত্রিভুজ জিলায় মুনসেফের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া লামান্যতঃ মজফরপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

ସୁନେଶକାମର ଛୁଟି ।— ୧୯୮୫ ମାସ ୨୨ ଧାର୍ତ୍ତି ।— ସମସ୍ତ ସମାଜର ସୁନେଶକ ସ୍ଥିତି ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର
 ବସାକ ଜିଲିଲ କାନ୍ଥାକାରକମର ଛୁଟିର ବିଧିର ୫ ଅଧ୍ୟାୟର ୧୭ ଧାର୍ତ୍ତିର ୧ ପ୍ରକରଣରେ ୧୯୮୫ ମାସର
 ୯ ଆଶ୍ୱିନ ଅବଧି ମେଢ ମାସର ଛୁଟି ପାହିଲେ ।

সারণ জিলার অন্তর্গত চাঁপারের মুন্সেফ বাবু শশী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল কার্যকারক-কর্ত্ত
দ্বিতীয় বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে চলিত মাসের ১০ তারিখ অবধি ১৫ তারিখ পর্যন্ত
ডিল দিনের ছুটি মল পড়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

एक, वि, पीकक,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১ জুলাই ।]

DECLARATION.

The 18th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of police buildings in Andarkilla, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of rent-free land, measuring 15 gunlahs and 3 duntos, or 1 rood 7 poles and 18 yards, bounded on the north by the drain of the Buxir Hat Road, on the south by Iakhiraj land of Baboo Nittyanundo Kundo and Khoyrullah Amin, on the east by a nullah (half inclusive), and on the west by the drain of the Sudder Ghat Road, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

P. B. PEACOCK.

Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 25th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is immediately required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for erecting buildings of the Badli outpost, in the village of Mridhapara, pergunnah Nasirajal, zillah Mymensingh, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs of standard measurement, bounded on the north by the Dhonu river, east by the premises of Narshing and Medhuram Malo, south by the border land of Jagannath, and west by the neem tree of Nd Turkoor, is required within the aforesaid village of Mridhapara.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

P. B. PEACOCK.

Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd March 1884.

No. 146.—*Leave*—Mr. J. P. Scotland, Executive Engineer, third grade, Buxar Division, is granted three months' privilege leave under section 136 of the Civil Leave Code, with effect from the 5th April 1884, or such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 147.—Baboo Krishna Chandra Bandopadhyay, Assistant Engineer, first grade, Patna Division, is granted three months' privilege leave, under section 136 of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 148.—*Notification*.—Mr. H. C. Barnes, Assistant Engineer, first grade, Darjeeling Division, passed the departmental standard examination laid down in Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 21, on the 15th March 1884.

The 25th March 1884.

No. 150.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, returned, on the afternoon of the 4th instant, from the five months' leave granted him in notification No. 3.6 of the 5th November 1883.

IRRIGATION.

No 151.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for an extension of the Ariakon distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 8,690 feet in length, and 65 feet in breadth, and containing an area of 5 acres 1 rood and 20 poles, more or less, is required in mouzah Belahari, pergunnah Bhojpur, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

J. M. McNEIL, *Lieut.-Col., R.E.*

Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept

[*Government Gazette*, 1st April 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—রাজকীয় ন্যায়ের নিমিত্তে অর্থ ২ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত আক্কাবিকিলার পোলিসের বাড়ী প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যায়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেটেমেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ১৫ গণ্ড ৩ মস্ত অর্থাৎ ১২৫৬ পোল ১৮ গজ পরিমিত নিকর এই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বকুলীর হাটে পাথর মর্দা, দক্ষিণ সীমা নিচাঁ মন্ডুর ও বরু-করা আমিনের লাখেরা জমি, পূর্ব সীমা নালী (অক্টোবরিয়) এবং পশ্চিমা সীমা গদর খাটে পাথর মর্দা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—রাজকীয় ন্যায়ের নিমিত্তে অর্থ ২ বঙ্গাবনসিংহ জিলার অন্তর্গত মণিকৃষ্ণ পরগনার মুন্সীবাড়ী আমেনাবানলার কাঁড়ার প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যায়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেটেমেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ভূমি পাড়া আমেকটিতে ক্রমান্বিক ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মনুখদা, পূর্ব সীমা মনসিংহ ও মনুরাম মলো বাড়ী, দক্ষিণ সীমা জাহাঙ্গীর জমির বরু, এবং পশ্চিমা সীমা নীচাঁ মন্ডুরের নিমগাছ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।

১৫৬ নম্বর।—ছুটী।—২য় খণ্ডের ভূমি। প্রেরিত এককটি ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে. সি. স্টলার্ড সাহেব ১৮৮৩ সালের ৫ অপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারীদের ছুটির বিবির ১৩৬ ধারামতে তিন মাসের অগ্রিমের ছুটি পাইলেন।

১৫৭ নম্বর।—পাটনা খণ্ডের প্রথম প্রেরিত অকটি ইঞ্জিনিয়ার জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১০ অপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারীদের ছুটির বিবির ১৩৬ ধারামতে তিন মাসের অগ্রিমের ছুটি পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—বি. পী. ল।—১ম খণ্ডের প্রথম প্রেরিত অকটি ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে. সি. বেনস সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মার্চ পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় অধীকারের ১ পরিচ্ছেদের ২১ ধারায় লিখিত কার্যবিধান ২২৩ কন্ডিশন ৩ পক্ষীয় ড্রীং হইয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।

১৫৯ নম্বর।—বি. পী. ল।—১ম খণ্ডের প্রথম প্রেরিত অকটি ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে. সি. বেনস সাহেব ১৮৮৩ সালের ৫ নবেম্বরের ৩৭৩ নং ড্রীং পাইলেন। সে যে পাটনা খণ্ডের ছুটি পাইল তাহা-হইতে এই মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্নে প্রত্যগমন করিয়াছেন।

জলমেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় ন্যায়ের নিমিত্তে অর্থ ২ জ. বিত. বার্থ করিয়াওন নালী বুদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেটেমেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে লাহাবান জিলার অন্তর্গত মৌজাপুর পরগনার দেলাইরি মজার প্রায় ৩৬০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬১ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ক্রমান্বিক ৫ একর ১ কড ২০ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জে. এ. মাকীল, চট্টেনেন্ট কলেজ, আর. ট.

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন নং ১৮৮৪ : ১ অপ্রিল।

Mofussil Pledership Examination.

The following is a list of the candidates for the Higher Grade Pledership Examination, held on the 14th, 15th, and 16th of February last, who have passed in the higher and lower grades respectively:—

HIGHER GRADE.

Register No.	Name of Candidates.	Register No.	Name of Candidates.
4.	Chedi Prashad Chaudhri.	34.	Syed Gholam Qadir.
8.	Prasanna Kumar Das.	39.	Pran Krishna Bhaduri.
9.	Digendra Nath Datta.	40.	Haris Chandra Goswami.
10.	Nemai Churn Mitra.	41.	Kailas Chandra Ray.
11.	Ram Sankar Roy.	49.	Jogendra Nath Ghosh.
13.	Abhoy Chundra Dutta.	50.	Surendra Nath Ghosh.
14.	Rajani Kanta Gupta.	57.	Bhupati Charan Rudra.
15.	Peary Mohan Ghose.	64.	Hriday Nath Chakrabarti.
22.	Gopal Chandra Bose.	68.	Daiba Chandra Mitra.
24.	Bradjendra Sundar Thakur.	69.	Debendra Nath Sarkar.

LOWER GRADE.

1.	George J. Jordan.	28.	Bhuban Chandra Sarkar.
2.	Gowri Prashad Misra.	29.	Bepu Behari Rai.
6.	Chandra Kanta Sen.	31.	Mahabir Prasad.
7.	Lalit Mohan Adhikari.	32.	Kedar Nath Ray.
12.	Hara Kumar Basu.	33.	Pulin Behari Lahori.
17.	Mohendra Chundra Raha.	35.	Enayut Ullah Khan.
21.	Anando Chandra Saha.	43.	Baldeo Sahai.
26.	Krishna Das Chanda.	58.	Govinda Lal Ghosh.
27a.	Brojo Nath Paisnav alias Brojo Nath Gosami.	61.	Amrita Lal Banerji.
		63.	Upendra Nath Datta.

The following is a list of the candidates for the Lower Grade Pledership Examination held on the same dates, who have passed:—

LOWER GRADE.

Register No.	Name of Candidates.	Register No.	Name of Candidates.
4.	Pyari Mohon Sen.	43.	Ananda Chandra Nag.
5.	Koilash Chondro Bosh.	45.	Aman Ali.
6.	Saiduddin Muhammad.	46.	Jivankrishna Sen.
9.	Nobin Chondro Das.	48.	Harihur Misra.
10.	Khabir Ullah.	49.	Jagat Chundra Roy.
12.	Rajat Sikhur Rai.	50.	Okhoy Kumar De.
13.	Modhusudan Das.	51.	Hara Doyal Nag.
14.	Rajnarain Layek.	52.	Abdul Guffoor.
16.	Protap Chauder Ghose.	51.	Krishnakumar Bhattacharjee.
17.	Syud Abdool Roaf.	58.	Baradakanta Aich.
20.	Monohar Singh.	59.	Purna Chundra Banerjee.
21.	Fazlal Haq.	60.	Joy Sanker Chowdhury.
22.	Ganendro Nath Bose.	63.	Gurucharan Basu.
25.	Pran Gopal Mukherjee.	68.	Taraprosanna Chukervarti.
27.	Kenaram Buxi.	69.	Biseswar Bhattacharji.
31.	Jogendra Nath Das.	70.	Saidar Rohaman.
34.	Jadu Nath Das.	71.	Tarini Charan Deb.
35.	Durgadas Choudhary.	73.	Kamini Kumar Ghatak.
36.	Devendra Nath Goswami.	74.	Taraprosanna Sen.
38.	Guru Charan Sarma.	75.	Pyari Mohan Das.
41.	Sasti Charan Sen.	77.	Girish Chandra Chakravarti.
42.	Kali Kumar Das.	80.	Chandra Kisore Basu.

শিক্ষানুষ্ঠান বিজ্ঞাপন।

মকসদের ওকালতী পরীক্ষা।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে উক্ত শ্রেণীর যে ওকালতী পরীক্ষা হয় তাহাতে ক্রমান্বয়ে উক্ত ও নিম্নতর শ্রেণীতে পরীক্ষার্থীদের নামের নির্দিষ্টপত্র এই,—

উক্ত শ্রেণী।

রেজিষ্টারে নম্বর।	পরীক্ষার্থীদের নাম।	রেজিষ্টারে নম্বর।	পরীক্ষার্থীদের নাম।
৪।	শ্রী চেনিপ্রসাদ চৌধুরী।	৩৪।	শ্রী নৈয়ম গোলাম কাদির।
৫।	„ প্রমথকুমার দাস।	৩৫।	„ প্রমথকুমার ভট্টাচার্য।
৬।	„ বিজ্ঞাননাথ দত্ত।	৪০।	„ হরিশচন্দ্র গোস্বামী।
১০।	„ সিধাইচরণ মিত্র।	৪১।	„ কৈলাসচন্দ্র রায়।
১১।	„ রামশঙ্কর রায়।	৪২।	„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৩।	„ অভয়চরণ দত্ত।	৫০।	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৪।	„ রজনীকান্ত গুপ্ত।	৫৭।	„ ভূপতিচরণ কান্ত।
১৫।	„ পেরারীমোহন ঘোষ।	৬৪।	„ জয়নামাথ চক্রবর্তী।
২২।	„ গোপালচন্দ্র বসু।	৬৮।	„ নৈমিত্ত মিত্র।
২৪।	„ ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	৬৯।	„ দেবেন্দ্রনাথ সরকার।

নিম্নতর শ্রেণী।

১।	শ্রী জর্জ জে. জর্ডন সাহেব।	২৮।	শ্রী ভুবনচন্দ্র সরকার।
২।	„ গৌরীপ্রসাদ মিত্র।	২৯।	„ বিপিনবিহারী রায়।
৩।	„ চন্দ্রকান্ত সেন।	৩১।	„ মহাবীর প্রসাদ।
৭।	„ ললি মোহন অধিকারী।	৩২।	„ তেজস্বিনাথ রায়।
১২।	„ হরকুমার বসু।	৩৩।	„ পুলিনবিহারী লাহিড়ী।
১৭।	„ নরেন্দ্রচন্দ্র শাহা।	৩৫।	„ এনায়েতুল্লা খাঁ।
২১।	„ আনন্দচন্দ্র শাহা।	৪৩।	„ বলদেব শর্মা।
২৬।	„ কৃষ্ণদাস চণ্ড।	৫৮।	„ গোবিন্দলাল ঘোষ।
২৭।	„ ব্রজনাথ বৈষ্ণব বা ব্রজনাথ গোস্বামী।	৬১।	„ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
		৬৩।	„ উপেন্দ্রনাথ দত্ত।

উক্ত কএক তারিখে নিম্নতর শ্রেণীর যে ওকালতী পরীক্ষা হয় তাহাতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নামের নির্দিষ্টপত্র এই,—

নিম্নতর শ্রেণী।

রেজিষ্টারে নম্বর।	পরীক্ষার্থীদের নাম।	রেজিষ্টারে নম্বর।	পরীক্ষার্থীদের নাম।
৪।	শ্রী পেরারীমোহন সেন।	৪৩।	শ্রী আনন্দচন্দ্র নাগ।
৫।	„ কৈলাসচন্দ্র বসু।	৪৫।	„ আমল আলি।
৬।	„ মৈত্ৰীন্দ্র মল্লিক।	৪৬।	„ জীবনকুমার সেন।
৯।	„ নবীনচন্দ্র দাস।	৪৮।	„ হরিহর মিত্র।
১০।	„ খবির উল্লাহ।	৪৯।	„ জগজ্ঞান রায়।
১২।	„ রজনীনাথ রায়।	৫০।	„ অক্ষয়কুমার দে।
১৩।	„ মধুসূদন দাস।	৫১।	„ হরময়াল নাগ।
১৪।	„ রাজনারায়ণ লাহরেক।	৫২।	„ আবদুল গফুর।
১৬।	„ প্রভাটচন্দ্র ঘোষ।	৫৪।	„ কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য।
১৭।	„ সৈয়দ আবদুর রৌফ।	৫৮।	„ বরদাকান্ত আইচ।
২০।	„ মনোহর সিংহ।	৫৯।	„ পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২১।	„ ফজল হক।	৬০।	„ জয়শঙ্কর চৌধুরী।
২২।	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু।	৬৩।	„ গুরুচরণ বসু।
২৪।	„ প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়।	৬৮।	„ তারাশঙ্কর চক্রবর্তী।
২৭।	„ কেশবনাথ বসুশী।	৬৯।	„ বিজয়বর ভট্টাচার্য।
৩১।	„ যোগেন্দ্রনাথ দাস।	৭০।	„ সৈয়দ রহমান।
৩৪।	„ বহুনাথ দাস।	৭১।	„ তারিণীচরণ দেব।
৩৫।	„ সুধীন্দ্র চৌধুরী।	৭৩।	„ কামিনীকুমার ঘটক।
৩৬।	„ দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী।	৭৪।	„ তারাপ্রসন্ন সেন।
৩৮।	„ গুরুচরণ শর্মা।	৭৫।	„ পেরারীমোহন দাস।
৪১।	„ বজ্রীচরণ সেন।	৭৭।	„ গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী।
৪২।	„ কালীকুমার দাস।	৮০।	„ চন্দ্রকিশোর বসু।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ জানুয়ারি।]

Register No.	Name of Candidate.
82.	Rai Charan Mitra.
83.	Umesh Chandra Bosu.
84.	Devendra Chandra Sen.
86.	Sarat Chandra Chowdhuri.
89.	Saheb Lall.
89a.	Baldeo Narain.
91.	Abinash Chandra Mitter.
93.	Abhoy Charan Roy.
94.	Felukanta Chatterjee.
100.	Sital Chandra Banerjee.
101.	Nural Huq.
102.	Adhar Chandra Chatterjee.
103.	Satis Chandra Banerjee.
104.	Sital Chandra Ghosal.
107.	Ashutosh Roy.
108.	Bamandas Chatterjee.
109.	Bidhoo Bhoosan Ghosh.
110.	Jodu Nath Kanjilal.
113.	Dina Bandhoo Banerjee.
115.	Probhas Chandra Ghosh.
118.	Hiranya Kumar Gupta.
122.	Ambika Churn Karmakar.
123.	Taraknath Bose.
125.	Mathuranath Chowdhuri.
126.	Fakir Chandra Basu.
127.	Parbatty Charan Mandal.
129.	Mohim Chandra Mukerji.
132.	Ramlal Chatterjee.
133.	Kamakhya Charan Sein.
135.	Rajangee Bhusan Dhur.
137.	Sukho Moy Sircar.
141.	Umesh Chandra Lahiri.
143.	Durga Sundar Chakerbetty.
145.	Kailash Chandra Chukerbutty.
146.	Ananta K shore Das.
147.	Mohesh Chandra Das.
149.	Hari Pala Das.
150.	Nobo Kumar Roy.
154.	Durgaprosanno Mukhopadhyay.
160.	Sahar Ali Joudar.
162.	Durga Charan B-svas.
170.	Syed Mohamed Mudin.
172.	Syed Ahmad Bakur.
176.	Jam Nath Sen.
178.	Jag t Chandra Mozumdar.
179.	Sat Kumar Chowdhuri.
182.	Bhramadi Sanyal.
183.	Gadadi Saker Roy.
188.	Kasi Kanta Sanyal.
189.	Nolamdi Ghatak.
190.	Kama Bihari Sarkar.
192.	Lal Madhab Chaki.

Register No.	Name of Candidate.
193.	Anadi Nath Mukhopadhyay.
195.	Dwarka Nath Maitra.
199.	Purna Chandra Sen.
207.	Rama Ballabh.
208.	Ambika Charan Chatterjee.
209.	Munashwar Sahai.
213.	Deokinandan Lal.
216.	Bagala Charan Banerjee.
219.	Guru Charan Dhar.
220.	Akhil Chandra Sen.
224.	Sita Mohan Das.
225.	Giris Chandra Bhattacharjya.
226.	Janaki Nath Das.
227.	Rajani Kauth Chatterjya.
228.	Ganga Kasi Das.
230.	Nobo Kumar Guha.
232.	Grish Chandra Roy.
233.	Uma Charan Nag.
234.	Raghoobuns Sahay.
236.	Haripado Mookerjee.
241.	Tarini Charan Banerji.
243.	Radha Nath De.
245.	Chandra Kisor Kar.
247.	Priya Nath Lahiri.
249.	Rai Charan Das.
250.	Bama Charan Sen.
251.	Haridas Chaudhuri.
252.	Kali Kinkar Mukerji.
253.	Sasi Bhusan Goswami.
257.	Bipin Bihari Chaudhuri.
261.	Chandra Kumar Nandi.
262.	Shyama Charan Basu.
263.	Abinash Chandra Rai Chaudhuri.
264.	Abinash Chandra Rai.
268.	Upendra Nath Basu.
269.	Sasi Bhusan Basu.
270.	Girija Bhusan Rai.
271.	Bekhal Chandra Ghosh.
275.	Mahomed Khaja Baksh Khan.
276.	Bani Kanta Mukhopadhyay.
278.	Shyama Charan Banerji.
280.	Hara Nath Barman.
281.	Upendra Nath Brahma.
286.	Priyanath Mitra.
287.	Ram Lal Chakrabarti.
292.	Ambika Charan Mukerji.
293.	Jogindra Chandra Chatterji.
295.	Jogindra Chandra Mukerji.
299.	Upendra Nath Mitra.
300.	Dwarka Nath Banerji.
305.	Abinash Chandra Banerji.

HENRY T. HYDE,
Secretary to the Board of Examiners
for Pleaders and Mouthpieces.

CALCUTTA.
The 21st March 1884.

[Government Gazette, 1st April 1884.]

[illegible]

୨୫୮୫ ମାଲ ୫୯ ବାଉଁଶ ।

পত্রিকার	পত্রিকার
১৯১।	অন্যাদিমাথ মুখোপাধ্যায়।
১৯২।	হারকানামাথ বৈষ্ণব।
১৯৩।	পূর্ণচন্দ্র সেন।
২০৭।	রায় বসন্ত।
২০৮।	অধিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
২০৯।	বলধর সহায়।
২১০।	দেবকীমঙ্গল দাস।
২১১।	বগলাচরণ বসন্তোপাধ্যায়।
২১২।	শুকচরণ বসন্ত।
২২০।	অধিকাচন্দ্র সেন।
২২১।	গীতানোদয় দাস।
২২২।	গীতানোদয় চট্টোপাধ্যায়।
২২৩।	আনন্দীনাথ দাস।
২২৪।	রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
২২৫।	গঙ্গাকান্ত দাস।
২৩০।	অবধুদাস বসন্ত।
২৩১।	গিরিশচন্দ্র রায়।
২৩২।	উপাচরণ দাস।
২৩৩।	ব্রজেন সহায়।
২৩৪।	হারকানামাথ মুখোপাধ্যায়।
২৩৫।	তারিণীচরণ বসন্তোপাধ্যায়।
২৩৬।	রায়নাথ দাস।
২৩৭।	চন্দ্রকান্ত বসন্ত।
২৩৮।	প্রিয়নাথ দাস।
২৩৯।	হারকানামাথ দাস।
২৪০।	বসন্তোপাধ্যায় সেন।
২৪১।	হারকানামাথ চৌধুরী।
২৪২।	বালকান্ত মুখোপাধ্যায়।
২৪৩।	অন্যাদিমাথ মুখোপাধ্যায়।
২৪৪।	বিশ্বনাথ চৌধুরী।
২৪৫।	চন্দ্রকান্ত বসন্ত।
২৪৬।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৪৭।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৪৮।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৪৯।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫০।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫১।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫২।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৩।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৪।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৫।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৬।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৭।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৮।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৫৯।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬০।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬১।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬২।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৩।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৪।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৫।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৬।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৭।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৮।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৬৯।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭০।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭১।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭২।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৩।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৪।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৫।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৬।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৭।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৮।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৭৯।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮০।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮১।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮২।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৩।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৪।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৫।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৬।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৭।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৮।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৮৯।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯০।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯১।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯২।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৩।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৪।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৫।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৬।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৭।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৮।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
২৯৯।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
৩০০।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।
৩০১।	অন্যাদিমাথ বসন্ত।

ডেবরি টি, হাইড,

ও.ল.ভী ও যোগেশ্বরী পরীক্ষক বোর্ডের সেক্রেটারী :



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ৭ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের জিযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেট কমিটির হস্তে অর্পিত হয় ।

১৮৮৪ সালের ৩ নম্বর ।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন পঞ্চাঙ্গিখিতমতে সংশোধন করা বিহিত ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ ধারা । এই আইন ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন নামে সংক্ষেপ নাম ।

২ ধারা । ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১০৮ ধারার দ্বিতীয় বাক্যটি রহিত করা গেল ।

১৮৮১ সালের ২৬ আইনের ১০৮ ধারা অপেক্ষা সংশোধন করিবার কথা ।

উক্ত আইনের ১০৯ ধারা সংশোধনের কথা ।

(ক) “নোটরী পবলিকের সম্মুখে স্বহস্তে বিলে স্বাক্ষর করিবেন এবং” এই কথার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—“বিলের উপর স্বহস্তে লিখিয়া” ; এবং

(খ) শেষ বাক্যটি লুপ্ত রহিত করা গেল ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১ আপ্রিল ।]

Bill to amend the Negotiable Instruments Act 1881.

৪ ধারা । উক্ত আইনের ১১৩ ধারার “নাম” শব্দের পর “তিনি কিম্বা তদন্থে উক্ত আইনের ১১৩ ধারা সংশোধনের কথা ।

উক্ত আইনে মূলতঃ ৫ ধারা । উক্ত আইনের অধ্যায় যোগ করিবার কথা ।

“সম্পদ সম্প্রদায়”

নোটরী পবলিক বিষয়ক বিধি ।

“১৩৮ ধারা । মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া লামো-ক্রেয় বি বিদ্যোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে এই আইনমতে নোটরী পবলিক হইয়া কোন স্থান সীমার মধ্যে স্বীয় ক্ষমতামতে কর্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া পদচ্যুত করিতে পারিবেন ।

“১৩৯ ধারা । এই আইনমতে যাহারা নোটরী পবলিকের পদে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্বাবধান নিমিত্ত, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইন-মতে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত নোটরীদের প্রাপ্য কী ধায়া করিতে পারিবেন ।”

অধিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

মানবকার্য সাক্ষরিতা দেওয়া গেলে তাঁহার সিদ্ধতা পক্ষে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১০৮ ও ১০৯ ধারামতে আবশ্যিক যে, যে ব্যক্তি সাক্ষরিতা দেন, তিনি কোন নোটারীর সম্মুখে কতকগুলি নিয়মমতে কার্য করেন।

একসঙ্গে বিল বিষয়ক ইংলণ্ডীয় যে সকল আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালে বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে এখনে ঐরূপ বিধান ছিল দেখা যায়; কিন্তু এই সকল বিধান কমিটীতে পরিভাষিত হয়।

কিছু কাল হইল ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান ব্যাংক গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ নিয়ম ধার্য করার কোন কোন প্রণালী বিল সম্বন্ধে গুরুতর অসুবিধা ঘটবে, কারণ যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিলের নিমিত্ত স্বাক্ষর-কার্যসম্পন্ন দায়ী হইতে সম্মত হন তাঁহারা কোন নোটারীর সম্মুখে যাইতে অস্বীকার করেন।

২। মানবকার্যে টাকা দিতে হইলে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক আইনের ১১৩ ধারামতে নোটারীর কার্যের প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ডীয় বিল অর্থ একসঙ্গে বিষয়ক আইনের ৬৮ ধারামতেও এইরূপ প্রয়োজন আছে। কিন্তু এতদন এই যে ইংলণ্ডীয় আইনমতে মানবকার্য টাকাদাতা কিম্বা তদন্থে তাঁহার এজেন্ট নোটারীর সম্মুখে আবশ্যিক কথা বলিতে পারেন, আর ভারতবর্ষীয় আইনের এরূপে অর্থ করা যাইতে পারে যে টাকাদাতা কেবল নিজেই এই কথা বলিবেন। ইহাতেও অসুবিধা ঘটিতে পারে।

৩। এই সকল বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সকল স্থানে অনেকগুলি ব্যাংকের ও বাণিজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা প্রায় একমত হইয়া বিবেচনা করেন যে, আইন সংশোধন করা আবশ্যিক; এবং এই নিমিত্ত উল্লিখিত বিষয়ে ভারতবর্ষের আইন যত দূর পারা যায় ইংলণ্ডীয় আইনের অনুযায়ী করণার্থ বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

৪। এই সুযোগে নোটারী পবলিকদের নিয়োগ ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক আইনের কএকটি অভাব পূরণ করা গিয়াছে, এবং ইহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া কিম্বা তিনি যে পদে থাকেন সেই পদোপলক্ষে তাঁহাকে নোটারী পবলিকের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাঁহাকে সীমাবদ্ধ স্থানের নিমিত্ত নিযুক্ত করা যাইতে ও পদ হইতে অবসৃত করা বাহিতে পারে, আর এই আইনমতে তাঁহারা নোটারী পবলিকের পদে নিযুক্ত হন তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্বাবধান নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে, এবং তাঁহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত নোটারীদের প্রাপ্য ফী ধার্য করা যাইতে পারে।

১৮৮৪ সাল ২৯ ফেব্রুয়ারি।

সি, পি, ইলবট।

ডি. ফিটজপ্যাট্রিক,

ভাঃতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 1, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।
ইঙ্গিত্যর প্রতীতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ জোনার সেরের হিসাবে

বিভাগ।	৮০ জোনার সেরের হিসাবে															
	ময়।		জুন।		জুলাই।		আগস্ট।		সেপ্টেম্বর।		অক্টোবর।		নভেম্বর।		ডিসেম্বর।	
জিলা।	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বর্ডমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ বীরভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩ বীরভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪ বেদীপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫ বালুয়া ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬ বালুয়া ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

মধ্যস্থলের জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ কলিকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ ২৪ পরগণা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩ মদীনাবাদ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪ পুলিয়া ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫ বর্ডমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬ মুর্শিদাবাদ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৭ মির্জাপুর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৮ রাজশাহী ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৯ বালুয়া ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১০ বর্ডমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১১ পাঁচবা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১২ দার্জিলিং ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩ কলকাতা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

ক। বর্ডমান লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনার ১৩ সের, কাঁটগুয়া ১৩১ সের এবং রাণীগাঙে ১৩০ সের।

খ। বিষ্ণুপুর লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

গ। মফঃস্বলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৫ সের অবধি ১৩০ সের পর্যন্ত।

ঘ। বর্ডমান লবণের খুজরা দর টাকায় এই—ঘাটালে ১৮ সের এবং কাঁটগুয়া ১৩১ সের।

ঙ। বর্ডমান লবণের খুজরা দর টাকায় এই—জিরাপুর্নে ১৩০ সের, জালালাবাদে ১৩১ সের।

চ। —বারান্দা ও বশীরাহাটে ১০ সের, কলীগাঙিতে ১০ সের, বারাকপুরে ১২৫ সের।

—কুষ্টিয়ায় ১০ সের, বেহেরপুরে ১১ সের ও চুরাভাণ্ডায় ১১ সের এবং রাণীগাঙে ১২৫ সের।

॥ कान्ति यत्तु पात्रा यान्ति ।

৪০ মেম্বরের সম্মেলন
খোঁজতে চিকিৎসকের দল।

[illegible]

ଜିଅ ।

[illegible]

ক। মহকুমায় লবণের খুজাশী দর টাকায় এই—পাণ্ডাকারায় ১২ সের, ও বাগীরহাটে ১২ সের।

ক। ঐ ই ।—অনিমহ, মাগুর। ও নড়াইলে ১২ দেহ এবং বনগাঁয়ে ১৩ দেহ।

ক। ১—লালবাগে ১১ সের, উদ্ভিদপুরে ১২। দেব ও কান্দিভ ১২ সের।

ট। লবণের খুন্সির মত টাকায় এই ২।—নীতপুরে ১০ সের, ব.ইগজে ১১। সের।

৪। মাটো ও নোগার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ পের ।

ড। মহকুমার মদনের খুজরা দর টাকা ১২০০—কুড়ি আট ১৩ সের, মিলফায়াড়িতে ১২ সের, এদং ৭ (ইদাফায় ৬ সের।

৬। ঘোড়া গগনে সবগের দুজনা মর টাকায় ৩ সের।

৭। জব্বের খুঁরা দর টাকায় এই২।—কিয়ং ৮ মের, মি'লিও'ডে ১১০' মের।

৬। কালিকোটের লবণের খুজরা দ্র টাকায় ১০ লেঃ ।

[গদগবেষ্ট গেজেটে । ১৮৮৪ । ১ জাতিয়াল]

১০ ভোলাহা/সেরের হিসাবে

মহলা	জিলা	১০ ভোলাহা/সেরের হিসাবে																	
		গম।		বর।		তাল চাউন।		মাখাখা চাউন।		কুড় ও বাঁকরা।		চোলখ ও জোয়ার।							
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮ চাঁকা ...	১২	১৬	১৪	১১	১৩	১১	১৩	১০	১০	১২	১৫	১৫	১৪
১৯ ফরীদপুর ..	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৪
২০ বাঁকরাগঞ্জ	৫	১৫	১০	৮	৮	১৫
২১ মনমথসিংহ	১০	১০	১২	১২	১০	১০	১৪	১০	১০	১৫
২২ চট্টগ্রাম	১০	১০	১২	১৪	১৫	১০	১০	১০	১০	১০
২৩ বগরাখালী	১৬	১৫	১২	৮	১৫	১৫	১৫
২৪ ত্রিপুরা	১০	১০	১০	১৪	১৫	১০	১০	১০	১০	১০
২৫ চট্টগ্রামের প- নভীর এমেন- ত্রিপুরা পক্ষ	১০	১২	১৪	১৪	১০	১০	১০
	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

বেহার।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬ পাটনা ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
২৭ গয়া ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
২৮ মাধাবান ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
২৯ দারভাঙ্গা ..	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
৩০ মহকুমাপুর ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
৩১ গায়ন	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
৩২ সান্দারন ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
৩৩ সুজের ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০
৩৪ বাগলপুর ...	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১৪	১০	১০	১০

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০।১৬ সের ও সারানগঞ্জে ১০ সের।

গ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—পটুয়াখালিতে ১০।১৬ সের, পিরোজপুরে ১২ সের ও ভোলাহা ১০ সের।

ঙ। —কিশোরীগঞ্জে ১০।১৬ সের, আট্টারায় ১২ সের, আমালপুরে ১০ সের, মেত্রকোণায় ১২।/ সের।

চ। কলকাতায় মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

ক। মনঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।

ব। চাঁদপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২।/ সের।

৮০ ভোলাক সেরের হিসাবে

নং	জিলা।	গজ।		ঘর।		ভাল চাউল।		নাযায চাউল		বহু ও বাজরা।		চোনব ও আয়ার।	
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরনিয়া ..	১৪	১৪	১৬	১৩	১৪	১২	১৪	১৫	১১০
৩৬	মালদহ ..	১১১	১১১	১৭	১১	১০	১২	১০	১৪	১১১
৩৭	সাঁওতাল পর- গনা।	১৭	১৭	১৫	১০	১২	১৬	১৭	১৬	১১২

উড়িষ্যা।

		১৫৫০	১৪১০	১৫	১৩০	১১৫	১৭/০	১২১০	১৮১০	১৬১০
৩৮	কটক	১৫৫০	১৪১০	১৫	১৩০	১১৫	১৭/০	১২১০	১৮১০	১৬১০
৩৯	পুরী ...	১৫৫০	১৪১০	১৫	১৫৫	১৩০	১১৬	১০১০	১১১	৫২
৪০	বালেশ্বর ...	১৪	১৪	১৪	১৬	১৬	১৬	১১০	১১০	৫২

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।

		১১০	১৪	১৪	১১৪	১২	১২	১২	১৭	১৫১	১১০
৪১	চাকরীবাগ...	১১০	১৪	১৪	১১৪	১২	১২	১২	১৭	১৫১	১১০
৪২	সোনারডুগা ...	১৪	১০	১৭	১১০	১৫	১১৬	১৪	১৪	১১০	১৮	১৮	১১৪
৪৩	সিংহভূম ...	১৬	১৬	১৬	১১৪	১১৪	১১০	১১০	১১০	১৮	১১৪	১১৪	৫২
৪৪	মামুদ ...	১৪	১৪	১০	১৫	১৫	১৮	১১২	১১২	১১৭

* মকঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১১০১০ সের অবধি ৫১। সের পর্যন্ত।

৫৬। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই- ১—কৃষ্ণগঞ্জে ১০ সের, অররিয় মহকুমার অন্তর্গত (রাণীগঞ্জে) ১১ সের।

৫৭। ছমকা এবং রাজমহলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

৫৮। খুর্দ মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১৬ সের।

কলিকাতা.

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।

টাকার বড় ... দায়।

৩০ সেরের বনের
খোঁক বিক্রয়ের দর।

রাশী বা বাড়ি ও চৌধা।			জমিদার।	হোল।	জানাবিকার।	সর।	সর।
এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন
গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন
ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন	এই সজাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সজাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সজাঘের রিটন

জিলা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পুরনিয়া।
...	১৭	১৭	১১০	৪/	৪/	৪/	১০।	১০।	১০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	পুরনিয়া।
...	১৮	১৮	১১২	৪/	৪/	৪/	১২	১২	১২	৩।৬	৩।০	৩।০	৩।০	বালদহ।
...	১৮	১৮	১১৭	৪/	৪/	৪/	১২	১২	১২	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	সাঁওতাল পাহাড়া।

উড়িষ্যা।

১৪।০	১৪।০	১০৫	১০।০	১০।০	১২।০	২/	২/	২/	১৪	১৪	১৪	২।০	২।০	২।০	২।০	কটক।
...	১০।০	১০।০	১৮।০	২/	২/	২।০	১৬	১৬	১৫	২।০	২।০	২।০	২।০	পুন্ড্রী।
...	১০	১০	১৬	২।০	২।০	৩/	১৬	১৬	১২	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	বালেশ্বর।

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

১১	১১	১৭	১৮	১৭	১৮	১৬	১৭	১৮	৮/	৮/	৮/	১২	১০।	১০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	হাজারীবাগ।
১৮	১৮	১২	১০	১০	১৬	১৮	১০	১৮	১১।	১১।	৩/	১২	১২	১০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	সোনারগুজ।
...	১৬	১৮	১৮	৮/	৮/	৮/	১৮	১৮	১২	৮।	৮।	৩।০	৩।০	সিহবুল।
...	১৮	১৭	১৭	১৮	৩/	৩/	৩/	১০।	১০।	১০।	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	বালেশ্বর।

য১। ভরক মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য১০। গিরিধি মহকুমায় অন্তর্গত (খরকদিহার) লবণের খুজরা দর টাকায় ১০। সের।

য১১। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

কোলমাল বেঙ্গল;

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের বিবুলিখিত সকল গজ ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

ক্রম	বঙ্গদেশ	৪০ সেরের											
		গজ।			ঘর।			তাল চাউল।			গাখাখা চাউল।		
		এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ব সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ব সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ব সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ব সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১ কলিকাতা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
২ খেরাজগঞ্জ ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৩ ঢাকা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৪ বারিষগঞ্জ	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৫ চট্টগ্রাম ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৬ পাটখা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৭ বালেশ্বর ..	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৮ পুরী	২১০	২১০	২১০	২১০
৯ কটক ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল, ২৫ মার্চ।

নুই মজারি অবধি তুলাদি দ্বারা দ্রব্য ও আলাদি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার হয়

ବଟବଟ ମୟ ।

[illegible]

সাঁখারিণের অধগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোমরান মেকেন.
বলমেনে: গবর্নমেন্টে: মেরুটটী ।

LAND ADVERTISEMENT.

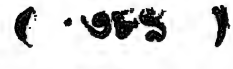
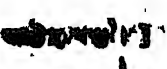
ভূমিবিবরণ ইত্যাদি।

জেলা নদীয়া।

বাকী থানার আদানপত্রের পাঠ। কাছারি কানেক্টরী জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারার সম্বন্ধ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা নদীয়ার ভৌমিকর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখের প্রাপ্য মূল্যভোগি এবং অন্যান্য লাভেরা যাহা চলিত আইন ও অর্ডিন্যান্সের বাকী রাখার আদানপত্রের ১৮৮৪ সালের ৭ এপ্রিল মোতাবেক ১৬ চৈত্র সোমবার এই জেলার কানেক্টরী সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।

ভৌমিকর নম্বর।	মহাল ও পরগনায় নাম।	নিম্নলিখিত বানিকগণের নাম।	মোট মন্তর জমা।	বাকী পর- মাণ।	মন্তব্য।
১১৭	ডি: চণ্ডী প: পীতনর।	শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বরং ও অছি জাং চাকচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী নাবালগের অছি কৈশানচন্দ্র ঘোষাল ও অননুদেব যুথোপা- ধার স্বরিকীবন প্রামাণিক স্বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী স্বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিব- মোহিনী দাসা অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, স্বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও যোগে- শচন্দ্র পাল চৌধুরী যুধন দাসী অছি জাং শচীশচন্দ্র ওরফে পাঁচ পাল চৌধুরী, স্বরেন্দ্রচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র শচীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের অছি- দাতা রাক্ষসী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব অছিহরেন্দ্র অছি। বানীচরণ চৌধুরী, গিরিবাল দেবী, বামাসুন্দরী দেবী, ভূদেবজ্ঞান অচাধী কালীশ্বরী দেবী। হরগোপাল আচার্য্য রামরত্ন মল্লিক, আশুতর শাহা জিন্নাম চৌধুরী, দীনবন্ধু চৌধুরী, দীননাথ যুথোপাধ্যায়।	১০২৪৬৮ পুলীস : ২২৬৪	৮০৬৬	১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট র: ৮৫/১০ তিল ম: ১৪৪৭৬/৬ পাই টাকা মন্তর ও ১৯৮ পাই টাকা পুলীস জমার স্বরেন্দ্রচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শচীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের অনিমা: রাক্ষসী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব, অছিহরেন্দ্র অছি এ- নামে ১১৭১০ মঃ লেখা যায় এ অংশে বাকীপড়ার উহাই নিলাম হইবেক।
১১৮	গোড়ানর প: তারাগুনিয়া।	জি বিদ্যোদী বনওয়ারি জিউ ঠাকুরের দেহাইত স্বরে জগন্নাথ বনওয়ারি গোবিন্দ বনওয়ারি ও কৃষ্ণনাথ রায়, কুমুদিনী দাসী মাতা অনিমা- বে শুকদাস বিধান নাবালগ, দানবজ চেন্দ্রাজিয়া, হরিমোহন মল্লিক, অভাবতী দেবী, রামধন খাঁ, রাধেশ্বর খাঁ, কালিদাস খাঁ, উদ্যচরণ খাঁ, নন্দুরাম যুথোপাধ্যায় ও শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গাপদ বন্দ্যো- পাধ্যায় ও গিরিবাল দেবী অনিমা: দেবী। অলিমা: জাং উমাগল ও অভয়গল বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ ও চন্দ্রমণি দেবী।	৯২০১৮৫ ২২৫১/১১ প: ২২৬২	৭১৪ ১১১/৩	মঃ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ রং / ০৬৮ কান মঃ ১০৬১১ পাই. টাকা মন্তর জমার প্রাগছত্রি সাধারণ ১৪৪২৯৭ নিধা কর এ অংশে বাকীপড়ার উহাই নিলাম হইবে। ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট র: ১০৬১১ তিল অংশে জি কিশোরী বনওয়ারি জিউ ঠাকুরের দেহাইত স্বরে জগন্নাথ বনওয়ারি গোবিন্দ বনওয়ারি ও র: ৬৮/১১ অংশ অংশে রাধেশ্বর চেন্দ্রাজিয়া ও র: ১৮/১১ অংশ হরিমোহন মল্লিক, মঃ ১১৪/৪ পাই মন্তর ও ১৪৪ পাই পুলীস জমার ২১৬১০ মঃ নিধা বাকী বাকীপড়ার উহাই নিলাম হইবেক।



১০৮	রাণাঘাট পঃ জিনগর।	১৩৪২৭৬৩ পুঃ ১৫১১৬৩	৫৭৬/৩	১৮৫৯ সালের ১১ জুলাইয়ের ১০ খারানতে গৃহক হওয়া অংশদায়ে অবশিষ্ট রঃ ১৩৩/ অংশদায়ে রঃ ২২০৪৪ পাই টাকাসদর ও ১১/০ অংশ পুসিত অংশের কাগজ মুজুরী দাসী চৌধুরাণীর ৪৩৭১০ নং লিখা বার অংশে বাকী পড়ার উহাই নিলাম হইবেক।
১০৯	সাদিপুর পঃ রাজপুর।	১৮২৬৩৭৬৯	৪৬৬/১	১৮৫৯ সালের ১১ ডিসেম্বরের ১০ খারানতে গৃহক হওয়া অংশদায়ে অবশিষ্ট রঃ ২৬২২ টিল ২২ গণ্ডা অংশ মঃ ১২৩০০ টাকা সদর অংশ কালীখুরী সন্ন্যাস ৪৩১১০ নং লিখা বার ৫ অংশে বাকী পড়ার উহাই নিলাম হইবেক।
১১১	বেহালার চর পঃ বাগেশ্বর।	১৪০৭	৫১৯/৪	১৮৬১ সালের ৩১ মার্চ শুকু মালীকানা বন্দোবস্তের দ্বারা কাটহ ও সম্পূর্ণ বহাল নিলাম হইবেক।

সরস্বতীনাথ পাল চৌধুরী ও নিবদেহি দাসী চৌধুরাণী অছি জাঃ
জানেনজনাথ পাল চৌধুরী সরস্বতীনাথ পাল চৌধুরী ও হেমেন্দ্রনাথ পাল
চৌধুরী ও বিজয়নাথ পাল চৌধুরী নারায়ণ যোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
ও মধুসূদন দাসী চৌধুরাণী অছি জাঃ শ্রীনাথ চরকে পণ্ডিত পাল
চৌধুরী নারায়ণ, যোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
মুকুন্দনাথ চৌধুরাণী, কালীনাথ চৌধুরাণী ও সরস্বতীনাথ পাল
চৌধুরী ও ব্রজনাথ পাল চৌধুরী, দ্বারিকানাথ পাল চৌধুরী কেশবচন্দ্র
পাল চৌধুরী ও রাজরাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শরৎচন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং
অছি জাঃ নারায়ণচন্দ্র, পুঃ চন্দ্র, নির্মলচন্দ্র দে চৌধুরী অছি জগদীশ
চন্দ্র বোহাল, চরিত্রীনাথ আশাচন্দ্র অশ্বত্থদেব মুখোপাধ্যায় বর্ষস্বয়ী
দাসী স্বয়ং একজিকিউটর ডেউমুত দাবু কুমারিগোবিন্দ দাবু।

সহযোগীনাথ চৌধুরাণী, লক্ষ্মীনাথ মুজুম্ভি, গেরাজেন্দ্র ও দামোদরনাথ
নাথ গিরিজানাথ চৌধুরাণী, ব্রজনাথ, হরলাল, মজিলাল, মনোজ-
নাথ, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালীনাথ চৌধুরী দেবদাস চৌধুরাণী
আচার্য, ভদ্রনাথ চৌধুরী, কালীনাথ দাসী, আশুনাথ বিদ্যাস, স্বয়ং-
দাস মুজুম্ভি, বারানসীনাথ, কেশবনাথ মুজুম্ভি, ভদ্রনাথ ও শিবদাস
জোহান্দার, কালীচাঁদ বিদ্যাস, উদয়নাথ শরিপসারের বেনোজর
জানেন্দ্র দেঃ মণিচাঁদ ফিটে জাঃ ও সরস্বতীনাথ ও দেঃ ভবেন্দ্র দেবি
কিং ওয়াটী সাহেব ও দেঃ জগদীশচাঁদ টাংস সাহেব ও দেঃ জগদীশ
এনসলি প্রিন্সিপাল সাহেব, রাজকীর্তন মুজুম্ভি।

দ্বিতীয় প্রেরণ বহাল।

দেঃ হারি সাহেব বেনোজর জাঃ কোর্ট অফ ওয়ার্ডস গিরিজেন্দ্র সিংহ ও
পুঃ চন্দ্র সিংহ কান্তিচন্দ্র সিংহ, শরৎচন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বাহাদুর।

NUDDEA COLLECTORATE;
The 28th February 1864.

T. K. GHOSH,
Deputy Collector in charge.

[illegible]

1. 五五五五五

[Government Gazette of April 1884.]

একক বোনা।	পাশনা ও মাসের নাম।	মাসিকের নাম।	সময় জমা।	বাকী।	বক্তব্য।
১৩৩৮ ১৩৩৯	১৩৩৮ ১৩৩৯	ও কয়ালী দাস যোজ্ঞা সাঃ ইচ্ছাঃ জিজ্ঞাঃ গোপালদেব জিউ ঠাকুর হের মেহাইত রক্তবীরজয় মুখোপাধ্যায় ও ডে'মন্ড মুখোপা- ধ্যায় বাবালদেব কতিমতিঃ কৃষ্ণারানী দেব্যা সাঃ রামদাস মুতন। এসান মুখোপাধ্যায় গোপালজি মওল জসিকাভ উরকে মধুসন মওল বাবালক সাঃ ভিষকি কৃতি।	২২৬ বৎ সুভদ্রাসান মুখোপাধ্যায় ... ৩০৪/১০৬ ৩৬১ বৎ জিজ্ঞাঃ গোপালজি ঠাকুরের মেহা- ইত ডোমস চক্স মুখোপাধ্যায় বাবালকের জসিকাভ কৃষ্ণারানী দেব্যা। ৩৬২ বৎ জিজ্ঞাঃ গোপাল জিউ ঠাকুরের মেহা- ইত রক্তবীরজয় মুখোপাধ্যায়।		
১৩৩৮ ১৩৩৯	১৩৩৮ ১৩৩৯	বাকীকেন্দ্র সাঃ ইচ্ছাঃ জিজ্ঞাঃ গোপালদেব জিউ ঠাকুর হের মেহাইত রক্তবীরজয় মুখোপাধ্যায় ও ডে'মন্ড মুখোপা- ধ্যায় বাবালদেব কতিমতিঃ কৃষ্ণারানী দেব্যা সাঃ রামদাস মুতন। এসান মুখোপাধ্যায় গোপালজি মওল জসিকাভ উরকে মধুসন মওল বাবালক সাঃ ভিষকি কৃতি।	১৩৩৮ ১৩৩৯	০/৬	বোদ জাতিবর্তন বিলাস হইবে।
১৩৩৮ ১৩৩৯	১৩৩৮ ১৩৩৯	মুজাকেন্দ্র সাঃ ইচ্ছাঃ জিজ্ঞাঃ গোপালদেব জিউ ঠাকুর হের মেহাইত রক্তবীরজয় মুখোপাধ্যায় ও ডে'মন্ড মুখোপা- ধ্যায় বাবালদেব কতিমতিঃ কৃষ্ণারানী দেব্যা সাঃ রামদাস মুতন। এসান মুখোপাধ্যায় গোপালজি মওল জসিকাভ উরকে মধুসন মওল বাবালক সাঃ ভিষকি কৃতি।	১৩৩৮ ১৩৩৯	১/৬	একবারী সদর জমা ৩০৪/১০৬ টাকা বিলাস হইবে।
১৩৩৮ ১৩৩৯	১৩৩৮ ১৩৩৯	মুজাকেন্দ্র সাঃ ইচ্ছাঃ জিজ্ঞাঃ গোপালদেব জিউ ঠাকুর হের মেহাইত রক্তবীরজয় মুখোপাধ্যায় ও ডে'মন্ড মুখোপা- ধ্যায় বাবালদেব কতিমতিঃ কৃষ্ণারানী দেব্যা সাঃ রামদাস মুতন। এসান মুখোপাধ্যায় গোপালজি মওল জসিকাভ উরকে মধুসন মওল বাবালক সাঃ ভিষকি কৃতি।	১৩৩৮ ১৩৩৯	১/৬	একবারী সদর জমা ৩০৪/১০৬ টাকা বিলাস হইবে।

১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।
১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।
১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।
১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।
১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।	১৯৭৭ নং: খণ্ড: সাত সেতুল।

BEERHOOM COLLECTORATE,
The 4th March 1884.

W. FIDDIAN,
Offr. Collector.

জেলা বড়ো।

জেলা বড়োর কালেক্টরি।

বাঁকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার বাঁকী লক্ষ্যম দেওয়া বাইতে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা বড়োর মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৫৮ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাঁকী মালিকজারী এবং অন্যান্য দায়িত্ব চুক্তি আইন এবং আইনের অনুসারে বাঁকী রাজস্বের মাত্র আদায় করা বাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৫৮ সালের ৮ এপ্রেল তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওমের ও প্রাপ্য দিলামে করা বাইবে।

কোর্টের নম্বর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সময় জমা।	বাঁকী।	টেকিরং।
নং ১০। ১১ ডঃ বেহার পঃ সেলবর্ড।	ডাঃরআলী, আশিবরোহা বিবি সৈয়দ মালী ডব্রিকরোহা বিবি, রাখারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং অলী পক্ষে চুনি- লাল পাচালাল ও অক্ষয় সিংহ নাথালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ প্যারীমুন্দরী দাস্য। মহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামমুন্দরী দাস্য। মাদরে অলীপক্ষে গৌর- গোবিন্দ ও জিগোবিন্দ সাহা নাথ- লক বনওয়ারিলাল ও মুকন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিনাথ বৈকব ওহিপক্ষে সৈয়দমাজ্জব হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দরাণী ডব্রিকরোহা বিবি স্বয়ং ও ওহিপক্ষে আলতা- রোহা বিবি নাথালগ মতিউলী।	৩৫৩৭ ১১১।	৪৮০৮।	এই মহালে চিত্রিত ১০ আনা অংশের ৩২৬৮৪/১৫ পাই সময় জমার ডাঃরআলী মিঞা, সৈয়দাণী ডব্রি- করোহা বিবি চৌধুরী ওহি- পক্ষে আলতাংকরোহা বিবি নাথালগ মতিউলী ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিনাথ বৈকব ওহিপক্ষে সৈয়দ মাজ্জব হোসেন চৌধুরী দাসে যে হিসাব পৃথক আছে তাহা বাঁকে ৩২৬৮৪/১১৫ পাই সময় জমার অংশ দিলান হইবে।
নং ১১। ১৪ ডঃ পাওগাছ পঃ সেলবর্ড।	গাইনজিহাদি আবুল হোসেন গরুরহ...	৪:২৪ ১৫৬।	১৩০১০	এই মহাল হাণেশ সৈয়দমাজ্জ- বোহা বিবি প্রভৃতি দাসে ২১৩১৫/৩১ পাই সময় জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাহা বাঁকে নিম্নলিখিত অংশ দিলাম হইবে।
নং ১১। ১৪ ডঃ পাওগাছ পঃ সেলবর্ড।	সোণাউল্লা ও জহাদি মওল বজী- মদিন চৌধুরী ভসিঅরোহা বিবি সোণাভম সাহা নুরমোহা বিবি আয়সাখাম করিমমোহা বিবি স্বয়ং অহিপক্ষে বসিঅরোহা বিবি মহম্মদ আছাদ চৌধুরী মহম্মদ আবুলকরিম সাহা নজিম মদিন আবুলহোসেন চৌধুরী।	২০৬২ ১১০/২৫	১৩০১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARJEE,
Deputy Collector in charge, for Collector.

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জাহাজি আমদানী পরাপের পাটিকরি ও খুচরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স যাহা ইংরাজি ১৮৮৩।৮৪ সালের জন্য চলিত আছে, তাহার যেহেতু আগামী সন ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গত হইবেক, অতএব সন ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের বিধানমতে এই তারিখে হইতে এই সকল লাইসেন্স রদ করা যাইবেক।

২। এই সকল রদ হওয়া লাইসেন্স আগামী সন ১৮৮৪ সালের ১ এপ্রিল তারিখে অত্র-কালেক্টরি কাছারিতে ফেরৎপাঠাইতে হইবেক।

কলিকাতা কালেক্টরি,
১৫ মার্চ ১২৯০ সাল।

}

G. M. GOODRICKS,

Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for cash only, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for cash only at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্নমেন্ট কম্বচারিগণ সাধারণ ও দাভব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।০ টাকা।

অভ্যুদ্যত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যার উপরের লিখিত মূল্য বাতিল প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৫০ বার আনা, ডাকনামুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্নমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার নাম বাক্স না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্নমেন্টের কম্বচারিগণ সাধারণ ও দাভব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে ২৫ টাকা এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক নামুল লাগিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ অপ্রিল।]

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by ProfessorF. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.*

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*”

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাকাল সেক্রেটারিয়েট গম্বায়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিকোর-আর্ট-লী ও ইঞ্জিনিয়ার বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বঙ্গবাসীর ডিগ্রি ও সেজন্স লজ ও রে-ক-কমিশানের মেম্বর, ইন্সপেক্টরের ডিগ্রি সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ডিগ্রি সেক্রেটারিয়েট গম্বায় সাহেবের আদালতীয় প্রদেশের সুবাদিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংক্রান্ত।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাকাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কো-টারেটের নিকটে একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বস্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 1st April 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ডিসেম্বর।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুষ এই অবধি নিম্নলিখিত
ধারে লিখিত দিতে হইবে :—

মকঃসল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১০০
ডাকমানুষ	...	"	২।।০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...		৪০
ডাকমানুষ	...	"	২০
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		।০
ডাকমানুষ	...		।০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		।০
ডাকমানুষ	...		।০
			৪ পৃষ্ঠার উপর বৎসর অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসল সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুষ লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছেটি সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of
the Calcutta Gazette or of the Bengalee Gazette will be supplied unless the subscription to
the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from
and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or
offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in
either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has
been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in
the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	1
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ১ জানুয়ারি ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃক স্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল সেক্রেটারিয়েট স্থাপনায়াহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায়ায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিস্তৃত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আটকীপাতের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের বিষয়ে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টোই বাদ মিবার জম্মা টাকার উপর আর ১০ এক জম্মা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

পূর্বা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	টাকা।
অধিক পৃষ্ঠা	২০৭
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১০৭

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাওয়ারসিড বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কায়াবিভাগের আপিসে রেজিস্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্মিত কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 1st April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দালয়ে গবর্ণমেন্টের জম্মা জীয়ুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্দেশ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	41-43	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪১-৪৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	351-371	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৩৫১-৩৭১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	5-25	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৫-২৫
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	9-15	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	৯-১৫
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	23-26	সপ্তম খণ্ড।—হাইকোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	২৩-২৬
PART VIII.—Advertisements ...	399-408	অষ্টম খণ্ড।—ইঙ্গিত বা প্রতীতি ...	৩৯৯-৪০৮
SUPPLEMENT ...	Nil.	পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 26th March 1884.

No. 7.—His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., cap 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General for the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,

Secretary to the Government of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 24th March 1884.

No. 527.—Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,

Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—GENERAL.

Fort William, the 22nd March 1884.

No. 604G.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,**Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.*

জেনারেল ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।

৭ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনারেল সাহেবের প্রতি মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বজ্রদণ্ডের সিভিল সার্ভিসের শ্রীযুত ডি, জি, বার্কলে সাহেবকে আইন ও বাবদ প্রণয়নার্থ শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভাপদে মনোনীত করিলেন।

ডি, ফিট্জপ্যাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পাবলিক।

কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।

৫২৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পঞ্চাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আসনাবীন সিমলায় মহিমবর শ্রীযুতের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে।

৫৩০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে হোম ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত থাকিবেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

করিন ডিপার্টমেন্ট

বিজ্ঞাপন।—সাঁধারন।

ফোর্ট উলিয়ম, ১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।

৬০২ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে করিন ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন।

জে, ডবলউ রিজগুয়ে, লেপ্টেনেন্ট কর্নেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

[*Government Ga.*



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্বারক, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling :—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta; but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B. PRACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

GENERAL.—*The 21st March 1884.*—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sudder station of the district of Hooghly.

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhenidah sub-division of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. G. Deane, or until further orders.

The 26th March 1884.—Mr. W. H. Long, Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagalpore, during the absence, on leave, of Mr. W. H. Vernon, or until further orders.

The 27th March 1884.—Mr. H. H. Sawood, Assistant Magistrate and Collector, Khooshta, Nuddea, is allowed special leave for six months, under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Baboo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th proximo.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 28th March 1884.—Mr. F. W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge Jessore, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr. E. H. Rendock, Magistrate and Collector Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 12nd instant.

The 29th March 1884.—Mr. J. G. Ritchie, &c., reported his departure from India on furlough, on the 25th ultimo.

Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagenore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel B. W. D. Morton, or until further orders.

The 31st March 1884.—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেজেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কার্য্যার্থকরো লিখন পাঠন করিয়া থাকেন মান্যবর জীবুত লেন্টেজেন্ট গবর্ণর সাহেবের দার্জিলিঙ্গে অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বা কা প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতার সেক্রেটারীর আফিসে যেমন পাঠান গিয়া থাকে তেমনি পাঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র দ্বারা দেখা আবশ্যক ও তদুই পূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জিলিঙ্গে জীবুত লেন্টেজেন্ট গবর্ণর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্য্যবিভাগের যে সেক্রেটারী আছেন তাঁহার নিকটে একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এক. বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১১ মার্চ।—২৪ পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত মোলবী লৈয়দ মহম্মদ হুগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

জীবুত ডবলিউ, জি. ডিয়ার সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু ফেরমোজন মুখোপাধ্যায় যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বিনিদহ মকুমর কাষোর তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ।—জীবুত ডবলিউ, এচ, বনর সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জাইন্টে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত ডবলিউ, এচ, পেন সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে এই মাসের ১০ তারিখে স্বীয় প্রত্যগমনের রিপোর্ট করিয়া ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—মন্দিয়ার অন্তর্গত কুস্তার আনিটো ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুত এচ, চৌমউড সাহেব মিলি কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৬১ ধারানুসারে আগামি মাসের ৪ তারিখ অবধি হয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন।

ময়মনসিংহের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু পীতাম্বর বন্দোপাধ্যায় মিলি কার্য্যকারক দর ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারানুসারে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

মুর্শিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুত এচ, মোল্লা সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—ত্রিপুরার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবুত এক, ডবলিউ জে. রৌস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবুত এক, ডবলিউ, বি. পিটারসন সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুত ই. এচ. রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—জীবুত জে. জি. রিচী সাহেব, সি. এস, নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল জীবুত বি, ডবলিউ, ডি, মটন সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুত জি, জে, বি. টি. ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সারণের অন্তর্গত মেওয়ারনের কয়ংকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবুত মোলবী সেখ আবদুল্লা মিলি কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারানুসারে ১৮৮৪ সালের ২০ আগ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আগ্রিল।]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Bardwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deare, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida, Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

রাজকার্যোপলক্ষে শ্রুত জে. বি. ওয়ার্লেন সাহেবের অসুস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয়, দুইগ্রাণ্ড ক্রীমপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রুত এক, জে. জি. কাহেল সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোগলকে জীবিত এম, দেবলী সাহেবের অনুশ্রিত কালে অথবা বাদে অন্য আত্ম। ম। হয়
রাজস্বাধীন একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এম, জি, চার্লস সাহেব ২৪ পংগন। ও হুগলীর আডি-
শ্যামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কন্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার একটি আইসে-মার্জিনেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব আগামি জুলাই মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নির্দিষ্ট কার্য-কারকদের ছুটির বিধির ৫০ ধারামতে শনের মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুত এ. এ. ওয়েলস সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বালুটির রাইফল
বলের A কোম্পানিতে তাগাদদায়িত্ব স্বীকৃত করিয়া তাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেফটেনেন্ট
গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

গরার অন্তর্গত আরজাবাদের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.বুত বাবু শ্যামচরণ দিত্র
যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিম্নলিখিত কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারা-
মতে এক দানের ছুটি পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত নাভসীরার ছুটীগ্রাম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.বুড বাবু উদ্যোগ
গজোপাওয়ার, বর্জ্যবাসে অবস্থাপিত হইয়া। সেই জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার কার্ধ্যের তাৎ অধর্গাৰ্ধে
লিখিত হইলেন ।

বিশেষ কার্যে। নিম্নুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বারু মহানন্দ গুপ্ত এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা জাহান্নার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের জম্মগ্রহণের ছুটি পাইলেন।

যশোরের অন্তর্গত বিমিনহের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কান্টেব্রী জি. ডবলিউ. জি. ডবলিউ. সাহেব যে তারিখে ছুটি প্রচল করেন জনাব সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারানুসারে তিন মাসের ছুটি পাটলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. যুজ বাবু কেশারনাথ
নথ, কালী জিলার অন্তর্গত জিরামপুর মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

বর্জমানের অন্তর্গত কালনার আফিওট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুৎ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু ২৪ পরগনা জিলায় প্রেরিত হইয়া। সেই জিলায় অন্তর্গত বারাসত মহকুমায় কাধের ডার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁড়ির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বোলবী রমিচন্দ্রদীন ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগেডিয়া মহকুমার প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামচরণ মিত্রের চুটী প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য জাজা না হয় বিশেষ কার্যোন্নিযুক্ত গয়াঃ একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সেই জিলায় অন্তর্গত আরজাবাদ মহকুমার কার্যেৱ ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. ডব্লিউ. মথব কুমার বসু
পাটন। জিলায় সমস্ত মোকামে অবস্থানিত হইলেন।

পারবার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি আইন্ট-মার্জিট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.বুড এচ. ফেরার সাহেব গত মার্চ মাসের ১৪ তারিখের আজ্ঞাবতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারাবতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজকার্যোগলক্ষে শ্রীযুক্ত টি, ই, কল্লহেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অর্থায় ব্যবস্থা অন্য আজ্ঞা না
হয় নিম্নতলপরের কিরতলালীল জাগসে-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি, ট্রাট সাহেব
সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাথোপলক্ষে জ্বরুত এস, এস, আলেকজান্ডার সাহেবের অস্থগণিত কালে অথবা বাবৎ জন, আজ্ঞা না হয় পারব না, বাজিটেট ও কালেক্টর জ্বরুত ই, জি, গ্লেনিয়র সাহেব যখনঃসহের মাজিটেট ও কালেক্টরের তর্ক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

* রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জন্মিত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেবের অধুনা বিত্তিকালে অথবা যাদং অন্য আত্মা না হয়, যেদ্বিতীপুত্রের আইট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জন্মিত আর, কর্ণাল সাহেব পাদনার মাজি-
ষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[সদস্যমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

EDUCATION.—*The 28th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhusan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosonna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

OPIMUM.—*The 27th March 1884.*—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

PORT TRUST.—*The 1st April 1884.*—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 24th March 1884.*—Baboo Mohini Mohan Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned.

The 27th March 1884.—Dr. Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Uday Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warden, or until further orders.

The 31st March 1884.—Assistant Surgeon Chunder Bhosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

MUNICIPAL.—*The 24th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bahi Municipality :—

Baboo Shib Chundra Chatterjee.	...	} Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Frankissen Kuwar	...	
„ Srikissen Gangooly	...	} Landholders.
„ Haran Chundra Mukerjee	...	

Mr. J. C. Stack, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Fubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

The 25th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Baraset Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nundolal Gossain to be their Vice-Chairman.

The 28th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College.		Syed Hossain Ali.
„ W. C. Edwards.		Mr Mohamed Ali.
		Shaik Hyder Buksh.

শিকাহিয়ারক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নগরখালী জিলার জজ কক্ষের
সেবার পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত রীস সাহেব হাটখুরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ জিহুত জে, পোল্ড সাহেব।

জিহুত বাবু বগলী প্রসন্ন মজুমদার হাটখুরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর জিহুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্তী।

নগরখালী জজ আদালতের উকীল জিহুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি, এস।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—বহির আফীমের আফিসটাতে সব-ডেপুটি এজেন্ট
জিহুত এ, এলিট সাহেব আগামি যে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি
প্রণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১৩২ ধারামতে হয় মাসের নিরমিত ছুটি
পাইলেন।

পোর্ট ট্রাষ্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—জিহুত ডবলিউ, সি, আলেকজান্ডার সাহেবের
পরিবর্তে জিহুত আর, জীল সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ
সাধনার্থ কমিশ্যনরের স্বরূপ খীরপাট হারিক্রপে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত জি, অর্কিং সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ
সাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—জিহুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় কর্ম ভাগ করাতে জিহুত
বাবু মোহিনীমোহন দাস চাকার কিন্তু ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—ভূগলীর অন্তর্গত জিরামপুরের সিভিল চিকিৎসক ডাক্তার জিহুত উদয়চাঁদ
দত্ত, অন্যর প্রতি কর্তে রদ্যাপণ করিবার তারিখ অবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫
অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

ডাক্তার জিহুত উদয়চাঁদ দত্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়,
রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সর্জন জিহুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ ভূগলীর অন্তর্গত জিরামপুরের সিভিল
চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সর্জন জিহুত সি, জে, এচ, ওয়াডেল সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা
না হয়, ছুটিপ্রাপ্ত মেডিকাল কলেজ ইন্সটিটিউটের রেজিডেন্ট সিসিগিয়ন সর্জন জিহুত এল, এ, ওয়াডেল
সাহেব উক্ত কলেজে কীর্ষ বিদ্যার অধ্যাপকের ও কীর্ষ পরীক্ষকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সর্জন জিহুত চন্দ্রভূষণ বসু চট্টোপাধ্যায়ের
পক্ষতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি ফাঁড়ির চিকিৎসাকার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুন্সিপালিটির
কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভূগলীর জজ আদালতের উকীল	{ জিহুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
	{ " " প্রাণকৃষ্ণ কুড়ার।
কুমারিকারী	{ " " জীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
	{ " " হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু মনোচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে পোলীসের আসিস্টাণ্ট সুপারিন্টে-
ণ্ডে জিহুত জে, সি, টাক সাহেব পাটনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের
পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের আসিস্টাণ্ট সর্জন জিহুত টেকলাস-
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপাতর পদে মনোনীত করাতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট-
গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জিরামপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জিহুত বাবু মন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি
সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করাতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন
করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত
হইলেন।

ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক জিহুত সি, এস, হিল সাহেব। জিহুত মৈরদ হুসেন আলি।
জিহুত ডবলিউ, সি, এডওয়ার্ডস সাহেব। " মির মহম্মদ আলি।

জিহুত মেথ হরদর বসু।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

ROAD CESS.—*The 20th March 1884.*—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

The 21st March 1884.—Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

The 22nd March 1884.—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.

Munshi Rohim Bux.

„ Khairat Ali.

Baboo Kali Dass Goopta.

„ Sreenath Chuckerbutty.

„ Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

The 25th March 1884.—Baboo Ratonessari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Sarun District Road Committee, *vice* Shew Gobind Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

The 26th March 1884.—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

The 27th March 1884.—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Munshigunge Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 79.—The 19th March 1884.—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, Nowgong.

No. 85.—The 20th March 1884.—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

No. 157.—The 20th March 1884.—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

No. 158.—Mr. J. Kelleher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

পঞ্চম বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত প্রিওনে সাফেন হালাতের প্রেরিত হওয়ার
তাইটে মাজিষ্ট্রেট জিহুত ডি, কে, সিরম সাহেব পাটনা জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে
নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—জিহুত বাবু বিশমবিহারী দত্ত মেদিনীপুর জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি
সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—জিহুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটির মেম্বরের
পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত চিচার্ড হটম সাহেব।
,, মুনশী রত্নি বসু।
,, ,, খররায় আলি।

জিহুত বাবু কালিদাস গুপ্ত।
,, ,, জিনাথ চক্রবর্তী।
,, ,, প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, বি, এল।

জিহুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, উক্ত কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—জিহুত শিবগোবিন্দ শা ও জিহুত আর. বি, রীড সাহেবের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে
জিহুত বাবু রত্নেশ্বরী প্রমথ নাগরায় সিংহ ও জিহুত সি, বি, বরমু সাহেব নারায় জিলার পথ কমিটির
মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু গজেন্দ্র সেন ও জিহুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু দুর্গাদাস
রায় ও জিহুত বাবু দেবদাস চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু জিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জিহুত বাবু হরধ্যান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বঙ্গারের
শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেন্ডেনেন্ট বর্নল জিহুত হোমারেল আলি ও জিহুত বাবু গৌর প্রমথ শাখার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে
জিহুত মৌলবী টেনরদ জহুরদৌল ও জিহুত শ্রীমদারায় বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দাবাপুরের শাখা
পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মৌলবী গোবর আলি
হাঁড়তাল জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত বাবু তগবান চন্দ্র গুপ্ত ও জিহুত বাবু যোগেন্দ্র বসুর পরিবর্তে
ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু তারিণী চরণ রায় ও জিহুত বাবু টেলসচন্দ্র দ্বাধান ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশী-
গঞ্জের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন আশ্রয় গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৭৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—মৌর্যার আনিকোন্ট কমিশ্যনর জিহুত এ, জে, প্রিয়ারস
সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—মুর্তা উপত্যকা খণ্ডের সীমান্ত জমির মৌলবীর
বসতিতে জিহুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডাব্লিউ সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের
৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আশ্রয় গেজেটে প্রকাশিত ৫ মাসের ৭ তারিখের ৩৭ নং বিজ্ঞাপন
এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত এড, মস্ত্রাট সাহেব জিহুত বাবু রামচন্দ্র
পাল চৌধুরীর প্রতি জিহুত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কন্ঠের পারমাণ
করিয়া কর্ম কঃ ডঃ অবসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের পূর্বদিক অবধি
আনুমানিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—জিহুত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত জিহুত
জে. কেল্হের সাহেব জিহুত বাবু রামচন্দ্র পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের অপরাহ্ন
বর্ষের তারিখ গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্রিন।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monoharpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy Collector	} Official Members.
Baboo Bhowani Charan Mukerjee, Head Master, Deoghur School	
Baboo Sailajananda Jha, High Priest	
„ Russik Lal Tewari, Mukhtear	} Non-official Mem- bers.
„ Jai Kumar Dutt Jha, Priest	

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৯ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনানুসারে ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কালি, মহেশপুর ও নিমন্তলার রেজম কুঠীর সার্ভিসিকেট দিবার সর্বমুখ্য জিযুত বাবু সখাকুমার বসু এল, এস, এসকে জিযুত বাবু কবিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুঠীর সার্ভিসিকেট দিবার সর্বমুখ্যের পদেও নিযুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত দেওয়ার বাগাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু জগদ্বল বসাক	...	} ইছাং রাজকীয় পদ- ধারি মেম্বর।
দেওয়ার স্থানের প্রধান শিক্ষক জিযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়	...	
প্রধান পুরোহিত জিযুত বাবু শৈলজামন্দ বা	...	} ইছারা রাজকীয় পদ- ধারি নহেন এমনত মেম্বর।
মোস্তাফা জিযুত বাবু রসিকলাল ভেওয়ারী	...	
পুরোহিত জিযুত বাবু জয় কুমার দত্ত বা	...	

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থ্য এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মন-সিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটির মধ্যে হৈবৎনগর গ্রামালয় নামে যে দাভব্য প্রাধান্য আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কামনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারন জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দূর করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্য এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দূর করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাটনা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দূর করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্য এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দূর করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th March 1884.—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, *vice* Messrs. J. Westland and J. G. Womack, resigned :—

Mr. E. F. T. Atkinson

Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Thakbust number	Name of pergunnah.
1	Bungalipur	93	Rukunpur.
2	Syndpur	92	Surooppur.
3	Nianutpur	83	Ditto.
4	Lukhanpur	94	Ditto.

Note.—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে হারতাজী জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮০ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন ।—জিহুত জে, ওয়েস্টলাও সাহেব ও জিহুত জে, জি, ওমাক সাহেব কর্তৃক ভাগ করাতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দ্বয়কে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কালশীতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করলেন ।

জিহুত ই, এক, টি, আটকিন্সন সাহেব । | ডাক্তার জিহুত কে, বি, স্টুয়ার্ট সাহেব ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দণ্ডওয়ানী থানাভুক্ত হইবার আয়ু্যমত দিলেন ।

নম্বর ।	গ্রামের নাম ।			শ্রীকবন্ত নম্বর ।	পরগনার নাম ।
১	বজালপুর	৯৩	ককণপুর ।
২	সৈয়দপুর	৯২	ককণপুর ।
৩	নিয়ামতপুর	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্মণপুর	৯৪	ঐ

বঙ্গব্যা ।—রাজস্বের জরীপী কার্যবিভাগের কার্যকারকেরা চিহ্ন দিয়া অরোপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে ও রিকার্ডে যে গ্রামের যে নাম দিয়াছেন এই নির্ঘণ্টপত্রে সেই গ্রামের সেই নাম দেওয়া গেল ।

সি, ডবলিউ, বোস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ আশ্বিন ।]

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbuns, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required:—

Plot No. 1.—Measuring, more or less, 1 beegha 14½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faquira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

Plot No. 2.—Measuring, more or less, 15 cottahs 5½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdial Dhanuk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna maliks and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Uma d Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Bhubuah, pergunnah Champore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhoores, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhray Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess tungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhunjra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ফেট রেলওয়ের লোকোমটিব সুপারিন্টেন্ডেন্টে জি. ডবলিউ, বোল্টন, ও আসিস্ট্যান্ট লোকোমটিব সুপারিন্টেন্ডেন্টে জি. ডবলিউ, এচ, চেস সাংগে ১৮৬২ সালের বকী ৫ আইনের ২ ধারামতে বাঙ্গায় জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ নরবেগের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের নবর্গমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে নতুন ডক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ২৪ পরগনার একটিং আইন মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং মুন্সির বনের কমিশনার জি. ডবলিউ, এচ, চেস সাংগে ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে উৎসর্গার্থ বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডেনল,
বঙ্গদেশের নবর্গমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারস্থিত মোকামা গ্রামে জলপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থে মোকামা গ্রাম সমাহারের অর্থবাহু নবর্গমেন্টে কর্তৃক ভূমি পত্তন আবেদন বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ, এচ, চেস সাংগে ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে উৎসর্গার্থ বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

১ম খণ্ড।—স্থানীয় মাপের স্থানান্তরিত ১/২ বিঘা ১৪৫ ধুর পরিমিত ভাটার উত্তর সীমা ১০/ আনা পটীতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জলকী সিংহের বসতী বাটী, দক্ষিণ সীমা ১০/ আনা পটীতে স্থিত দক্ষিণ কাহার, মোদা ডেলি ও সেবক ডেলির বসতী বাটী, পূর্ব সীমা ১০/ আনা পটীতে স্থিত মেঘু সিংহের বসতী বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও তিরসি মহতনের বসতী বাটী।

২ম খণ্ড।—স্থানীয় মাপের স্থানান্তরিত ৫০ কাঠা ৫৫ ধুর পরিমিত, ভাটার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাঁহাবার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর কাহার, ও রথদিয়াল ধারকের বসতী বাটী (ইহারী তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব সীমা এক আনা মালিকের কাহারী ঘর ও গোপাল বেলিয়ার মোকামা, এবং পশ্চিম সীমা ১০/ আনা পটীর উম্মার সিংহের বসতী বাটী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের নবর্গমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চাম্পুর পরগনার ভূখণ্ড নগরে মুন্সিপাল বাজার করিবার জন্য ভূখণ্ড মুন্সিপালোত্তর অর্থবাহু নবর্গমেন্টে কর্তৃক ভূমি পত্তন আবেদন বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ, এচ, চেস সাংগে ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে উৎসর্গার্থ বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের নবর্গমেন্টের সেক্রেটারী।

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

The 14th March 1884.—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 27th March 1884.—Baboo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, vice Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Rushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

The 31st March 1884.—Baboo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Baboo Purna Chandra Dey at the sudder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Kooشته Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Tryluckho Nath Mittra.
„ Ambika Churn Moitra.

Baboo Nilratan Adhikary.
„ Umesh Chunder Dutt.

Baboo Protap Chandra Mozumdar, Third Munsif of Maradnuggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daudkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Baboo Sham Chand Roy, Munsif of Gurbetta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্জমান জিলার অন্তর্গত বর্জমান পরগনার টিকারহাটে প্রাথমিক লাকুর্জি পথের কতক অংশ পরিশদ করিবার জন্য বর্জমান মুনিমপানীসীতির অর্থ-ব্যয়ের গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানান্তরিত ১০৫৭ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব সীমা লাকুর্জি পথ, এবং পশ্চিম সীমা লাকুর্জির বিমোদ বিহারী বীর, টিকারহাটের মণ্ডন মুচু বিহারী, ব্রাহ্মণপুকুরের আলি দেওয়ানের এবং বর্জমানের পেরারিমোহন বন্দোপাধ্যায়ের জমি ।

অর্থযুক্ত ব্যক্তিত্বা উক্ত জমির লক্ষ্য বর্জমানের কালেক্টর সাহেবের আদেশে দেখিতে পারিবেন । ইহাতে বাছানোর সম্পর্ক থাকে তাৎক্ষণিক ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

কোলমান মেইলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ।

১৭৯০ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ ।—জাজের একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত সি.আর. মেরিট সাহেব কোজনারী মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ ।—জিহুত ডবলিউ. রাইট সাহেবের প্রতি কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি হওয়াতে বর্জমানের জুডিশিয়াল মজিস্ট্রেট জিহুত ম্যুরাধাকৃষ্ণ সেন, কংকের ছোট আদালতের জজের ও মজিস্ট্রেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত আর. বৃন্দার সাহেব কলিকাতা নগরে ও ডাকার শাখা নগরে ও হাবড়ার বাস্প বাইপার ও তৎসংযুক্ত প্রাচীর মুবর সকলের নিয়মিত কালানুসার পরিদর্শন করণার্থে আইন নামে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধান দ্বারা পরিণত করণার্থে বাইলার কমিশনার মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—রাজকার্যোপলক্ষে জিহুত বারু পূর্ণচন্দ্র দেব সমস্ত যোজ্যে গমনপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, জিহুত বারু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, এম. এ, ও বি. এল, ময়মনসিংহ জিলার মুলসেকের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হওয়া গারানত্য: হুগলপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

অযোধ্যার রাজার সঙ্গে জিহুত গবর্ণর জেমস সাহেবের একেট এবং পোলিটিকাল পেমশ মের জুগরিটেমেন্টে লেপ্টেনেন্টে কর্নেল জিহুত বি. টি. সাহেব অযোধ্যার রাজ্যসীতার মধ্যে প্রথম জেলার মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও কোজনারী মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৪৪ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত জুডিশিয়াল মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় জেলার মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

জিহুত বারু তৈলোকাসাথ মিত্র ।
" " অধিকাচরণ মিত্র ।

জিহুত বারু মীলরত্ন অধিকারী ।
" " উমেশচন্দ্র দত্ত ।

জিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুলসেক জিহুত বারু প্রতাপচন্দ্র ব্রজবন্দ্যোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির উপর ছোট আদালতের বিচার ৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচারবি-পত্তা প্রাপ্ত হইলেন ।

লেপ্টেনেন্ট জিহুত ডবলিউ. এল. মণ্ডল সাহেব মোরঙ্গা জেলার আলি টাউন মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বতার মুলসেক জিহুত বারু শ্যামচাঁদ রায় ছোট আদালতের বিচার ২০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচারবিপত্তা প্রাপ্ত হইলেন ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ অপ্রিল ।]

The 1st April 1884.—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong.

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24 Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lal Chatterjee to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th March 1884.*—Baboo Purna Chandra Bauerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

The 26th March 1884.—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangah, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

The 28th March 1884.—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, in the district of Nuddea, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

The 31st March 1884.—Baboo Ramjadab Tolajatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Dhar, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

ERRATUM.—*The 31st March 1884.*—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojodulab Mitra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, for Municipal *reqd* General.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs the removal of the headquarters of the Banskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Kalipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—পাবনার একটিং সর্ভিস্টে জজ ও হোট আদালতের জজ জিহুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের প্রথম সর্ভিস্টে জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পৌষবার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু উম্মাচরণ দত্ত, পাবনার সর্ভিস্টে জজের ও হোট আদালতের জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং সর্ভিস্টে জজ জিহুত বাবু হারকানাথ ভট্টাচার্য ত্রিপুরার আডিশ্যামল সর্ভিস্টে জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিরংকালের জেনা ত্রিপুরার আডিশ্যামল সর্ভিস্টে জজের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মার্চের ১২ তারিখের আতা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু যমধকুমার বসু কুড়ীর জেলীর মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—রাজপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ জিহুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৬ সালের ২ আশ্বিন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—দাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটি পাইলেন।

চাঁকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটি পাইলেন।

করীদপুর জিলার অন্তর্গত তাহার প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ২৮ মার্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুনসেফ জিহুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিন অবধি এক মাস আট দিনের ছুটি পাইলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে ৩৩৫ দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জের মুনসেফ জিহুত বাবু রামযাদব ভল্লপাত্র সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চাঁকার আডিশ্যামল মুজফ জিহুত বাবু শামচাঁদ ধর অনার প্রতি কর্মের ভারার্ণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

অন্তঃপ্রশাধন।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভুলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মুনিসিপাল বোর্ডের অটোমটিক মাজিস্ট্রেটের পদে জিহুত বাবু ব্রজবল্লভ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে নিষ্পত্তি এই মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “মুনিসিপাল” শব্দের পরিবর্তে “সেবক” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বাণখালী নব-রেজিস্ট্রারী অফিসের যে সদর স্থান এইক্ষণে কাণীপুরে আছে তাহা তাহাইতে সীদপুরে উঠিয়া বাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি এই নিয়ম কলবৎ হইবে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik; on the west by the Bhagirathi; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah; on the south and west by a low land; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsi Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (soto).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Rant Pal and Pajesh Bewa; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jhagree Davak and Sakhi Charan Das; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy; on the south by the road from Kandua to Jho; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dasa Bairagi's holding; on the west by the Bhagirathi; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debruarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Satpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road; on the south by the low land or bhil of Gosain Hans Gir; and on the east by the mulberry land of Lalchand Chanchi.

7. *Rajmehal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbari bridge, third mile.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 31st March 1884.

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 33 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

The 1st April 1884.

No. 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Executive Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, Major, R.E.,
for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজারে ও মালদহ মুন্সিপালিটিতে এবং উক্ত আইনের ১১ অবধি ১৫ পর্যন্ত ধারার বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১মে অবধি প্রচলিত করিলেন।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা গয়ারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটান পরগণাবিকের তুঁতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহবত ও গৌধন পথের যোত, এবং পূর্ব সীমা ভাদি বগর ও ঘুরান মণ্ডলের যোত।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব সীমা পুতিয়া মড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নিম্ন জমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও ডুলনী শাহার বসতি বাটী ও সমক শাহার মোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমা কালিচর কুঠী বাড়ী।

৩। ভোলাহাট হাট (চোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও পরেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার শোহার মোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মলাল বাবুর ও ঘিয়া বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী।

৪। বলদলচান্দে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায়, দুজা করাল, তজলাল গোপ, ভিতলু মণ্ডল, বাগী দাবক ও সখিচরণ দাসের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিভ জমি, দক্ষিণ সীমা কান্দুরা অবধি কো পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা কালীচরণ মকানার, অকলু মণ্ডল, মহাবল রায় ও হুকাড দুর্গির বসতী বাড়ি, এবং কালীচরণের স্থান।

৫। সাঁতুল্লাপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস বৈরাগীর যোত, পশ্চিম সীমা ভাগী-রথী, দক্ষিণ সীমা কোজদার সিংহের তুঁতক্ষেত, এবং পূর্ব সীমা হরশাকর সোণার, খঞ্জনি বৈকবী, দেবনারায়ণ বারিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা হকিম সিংহ ও নফর সিংহের তুঁতের জমি, পশ্চিম সীমা গৌসাই হংস গিরের পতিভ জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গৌসাই হংস গিরের জিন্ন ভূমি বা দিল এবং পূর্ব সীমা লালটম চাকির তুঁতের জমি।

৭। রাজমহাল পথের ধার।—মালদহের সিবিল স্টেশন অবধি বাগবাড়ী সাঁকোর তৃতীয় মাইল পর্যন্ত।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।

১৫২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত ডি, সি. ওয়াহয়েট সাহেব এই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহে ছুটী পাইলেন।

১৫৩ নম্বর।—কানায়র প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত ডি, সি. এলিয় সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ে হইতে ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।

১৫৪ নম্বর।—ছুটী।—হাজারীবাগ থণ্ডের প্রথম শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জিহুত ডি, হুয়াং সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তারপর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি মাসের অনুগ্রহে ছুটী পাইলেন।

জিহুত ডি, এক, হুয়াং সাহেবের অনুগ্রহে ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যদিও আজ্ঞা না হয় জিহুত ডবালড, বি, ক্রিষ্টি সাহেব হাজারীবাগ থণ্ডের এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের পদস্থ হইলেন।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর পরিবর্তে,

জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, আর, ই



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ অপ্রিল।

ভূতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

নব্বিসভাদিষ্টিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মঙ্গলবার প্রণীত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদন করায় তাহা সাধারণের অবগতি-নিম্নে এতদ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ২১ আইন।

দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।
- ২। গবর্ণমেন্টের কার্যক্ষেত্র এবং এট আইন-এ ব্যক্তিবার কথা।
- ৩। ভূমিরাজ।
- ৪। যেহ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪ ৮ অপ্রিল।]

Act No. XXI of 1883.

ধারা।

- ৫। রহিত করা আইনমত কার্যাদি সংরক্ষণের কথা।
- ৬। অর্থ সংরক্ষণের কথা।

২ অধ্যায়।

যেহ বন্ধন হইতে যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ ভবিষ্যৎক বিধি।

- ৭। যেহ বন্ধন হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইন-সিদ্ধ তাহার কথা।
- ৮। যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৯। যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে নব্বিসভা-দিষ্টিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদন করায়।
- ১০। নব্বিসভাদিষ্টিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব-কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের দেশান্তরগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।
- ১১। নিষেধ রহিত করিবার কথা।
- ১২। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাওয়া-এ গবর্ণমেন্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।
- ১৩। প্রাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কার্য প্রভূত করা যায় তাহার ব্যাখ্যা না হইবার কথা।

ধারা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

- ১৪। দেশান্তর গমন সম্পর্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।
 ১৫। এজেন্টগণের পারিবারিকের কথা।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তর গামিনের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

- ১৬। দেশান্তরগামিনের রক্ষক নিয়োগের কথা।
 ১৭। দেশান্তরগামিনের রক্ষকের সাধারণ কর্তব্য কথার কথা।
 ১৮। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।
 ১৯। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শনকার্যের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

৫ অধ্যায়।

মজুর সংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

- ২০। মজুরসংগ্রাহক দিগকে দেশান্তরগামিনের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা।
 ২১। অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।
 ২২। অনুমতিপত্র বহু কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।
 ২৩। অনুমতিপত্রের ফ্রোড আঁকর হইবার কথা।
 ২৪। কোমর স্থলে মার্জিট্রের ফ্রোড আঁকর বাতিল করিতে পারিবার কথা।
 ২৫। ফ্রোড আঁকর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিনের রক্ষকে দিবার কথা।
 ২৬। মজুরসংগ্রাহক যে শর্তে কর্তাপত্র করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহাকে তাহার বর্ণনাপত্র দিবার কথা।
 ২৭। মজুরসংগ্রাহকদের কর্তৃক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিনগকে রেজিষ্টারী করিবার ও দেশান্তর গমনের কর্তাপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

- ২৮। স্থানীয় গবর্নমেন্টের রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।
 ২৯। কর্তাপত্র করিবার কথা।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৫ জানুয়ারি।]

ধারা।

৩০। যে ব্যক্তির ত্রিদেশগমনের জন্য তাহার রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কথা।

৩১। দেশান্তরগামীর পরীক্ষা করণ ও রেজিষ্টারী করণের কথা।

৩২। সর্বত্র স্ত্রীলোকের বেলা রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩৩। পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৪। রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৫। কর্তাপত্রে আঁকর করিবার ও তাহার নাকী হইবার কথা।

৩৬। কর্তাপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭। চুক্তিপত্রের ভিন্ন খণ্ড লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮। কর্তাপত্রে প্রস্তুত করণের মীর কথা।

৩৯। মোল বৎস সাময়িক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তাপত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০। শিশু সন্তান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে কর্তাপত্র করিতে পারিবার কথা।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আভা বিষয়ক বিধি।

৪১। তাহাজে উঠিবার বন্দরে আচ্ছাদন ও পরিবার কথা।

৪২। আচ্ছাদন অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৪৩। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা পরিদর্শনের কথা।

৪৪। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫। দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করিবার কথা।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিনগকে আচ্ছাদন লইয়া যাইবার ও পাহাচিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬। রেজিষ্টারী হইবার পূর্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

বার।

- ৪৭। দেশান্তরগামিকে আত্মার লইয়া বাইবার কথা।
- ৪৮। আত্মার পিতৃভিলে পুত্রবান দিতে হইবার কথা।
- ৪৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার কথা।
- ৫০। রক্তকের কোনও স্থলে দেশান্তরগামির কিছুরি বাইবার খরচাদিবার আত্মা করিতে পারিবার কথা।
- ৫১। পোষাদের ও আত্মার দ্বারা খরচ দিবার কথা।
- ৫২। পশিষাদে কোন মজুরের পিতৃ কুবাবহার হইলে তাহাকে কতিপূর্ণ দিবার কথা।
- ৫৩। দেশান্তরগামি ব্যক্তির 'অজিত যে খরচ পড়ে' রক্তকের তাহা দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারিবার কথা।

২ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মার বিষয়ক বিধি।

- ৪৪। দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মার কাণ্ডানের অমুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।
- ৪৫। অমুমতিপত্র পাঠিবার প্রার্থনার কথা।
- ৪৬। তাহাজ পত্রিকা করিয়া অমুমতিপত্র দিবার কথা।
- ৪৭। দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মাজে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।
- ৪৮। এই আত্মাজে স্থানদায়কীয় বিধির কথা।
- ৪৯। আত্মার দ্বারা কাপড়, জামাকাপড়াদি ও জলের কথা।
- ৫০। চিকিৎসক, চাকর, ভূষক ও অন্যান্য সাহায্যীরা করিবার কথা।
- ৫১। পূর্বে দুই ধারা প্রবল করণ সহজে দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৫২। দেশান্তরগামীদের আত্মাজের কাণ্ডানের নিয়মপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

৫৩।

১০ অধ্যায়।

আত্মাজে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

- ৫৩। পিতৃভিলে আত্মাজে উঠিবার সময়ের কথা।
 - ৫৪। যে সময়ে মজুরদের আত্মাজে তারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিতে গারে তাহার কথা।
 - ৫৫। দেশান্তরগামী মজুর আত্মাজে উঠিতে অস্বীকার করিলে বাধ্যপ্রণালীর কথা।
 - ৫৬। মজুরদের নির্ঘণ্টপত্র ও ছাড়পত্র দিবার কথা।
 - ৫৭। অস্বীকার রক্তকে নির্ঘণ্টের দুই প্রস্ত দিবার এবং তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
 - ৫৮। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে অস্বীকার দুই প্রস্ত দিবার ও তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
 - ৫৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।
 - ৬০। অস্বীকার দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের দেশান্তরগমনের করারপত্র দিবার কথা।
 - ৬১। দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের সর্টফিকেটের কথা।
 - ৬২। আটম এবং বিধি আত্মাজে রাখিবার কথা।
 - ৬৩। যে প্রত্যেক মজুর আত্মাজে উঠে তাহার কীর কথা।
 - ৬৪। তাহার আত্মাজে আইন ও বিধি পালিত হয়, কাণ্ডানের ইহা দেখিতে হইবার কথা।
 - ৬৫। মজুরকে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার কথা।
- কলিকাতা হইতে যে সকল আত্মাজ যাত্রা ওৎসবসঙ্গে বিশেষ বিধান।
- ৬৬। কলিকাতা হইতে গেলে আত্মাজে উঠিবার সময় বিধি চক্ৰিশ ঘণ্টার মধ্যে আত্মাজ খুলিবার কথা।
 - ৬৭। কলিকাতা হইতে গেলে সমুদ্র পর্যন্ত আত্মাজ চানিয়া লইয়া বাইবার কথা।
 - ৬৮। কলিকাতা হইতে যে আত্মাজ ছাড়িয়া যাত্রা সেই আত্মাজে যোগে আত্মাজ দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁসলাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।

ধারা।

৭৯। ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় মজুরদিগকে নাশাইয়া দিতে পারিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

- ৮০। মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
৮১। পাণ্ডুলেখ ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

- ৮২। বে-আইনী মজুরসংগ্রহ করিবার কথা।
৮৩। যে মজুরদিগকে রেজিস্ট্রী করা হয় নাই মজুরসংগ্রহক ভাঙ্গিদিগকে জাজায় লইয়া গেলে তাহার কথা।
৮৪। প্রতারণাপূর্বক এসেশীর কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্ররোক্ত দিলে তাহার কথা।
৮৫। গবর্নমেন্টের ক্ষাতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বলা করিলে তাহার কথা।
৮৬। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে বহিলে তাহার কথা।
৮৭। কলস প্রত্যাবলিতি কোন ব্যক্তি করিলে তাহার কথা।
৮৮। আইনের আদেশ পালন না করিয়া তাহার ক্ষতিয়াইবার কথা।
৮৯। জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘট ও ছাড়পত্র সংক্রান্ত বিধানমতে কায্য না করিলে তাহার কথা।
৯০। নির্ঘটে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ স্থলিয়া সাধারণ পরামর্শক হারানিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।
৯১। অধ্যক্ষ নির্ঘটে দেশ ছাড়ি অন্যত্র মজুরকে নাশাইয়া দিলে তাহার কথা।
৯২। কলিকাতা, ছাড়িয়া যাইবার বিশাল না মানিলে তাহার কথা।
৯৩। দেশান্তরগামী মজুর পলিটিকেল বা আভিজাত্য যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।
৯৪। দেশান্তরগামী মজুর আভিজাত্যকে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

ধারা।

- ৯৫। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠাইলে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।
৯৬। অভিযোগ উপস্থিত করিবার কথা।
৯৭। পলায়নের অভিযোগ হইলে, প্রতিবাদের কথা।
৯৮। এই আইনের কাণ্ডপক্ষে কর্তৃকের কাযাগারকদের জাহাজাদি তল্লাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

- ৯৯। এই আইনের কাযাগারে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মাজিস্ট্রেটানযুক্ত করিতে পারিবার কথা।
১০০। কর্তব্য কর্ম না করায় দেশান্তরগমনসম্পর্কিত একজের নামে মোকদ্দম করিবার কথা।
১০১। এই আইনের কাযাগারে যে যাত্রায় মজুরের যতকাল লাগিলে তাহা নিবারণ করিতে মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের ক্ষমতার কথা।
১০২। স্ট্রীক স্টেটমেন্ট ও ভ্রমিকটাক্সী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের দাঁড়িবার কথা।
১০৩। ব্রিটিশ বন্দর হইতে ভারতীয় ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বহিষ্কার কথা।
১০৪। ভারতবর্ষীয় সর্বাধীন বন্দর হইতে সর্বাধীন উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কাযানুষ্ঠান হয়, তৎপ্রতি এই আইন বহিষ্কার কথা।
১০৫। মজুরপারকর্ত্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহযোগে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

তফসীল।

- প্রথম।—সহ দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার নাম।
দ্বিতীয়।—মজুরসংগ্রহকারী কলমতিপত্রের পাঠ।
তৃতীয়।—এই আইনমত যাত্রায় যুক্তাবিত্ত ৬৩ নং নাল রাখিলে।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিধায়ক আইন সংশোধন করণ আইন।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিধায়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই যেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১ অধ্যায়।

উৎক্রমিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন “দেশান্তরগমনবিধায়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্বত্র বর্জ্যে।

২ ধারা। এই আইনের কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে গবর্ণমেন্টের জাহাজের অধীত কোন নিদিষ্ট কোন কথা কিম্বা মণ্ডলারী কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের বা তাঁহাদের কার্যনিযুক্ত কোন জাহাজের প্রতি বর্জ্যে না।

৩ ধারা। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ভাড়া অন্য সন্মত বিষয়ে মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইতিবা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে।

৪ ধারা। যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত যেই আইন রহিত হয়, সেই তারিখ অবধি ভিন্ন-মত ভাষার কথা। দেশগমন বিধায়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভিন্নদেশগমনবিধায়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের বিধান হইতে ফ্রেট সেটেলমেন্ট মুক্ত করিবার) ১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে।

৫ ধারা। এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে যে আপনপত্র প্রকাশ করা যায় ও যে চুক্তি ও বিধি ও নিয়োগ করা যায় ও যে অমু-মতিপত্র দেওয়া যায় ও যাঁহা এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বলবৎ থাকে, তাঁহা যত দূর এই আইনসম্মত হয় এই আইন অনুসারে প্রকাশ করা গিয়াছে ও করা গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৬ ধারা। বিষয় ৭ পূর্বা-পর কথা দ্বারা ভাষান্তর প্রকাশ না হইলে, এই আদেশ—

(১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া পরিভ্রম করিবার চুক্তিক্রমে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে সিংহল দ্বীপ বা ফ্রেট সেটেলমেন্ট ভিন্ন অন্য কোন দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, “ভিন্নদেশে বা দেশান্তরে যাওয়া” ও “ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন” শব্দে ভাঙার সেই গমন বুঝাইবে।

কিন্তু যখন যবের চাকর তদীয় কর্তার সঙ্গে যায়, সে উপরিলিখিত লক্ষণের মর্দ্যাসুসারে দেশান্তর গমন করিতেছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ জুলাই।]

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের মর্দ্যাসুসারে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি দেশান্তর গমন করে বা দেশান্তর গমন করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে, যাহার রেজিস্ট্রী হইয়াছে, “দেশান্তর বা ভিন্ন দেশ-গামী” শব্দে ভাঙাকে বুঝাইবে, এবং তদ্ব্যতীত কোন দেশান্তরগামির পোষাকও বুঝাইবে।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তি যায়, “পোষা” শব্দে ভাঙাকে বুঝাইবে যথা,—

(ক) যে কোন স্ত্রীলোক এই আইনমতে দেশান্তর গমনের করাপত্র করে নাই;

(খ) যে কোন পিতৃর নামে ও পক্ষে ঐরূপ বৈধ করাপত্র করা হয় নাই; ও

(গ) যে কোন বৃদ্ধ বা অক্ষমতা আশ্রয় বা বন্ধু।

(৪) “মাজিস্ট্রেট” শব্দে রাজধানী নগরে কোন-প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ও অন্যত্র কোন জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নামোল্লেখ বা পদোপলক্ষ কোন স্থানে এই আইন-মত মাজিস্ট্রেটের কর্ম করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৫) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নামোল্লেখ বা পদোপলক্ষ কোন স্থানে এই আইনমত রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের কর্ম করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, “রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৬) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি অন্যের অনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ বা গ্রহণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(৭) যতদূর সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে নৌকাদি নিষ্প্রিত হয়, “জাহাজ” শব্দে ভাঙা বুঝাইবে।

(৮) যে জাহাজের কাপ্তান ভাঙাতে এই আইন-মত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাই-সেন্সপ্রাপ্ত হন, “দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ” বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে।

(৯) আড়কাটা বা ছাববর মাটির ভিন্ন যে ব্যক্তির অধ্যাক্ষতা বা কর্তৃত্বাধীনে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে, “কাপ্তান” বা “অধ্যক্ষ” বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

২ অধ্যায়।

যেই বন্দর হইতে যেই দেশে গমন করা আইন সিদ্ধ ও বিধায়ক বিধি।

৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মাজাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিবা গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন সেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে। এতদ্বিধ কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) এই ধারামতে যে কোন আশ্রয়পত্র প্রকাশ করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল আদেশে যে কোন সময়ে একপ আশ্রয়পত্র দিয়া রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরিত আশ্রয় আশ্রয় নিষিদ্ধ হয়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সন্থের রাজকীয় গেজেটে আশ্রয়পত্র দিয়া এই আইনের কাছা পক্ষে সেই বন্দরের জন্য নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম ভাগসমূহের নির্দিষ্ট দেশে, ও এই আইনমতে যে দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে। যখন গমন করা আশ্রয়পত্র জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব ইতিয়া গেজেটে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করণপূর্বক সন্থের নির্দেশ করেন, সেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে, অন্যত্র নহে।

(২) এক ধারামতে আশ্রয়পত্র যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব সেই দেশে গমনকারী ভারতবর্ষীয় লোকদের তথায় বাসকালে সুরক্ষার নিষিদ্ধ যেহেতু ও অন্য যেহেতু বিধান যথাযোগ্য জ্ঞান করেন, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট এমত আইন প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবকে ইংলিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা গিয়াছে এই কথাও সেই আশ্রয়পত্রে প্রকাশ থাকিবে।

৯ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধ যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের ক্ষমতা হয়। সেই দেশে গমন নিষেধ করণের পক্ষাতিতে কোন যেহেতু আছে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব এইরূপ বিধান করার কারণ হইলে, তিনি ইতিয়া গেজেটে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করিয়া, এই আশ্রয়পত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি সেই স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ করিতে পারবেন; এবং এমতাবধি এই দিবসাবধি উক্ত স্থানে আশ্রয় আশ্রয় আইনসিদ্ধ থাকিবে।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত যেহেতু এই,—

(ক) যে দেশে প্রগাণন্যক রোগ বিস্তারিত হইয়াছে, অথবা অন্য ব্যাপক রোগের প্রকট হইয়াছে;

(খ) দেশান্তরিত হইতে এই দেশে যাত্রা যার তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরিতগামীদের সেই দেশে পৌঁছিয়া যাত্রা কি তথায় যতদূর থাকে ততদূর তাহাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরিতগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাইবার পূর্বে তাহাদের সহিত যে চুক্তি করা হয়, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট তাহা নিষিদ্ধরূপে প্রবল করেন না; এবং

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত জিহুত গেজেটে সাহেবের কাছা এই দেশগামী মন্ত্রিসভার যেহেতু অন্য ও তাহাদের প্রতি দেশের ব্যাপারের তথ্য-বর্ণনা পাইবার উদ্দেশ্যে এই দেশের গবর্নমেন্টকে পত্র লিখিয়া যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে এই বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাত্রা আইনসিদ্ধ, সেই দেশে প্রগাণন্যক রোগ বিস্তারিত হইয়াছে, অথবা অন্য ব্যাপক রোগের প্রকট হইয়াছে, এবং সেই দেশে দেশান্তরিতগামীদের সাহেব দিলে তথায় উপস্থিত হইবার তাহাদের জীবন সম্বন্ধে ওক-তর আশঙ্কা আছে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট একপ বিজ্ঞপ্তি করিয়া কারণ দাখিল, রাজকীয় গেজেটে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর সাহেবকে বিজ্ঞপ্তি করিবার অপেক্ষার এই গবর্নমেন্টের আশ্রয়পত্রের দেশের কোন বন্দর হইতে এই দেশে যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই ধারামতে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার যুক্তি সহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট আবেদন করি-
গোটি করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইতিয়া গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত আশ্রয়পত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

১১ ধারা। যেহেতু ধরিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব পূর্ব হইতে ধরিত কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাকি, তিনি ইচ্ছা করিয়া যেহেতু হইলে, ইতিয়া গেজেটে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই আশ্রয়পত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি পূর্ণ হইতে এই দেশে যাত্রা আইনসিদ্ধ হইবে। প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের আশ্রয়পত্রের আশ্রয়পত্রের রাজকীয় গেজেটে আশ্রয়পত্র প্রকাশ করিয়া এই আশ্রয়পত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি ভারতবর্ষীয় সন্থ বাস্তবিক দিয়া কোন বিশেষ প্রশংসার ব্যক্তিগতক আশ্রয়পত্র আশ্রয়পত্রের সময় বা বিশেষ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট একপ আশ্রয়পত্র, আশ্রয়পত্রের প্রকট হইয়া রহিত করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। পূর্ব চারি ধারাদে জাণসপত্র প্রকাশ

জাণসপত্র প্রকাশিত
হইবার পূর্বে যে কার্য
প্রভৃতি করা যায়, তাহার
ব্যবস্থাদি হইবার কথা।

করা গেলেও, তৎপূর্বে যে
কোন ত্রিভা করা যায় কি অগ-
ত্ৰাহ হয় কি যোজনসম্বন্ধিত
কার্যের আওতা নহে তাহার
কোন বৈলক্ষ্য হইবে না।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪ ধারা। (১) যে কোন দেশে যাওয়া আইন

দেশান্তর গমনসম্প-
র্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত
করিবার কথা।

সেই বন্দরে দেশান্তরগমন সম্প-
র্কীয় এজেন্টের কার্য করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিতে এবং এরূপ যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন
তাহাকে ক্ষুণ্ণিত রাখিতে বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) রাজকীয় গেজেটে জাণসপত্র প্রকাশ হইবার পূর্ব-
বর্ত্তে নিয়োগের অনুমোদন প্রকাশ না করিলে এই
ধারামত কোন নিয়োগ কলং হইবে না।

১৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টেরা যি

দেশে যত যজুর প্রেরণ
এজেন্টদের পাবি-
মিকের কথা।
করেন তাহাদের সংখ্যামুসারে
পারিশ্রমিক পাঠবেন না ও
তদনুসারে তাহার পারিশ্রমিকের বিধান হইবে না
কিন্তু অবধারিত বেতন ভাবে পারিশ্রমিক পাইবেন।

কিন্তু যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব
সময়েই নৈমিত্তিক কম্বের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্প-
র্কীয় বিশেষ এজেন্টগিকে বিতরণ কী দিবার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎ-
সকের বিধি।

১৬ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্টে আপনাতঃ

দেশান্তরগামিদের রক্ষক
নিয়োগের কথা।

সময়েই কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগামিদের রক্ষক
নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব
এরূপে নিযুক্ত দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ক্ষমতা যে
স্থানে বর্ত্তিবে, তাহা সময়েই নির্দেশ করিয়া দিতে
পারিবেন।

(৩) দেশান্তরগামিদের রক্ষককে যে স্থানীয় গবর্ন-
মেন্টে নিযুক্ত করেন সেই গবর্নমেন্টে তাহাকে তিরস্কার
কি চিরকালের নিমিত্ত অবসর করিতে পারিবেন।

[গবর্নমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আগ্রিল।]

(৪) দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষক তারতর্ঘ্য
দণ্ডবিধির আইনের মর্দ্যুখ্যাতী রাজকীয় কার্যকারক
বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৭ ধারা। দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষকের প্রতি

দেশান্তরগামিদের রক্ষ-
কের সাধারণ কর্তব্য
করেন কথা।

এই আইনমতে বা এই আইন
অনুসারে প্রণীত বিধিমতে
বিশেষ যেই কর্ম্ম অর্পিত হয়,
তাহা তাই করি,

(ক) দেশান্তরগামি সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষণ করিবেন
ও পরদর্শন দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেন।

(খ) এই আইনের ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির
সকল বিধানানুসারে যতদূর পারেন কর্ম্ম পালন করা-
ইবেন।

(গ) তিনি যে বন্দরে রক্ষক হন, কোন জাহাজ যত-
দূর গিয়া থাকিবে তাহা সেই বন্দরে পৌঁছাইয়া দি-
সেই জাহাজের পরিদর্শন করিবেন।

(ঘ) যজুরেরা যে দেশে গিয়াছিল দেশে দেশে তাহা-
দের কর্ম্ম করণকালে ও জাহাজে পৌঁছাইবার সময়ে তাহা-
দের প্রতি যতদূর আচর্য ব্যবহার হইয়াছিল এই বিষ-
য়ের অনুসন্ধান লইয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকট তথ্য-
বস্তুর রিপোর্ট করিবেন।

(ঙ) দেশান্তর হইতে প্রত্যগত যেই ব্যক্তিনিগকে
তিনি যুক্তিতে যতদূর পারেন, ও তদূর সাহায্য করি-
বেন ও পরদর্শন দিবেন।

১৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে বন্দর হইতে

পরিদর্শনার্থ চিকিৎ-
সক নিযুক্ত করণের
কথা।

তিনিদেশে যাওয়া আইনমতে
হয় এরূপ প্রত্যেক বন্দরে স-
দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে এবং
তাহাকে ক্ষুণ্ণিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ প্রত্যেক
চিকিৎসক তারতর্ঘ্য দণ্ডবিধির আইনের মর্দ্যুখ্যাতী
রাজকীয় কার্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯ ধারা। এই আইনমতে কিবা এই আইন অনু-

রক্ষকের ও পরিদর্শ-
নার্থ চিকিৎসকের পরি-
দর্শন কার্যের সুবিধা
করিয়া দিবার কথা।

স্বাগত প্রণীত বিধিতে দেশ-
ান্তরগামিদের রক্ষকের ও পরি-
দর্শনার্থ চিকিৎসকের যে পরি-
দর্শন ও পৌকী ও পর্যবেক্ষণ
করিতে হয় বা তাহার কী

আবশ্যক বা উচিত বোধ করেন, এই আইনমতে দেশ-
ান্তরগমনসম্পর্কীয় প্রত্যেক এজেন্ট এবং জাহাজের কর্ম্ম
চালাইবার তারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাহাজের
প্রত্যেক কর্মচারী, এবং দেশান্তরগামি ব্যক্তির সঙ্গে
লইয়া যাইবার জাহাজের অধ্যক্ষ ও তারপ্রাপ্ত প্রত্যেক
ব্যক্তি ও সেই সকল জাহাজের কর্মচারীগণ এই পরিদর্শ-
নাদি করিবার সর্বপ্রকার সুবিধা কারয়া দিবেন, ও তাহার
যুক্তিতে যে সকল বিষয়ে সম্মান আনিতে চাহেন তাহা
তাহারই কে জ্ঞাত করিবেন।

৫ অধ্যায়।

মজুরসংগ্রাহক বিধির বিধি।

২০ ধারা। (১) যে২ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া

মজুরসংগ্রাহকদিগকে দেশান্তরগামীদের রক্ষণের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

আইনগিদ্ধ তরুণ কোন বন্দরে যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষণ নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে যাওয়া আইনগিদ্ধ সেই দেশের দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় প্রত্য-

ক্টের প্রার্থনা হতে যে স্থানে আপনার কর্মতা থাকে সেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত্ন ব্যক্তিকে আবশ্যিক জ্ঞান করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দিবে।

(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না থাকিলে, সেই ব্যক্তি

(ক) কাঠারও সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞা-সূচক কোন করারণ করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিংবা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্ররতি দিবে না কিংবা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করিবে না কিংবা

(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

২১ ধারা। মজুরসংগ্রাহককে এই অধ্যায়মতে যে

অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইতে

পারিবে, এবং উক্তিতে যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের মধ্যে পত্রধারী মজুর সংগ্রহ করণের অনুমতি পাইবেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

২২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে

অনুমতিপত্র বত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।

তারিখ অবধি চলে সেই তারিখ অবধি তাহা এক বৎসরের অধিক প্রবল থাকিবে না।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষণ এই অধ্যায়মতে যে কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেই অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অবসান হইবার পূর্বেই অসদাচার হেতুক তাহা রহিত করিতে পারিবে।

২৩ ধারা। (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন

অনুমতিপত্রের কোড-স্বাক্ষর হইবার কথা।

আইনগিদ্ধ সেই বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে কোন মজুর-সংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কোড স্বাক্ষর না পাইলে, তথায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারণ করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিংবা ভিন্নদেশগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্ররতি দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিংবা প্ররতি দিবার বা সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিংবা প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

(২) কোন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যেকোন অনু-মজুরসংগ্রাহক আইনগিদ্ধ বিবেচনা করেন সেইরূপ অনু-সম্মত লইয়া যদি বুঝে যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বন্দিতঃ বা অন্য কোন কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত, তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(৩) এই মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করে, রেজিষ্টারী করিবার বা জাহাজ চড়িবার বন্দরস্থ আফিস লইয়া যাইবার পূর্বে উপযুক্ত জারগার তাহানের তদা প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের বিধান করা যার দায় বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক মাজিস্ট্রেট পুনোক্তরূপ অনুসন্ধান লইয়া ইহা স্বত্বাধীনভাবে জ্ঞানলে, বত কাল তিনি যুক্তিগত জ্ঞান করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে কিংবা এই অনুমতি-পত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিবে কি না ইহা বিচার করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা নিষেধ করিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেট জাহাজ করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

২৪ ধারা। যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল

কোন স্থানে মাজিস্ট্রেটের কোড স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

কোন স্থানে মাজিস্ট্রেটের কোড স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের

কোড স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তর-গামীদের একক দিবার কথা।

কোড স্বাক্ষর করিলে কি তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা, ও অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ জানাইবে।

২৬ খারী। (১) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে প্রজেক্টের প্রার্থনায়তে যে মজুর সং-
গ্রহকে অনুমতিপত্র দেওয়া
যায়, সেট প্রজেক্টে সেই মজু-
সংগ্রহকে আপনাতঃ স্বাক্ষরিত
ও দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
ক্রোড়পাশবদ্ধকৃত দেখা বা

ছাপা একখান বর্ণনাপত্র দিবে। বিদেশগামী
হইতে গাছাদেব অভিযায় থাকে, তাঁহাদের সহিত ঐ
মজুরসংগ্রহকে উক্ত প্রজেক্টের পাশে সেই মজুর
পত্র করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, এ বর্ণনাপত্রে তাহ
দেখা থাকিবে।

(২) ঐ বর্ণনাপত্র উত্তরেজী ভাষায় ও মজুর সংগ্র-
হকের অনুমতিপত্র যে স্থানে বস্তুে সেই স্থানের এক
বা একাধিক দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) মজুরসংগ্রহকে যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্ত-
রগমনার্থ আধ্বান দিবে তাহাকে ঐ বর্ণনাপত্রে যথার্থ
প্রতিলিপি দিবে ও কোন মা জুস্ট্রেটে বর্ণনাপত্র
খানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির আজ্ঞাক্রমে তাহার অব-
গতি নিমিত্ত ঐ বর্ণনাপত্র উপস্থিত পরিবে।

২৭ খারী। (১) প্রত্যেক মজুরসংগ্রহকে দেশান্তর-
গমনেছু দিয়া দেশান্তরগামী
যে মজুরদিগকে সংগ্রহ
করেন, তাঁহাদিগকে রেজিস্ট্রারী
করিবার পূর্বে, কিম্বা জাহাজে

চড়বার পক্ষের লইয়া যাওয়ার পূর্বে, উপযুক্ত জায়গায়
প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থান নিবে।

(২) যে বাজী প্রভৃতিতে উক্ত থাকিবার স্থান দেওয়া
যায়, তাহার কোন ক্ষমতাপন্ন স্থানে একখান উত্তাল-
গান থাকিবে, এ বাজী প্রভৃতিতে যে জন বাবস্তুত হয়,
উহাতে তাহা লেখা থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং এই
আইনমতে অন্তর্ভুক্ত বিধিক্রমে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কোন
অধঃস্থ মাজিস্ট্রেট বা পোলীসের কর্মচারী এই খারীমতে
যেখানে থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, সেই জায়গার তত্ত্বা-
বধান ও পরিচালনা নিমিত্ত জাহাজে চড়িবার সময়
আজ্ঞা সম্বন্ধে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশান্তরগামীদের
কর্তৃপক্ষকে যে সকল ক্ষমতা থাকিবে, সেই সকল ক্ষমতা
হইবে।

(৪) মজুর সংগ্রহসংগ্রহকে সেই ক্ষেত্রে তাহা
প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির প্রত্যেক উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন
প্রত্যেক মাজিস্ট্রেটকে ও পোলীসের কোন কর্মচারীকে
উপায় বাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা দেওয়া
করিয়া দিবে।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিস্ট্রারী করিবার ও দেশ-
ান্তরগমনের করিবার সম্পাদন করিবার কথ।

২৮ খারী। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে ন্যায়মতে
পালনপালকে কোন ব্যক্তিকে
কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই কা-
নন ও রেজিস্ট্রারী করণের বৃত্ত
পক্ষে কর্ম করিতে নিযুক্ত
করিতে পারিবে। কিন্তু

তাঁহাকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কর্তৃত্বানুযায়িত

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ন্যায়মতে ন্যায়পালকে প্রত্যেক
অন্য যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই কার্যকার-
কের কর্তৃত্বানুযায়িত রাখিরা দিবে।

২৯ খারী। দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির সহিত যে
কোন করিবার পত্র বা ন্যায়পাল
করিবার করিবার কথ। (ক) যে কোন মজুর হইতে
দেশান্তরগমন করিবার ক্ষমতা
সেই মজুরের সীমার মধ্যে করা গেলে, রক্ষকের সাহায্যে
তাঁহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

(খ) অন্যত্র করা গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃত্বপক্ষে
সাহায্যে তাঁহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

৩০ খারী। কোন মজুরসংগ্রহকে ভিন্নদেশগমনার্থ
কোন ব্যক্তির সহিত করিবার
কর্তৃত্বপক্ষে তাহা হইবে ও
এ ব্যক্তির পক্ষে স্বাক্ষর থাকিবে।
ভিন্নদেশগমনার্থে প্রাপ্ত থাকে
তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেজি-
স্ট্রারী করণের বৃত্তপক্ষে বা

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট, ভিন্নদেশগামীদের রক্ষকের পক্ষে উ-
পস্থিত হইবে।

৩১ খারী। (১) তাহা হইলে রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃত্বপক্ষে
বা রক্ষক এ ব্যক্তিকে মজুর-
সংগ্রহকে হইতে পৃথক করিয়া
তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার
সহায়িত্ব করা যাইবে; এবং

এ ব্যক্তি উক্তরূপ করণ করিতে সক্ষম ও সম্মত ও
তাহার মনু বুঝে, ও বলপ্রয়োগ, অন্যর প্রভাব, প্রভা-
রগা, অথবা বর্ণনা বা ভাষি বস্তুঃ তাঁহা করিবার করিতে
প্রস্তুত হইবে না; ও ঐ করিবার শর্তগুলি আচর-
নমিত ও ২৬ খারীমতে মজুরসংগ্রহকে যে বর্ণনাপত্র
দেওয়া যাইতে সমুদায় বর্ণনাদি দেওয়া যাইতে ক্ষমতা-
পন্ন ঐ শর্তগুলি সেই বর্ণনাপত্রের নীতিমতে ও পোলীস
বিভাগের মাজিস্ট্রেট কর্তৃপক্ষের ন্যায় মাজিস্ট্রেটের
নির্দেশক্রমে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে
ব্যক্তিগণের যে সকল ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
সেই মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা
যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, তাহা

৩২ খারী। (১) পূর্বপ্রকার প্রকারান্তরে কোন
ব্যক্তিকে ও যান প্রভৃতির ক-
রণের বৃত্তপক্ষে করিয়া ক্ষমতা
সাহেবের দোহাতে পালন-
সহায়ী হইয়া এই প্রকারে
দেশান্তরে যাইতে অনুমতি
নাহ। তাহা হইলে ঐ প্রকার প্রকারান্তরে
করিতে পারিবে।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন প্রীলোককে সম্বল বলিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকাল গত না হইলে পর তাহাকে রেজিষ্টরী করিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষার পরীক্ষার পোষা বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে

৩০ ধারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত বয়সে উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীরা সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীরা পোষা ও সে উক্ত দেশান্তরগামীরা সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এই বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষা তার বা ইচ্ছার অন্তিম সময়ে সন্দেহ করবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষার নাম রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেল, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তেজর পরীক্ষা করাপত্র প্রাপ্ত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহক ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনাদের সাহায্যে তেজর করণে প্রয়োজন পরিবার আশ্রয় করিবেন, এবং তাহারা তাহাদের আশ্রয় করিলে, আপনাদের আশ্রয় করিয়া তাহাদের প্রাপ্ত সম্প্রদানের সাফল্য হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষা সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা না হয়, ও এই আইনমতে করণের সম্প্রদান ভাঙ্গা সাফল্য হইবে না, তাহা দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের করণপত্র সফল হইবে না।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের মজুর ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষা সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেল, এবং এই আইনমতে করণপত্র সম্প্রদান ভাঙ্গা সাফল্য হইবে না, তাহা দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া ধরা যাইবে, মতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে জান করা যাইবে।

৩৭ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের মজুর ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষা সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ ৩১ ধারামতে রেজিষ্টরী করা যায়, দেশান্তরগমনেচ্ছু প্রাপ্ত চুক্তিপত্রে

তাহার এভিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীরা করণের তার, কাল ও শর্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত যেকোন বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যেই বিষয় মন্ত্রিসভা বিধি ও জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন, সেই বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

৩৮ ধারা। করণপত্র সম্প্রদান ও সাফল্য হইলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের চুক্তিপত্রের ভিতর খণ্ড টের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত নীয়া যাহা করিতে হইবে, তাহার এক খণ্ড মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইবে, আর এক খণ্ড দেশান্তরগামীকে দেওয়া যাইবে, এবং তৃতীয় খণ্ড রক্ষক সাহেব রাখিবেন, কিম্বা তাহার নিকট রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।

৩৯ ধারা। মন্ত্রিসভা বিধি ও জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিপূর্বে গণ্যেটে করণপত্র প্রাপ্ত করণের ফীর কথা। জাপানপত্র প্রকাশ করিয়া যে ফী নির্দেশ করেন, এই অধ্যায়-মতে প্রত্যেক করণপত্র প্রাপ্ত করণের নিমিত্ত মজুর-সংগ্রাহক কিম্বা দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে এই ফী দিবেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভা বিধি ও জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে প্রাপ্ত জাপানপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই ধারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৭০ ধারা মতে দেয় ফীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

৪০ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে ভাণ্ডারের কথা থাকিলেও, যে কোন স্থানে যাওয়া আনন্দিক সেই স্থানে গমনার্থ যোল বৎসর বা তদধিক বয়স-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের নির্দিষ্ট মতে করণপত্র করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করণ করেন, তিনি যোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স কোন শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবিক হইলে, এই শিশুকে তাহার সঙ্গে লইয়া দেশান্তরগমনার্থ আনন্দ করিয়া উহার নামে ও বয়সের ওর আইনের বিধানমতে করণ পত্র করিতে পারিবেন।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আওতাধিকার বিধি।

৪২ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে যে চুক্তি প্রদান করিতে নিযুক্ত হইবে, সেই চুক্তির তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখার উপায় এক আশ্রয় স্থাপন করিবেন।

তিনি যে কোন প্রকারে সেই স্থানে যাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠিয়া পূর্বে তাহার সেই আশ্রয় থাকিবে এবং এই আশ্রয় থাকিবার সময়ে তাহাদের সকলের আশ্রয় জাহাজ তাহার বেগাইতে হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামীদের রক্ষক এবং
আজ্ঞার অনুমতিপত্র দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ
নিবারণকথা। চিকিৎসকপূর্বধারামতেপ্রাপ্ত
আজ্ঞা দেখিয়া তাহা ভাল না
বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুম-
তিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার
নিমিত্ত এই আজ্ঞা ব্যবহার করা যাহবে না।

(২) এই ধারামতে অনুমতিপত্র যে তারিখ হইতে
চলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের
নিমিত্ত দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আজ্ঞার নিমিত্ত এই ধারামতে অনুমতিপত্র
দেওয়া যাবে তাহা অস্বাভাবিক, কিম্বা যে অভিপ্রায়ে
প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য কোন প্রকারে অনুপযুক্ত
হইয়াছে জান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ
নোটিস পাঠলে পর এই আইনের বা এই আইনমতে
প্রণীত বিধির আদেশ গাণন না করিলে, উক্ত রক্ষক
যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে
পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক রক্ষক এবং
রক্ষকের পরিদর্শনার্থ দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসকপূর্বধারামতেপ্রাপ্ত চিকিৎসক সন- বন্দরের রক্ষক ও
মণনের কথা। চিকিৎসক চলে, সেই বন্দরে
উক্ত সকল আজ্ঞাতে দেশান্তর-

গামী ব্যক্তিদিগকে তাহা গেলে, তাহাদের সময়ে
ও সজ্ঞার মধ্যে অন্তরে একবার তাহাদিগকে দৃষ্টি
করবেন এবং আজ্ঞা রক্ষক সন- বন্দরে
দেশান্তরগামী যে আজ্ঞার আওতে তাহাদের যেরূপ
আহার ও বস্ত্র প্রদান যার ও প্রকৃতান্তরে তাহাদের
যেরূপ প্রয়োজন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই
বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

৪৪ ধারা। আজ্ঞা না কাহার নিমিত্ত করা গেলে

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক- সেই কাহার উপযুক্ত নহে
নবরম টিপোটি করিতে কিম্বা তদন্তে যে দেশান্তর-
হইবে তাহার কথা। গামিরা আছে তাহাদের প্রতি
অনন্যোন্মোহন বা অস্বাভাবিক হইয়া
পাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন প্রকার দ্বারা ইহা
জানতে পাইলে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকটে
তাহা টিপোটি করিবেন।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিম্নলিখিত লোকদের রোগ

দেশান্তরগামী রোগ জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে কোন
১৮৮৪-৮৫ সালে তাহার বিবরণ দেশান্তরগামী ব্যক্তির এমত
গাণনকথা। শোন লেখা হইলে, পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে
তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা আজ্ঞা করিতে বাহির
করিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে
সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার জন্যে তাকে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচ উপযুক্ত হাসপা-
তালে পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত
হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাহার ও চিকিৎসা করিবার
খরচ বলিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষক কোন খরচ

করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসর পর্যন্তকরা
হয় টাকা হিসাবে মূল সমেত দেশান্তরগামীদের রক্ষক
এ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায়
করিয়া লইতে পারিবেন।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদের আহার্য লইয়া যাইবার ও
পড়ি'চলে কাব্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমননৈমিত্তিক ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন

বলিয়া এই আইনমতে রেজি-
স্ট্রী করা না গেলে, কোন
পুঙ্খ দেশান্তরগামী মজুরসংগ্রাহক তাহাকে কোন
ব্যক্তিকে অন্তরে না আশ্রয় লইয়া যাইবে না বা
করিবার কথা। লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে

না, কিম্বা তাহাকে কোন আহার্য যাইতে প্ররতি দিবে
না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট
এমজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড দাঁকর করেন
তাহাকে সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় স্থান ত্যাগ করিতে
প্ররতি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা
তাহাকে কোন আহার্য যাইতে বা উক্ত স্থান ত্যাগ
করিতে সাহায্য করিবে না।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তিকে এই

দেশান্তরগামীকে আ- আইনমতে রেজিষ্ট্রী করা
জান লইয়া যাইবার গেলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
যে এজেন্টের আর্থনাক্রমে মজু-
র সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দে-
ওয়া যায় সেই এজেন্ট জাহাজ উত্তীর্ণের বন্দরে যে
তাহা স্থানন করিয়া থাকেন, সেই আজ্ঞায় তাহাকে
সুবিধানতে দুইয় মজুরসংগ্রাহক বা দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্ট কিম্বা তাহাদের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি
লইয়া যাইবেন।

(২) কখনো কখনো কলিকাতা নগর কোন স্থানে
কোন দেশান্তরগামীকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আজ্ঞায়
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে
আগামি মজুর গাণন করেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের
সম্মতিক্রমে এই মজুর সংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত

(৩) কখনো কখনো কলিকাতা নগর কোন স্থানে

কোন দেশান্তরগামীকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আজ্ঞায়
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে
আগামি মজুর গাণন করেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের
সম্মতিক্রমে এই মজুর সংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত

(৩) কখনো কখনো কলিকাতা নগর কোন স্থানে

কোন দেশান্তরগামীকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আজ্ঞায়
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে
আগামি মজুর গাণন করেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের
সম্মতিক্রমে এই মজুর সংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত

(৪) এই আইনমতে উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি

সমস্ত মজুর গাণন করিতে ও প্রচুর
অভিযুক্ত থাকিবে।

৪৮ ধারা। দেশান্তরগামী ব্যক্তি আহার্য পুঙ্খ

কিছুই না আহার্য পুঙ্খ
আহার্য পুঙ্খ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট-
সংবাদ দিতে হইবে টের লিখিত তাহার পড়ি'চলে
কথা। সংবাদ দিবেন এবং সেই
এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সংবাদ দিবেন।

•. ଅନ୍ତିମକର୍ମାର୍ଥ ଚିନ୍ତିତ-
ନାଟକର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା କବିବାସ
କବ୍ୟା।

মমতাসম্মানিত এজেন্ট দেখা গুরগাঁওতে। প্রতিদর্শনার্থ
চিকিৎসককে সুবিধামত ত্বরান্বিত দেখাইবেন।

মোশে যাজ্ঞা কবিদার উপযুক্ত িনা সহ্য নিবন্ধ কবিদার
নিমিত্ত পরিদর্শনার্থ চক্রে এক পরিদর্শন করিবে।

ਸਤਿੰਫਿਕਰੇਟੇ ਸਿਟੇਬਨ ।'

৫০ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থান, অর্থায়,

মঙ্গলকোট কোর্টস্থলে
দেশান্তরগামিণির ফিগিয়া
যাইবার খরচ দিবার
আজ্ঞা করিতে পারিবার
কথা।

(ক) দেশাধিবাসী বাসিন্দার
পরিচর্যনার্থে ফিকিংসক যদি
নোথিতে পান যে এই দেশাধি-
বাসীবাঞ্ছিত যে দেশে বাসবার
করার কর্তব্য ছে সেই দেশ
সাইবার অনুপাত্ত অথবা

অসুপযুক্ত হইয়াছে এবং যদি দেশান্তর গান্ধিনের
রক্ষক বিবেচনা করেন যে এই মজুর অনায়াসে প কাপ-
নাকে উক্ত খাতার যোগ্য বসিয়া থাকা কষ্ট নাই; কিন্তু

(খ) যদি রক্ষক দেখিতে পান যে মজুর-প্রাচীর
এ দেশান্তরগামী বাতীর সংক্রান্ত নীতি-প্রণালী
ব্যবহারে এরূপ অনিয়ম করিয়াছে যাতে তাকার
দেশান্তরগমনের করারপক্ষে বাধিত হয়: উচিত: ক্রিয়।

(গ) যদি দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার আওতা বৃদ্ধি করা হয় এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা হয় তবে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার আওতা বৃদ্ধি করা হয়।

[illegible]

(২) তাইহাজে চাঁড়ীপুর সন্ন্যাসের নীচা; বসতিত স্থানে
যে দেশাঙ্কুরপাতির বেজিটের তাহাও, যখন তাহা
দেখ পরিদর্শনার্থ চাঁড়ীপুরের মধ্যে তাহা
অবস্থা বিবেচনায় নেতানে বেজিটের ছইয়াছিল।
অছিলে সেই স্থানে ফিরিয়া তাহাও
যেই ছইলে, যখন তাহা পরিদর্শনার্থ চাঁড়ীপুর
ফিরিয়া তাহাও উপস্থিত বলিয়া রিপোর্ট না কেন।

তারং দেশান্তরগম্যজন্যকারী একচেতন বরচক্রাধীনে
উষ্ণির বন্দরের আড়ার প্রমুখ থাইত, থাকিতে
ও পরিচালনা ইহার এবং চিকিৎসা ও ইহার প্রভাব
হইতেন।

৫১ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে জাহাজে পোষাদমর ও আত্মীয়-চাচা-বাবুদের সীমার বহির্দেশে থরচ দিনার করা উচিত স্থানে রেজিষ্টারী করা গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব ধারামতে কোন আত্মা করা গেলে, তাহার পোষা বলিয়া য.ফ.কে রেজিষ্টারী করা গিয়াছে এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

কিন্তু পোহানো ঠিকলেও সেই দেশান্তরকারী ব্যক্তির
পিতা মাতা প্রাণহারা পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী অভিভাবক
অথবা বিধিত হয় এমন কোন দেশান্তরকারী ব্যক্তি.

(৭) এই যুক্তির যে স্থানে রেজিস্ট্রারী হয় উহার প্রতি সেরে স্থানে দশাভূতগননসম্পন্নকীয় এজেন্টের স্বরূপে তাহাকে পালন হয় এবং দাখিল কার্ডে পার্যিতঃ
এ৭৭

(খ) এই দেশান্তরগামী ব্যক্তি গমন করিতে অসমর্থ হইলে, এবং সে গমন করিতে সমর্থ না হইয়া তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পাদিত একজোড় খরচে এই আড্ডায় থাকিলে, খাইতেও পরিতে পাইবার সাওয়া করিতে পারিবে।

১২) এ দেশাধিকারীরা ব্যক্তিগতভাবে বাককপূদি ধারিত-
দেতে যে কোন ধর্মের পক্ষে তাহাতে এই ধারাবাহিক
১৩ ধারিতা দিতে পারিবেন।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(১) প্রত্যেক কোন দেশে যোগ্য রাষ্ট্রিক (১)
 একজনকে যে তাঁর দেশ এবং পূর্ব ধারাবাহিক টাক
 দিবার ক্ষমতা হইলে দেশীয় গণনামন্ত্রকীয় এজেন্ট

কিন্তু সেই আত্মসম্মতি টাকা না দেওয়াতে রক্ষক এই ধারায়তে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতিআপত্তি লিখিত যে টাকা দিবার আত্মা করেন, সেই টাকাদিবার তারিখ অধিভাষা বৎসর পতকরা ছয় টাকা হিসাবে মুদ্রাসম্মত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি টাকা দিবার আত্মা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চক্ষিণ ফটোপর্শাস্ত সেই আত্মায়তে কার্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমায় কোন আদায়তে ইহার অভিরিক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

২ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মা বিবরণ বিধি।

৫৪ ধারা। কোন আত্মা হানীর গবর্ণমেন্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যা-ইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই আত্মা হানী দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

৫৫ ধারা। (১) কোন আত্মা হানীর কাপ্তান বা স্বামী সেই অনুমতিপত্র পাইবার আর্থনা লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিবে।

(২) স্থানসম্বন্ধীয় এই অধ্যায় বিধিতে প্রার্থক এই আত্মা হানী দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা এবং এই আত্মা হানী যত বোঝাই ধরে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে রূপান্তর এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন তাহা এই আর্থনাপত্রে লিখিতে হইবে।

৫৬ ধারা। (১) আত্মা হানী সমুদ্র বাইবার উপযুক্ত কি আত্মা পরীক্ষা করিয়া মজুরদের থাকিবার কি প্রকা-র কত স্থান আছে ও আত্মা হানী বায়ুসঞ্চালনের সূচ্যার আছে কি না ও তাহাতে অভি-প্রোক্ত জলযাত্রার উপযোগী রসায়নী ও সজ্জা ও সরঞ্জাম আছে কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দেশান্তরগামী দের রক্ষক কাপ্তানের বা স্বামীর খরচে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা এই আত্মা হানীর পরীক্ষা করাইবেন।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিবেচনা করেন যে এই আত্মা হানী এই আইনমতে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্ত-রূপ মজ্জা ও কর্মচারী আছে, তবে আত্মা হানী যত জন দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া এই আত্মা হানীর অধ্যক্ষকে অর্থনা কাপ্তানকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতি-পত্র দিবে।

৫৭ ধারা। (১) (ক) আত্মা হানী হুজুরের বধ্যস্থানে কিবা দেশান্তরগামীদের রক্ষ-কের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎস-কের অনুমোদনমায়ীনে উপরের হুজুরে হুজুরীতে কেবল দেশান্তর-গামীদের ব্যবহারার্থ লক্ষ্যপ্রা-প্ত হুজুরের অনুমত উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা যাইবে।

(খ) হোম্পাতিস্বরূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান সজ্জিত করা যাইবে; এবং

(গ) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়ে বৈধ বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অম্মা মজুরদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেবরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

পূর্বধা মিত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবে না।

(২) এই ধারা (ক) প্রকরণে উপর হুজুরে যে হুজুরী বিধান আছে, তাহা দৃঢ়ভাবে আঁটা ও সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত থাকিবে।

৫৮ ধারা। পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক আত্মা হানী সেই স্থানে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীর নিমিত্ত অল্পা-ল্প ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু মাসবৎসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী হুজুরী ব্যক্তি এই ধারার কার্য পক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে আত্মা হানী উঠিবে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আত্মা হানী কাউদি ও জলদে-কথা।

কের ও কর্মচারীদের ও মজাদে-এবং হুজুরীতে ও অম্মা স্থানে আরোহী থাকিলে তাহাদের আত্মা হানীদিগের নিমিত্ত যে ২৩৩ আত্মা হানী লওয়া যাই-তাহার প্রব্য, কাপড়, জ্বালানীশক্তি ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে গুণের দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট থাকে, এই দ্রব্যাদি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই গুণের হইবে।

৬০ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা আত্মা হানী চড়ে সেই বন্দর হইতে দে-চিকিৎসক, চাকর, ওষ-শান্তরগামীদের আত্মা হানী-ও অবশ্য সামগ্রী বার সময়ে উল্লিখিত প্রত্যেক-কথা।

আত্মা হানী একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গবর্ণ করিবে; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে বৈধ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন ডাক্তার কন্সাল্ট্যান্ট, দোভাষী ও চাকর ও ডাক্তার পরিদর্শনের ও গুণের ডাক্তার ওষ-ও অম্মা সামগ্রী থাকিবে।

পূর্ব দুই ধারা প্রথম
ভরণ লব্ধি দেশান্তরগামী-
দীনের রক্ষণের ও পনি-
দর্শনার চিকিৎসকের বাবা
কর্তব্য জ্ঞাপন করণ।

৬১ ধারা। পূর্ব দুই ধারার
সমুদয় বিধানমতে কার্য্য করা
হয়, দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
ও দেশান্তরগামীদের পরি-
দর্শনার চিকিৎসকের স্বয়ং ইহা
মেধিতে হইবে।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশ-
ান্তরগামী কোন মজুরকে জাহাজে
উঠিতে আদেশ করিলে যদি
সেই ব্যক্তি উপযুক্ত চেষ্টা না
থাকিলেও জাহাজে উঠিতে
অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে-

একপূর্ণক এই মজুরকে জাহাজে উঠান আটননিষিদ্ধ
নাহ; কিন্তু উক্তরূপ অস্বীকার বা উপেক্ষা করণ বলতঃ
বা তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আটনমতে
এই মজুরের যে দায় বর্ত্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে
তাঁহার ব্যাঘাত হইবে না।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে
উঠিতে উদ্যত হইলে, দেশান্তর
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট জাহাজে
জের অধ্যক্ষকে এই ব্যক্তিদের
নির্ঘটপত্রের চারিপ্রস্থ দিবে; তৎপরে জাহাজের নাম
ও বয়স ও বাবগার ও তাগাদের পিতার নাম সাধামত
যথার্থরূপে লেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষরিত ও
রক্ষকের ফ্রোড স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র কোন মজুরের নাম
থাকিলে এবং এই ছাড়পত্রে তাঁহার নাম ও বয়স ও
পিতার নাম ও যে দেশে সে বাসিতে কর্তা করিয়াছে
সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে এই দেশে বাসি
করিবার দায়ুক্ত সূত্র গবস্তা। অর্থাৎ এই মন্তব্যের সঠি-
কমটে না থাকিলে, জাহাজের অধ্যক্ষ এই মজুরকে
জাহাজে লইবে না।

(৩) দেশান্তরগামী এতোক মজুর জাহাজে উঠিলে
এ ছাড়পত্র জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা জাহাজে উঠে
জাহাজের অধ্যক্ষ তাগাদিগকেও তাগাদা যে ছাড়পত্র
দেয় তাগাদা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নির্ঘট-
পত্রের সহিত মিলিটরি দেখিবেন। এই নির্ঘটপত্র শুদ্ধ
দুটি হইলে ও ছাড়পত্রের ও জাহাজদেওয়ানী মজুরদের
সংক্রমিলিত, জাহাজের অধ্যক্ষ এই নির্ঘটপত্রের চারিপ্রস্থ
স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট
আপন ছাড়পত্র দেয় নাই, কিম্বা তাহার নাম নির্ঘটপত্রে
নাই, অধ্যক্ষ তাগাদকে জাহাজে থাকিতে দিবেন না।

৬৭ ধারা। (১) এই নির্ঘটপত্র সকলপ্রস্থ স্বাক্ষরিত
হলে পর জাহাজের অধ্যক্ষ
দেশান্তরগামীদের রক্ষকে এই
প্রস্থ দিবেন; তিনি তাহা পরি-
শুদ্ধ আন করিলে তাহাতে
স্বাক্ষর করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে বাসিবার চুক্তি করিয়াছে,
সে দেশের গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে কাগজপত্রকে নিযুক্ত
করেন, মজুরদের জাহাজ দ্বারা সেই কাগজপত্রের নিকট
কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গলাস
এজেন্টের নিকট রক্ষক জাহাজের স্বাক্ষরিত একপ্রস্থ
পাঠাইবেন, এবং অন্য প্রস্থ আপনাবার অফিসে
গীথায় রাখিবেন।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতিপ্রাপ্ত
প্রাপ্ত এতোক জন কাপ্তান
দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
আদেশ হইলে ও জাহাজে
দেশান্তরগামী কোন মজুরের
উঠিবার পূর্বে, স্থানীয়

গবর্ণমেন্ট সম্মুখে যে পাঠ নিবেদন করেন সেই
পাঠে এরক্ষকের নিকট হইতে প্রস্থ নিবেদন প্রাপ্ত
করিবেন; তাহাতে এই প্রতিশ্রুতি করিবেন যে এই আই-
নের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশমতে তিনি
ও জাহাজের স্থানীয় কর্মী না করিলে তাঁহারা দশ
সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের
গবর্ণমেন্টের এতদর্থে নিযুক্ত কাগজপত্রের নিকট এই
নিবেদনপত্রের এক প্রস্থ, কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ
হইলে এই উপনিবেশের ব্রিটিশ কঙ্গলাস এজেন্টের নিকট
এক প্রস্থ) ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রস্থ প্রে-
রন করিবেন।

১০ অধ্যায়

জাহাজে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না
পাইলে, কোন দেশান্তরগামী
মজুর জাহাজে পৌঁছাইবার
তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন
গত না হয় তাহা তাহাজে উঠিবে না।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী
মজুরদের কোন জাহাজ
(ক) মিস্ত্রীভাবিষ্টিত জীবুত
গবর্ণর জনরল সাহেব সম্মুখে
এই আইনমতে প্রণীত বিবি-
ক্রমে'গে কাল মধ্যে সাধাণঃ দেশান্তরগামী মজুর
দের জাহাজের নিকট উক্ত জাহাজ যে প্রণীর ইয় সেই
প্রণীর জাহাজের উত্থাণ অস্ত্রের পাশ্চম কিকর
কোন দেশে মঃয়া আই সন্ধ বনিয়া নিবেদন করেন
সেই কাল জাড়া এই দেশে যাত্রা করিবে না।

(২) মিস্ত্রীভাবিষ্টিত জীবুত গবর্ণর গেনরল পাঁচক
অম্ময়ে ইতিপূর্বে গাজে িজাপন দিয়া যে কাল মধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজের যাত্রা করা নিষেধ
করে, সেই কাল মধ্যে এই দেশে যাত্রা করিবে না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪। ৮ জাগ্রিণ।]

(খ) নৌন দেশে সম্বন্ধে এই দেশস্থ ভরতবর্ষীয়
মন্ত্রীদের একশাণ্ড বিশেষ কোন সমুদ্রা রাখা বা
বিশেষ কোন খরচ করা নথিভুক্ত নথি ১১ শ্রীযুত গবনর
জেনারেল সাহেবের বাঙালীয় বোম্ব হালে, উক্ত সাহেব
এ মন্ত্রীদের সম্বন্ধে দেশ ফা একশাণ্ড নথিভুক্ত করিতে
পারিবেন, যাহাতে তাঁহার বিবেচনায় এই বিশেষ যেরে-
স্ত্র বা বিশেষ খরচের টাকা সংকলন হয় ।

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত
ভাষার জাহাজকে অ-
ইল ও বিধি পালিত হয়,
তাহাদের ইহা দেখিতে
হইবার কথা।

ও এই আইনমতে প্রণীত বিধি সমুদয় বিধান ভাষার
জাহাজে পালিত হয়।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে বাইবার
বহুরূপে ছাড়পত্র কি-
মিহা দিবার কথা।
ছাড়পত্র করিয়া দিবে।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎ-
সমক্ষে বংশধর বিধান :

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া
কলিকাতা বন্দর হইতে যায়,
কলিকাতা হইতে গেলে জাহাজে উঠিবার
সময় বাধা দিবার মতো জাহাজ খুলিবার
কথা।
জাহাজের অধ্যক্ষ সেই জাহাজে
দেশান্তরগামীদের প্রথম উঠি-
বার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে
গেজেটের অর্থাৎ মুদ্রা পাইয়া
হইতে জাহাজ খুলিয়া যাইবে
না।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিধি জাহাজ দেশান্তরগামী-
দিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর
গামী করিলে, সেই
জাহাজ মুদ্রা পাইয়া হইতে
সমুদ্র পথে এতদধীন স্থানীয়
গণপরিষদের নিযুক্ত কাৰ্য্যকর
যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন এক্ষণে বাস্তব
জাহাজ দ্বারা টানান লইয়া যাইবে।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে
দেশান্তরগামী মজুরদিগকে
লইয়া যাত্রা করিলে নদীতে
যাত্রার সময়ে মুদ্রা পাইয়া ও
কলিকাতা হইতে উভয় মধ্য
যদি জাহাজে ছাড়া, স্থানীয়
ফিরে বা বসন্ত দেখা দেয়,
তবে জাহাজের অধ্যক্ষ মজুর-
দের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের
আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রকৃতপক্ষে এ পীড়া
আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষা বলিয়া
রেজিস্ট্রী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষা না
হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র
কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অবিভাবক বার্ষিকিত হয় ও তা-
হার সঙ্গে যাত্রা চলে, তাহাদিগকে কলিকাতার ইন্সপেক-
টালে পাঠাইবেন এবং এক্ষণে যতজন মজুরকে ইন্সপেক-
টালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে
কলিকাতার দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানা-
ইবেন।

(২) এই ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে
আহাওয়া দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের
সমক্ষে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের
প্রতি ৫০.৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান মতদূর বর্জিতে পারে
বর্জ্যে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ জুলাই ।]

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী
মজুরদিগকে লইয়া যাত্রা করিলে
সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে
ব্যাপক আকারে এলাউটা দেখা
দেয়, তবে মজুরদের ভারপ্রাপ্ত
চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয়
মজুরদিগকে কলিকাতা হইতে না যাইবার নিষিদ্ধ জাহাজের
অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ
পালন করিবে এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন
ইহার সত্য্য অবিলম্বে কলিকাতার মজুরদের রক্ষকের
নিকট পাঠাইবেন ; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভা-
স্থিতি জীযুতগবর্ণর জেনারল সাহেব এই আইনমতে
সম্মত যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি নির্দিষ্ট
প্রণালীমতে কার্য্য করিবে।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভা-
স্থিতি জীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব
সম্মত এই আইনের মত
পঞ্চাঙ্গস্থিত বিষয়ের বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবে।—

(ক) এই আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান
করা যায়, তাহার ভূস্বামী ও স্থানীয় করিবার বিধি,
এবং যে প্রকার মাসিক ট্রেডার ও পোলিসের কমচারীরা
এ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি ;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিস্ট্রীর প্রতি হইবে,
ও তাহাতে যে ২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ
নির্দেশ করিবার এবং জিলা মাসিক ট্রেডার সাহেব কিম্বা
এতদধীন এই আইনমতে অন্য কোন কমচারী নিযুক্ত
হইলে, তিনি রেজিস্ট্রী করণের বর্তমানের উপর
যে রূপ কর্তৃত্ব করিবে, তাহার বিধান করিবার বিধি ;

(গ) এই আইনমতে যে রূপ করণপত্র কবিত্তে
হইবে ও তাহাতে যে ২ কথা থাকিবে, ও যে বা যে
তাহার করণপত্র লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দেশ
করিবার বিধি ;

(ঘ) যে ২ নিয়মে এই আইনমতে আচ্ছাদন
অনুমতিপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহা নির্দেশ
করিবার বিধি, এবং আচ্ছাদন ভূস্বামী ও স্থানীয়
বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায়
থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা
সংক্রামক রোগ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে
হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি ;

(ঙ) এই আইনের কার্য্যপক্ষে দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যে ২ পাঠ
যোগাইয়া দিবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি ;

(চ) কোন জাহাজের স্বামী বা ক্যাপ্তান আপন
জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনু-
মতিপত্র পাইবার প্রার্থনা করিলে, তাহার যে ২ কথা
লিখিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি ;

(৬) দেশান্তরগামী পুরুষদের সম্বন্ধে সন্থা অনুসারে যত জন জীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সামান্যতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের আর্জাজে অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা জীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার যে বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(জ) দেশান্তরগামীদিগকে যে আর্জাজে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আহারীয় দ্রব্য, জ্বালানী কাষ্ঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পথিমধ্যে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আহারীয় দ্রব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্ত্র দিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ঝ) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজে যে নীড়িত ও দুর্বল ব্যক্তির থাকে, তাহাদের শুশ্রূষার নিষিদ্ধ চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পোণ্ডার, ছোঁতাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি ;

(ঞ) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে য জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই জাহাজে যে প্রকারের যত ও যে গুণের স্রমাদি দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ট) জাহাজে মজুরদের গমনকালে সেই জাহাজে বায়ুসঞ্চালনের ও পরিষ্কৃততার বিধি ও তাহাজে ভর হইবে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষার্থ বয়ল, নৌকা, বালু ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ঠ) উক্তমাধ্য অন্তর্ভুক্তের পশ্চিম দিকস্থ যে কোন দেশে গাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, ত্রিটিষ তার ও বর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে য কালমধ্যে তথায় দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বা বিশেষ প্রেরণী প্রেরণ জাহাজ যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি ;

(ড) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি ;

(ঢ) জাহাজে যাইতে ২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পথিমধ্যে কোন বাপক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ণ) দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে দেশান্তরগামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণঘটিত ও চিকিৎসক নীড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা মরে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণ ঘটিত যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি ; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য ও ক্ষমতা নিদ্ধারণ করিবার বিধি ;

(ত) এই আইনমতে গবর্ণমেন্টে ভিন্ন ২ যে কাঁধাকার-কতিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য নিদ্ধারণ ও নিয়মন করিবার বিধি ; এবং

(থ) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্কিয়ত্তা, মজল ও রক্ষার জন্য যাহা কর্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি ।

কিন্তু এই ধারার (ছ) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিশেষ

হলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজে সামান্যতঃ যে পরিমাণ জীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও এই জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবে ।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই ক্ষমতানুসারে কার্য করা যাইতে পারিবে ; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আইন প্রচলিত না হইলে, বলবৎ হইবে না ।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিযুত গবর্ণর জেন-

পাথুলেখ্য ও বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধিয়ারা যে ব্যক্তিদের

স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাহার বিবেচনার যাহা উচুত্বক বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাথুলেখ্য প্রকাশ করিবে ।

(২) এই পাথুলেখ্য সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যে তারিখে বা যে তারিখের পর পাথুলেখ্য বিবেচনা করা যাইবে, এই বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দিষ্ট থাকিবে ।

(৩) এই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে পাথুলেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) পূর্বে ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইতিমধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইতিমধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই এই বিধি নিয়মিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিধানমতে প্রণীত অবাধ্যতা না করিয়া

(ক) যদি তার ও বর্ষের কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আবেদন করিবার কোন কর্তৃপক্ষ করে বা করিবার উদ্যোগ করে ; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানভাগ করিতে প্ররতি দেয় বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকস্বরূপ কাছা করে বা নিযুক্ত থাকে ; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুরস্বরূপ রেজিস্ট্রী করা হইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুরস্বরূপ তাহাকে রেজিস্ট্রী করা গেলে পর এবং জাহাজ উঠিবার বন্দরস্থ আফায় তাহার যাত্রা করিবার পূর্বে জাহাজে কোন স্থানে কিম্বা, মজুর-সংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে যে থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে ।

(২) এই আইনযতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক ভিত্তি অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্মচারী ওয়ারেন্টে তাকে তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনযতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

যে মজুরদিকে রে-জিষ্ট্রী করা হয় নাই মজুরসংগ্রাহক ভাষা-গকে আচ্ছাদন লইয়া গেলেন তাহার কথা।

(ক) দেশান্তর গমনের ক্ষেত্রে মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া রেজিষ্ট্রী হইবার পূর্বে যদি তাহাকে কোন আচ্ছাদন লইয়া যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে মাতি-ফ্রেট এ মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ফ্রোডস্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার এলাকা ছাড়িয়া যাইতে তাহাকে প্ররতি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা এরূপ এলাকা ছাড়িয়া যাইতে বা কোন আচ্ছাদন যাইতে তাহাকে সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে আচ্ছাদন করে, তাহাকে যদি ১৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র পাঠাইয়াছে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে কর্তব্যবদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাকে জাহাজে চড়বার বন্দোবস্ত বাহিরে রেজি-ক্টরী করা হইয়াছে যদি আচ্ছাদন লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহার্যীয় দ্রব্য না দেয় বা একারান্তরে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি যাদক দ্রব্য দ্বারা প্রভাবপূর্ণক এদে-শীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্ররতি দিলে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনযতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মজুর জুটাইবার বর্ণনামতের ক্ষমতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি কিম্বা মধ্য-বর্ণনা করিলে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনযতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মজুর জুটাইবার কাছাকাছি আসিয়া বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত পোলীসকে কোন লিখিত আচ্ছাদন দিলে কিম্বা গবর্ণমে-ন্টের জন্য সেই মজুরদের প্রয়োজন কিম্বা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সেই মজুরদের সহিত কর্তারপত্র হইবে এরূপ মিথ্যা উক্তি করিলে, তাহার ভরমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

৮৭ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে এই আইনের কিম্বা এই আইনযতে প্রণীত বিধির যে-বিধান থাকে সে তাহা পালন না করিলে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ জামিনা শুনিয়া যদি তাহাকে আপন জাহাজে লয়,

(খ) এই আইনযতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া জামিনা শুনিয়া যদি আপন জাহাজে কোন দেশান্তর-গামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনযতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ-নার অনুমতিপত্রে বর্তমান লেখা থাকে যদি তত জনের অভিরিক্ত কোন মজুরকে জামিনা শুনিয়া আপন জাহাজে লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা এরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে; এবং এ জাহাজ, উহার রসারগী, সজ্জা ও সরঞ্জাম জাহাজের মালিকের সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যে আপনালে এ জাহাজের অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

৮৮ ধারা। এই আইনযতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি প্রভাবপূর্ণক কোন কার্য করিলে তাহার কথা।

৮৯ ধারা। এই আইনযতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত কোন জাহাজে যদি মজুর সংক্রান্ত হয় সেই জাহাজের পরিবর্তিত অবস্থার অনুগণ্যগো হইয়া পড়ে, তবে তাহার পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে;

এবং তিনি ৬০ ধারামতে যে কোন নিষেধপত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাহার নামে মোকদ্দমাও উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

৯০ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে আইনের আদেশ পা-লন না করিয়া জাহাজে পুনিয়া যাইবার কথা।

৯১ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে দেশান্তরগামী মজুর-দিগকে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশ-মতে কার্য না করিলে, এরূপে যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এ অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯২ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে পুনিয়া ৬৬ ধারার নিষেধে দেশান্তরগামী মজুরদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ পুনিয়া যাইবার পর অধ্যক্ষ তা-হাদেরকে জাহাজে পাইলে তাহার কথা।

৯৩ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে পুনিয়া ৬৬ ধারার নিষেধে দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে লইলে, এরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন মজুরের নিমিত্ত তাহার দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে

অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট দেশে
হাওয়ায় মজুরকে না-
যাইরা দিলে তাহার কথা।

দেশের নির্দিষ্ট কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে আঁহাজে উঠাইরা
নিরাচরন, আঁহাজের অধ্যক্ষ
সেই দেশে ভিন্ন অন্য দেশে

এ মজুরকে আঁহাজে দিলে, যদি বাহুর প্রবলতা বা
অনিবার্য দুর্বলতা বা ৯১ ধারার বিধানমতে এ নামানমী ব্যক্তিরা
থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক মজুরের নির্দিষ্ট আঁহাজের
অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস
পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৯২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া পাঠান-
নির্দিষ্ট কোন আঁহাজ কাল-

কদিভাড়া হাওয়ায়
বাইবার বিধান না
বানিলে তাহার কথা।

কাটা বন্দরহটে যাত্রা করিলে,
যদি এ আঁহাজের অধ্যক্ষ

(ক) ৭৬ ধারার নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে আপন আঁহাজ লইয়া যুটীখোলা হইতে
চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তিমত হেতু না থাকিলেও ৭৭ ধারার উল্লি-
খিত বাণ্যীয় জাহাজ ছাড়া নামাচর্য না লইয়া
যুটীখোলা হইতে সমুদ্রের দিকে আপন আঁহাজ চালান
বা যাইতে দেন:

তবে তাহার এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি

দেশান্তরগামী মজুর
পলাইলে বা আঁহাজ
বাইতে অস্বীকার করিলে
তাহার কথা।

আঁহাজ পাল্ছিবার পূর্বে
পলায়ন করে কিম্বা যুক্তিমত
কারণ বিনা আঁহাজ যাত্রাও
অধ্যক্ষের কার, তবে তাহার
নিশা টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড

কিম্বা তাহার সহিত করাওপত্র করিয়া তাঁহাকে রেজিষ্টারী
করিতে ও আঁহাজ লইয়া যাইতে যে খরচ পড়ে সেই পরি-
মাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সে-
দণ্ড হইবে এবং এই অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে
এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুর-
সংগ্রাহক এই খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে য অর্থ-
দণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিস্ট্রেটের
বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা
মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

৯৪ ধারা। কোন দেশান্তরগামী মজুর যদি

দেশান্তরগামী মজুর
আঁহাজেই পলাইলে
বা আঁহাজে না উঠিলে
তাহার কথা।

(ক) আঁহাজ হইতে পলায়ন
কিম্বা
(খ) দেশান্তরগমনসম্প-
র্কীয় এজেন্টের আদেশ পাইলে
যুক্তিমত কারণ বিনা আঁহাজে

উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে তাহার এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করাওপত্র
করিয়া তাঁহাকে রেজিষ্টারী করিতে ও আঁহাজ লইয়া
বাইতে ও সেখানে তাহার ভরণপোষণ করিতে যত
টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়
দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুর-
সংগ্রাহক এই খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে
অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী
মাজিস্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে
পারিবে।

৯৫ ধারা। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া

কোন ব্যক্তি কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে আঁহাজে উঠা-
ইরা দিলে কিম্বা কোন আঁহা-
জের অধ্যক্ষ আনিয়া গুলিয়া
উঠিতে দিলে, তদ্রূপ যতজন

মজুর আঁহাজে উঠে তাহার প্রত্যেক জনের নির্দিষ্ট এই
ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯৬ ধারা। (১) ৬৬ অধ্যক্ষ ৯৫ ধারার পর্যন্ত ধারামত

অভিযোগ উপস্থিত
করিবার কথা।

অভিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে
উপস্থিত করা না গেলে করা
যাইবে না: অর্থাৎ,

(ক) ৬৬ অধ্যক্ষ ৯২ পর্যন্ত ধারামত অভিযোগ দেশান্ত-
রগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামীদের রক্ষক বা
তদর্পে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কোন কর্মচারীদ্বারা
উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৬ ধারামত অভিযোগ কোন মাজিস্ট্রেট বা রেজি-
ষ্টারী কমিশনের কর্তৃপক্ষদ্বারা কিম্বা আঁহাজে চড়িবার বন্দ-
রস্থ দেশান্তরগামীদের রক্ষকদ্বারা কিম্বা তাঁহাদের
কাহার অনুমতিক্রমে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ রক্ষকের অনুমতিক্রমে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা
যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক
দ্বারা কিম্বা তদর্পে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারী
দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

৯৭ ধারা। ৯৬ ও ৯৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্ন-
পলারনের অভিযোগ লিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট
হইলে, প্রতিবাদের কথা। উত্তর হইবে, বখা।

(ক) ৯৩ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
মজুর সংগ্রাহক বা তৎপূর্বস্থানীয় কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত
ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তৎসঙ্গী অন্য দেশান্তরগামীদের
প্রতি কুবাংহা, প্রতারণা বা প্রত্যাশা করিরাছে;

(খ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
আঁহাজে আনিবার বা তথায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরের প্রতি কুবাংহা বা গাফিলি কয়,
হইয়াছে।

৯৮ ধারা। আঁহাজে মামুলচুরি নিরোধার্থ সামু-

ত্রিক কটেমের কার্যকারকদের
প্রতি আইনক্রমে জাহাজাদি
ডলাশ করিবার বা আটক
করিয়া রাখিবার কিম্বা অন্য
প্রকারে কাঁধা করিবার যে
সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে, এই

আইনবিকল্প অপরাধ নিবোধার্থ এই কার্যকারকদের
সেই সকল ক্ষমতামতে কাঁধা করিতে পারিবেন

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৯ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ের নামোক্তে

বা পদোপপক্ষে যে কোন
ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানীয়ার
মধ্যে এই আইনমতে মাজিস্ট্রে-
টের ক্ষমতা করিতে নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করার-
কর্তব্য কর্ম বা করায়
দেশগমনসম্পর্কীয় এ-
জেন্টের নামে মোকদ্দমা
করিবার কথা।

গমনসম্পর্কীয় কোন এজেন্টের নামে অভিযোগ হইতে
পারিলে, দেশান্তরগামীদের বন্ধক উচিত পোষ করিলে
এ কর্ম না করায় অভিযোগ আপন করিবার নিমিত্ত
এ মজুরের পক্ষে উক্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের
বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত অভিপূরণ দিবস সময়, ৫০ ও ৫২
ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে,
তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন
এই আইনের কার্য-
পক্ষে যাহার সম্ভবতঃ
যতকাল লাগিবে তাহা
নিরূপণ করিতে মন্ত্রি-
মণ্ডলীতে জীযুত গবর্নর
জেনরল সাহেবের ক্ষম-
তা রাখা।

দিলিয়া ধরা যাইবে, মন্ত্রিসভা-
মণ্ডলীতে জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিয়া
গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা নিরূপণ করিতে
পারিবেন।

(২) এই ধারামতে একরাস্তার নিরূপিত না
হইলে, এই আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত বন্দর
সকল হইতে ঐ তফসীলের লিখিত দেশ হইতে পাঠল-
বিনীত জাহাজের সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে, ঐ
তফসীলের নির্দিষ্ট কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে।

১০২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর
জেনরল সাহেব ইতিয়া গেজেটে
বিজ্ঞাপন দিয়া ট্রেট সেট-
লমেন্টে গমন দিবস ১৮৭৭
সালের আইন ব্রিটিশ ভারত-
বর্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে
হইতে পারিবেন।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব
সময়ে ২ প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়া প্রকাশ করিতে
পারিবেন যে, ট্রেট সেটলমেন্টের সম্ভাবিত ভাগিত
দেশীয় সমস্ত বা কোন রাষ্ট্র উক্ত সেটলমেন্টে মজুরদের
গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্য পক্ষে উক্ত সেট-
লমেন্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের
ভারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে দেশীয়
রাজ্যের উল্লিখ থাকে, তাহার মজুরী লইয়া কর্ম করিবার
করণপত্রক্রমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে
ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যায় সে এই আইনের
সম্মানসূচক দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা
যাইবে না।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ জাগ্রান।]

১০৩ ধারা। (ক) এন্ট্রিটেন ও আরলও সম্বলিত
লংবুক রাজ্যের জীমতী
মহারানীর সহিত করানীদের
সম্মানের যে সন্ধিপত্র ১৮৬১
সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে
পারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া
১৮৬১ সালের জুলাই মাসের

৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধি-
পত্রের নিয়মানুসারে করানী উপনিবেশ; এবং

(খ) এন্ট্রিটেন ও আরলও সম্বলিত লংবুক রাজ্যের
জীমতী মহারানীর সহিত নেদরলণ্ডের রাজ্য যে
সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে
হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি
মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই
সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওলন্দাজ গারেনা নামক
নেদরলণ্ডের উপনিবেশ,

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের
প্রতি এই আইনের বিধান বহিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত
উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অমৈকা হইলে,
সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কার্যানুষ্ঠান
ভারতবর্ষীয় করানী
বন্দর হইতে করানী উপ-
নিবেশে গমন সম্বন্ধে
ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে
কার্যানুষ্ঠান হইতে প্রতি
এই আইন বহিবার কথা।

সংযুক্ত রাজ্যের জীমতী
মহারানী ও করানীদের সম্মতি
এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া
কর্ম করিবার করারপত্র অনুসারে করানী বন্দর হইতে
সমুদ্রপথে করানী উপনিবেশে যায়, তাহারা এই
আইনের সম্মানসূচক দেশান্তরগাম হইলে, তাহাদের
প্রতি এই আইনের বিধান যেরূপে বহিত, তাহাদের
সম্বন্ধে সেইরূপে বহিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত
সন্ধিপত্রের বিধানের অমৈকা হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান
প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংগা দ্বীপ বা ট্রেট সেটলমেন্ট
সমুদ্রপথে কোন
দেশে মজুরী লইয়া কর্ম
করিবার করণপত্রক্রমে
ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি
স্থলপথে যাত্রা নিষিদ্ধ
হওয়ার কথা।

কিন্তু (২) কোন যাত্রা চাকর আপন কর্তার সঙ্গে গেল।
(খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে করানী
উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্র-
ক্রমে ভারতবর্ষের কোন করানী বন্দর হইতে সমুদ্রপথে
যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি গেল,
স্থলপথে তাহার যাত্রার প্রতি এই ধারার কোন
কথা বহিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ
ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে যাত্রা করে ভারতবর্ষীয় কোন
ব্যক্তিকে প্ররতি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই
ব্যক্তি ১২ ধারামত অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে।

১ ভকসীল ।

(৮ খারা দেখ ।)

যে দেশ যারাই আইনসিক ডাক্তার নাম ।

১। মরীচছীপ, জামেকা, ব্রিটিশ গায়ানা, ব্রিনিদাদ, সেন্ট লুশিয়া, গ্রেনাডা, সেন্ট বিনসেন্ট, নেভাল, সেন্ট কিটস, নেবিস, ও ফিজির ব্রিটিশ উপনিবেশ ।

২। মার্টিনিক, গাডেলুপ ও তদন্থীন স্থানের এবং গায়ানার ফরাসী উপনিবেশ ।

৩। ওলাকাবাস গায়ানার উপনিবেশ ।

৪। দিলেমবারের সেন্টক্রোয়ার উপনিবেশ ।

২ ভকসীল ।

(২১ খারা দেখ ।)

মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রের পাঠ ।

অমুক বন্দরের দেশান্তরগামীদের রক্ষকের আফিস ।

এওসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের বর্ণিত জী

কে অমুক

স্থানের নিমিত্ত (যে দেশের নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই দেশের উল্লেখ কর) অমুক এলাকাবাসী (যে স্থানের মধ্যে মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই স্থানের উল্লেখ কর) মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দেশান্তর গমননিমিত্তক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন-মতে দেওয়া গেল ।

পূর্বের বর্ণিত নঃ হইলে এই অনুমতিপত্র অমুক মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত প্রবল থাকিবে ।

সং . . . তাং

(স্বাক্ষর) জী

দেশান্তরগামীদের রক্ষক

বর্ণনাপত্র ।

নাম	পিতার নাম	বয়স	উচ্চতা	মুখের বর্ণ	চোখের বর্ণ	কানের বর্ণ	হাতের বর্ণ	পায়ের বর্ণ	মুখের বর্ণ	চোখের বর্ণ	কানের বর্ণ	হাতের বর্ণ	পায়ের বর্ণ	মুখের বর্ণ	চোখের বর্ণ	কানের বর্ণ	হাতের বর্ণ	পায়ের বর্ণ

৩ ভকসীল ।

(১০১ খারা দেখ ।)

এই আইনমত মার্কাস সম্মানিত ২৩ কাল লাগিবে ।

কালিগ্রাফ . . .

আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে পাঁচ সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে আট সপ্তাহ ।

জামেকা, ব্রিটিশ গায়ানা ও ব্রিনিদাদ ও সেন্ট লুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেন্ট বিনসেন্ট ও সেন্ট কিটস ও নেবিস ও সেন্টক্রোয়া ও ফরাসী গায়ানা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদন্থীন স্থান ও ওলন্দাজ গায়ানার

গায়ানার

নেভালে . . .

১২ সপ্তাহ

ফিজিহীপে . . .

১৮ সপ্তাহ

মার্কাস হইতে—

মরীচে . . .

আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে পাঁচ সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে ছয় সপ্তাহ ।

জামেকা, ব্রিটিশ গায়ানা ও ব্রিনিদাদ ও সেন্ট লুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেন্ট বিনসেন্ট ও সেন্ট কিটস ও নেবিস ও সেন্টক্রোয়া ও ফরাসী গায়ানা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদন্থীন স্থান ও ওলন্দাজ গায়ানার

নেভালে . . .

১০ সপ্তাহ

ফিজিহীপে . . .

১৭ সপ্তাহ

বোম্বাই হইতে—

মরীচে

আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে পাঁচ সপ্তাহ এবং অক্টোবর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে ছয় সপ্তাহ ।

জামেকা, ব্রিটিশ গায়ানা ও ব্রিনিদাদ ও সেন্ট লুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেন্ট বিনসেন্ট ও সেন্ট কিটস ও নেবিস ও সেন্টক্রোয়া ও ফরাসী গায়ানা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদন্থীন স্থান ও ওলন্দাজ গায়ানার

নেভালে . . .

১০ সপ্তাহ

ফিজিহীপে . . .

১৭ সপ্তাহ

ডি. ফিজিপাট্রিক.

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

RAJ KISHAN MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Legal Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

বঙ্গবাস, ১৮৮৪ সাল, ৮ আশ্বিন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের প্রিন্সিপাল লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সন্নিবেশিত পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট নিম্নলিখিত সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পরিষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পরিষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান করা বাধ্যতামূলক। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা হইতেছে:—

উপক্রমিকা।

১ ধারা। এই আইন “১৮৮৪ সালের কলিকাতার শাখানগরের জল যোগাইবার আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আর এই আইন প্রযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সত্ত্বে যে পরিষ্কৃত আইনের আশ্রয়। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখের পর। মাসের অন্তিম কালে। মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

২ ধারা। এই আইনের তফসীল যে আইনের উল্লেখ আছে, তাহা তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দিষ্ট হইল, তত দূর এতদ্বারা রহিত করা যেন।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনার কিম্বা পূর্বাগত কথা অর্থকরণের কথা। ধারা বিপরীত অর্থবোধ না হইলে, এই আইনে,

(১) “১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় আইনের কিম্বা বঙ্গদেশ-“ কমিশ্যনরগণ।” এর মুনিসিপালিটির বিধান করণার্থ অন্য যে আইন ১৮৭৯ সালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে যৎকালে যাহারা কলিকাতার শাখানগরের মুনিসিপাল কমিশ্যনর নিযুক্ত বা মনোনীত হইয়া থাকেন, “কমিশ্যনরগণ” বলিতে তাহাদের বুঝাইবে।

(২) “মুনিসিপালিটি” শব্দে উক্ত কমিশ্যনরগণের “মুনিসিপালিটি” বিচারাদিপত্যধীন স্থান বুঝাইবে।

(৩) “ঘর” শব্দে কোন চালান, নোঁকান, গুদাম “ঘর।” কোটাঘর ও চালান গণ্য।

(৪) “ভূমি” শব্দে (ভূমি ছাড়া) ভূমি হইতে উৎপন্ন লাভ, মুক্তিসংযুক্ত কোন অর্থ, কিম্বা মুক্তিসংযুক্ত অর্থের সহিত চিরসংলগ্ন সুখ ও সুবিধে হইবে।

(৫) “স্বামী” শব্দে এইরূপ ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে ভূমিসম্বন্ধে স্বামী শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রচার স্থানে বা প্রকারান্তরে যৎকালে যে এতৎক

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

A Bill to provide for the supply of filtered water within the Municipality of the Suburbs of Calcutta.

স্বাক্ষর সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কার্যাব্যাহক, ও

(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেন্ট, ও

(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির উত্তী।

কিন্তু এই আইনে স্বাক্ষর প্রতি কোন কর্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কার্যাব্যাহক, এজেন্ট বা উত্তীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ কর্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম না করা এযুক্ত তাহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

(৬) ছুইমুখ খোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন রাস্তা, পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, গলি বা বস্তা দিয়া সাধারণের যাইবার স্বত্ব থাকে, “রাস্তা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশ্যনরগণের মধ্যে যেরূপ কলিকাতার সমবায়িত স্থির হয়, তদ্রূপ পরিমাণে ও ভরূপ শর্ত ও নিয়মানুসারে উক্ত সমবায়িত সমাজ মুনিসিপালিটির জন্য পরিকৃত জল যোগাইবার বিধান করিবেন।

৫ ধারা। কমিশ্যনরগণ মুনিসিপালিটির মধ্যে ঐ জল বিভাগের বিধান করিবেন এবং তদন্থে মুনিসিপালিটির প্রধান সর্বস্ব রাস্তায় পরিকৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট যত্ন নল ও যত পুরুরিণী ও জলীয় কিম্বা অন্য যে কার্য করা আবশ্যিক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবে ও যত জল থাকিলে মুনিসিপালিটির অধিবাসিরা গৃহকার্যের নিমিত্ত বনী মূল্যে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায় তত দাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবে।

উক্ত জল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যেম কোন বড় রাস্তার কোনস্থান হইতে উক্ত কোন না কোন জল দেড় শও গজের অধিক দূর না হয়।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু বা গাভী গৃহকার্যনাথে কি গাড়ী বিক্রয় করিবার বা অন্য কার্যের জন্য তাহা দিবার জন্য থাকিলে, সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী দুইবার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন কিম্বা কোন ব্যবস্থায়ের কি সাধারণের কি কলের কিম্বা অন্যান্য নিমিত্ত কি বাগানে কি পথে চিটাইয়া দিবার নিমিত্ত, কিম্বা অন্য একানের শৌকার্য কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্যের জলসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্য্য যার না।

৭ ধারা। যেরে মানা কর্মের নিমিত্ত যত জলের প্রয়োজন, কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়া অন্য কার্যের নিমিত্ত জল চাহিলে, যে কার্যের নিমিত্তে যত জল খরচ হইবার সম্ভাবনা সরাস্ত লিখিয়া এই কথা কমিশ্যনরগণকে জানাইলে, তাঁহার জলপরিদাপক যত্নসূচীতে জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ নিয়মিত সম্ভাড়া কোন সম্ভার অধিষ্টিত হইয়া খরচা ও রেটের করিয়া, যতবড় ও যে একানের নং প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই একানের তও বড় নল সম্ভাবেন কি বসাইতে দিবে, ও অন্য কার্য করিবেন।

৮ ধারা। যেরে একা ঐ যেরে জন্য জলের রেট বলিয়া কমিশ্যনরগণকে যত টাকা দিয়া থাকেন, টাকা প্রতি তাঁহার আর খরচ বিনা পরিকৃত পাইবার অধিকারের কথা। জলের—গ্যালন পাইবার অধিকার থাকিবে।

কমিশ্যনরগণ যে পরিমাণের নল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই নলদ্বারা গৃহকার্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বোক্তমতে গৃহস্থের যত পরিকৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাঁহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশ্যনরগণের এমত জান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহার আশ্রয়নের খরচে জলপরিদাপক যত্ন যোগাইয়া ঐ যত্নসম্বন্ধ জলের নলে তাহা যোজন করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্বোক্তমতে প্রচার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাঁহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তাহার—গ্যালন প্রতি তাঁহার একই টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পক্ষাৎ ধারামতে কমিশ্যনরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্য তাঁহার খরচ নষ্ট হইবে না।

যে যেরে স্বংসর ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক ধার্য্য হয় তাহা ন প্রতি এই ধারার কোন কথা থাকিবে না।

৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচ-পাইখানায় কোনো কমি স্থানে স্বচ্ছমিতে পরিকৃত জল যোগানের পরিকৃত কি কি অপরিষ্কৃত জল দিতে অপরিষ্কৃত জল দিতে পাইবার কথা।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইরূপে পরিকৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে কি পক্ষাৎ অন্যায় দিবার কথা। দেওয়া যাইবে, তথায় জলাধার নিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি একানের হইবে, কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে যেরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বাক্ষর খরচে ঐ সকল জলাধার নিতে হইবে।

১১ ধারা। ইহার পূর্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে, তাঁহার গৃহকার্যের নিমিত্তে সন্তোষে যত জলের প্রয়োজন, কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নলযোজন করাইয়া যেরে কি ভূমিতে তাঁহার তত জল আনাইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ যেরে কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশ্যনরগণ তত দিন তাহার জলসম্প্রদায় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশ্যনরগণের নলদ্বারা তাঁহার যেরে জল আনাইবার জন্য যে নল যোজনা করিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে যেরে মধ্যে নলপ্রভৃতি যে বহর সংযুক্ত থাকে, তাহা যে একানের ও যত বড় ও যে

কমিশ্যনরূপে যে জনসম্মোচনের বিধান করেন কোন
ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি না
দেয় কথা ।
পাইয়া মুমিনগালিটার সীমার
বাছিরে থরুচ করিবার জন্য
নই জল নইলে কি আনাইলে, তাঁহার
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

উচিত হইলে, এই বিধান ভিত্তকন সালিসের নিকট অর্পণ করা যাইবে। এই সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটারীর আনু-
মতিক লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক জনকে নি-
যুক্ত করিবেন।

কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজের সাধারণ
যৌক্তিক লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত
করিবেন।

আর উক্ত কমিশ্যনদের সাধারণ যৌক্তিক লিখন-
ক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

৪৬ ধারা। এই সকল অধোগ পত্র সালিসদের চক্ষে
সমর্পণ করা যাইবে, এবং
সালিসদের বিরোধ-
পত্র দিবার কথা।
তাঁহাতে নিম্নলিখিত বিষয় বা
বিষয়গুলি সালিসীতে অর্পণ
করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কলিকাতা নগরের
সমন্বিত সমাজ অথবা উক্ত কমিশ্যনদের অপর পক্ষের
ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি বিনা এই সালিসী রহিত
করিতে পারিবেন না।

৪৭ ধারা।—অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্বে
কোন সালিস মরমে বা অক্ষম
নালিসের পক্ষ দ্বারা
হইলে তাহাতে লোক
নিযুক্ত করিবার কথা।
ইহা হইলে, যে পক্ষ এই সালিসকে
নিযুক্ত করিয়াছিল সেই পক্ষ
তাঁহার পবিত্রতা কাছাকাছি
সমিত্র অন্য কোন ব্যক্তিকে ন্যায় স্থাপন করিয়া লিখনক্রমে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য দুই পক্ষের কোন
পক্ষের দ্বারা লিখিত মোটিস পাইবার পর যদি সাত
দিন পর্যন্ত উক্ত পক্ষ কাছাকাছি নিযুক্ত না করেন, তবে
অবশেষে সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের কার্য্যাক্ষেপণ চালা-
ইতে পারিবেন।

পূর্বোক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্তে যে ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করা যায়, পূর্ব সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটি-
বার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই
ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকবে।

৪৮ ধারা। বিবাদীর বিষয়ের মীমাংসা করিবার
সালিসদের বহী প্র-
ভুক্তি চাহিতে পারিবার
কথা।
সমিত্র সালিসেরা কোন প-
ক্ষের হস্তগত বা ক্ষমতাসীম যে
কোন বহী বা দলিল আবেশ্যক
বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত
করিবার আঞ্জা করিতে পারিবেন এবং লগ্ন বা ধর্ম্মঃ
প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও
তদর্থে যে লগ্ন বা ধর্ম্মঃ প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক
হয় তাহা করাইতে পারিবেন।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নি-
য়োগের তারিখের পর একুশ
একুশ দিনের মধ্যে
সালিসের মীমাংসাপত্র
দিবার কথা।
দ্বিতীয় দিনের মধ্যে অথবা আপনা-
দের স্বাক্ষরক্রমে সালিসেরা
তদর্থে বাক্তিত্ব সম্বন্ধে করিয়া
থাকিলে সেই সময়ের মধ্যে সালিসেরা কিম্বা তাঁহাদের
অধিকা বা বাক্তি পক্ষদের নিকট আপনাদের মীমাংসা-
পত্র লিখিয়া দিবেন।

এই মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং অনিয়ম কিম্বা
দাঁড়ান ও কোন অমতের উহা অগিল্য হইবে না।
৫০ ধারা। এই সালিসীতে ও তদাভ্যর্থিক যে সকল
খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা
স্বীয় পরস্পর দ্বি-
বিবরণী মীমাংসাপত্রে
লিখিবেন; এবং সালিসেরা
যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ কিম্বা তাহার পরিমার্ণের
আদেশ করেন সেই পরিমার্ণে উক্ত খরচ উক্ত পক্ষ ও
সালিসদের কা দিবেন।

তদুসীল।

(১০ ধারা দেখ।

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল
১৮৮১ সালের ১৮৭১ সালের কলিকাতার বহী আইন	১৮৭১ সালের ১৮৭১ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইন এই নীতি আইন সংশোধনার্থ আইন।	১৪ ও ১০ ধারা।

অভিপ্রায় ও হেতু বর্ণনা।

এক্ষণে মন্ত্রিসভার সম্মুখে মুনিসিপালিটি সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম
পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত প্রকারে যে সকল মুনিসিপালিটি প্রচলিত করা যায়, ও তাহার জলের যোগান
ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা এই পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কলিকাতার পাশ্চাত্য নগরের পরিচ্ছন্ন
জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুনিসিপাল আইনে সুবিশদভাবে করা যায়
না। এই নিমিত্ত এই বিশেষ জলে প্রয়োজন সাধনার্থ বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই
পাণ্ডুলিপির অবিকার ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনের ৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত
হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপি ৪ ধারার ও ৪৪ অর্থ ৫০ পর্যন্ত ধারায় আছে।
৪ ধারার লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজ জন যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত
মুনিসিপালিটির মধ্যে জন বিতরণকার্য্য পাশ্চাত্য নগরের কমিশ্যনদের আশ্রিত হইবে। এইরূপ অভিপ্রায়
আছে। যেহেতু কার্য্য জলের রেট প্রযোগ করা যাইতে পারিবে ২৩ ধারায় ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহাতে
ইহাও বলা হইয়াছে যে আদায়ের খরচ দিবার পর ৪ ধারায় প্রদত্ত জলের মূল্য কলিকাতার সমন্বিত
সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া এই রেটের উপর দ্বিতীয় দায় বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উদ্ভূত হইলে
সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্তী ধারায় আছে। পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের
বহী ৯ আইনের ১৫ ও ১০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিবিধ হইলে এই ধারাগুলি
অবশ্যক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ, জে, রেনলডস্।

সি, এচ, রাইলী,

বাবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সচিবালয়ে।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট: ১৮৮৬। ৮-আপ্রিল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরকুলার।

১৮৮৪ সাল কেব্রুয়ারি মাস।

স.ন.বর জীযুত এচ, এল, ডাব্লিউর সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালনের ৩১০ পৃষ্ঠার ১০ অধ্যায়ের ১ পরিস্কেদের ৮ক ধারাধরূপ নিম্নলিখিত বিধি বিন্যস্ত করিতে হইবে।—

“ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্ণমেণ্ট পাট্টার শর্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিবে না। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপন সমতাক্রমে অঙ্গণালের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সূচনা নক্সা কাছাকেও দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল নক্সা খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, তাহা যেরূপে কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিসংক্রান্ত ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থায় নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা যেরূপে নির্দেশ করা যাইবে।”

জীযুত এচ, এ, কক্স সাহেব সি, এস, আই

৪ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাল.নং ৪ অধ্যায়ের ১ পরিস্কেদের ৪৪ক ধারাধরূপ বিন্যস্ত করিতে হইবে।

৪৪ক। “ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্যাকরকেরা পাব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে; নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষমতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহা দগকে প্রত্যেক স্থলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে সুনির্দেশিতর বা অন্যান্য সাধারণ সমিতির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এরূপ কার্যোত্তীর্থাগকে নিযুক্ত করা গেলে সেরেস্তার খরচ দিবার জন্য জুমির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ ধরা যাইবে; এবং সেরেস্তার খরচ সহিত অনুমানপত্রমত টাকা খাজানাখাতের বৎ দিন দেওয়া না হয়, তত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য আরম্ভ করা যাইবে না।”

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৫ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮০ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকুলার অর্ডার রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ নম্বরের ১১০ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিষয়ক ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

“ ৬১খ। মাসিক হিসাব আডিট করা যে কার্যকারকের কর্তব্য, তাহার নিম্ন উক্ত হিসাবের সহিত উহার খরচের প্রতিপোষার্থ এই রসীদ পাঠাইতে হইবে, এবং ইহার সর্টিকিকেটযুক্ত সকল বোকাঙ্গনার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। বাহারা টাকা লন তাঁহাদের স্থানে দোকর রসীদ চাহি বাইবে না। ”

৬ নম্বর।

রেভিনিউ এক্সেস্টেন্সের সর্টিকিকেট নুতন করিয়া লইবার সরখান্ড সাহায্য কাগজে প্রেরণ করিবার রীতি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ নম্বরের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১০ (ক) ধারাম্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি বিলম্ব করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

“ ১০ (ক)। কোন রেভিনিউ এক্সেস্টেন্স আপনার সর্টিকিকেট নুতন করিয়া লইবার সরখান্ড করিলে, আদালতের রসূদ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ ডফনীর ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় দফাতে ঐ সরখান্ডে আট আনা মূল্যের একখান ইন্ডোপ্স লাগিবে। ”

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে কখনও বার্ষিক গাঁজার মোজুম উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা সহকারে বুঝিয়া লওয়া হয় না। এনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের ৪ নং সরকুলারের অনুক্রমে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ নম্বরের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। “ ২৫ মার্চ হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক গোলায় মোজুম বুঝিয়া লইতে হইবে এবং মোজুম বৎসর বুঝিয়া লইবার কথা। (হিসাবের গোলা নিবারণের জন্য) ওজনের দিবস হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলায় ব্যবহার্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলাদার তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলায় হিসাব শেষ হইতে পারিবে।)

জিলার সমস্ত মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমার মহকুমার কর্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে যাহার নাম প্রকাশিত হয় কাপেন্টার সাহেব কর্তৃক নিয়োজিত এরূপ কোন কর্মচারী এই কার্য করিবেন এবং এই কার্যের তার কোনমতে কোন অংশ কর্মচারির প্রতি অর্পণ করা যাইবে না।

সকল গাঁইট ও খলিয়া পুলিশী গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রতীত হয়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার বত থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রতীত হয়, গোলাদার এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত লোহের ভৌল দ্বারা ব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুরাতন গাঁইট ও খলিয়ার ভিতর পুতিতে ও গাঁইটপ্রভৃতির উপর পুরাতন মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিতে হইবে এবং ওজনের পর তাহা দোহর করা খলিয়ার পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক খলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাঘর সাবধানে আঁট দিতে হইবে এবং কিছু অরতি পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আগগা বোটা বা ডাঙ্গা ফুল ঘরের ভিতরে দেখিলে তাহা অরতি পড়তি বলিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে ধৃত হইবে না। যাহা অরতি পড়তি হয়, তাহা দোহর করা বাবুলে বা খলিয়ার ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[সপ্তম খণ্ডে গেজেট। ১৮৮৪। ৮-আপ্রিল।]

অব্যবহার্য প্রণীত নীতি ও কর্তৃপক্ষিত কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া
আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর বা মহকুমার কর্তৃপক্ষ বা
অব্যবহার্য ও কর্তৃপক্ষিত নীতি নষ্ট করিতে হইবার কথা।
গেজেট নীতির নীতি প্রকাশিত হয় নিয়োজিত এরূপ কোন
কর্মচারীর সাফায়ে ৩১ মার্চ তারিখে বা তাহার পূর্বে নষ্ট করিয়া
হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

যেতে বড় নীতি পাওয়া যায়, তাহা হইতে (১) বড় বাহিরে দিয়াছে (২) বড় অব্যবহার্য
হইয়াছে (৩) বড় কর্তৃপক্ষিত দিয়াছে এবং (৪) বড় ব্যবহার্য নীতি ও নীতি মৌজুদ থাকে, তাহার
সমস্ত বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই “কর্তৃপক্ষিত” ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং মন্ত্রকালারের
লিখিত উদাহরণ দেখ।

নীতিপ্রবর্তনা নষ্ট করা ২২ অংশের অতিরিক্ত কমতির জন্য দারী এবং তদনুসারে বাবুল আদার
হইবে।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর বাবুল আদার হয়, তাহা হিসাবে পৃথকরূপে সর্টিফিকেট হইবে এবং
অতিরিক্ত কমতি কমিশনার সাহেবের কনিষ্ঠার সাহেবের অনুমোদনাবলী কালেক্টর সাহেব নষ্ট করা
নিকট রিপোর্ট করিতে হইবার কথা। ২২ অংশ পর্যন্ত কমতি হিসাব হইতে খারিজ করিয়া দিবে।
কনিষ্ঠার সাহেবের নিকটে A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে
কার্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

যে সকল কর্মচারীর সাফায়ে নীতি নষ্ট করা হয় তাহারা ৩১ নং পাঠে এই বর্ষে সর্বদাই সর্টিফি-
কেট সংযোগ করিবেন, যে তাহারা স্বয়ং অব্যবহার্য প্রণীত নীতির ওজন দেখিয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষ
পড়তি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় রীতিমত নষ্ট করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে জিনার সমস্ত রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া সর্টি-
ফিকেট লিখিয়া দিবে যে যেসকল ভিন্ন কর্মচারী নীতির মৌজুদ বুঝিয়া লইয়াছেন তাহাদের নিকট
হইতে আবশ্যিক সর্টিফিকেট পাঠাইয়াছেন।

৩৭, ৪০ ও ৪১ নং নীতির রেজিস্টার মৌজুদ বুঝিবার সময় পরীক্ষা করিতে ও গোলাদারের বহী
সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও প্রভেদ লিখিতে হইবে। যে কর্মচারী মৌজুদের হিসাব লয়েন তিনি
মৌজুদে কত ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য ভিন্ন প্রকারের নীতি ও কর্তৃপক্ষিত দেখিয়াছেন তাহা লিপ্য
করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা মৌজুদ কোম অশেষ্য বা
অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।”

৫৫ ধারার শেষবাক্যের পূর্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে। -

“আবকারী কর্মচারী সাবধান হইবেন যেস হ্রাসপত্রের লিখিত প্রকার অতিরিক্ত গোলা হইতে
জানান্তরিত না হয়।”

নিম্নে পাঠে ও রিটর্নে লিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে,—

৮ ধারার শীর্ষক হইতে “গোলায়” এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৯ ধারার প্রথম উপশীর্ষকে “উদ্ধৃতি বলিয়া বড় নষ্ট করিতে হইবে” এই কথাগুলির পরিবর্তে
“বড় অব্যবহার্য নীতি ও কর্তৃপক্ষিত নষ্ট করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৪০ নং রিটর্নে,—

১৫ টেবিলের ৪ শীর্ষকে “কমিশনার সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞায় যে উদ্ধৃতি
নীতি নষ্ট করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “যত অব্যবহার্য নীতি ও কর্তৃপক্ষিত নষ্ট করা যায়” এই
কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ৩ শীর্ষকে “কমিশনার সাহেবের অমুক তারিখের এত নং
আজ্ঞায় যেত কর্তৃপক্ষিত হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “যত কমতি
কমিশনার সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৪১ নং পাঠে,—

(১) শীর্ষকে “গত” এই শব্দের পর “মাসের” এই শব্দের পরিবর্তে “পার্বসিক রিটর্নের” এই
কথা দিতে হইবে।

(২) শীর্ষকে “উদ্ধৃতি বলিয়া বড় হইল” এই কথার পরিবর্তে “অব্যবহার্য ও কর্তৃপক্ষিত
বলিয়া বড় হইল” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

(৩) শীর্ষকে “কমিশনার সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পড়তি বলিয়া
হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “কমতি বলিয়া কমিশনার সাহেবের অনুমোদন-
ক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ জুলাই।]

८- अथर्व !

৩৮৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বাজলা গণপন্থক মেমোরেন্ডাম
এই প্রস্তাবের ২০ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি
১৮৮৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি

১৮৮০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বাজল; গবর্নমেন্ট গেজেটের ১৮
নং ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ৬৯০ নং।

গোষ্ঠের বিধিপুস্তকের ২৭শ্লোকের ৭ অংশ: ১২০০ ও ইষ্টাঙ্গ কাষ্ঠাকার বহুদেব উপদেশার্ণব বিধিঃ C পরিশিষ্টের ১৮ টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র ।

ହେଁଲ୍ୟା ସାମୁଲ ଦୟା ବା କର
କରା.ଗେଜ ।

যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন-মতেই বিজ্ঞাপনের নথিও তারিখ।

যে সকল স্থানে মুক্ত করণের এই আশঙ্কা করা গেল
না করা গেলেন রসগীন্দ্র ইচ্ছাম্ণ
মানুল নাগিত, সেই সকল স্থানে
ইউ ইউয়া রেলওয়ে সেবিং-
ব্যাংক যাত্রা টাকা জমা রাখেন
এ ব্যাংক হতে টাকা ফিরে
করিয়া লইলে তাঁহাদের কর্তৃক
তাঁহাদের পক্ষে যে রসগীন্দ্র দেওয়া
হয় ।

৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ৭৮৬ নং।
৮ খারা।

বেংগের বিধিপুস্তকের ২ বলমের ৭ অধ্যায়ের ও ইংলিশ কার্যাবলকদের উপদেশার্ণব বিধির C পরিচিষ্টের ২৪ টেবিলে শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারে নিবর্ণনপত্র ।

ইষ্টাঙ্গ মর্জনা ক্রমাৎ ক্রম
করা যেন ।

যে আইনমাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেই
আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে বনধর ও জারিথ।

যে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী নহে একপা-
কোন বন্দোবস্ত ক্রমে কোন মতা-
নের যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব
গবর্ণমেণ্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে
কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারে
পৃথক করিয়া এইজন্ম খাতিয়া করা
গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিলে, এই
অংশের কোন ভগ্নাংশ দখল পাট-
বার নিষিদ্ধ যে মোকদ্দমা উপস্থিত
কর, বার, তাহার আবেদনপত্র।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আগ্রিল।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।
ইন্ডিয়াৰ এজিডি।

LAND ADVERTISEMENT.

১৯৪৯ সালের ১ জুলাইয়ের ৩ খারার বিধান
অফিলে বাকী রাখা ১৯৪৯ সালের ১ জুলাইয়ের ১
১৯৪৯ সালের ১ জুলাইয়ের ১ জুলাইয়ের ১

[illegible]

[illegible]

BEERBHOOM COLLECTORATE,
The 11th March 1861.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

জেলা বণ্ডা ।

জেলা বণ্ডার কালেক্টরি।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা বণ্ডার বখারতী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চুক্তি আইন এবং আর্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের লায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

ভোক্তার নাম ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিরং।
সং ১০ । ১০ ডঃ বেহার পঃ সেন বর্ষ।	তাৎহেরআলী, আবিবরেন্দ্ৰা বিবি সৈয়দ- দালী তরিকম্বেছা দিবি, রাধারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্ডা লাল সিংহ স্বয়ং অলী পক্ষে চুনি- লাল পাঠালী ও অক্ষর সিংহ নাবালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ পারীসুন্দরী দাস্যা মহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামসুন্দরী দাস্যা মাদরে তলীপক্ষে গৌর- গোবিন্দ ও জীগোবিন্দ সাহা নাবা- লক বনওয়ারিলাল ও মুকন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিনাথ বৈষ্ণব ও চিপক্ষে সৈয়দমাজুম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দয়াসী তরিকম্বেছা দিবি স্বয়ং ও ওলীপক্ষে আলতাপ- ম্বেছা বিবি নাবালগ মতিউল্লী।	৩৫৩৭ ৩১১।	৪৮৬৮৮	এই মহালে চিহ্নিত ১০ আদা অংশের ৩২৬৮৪/৯৫ পাই সদর জমার তাৎহেরআলী মিঞা, সৈয়দালী তরিক- ম্বেছা বিবি চৌধুরী ও চি- পক্ষে আলতাকম্বেছা বিবি নাবালগ মতিউল্লী ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিনাথ বৈষ্ণব ও চিপক্ষে সৈয়দ মাজুম হোসেন চৌধুরী নামে যে হিসাব পৃথক আছে তাহা বামে ৩২৬৮৪/১১১। পাই সদর জমার অংশ লিখা যাইবে।
সং ১১ । ১৪ ডঃ পাণ্ডগাই পঃ সেন বর্ষ।	হিনজিদিদি আবুল হোসেন গরুরহ ..	৪১৯৪ ৩৬।	১৩৩১০	এই মহাল ছাপেয়া তৈরুয়াত- ম্বেছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩১৫/৩১। পাই সদর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাহা বামে নিম্নলিখিত অংশ লিখা হইবে।
সং ১১ । ১৪ ডঃ পাণ্ডগাই পঃ সেন বর্ষ।	সোনাউল্লা ও অহমদি মণ্ডল নজী- মদিন চৌধুরী তরিকম্বেছা দিবি সোণাতন সাহা মুরোজা বিবি আয়সাখাতন করিমম্বেছা বিবি স্বয়ং অলীপক্ষে নবিরম্বেছা বিবি মহম্মদ তাছাদ চৌধুরী মহম্মদ আব্দুল করিম সাহ নজিম বদিন আবুল হোসেন চৌধুরী।	২০৬৩ ১১০/২৫	১৩৩১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARJEE

Deputy Collector in charge, for Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8* per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8* per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

কোচুইনাইন প্রস্তুত বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি অগত্যা মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউন্ড টিন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ লোকগণকে নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া হইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।০ টাকা, ৮ আউন্স টিন ১০।০ টাকা; ১ পাউন্ড টিন ২০।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরেজি ও দেশীয় ঔষধ দ্রব্য প্রস্তুতকারক নিকটে ও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য প্রাপ্ত ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আউন্স ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৫০ বার খান। ডাকনাশুল প্রাপ্ত হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

দানাবাক্স সিন্‌কোনা জ্বর নাশক গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইলে ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্স নী একপা দানাবাক্স জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা কোচুইনাইনের পরিমাণে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন দাতব্য লগন মূল্য দিয়া ২৫ টাকা মূল্য এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে যখন মূল্য এবং প্রথম প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটে ও ২৫ টাকা মূল্য এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার প্রতিপত্র ৫০ বার খান। ডাক নাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Text, by Professor

P. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a sounder-like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 16, Blarumtalan Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাকাল সেক্রেটারিট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও প্রিন্সিপাল বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ডম্যানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশানের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ইয়ুজ সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ইয়ুজ সেক্রেটারিট গবর্নর সাহেবের আসনধীন প্রদেশের জুজারিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাকাল সেক্রেটারিটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাউতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.			Rs. A. P.			
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 "
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0 "
Postage	1	0	0 "
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0
for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.						
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

मन्त्रः मन्त्रः ।

সম্পূর্ণ গেজেট		টাকা
ডাকমানুল	...	১৯
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (বাহ্যতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যাঙ্গাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	২১০
ডাকমানুল	...	৪৯
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	১৯
ডাকমানুল	...	১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ (এত্যোক ৪ পৃষ্ঠার তাহার জান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০
ডাকমানুল	...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার এত্যোক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমানুল	...	১০

कनिकादास ।

କଳିକାତାର ଓ ମନଃଜାଲେ ମମାନ ଯୁଗା, କଳିକାତାର କେବଳ ଡାକସାୟୁଜ ଜାଗିବେ ନା ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

[illegible]

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ অপ্রিল ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া বাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাভিরুক্ত এই বর্ষের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্মপক্ষের কর্তৃভাষী কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট স্থাপনাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায় কোম ক্রয় করাইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা বাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাস দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার স্থান এইঃ—			টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পক্ষি	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংফোর্ড ওয়েস্ট টৌনহালের ভাষায়চিত্ত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের মাঝে শিরোনাম দিয়া আর্থনাল পঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 8th April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে জীবিত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

বঙ্গলগর, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

GENERAL.—*The 2nd April 1884.*—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

The 4th April 1884.—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that subdivision.

Mr. E. E. Lewis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lewis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

The 7th April 1884.—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton, Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮৮ A নম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন ।—লিডকমন্ডের বজ্রমন্ডের দ্বিতীয় বাটেলিয়ারের লেফটেনেন্ট ও বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্বকীয় দলের অতিরিক্ত মোসাহেব জীবিত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালফসন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন ।—গত মাসের ৪ তারিখের আদেশ পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । রাজকাগোপলক্ষে জীবিত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ও ভূগলীর এ টিঃ অডিটাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত জে, বি, চার্লস সাহেব স্বীয় কর্মের ভার জীবিত ডবলিউ বাকফরসন সাহেবের প্রাপ্ত করিয়া তারিখ অবধি রাজস্বাধীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

মেমনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু উদেন্দ্রজ বট্যাল ডাক্তার মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার জীবিত টি, ই, লৌইস সাহেব আগামী মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখ ছুটি প্রচল করেন ততাবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত ই, টি, লৌইস সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী জীবিত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনারের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাগোপলক্ষে জীবিত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবডার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাগোপলক্ষে জীবিত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবডার নিয়ন্ত্রণাধীন জটিল মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এফ, এচ, বি, স্ক্রিংহাম সাহেব হাবডার মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন ।—হাবডার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন ।

কটকের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারার ও প্রকরণের মস্তবাহিতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনু-প্রেরিত ছুটি পাইলেন ।

জীবিত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, লাহাবাদের জটিল মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এচ, গিলন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

গয়ার একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত জে, বঙ্গওয়াল সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত জে, বঙ্গওয়াল সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মহকুমার একটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এচ, জে, এচ, কাসন সাহেব গয়ার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীবিত এচ, বেবরিজ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ডমানের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এম, এচ, সি, টেলর সাহেব পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাগোপলক্ষে জীবিত টি, শিগ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ডমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এম, এচ, সি, টেলর সাহেব বর্ডমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৫ আশ্বিন ।]

Mr. B. L. Gupta (Barrister-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Synd Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Per-gunnahs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until farther orders.

POLICE.—*The 3rd April 1884.*—Colonel C. T. Hitchens, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

The 4th April 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Per-gunnahs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 3rd April 1884.*—Pundit Debi Prosad, Special Sub-Registrar of Chupra, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

OPIMUM.—*The 3rd April 1884.*—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J. D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

MEDICAL.—*The 3rd April 1884.*—Bahoo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, vice Bahoo Bammoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge:—

Bahoo Hemango Chandra Bose, First Munsif.

„ Radha Charan Roy, Second Munsif.

„ Raj Chandra Roy, Police Inspector.

Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.

Bahoo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.

Munshi Alimuddeen, Mukhtear.

Bahoo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.

„ Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

FOREST.—*The 8th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

MUNICIPAL.—*The 2nd March 1884.*—Bahoo Trigunanund Upadhyay is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবুত এস, এচ, সি, টেলর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট. (নারিয়ার-আটল.) জীবুত বি, এল, ও প্র, বীঃ অফঃ ডিষ্ট্রিক্ট এ সেশন কলেজ কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবুত বি, এল, ও প্র, অফঃ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত মৌলবী মৈয়াদ আলী হুসেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—কটকের পোলীসের হুতপূর্নি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কর্ণেল জীবুত সি, টি, হিজি সাহেব সিলিগারী কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্যন্ত ছুটি লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন ।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীবুত ডবলিউ, ডি, এন্ট সাহেব সিলিগারী কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীবুত ডবলিউ, ডি, এন্ট সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের অ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীবুত জে, এ, সি, সাইড সাহেব উক্ত জিলায় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কর্ণেল জীবুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ১৮৮৮ সালের সিলিগারী নিয়মিত ছুটির বিধির ৫১ পারিশিষ্ট পত্রের ২৫ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

কর্ণেল জীবুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়, হাবড়ার পোলীসের অ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীবুত সি, এ, সাইড সাহেব হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—চাপরার বিবেক সব-রেজিষ্ট্রার জীবুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ সিংহ কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন।

আফীন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—বিহার একেটীর অন্তর্গত ভেততার আফীনের সব-ডেপুটী একেট জীবুত জে. এড, সানি সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি দেওয়া এবং জীবুত এচ, এল, ও প্র, সাহেবকে তাঁহার কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বরির যে আজ্ঞা গত ৩ আশ্বিন মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গাল গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাঁহা রহিত করা গেল।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—বাবু রামমণ্ডায়ের মৃত্যু হওয়াতে জীবুত বাবু অতুল-চন্দ্র চক্রবর্তী জগন্নাথলাল অন্তর্গত জীরামপুর মহকুমার লালি বন্দীপুর ঔষধালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটির মেম্বর ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট মেডিকেল অফিসার পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মাণসেরা বাধরগঞ্জ জিলায় অন্তর্গত ভোলায় দাওয়া ঔষধালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

প্রথম মুন্সেফ জীবুত বাবু হেমচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় মুন্সেফ জীবুত বাবু রাধাচরণ রায়।

পোলীসের ইন্সপেক্টর জীবুত বাবু রাধাচন্দ্র রায়।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রার জীবুত মৌলবী আবদুল সালেম।

মহকুমার হেড ক্লার্ক জীবুত বাবু অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মোস্তার জীবুত মুন্সী আলিমদীন।

উকীল জীবুত বাবু ইশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওবরাসির জীবুত বাবু মোহিনীমোহন বাগ্গী।

বন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন ।—উগ্রাম খণ্ডের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত ডবলিউ এস, এন্ট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারিতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৯ মাঘ ।—জীবুত বাবু ত্রিগুনানন্দ উপাধ্যায় সারণ জিলায় অন্তর্গত ছাপরা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৫ আশ্বিন ।]

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nanth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beanleah Municipality.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

The 3rd April 1884.—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.	Prince Mahomed Amiruddin.
„ Soebul Chandra Mullick.	Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
„ Mohendra Chandra Mittra.	„ Lal Behary Dutt.
„ Jadu Nath Sct.	„ Nemye Chand Sil.

ROAD CESS.—*The 31st March 1884.*—Mr. A. Borooah, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Abhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rungpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuban Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

- Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.
 Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 „ Soshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.
 „ Ramchand Addya.
 „ Tarakant Bidyasagar.
 „ Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacent lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—শিউড়ী মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা জীযুত বাবু মনমোগোপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী কলেজের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জীযুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলাব অনূর্ণিত মসিরাবাদ মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা জীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৩ সাল ২ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা জুগলী ও চুচড়া মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

জীযুত শাহজাদা মজুমদার আমিরুদ্দীন।

„ „ সুব্রহ্মচন্দ্র মল্লিক।

„ বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তী।

„ „ মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

„ „ লালদিহাঙ্গী দত্ত।

„ „ যতুনাথ গোট।

„ „ নিমাইচাঁদ খাঁ।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জীযুত বাবু শাহদাদুল্লাহ সরকারের পরিবর্তে জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এ. ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এ. বড়ুয়া যশোহর জিলায় পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলায় অনূর্ণিত কজুর জাং মহকুমার ডিসপালয়ের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আমিরুদ্দীন সর্জন জীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখাপথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু ভূপেনমোহন রায় চাঁপুীর পরিবর্তে জীযুত বাবু কলদাশ্রমান সেন রঙ্গপুর জিলায় পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এচ. নীমাইচাঁদ সারণ জিলায় পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

এক, বি, পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮২-৮৩ সালের নিমিত্ত পুরীর বাগাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১। দ্বিজেন্দ্র গোপালসিংহ কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আমিরুদ্দীন সর্জন জীযুত ডবলিউ.

ডি. আর. রুপসি সাহেব।

কিরণকামিনী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু কেন্দারনাথ বিশ্বাস।

জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীযুত বাবু শশধর রায়।

জীযুত বাবু রামচাঁদ আতা।

„ „ ভরগান্ধি ডিমাঙ্গর।

„ „ ভরগচন্দ্র ঘোষ।

কোলমান মেকলে.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—সাদাবনের অধগত্যার্থে একতারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে চাকা জিলায় পথকমিটি করণবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেট প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক নামের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপরীত কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিবেন।

১। কোন ব্যক্তি জিলায় পথের কোন অংশে শাখা বুনিয়া বা প্রকারান্তরে তাহা চাপিয়া লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পথের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎক্ষণাত্ ১০ টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি পথকমিটির সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল সোঁচবার বা চলানার করিবার জন্য জিলায় পথের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া বা নিজে কার্যের বাগাত জমাইলে তাহার ১০০ টাকার অতিরিক্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or who ever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shaha-bad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjoorree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 13 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

[*Government Gazette*, 15th April 1884.]

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে রোড কোন দিক, কিবা তাহা রক্ষার্থ কোন ধর ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট বা ভাঙা করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিবা জিলার পথে প্রাপ্ত কোন ক্ষতি সরাইলে, তাহার ১০০ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ডিষ্ট্রিক্ট রোড হইতে জিলার বা শাখা পথ কমিটীর দ্বারা প্রাপ্ত বা মেয়াদ কয় কোন প্রায় পথ কোন ব্যক্তি বেড়া দিয়া কিবা তাহার পার কাটিয়া বা প্রকারান্তরে চাপিয়া লইলে তাহার ১০০ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেয়াদে করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেয়াদে করিবার তার পান তিনি যে অংশ মেয়াদে হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্গোচলন নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পথের কিরদংশ দিয়া বাণিজ্য কার্গো ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এই রূপ কোন আত্মা অমান্য করিলে তাহার ১০০ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি যাহা পরিবার কিবা অন্য কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বাধ দিয়া কিবা গোবর, কাদা, কাটনী কিবা অন্য কোন দ্রব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটীর কোন খাণের, খাড়ির, বা অলম্প্রান্তের কোন অংশ বা সমুদ্রের বাধা জমাইলে কিবা তাহা পূর্ণ করিলে তাহার ১০০ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারায় যে আদালত জিলার পথকমিটীর জন্য লিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডে ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এইখানে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর স্থলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারী কোন চারার, হুকের বা বেড়ার দখলীকারের কিবা তাহার উপর কর্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটীর বা কোন শাখা কমিটীর সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দিয়া সেই চারা বা রক্ষ বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা স্থড়িবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিসের লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ আদেশনামত কার্য করিতে চেষ্টা করিয়া বা জাতি করিলে তাহার ১০০ মণ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং এই উপবিধিমাতে অর্থদণ্ড ধারা হইলে তার ঐ আদেশনামত কার্য না করণ পর্যন্ত দিন প্রতি আর ২০ হুট টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারায় যে আদেশ কমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি কটক জিলার অন্তর্গত জয়পুরহাট কাটজুর নদীর খোয়াঘাট রাজকীয় খোয়াঘাটের নির্ধনপত্র হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পূর্বে মুন্সিপালটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে উক্ত মুন্সিপালটিতে সভ্যগণ কমিশনারের অনুমোদনক্রমে এবং জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারায় যে আদেশ কমতানুসারে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ আপ্রিল।]

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

On the north by Ticarpara;

On the south by Goondichabari and Balukhund;

On the east by Hulhulia road and Luskurpatna; and

On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1860, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.
Nobinagore.
Moradnagar.
Kotwali.
Chandoona.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.C.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoors and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath; on the south by a lane; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna, [*Government Gazette, 15th April 1884.*]

কাৰ্য্য করিয়া তিনি হাট্টিরাপাড়া ও বহুগাওী নামক স্থান পুরী মুন্সিপালিটীর মধ্যে পরিবার সম্পন্ন করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত স্থান সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া;

দক্ষিণ সীমা।—গুণিচাবাড়ী ও বামুখণ্ড;

পূর্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লক্ষ্মণপাড়া; এবং

পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান থেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত পাঁচালিখিত কএক খামার ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয়

স্বাধীনবেড়িয়া।

নবীনগর।

মোহাম্মদগঞ্জ।

কোড়ালী।

চান্দিনা।

৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন এই মালের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেন, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক খামার উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে ছয় মণ্ডারের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কাৰ্য্যকরিতা তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক খামার প্রচলিত করিলেন।

কোলমান থেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ৩১ মার্চ।—ভজেশ্বর মুন্সিপালিটীতে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৫ অধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮২ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন এই মালের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেন উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২০৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কাৰ্য্যকরিতা তিনি ভজেশ্বর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত মুন্সিপালিটীতে উক্ত আইনের ২০৫ অধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান থেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্ধাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার চৌধুরি গলী মহল্লার লক্ষ্মী মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থবাহক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কার্যের নিমিত্ত স্থানীয়মাপের ন্যূনতম ৫০ কাঠা ০ ঘুও ১৫ ঘুওকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি আমের ভূমি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি আমের ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা বৈজনাথ বাবুর পুরাতন বাড়ী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান থেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্ধাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে হরমালিয়াটোলা লেন পরিবার করিবার জন্যে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থবাহক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আগ্রিল।]

pergunnah Asimabad, sillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoors of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Malee, Kazeer Reja Houssein, Cheragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Hurnaliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoors of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beaulah Municipality for a public purpose, viz for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkurpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beaulah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Keshub Narayan Tagore and others of Sherail, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khoaz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 1st April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beegahs 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে তাম্রীর বাণের স্থান-
ধিক ১১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পৌরসংসদালয়;
দক্ষিণ সীমা ইষ্ট রেলওয়ে; পূর্ব সীমা মসজিদ বাগান, উজীর মাঠ, কানি রেজা হোসেন, চেরাগানী,
উজীরলোক, ব্রজ মোহন লাল, মজন কানার, পার্জম জওয়াহির লাল এবং জগদালার বাড়ী ও এক
খন্ডির এবং পশ্চিম সীমা বহুমান হরিলালীয়াটোলা রেল।

এরোক্ত ভূমির মক্কা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপাল কমিশনারদের আকীনে
রাখা যিহাজে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজমগর পরগনার
মশোরা গ্রামে মুনিসিপাল পুষ্করিণী বাড়ী করার জন্যে মানিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অধ্বায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক
ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহাজ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে
এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানধিক ১৭১
কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের পথ ও মুনিসি-
পাল পুষ্করিণী, পূর্ব সীমা মুনিসিপাল পুষ্করিণী এবং তারাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন রায়ের জমি, দক্ষিণ ও
পশ্চিম সীমা তারাপ্রসন্ন ও কালী প্রসন্ন রায়ের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষরপুর পর-
গনার বোসপাড়া গ্রামে পথ পরিবার জন্যে রামপুর বোয়ালীয়া মুনিসিপালিটির অধ্বায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক
ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহাজ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে
এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানধিক ১৩১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড
ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরাজমুন্দের মজুমদারের বাড়ীর ছায়া, দক্ষিণ সীমা রামপুর
বোয়ালীয়া অধিনাটোর পথ ও পথ, পূর্ব সীমা (১) প্রসন্ন টেকদার দখলী এক খণ্ড জমি, (২)
সেইলের কেশবনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি জমিদারদের পতিত এক খণ্ড জমি ও (৩) শুভিদ লেখ
ও খোয়াজ গেখের দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা রাইলাখ সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষরপুর
পরগনার নাটোরের পাটুখাপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্যে নাটোর মুনিসিপালিটির
অধ্বায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহাজ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট
এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানধিক ১/৪১/
ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই—উত্তর সীমা বাঁকির চৌকী, দক্ষিণ সীমা
মুন্সিপাল পথ ও নর্দমা, পূর্ব সীমা পথকরের পথ, এবং পশ্চিম সীমা কাঁকালহাকের গোত জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৫ এপ্রিল।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

The 7th April 1884.—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 31st March 1884.*—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

The 3rd April 1884.—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879:—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kalianganj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorshebadad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorshebadad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifis of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifis and sub-divisions conterminous. The munsifis in question will accordingly be constituted as follows:—

<i>Munsifis.</i>	<i>Thanas.</i>
Sudder munsifi of Moorshebadad (head-quarters at Berhampore) ...	{ Sujaganj.
	{ Gorabazar.
	{ Barwa.
	{ Goas.
	{ Nowada.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	{ Hariharpara.
	{ Daulatbazar.
	{ Jellinghi.
	{ Kalianganj.
	{ Shahanagur.
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	{ Manullabazar.
	{ Assanpur.
	{ Bhagwangola.
	{ Sagardighi (independent outpost).
	{ Gokurn.
	{ Khargaon.
	{ Bharatpore.
	{ Kandi.

জুজিয়াল ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৯ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল ।—স্টেট প্রাইমারি পাবলিক স্কুলের অন্তর্গত স্কুল ক্রিয়াকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.ভু.ই. এক, একজন সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

মুজফফের জুজী ।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—যশোর জিলার অন্তর্গত মড়াইলের দ্বিতীয় মুজফফ জি.ভু.ই. বাবু কালীনাথ ধর সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের জুজী পাইলেন, অর্থাৎ ৩ প্রকরণমতে পূর্ণা বৈতনে পনের দিনের ও ১ প্রকরণমতে অর্ধেক বৈতনে দুই মাস পনের দিনের জুজী পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল ।—যশোর জিলার অন্তর্গত বাগিরহাট ও খুলনার দ্বিতীয় মুজফফ জি.ভু.ই. বাবু কৈলাশচন্দ্র যজুমদার সিবিল কার্যকারকদের জুজীর বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ১৮৮৩ সালের ১০ আপ্রিল অবধি কিস্তি তাহার পর যে তারিখে জুজী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের জুজী পাইলেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—জি.ভু.ই. লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের বাঙ্গালা গেজেটে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অঙ্গবিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত সচিবের বিধির ৩ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা দ্বারা আদেশ করিলেন ।

মহকুমার মাজিস্ট্রেটেরা উপরোক্ত পাঠে এতদ্যক অন লাইসেন্স ধারিত মোজুম্মদার ও বিক্রয়ের বাসিক রিটার্ন জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন । জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এই ম-ল বাসিক রিটার্ন হইতে মাধ্যমিক বিবরণের প্রস্তুত করিয়াথকের কামগানর সাহেবের ও পোলাসের ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন । পোলাসের ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব কলিকাতা নগরতির সমস্ত প্রদেশের সম্পূর্ণ মাধ্যমিক রিটার্ন গবর্ণমেন্টে পাঠাইবেন । পোলাসের কমিশনার সাহেব কলিকাতার ত্রুপ মাধ্যমিক রিটার্ন পাঠাইবেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল ।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত মুরশিদাবাদের সদর মহকুমার ১০ কালিয়াগঞ্জ গোবর্গ পানাক্ষমার লালবাগ ও কান্দি মহকুমার ভূক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের বাঙ্গালী গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত জি.ভু.ই. লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮৩ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কায্য করিয়া তিনি মুনসেফীর ও মহকুমার সর্ব সাধন করণার্থে সদর মুনসেফীর এবং লালবাগ ও কান্দি মুনসেফীর স্থানের বিচারবিপত্তির ও ত্রুপ পারদর্শন করিলেন । সুতরাং উক্ত মুনসেফীগুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

মুনসেফী ।

খান ।

মুরশিদাবাদের সদর মুনসেফী (সদর স্থান বহরম
পুর) ...

মুজাগঞ্জ ।
গোরা বাজার ।
বারগুয়া ।
গোয়াম ।
নওবাদ ।
হরিহরপাড়া ।
দৌলত বাজার ।
জ-দী ।

লালবাগ (সদর স্থান লালবাগে)

কল্যাণগঞ্জ ।
লালনগর ।
মাগুরা বাজার ।
আদানপুর ।
ভগবানগোলা ।
মাগুরাদিঘা (আদীন কুড়ী) ।

কান্দি (সদর স্থান কান্দিতে)

শোকল ।
খারগ ।
ভরতপুর ।
কান্দি ।

The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. B. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 3rd April 1884.

No. 155.—*Leave*.—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer*.—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

The 7th April 1884.

No. 157.—*Leave*.—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum*.—In notification No. 150 of the 25th ultimo, for "afternoon" read "forenoon."

IRRIGATION.

The 8th April 1884.

No. 160.—*Notification*.—In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Panchanogram estate.

Panchanogram Embankment

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,100 feet, more or less, in length, in the Government estate Panchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowahanga of pergunnah Calcutta Dehi-Panchanogram.

No. 161.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beeghas 3 cottahs 18 dhoores 6 chatacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Peringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khilash land and Shublal Tewari's tank, is required within the afore-said village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. P. E. S. NZILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো আদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে (A ও B চিহ্নিত নির্ধারণের লিখিত) কএক গ্রাম বরুয়া থানাতে তরতপুর থানাত্তক এবং (C চিহ্নিত নির্ধারণের লিখিত) অন্য কএক গ্রাম বরুয়া থানা হইতে গোকর্ণ থানাত্তক করা দেওয়ানী বিচারবিপত্তা সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দিয় মুজেকী বিচারবিপত্তার মধ্যে হইবে, কেননা এই মুজেকীর মধ্যে গোবর্ণ ও তরতপুর থানা আছে।

এক, বি, পীকত,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।

১৫ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তরদিগের স্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রমীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এ, অর, মাকডনাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাণ্ডের নিমিত্তে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অমুমতি পান তদবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

১৫৬ নম্বর।—জানাসুরে প্রেরণ।—চতুর্থ শ্রমীর কিরৎকালীন একসেকিটব ইঞ্জিনিয়ার জিযুত নি, ডম আহনু সাহেব বেনারস কটক রেলওয়ে সরব্ব হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিগের স্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।

১৫৭ নম্বর।—ছুটী।—জানাসুরে থাণ্ডে দ্বিতীয় শ্রমীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এল, অর, ফেসন সাহেব এদেশীয় ভাষাভাষ্য করণার্থে পাবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৬ তারিখের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে “অপরাক্ষ” শব্দের পরিবর্তে “পুর্নাক্ষ” শব্দ পাঠ বরিতে হইবে।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের বীধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ প্রকরণমতে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বীধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত ওকসালে লেখা যায় নাট, তাণ্ড তদ্বাধা ধরা যাইবে এবং গবর্নমেন্ট যত দিন পঞ্চাধ গ্রাম ইন্সট্রেক্টের মালিক থাকেন ওত দিন তাহা তদ্বাধা থাকিবে।

পঞ্চাধ গ্রাম বীধ।

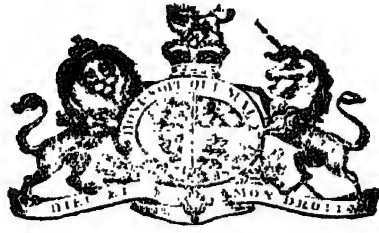
পঞ্চাধ গ্রাম গবর্নমেন্ট ইন্সট্রেক্ট এই বীধ ন্যূনাধিক ৩ মাইল ১৪০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বীধ। ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিবি পঞ্চাধ গ্রামের শৌখাদ ও চৌতাক গ্রামে শেষ হয়।

১৬১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কাণ্ডের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নহর থানার অধার বিজ্ঞাপনে কালেক্টরের অ্যাসিস কবির জন্মে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমিগণনা আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কাণ্ডের নিমিত্তে উক্ত আধারকিলা গুণে কতীমতে ন্যূনাধিক ৮/১ কাঠা ১৮ ধুর ১০ চতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কালেক্টর সাহেবের অ্যাকিস বাড়ী পশ্চিম সীমা অধারকিলা অধাধ কিরিরজিবাজর পঞ্চাধ যাইবার গবর্নমেন্টের পথ, দক্ষিণ সীমা জল সাহেবের আদালত ঘর, এবং পূর্ব সীমা থিলা অগ্নি ও শিবলাল তেওয়ারির পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেডর, এম, এস, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অফিস খুলে।

ইন্ডিয়ায় প্রভৃতি।

[Government Gazette, 16th April 1884.]

ଅବଧି କଂଜୁଳାଦି ବାନ୍ଧାୟବା ଓ ଖୁଲାବି କାଠ ଓ ନବନ ଝୁଜରା ବିକାୟର ବାଜାର ଦର ।

উঃকান্ন বহু পাতকী যান ।

৪০ সেতের বনের
খোঁজ দিচ্ছেন সব।

[illegible]

चिह्न ।

॥ १ ॥ **विद्यया विमुक्तये**

[illegible]

ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਾਸ।

[illegible]

অ। সাতিক'গেও এ-দীঘাট মক্কুম্বায় লসে। যু.৩৭১ নং টা.বি. ১০ সেত।

[illegible]

ଅନୁ. ଗ ୧୩ ଓ ଗ. ୧ : ଡାକ୍ତରୀ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ସମୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ।

উ। যন্ত্র ১ নং গের যন্ত্র ১ নং টার্মি. গ্রহণ. — ১৩৩৩ টি ৫ সে. ৫৫ মিলি. ১২ সে. ১

[illegible]

৬। অসীমের ধর্ম - $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ এবং $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ।

নং ।	জিলা ।	১০ ভোলায় সেতের হিসাবে									
		গম ।		বহ ।		তাল চাউল ।		সামান্য চাউল ।		কচু ও বাজরা ।	
		এই সঙ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্জাভের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্জাভের রিটর্ন	এই সঙ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্জাভের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্জাভের রিটর্ন	এই সঙ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্জাভের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্জাভের রিটর্ন	এই সঙ্জাভের রিটর্ন

পূর্কদিকস্থ জেলা ।

নং	জিলা	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত
১৬	চাঁকা ...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৭	করীদপুর ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১৮	বাকরগঞ্জ
১৯	ময়মনসিংহ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২০	চট্টগ্রাম ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২১	মুন্সিগঞ্জ
২২	জিপুরা ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৩	চট্টগ্রামের
২৪	জিপুরা ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২

বেহার ।

নং	জিলা	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত	সেত
২৫	পাটনা ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৬	গয়া ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
২৭	সাহাবাদ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৮	দুর্গা ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৯	বাকরগঞ্জ ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩০	সারন ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩১	শালিমুল ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩২	মুন্সিগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৩	আমলপুর ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা: দর টাকায় ৪৪২।—মণিকগঞ্জে ১১ মের, মুন্সীগঞ্জে ১০১০৬ মের ও আরিয়গঞ্জে ১০ মের।

খ। গোয়ালান্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা: দর টাকায় ১০ মের।

জ। মহকুমায় লবণের খুজরা: দর টাকায় ৪৪২।—পিরোজপুরে ১০ মের, পটুয়াখালিতে ১০১০ মের ও ভোলায় ১০ মের।

ঘ। এই এই —কিশোরীগঞ্জে ১০১০ মের, আদারায় ১২ মের, আমলপুরে ১০ মের
সেএকোণায় ১০ মের।

ঙ। কলকাতার মহকুমায় তাল চাউল ১৭ মের, সামান্য চাউল ১০ মের, আলানী কাঠ ৫১৮ মের এবং লবণ টাকায় ১০ মের বিক্রয় হইতেছে।

চ। দক্ষিণে লবণের খুজরা: দর টাকায় ১০ মের অবধি ১২ মের পর্যন্ত।

জ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁপপুর মহকুমায় লবণের খুজরা: দর টাকায় ১২ মের।

[illegible]

१. श्रीमि.पु. विद्या.।

[illegible]

ସେବାଦ ।

...	116	112	112	118	115	112	210	210	210	101	104	101	240	210	21	গাউন
...	112	115	115	810	810	810	15	15	15	210	210	210	গাউন
...	112	...	112	115	...	118	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন
110	112	210	110	110	110	110	...	110	210	210	210	12	12	15	210	210	210	গাউন
...	110	110	210	110	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন
110	110	110	110	110	110	110	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন
...	110	110	210	110	110	110	12	12	12	210	210	210	গাউন
...	110	110	210	110	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন
...	110	110	210	110	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন
...	110	110	210	110	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন
...	110	110	210	110	110	110	210	210	210	12	12	12	210	210	210	গাউন

৭। নবমকে লবণের খুঁজার দর টাকায় ৩ মের ।

ক। ২৫২৮, ৮ জনের যজ্ঞের পর টাকায় এইরূপ :—গা গীতায় ১২ সেৱ, বজ্রায় ১।। সেৱ এবং ভূমায় ১২ সেৱ।

১. ডাঙ্গপুড়ে ১২ সেহ ও মধ্যবনীতে ১১ সেহ।

১—গীতমণ্ডিতে ১১ সের ৫ কাণ্ডপুটে ১২। মের মকঃসলে কথন
২। ১১/১০ সের অধি ১২ মের পাত্ত বিক্রয় হয়।

১—সেহরাসে ১২০ সেহ ও গোপালগঞ্জে ১২ সেহ ।

৪। অক্ষাঃ। লম্বা, বরা, অক্ষাঃ। ১০। সের অরবি। ১১। সের পয়াল।

୩. ସହକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ ଏହି—ବେଝୁରାହାରେ ୧୨ ମେଟ୍ର ଓ କନ୍ଧୁହାରେ ୧୩।୦ ମେଟ୍ର ।

১—বীণার ১২ সের, দুগোলে ১২ সের এবং বহুপুত্রায় ১০১ সের, ।

[নবমস্কন্ধে ১৭ ভাঃ ১ : ১৮৪ : ১৫ অংশিঃ।]

৮০ জোনার সেরের হিসাবে

খণ্ড	জিলা।	গম।		বর।		ডাল চাউন।		শামাখ্য চাউন		কুণ্ড ও বাজরা।		চোলাখ ও জোয়ার।	
		এই সজ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ণ সজ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের হিটন	এই সজ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ণ সজ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের হিটন	এই সজ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ণ সজ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের হিটন	এই সজ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ণ সজ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের হিটন

বেহার।

	সের মুদ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫ পূর্ণনিয়া ..	১৭	১৪	১৭	৬	৬	৬	১৪	১১
৩৬ মালদহ ..	১১	১১	৬	১১	১২	১১	১২	৬	১১
৩৭ মীর্জাপুর ..	১১	১৭	১৫	১৪	১৩	১৩	১৭	১২

উড়িষ্যা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৮ কটক	১২	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৯ পুরী ...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৪০ বালেশ্বর ...	১৪	১৪	১৪	১০	১৬	১৬	১৬	১১	১১	১১	১১	১১	১১

ছোট নাগপুর।

মাকিন-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৪১ কাকারিবাগ...	১৫	১৫	১৮	১৪	১০	১০	১২	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৪২ লোহারডাঙ্গা ...	১৫	১৪	১০	১০	১০	১৪	১৬	১৪	১২	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৩ সিংহভূম ...	১৬	১৬	১৬	১৪	১৪	১০	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
৪৪ দাখভূম ...	১৪	১৪	১৬	১৫	১৬	১৫	১৮	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২

* মকসলে সামান্য চাউনের খুজরা দর টাকায় ১০০০ সের অবধি ১৩০ সের পর্যন্ত।

বঃ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—কুমগঞ্জ ১০ সের, অরুণিয়া ১২ সের।

বঃ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—দেওঘরে ১০০ সের তুমকায় ১২ সের, এবং গদায় ১২ সের।

কলকাতা,
১৮৮৪ সাল, ৮ অপ্রিল।

টাকায় বড় পাওয়া যায়।

৪০ সেরের লবণের
খোঁতে বিক্রয়ের দর।

সাগর বা মাছওয়া ও চৌমা।			অমের।	চৌমা।	আলাদিকাত।	লবণ।	লবণ।	জিনা।
এই সজা'য়ের রিটন	ইহার পূর্ক সজা'য়ের রিটন	গড় বৎসরের এই সজা'য়ের রিটন	এই সজা'য়ের রিটন	ইহার পূর্ক সজা'য়ের রিটন	গড় বৎসরের এই সজা'য়ের রিটন	এই সজা'য়ের রিটন	ইহার পূর্ক সজা'য়ের রিটন	
১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূর্ণনয়।
...	৩।০০	৩।০০	৩।০০	১৩।০০

উড়িষ্যা।

১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।	১০।
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।

১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।	১১।
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

য৫। ৩০০০ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৬। গিয়ারি মহকুমায় ৩০০০ (অরুদীয়ায়) লবণের খুজরা দর টাকায় ১০। সের।

য৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলম্যান বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের বিদ্যালয়িত সকল স্কুলে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

৪০ মেসের

ক্র.সং.		৪০ মেসের											
		পূর্ব			মধ্য			পশ্চিম			মোট		
		এই স্কুলের বিট	ইহার পূর্বে স্কুলের বিট	স্কুলের এই স্কুলের বিট	এই স্কুলের বিট	ইহার পূর্বে স্কুলের বিট	স্কুলের এই স্কুলের বিট	এই স্কুলের বিট	ইহার পূর্বে স্কুলের বিট	স্কুলের এই স্কুলের বিট	এই স্কুলের বিট	ইহার পূর্বে স্কুলের বিট	স্কুলের এই স্কুলের বিট
কলিকাতা	২৫০	২১০	২৫০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
বেঙ্গালপুর	২৫০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
ঢাকা	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
বাক্স	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
চট্টগ্রাম	৩১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
পাটনা	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
বালেশ্বর	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
পুণ্ড্র	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
কটক	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৮ জুলাই।

দুই সপ্তাহ অগ্রিম উত্তরাধি বাসায়গ্য ও আদায়ি কাণ্ডি ও লবণ খোটে বিক্রয়ের বাসায়গ্য ।

যনের সময় ।

ভোলস ও কোয়ার ।			গাঙ্গী বা বাড়িগর ও চীত			ভাষেরা			ভোল ।			আদায়ি ম কাণ্ডি ।			লবণ ।		
এই সপ্তাহের বিক্রি			উত্তরাধি পুষ্ক সপ্তাহের বিক্রি			সপ্তাহের এই সপ্তাহের এই			এই সপ্তাহের এই			উত্তরাধি পুষ্ক সপ্তাহের এই			এই সপ্তাহের এই		
টাক	পা	চ	টাক	পা	চ	টাক	পা	চ	টাক	পা	চ	টাক	পা	চ	টাক	পা	চ
২৭	২৭	১১০	২৭	২৭	১১০	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	১৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	১৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	১৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০
...	১৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	১৭০	১৭০	২৭০	২৭০	১১০

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল ।

কৌলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

दृग्निविषयक हेतुाभाव ।

[illegible][illegible][illegible]

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কমিউচারিং মাদারণ ও দাভার কাষোর জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাওবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এছাড়াও সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া গাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য দাতাও প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৬০ বার আনা, ডাকমাংসল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

মাল সিন্‌কোনা ভাল হওয়াত গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাত্রা দানা বাক্সে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কমিউচারিং মাদারণ ও দাভার কাষোর জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সমসামান্যে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে ৫২২ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক মাংসল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 15th April 1874.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিট প্রেসে বিক্রয়পে আমদ।

এই গ্রন্থটি লিখেছেন উক্ত মাস্টার্সের সিনিয়র সার্জন-অফ-লॉ। এটিতে রয়েছে বঙ্গদেশের ডিফিনিট ও সেকেন্ডারী ল্যান্ড-ল্যান্ডলর্ডের মধ্যকার চুক্তির অধীনস্থ মি, ডি, সফট, এম, এ, ও এল, এল, ডি, মি, ডি, ও এল, এল, ডি, ইত্যাদি ল্যান্ডলর্ডের গবর্নর সাহেবের পাসনালীল এদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজাতির অধীনস্থতা।

একটি খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একটি খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক কবিরী চাকি পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.				Rs. A. P.		
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0 „
Postage	1	0	0 „
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0 for 4 sheets or under
						with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৩ ১৫ আশ্বিন।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি বিবরণিত
ধারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃমূল্য ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৫২সর	১.৭
ডাকমাশুল	...	"	২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাচাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আর্টিকেল পাঠুলি থাকে)	...	"	৪.৭
ডাকমাশুল	...	"	১.৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটে মূল্য	...		১.০
ডাকমাশুল	...		১.০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার নাম সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১.০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক ৪২ ডাকমাশুল প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার আর এক ২ খানি ।
ডাকমাশুল	...		১.০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমূল্যে সংগ্রহ মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল পাগিয়ে ন্য ।

ই. এম. বেকার,

২৪ নং লেন্স গবর্ণমেন্টের একটিং ছেটি দে. কটরী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.							

[Government Gazette, 15th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজাল গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া গেল ১০ গেজেট দেওয়া
আউটে লি, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপসপত্রাভিত্তিক এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল
সেক্রেটারিয়েট তাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত তাপাখানার কোন সর্জ
করা হইতে চাহিলে উগ্রমিত্ত নগর মূল্য দিতে চাইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আটকোন্ট্রোল্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেল, উপরোক্ত
কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন সেক্রেটে উপস্থিত হইতে কি বিজ্ঞাপন
প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেল, ডিম্বোষ্ট বান দিবার জন্যে টাকার উপর তার
১০ এক ক্রমা পাঠাইতে চাইবে।

সি, ডব্লিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৭৭ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০২
অধি পৃষ্ঠা " " " "	১০২
কখনও ইশতিহার প্রকাশ করিতে চাইলে একই পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাছোপালকে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিং হাউসে
টৌনহালের তাহার মিত্র বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কাছবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের
দ্বারা শিরোনাম দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে চাইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার মিত্র কোম্পানির বাসিতে ক্রয়
করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ অপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বয়ালয়ে গবর্নমেন্টের জন্যে জি.ই. এডউইন্স মরিস লুইস সাইন্স
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের: নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	391—407	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৩৯১—৪০৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	27—29	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	২৭—২৯
PART VIII.—Advertisements ...	427—434	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাফ প্রকৃতি ...	৪২৭—৪৩৪
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1928 A.

GENERAL.—*The 9th April 1884.*—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

The 12th April 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nuddea district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mittra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 14th April 1884.—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, *vice* Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

The 15th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R. Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, *vice* Mr. A. O. R. Edwards.

LEGISLATIVE.—*The 12th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

MARINE.—*The 10th April 1884.*—The services of Captain J. Brehner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

OPIMUM.—*The 12th April 1884.*—Mr. W. D. Ridsdale, Sub Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

MEDICAL.—*The 9th April 1884.*—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, *vice* Mr. P. Heher, resigned.

The 12th April 1884.—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮২৬ A. দফা।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—জীবিত টি, টি, আলেন সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত সি, বি, গারেট সাহেব রাজকীয় বোর্ডের নুপরিটেণ্ডেন্টের ও এজেন্টের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—২৪ পরগনার আইন্সে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিন্নকালের নিমিত্তে নদীয়া জিলার সদর বোকাশে প্রেরিত হইলেন।

ভাগলপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পূর্বে প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ নম্বর কন্সেপ্ট এড্যাগনম না করিয়া ২১ তারিখের অপরাহ্নে কন্সেপ্ট এড্যাগনম করিয়াছেন।

কান্দিয়াবাদের নিরংকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত বাবু গিরীজমাধব মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অর্থাৎ ভাণ্ডার পর যে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারক-দের দুইটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—জীবিত বি, এল, গুপ্ত কর্তব্য ভাগ করাতে ডাক্তর জীবিত কে, বি, কুর্মাট সাহেব কলিকাতার করণসর পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্ধার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত কে, এ, জাবেদ সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত আমতারার প্রেরিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত এক, প্রান্ত সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্ধার ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত আমতারার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত ব বা চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর বোকাশে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—জীবিত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেব বিহারস্থ অশ্বারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টেরূপ স্বীয় কমিশন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জীবিত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেবের পরিবর্তে ট্রপ সার্জেন্ট-মেজর জীবিত এক, এ, না সাহেব বিহারস্থ অশ্বারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—মানাবর জীবিত এচ, বেবলী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রশাসনার্থ বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মন্ত্রিসভার স্বীয় আসন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—কলিকাতা বন্দরের একটি কর্তৃপক্ষ কাপ্তান জীবিত ডে, ব্রবল সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীন পুনঃসংস্থাপিত হইলেন।

আকৌল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—ফরজাবাদের আকৌলের সদ-ডেপুটি এজেন্ট জীবিত ডবলিউ, ডি, রিডস্‌ডেল সাহেব সিভিল কায্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—জীবিত পি, হেবর সাহেব কর্তব্য ভাগ করাতে আদি-স্ট্যান্ট আপথিকারি জীবিত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হোম্পাতালের আনিস্টাণ্ট আপথিকারিরূপে স্বীয় পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—শিয়ালদহের কাঞ্চেল যেডিকাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষক আনিস্টাণ্ট-সর্জন জীবিত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দেড় মাসের ছুটি পাইলেন।

আনিস্টাণ্ট সর্জন জীবিত বলাইচাঁদ সেনের দুইপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আনিস্টাণ্ট সর্জন জীবিত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিয়ালদহের কাঞ্চেল যেডিকাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জীবিত ডি, ডবলিউ, কমিন্স সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ডমানের একটি সিভিল চিকিৎসক সর্জন জীবিত আর, ডি, মরে সাহেব বশোহরের সিভিল চিকিৎসকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

MUNICIPAL.—*The 3rd April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobin Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bahi Municipality of Baboo Abinash Chunder Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality :—

Baboo Kedar Nath Banerjee.

Baboo Rajendro Lal Mookerjee.

„ Kali Kamal Sirkar.

Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kartic Chunder Mittra.

Moonshee Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Rajendra Lal Gupta.

Baboo Indra Narayan Prodhan.

Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 9th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality :—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.

Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 20.—The 2nd April 1884.—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 3rd April 1884.—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু কেশরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। | জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
কালীকমল সরকার। ডাক্তার জিহুত জে, এল, ফিলিপ্স সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু কান্তিকচন্দ্র মিত্র। | জিহুত মুন্সী মহম্মদ আল।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ৩ নম্বর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত। | জিহুত বাবু ইন্সপেক্টর প্রধান।

সব-ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মোলবী মুহম্মদ আলি আহম্মদ।

সিবিএল ইন্সপেক্টর জিহুত জামাচরণ মল্লিক উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগল জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্ধমান মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীস ইন্সপেক্টর জিহুত জে. মার্টিন সাহেব।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ব. ব. ত. রা. প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসায় গেজেট করিতে উক্ত করা গেল।—

২০ নভেম্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আপ্রিল।—জিহুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আটাইনং ২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি জিহুত জিলার অন্তর্গত কমিশ্যনরের মুন্সেফ জিহুত বাবু হরশঙ্কর প্রবালিকে তদীয় সিভিলসিপাতার তান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের অধিকার ক্ষমতা দিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—এচ, এ. কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ত্রিভুদ্রেশ গমন বিষয়ক ভারত য়ীর ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৩ ধারামতে ব্রিটিশ গার্নার পক্ষে কলিকাতার বিদেশবাসিনদের এজেন্টের পদে জিহুত অর, ডবলিউ, এল, মিচল সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুন্সিপালিটির সভাপতি কমিশ্যনরের অধুগোষ্ঠীক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ২ ধারায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৩ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯৯ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem. declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15, 16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nimtollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dutt's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality.—

Mr. W. Stalkartt.	Baboo Huro Mohun Mukerjea.
Dr. R. N. Burgess.	„ Chunder Coomar Bauerjea.
Mr. P. N. Banerjea	„ Kally Coomar Coondoo.
Baboo Kedarnath Bhattacharjea	Pundit Harinath Sharmah.
„ Jagat Chander Banerjea.	

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

• NOTIFICATION.

The 15th April 1884.—By Financial Notification No. 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England.

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohullah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন ।—করবিবরণ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৮০ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পঞ্চকমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত সেক্রেটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ জুলাইর এক বিজ্ঞাপন ঐ মাগের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল। উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন ।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় এক শিড ১৮৮১ সালের ১৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্যন্ত ঘোড়ানগান ট্রীটের ১৫, ১৬ ও ১৬—১ নং এবং নিমতলা ঘাট ট্রীটের ২১ ও ২৩ নং এবং অক্ষরচক্র দত্তের পেমের ৮, ৯ ও ১০ নং বাটী গ্রহণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই পর্যন্ত এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৮ সাল ১১ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মতামতের ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৮ ধারামতে হাবড়া মুনিসিপালিটির কমিশানরের পক্ষে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত ডব্লিউ ফিলকাট সাহেব ।	জিহুত বাবু জগতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ডাক্তার জিহুত আর, এন, বার্ডেস সাহেব ।	„ „ হরমোহন মুখোপাধ্যায় ।
জিহুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ।	„ „ চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।
„ বাবু কেন্দ্রীর নাথ ভট্টাচার্য ।	„ „ কালীকুমার কুতু ।

পণ্ডিত জিহুত হরিনাথ শর্মা ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ১০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৩ সালের ১৯ জুনের ৩৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনক্রমে ভারতীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ ইন্সট্যুট আইনমতে এতদ্রূপে প্রস্তুত (নীল ও কাল) দ্বিভাষ্য বিচার-কানা সংক্রান্ত ইন্সট্যুট ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপ করা ইন্সট্যুটের ব্যবহার নির্দেশ করেন ।

২। নূতন ইন্সট্যুট একটো সর্বসংক্রান্ত ব্যবহার হয় ইহা বাঙালীয় ভাষাতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রণীত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজ নাথানার জুগলদের নিকট প্রাপ্ত করা গেল তাহার বিচারকাণ্ড সংক্রান্তির অব্যবহৃত তুল্য মূল্যের দ্বিভাষ্য ইন্সট্যুট লইয়া বিচারকাণ্ড সংক্রান্তির নবকল্পিত ছাপ করা ইন্সট্যুট দিবে ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরের বহরমপুর মহল্লায় পুষ্করিণী খনন করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটির অব্যবহৃত গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত সেক্রেটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই [গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 38 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION.

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION

The 5th April 1884—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz. for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

On the North—By Mobarak Sarkar's jote land and Innu and Barkat Khalifas' land;

On the West—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;

On the South—By Burgacha municipal road and drain; and

On the East—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Imamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kari Dass' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১ একর ৩৩ পট পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম সীমা মহারমপুরের করিহ জমি।

ইহাতে বাঁহানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির লক্ষ্য সাধারণের দেখবার জন্যে কমিশ্যনরদের আর্কিটেক্সট রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাগুয়া পরগনার দমদমা গ্রামে দমদমা পথ পরিষ্কার করণার্থে দক্ষিণ আখানগর মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানান্তরিত ১১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ক্রাইব জুই মিল কোম্পানীর ও মকরম মজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব, ও পশ্চিম সীমা দমদমা পথ।

ইহাতে বাঁহানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজনাহী জিলার অন্তর্গত তেহেরপুর পরগনা বড়গাছা গ্রামে মুন্সিপাল পুষ্কটনী খনন করণার্থে নাটোর মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানান্তরিত ৩৬০ পট পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মণ্ডক সরকারের ঘোঁত জমি, এবং টুই ও বরকৎ খলিকার জমি।

পশ্চিম সীমা।—শ্যামপ্রসাদ শত্ৰুঘ্ন খানার জমি, ও সেরবা। সরকারের ঘোঁত জমি।

দক্ষিণ সীমা।—বড়গাছা মুন্সিপাল পথ ও মদমা, এবং

পূর্ব সীমা।—কজল রহমান খাঁর জমি, ও উমানন্দী সরকারের বনজী বাটী।

ইহাতে বাঁহানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোয়ো পরগনার চাঁতরা গ্রামে জলপ্রণালী করণার্থে জীরামপুর মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে স্থানান্তরিত ১১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুন্সিপাল পথ অর্থাৎ বাঁকটপাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাকা প্রাচীর, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দাসের বাগান, ও পূর্ব সীমা কৈলাসচন্দ্র, গীতামাধ ও মহেশচন্দ্র প্রামাণিকের জমি।

ইহাতে বাঁহানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring, more or less, 2 cotahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring, more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1927 A.

The 9th April 1884.—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Koochbea, with effect from the date on which he joined his appointment, viz. Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Gossain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

The 12th April 1884.—Baboo Koylash Chandra Mezoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajgunge, with effect from the date on which he joined the latter clowkey.

[*Government Gazette*, 2nd April 1884.]

১৮-৪ নম্বর ৭ আশ্রিত। — রাজস্বের পরিদর্শক নিম্নলিখিত অর্থায় যোড় বাগান বন সীমার উৎকর্ষসাধনার্থ
পথ প্রস্তুত করার এবং নোয়া কলিকাতা মুন্সিগঞ্জালীটের অর্থায় যোড় বাগান বন সীমার উৎকর্ষসাধনার্থ
বজ্রদেশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যোড় বাগান বন সীমার উৎকর্ষসাধনার্থ এই কলা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এক সংবাদ
দেওয়া গেল। পূর্বে কলিকাতার নিম্নলিখিত যোড় বাগান সীমার ১৫-২ নং অংশের উৎকর্ষসাধনার্থ ১০ টাকার
২০ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রস্তাবনা। উক্ত ভূমির উৎকর্ষ ও পূর্ব সীমার যোড় বাগান সীমার
১৫ নং অংশের অর্থায় যোড় বাগান সীমার ১৫ নং অংশের অর্থায় যোড় বাগান সীমার ১৫ নং অংশের অর্থায়
অংশের যোড় বাগান সীমার ১৫ নং অংশের অর্থায় যোড় বাগান সীমার ১৫ নং অংশের অর্থায় যোড় বাগান সীমার
পথ ও নোয়া বাগান সীমার ১৫ নং অংশের অর্থায় যোড় বাগান সীমার ১৫ নং অংশের অর্থায় যোড় বাগান সীমার

বঙ্গভাষার গণমেণ্ডের সেক্রেটারী ।

১৮৪৪ সাল ৭ জুলাই।—রাউকীর কাটাতে নির্মিত অর্থাৎ গোপাল নন্দী উৎকর্ষ ধি-
বার্ণ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জায়গার সঙ্গে মণ্ডল জুড়ে মণ্ডলী নন্দী নন্দী পথ প্রস্তুত করবার জন্যে কলিকাতা
মুনিশিপালিটীর অধ্যক্ষ যথেষ্ট কড়াকড়ি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীমত লেফটেনেন্ট গভর্নর
মণ্ডলী নন্দী একটা প্রকাশ্য চেষ্টা করে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কানোয়
নির্মিত যোড়ানগর জুড়ে ১৫ নং ও মণ্ডল জুড়ে ১৮—১ নং অংশের নন্দী নন্দী ছাড়া ও বর্গফুট
পরিমিত এক এক খণ্ড ভূমির প্রস্তাবন। এই ভূমির উত্তর সীমা অংশতঃ মোড়ানগর জুড়ে, ১৫ নং
অংশতঃ সরকারী নন্দী ও অংশতঃ মণ্ডল জুড়ে, পূর্ব সীমা অংশতঃ যোড়ানগর জুড়ে, ও অংশতঃ
সরকারী নন্দী, দক্ষিণ সীমা সরকারী নন্দী, এবং পশ্চিম সীমা অংশতঃ সরকারী নন্দী ও অংশতঃ
মণ্ডল জুড়ে।

नः प्रत्यक्ष गन्तव्यः एतत् प्रमाणकटोरी

२२१ । नष्टः ।

১৮৮৪ সাল ৯ অক্টোবর।—কলিকাতার ছোট আমানতের তৃতীয় জজ জীবুত আম. এস. টি. মাকই-
উরুজ সাহেব নিয়ংকালর নিমিত্তে হোমি ডিপার্টমেন্টে তার ৩৭ম সংখ্যক পত্রের আজ্ঞা নিয়ে
সংকীর্ণিত হইলেন।

ক্রীষক বা ইউপেক্সনাথ দেব ছুই সপ্তাহে ক্রীষক বা ইউপেক্সনাথ ঘোষাল, বি, এল, নদীয়া জিলার
মুনসেফের কার্যকরিতা নিযুক্ত হওয়া স্বয়ংক্রিয় প্রণেয় জাতি অবধি মানানাতা কুটাম অবস্থাপিত
হইবে।

পরিনয়াজিনার অর্পিত কুম্ভাঙ্ক মহাকুয়ার কবীর অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট এ ডেপুটি কমিউটার আয়ুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কোজনাগো মোকদ্দমার বাগি প্রণালী বিবরণক আদেশের ২৬০ ধারার শাসিত অপরাধের মহাবী বচার কবির কবিতা পাই.কন।

১৮৮৪ সাল ১২ জ্যৈষ্ঠ।—হালী জিলার ক্ষতগত জাহানাবাদে নুনদমা জীষুত দাবু টেকাগচস্র
মজুমদার পাবনী ও বড়ো জিলায় নুন মসের পাণ্ডা নযুক্ত হইয়া শেরাজগঞ্জ কমা গ্রহণের ভার
অধাৰ সানান্যতঃ মেহ চৌকীতে অদ্বাপিত হইবে।

[ନବମେନ୍ଟି ମେମ୍ବର । ୧୮୮୫ । ୨୨ ଆପ୍ରିଲ ।]

Baboo Bidhu Bhusan Chakravartti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Akroy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnaghur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khettra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajgunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kaldhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habigunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Chooadanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prasanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Chooadanga.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালপুরের একটি মুনসেফ জীযুত বাবু বিধুচরণ চক্রবর্তী বাধরগঞ্জ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

বাধরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশনাল মুনসেফ জীযুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মধুবনিতে অবস্থাপিত হইবেন ।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত মধুনির মুনসেফ জীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জিলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার প্রেরিত হইলেন ।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার মুনসেফ জীযুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ গয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

গয়ার প্রথম মুনসেফ জীযুত মোলবী আবদুল হারি, পাটনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

পাটনার মুনসেফ জীযুত বাবু কেদারনাথ রায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাওড়ার অবস্থাপিত হইবেন ।

শ্রীরামপুর ও হাওড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ জীযুত বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

কৃষ্ণনগরের মুনসেফ জীযুত বাবু তাহানচন্দ চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শ্রীরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু প্রাণনাথ সেন, বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন ।

বীরভূম জিলা অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ জীযুত বাবু অটলবিহারি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারানসিতে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ জীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘাষ, উক্ত চৌকীতে খাজনার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৯ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

পাবনা ও বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি মুনসেফ জীযুত বাবু ফেরদাউল হক, হুগলী জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাহানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন ।

গত মাসের ৮ তারিখেই আত্মা রচিত করিয়া এই আত্মা করা গেল । জীযুত বাবু রামচন্দ্র তলাপাত্র ছুটী লওয়াতে বর্তমান জিলার অন্তর্গত কাশানার মুনসেফ জীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুন্সিবাদ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জ কন্সট্রাক্টর তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

জীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ মুনসেফের সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৯ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের মুনসেফ জীযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জে কন্সট্রাক্টর তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ জীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টে (মোলবী বাজারে) কন্সট্রাক্টর তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

রাজপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন ।

রাজপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুনসেফ জীযুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে খাজনার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৯ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

জুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি আইন বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িগ্রাম মুনসেফের স্থান সীমার মধ্যে উক্ত আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন ।

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Halidar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagnulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chunder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 14th April 1884.

No. 162.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Bamneegaon, Pyekpara, Soodeen, Shabar, Lockhipur, Durusulai, Konebkuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Para-Chupra, Gance-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratabpur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharea, Koechone, Phampore, Shardihee, Puran-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring, more or less, 1,307 beghas 10 cottahs 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

IRRIGATION.

The 14th April 1884.

No. 163.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kaler, pergunnah Arwal, in the district of Gya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 243 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটি মুনসেফ জীবুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বঙ্গপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন ।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার দুইগ্রাম মুনসেফ জীবুত বাবু জানকীনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

মুন্সেরের মুনসেফ জীবুত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া যতিহারীতে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইলেন ।

সারণ জিলার অন্তর্গত যতিহারীর একটি মুনসেফ জীবুত বাবু শ্যামলাল ছালদার ত্রিপুরা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত অররিয়ার মুনসেফ জীবুত বাবু যদুনাথ দাস ভাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুন্সেরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রুচিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । জীবুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু, এম, এ, ও বি. এল, টাণ্ডা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনসীগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

এক, বি, পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।

১৬৩ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও গোল-বরসা পরগনার সীতাধর, কালমা, ডিওরপাড়া, ঘোয়াকুরি, উরুলী, বামনগাঁ, পাটকপাড়া, জুলীম, লতর, লক্ষ্মীপুর, দরমলাই, কোলকুরি, মথুরাপুর, খায়ল, বনুতুলী, ঘোয়াকুরি, কোয়েল, বড় চাপরা, গানি-বেলঘরিয়া, মেঘা, মূদলা, চাঁদপুর লক্ষীরপাড়া, লোকনাথপুর, প্রতাপপুর, কুলনা, লক্ষ্মীপুর, কড়াবু, উলং, সিডলাই, মলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি কামপুর, সারদাঘাট, পুরান বগুড়া, কামার-গাড়ী, মূত্রপুর, ও বগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়া মুলভানপুর হইতে পূর্বমুখে বগুড়া পর্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত সীতাধর, কালমা, প্রভৃতি গ্রামে ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কতিমতে ত্র্যনাদিক ১,৩০৭।০।৭ চটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

এম, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আন, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

জলসেচন বিষয়ক ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।

১৬৩ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গরা জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মোজার পাটনা খালের ২৮ মাইল দীর্ঘ প্রায় ২৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ মাইল ৮০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ত্র্যনাদিক ১কড : ৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

No. 164.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of 12½ poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 15th April 1884.

No. 165.—Leave.—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 167.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

No. 168.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonapur, to Palega Ghat on the river Ganges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ কোণি জলপ্রণালী কাটবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি পওয়া আইনজুক, বঙ্গদেশের জায়ুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অরব পরগনার কোণি ও বলার গ্রামে প্রায় ১০১ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ নুনাধিক ১২। পোন পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইচ্ছাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল।

১৬৭ নম্বর।—ছুতী।—কীসটি খণ্ডের প্রথম জোয়ার আর্দিকটি ইঞ্জিনিয়ার জায়ুড টি. ই. করি সাহেব এতদ্বারা ১১ তারিখ অবধি অ. নং ৩০৭৪ পরনে তারিখে ছুতী গ্রহণ করবেন তদাবি নির্দিষ্ট আয়াকারকদের ছুতী বসিবার অধ্যায়ে ৪০ ধারাবতে প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক ছুতীসকল পাঠার মাসের নিয়মিত ছুতী পাইলেন।

১৬৭ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবনিক গুরুস ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের এই মাসের ১০ তারিখের ৮৩৮০ বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় প্রেরণ আর্দিকটি ইঞ্জিনিয়ার জায়ুড জে. সি. মিলস সাহেব বাণারী-কটক সরবতে অস্থাপিত হইলেন।

১৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সরণ জিবার অন্তর্গত গোণপুরের পশ্চিম প্রান্তে ৫ মাইল দূরত্ব বসওয়ার চক অবধি গহাননার ধারে পেলজা ঘাট পর্যন্ত আশা রেল পথ কবিরার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হওয়ার বঙ্গদেশের জায়ুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, উপরোক্ত শাখা রেল পথের জরীপ করণতিপ্রায়ে জরীপ কার্যকরদের জরীপ কার্যাবলি করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইচ্ছাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি. এল. টি. এস. নীল মেজর, এস. এস. সি.

পবনিক গুরুস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আশ্বিন।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সনক্যুলর।

দেওয়ানী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সনক্যুলর অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়,

“বিবাদ স্থল চাড়া ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র (বিবাদ স্থল হইলে, তাহা মোকদ্দমা শীর্ষকে ধারিত করিয়া গইতে হইবে)।”

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

“এবং উক্ত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র রহিত করিবার প্রার্থনাপত্র।”

কোজদারী সনক্যুলর অর্ডর।

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের কোজদারী বিধি ও অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৮ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশে যে “নোট” আছে, তাহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত যাহাদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা যাহাদের স্বার্থে মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্ররুতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহারা বাদীই হউক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা যাহাদের স্বার্থে মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্ররুতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। যদিও পক্ষে এইরূপ দরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, মস্তবোর ঘরে বাদীদের সংখ্যা সঞ্চিত সেই কথা নিখিতে হইবে। শেষোক্ত স্থলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাদের কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত দরখাস্তের ফলাফুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের ২ ঘরে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই কথায় নিম্নলিখিত ফুটনোট যোগ করিতে হইবে।

“২৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সনক্যুলর অর্ডর)।”

৩। ৩২ পৃষ্ঠা B ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ২য় খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

“৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সনক্যুলর অর্ডর)।”

৪। কালানুক্রমিক সূচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পার্শ্বে ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

ফৌজদারী সুরকলার অর্ডর।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ২৪ ধারার (৬) প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত পদ্যটি দিতে হইবে।—

(৬) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকলার অর্ডর] সেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমর্থন করা যায়, মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইন্সপেক্টরী ভাষায় তাহার অনুবাদ সঙ্গ থাকি উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

(৬) [সাক্ষা প্রভৃতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির ৪নং সুরকলার অর্ডর।]—সেশনের মোকদ্দমার বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলিল, (২) সাক্ষা বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইন্সপেক্টরীতে অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদে একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া মখর অঙ্গীভূত করিতে হইবে। একাধিক মালীনের, সাফেকার বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালাবুক্রমিক স্বতীপত্রের ১০ পৃষ্ঠায়, ১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকলার অর্ডর ও উল্লেখাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অক্টব খণ্ড ।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি ।

ভূমিবিবরণক ইজারায়।

LAND ADVERTISEMENT.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইজারাদারগণ! কাছারি কালেক্টর।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার মর্মে অনুসারে নিম্নের নিখিত ভান্ডাকানি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্থগিত পর্বস্তু বাকী পড়া রূপক ও রোডেছে ও পবলিক ওয়ার্ক ছেহ জাদারের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ২ জুন মোতাবেক ১২২১ বাজার ২৮ খৈত মোজ জোয়ার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিক্রা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাস্তিগজারি সর্বোত্তম বসবের এলাকাখীন।

ভোজির নং।	ভান্ডকের নাম।	মাসিকের দাম।	সময় কমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২২১ ২৫১	মৌজা ইননী থানে চেকনাক ভান্ডক নহরত আলি চৌঃ	খোদ	৮২১/১০	২-৬৬	৬৩৮/৬	০	৪৮৮/৬	অসম্পূর্ণ ভান্ডক নিলাম হইবে।
৪৯ ১০০১	মৌঃ চেকনাক থানে চেকনাক তাঃ জিহতী থাউ চৌঃ	খোদ	১২১৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৮/৬	ঐ
১৫১ ১০৮	মৌঃ রাজারহুল থানে রাজু ভান্ডক সেরংলু থা	দেওয়ার বিবি ও মকবুল আলি গঃ	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪ ৪১৯	মৌঃ মিঠাহরি থানে রত্ন ইজারী জিহতী লতিকা খান্দুল নাবালগের গকে কাছারি আলি থা।	নিঃ জাহাং আলি থ।	১১৮৩/০	১১০/৬	৪২০	৩৭/৬	৪৫৭/৬	ঐ
২৯৯ ২০৬	মৌঃ তারপাকিরা থানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসখান ...	নিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	১৮৭/৩	২৯৪/৬	৪৩০	১৯১/১	৬২১/১০	ঐ
৩০৪ ১৪৯০	মৌঃ পেদরা থান হকরিয়া ভান্ডক মজল আলি ...	খোদ	২৫১২৭	১০২/৬	২০৪২৭	৭২/৬	২১১৪/০	ঐ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়গতের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজার এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আটকের অনুসারে, বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তালিকা আদায় নিম্নে ১৮৬৪ সাল ২২ মেই মোং ১২২১ সালের ৯ টিয়ার্থ বুধবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একান্ত নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৬৪। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজ।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
১৬ নং	১৭ নশিরুদ্দীন জমিদারি হিসাব ১০ আনা ময় বেজাবতী তালুক ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাবে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫৭	৮২২৫৬	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাঙ্গা ১৩৮৮ কাগ হিসাব।	জামদেউ চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৬০	০	০
	এ এ এ কি চান্দীনাঙ্গা হিসাব (১০০০) তাল। তপে গণভাগুরাল।	জমদেউ চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	০	০
১১৩ নং	৩৭ নেওয়াজআল হিসাব ১০ আনা ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাবে এজমালি হিসাব।	দলনাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৫০	৪২৫৬	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যাশ্রম গররহ ৪০ মোজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০০	০	০
	এ এ এ ...	প্রমথচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০০	০	০
	এ এ এ ...	হানকালাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০০	০	০
	এ এ এ ...	কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০০	০	০
	তপে রাজরাদী।				
১২৪ নং	পাটনাগেগ হিসাব ৬/১০ = ক্রান্তী ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাবে এজমালি।	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০৩৩৫০	১২১৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদীর ১০১৩ গণ্ডা।	জগদ্বিশোর আচার্য চৌ- ধুরী নাথালগ।	২২৫১৫০	০	০
	এ এ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ গণ্ডা ও নগর হাজরাদীর ১০২ গণ্ডা ও বীর স্তম্ভর ৫০০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ...	১৬৩৫০	০	০
	তপে নীংখা দরজিবাড় মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	হৈয়দ আবদুল্লা অধ্যক্ষপদে জামিনা আকর খাতুন।	২১৭০৫০	১২১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
১২২৯ নং	৩৭ কুস্তাম দত্ত গররহ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাবে এজমালি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৫/৫	০	০
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৬১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসা ...	২৫০৫/০	৪০১০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০০৪১/৭	০	০

নং ভৌজি।	নাম মালিক।	নাম মালিক।	সদর কমা।	বাণী।	টেকিরং।
-------------	------------	------------	----------	-------	---------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	উপে রণজাওরাল। চর চারিগাড়া স্বর্ণপুর ওরকে কাথারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৬৭৫১০ পাঁই	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং বহুবনসীংহ বীল চুলজী।	রাজা চরিশচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০১১০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হপেনন বী চর ডেলুয়ায়ারি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ
৫২৪৯ নং	পবগণে পুখরিয়া চঃগাঁবসরা।	বাঁদলধী দেবী চৌধুরী পতির নাম দুর্গাচন্দ্র বাঁ ও মহারানী পরভজ্জুরী দেবি গয়রহ।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪১৪১০ মালিকানা ১০৭৭	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দমঃ নং ৬ । ১৮৮৪ উঃ

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়বতে দরখাস্ত।

জেমস্ ডি. অপুর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।

দেওয়ানী মোকদ্দমঃ নং ৬ মৃত রামধন ঘোষ ছাল সাকিন বীরগঞ্জ পং হুরপুর ... দেমদার।

মোকদ্দমঃ নং ৬ সম্পর্কিত বাকি সমুদকে এবং সর্বস্বার্থধারণকে আদালত যাইতেছে যে সদর মুন্সেফী আদালতের হরিচরণ সেন ইত্যাদি ডিক্রী নং ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমঃ নং ৬ আদালতের ১৮৮৪ সালের ১০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমঃ নং ৬ হইয়া দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৩৭ ধারা অনুসারে স্বর্ণ লোহ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনার দরখাস্ত করিয়াছে অতএব দেমদারকে স্বর্ণ লোহ করিতে অক্ষম বলিয়া কেল প্রকাশ করা যাইবে তা তৎসময়ে কেল প্রবোধ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা অংকন করা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রেল তারিখে দিবা ১০ ঘটিকার সময় এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া বিহিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি, সন ১৮৮৩ ৭ এপ্রেল।

L. B. B. KING,

District Judge.

(9--1)

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, }
Calcutta, 16th April 1884.

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(10—1)

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of Junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 11, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs; (2) at Krishnagpur for officers employed in the Nuddea district; (3) at Jessore Subler Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (4) at Bethampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pannis* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for *cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ann. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ann. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ann. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for *cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ann. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ann. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[গবর্ণমেন্ট গিজিট । ১৮৮৪ । ২২ জুলাই ।]

গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনামক সিন্ধুকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্নমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে সিন্ধুলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে সিন্ধুলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকসমুল দিতে হইবে।

জরনামক দানাবাক্স সিন্ধুকোনা ।

সাল সিন্ধুকোনা ছাট হইতে গবর্নমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার নাম বাক্সে না, এরূপ সামান্য জরনামক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সমসাময়িক কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক বাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtola Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লী ও স্ট্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ডমালের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্ডিয়ান টেম্পলের স্ট্রীমত সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের স্ট্রীমত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal							
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—							
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাকাল গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমান্দুল এই অবধি নিম্নলিখিত ধারে প্রাপ্য নির্দিষ্ট হইবে :—

মকঃসল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১০৭
ডাকমান্দুল	২১১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (সাহিত্য ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪৭
ডাকমান্দুল	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমান্দুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০
ডাকমান্দুল	১০
৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একই আনা ।			

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকঃসল সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমান্দুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ জানুয়ারি ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " " " " " " "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটে কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটে মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ২০ গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপ্রাপ্তিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষের কতৃদ্ভাষী কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ভাষাখানায় হইতে পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ভাষাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তিনিমিত্ত এগন মূল্য দিতে হইবে। এতদ্বারা এত বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আফিসের নিকটে অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহারিক বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের বিষয়ে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাম দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আন পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

	টাকা।
পূর্ব এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০০
অবশিষ্ট " " " " " " " "	১০০
কখনও ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১০

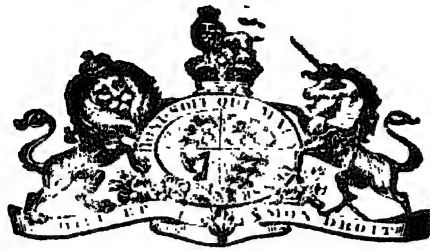
বিজ্ঞাপন।

রাজকাষ্যোগলকে একজনের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের ভাড়াযুক্ত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কাষ্যবিভাগের আপিলে রেজিষ্ট্রারের ন্যাসে মারোমান্য দিয়া আর্থনাথর পাঠাইতে হইবে।

উক্ত মনল আতনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিড কোম্পানির বাণীতে প্রেরণ করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বঙ্গালরে গবর্নমেন্টের জন্যে জিহুত এতউইস মরিস সুইল সাহেব কতক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

CONTENTS

নির্ধারিত।

	PAGE.		পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	53-55	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৩-৫৫
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	409-420	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪০৯-৪২০
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	435-449	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাৎ প্রভৃতি ...	৪৩৫-৪৪৯
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.**NOTIFICATIONS.—PUBLIC.***Simla, the 17th April 1884.*

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

134. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

MEDICAL.*The 18th April 1884.*

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

JUDICIAL.*The 17th April 1884.*

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chandra Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. MACKENZIE.*Secretary to the Govt. of India.*

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.**NOTIFICATION.***Simla, the 18th April 1884.*

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. BARROW,*Secy. to the Govt. of India.*

আম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৬২০ নম্বর।—মন্ত্রিসভা সিদ্ধিভিত্তি জি.এ. গবর্নমেন্টের জেনারেল সাহেব ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক :১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্নমেন্টে কর্তৃক কিম্বা গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে যাহাদিগকে অস্ত্রাদি দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিণী সেই অস্ত্রাদি উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক :১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারায়ের স্থানে বর্ত্তে সেই স্থানে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব শাসনাকগজে ও ফী মী লইয়া অস্ত্রাদি রাখবার ও বহন করিবার লাইসেন্সপত্র দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নিম্নলিখিত ৮ পাঠে দেওয়া যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

১৫৯ নম্বর।—সর্জন জি.এ. টি. আর. মাকডনাল্ড সাহেব, এম. বি. কিরংকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৫১৩ নম্বর।—বঙ্গদেশের ফে ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মাল্লার জি.এ. রমেশচন্দ্র মিত্র, বি. এল. আগানিমে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এ, মাকেন্জি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

৩১০ নম্বর।—জি.এ. টি. এচ. বিগম. সাহেব অসিস্ট্যান্ট কমিশনার জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জি.এ. টি. আর. মাকেন্জি, বি. এল. সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং অফিসে অসিস্ট্যান্ট কমিশনার জেনারেলের পক্ষীয় কর্মের ভারপাল করিলেন।

৩১৩ নম্বর।—জি.এ. টি. এচ. বিগম. সাহেব অসিস্ট্যান্ট কমিশনার জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জি.এ. টি. আর. মাকেন্জি, বি. এল. সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং অফিসে অসিস্ট্যান্ট কমিশনার জেনারেলের পক্ষীয় কর্মের ভারপাল করিলেন।

ডি. এম. বারবর,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

GENERAL.—*The 10th April 1884.*—Moulvie Syed Husnut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Sarun, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 11th April 1884.—Baboo Soorjee Coomar Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomar Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chander Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 12th April 1884.—Mr. H. Holmwood, c.s., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 14th April 1884.—Baboo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 15th February 1884, for conducting the land registration proceedings of the district of Pooree.

The 15th April 1884.—Baboo Annoda Prasad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kabi Paulo Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Suome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Hoarrah district.

The 16th April 1884.—Baboo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpur, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Monnu Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seckur Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

The same Chunder Seckur Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Infantry Militia, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those matters.

The 19th April 1884.—Moulvie Feroz Ali, Sub-Deputy Collector, Malahar, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Prao Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 21st April 1884.—Mr. J. F. Browne, District and Session Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯৬১ A নম্বর।

সাঁওতাল — ১৮৮৪ সাল ১০ অপ্রিল। — সাঁওতাল ক্রিমিনাল সন-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোলদী উমদাদ হামিদ হুসেন খাঁর কক্ষ প্রকৃতির তারিখ অবধি সাঁওতালদের অন্তর্গত সাঁওতালদের মধ্যে লেখিত হইলেন।

১৮৮০ সাল ১১ অপ্রিল। — জেলা জিলাদ অর্গ ৩ কাছানা মদ মতকুমার কার্যের সম্বন্ধে তাহার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ফকিরচন্দ্র মল্লিকের নিকট যেরূপে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু ফকিরচন্দ্র মল্লিকের অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষ মাণিক্যনাথ ওয়াং, জগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দিমলাচরণ ভট্টাচার্য উক্ত জিলাদ অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্যের তার মতকার্বে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সেরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ অপ্রিল। — শ্রীযুত এচ. গেমউড কলেবর, সি. এস. বিশেষ ছুটি লইয়া এই মাসের ৪ তারিখে তারতবর্ষান্তে খ্রীস্ট মনবের রিপোর্ট করেন।

করীমপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ফকিরচন্দ্র মল্লিকের নিকট যেরূপে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল। — শ্রীযুত বাবু নদের চাঁদ মত পুরী জিলায় ভূমি রেজিস্ট্রারী কার্যের ক্ষমতা করিয়াছেন। ১৮৮৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পনের দিন সব-ডেপুটী কালেক্টরের কক্ষ করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ অপ্রিল। — কাকদ্বার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ পাঠক এই মাসের ৮ তারিখে অধ্যক্ষ মাণিক্যনাথ ওয়াং তাহার পর যেরূপে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান মোহন ক্রিমিনালের নিমিত্তে হাউজা জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ অপ্রিল। — ময়মনসিংহের অন্তর্গত জাহানপুরের একটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার বসু সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বসু সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বসু সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বসু সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ অপ্রিল। — সাঁওতাল সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোলদী উমদাদ হামিদ হুসেন খাঁর কক্ষ প্রকৃতির তারিখ অবধি সাঁওতালদের অন্তর্গত সাঁওতালদের মধ্যে লেখিত হইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আনন্দকুমার মল্লিকের নিকট যেরূপে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল। — ২২ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও মেশন জজ শ্রীযুত জে. এফ. ব্রৌন সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবরণ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল।]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

The 22nd April 1884.—In modification of the order of the 4th instant, **Mr. E. E. Lewis**, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

POLICE.—*The 10th April 1884.*—**Mr. R. W. Keown**, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

The 15th April 1884.—**Mr. H. Munro**, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

The 19th April 1884.—**Mr. E. B. Baker**, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th April 1884.*—**Syed Habibul Hossain** is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparun.

EDUCATION.—*The 17th April 1884.*—**Mr. G. A. Stack**, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

The 18th April 1884.—In modification of the order of the 19th January last, **Baboo Sib Ohandra Gui**, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, c.i.e., or until further orders.

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

ঐযুত জে. এক. ব্রোম সাহেব দুই লগুনতে ২৪ পরগনা ও হুগলীর একটির আডাল্যামল ও সেশন জজ ঐযুত জে. জি. চার্লস সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত জে. জি. চার্লস সাহেবের পরিবর্তে কক্সপুরের একটির ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ঐযুত জে. উইটমোর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডাল্যামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ব্রাহ্মকাৰ্যোগলক্ষে ঐযুত এক. জে. জি. কার্বেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হারডহার একটির আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত এচ. এক. বাথিউন সাহেব কক্সপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ব্রাহ্মকাৰ্যোগলক্ষে ঐযুত সি. ডব্লিউ. বোল্টন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত মানকুমের আশিফান্ট কমিশনার ঐযুত এচ. এচ. রিসলো সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু মনকুম বসুর দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দুইপ্রান্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু রাজনীকুমার দত্ত বরদমানিহ জিলার অন্তর্গত আশানপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

ফিন্যান্সাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মানাবর ঐযুত সি. পি. এল. মেকলে সাহেব যে তারিখে দুই প্রংশ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাস ডেইশ দিনের দুইটি পাইলেন ।

মানাবর ঐযুত সি. পি. এল. মেকলে সাহেবের দুইপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটির ছোট সেক্রেটারী ঐযুত ই. এন. বেকার সাহেব আপন কর্মভিত্তিক ফিন্যান্সাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত এক. এচ. হার্ডিং সাহেব, সি. এল. মিয়মিত দুই লইয়া ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আগ্রিল।—এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার ঐযুত ই. ই. লোইস সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই প্রংশ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাস দিন দিনের দুইটি পাইলেন ।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১০ আগ্রিল।—মজক.পুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আশিফান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত আর. ডব্লিউ. কেওন সাহেব সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অবধি ১০ তারিখ পর্যন্ত দুই লগুন হইলেন ।

পোলীসের আশিফান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত এচ. এস. শর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল।—ঐযুত বি. রাউল সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজক.পুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত এচ. মনরো সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আগ্রিল।—পোলীসের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর-জেনরল ঐযুত ই. বি. বেকার সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই প্রংশ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাসের দুইটি পাইলেন ।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল।—ঐযুত লৈরদ কবিবল হুসেন চান্দার জিলার অন্তর্গত মহিষারি (কেমেরিয়ার) আইন্ট সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৭ আগ্রিল।—দুই প্রান্ত পাটনা কলেজের অধ্যাপক ঐযুত জি. এ. জীক সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত এল. পি. শিরেন সাহেবের পরিবর্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর ঐযুত মোলবী আবদুল জাকার পাটন; জিলার স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৮ আগ্রিল।—গড় জাহুরারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । ঐযুত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র নায়রড, সি. আই. ইর দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সংস্কৃত কলেজের উপদেশক ঐযুত বাবু শিবচন্দ্র গুই. এম. এ. উক্ত কলেজের প্রিন্সিপালের আফিসের চলিত কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আগ্রিল ।]

PORT TRUST.—*The 15th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 14th April 1884.*—Assistant Surgeon Kally Das Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 5th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Maldah, of Baboo Bhoirubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 7th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Berhampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharada Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

The 12th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Bechhoom :—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L.		Baboo Hem Nath Das, B.L.
Baboo Nemye Chunder Saha		

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Shyama Das Mazoomdar.		Baboo Nabu Chunder Chatterjee.
-----------------------------	--	--------------------------------

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comilah Municipality :—

Baboo Mohini Mohun Furdson, B.L.		Baboo Hari Mohan Guha.
„ Shib Chunder Ach.		„ Raj Mohun Mittra.
Baboo Kalash Chunder Dutta, M.A., B.L.		

The 11th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Rajkrishna Ghosal		Munshi Radendran.
„ Mohendranath Ghosal.		Baboo Chunder Nath Bannerjee

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasanno Coomai Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry		Baboo Niharan Chandra Mittra.
„ Nim Narain Mittra.		„ Debnarain Dutta.

Baboo Eshan Chunder Dutta

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

পোর্ট ট্রাষ্ট বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।—জীযুত এফ, প্রেন্সেঞ্জ সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পক্ষ হইতে পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন ।

চিহ্নিত বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আনিষ্টোটে সর্জন জীযুত কালিদাস বসু যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন ।—মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজার মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জীযুত বাবু চন্দ্রনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন ।—বরকমপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন ।—ভাঙ্গারীবাগ জিলার অন্তর্গত চন্দ্রা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত গিউড়ি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন :—

জীযুত বাবু প্রবীন্দ্র ঘোষ, এম. এ. ও বি. এল. । জীযুত বাবু হেমনাথ দাস, বি. এল. ।

জীযুত বাবু নিমাইচন্দ্র শর্মা ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন :—

জীযুত বাবু বালাধাস মজুমদার ।

জীযুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কলিকাতা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন :—

জীযুত বাবু মোতিনোমোহন বসু, এল. ।

জীযুত বাবু হরিমোহন গুহ ।

.. .. শিবচন্দ্র আইচ ।

.. .. রাজমোহন মিত্র ।

জীযুত বাবু টেলার্স চন্দ্র দত্ত, এম. এ. ও বি. এল. ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—রাধি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের একটিং জাইন্টে ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এ. ডবলিউ, মেকাথ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর যে সাল ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন :—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন :—

জীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বোসাল ।

জীযুত মুনশী রফাউদ্দীন ।

.. .. মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল ।

.. .. বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাকইপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন :—

জীযুত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী ।

জীযুত বাবু নিবারণ চন্দ্র মিত্র ।

.. .. নিমনারায়ণ মিত্র ।

.. .. দেবনারায়ণ দত্ত ।

জীযুত বাবু কেশব চন্দ্র দত্ত ।

ভূগলী ও চুচুড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আশ্বিন ।]

ROAD CESS.—The 7th April 1884.—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police (*ex-officio*), vice Baboo Sital Chandra Saunyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, vice Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, vice Baboo Umes Chandra Majumdar, deceased.

The 9th April 1884.—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewau Branch Road Committee, in the district of Sarun.

The 11th April 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committee.

The 14th April 1884.—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeeppore Branch Road Committee, vice Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, vice Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 3.—The 9th April 1884.—Mr W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

No. 4.—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road [Government Gazette, 29th April 1884.]

পঞ্চম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাপ্রমোদী করীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দেব নখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. যু. বাবু শীলচন্দ্র সাধাল দ্বাবান্ডরে প্রেরিত হওয়াতে গোয়ালন্দেব ইনস্পেক্টর জি. যু. বাবু মহোদয় নখা পথ কমিটি (খীর পদোপলক্ষে)।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে জি. যু. বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত।

বাবু উৎকলচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে জি. যু. বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল।—পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের জলসেচন শাখার অ. ডি. টি. ই. প্রিন্সিপাল জি. এ. এ. সীফেন সাহেব খীর পদোপলক্ষে সাধাল জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দেব নখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল।—জি. যু. বাবু রাগচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—জি. যু. বাবু, বৌদ সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জি. যু. ই. টোনিউই সাহেব হাজিপুরের নখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি. যু. জে. স্টোন সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জি. যু. টি. এম. কোর্ন সাহেব সাধাল জিলার নখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৩ নম্বর।—১৮৮৩ সাল ৯ অপ্রিল।—জি. যু. ডবলিউ. ই. ওয়ার্ড সাহেব জি. যু. সি. জে. লারল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ অপ্রিলের পূর্বক্কে আসাম উপত্যকা ডিপার্টমেন্টের ৩ কমিশনারের কমিটির সভাপতি হইলেন।

৪ নম্বর।—জি. যু. এল. ই. ফের-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটি লাইন ১৮৮৩ সালের ১০ মার্চে ভারত-বর্ষ হইতে খীর গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ. বি. পী. এল.
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল।—জি. যু. টি. গিলারী সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে জি. যু. জে. আর. ডগলাস সাহেব এই মাদের ১ তারিখ অগাং ফলস-পাই-উ ও পুদী বন্দরের কর্তৃক অফিস এং ফলস-পাই-উয়ের কর্তৃক মূখ্য রটেগেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি. মাকডেনল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত মৃত্যু হওয়াতে জি. যু. লে. টেনেট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল উক্ত উ. বি. ধ. সন্মুখে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের আগ্রহার্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপনিধি মৃত্যু করা গেল।

ই, এল. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জি. যু. লে. টেনেট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রাপ্ত কমতাহুগারে কার্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল।]

Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification :—

Bye-laws.

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.
2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.
3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.
4. No person shall wilfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.
5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.
6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibgunge, and the towns of Doonka and Rajmehal, in the Sonthal Pergunnahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 134 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 10th April 1884.—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorsshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

সকল বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে বাঁকড়া জিলার সভাগত পথ কমিটির প্রণীত নিম্নলিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় কারবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপবিধি।

- ১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা উপবিধি খানিকটতে যাচী লইয়া বা ভাছাতে অসা বনিয়া কিছা ভাছাতে বেড়া দিয়া তাহার ক্ষতি করিবে না বা তাহা চাপিয়া লইবে না।
- ২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাঁধিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাঁধা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আন গবাদি তথায় বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছে লিয়া জবান চাইবে।
- ৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।
- ৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিছা কাটা রক্ষার্থে যে যে করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা ইচ্ছা পূর্বক নষ্ট বা তাহার ক্ষতি করিবে না। ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নিশ্চিত কোন স্তম্ভ বা বড়া সগাঠনা ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।
- ৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া বাসিতেছে দেখিলে জিলার পথহইতে যুক্তিসঙ্গত দূরে বাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপবিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ প্রকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত দেওন ও সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালি-
জীতে এবং ডুমকা ও রাঁচমহাল নগরে বঙ্গদেশ গোষ্ঠীতে টিকানান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫
আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জি.জি. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন
১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও তৎপ্রচলন সম্বন্ধে
কোন আপত্তি উপস্থিত নহা না যাওয়াতে জি.জি. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের
১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কায়া করিয়া নিম্ন ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি তাহা
প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারাই প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে;
অদীয়া মুন্সিপালি-জীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত
বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে জি.জি. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের
৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কায়া করিয়া এবং অদীয়া মুন্সিপালি-জীর সভাগত কমিশ্যনরদের অমু-
রোধক্রমে নিম্ন উক্ত মুন্সিপালি-জীর মধ্যে যে সকল গুরুগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয়
তাহা রেজিস্ট্রারী করিয়া উক্ত আইনের ১৩৪ ধারার নিশ্চিত ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায়
হইবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুন্সিপালি-জীর কমিশ্যনরদের
দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অশ্বাশ্বা জন্তুর
উপর উক্ত আইনের ১২০ ধারামতে টাঁগ ধাওয়া হইবার অনুমতিসূত্রে জি.জি. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের
অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের
প্রথম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত মুন্সিপালি-জীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার
[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

objection has been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th April 1884.—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijni, Sheni and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of Goora, Nuhoojer, Talbana and of the said municipality, so as to withdraw the villages Pooranahat, named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

The revised boundaries of the municipality will be as follows:—

On the north the Labhanga Beel, the khal that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khal that passes from the Kadrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Babi's tank and that portion of the road called the Mujlish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujlish Sahib's Dighi, Modlapara, Ayma, Lakhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokar, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat; and on the west Pooranahat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbana and Goora.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণতঃ অবগত্যর্থঃ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া তিনি উক্ত কমিশনারদের কর্তৃক উক্ত আইনের তৃতীয় ডকুমেন্টের নিবন্ধ হারের অনধিক হারে গাড়ী, বোড়া ও অন্যান্য অন্তর উৎস টালি বারী হইবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল।—সাধারণতঃ অবগত্যর্থঃ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখের বিজ্ঞাপন গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কএক খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাট করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ২৩ বের বিজ্ঞাপনের যে অংশ বিজলী, শেনী ও রংলী নদীর খেয়াঘাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ রহিত করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল।—সাধারণতঃ অবগত্যর্থঃ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কালনা মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে কালনা মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনারদের অনুরোধক্রমে এবং জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপ্রচলন চইতে পার্থক্যনিখিত কএক প্রায় ভাগ করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটির সীমা সংশোধন কারবার কল্পনা করিয়াছেন।

উক্ত মুনিসিপালিটির সংশোধিত সীমা এইরূপ হইবে,—

উত্তর সীমা লাতাজা দিল, উক্ত দিলহইতে নীলকুঠীর উত্তরদিয়া পূর্বমুখে যে খাল যায় তাহা, এবং কমরার দিলহইতে তাগিরখী পয্যন্ত যে খাল যায় তাহা ও তাগিরখী, পূর্ব সীমা তাগিরখী, কবর-স্থান ও মিশন হোসের পূর্বদিক দিয়া ও তদন বিধির পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক দিয়া যে পথ যায় তাহা এবং মজলিশ সাহেবের দাখীর পথ নামক পথের যে অংশ উপযুক্ত পথের সহিত সংযোগ স্থান হইতে দক্ষিণমুখে যায় সেই অংশ। দক্ষিণ সীমা মজলিশ সাহেবের দাখী, বোজাপাড়া, আরমা, লক্ষ্মণ-পাড়া, জিউধারা, বাকটপাড়া মধুবন, আমলাপুকুর, বড় মিত্রপাড়া, ছোট মিত্রপাড়া ও বোস্‌নার দক্ষিণ সীমার এবং আরামাচপুত্র, জিউধারা, লক্ষ্মণপুত্র, সর্বমঙ্গলা, রামেশ্বরপুর, কোলডাঙ্গা, ধর্মডাঙ্গা, বীরপুর, বজপাড়া ও পটী খোয়াটে উত্তর সীমার মধ্যে ঢাকা রেখা, এবং পশ্চিম সীমা পুরানহাট ও মহকুমা কর্তৃপক্ষের বাসস্থানের পশ্চিমদিয়া দক্ষিণমুখে যে গলি পথ যায় তাহা ও ভালবলা ও গুরাগ্রাম।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আগ্রিল।—মার্জিলিজ জিলার যে অংশ তিষ্ঠা নদীর পশ্চিমদিকে আছে সেই অংশে ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যত্ন রেজিষ্টারী করিতে হইবে এই আদেশক্রমে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি প্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন গত আশুয়ারি মাসের ৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণতঃ অবগত্যর্থঃ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্যকরিতা তিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি উক্ত আইনমতে উপরোক্ত স্থানে যত্ন রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা করিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 19th April 1884.—The Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, *viz.* for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, chakla Muttuaree, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulatgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekantha Doss and the land belonging to Behary Lail Datta; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lail Datta; and on the south by the lands of Joykally Chowdhurantee, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The 22nd April 1884.

To—Calcutta.

From—Bombay.

To—Bengal.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassein. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

विष्णुपञ्चमं ।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পাবনা মুন্সিপালিটীর মধ্যে চারিটাকার যে সকল গাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশনারদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১২২ ধারামতে টোল আদায় করিবার আদেশদ্বারা জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আতিশ্রয় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পাবনা মুন্সিপালিটীর মধ্যে চারিটাকার গাড়ীর উপর উক্ত আইনের তৃতীয় ভাগসালের নির্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টোল ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

विष्णुगण ।

১৮৪৪ সাল ১২ আশ্বিন। - খণ্ডের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একমেকটিব ইঞ্জিনিয়ার ও আদি-
 ক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রণার গোণচক্রের খালের কর্তৃপক্ষেরা ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নিষিদ্ধ
 কার্যপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেটমাগা বা খালের রেট আদায়
 করণ সাক্ষ্য গ্রাহ্যের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিষিদ্ধে শ্রীযুত লেফটেনেন্ট
 গবর্নর সাহেব ১৮১২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

दिङ्मागन ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—সংসদেবর অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কদলগাওঁর পৌরসংস্থা নবাবগঞ্জে উঠিয়া গিয়াছে ও উক্ত থানা এই অবস্থি নবাবগঞ্জ থানা নামে খ্যাত হইবে।

এ, পি, বাকডমেন,

স্বজাভাৱে গৱৰ্ণমেণ্টেৰ একটিং সেক্ৰেটৰী।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৪৪ সাল ২২ জুলাই। — রাজকীয় কাগজের নিমিত্তে অর্থাৎ নলীয়া জিলার অন্তর্গত মাটিয়ারি চাকলার উৎখা পরগনার দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমানা মধ্যে হুগো গ্রামের লোকদের দাবী কার্যার্থে পুষ্কারণী খসদ করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কত্‌ক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বর্তমানের জীবুত পোর্টেমেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এইরূপ প্রকাশ করিয়াছে এতদ্বারা এই মর্মে দাখল দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কাগজের নিমিত্তে উক্ত দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রাম কতিপয় স্থানসিদ্ধ ১০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব সীমা জাকসু দাসের বাড়ি ও হারীলাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা ইলাতি চক্রবর্তীর ও বৈকুণ্ঠ লাহার বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু নরচন্দ্র পাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জরকালী চৌধুরাণী, বাবু শ্যামচন্দ্র লাহা ও বাবু নরচন্দ্র পাল চৌধুরীর জমী।

ইতোই যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৯৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, শি, বাকডনেল,

বঙ্গদেশের গমসম্পত্তির একটি সেক্টর।

૧૯૯૪ માં ૨૨ આશ્રિત ।

বঙ্গদেশে,
ফলিকাতায় ।

বোম্বাই

সাধারণ সেক্রেଟାରୀ ମାହେବେର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ।

কলিকাতা ও বাসিন্দা হইতে যে সকল জাহাজ যান, তার ওষ্যের গবর্ণমেন্ট এমনই সেই সকল জাহাজের
বিক্রেয় B টিফিন্ড কারাটাইন বিধ প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডেনল,

বঙ্গদেশের সর্বমুখের একটি সেক্রেটারী।

[গদ্যশ্রুতি গেট। ২৮৮৫। ২৯ আশ্রিত।]

(233)

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1906 A.

The 11th April 1884.—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furreedpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be ~~Sent~~ **Sub** Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that ~~munsifi~~ **munsifi**, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furreedpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chander Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furreedpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

The 16th April 1884.—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district :—

Baboo Umesh Chunder Ghose.

| Baboo Mohesh Chunder Banerjee.

Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Mahima Chunder Banerjee.

| Baboo Jagabandhu Bhadra.

„ Basanto Kumar Roy Chowdhari.

„ Brojo Prosoud Bose.

The 17th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

ERRATUM.—**The 14th April 1884.**—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, for “Julpigoree” read “Dinagapore.”

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—**The 16th April 1884.**—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 19th April 1884.—Baboo Moti Lall Haldar, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. PRACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

কৃষিক্ষেত্র ভিণ্ডাটমেন্ট ।

১৯৬৬ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন ।—যেদিনীপুরের দ্বিতীয় সভ্যসভায় জজ জীবুত বাবু কেশবলাল বসু-
নার কিরকালের নিমিত্তে করীমপুরে প্রেরিত হইলেন ।

জীবুত বাবু দিনাদবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়,
তাহার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু নীলমণি নাগ সেই জোড়ীর খাজানার মোক-
দমা বিচার করণার্থ মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের
বিচার্য্য ৫০ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের কক্ষ পাঠিলেন ।

জীবুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঞ্জা না হয়,
জীবুত বাবু যুগল কিশোর দে, বি, এ, ও বি, এল, ঢাকা জিলার মুনসেফের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইয়া
সামান্যতঃ মানিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন ।

জীবুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে করীমপুর জিলার অন্তর্গত
তাহার দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু ভূসনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তাহার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট
আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের
কক্ষ পাঠিলেন ।

রাজকাঠোপালকে জীবুত বাবু ভূসনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য
আঞ্জা না হয়, জীবুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন করীমপুর জিলার মুনসেফের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইয়া সা-
মান্যতঃ তাহার অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—উদ্ভিষা খণ্ডের কমিশনার সাহেবের স্বীয় একটি আসিস্ট্যান্ট ও
কটকের পেশকশী মহালের লুপরিটেণ্ডেন্ট সাহেবের আসিস্ট্যান্ট জীবুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কক্ষ করিতে থাকিবেন ।

কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম শ্রেণীর মাজি-
স্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোর জিলার সদর বেঞ্চের স্বতন্ত্র অট্টালিক মাজিস্ট্রেটের পদ ভাগ
করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।—

জীবুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ । জীবুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
জীবুত বাবু রঘুভদ্র ঘোষ নৌদুড়ী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত বেঞ্চ অট্টালিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠিলেন ।—

জীবুত বাবু মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । জীবুত বাবু জগদকু ভট্ট ।
" " বসন্তকুমার রায় চৌধুরী । " " ব্রজপ্রসাদ বসু ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জীবুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে তাহড়া জিলার সদর বেঞ্চের অট্টালিক
মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদ ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ
করিলেন ।

অশুদ্ধশোধন ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—দারিলিঙ্গের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত বাবু বগলাপ্রসাদ মজুমদারকে জলপাইগুড়ি জিলার মুনসেফের পদেও নিযুক্ত
করণ বিষয়ক গত আশুয়ারি মাসের ৮ তারিখে যে আঞ্জা ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাজালা গবর্নমেন্ট
গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “ জলপাইগুড়ি ” শব্দের পরিবর্তে “ দিনাজপুর ” পাঠ করিতে
হইবে ।

মুনসেফের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—যশোরের তৃতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু যদুনাথ
ঘোষ, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের
১৩৪ ধারায় ভেদ দিবার ছুটি পাঠিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু
মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন
তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বার দিবার
ছুটি পাঠিলেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আশ্বিন ।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL,

The 21st April 1884.

No. 169.—Leave.—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

No. 170.—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

IRRIGATION.

The 21st April 1884.

No. 171.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7.42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 172.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonce, Bakra Budderpore, Tetoolkoolee, Pakooria, Khalia, Konah, Nalooah, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,450 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

No. 173.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kaibad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 4½ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১১১ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর তাংসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তাৎক্ষণিক নিম্নলিখিত কার্যাবলির ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অন্তরগ্রহণ ছুটী পাইলেন।

১৭০ নম্বর।—এই কার্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৩ নং নিষ্পত্তিপ্রতিপত্তি জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেব এই মাসের ২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি দ্বিতীয় স্টেট রেলওয়ের মাসেবারের ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

অলসেচন বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইদর্শী পরগনার গোবরিশা গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের জন্য নির্গত হইবার প্রধান নানা করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরিশা গ্রামে কতিপয় ন্যূনতম ৭.৪২ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইদর্শী পরগনার মাধু, বাঁকুড়া, মুলতানপুর, উমশুনি, বাঁকা বদরপুর, ডেতুলকুলী, পাকুনিয়া, খালিয়া, কোনা, মালুয়া। চন্দ্রালী ও ভরপুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের প্রধান জলনালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে হুগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ন্যূনতম ২ মাইল ২.৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, মীল, মেকর, এম. এল, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে সীমা-বদ্ধ আলিপুর কোল কোম্পানির কর্তৃত্বস্থ পাণ্ডুরিয়া কয়লার খনি পর্যন্ত লাক্ষা রেলপথ করিবার জন্য উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনতম ৭৬/৪১১/৪০ টাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রিভর, কর্ণেল, জার, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

The 22nd April 1884.

No. 174.—Leave.—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.

Mr. C. A. White.

„ E. J. Alexander.

„ B. K. Finnimore.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 22nd April 1884.

No. 177.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 12 dhoores of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoar, is required within the foresaid village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Mayor, M.S.C.,*

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

১৭৪ নম্বর।—ছুটী।—দ্বিতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জি. ডবলিউ, এচ, বাইটিঙ্গেল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মে ১৭৮ নং বিজ্ঞাপনমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে ছুটি মাসের ছুটী দিয়েছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় জেণীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারেরা ১৮৮৪ সালের ৭ আশ্বিনের পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১৭ ধারার নিদিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

জি. ডবলিউ, এচ, সাহেব।

জি. ডবলিউ, এচ, সাহেব।

ই. জে. আলেকজান্ডার সাহেব।

বি. কে. ফিনিয়ের সাহেব।

স্থানীয় বর্জাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্ণার নিমিত্ত অর্পিত ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁও পরগনার কশরা কাহালগাঁও গ্রামে পথকরের ইনস্পেকশন বাজল; ঘর করিবার জন্য রাজকীয় অর্পণমতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ, এচ, সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই রাজকীয় কার্ণার নিমিত্ত উক্ত কশরা কাহালগাঁও গ্রামে ক্রটিমতে হ্রাসার্থিক ১/১ কাঠ ১২ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাহালগাঁও অবধি বড়হাট পর্যন্ত পথকর কমিটির ১২ নং পথ, পূর্ব সীমা মৃত বাবু রাখাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নদী, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাখাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নদী, এবং পশ্চিম সীমা ইন্ডিয়ান রেলওয়ের হাটের প্রাচীর ও দমন টাকুরের জমি।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাঁহাবিধিকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটি সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের আগিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ক বৃষ্টি সম্ভাব

৮০ জোয়ার সেরের হিসাবে

বিলা।	গর।		ঘর।		ভাল চাউল।		সামান্য চাউল।		কয় ও বাজরা।		চোলম ও কোয়ার।	
	এই সপ্তাহের হিটন	উচ্চর পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গাঃ বঃ সপ্তাহের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	উচ্চর পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গাঃ বঃ সপ্তাহের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	উচ্চর পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গাঃ বঃ সপ্তাহের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	উচ্চর পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গাঃ বঃ সপ্তাহের এই সপ্তাহের হিটন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জেলা।

	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
১. বঙ্গমহি ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২. বাকি ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৩. বীরভূম ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪. মেদিনীপুর ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৫. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬. চান্দা ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

মধ্যস্থলের জেলা।

	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
১. কলিকাতা ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২. বঙ্গবন্দ ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৩. বনৌরী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪. বুঙ্গা ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৫. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬. চান্দা ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৭. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১০. চান্দা ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১১. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১২. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৩. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৪. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৫. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৬. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৭. বঙ্গালী ...	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮।০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

ক। বঙ্গবন্দ লবণের পুজুর দর টাকায় ২০০—কালিয়ায় ১৪ সের, কাউণ্ডায় ১০ সের।

খ। বিষ্ণুপুর মধ্যস্থায় লবণের পুজুর দর টাকায় ১০০০।

গ। মঙ্গল লবণের পুজুর দর টাকায় ১০০ সের, অর্থাৎ ১০০ সের গায়ায়।

ঘ। বঙ্গবন্দ লবণের পুজুর দর টাকায় ২০০—মালি ১৪ সের, এতৎ কাউন্ডে ১০ সের।

ঙ। ঐ ৭ —ঐয়পুরে ১০ সের, জাখানাবাদে ১০ সের।

চ। ঐ ৭ —বারান্দে ১০ সের, বনৌরিতে ১০ সের, কল্যাণীতে ১০ সের ও বাগাকপুরে ১০ সের।

ছ। ঐ ৭ —কুষ্টিয়ায় ১০ সের, বেতেরপুরে ১০ সের, চুয়াডাঙ্গায় ১০ সের এবং রাণাবাটে ১০ সের।

অবধি তুল্লাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার মত পাওয়া যায়।

৪০ সেরের মণের
থোকে বিক্রয়ের দর।

বাগী এ বাড়ির ও চাষ।			অবধি।			চোলা।			জালানি কাঠ।			লবণ			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের দিউন			এই সপ্তাহের দিউন			এই সপ্তাহের দিউন			এই সপ্তাহের দিউন			এই সপ্তাহের দিউন			এই সপ্তাহের দিউন			
ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	
...	
...	বর্ধমান।	
...	বিক্রয়।	
...	বীরভূম।	
...	মেদিনীপুর	
...	হুগলী।	
...	হারভা।	
মহাশিল্পের জিলা।																		
...	কলিকাতা।	
...	১৪-পল্লবগা।	
...	বলীয়া।	
...	খুলনা।	
...	মণিষা।	
...	মুন্সিগাঁও।	
...	নিমাইপুর	
...	রাঙ্গামাটি।	
...	রঙ্গপুর।	
...	বগুড়া।	
...	পাবনা।	
...	নাঙ্গালিঙ্গ	
...	জলপাইগুড়ি	

- চ। মাটিকোণার ও বাগীরকাট মজুতায় লবণের খুজরা দর বাজার ১২ সের।
 জ। মজুতায় লবণের খুজরা দর বাজার ১২ সের—নিম্নলিখিত, বাগীর, ও মজুতায় ১২ সের এবং বনগীরে ১২ সের।
 ঙ। এ। লালিগাট ১২ সের ও কালিগাট ১২ সের।
 ক। মাটিকোণার ও বাগীরকাট মজুতায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ঞ। মজুতায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—বিলকামাতিতে ১২ সের কুড়িয়ামে ১২ সের ও গাইবান্ধায় ১২ সের।
 ট। শোণাঞ্চল—লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ঠ। কুর্শিয়াজে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের এবং শিলিগুড়িতে ১০ সের।
 ড। ফালিগাটের লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

১০ ভোলায় সেরের হিসাবে

ক্রমিক নং।	জিলা।	১০ ভোলায় সেরের হিসাবে															
		গম।	মস।	ডাল চাউ -	সামান্য মাস।	কচু ও মাজরা।	চোলম ও জোরার।										
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

ক্রমিক নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাঁকা ...	১১	১২	১৪	১৮	১৬	১৪	১০	১০	১৩	১৪	১৫	১২
১৯	করীমপুর ...	১১	১৩	১৪	১০	১৫	১৭	১৪	১৪	১২	১৫	১৫	১৩
২০	বাকরগঞ্জ	১৫	১৫	১০	১৮	১০	১৩
২১	ময়মনসিংহ ...	১০	১০	১২	১২/১০	১২	১৬	১৫	১৪	১১
২২	চট্টগ্রাম ...	১২	১২	১২	১০	১০	১৪	১৭	১৭	১১
২৩	বগুড়া	১৬	১৬	১৩	১৮	১৮	১১
২৪	জিপুরা ...	১৪	১০	১২	১৫	১৪	১১	১৬	১৭	১৬
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব- দিকস্থ জিলায় জিপুরা পর্যন্ত	১০	১০	১৬	১৬	১৬	১৭

বেহার।

ক্রমিক নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১২	১২	১৭	১৪	১৫	১২	১৫	১২	১৪	১৪	১৫	১২
২৭	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১৪	১৭
২৮	সামান্য ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৯	দারভাঙ্গা ...	১৬	১৬	১৫	১৭	১৩	১৩	১৬	১৬	১৬	১৬
৩০	মুন্সীগঞ্জ ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩১	মুন্সীগঞ্জ ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ...	১৬	১৬	১৬	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩৩	মুন্সীগঞ্জ ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩৪	মুন্সীগঞ্জ ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭

- ৮। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১১১/৬ সের ও সারানগঞ্জে ১৩ সের।
 ৭। গোয়ালন্দ ও মানসিংগপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
 ৬। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—পটুয়াখালিতে ১০১/৬ সের, পিরোজপুরে ১১ সের, ও ভোলায় ১০ সের।
 ৫। ... —কিশোরগঞ্জে ১১১/৬ সের, আটমার ১২ সের, আমালপুরে ১১ সের,
 ৪। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
 ৩। মুন্সীগঞ্জ লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।
 ২। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২০ সের ও চাঁদপুরে ১২১ সের।

টাকার বড় পাওর। যার।

৪০ সেরের অণের
খোঁক বিক্রয়ের দর।

[illegible]

शुक्लपितृभ्यः ॥

[illegible]

যেহাও ।

...	118	118	12	118	118	12	210	210	210	10	101	101	240	240	09	পটিয়া।
...	118	118	12	810	810	810	15	15	2	210	210	210	গড়া।
...	118	118	...	118	118	12	07	07	0710	12	12	12	070	070	070	শাহাবাদ।
11211	1040	500	1040	1040	18	1041	110	1101	810	810	810	12	12	15	020	020	010	হারভড়া।
...	110	110	50	110	12	112	010	010	010	12	12	12	020	010	010	মজলপুর।
118	118	50	110	110	65	10	101	10	810	810	810	15	15	15	010	010	010	সরিণ।
...	112	112	55	10	112	112	1511	1511	15	010	010	010	চাম্পারুণ।
...	110	110	1010	110	110	110	070	070	070	1210	100	120	24010	2400	0208	মুন্সের।
...	100	100	1010	110	110	110	0201	0201	0201	1210	210	210	...	09	09	ভাগলপুর।

প। মহাকুমায় লবণের খুজরা পত্র টাকায় এইর—বাজার ও মাণীদায়ে ১৥ সের এবং ভদ্রায় ১২ সের।

ফ। ঐ ঐ ১- তাজপুরে। ২।। মেঘ ও মধুদনীতে। ২। সের।

ব। সীতামণীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ মের।

৬। গোপালগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

১। স্বাক্ষরমূলক লবণের খুঁজরা দর টাঁণায় ১০ সের অবধি। ২। সের পয়াল।

৪। অমৃত মহাকুমাৰ লখনৱৰ খুজিয়া দা টাকায় ১২ সেৱ।

খ১। মহাকুমার লবণের খুজরা দশ টাকায় এই২।—বাঁকা ১২ সের, মন্ধেপুরায় ১০ সের এবং সুপৌন্নে ১১ সের।

৮০ জালাল সেবের হিসাবে

বন্দর	জিলা।	গণ।			ঘর।			ডাল চাউল			শাখাখ্য চাউল			কবু ও বাজরা।			চোলখ ও জোয়ার		
		এই সজ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাভের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাভের রিটর্ন	এই সজ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাভের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাভের রিটর্ন	এই সজ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাভের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাভের রিটর্ন	এই সজ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাভের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাভের রিটর্ন	এই সজ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাভের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাভের রিটর্ন	এই সজ্জাভের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাভের রিটর্ন	গড় বৎসরের এই সজ্জাভের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৩৫	পুরনিয়া ..	৮	১৭	৮	১০	১০	৭	১৫	১৪	৮
৩৬	বালমহ ..	১২	১১	৮	...	১১	...	১১	১২	১৫	১৩	৮	৮
৩৭	সীতভান পর- গমা।	৮	১৬	১৪	১২	১৪	১৬	১৬	৭	১২

উড়িষ্যা।

		১২১/৮	১৮৭	১৫৭	১০৭	১০৭	১৭/০	১২/৮	১৮৭	১১১
৩৮	কটক	১২১/৮	১৮৭	১৫৭	১০৭	১০৭	১৭/০	১২/৮	১৮৭	১১১
৩৯	পুরী ...	১৪১/৮	১৫৭	১০৭	১৫৭	১৫৭	১১১/৮	১১/৮	১২/৮	১১১
৪০	বালেশ্বর ...	৮	১৫	১৪	১১	১০	...	৮	৮	৮	১১	১১১	১১

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমীয়াগুলের একে-টী।

		৪৫	১৫	৮	১৬	...	১৪	১০	১০	১০	১৫	১৭
৪১	ভাজারীবাগ...	৪৫	১৫	৮	১৬	...	১৪	১০	১০	১০	১৫	১৭
৪২	লোখাডগা ...	১৬	৫	৮	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১০	৮	৮	১১১
৪৩	সিংহভূম ...	৮	১৬	১৪	১৪	১৪	১২	১০	১০	১২	১৪	১৪	১২
৪৪	মাম্বুয় ...	১৪	১৪	১৬	১৬	১৪	১০	১৬	১৬	৮	১১	১১	১৭

* বঙ্গদেশে সীমানা; চ. উল্লের খুজরা দর ট. কায় ১১১৭ সের অরসি ১০৫৮ সের পয়ায্য।

ঘর ১। মধুকুমার লবণের খুজরা দর ট. কায় ৪৫২।—কুমার ১০ সের অরসি ১০৫৮ সের পয়ায্য অরসি ১২ সের।
ঘর ২। রাজমহল ও গদায় লবণের খুজরা দর ট. কায় ১২ সের।

কলিকাতা।

১৮৮৪ সাল, ২২ জুলাই।

৬৩(১) বহু অংশে
খোঁচা নিকা বহু দল।

[illegible]

खिन्न ॥

ਭੈਰਵ ॥ १ ॥

ছোট নাগপুর ।

দক্ষিণ-পশ্চিম(প্রা)মের প্রভেদ ।

[illegible]

য৪। ভাস্কর্য্য হইল কুমারী দেবীর গুহাগ্রস্ত হইতে উদ্ধার।

যা। চাক্রিক সন্দেহের খুঁজরা মর তাকায়। সে মের ও থাকা দাঁড়ায়। সে মের।

১৬। বৃহত্তথপুত্রে গদগের স্থানটির টাকায় ১২ পের ও বড়দাঙ্গার ১০ সেত।

সাধারণের অবগতির্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার.

বঙ্গদেশের গদ্যমেত্রে একটি মৌলিক নীতি ।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের অপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	৪০ সেরের														
		গজ			ঘর			ভাল চাউল			মধ্যম চাউল			কম ও বাজরা		
		এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন
১	কলিকাতা ...	২ ১০	২ ৫০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	১ ৫০	৩	৩	১৫	৩	৩	২ ১০	২ ৫০	২ ৫০	...
২	শেরাজগঞ্জ ...	২ ১০	১ ৫০	২	৪ ১০	৪ ১০	৪	২ ১১	২ ১০ ৫	২ ৫
৩	চাঁকা ...	২ ১০	২ ৫০	২ ৫০	২ ১০	২ ১০	১ ১০	৩	৩	২ ১০ ৫	২ ৫০	২ ১০ ৫	১ ৫০
৪	মারাজগঞ্জ	২ ৫০	২	১ ১০	২ ১০ ৫	১ ৫০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩ ১০	৩ ১০	৩	৩	৩	২ ৫০	২ ১০	২ ১০	২
৬	পাটখালী ..	১ ১০	১ ১০ ৫	২ ৫০	১ ১০	১ ১০	১ ৫০	৩	৩	২ ১০ ৫	২ ১০ ৫	২ ১০ ৫	২
৭	বালেশ্বর ..	২	২ ১০	২ ৫০	৩	২ ৫	২ ১০	২ ১০ ৫	১ ৫০	১ ৫০	১ ১০
৮	পুরী	১ ১০ ৫	১ ১০ ৫	১ ১০ ৫	১ ১০
৯	কটক ..	১ ৫০	২	৩	৩	৩	২ ৫০	১ ৫০	২	১ ১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২২ অপ্রিল।

কুই সঞ্জাহ অবধি তুল্লাদি খাদ্যব্রহ্ম ও আলাদি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার হয় ।

যথেষ্ট নয় ।

চৌসখ ও জোয়ার ।			রানী বা বাড়ওয়া ও চৌবা ।			অমের ।			ছোলা ।			আলাদি কাঠ ।			লবণ ।			বন্দর ।
এই সঞ্জাহের বিটর্ণ			এই সঞ্জাহের বিটর্ণ			এই সঞ্জাহের বিটর্ণ			এই সঞ্জাহের বিটর্ণ			এই সঞ্জাহের বিটর্ণ			এই সঞ্জাহের বিটর্ণ			
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা		
২১	২১	১১৭	২১	২১	১৫০	২০০	২০০	২১	১০৩	১০৩	১০৩	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা ।
...	২১০	২৫০	১৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	শেরাজগঞ্জ ।
...	২০০	২১০	২১০	১০০	১০০	১০৩	৩৫০	৩৫০	২৫০	চাঁকা ।
...	২১০	২১০	২১	১০০	১০০	১০০	৩৫০	৩৫০	২৫০	সারাকান্ধা ।
...	৩৫০	৩৫০	২১০	৪৫০	৩৫০	৪৫০	চট্টগ্রাম ।
...	১১০০	১১০০	১০০	১১০	১১০০	১১০০	১০০	১০০	১০০	২৫০	২৫০	৩৫০	পাটবা ।
...	২৫০	২৫০	৩১০	১০	১০	১০৪	৩১০	৩৫০	৩৫০	বালেশ্বর ।
...	২১০০	২১০০	২১০০	পুন্ডি ।
...	...	৩১০০/৩১০০	২১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	২৫০	২৫০	...	কটক ।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল ।

ট, এন কে.বি.
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একাউন্ট সেক্রেটারী ।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরণ ইচ্ছাচার।

খিলি চট্টগ্রাম।—ইচ্ছাচারনামা কাছার কালেক্টরি।

ইচ্ছাচার সংঘাত দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ দ্বারা মর্শ্বকর্তার নিষেধ লিখিত ভূমিকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মর্শ্বকর্তার পক্ষীয় পক্ষীয় ও বেডজেট ও পাবলিক ওয়ার্ক হেজ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ২ জুন মোতা দক ১২৯১ বাজান ২৮ টেক্সট রোজ মোমবার জল চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বৈদ্য এক শা নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাছারী সর্বভিৎসনের এলাকাগিনি।

ভুক্তির নম্বর।	ভালুকের নাম।	মানিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	বস্তব্য
			বাকী	হেজ	বাকী	হেজ		
২০১ ২০২	মোঃ ইননী খানে টেকনাফ ভালুক নছরত আলি চৌঃ খোন	...	৮২৭।০	২০৭৬	৪৩৮।৬	০	৪৮১।৬	সম্পূর্ণ ভালুক নিলাম হইবে।
৪০ ১০৬১	মোঃ টেকনাফ খানে টেকনাফ তাঃ জিদভী খাউ চৌঃ খোন	...	১২১৭৭	৭২/০	৬১৩৭	২৬/৬	৬৩৯।৬	ঐ
১৭১ ১০৮	মোঃ রাজারুল খানে রাজু ভালুক সেরদস্ত খাঁ ... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ	...	১১০১।৬	১৫৮/১	৩০৩।৬	৪৪/৬	৩৪৭।৬	ঐ
২০৪ ৪১৯	মোঃ মিরাজুরি খানে রাজু ইচ্ছাচার জিঃ ভীমভী নতিকা নিঃ জাহান আলি খাঁ।	...	১১৮৩।০	১১০/৬	৪২০৭	৩৭।৬	৪১৭।৬	ঐ
২২৯ ২০৬	মোঃ বারপাকিয়া খানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইস্রাক ... নঃ দেওয়ান আলি সদর।	...	৬৮৭।০	২২৭৬/১	৪৩০৭	১২৬।১	৬২৬।১	ঐ
৩৩৫ ১৫৬০	মোঃ পোজা খানে চকরিয়া ভালুক ফজল আলি ... খোঃ	...	২৫১২৭	১০৯।৬	২০৪২৭	৭২৬/১	২১১৪৬।০	ঐ

C. A. SAMUELLS, Offg. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থর্তী নিম্নলিখিত মহাল ৭কল ১৮৬৪ সালের ১২ জারুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাকা দায় নিমিত্ত ১৮৬৪ সাল ২১ নং মোহ ১০২১ সালের ৯ টোকা বৃদ্ধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে করা যাইবে। ইতি ১৮৬৮ - ১ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ুৎ।
২৬ নং	৭৫ নশিরজীয়াল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৫৫	৮২২৫৬৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দী (১৮৭) কান্দী হিসাব।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৫৫০	০	০
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দী হিসাব (১০০)৫৫। তিল। তপে দেওয়া মহাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৫০	০	০
১১০ নং	৩৫ নেওয়াজ আলী হিসাব ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব। এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামগুন গয়রহ ৩০ মোজার ১০ আনা হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ। যে. গেলচন্দ্র চক্রবর্তী ...	১২৭১৫০ ৩৪১৫৬৩	৪২৫৬ ০	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ এ ...	প্রসন্নকান্ত চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬৩	০	০
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬৩	০	০
	এ এ এ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬৩	০	০
	তপে হাজরাতি।				
১১২ নং	পাএন্দাংগ হিসাব ৫৬৫। - কান্দী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি। এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাট্টাভাঙ্গা ১০ আনা নগর হারাদির ১০১৩ গণ্ডা।	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ। কমলকিশোর আচার্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	১৩৩৩৫০ ২২৫১৫০	১২১/৮ ০	একমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ চাকলে পাট্টাভাঙ্গা ১০৫ গণ্ডা ও নগর হারাদির ১০৯ গণ্ডা ও বীন ২২৩৩৩ ৫৫০ আনা। তপে মোহনা দরজিবাড়ির মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাতি।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী .. ছৈয়দ আব্দুল্লাহ আধাসপনে জামিনা আকর খাচুন।	১৬৩৫০ ৭৩৫৬০	০ ১২১/০	০ মঙ্গুর্ণ মঙ্গল নিলাম হই- বেক।
২১২২ নং	৩৫ কুজরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৫/৫	০	০
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৫১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসগা ..	২৫০৫/০	৪৫১০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪১/৭	০	০

কর্ম কেন্দ্রিক।	স্বায়ং শাসন।	স্বায়ং শাসিত।	সদর জমা।	বাড়ী।	টেকিয়াং।
--------------------	---------------	----------------	----------	--------	-----------

বিভিন্ন শ্রেণীর মহাল।

ক্রমিক নং	উপে বণ্ডাওয়ান। ১৪ চারিপাড়। স্বর্ণপুর ওরফে কাঁচারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৪৭৫১০ পাই	১১১৮০	সম্পূর্ণ মহাল মিলান মহ- বেক।
৫০৮৫ নং	৩৫ ময়মনসিংহ বীল ছলজী ...	রাজা হরিশচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০১৮০	
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশাহী ১৪ তেলুয়ায়ারি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	
৫২৪৯ নং	পবননে পুখরিয়া চরণাবলরা।	রামশখী দেবী চৌধুরানী পতির নাম দুর্গা প্রসাদ শর্মা ও ১৩৭৭৭৭ শরতসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৬০ মালিকানা ১৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৫৭৭	

G. E. MANISTY.

Offg. Collector.

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 25th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at N. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorsheidabad district.

A. SMITH,

Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 14, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত ঋণশাসক সিন্ধুকোনা ।

উৎস কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি বর্গদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড কর্ত্ত করিলে গিল্লিমিড মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা ।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০.০ টাকা ।

এই ঋণ কলিকাতার প্রথম প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঋণ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমানুল দিতে কষ্টবে ।

ঋণশাসক দানাবাক্স সিন্ধুকোনা ।

লান সিন্ধুকোনা ছাপ হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হু-ম ও উৎকৃষ্টতর ঋণ । যাহার দান্য বাক্সে নী, এরূপ সাধারণ ঋণশাসক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইচ্ছা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড কর্ত্ত করিলে যে কে ন ব্যক্তি বর্গদ মূল্যে দিয়া ২৪.০ টাকায় এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে বর্গদ মূল্যে এবং প্রথম প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঋণ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২.০ টাকায় এক পাউণ্ড হিাবে এই ঋণ পাঠিতে পারিবেন । ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মানুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

১০. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtoleh Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burawan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 6 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাজার সেক্রেটারিয়ার্টে যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও জিজ্ঞাস্তার বজসেশের সিবিল সার্কলে মিয়ুক্ত বজমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রে-ট-কমিশানের সেশন, ইনর টেম্পলের ঐযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাবেবের প্রণীত বজসেশের ঐযুক্ত সেক্রেটারি গবর্নর সাহেবের শাসনামলীন এসেশের ভূমিবিচারী ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা ।

এক বাক্স পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক কর্ত্ত করিতে চাহিলে বাজাল সেক্রেটারিয়ার্টের আকৌন্ট্যান্টের নিকটে এক বাক্স পুস্তকের মূল্য এবং ভাড়া মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার পর ৮।০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

বক্তব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৮ । ২৯ আগ্রিল ।]

NOTICE.

The 31st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকবান্দুল এই অবধি বিব্রলিখিত হারে লিখিত দিতে হইবে ।—

মকঃসলে ।

		টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১০০
ডাকবান্দুল	...	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের গাফিলি থাকে)	...	৮০
ডাকবান্দুল	...	২০
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...	১০
ডাকবান্দুল	...	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার মূল সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০
ডাকবান্দুল	...	১০
৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক খণ্ড তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার আইন একই আকার ।		

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকবান্দুল লিখিত হয় ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী ।

B 270-25.4-84-808



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ আশ্বিন ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন প্রণয়ন প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐযুক্ত গবর্ণর জেনারেল মহোদয়ের সম্মুখস্থ ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত বাক্তি আইনের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে অর্পিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংক্রান্ত কনসিডার উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্টে প্রেরণ করিতেছি ।

২ । আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করতঃ এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আশা করি । অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাকী সংশোধন করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা আবশ্যক বলিয়া আমাদের চোখে পড়েছে । আগামি অবসর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য পুনরায় প্রস্তুত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে প্রেরণ পরিবর্তিত করিয়াছি তাকী এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের পরামর্শ ।

৩ । এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় সিলেক্ট কমিটীর কর্তৃক সভার সম্মুখস্থ এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট সম্মুখস্থ অর্পিত না হইয়া ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন প্রণয়ন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ বম্বাইর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বর্ণিত হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক বিধি ।

৪ । এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন প্রেরণ প্রকার করা আছে তাহা আইনের বর্ণনা কমিটীর নিমিত্তে এই অধ্যায়টি সংশোধিত হইয়াছে । ইহাতে দুইটি হইবে যেগুলি পাণ্ডুলিপিতে অবদারিত ও আশা করি দুইভাগকারিয়ারতদনকে প্রেরণ তালুকদার প্রেরণ অধ্যায় অধ্যায় প্রেরণ বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা করিয়া একগণে তাহা দিগকে স্বতন্ত্র প্রেরণ রূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা দাঁড়াবে যে “সামান্য রায়” এই কথার পরিবর্তে “সামান্যত্ব রায়” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । অর্থমৌলিক কথাটি প্রায়শ্চন্দ্র নাম বলিয়া ইহাও প্রায়শ্চন্দ্র নাম প্রাপ্ত প্রকাশিত হইয়াছে । পরিবর্তে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দৃষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তবিক দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোড়ার অন্তর্গত নহে, তাহার রায়ভদের উল্লেখ্যমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সংক্ষেপে কোক বিধান সমিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হহতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জ্ঞান আবশ্যক আগাততঃ আমাদিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের ঘোড়া সংক্ষেপে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যেমূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে চাইলে তৎসংগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়ভদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদস্বচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করবার চেষ্টা করিলে অনুরোধ দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবশ্যপ্রতি হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার ত্রিংশকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সংক্ষেপে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অন্তর্ভুক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশীয় প্রক্রমে যে স্থলে তালুকদার খাজানা রক্ষির বিধান করা হয় নাই, তাহাও সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা রক্ষি দায়বদ্ধ ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নিয়ম করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকদার সন্নিবেশ হয়, তৎস্বত্ব অধিকারী যে উৎসর্গসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ঋণ কি হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বন্ধিত খাজানা পূর্বস্বত্ব খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পূর্ণনী তালুকদার লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণীয় অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাটির পূর্ণনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকদার হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটি বর্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকদার হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বর্জিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারবর্জক কোন খাজানা দেয় না হয়। ১৫ (২) ধারা (১), তাহার ২৭ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকদার হস্তান্তর হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবস্থান দ্বারা খাজানা আদায় নহিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্ট্রী দ্বারা লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (এক্ষণে কার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আদার অনুমান বা এক টাকার অধিক যে ফী দায় করেন প্রত্যেকখণ্ড সকল দিবার জন্য, সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভূমিকদারদের প্রতি যেহে নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্তবেইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই প্রণীত রায়তদিগকে (ক) রেজিস্ট্রী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপপ্রণীতিতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত প্রণীত রায়তদিগকে ভূমিকদারদের সহিত ও শেষোক্ত প্রণীত রায়তদিগকে দখলীস্বত্বাধিষ্ঠিত রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্বাধিষ্ঠিত রায়তদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্তনের আশাদের কেবল যেগুলির কথা এখানে আবশ্যিক, তাহাই বলা যাইবে।

বর্জমানের মকারীতা প্রভৃতি ব্যক্তিনিগের যেরূপ স্মরণ মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সম্বন্ধীয় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অনুবিধি গঠিতে পারে, তবে প্রতি আদালতের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত কি আসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবদি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ দ্বারা কারবার কারণ এই যে প্রায় প্রায় সমস্ত বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজ-পত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ দ্বারা করা যাইবে তাহা নিয়ে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যিক। সুতরাং যে কএকটি কথাত্রে এই সময় স্মৃতিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষ্য নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শন না হয়, তাৎ এই ধারার কার্যপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইচ্ছাতে মোকদ্দমার কার্যে সরলতা বিধান করবে, অথচ কোন স্থলে ইচ্ছা ঠিক না থাটিলে ভূমিধিকারী অন্যায়সে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন ঘোড় হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারা হইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইচ্ছাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ২৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক ফাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিষ্কাশন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি ভেঁটে উঠিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠিয়া দেওয়াতে যাহাতে রাখিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সরিবেশ করা বাঙালীর বোধ করলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্বাধিষ্ঠিত কোন রায়তের ভূমিধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্ব লাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যে প্রণীত জমী

গণ ভাষায় দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শোষণকৃত সম্পত্তি সাধারণতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জমীদারী পাট্টা কমে কিম্বা সমস্ত সম্পত্তি আক্রমণে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ক্রমবে না।

১৭। শাস্তিতে ভূমি ও অন্যান্য সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী নীতি রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার ক্রমে পরিবর্তন, আমদানি ইত্যাদি নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিচারে এই ভূমি স্বত্ব রক্ষা কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূমিধিকারীর অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বসম্বন্ধে পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ক নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূমিধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রম করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যবিশিষ্ট হইবার কি অন্যান্য বর্তমান ধারা হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা জানি এই ধারার একটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূমিধিকারী ক্রম করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারার (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিচারে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫২ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রাধিকার করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান দ্বারা সম্পন্ন করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শোষণকৃত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারিদিগের হিতার্থে কোন নীতি কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রারী ক্রম দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অধিকারী ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিধান করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গীকৃত বিধান করিলে ভূমিধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি যুসলমান বর্ত্তমান দান স্থলে এই দান পূর্ণাঙ্গীকৃত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তৎকালীন দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিচ্ছেদে বক্তব্য এই যে কত্রে ক্রম করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী ভাণ্ডারদার ও তাহার আনা যে ভাণ্ডারদারদিগকে এই স্বত্বাধিকার কার্য করিতে অনুমতি দেন তাহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারী উপস্থিত ভূমিধিকারীর বিনা অনুমতিতে ক্রিয়াকালীন কোন ভাণ্ডারদার পূর্ণাঙ্গীকৃত স্বত্বাধিকারী কোন কার্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপি ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে ভূমিধিকারী কোন স্থানে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে পক্ষে রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অক্ষত। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে পক্ষে রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। বৃহৎ নহে একটা ব্যক্তিগত গোষ্ঠে লাভাংশের দখলীস্বত্ব ক্রম করা করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান প্রণীত হইল শোষণকৃত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশে সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলি যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যস্থিত নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

৩৭।—যেহা দখলীস্বত্ব লাভ করিয়া আনার যোগ্যতায় যে অংশ কোর্টারি নিবন্ধে তাহার ভূমির গোষ্ঠের অধিকারের অধিক হইলে, ভাণ্ডারদারের রেজিস্ট্রারী করিবার নিমিত্ত স্থায়ী গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন সেই আইন-ভেদে এই রায়ত ভাণ্ডারদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী করাইলে ভাণ্ডারদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্ত্তমান কিম্বা বাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২২।—কোন রায়ত আপনার যোঁত কি যোঁতের কোন অংশ কোর্সি বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী সাত বৎসরে অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা) এই বিধানগুলি ওপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১৭।—কোন রায়ত বয়স হেতু বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ভাগ্যক্রমে কি নিষ্কিন্দে কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উৎস্থিত না থাকায় চায় করিতে অক্ষম হইয়া আপন গোত কোর্সি বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কাছের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না। ও

২২।—যদি কোন রায়ত পুরোঁজমতে ভালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব বিলিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেও শর্ত্তে ও যেও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুকি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্ত্তে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুকি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মতামত অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াদেশে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোঁত কোর্সি বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোঁত ভালুকের ন্যায় সরাসরী নীলাম্রুমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রজার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপশাস্ত্রীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার সম্পর্ক উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃত হইলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ভালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাকী খাজানা রুকি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে ভালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে ভালুকদারদের যোঁত বেরূপ সরাসরীমতে নীলাম্রু হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অধিকার করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও ভালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাঁহ ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বসবস হইবে না। আমাদের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাগত ভালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোকদমায় আদালতের প্রতিবেশেই সকল অস্বাভাবিকতার দ্বারা ভাঙ্গা করিলে অসম্ভব হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিয়ম করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে সীকৃত হইয়াছেন।

৩৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা রুকি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বঙ্গগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা রুকি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা রুকি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

৩৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি মতেও ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে রুকি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি উদ্ভূত চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এক্ষণে রুকি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা পরীক্ষা করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বন্ধিত খাজানা পূর্বের বা সাবের খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২½ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা পরীক্ষা করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ব্যতীত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এক কামের বিধানসম্মত ও রাষ্ট্র আদীনভাওে তালি করিতেছে এই কথা কামিয়া হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তালি করিবার ক্ষমতা হইবে। লক্ষ্য করিবে এখন কেবল ইহা দৃষ্ট হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ২২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রজা পুণে ভোগ করিতেন, তাহা যে আমের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রাষ্ট্রতক দিলি নহা গেলে, খাজানা হকি বরিয় দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রাষ্ট্রতক ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বর্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা হকি বিষয়ে আমাদেব উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বক্তব্যঃ ইহা নাহা হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাঁধাপত্র নির্দেশ করিতে হইবে তাহাতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে বহিস্কৃত ও সুকঠিন সন্ধান আনিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতোই খাজানাহকিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীগণের হস্তে অকর্মণ্য যন্ত্ররূপ হইয়া গিয়াছে।

এই তত্বপ্রায়ে মে ২ হেতুতে খাজানাহকিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪০ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ব শিল্পের ক্ষেত্রে যে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ স্বত্ব বিধি নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রাষ্ট্রতক তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চমিত বাজারে প্রথমত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য হকি হইয়াছে।

(গ)—ভূমি মালীর দ্বারা বা মালীর খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রাষ্ট্রতক ভোগকৃত ভূমির উৎপাদি দা শক্তি হকি হইয়াছে।

(ঘ)—রাষ্ট্রতক ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে এই শক্তির হকি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাহকিসংক্রান্ত বিনি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকটে সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকটে অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাহকির আইনসম্মত এই হেতুটি এক কালে ভাগ করণ প্রতি জমিদারেরা আপত্তি করেন, এবং হইয়া পূর্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা হকি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির হকি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকাধার বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা এই খাজানা হকি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির হকি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা হকি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অনুবিধা বক্তব্যঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রামাণ্যতাবে খাজানাহকির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অনুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যহকির হেতুতে খাজানা হকি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, এই কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এখন ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ হকি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহা দেখিতে হইবে। জর্জিস অ্যাক্ট কিল্ড সাংগে কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর দ্বির করা যায় এখনও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য হকি হলে অসুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যহকি জন্য আবাদ করিবার খরচ হকি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আশা ততঃ আমরা এই বিষয়ে রাষ্ট্রতক রক্ষা করিবার ভার খাজানাহকিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম দাঁড়াইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে খাজানা হকি হইলেই অসুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করা যাবে। এই মোকদ্দমায় একরূপ খাজানা হকি হইয়া দাঁড়াইবে না। কিন্তু এই অবস্থায় যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা তদানন্তর পত্র সংখ্যা ১৩৩ হইলে এই বিষয়টি অধিকতর রূপ দিবে চিত্ত হইবে।

৪১। মূল্যের আনয়নিক তালিকা প্রস্তুত করণ সহজীয সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৩২ খণ্ডটি মূল পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিধয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই হুতন ধারাক্রমে স্থানীয় গণপমেট পুস্তক বিভাগ উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ পরিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গণপমেট গভর্নর বঙ্গের নি-বিত্তরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন তাহা বঙ্গদেশ করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা হইতে পারে। এই তালিকা মূল সংশোধিত মূল্যের কোন স্থানের লম্বাণির মূল্য সম্বন্ধে ভাণ্ডারিগকে বিশ্বাসযোগ্য নিবিত্ত প্রাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল হইতে ত্রুটি ১০ টি পরিমাণে মূল্যের আদায় ভের পাণ্ডুলিপি উক্ত প্রস্তুত করা হইতে পারে।

৪০। পশ্চাৎস্থ ভূমির খাজনা রূপে নিম্নরূপ মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খণ্ডটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশ্চাৎস্থের নিমিত্ত প্রত্যাশিতমতে ভূমি খাজনা ৭ করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজন নাই।

৪১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শসারূপে বা কসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নিম্নলিখিত মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খণ্ডটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ এমিস'র স্থানীয় রীতে অতিশয় উটল দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে নানা উপলক্ষ দিয়া উক্ত উটলে সচরাচর অনেক অংশ ঐদেওয়া হইয়া থাকে। এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় ও অন্তর্ভুক্ত বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আওতাধীন ঘটিয়া গিয়াছে ঘটিয়াই যাইবে।

৪২। শসারূপে দায় খাজনা ৭ রূপান্তরিত করণ বিসমক (৫০) খণ্ডটি মধ্য প্রদেশের প্রজাবৃত্তি বন্ধক ১৮৮০ সালের আইনের ১০ খণ্ড অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেক্রপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূমিদিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নিম্নলিখিত কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুক্তাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নিম্নরূপে প্রস্তাবিত পুরাতন খাজনা অপেক্ষা নূতন খাজনার বিবেচনামত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে যুক্তাধার খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতিও

(খ) পূর্বে দশ বৎসরে ভূমিদিকারী প্রভৃৎ প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৮২ খণ্ডের এই বিধান ছিল যে পাণ্ডুলিপির অতিমিত্ত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূমিদিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে সে খাজানা দাখিল করিবে। ১৯৯ খণ্ডের বিধান অর্থাৎ তাহার শেষ পটুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ ভাগ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি পূর্বে এই প্রকার অত্যুচ্চ খাজানা দাখিল করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তজ্জন প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা দাখিল করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কণা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূমিদিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন रहিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খণ্ডের) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে বেক্ষেপ্তরী কণা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি পারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদ্বিশিষ্ট প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৪। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিসয়ক ৫৮ খণ্ডের আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রারী দখলী পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাক্রম নিয়ম অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) খণ্ডের বিধান করিয়াছি যে নিয়ম অতীত হইবার অন্তর ৫৭ মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাটাক্রম নিয়ম অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যৌকলমতা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং নিয়ম অতীত হইবার ৫৭ মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৫। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত কতিপয় দিবার নিয়ম সম্বন্ধীয় এক-একটি উঠাইয়া দিতে দ্বিধা করিয়াছি এবং তাহা (৬০ খণ্ডের) এই বিধান করিয়াছি যে দখলী খাজানা দিতে প্রসম্মত হইতে পূর্বেই দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তকে নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দাখিল করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রম নিয়ম অতীত হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই-নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায় ।

কোর্কী বারডান্ডার সম্বন্ধীয় বিধি ।

৪৮। কোন মঙ্গলীসত্বনিষ্ঠ বারড আপন যাহোক অনেক কার্কা দিল করিতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাঁহার কোর্কী প্রজারা বারডদের স্বত্ব ও বিধা ভোগ বিহার অধিকারী হইলে আমরা পূর্বোক্ত (১৬ ও ১৭ দফার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই তালুক নিয়ম উল্লিখ করিয়াছি যে কোর্কী বারডেরা এই বিধানের উপকার অধিকারী নহে, উপস্থিত অধায়কদের হাভানের ক্ষেত্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারবে ।

৪৯। বারড বিধান এই যে সুচারুপ খাজানা দিয়া কোন কোর্কী বারড ভূমি ভোগ করে, তাঁহার ভূমিকার মিত্রে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্ন বিধি লোকবার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারীকৃত পাঠী বা নিয়মপত্ররূপে কোর্কী বারডদের খাজানা মেওরা গেলে, লতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, লতকরা পঞ্চাশ টাকা ।

আর ৬০ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হওয়ার অন্তর ভর হাস খাতিতে নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্কী বারডের উপর উক্ত বারডের মোটিল আরী করা না গেলে পর তদীয় ভূমি দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধৃত করিতে পারিবে না ।

৮ম অধ্যায় ।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান ।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও বারডদের অবদারিত্ব হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে । এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগটিকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । ইহার মাধ্যমে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাঁহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যক । ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে । ইহার বিধান এই যদি তির্যকারী তালুক কি অবদারিত্ব হারে ভোগকর্তা প্রাসাদ রেজিষ্টারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যেসকল প্রজা স্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাঁহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ সীমিত সুবিধিত অনুমানটি বর্তবে না । আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্নমেন্টে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খামি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রাপ্ত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা অনেক করিয়া থাকেন আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণ কমে যতঃ অবদারিত্ব হারে ভোগরূপ প্রাসাদসম্বন্ধে সেট কন্টের উত্তমরূপে প্রতিকার হইবে । স্বত্বের লিখন প্রাপ্ত হইবার পরেও এই অনুমান আর খাতিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)

৫০। কোন তালুকদার অন্তর্গত ভূমির সমস্ত ভূমি যোগিত হওয়ার পরে তালুকদার খাজানার টাকা যোগ করিবার সময়ে লতা, ইঁকি ও আলয়ের খাজানা বলিয়া লতকরা ত্রিশ টাকা পরিমাণে হইবে মূলপাণ্ডুলিপি ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুলাতানবো ৬৯ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করি যাহা যে তালুকদার আপনায় তালুকদার খাজানা সম্বন্ধে যত লতা পাঠিতে স্বত্বাবলী আদায়ত ৬২৫ টি দৃষ্টি রাখিবে ।

৫১। আমরা খাজানার বিধি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎ পরিমাণে জটিল উপবিধি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিলাম ।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মণ্ডলরূপে খাজানা দিবার ক্রম দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে । আধাধিগের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীট কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক নোহ হইতে পারে ।

৫৩। ধারা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে দেয় খাজানার কবজ ৭ হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিত হইবে তাহা দৃঢ়রূপে লিখিত না করিয়া তদনুলে এই দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম ।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুলাতানবো [১০০ (৪) ধারা] বিধানের দৃঢ়তা লিখিত করিয়া দিলাম । এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে পূর্বোক্ত কবজ সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তাহাতে দেওয়া যায় সেট তার্থ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দর্শন না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে ।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শালনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাঙলী যোতের উৎপন্ন সকল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষীয় প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ন্যে এরূপ কার্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে বন্দোবস্তীকে প্রেরণ করা যায় তাহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আত্মা ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্মা করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করি। এই বিধান করিলাম যে পক্ষেই যথো যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অপর করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আত্মা চূড়ান্ত হইবে ও উক্তীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপি ক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাণ্ডুলিপি ৩ ধারাটি সরিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন সকল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত কল যথেষ্টে উৎপন্ন মথলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
যদিও কল সমস্ত বড় ও দায়ের কথা। (২) উৎপন্ন সকল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাহা উহা বিভাগ করা না হয়, তাহা সমস্ত কল মথলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
(৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিয়মিতকালে কল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবে না।
(৪) যদি প্রজা কলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে যথাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে লম্বা সংগ্রহের সময়ে নিকট সেই এক রের ভূমিতে সেই প্রকারের লম্বা সরানোকা পূর্ণ পরিমাণে বড় বাচাই হয়, কল ভাঙ হইয়াছিল বলিয়া জান করা যাইবে।

যেখানে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেখানে কলের সমস্ত সমস্ত ভূম্যধিকারী ও প্রজার বড় ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯শ অধ্যায়ের (১০০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সরিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের প্রত্যেক বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নতুন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানার দ্বিগুণ অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হইতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার দশদীক্ষবিশিষ্ট রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উদ্ভূত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন বর্জিত বিধানের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করি-
মাছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কৰ্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে
পারিবে, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক
কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে আঁচা হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিখিত মঃ
ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন
করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদি টোকা দেখান না যায়, যে ভূম্যধি-
কারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন,
তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনু-
সারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা]
প্রবেশ করিয়া দিলাম করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উণ-
স্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা
এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে
কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে দৃষ্টিভার পক্ষে ইহাতে যথ্য
হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয় শ্রমস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-
কর্তৃক যেহ বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া
দিয়াছি। নূতন যে কণাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুত্ব অর্থাৎ উৎকর্ষসাধ-
নের কল সত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ভবিষ্যৎকালের এই উৎকর্ষসাধনের আশার প্রতি এবং “ভূমি
কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত
কাল অবদ্বিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের
দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্যপ্রদেশের প্রজাপত্রবিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা
প্রজা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনও শেকের এই
বিষয়ে একটি আন্তঃসংস্থার আঁচ বালিয়া তাহার দৃষ্টিকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-
রূপে দিলাম করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছাকৃত করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ
করিয়া উক্ত কোন প্রজাকে অম্বা করিয়া নিজে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা
পরিত্যাগের কথা।

হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাণী ভাগ
করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ
না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসর একরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিবৃত হয়, সেই
ভূমি বৎসর ভর্তী হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অম্বা
কোন প্রকারে জমা করিয়া নিজে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিমি-
ক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে
এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার
তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশবর্ষীয়কাল পর্যন্ত হইলে, চাষা সম্মত না হওয়া পর্যন্ত এই
রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিম্বা পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থাপন করিতে
পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সহজে আদালত
সম্মত (যদি কোন) শর্ত ন্যায় বোধ করেন, সেই শর্তে দখল কিম্বা পাইবার অজ্ঞা করিতে
পারিবে।

অনুবিধা অনুসৃত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা
পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি দিয়া কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিয়া দশ বৎসরে
একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবে না এই বিষয়টি ৯৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত দল
বর্জিত মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, নিকটী কি টোপাজীহেতুক বৎসর পরিত্যক্ত হইতে পারে
ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিত্যক্ত হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের
ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

পরিত্যাগ করিয়া
গিয়াছে ইহা
নির্দিষ্ট রূপে
পরিচয় লইতে
পাওয়া যায় কি
না এবং উহা
অন্য কোন
প্রকারে জমা ক-
রিয়া দেওয়া যায়
কি না ভূম্য-
ধিকারী ইহা
নিম্নের বৃত্তিতে
পারেন না;
এইরূপ স্থলে

(গ) যে স্থলে ভূস্বামীজীর উচ্চাপূৰ্ণক স্বত্বস্বরূপে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিদ্রব্ধ হয় এবং পরিদ্রব্ধরূপে সকল বিবাদের ভার অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের ক্ষতি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া ভূমীর মূল্য মেনে প্রাপ্ত ভূমীর মূল্য লইয়া পর কাল স্থান যেখানে যে মালিক বা বসতি স্থাপন করিয়া নিশ্চয় প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে এবং এরূপে যে নিশ্চয় করা যায় তাহা নিশ্চয় মালিক ন গেলে শুদ্ধ বলি। ১০১ ধারা হইবে এই ধারা পরিমার্জিত। আশ্রয়নিগের বিবেচনার উদ্দেশ্যে মূল পাণ্ডুলিপির ১০১ ধারার মূল প্রস্তাবকে থাকিবে না, অতএব এই ধারাটি আশ্রয় উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ কাল বসতি স্থাপন করিবার ক্ষমতা প্রদানের লিপির পঞ্চদশী ১০ ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট করবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভান্ডারের সন্নিবেশ প্রদান করিয়া করণার্থে আশ্রয়ার্থক নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ১০২ ধারা (১০২) সংশোধন করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাবাধাকর্মের ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্দেশ করা যাইবে এবং প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৭০। ভূমিসংক্রান্ত ব্যবসায়িক কার্য আশ্রয় ভাগ করিলাম। এই ধারাটি থাকিলে মালিকস্বত্ব ভূস্বামীজীর মূল্য রক্ষা করিয়া ১০২ ধারার আশ্রয় ক কোর্টের আশ্রয় পক্ষে হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সময় সংশোধন করিয়া দিতে হইবে এবং এই ধারাটি আশ্রয়নিগের মধ্যে বসেন আশ্রয়নিগ। আশ্রয় এই ধারাটি থাকিবে হইলে উপস্থিত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ক্ষমতা ধারা সম্প্রদায়ক্রান্ত আইনের অধীনস্থ হইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষতি-ভার প্রচুরতার সহায়তা হইবার ক্ষমতা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আশ্রয়নিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন মালিকস্বত্ব স্বত্বীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (১৮) ধারার বিধানক্রমে সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। এই ধারার কথা পূর্বেই (১৫ ম ধারা) আশ্রয় বলিয়াছি। মালিকের ক্ষতিগ্ৰস্ত হইলে সাধারণ এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করা হইবে তাহা উক্তরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্রয়নিগের এই সংস্কার হইয়াছে। মালিকস্বত্বস্বত্বের প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায় আশ্রয়নিগের বিধিভুক্ত।

১০ম অধ্যায়।

অভ্যর্থন লিপি ও আশ্রয়নিগের বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর ব্যবস্থার অর্থায় অত্র লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আশ্রয়নিগের সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। অত্র লিপি না থাকায় জন সাধারণের কথন, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভান্ডার মালিকস্বত্বের বলপূর্ণক বিক্রয় করা গেলে যে ক্ষতি তাহা হয় কেনে তিনি যে অনুবিধি অনুভব করেন, আশ্রয়নিগের দ্বারা ১১২ সংখ্যক নতুন ধারা দ্বারা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাবলীতে ভূস্বামী কি ভান্ডারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অত্র লিপির প্রস্তাব করিতে পারবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে অত্র লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটি পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১০১ ধারায় সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা দিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সন্নিবেশিত আশ্রয়নিগের নিশ্চয় হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কাল হইতে অর্থায় লিপির মধ্যে কোন কথা দিয়া গেলেই তাহা দৃষ্টিগোচর হইত বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অত্র লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন, কল্পনার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা দিয়া গিয়া থাকিলে তাহার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিধান সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার দ্বারা নিশ্চয় হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ জল ও জলপান সকল আপীল সুবিধার নিমিত্তে নিয়ুক্ত হইবে এই নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রথমতঃ তাঁহারই নিষ্পত্তি হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলীতে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার মাত্র দ্বারা হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করিলে পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নিশ্চয় সময়ে মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে দাবী বিপত্তি মালিক না যায় তাহা শুদ্ধ মালিক অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য এই বিধানে সংশ্লিষ্ট হইবে বিবেচনা এবং অত্র লিপি প্রস্তুত হইবে প্রকাশিত হইতেই কেন আবশ্যিক প্রস্তাবক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থতার ক্ষয়ক্ষতি করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিব।
সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিখিত অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রামাণিক হইবে বলিয়া
উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭২। যে কার্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে সত্বে লিপি প্রস্তুত করণ এবং
সম্বন্ধীয় বিলিতি প্রজ্ঞা ও তালুকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারের ভূমিভোগ করিলে
ভূমিপ্রকারী না হইয়া উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ করেন সেই সকল খাজানার
বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা নাহিতে পারে কি না এবং করা যাউতে পারিলে কত টাকা
তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে ইত্যাদি বড় জটিল ভাবে প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির উপর
স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত মত পরিমিত প্রজ্ঞা: স্বতঃ ও যোত নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন
এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রজ্ঞাদের উপর পূর্বোক্তপ্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের
মধ্যে আইনসমূহ এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সম্বোধনকৃত ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে
পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-
গত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময় প্রচলিত দর, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক
বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্তরেই হউক আর আপীল ক্রমেই
হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ের বিশেষ অস্তিত্ব ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া
যথাযথ কার্য করা যাউতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ
ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃতি বিধান করা যাউতে পারে ইহাই আমাদের
বিশেষনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা
ঐ পাণ্ডুলিপির ১৬০ খণ্ডের দুইটি ভাগে। সত্বে লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের
পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপতি ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মত কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই
বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্বোধনকৃত উত্তর পাইবার পক্ষে সাধারণতা হইবে বোধ হয়।
আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা
যায় তৎসম্বন্ধে দিবান উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী সত্বে লিপি অন্তর্গত কোন কথা-
সম্বন্ধিত বিবাদের দ্বারা উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে ঐ সময় বিষয়ের আপীল বিশেষ
জজের নিকট হইতে পারিবেন এবং সত্বে লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত
করা গিয়াছে তাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অনাথ্য
না করিলে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাই কোর্ট নুতন করিয়া খাজানা নির্ধারণ
করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু স্থানীয় লিখিত অন্যান্য খাজানাদিতে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ
খাজানা অত্যধিক অত্যাশা করিয়া রাখা করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাই কোর্ট দ্বিতীয়
আপীল হইতে পারিবেন না কিন্তু আইনসমূহ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষ জজ
কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত কম আঁচে তদনুসারে অধিক কি কম জমী আছে ধরিয়াছেন
এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল করা গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য
হইলে, তাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমান্বিত বাড়াইয়া
দিতে পারিবেন।

৭৩। আমরা ১২০ খণ্ডের বিধান করিয়াছি যে পূর্ব কর্মচারী ক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা
ধার্য্য করা হইবার নিমিত্ত কোন ভূমিপ্রকারীর আদেশ করিবার অধিকার থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাহার
প্রার্থনামতে ধার্য্যকর কি না নির্ণীত হয়, ভূমিপ্রকারীর উৎকর্ষসাধন দিহা যোতের পরিমাণ হ্রাসিত হইত
না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৭৬। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ খণ্ডটি এক্ষণে সত্বে লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজা-
নার বন্দোবস্তকরণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বস্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১২২ সংখ্যক নুতন খণ্ডটির বিধানের বিষয় কিছু
বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই কোন প্রকার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে
অবধারিত খাজানার বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অব-
গত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধান।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্বত্বসম্পত্তির অধি-
প্রাধিকার কার্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তসমূহ হইয়াছে তদন্তে দেখে যে খাজানার হারের
মধ্যে বিলকণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন স্থানে দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন
সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নির্দিষ্ট হাটের উক্তরূপ ভালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রুস্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের দ্বারা সাধারণ রুস্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির নীমাংশ করিতে গিয়া আমরা হুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক ভূস্বামীর জমীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিভূত দেশ মধ্যে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে হুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জ্ঞেয় ভূমির বর্ণনার আমরা বঙ্গদেশ ও মেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোনও জ্ঞেয় ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারি ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত জ্ঞেয় অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারা এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বা ২ বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আম্যচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেশাচারী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এত অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই—

(ক) বাকী থাকা আদায়ের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের সময় থাকিলে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাতকরণ যাইতে পারে, তাহা কেবল খাতিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারায় যে অপরাধ করা গেল, বিশেষ ২ ক্রমে এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাঙ্গ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সাক্ষরভাষীদিগের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারায় তাহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেল এবং এ ক্রমে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিকল্পে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহানিগের বিকল্পে যোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন, এই ধারাটি ভাঙ্গ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায় :

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী নিম্নক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারায় নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দমা যুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সংনিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্টস্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যোকদ্দমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বহির্বিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাবলীতে বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে করণ কার্য চলে এই বিষয়ে তুরো দর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কায্য করা যাইতে পারিবে, যাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা লাভিত হইবে, ইহাই আশান্বিতগের বিধান।

৮৩। আদালতকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার কার্য-পদ্ধতি সম্পত্তির ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকায্য ও ঐ কায্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপরিহৃত প্রতিবাদির বিকল্পে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অক্ষম।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বটি কোন কথায় উৎখাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি ক্রমতঃ পরিবর্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বটি যে কথায় লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা যোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উৎখাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এ বিধান করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিশ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিকল্পে স্বতন্ত্র যোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার যোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উৎখাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অমম্বিকার প্রত্যাশকারীকে উৎসাহ করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যার।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারায় বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রত্যাশভেদে ভাব ও অনুযায় নিরূপণার্থে যোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পারবর্ত্তে আমরা ২৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকার সরল ও সুসঙ্গত কাৰ্য্যপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছে এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি কমতা প্রদান করিয়াছে যে উচিত বোধ করিলে এই আদালতে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরস রী নীলামত বিধি।

৮৮। আমরা ভূম্যধিকারীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী ভালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আচার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ের কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি এইবার এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী ভালুক ভিন্ন কোন ভালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিশিষ্টরূপে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ঠাসুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্থানীয়তা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্পর্কিত ধারার দৃষ্ট হইবে (খাজানা দাখ্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত কারণার্থে যেই নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অবিকার্য্য থাকির মধ্যে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারার সংগ্রহ করা সুবিধাসমক বোধ করলাম।

যেই বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিধিতে প্রায়তের স্বত্বাভ্যাস (২৪, ২৫, ও ৩৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নিম্নিস্থ দখলীস্বত্বের অধুসঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্তি হইতেই খাজানা কমাটবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নিম্নিস্থ চেষ্টা ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এচ পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি ক্রিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(জ) রায়তের উৎসর্গস্থান করিবার ও তক্ষণ্য কতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(ঝ) ভিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী মোকররী পাট্টা নিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসর্গ নিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে পরস্পরী মকররী পাট্টা নিতে ভূম্যধিকারীর না হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের স্বাধীনবাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা শ্রেণী দ্বারা সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উৎসর্গ ও খাজনা প্রদান নবগৌত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপিতে তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাধা হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারার এই বহান করা দিয়াছে যে, দেয়াড় চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে ভাণ্ডা জমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ ভাণ্ডার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দক্ষা থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তাঁর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিচ্ছেদে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উৎসর্গ” প্রণালী ও “ভাল হাঙ্গিনী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাধা হইবে না।

৯১। ঐ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্থলে কোন রায়ত গ্রান্ডস্বরণ আপন ঘোড়ের অংশ না হইয়া বাঁজুত্ব ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভ্রম প্রকাশের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার মূল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি দ্বারা সংশোধন করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্বেওরূপ প্রকাশের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়ম বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯২। মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন ঘোড়ের অন্তর্গত সেই জমীর পুনরূপ মখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিয়মের কাণে বৃক্তিসম্বন্ধে অঙ্গ করিয়া ধাৰ্য্য করা উচিত, জানরা এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য এদেশের প্রজা স্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উদ্দেশ্য করা বার ভদ্রবধি দুই বৎসর কাল নিয়মের কাল ধাৰ্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার ভেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৩। জামা আদালতের ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কক্ষকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদানে বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিরূপ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত “ভূম্যধিকারী” শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির এই বিষয়ে আশ্রয় থাকিতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি দ্বারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যেতাই বা তদ্ব্যতিক্রম্যক্তি এজমালী ভূম্যধিকারী হইলে, তাহার উত্তরে বা সকলে একত্র হইয়া ধাৰ্য্য করি, ন কিম্বা তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কক্ষকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৪। জামাদিগের বাঁদাযুবাণ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিটি হইল যে জামাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুসারে অধিকার সংবাদ না থাকিলে জামাদিগের এই কথাগুলির যথোপযুক্ত বীমাংশে করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে জামাদিগের গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষলাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এইঃ—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নালী কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কক্ষচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া: কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিকল্পে বাঁকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্বার বিচার হইবার সাধন করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা হইতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট ভেতুশ্রুতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি জরাজীর্ণ হইয়া বৃদ্ধি নো পারিলে তিনি পুনরূপ বিচার হইবার প্রার্থনা প্রাচী করিতে বাধ্য নহেন জামাদিগের ইচ্ছা অবগত আছি; কিন্তু জামাদিগের নিকট ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনকারী অস্বীকার করাই এক্ষণে প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সম্বন্ধেই প্রাচী করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাষোর উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কাষোরই প্রাচী দেওয়া হয়।
- অতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে একতফা মোকদ্দমার পুনরূপ বিচার হইবে না জামাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু জামাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদনুসারে ঐ প্রস্তাব প্রাচী করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।
- (৪) জামাদিগের নিকট প্রায় প্রকৃপতাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবটি এইঃ— বাঁকীখাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদীর নিকটে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপন করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জল সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

(৪) যে সকল আধীন ভানুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সহিত লক্ষ্যসম্বন্ধে যোগদান হইলেও ঐ ভানুকের অধিনারী অধীকারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল ভানুক সম্বন্ধে সরাসরী জীলার সংক্রান্ত কার্যক্রমাদি খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আদার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সহিত জামিনে বাধু করি। স্পষ্টই দেখা যাউতেছে যে ঐ সকল ভানুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে গবর্ণমেন্টের নাই। পূর্বনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যক্রমাদি উক্ত সকল ভানুকের প্রতি বর্ডার চুক্তি এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত ভানুকের অধিকারীদের দিকট পঞ্চক ও পবনিক ওরুসকরের টাকা বাকী পাড়িলে ঐ টাকা আদার করণসম্বন্ধে পূর্বেকার কার্যক্রমাদি বর্ডারের নিমিত্ত এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আদার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব চিত্র করিয়াছি।

(৭) যে২ নিয়মাবলীতে বাস্তবস্থি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্য-
কতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্তী ৪ নম্বর দেখ)

(৮) আদার উঠবন্দী ও হালহালিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষ বতে বর্ডারিয়াছি। অন্য সাত খাত ভুক্ত জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চুক্তিগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষবতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জামিনে ইচ্ছা করি।

(৯) আর জাজা ও গোরা বোতের হজাতরযোগা মথলীস্বত্বের দ্বারা অন্য কোন স্বত্ব অগ্রসর করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় দ্বারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জামিনে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বার ২২সর কালের মধ্যে যে সকল মুলের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই তালিকার শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা বাইতে পারে কি না এবং প্রাপ্ত ঐ সকল মুলের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষার নিয়ম করিলে কি কন সম্ভাবনা এই বিষয়ে বক্তৃতাতে গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জামিনে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষার।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ নং।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ নং।

দেশীয় ভাষার।

প্রদেশ।				ভাষা।				তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আগ্রিল।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্য্যায় প্রকাশ করা উচিত ইহাই আদারদের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ভবলিউ, গিরম।*
রিবস টমসন।	আদার আলী।
সি, পি, ইলবার্ট	ডবলিউ, ডব্লিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবাক।	এচ, রেমলডস।*
জে ডবলিউ, কুইটন।	

কমিটির মন্তব্যের কল এট রিপোর্টে যথাসম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথাই প্রতি আদার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র দস্তাবেজ লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আদার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর রাধা কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাবলীতে ও নিম্ন অঙ্গুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আদার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

হারতলা।

১৮৮৪ সাল ১৪ই নভেম্বর।

তকসীল ।

রাজার ও কৃষি লংক্রাফ্ট কারখানায় ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১ জুলাই তারিখে ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিলের আরকলিপি ও উৎসাহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে ১৯২৮—৬৯০ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে ৪৮৬ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

মাদার প্রিন্স টি, এম. গিবস সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব রাজ্যসার জুখাধিকারীদেব ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে আবেদন ও উৎসাহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘপত্রের রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৮২২ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৯৭২ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১০২১ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে ১০৮০ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

রাজার ও কৃষি লংক্রাফ্ট কারখানায় ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১০৪ R. নং আকিলের আরকলিপি ও উৎসাহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১১৭ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১৩০ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার প্রিন্স বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার প্রিন্স বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে ২৩২১—৪০৭ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ২৩৮৬—৮৬১ পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে ২৩৯৫—৮০৩ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

উরিয়ার জমদারগণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১ম নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।

উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোরী সুধোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ব্রিহত্তের জমাদিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী দাস সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গ ও বেহারদেশের জমাদিকারীদের সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও কৃষিদানকার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০০৪ নং পৃষ্ঠালিপি ও উৎসাহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।

নরসিংসিং জমার অর্জগত সেরপুরের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও প্রধান জমাদিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২১৭০—২৫৪ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।

রাজশাহীর জমাদিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আসিফাফ সেক্রেটারী ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠালিপি ও উৎসাহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ১০২—৪৫ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভালক্ষা মাথা ইণ্ডিয়ান আসেনিয়েলনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নিষ্কারবাল [৩৭ নং কাগজপত্র] ।

ভাগলপুরের জমাদিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখের ২৩৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ১০৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র]

ব্রিহত্তের জমাদিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও উৎসাহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

নবমেশ্বরের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
তালীম ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থক্ৰয়ের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বৃত্তিঃ কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোলত্ব স্থলেমাত্র
তাহার খাজানা বৃত্তি হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃত্তিঃ শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা সাংকে খাজানার বিত্তের
অর্থক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রয়ঃ বৃত্তিঃ করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে মন বৎসর পরি-
বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুষদের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
মির কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে ন
পারিবার কথা।
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে
এহীতার স্থানে আমিন চাহিবার স্বত্বঃ
কথা।
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্তে আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীত লেখার মকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
ভাণ্ডারের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অমু-
ষদের কথা।

৫ম অধ্যায়।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান মখলীস্বত্ব চণিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তদের মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মাল শব্দের অর্থ কল্পনের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
ফলের কথা।
- ২৯। একমালী মালীক ও ইজারদারের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খায়র জমী সংক্রমণের কথা।
- ৩১। মখলীস্বত্বের অনুষদের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। মখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমি-
কারির আশ্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অগ্র্যক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উচ্চার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বন্ধক এহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। মখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ব কাল ধারার কাগ্যপত্র ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্কী বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্কী বিলি
করে, তাহাদের তালুকদারের পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরপাটীর কালের নিয়মে কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৬৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিবরণ অনুমানের কথা।
- ৭০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজির বিবরণে নিয়মের কথা।
- ৭১। রেজিষ্টারী করা হুজিররূপে খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৭২। পুনর্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৭৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৭৪। প্রচলিত হার ধরিত খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৭৫। মূল্য হুজির হেতু ধরিত খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৭৬। জুয়াধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিত খাজানা হুজির বিবরণের কথা।
- ৭৭। বন্যাজমিন উৎপাদিকা শক্তি হুজির হেতু ধরিত খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৭৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৭৯। ক্ষেত্র খাজানা হুজির করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৮০। ক্ষেত্রগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- ৮১। খাজানা কমাইবার কথা।
- ৮২। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৩। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৪। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৫। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৬। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৭। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৮। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৮৯। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯০। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯১। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯২। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৩। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৪। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৫। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৬। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৭। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৮। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ৯৯। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।
- ১০০। প্রথমতঃ মালের মূল্যের ভানিয়ার কথা।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

নথলীস্বত্ব মূল্য হারতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৯০। এই অধ্যায় খাতিয়ার কথা।
- ৯১। নথলীস্বত্ব মূল্য হারতদের প্রথমস্থানীয় খাজানার কথা।
- ৯২। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৯৩। যে যে হেতু ধরিত কোল নথলীস্বত্ব মূল্য হারতদের উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।
- ৯৪। পাট্টার মিসাদ অতীত হইবার হেতু ধরিত উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৯৫। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিত উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৯৬। "নথল সেগন" শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্সার হারতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৯৭। কোর্সার হারতদের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৯৮। কোর্সার হারত দিলকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণ সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ১০১। খাজানা অবদারিত খাতিয়ার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ১০২। খাজানার পরিমাণ ও ভাগের বিবরণ সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- ১০৩। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ১০৪। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ১০৫। খাজানা দিবার কথা।
- ১০৬। খাজানার কিছির কথা।
- ১০৭। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ১০৮। টাকা বেরপে জনা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- ১০৯। কবজ ও হিসাবের কথা।
- ১১০। জুয়াধিকারীকে টাকা দিলে প্রচার কবজ পাইবার ক্ষেত্রের কথা।
- ১১১। বৎসরের শেষে প্রচার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ১১২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুপলি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- ১১৩। খাজানা আদায় করিবার কথা।
- ১১৪। রাজকীর কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ১১৫। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীর কর্মচারী তাহার স্থানীয় দিলে ঐ স্থানীয় দিলে নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ১১৬। আদায় পাইবার মোটাসের কথা।
- ১১৭। আদায় টাকা দিবার বা জিরাইয়া দিবার কথা।
- ১১৮। বাকী খাজানার কথা।
- ১১৯। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোভের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ১২০। যে যৌত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যৌত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ১২১। বাকী খাজানার ক্ষেত্রের কথা।
- ১২২। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অন্যরূপে প্রতিবাদিত মাং খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হামিপুরের জাজ করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১২৩। কলনী বা জাতি খাজানার কথা।
- ১২৪। কলন বা চাই বা বিভাগ করিবার নিয়ম আদায়ের কথা।
- ১২৫। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১২৬। মালের নথল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

কুমারিকারী পরিবর্তন হইলে খাজানার
ভাৱের কথা।

- ৮৪। হাজারের নোটস ন্য পাটের পূর্ব কুমারিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তদনুযায়ী
কুমারিকারির আর্থ প্রণীতির নিকটে প্রচার
দায়ী ন্য হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রকৃতির কথা।
- ৮৫। আবেদন প্রকৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অভিরিক্ত টাকা প্রচার স্থান
কুমারিকারী অদ্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

কুমারিকারী ও প্রজা বিবরণ বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দে অর্থ।
- ৮৮। অব্যাহতি হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মধ্যমীয়াশিক্ষিত যৌত লব্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মধ্যমীয়াশিক্ষিত যৌত লব্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। কুমারিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন লব্ধে প্রাপ্ত লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রণীতির কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপয়
দিনে হস্তান্তর কথা।
- ৯৪। যে বিধিতে কতিপয়রূপের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইচ্ছা ও পরিচয় করিবার কথা।
- ৯৫। ইচ্ছা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিচয়ের কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হাজারযোগ্য ন্য হইবার
কথা।
উচ্চতম কথা।
- ৯৮। ভিক্রীকারী ক্রমে ন্য হইলে উচ্চতম ন্য
হইবার কথা।
ভূমি দান করিবার কথা।
- ৯৯। কুমারিকারির ভূমি দানিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া ন্য দেখাইয়া দিবে,
আদালতের একপক্ষ আদালত করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। দানের কতির কথা।
কার্য্যধারকের কথা।
- ১০২। কেন সর্বাধিকারিগণ একজন সাধারণ কার্য্য
থাক নিমুক্ত করিবেন ন্য হইবার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান ন্য গেলে একজন কার্য্যধারক
নিমুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আদালত দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আদালত দিতে ন্য হইলে কার্য্যধারক নিমুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (৭) প্রকরণমত লক্ষ্য হইলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিমুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধির ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যধারকতা লব্ধে
ধাতিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যধারকের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাঁহার কথা।
- ১০৮। সর্বাধিকারীগণের কার্য্যধারকতা তাঁর প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

অত্মের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
অত্মের লিপির কথা।

- ১১০। অত্মের লিপি প্রস্তুত করিবার আদালত দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাঁহার কথা।
- ১১২। কুমারিকারী বা ভলুন্টারীর প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিচার কথা লিপি বদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা লব্ধে বিধান ন্য থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গৃহ্য
হইবার কথা।
খাজানা দ্বারা হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা দ্বারা করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আদালত করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা দ্বারা করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময় খাজানার পরিবর্তন কলমে হইবে
তাঁহার কথা।
- ১২০। দ্বিধাকরা খাজানা বদ্ধ কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অভিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যসূত্রে যে খরচ পড়
তাঁহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অব্যাহতি
খাজানা লব্ধীকৃত অনুমান ন্য ধাতিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

হারের ডালিকা বিবরণ বিধি।

- ১২৩। ডালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। ডালিকার দ্বারা লেখা থাকিলে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার দ্বারা করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। ডালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। ডালিকা উর্জ্জ্বল রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। ডালিকা হইলে রেবিমিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চুক্তি অনুমোদনের পর ডালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। ডালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।
 ১৩২। ডালিকা লিঙ্ক প্রমাণ হইবার কথা।
 ১৩৩। ডালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে ডালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা হক্কির মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রচার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিবন্ধ করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইবে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা আরী হইবার কথা।
 ১৪৩। দাবীপত্র ও হিসাব আদায় করিবার কথা।
 ১৪৪। শস্যাদি কর্তৃক প্রভুক্ত করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহা কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রোডাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোমর কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাত প্রজা আপন পট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উর্জ্জ্বল ও অধস্তন ভূস্বামিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিভেদের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অমায় ক্রোকের নিমিত্ত কতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য প্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। ভূস্বামিকারী ও প্রচার মোকদ্দমার বর্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারাদি-পত্যের কথা।
 ১৬১। দায়ব বা গোমস্তার স্বীকৃত মোস্তাফ হইবার কথা।
 ১৬২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিটরের কথা।
 ১৬৩। খাজনার মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেয়া আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। ভূমিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।
 ১৬৮। বাকী খাজনার মোকদ্দমার আদালতের কথা।
 ১৬৯। খাজানা হক্কির ডিক্রী যে তারিখ অবধি জল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে ব্যক্তির দখলে উচ্ছেদ করা যায় অন্য ও বণনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহার স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়ের নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাসায় খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজাস্বত্ব অনুযায় নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজনার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রোডার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত আর্থের কথা।
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। ঘোড়ের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্ব ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত ভাণ্ডার বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসম্বিত ভাণ্ডার বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অধারিত হাঁরের ঘোঁড়ের প্রতি পূর্ক এক ধারার বিধান বর্জিতার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মণলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোঁড় বিক্রয় করিবার ও ডাহার কলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ক এক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কাণ্ড প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মণলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোঁড় পূর্ক এক ধারামতে ডালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাওয়া করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই ঘোঁড় ফ্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম বিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন্‌ স্থলে উক্ত ঘোঁড়ের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের নং পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কায্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কায্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায় স্ফটিকারী কোন্‌ নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। ভূম্যধিকারীরকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী ডালুক নীলামের কথা।
- ১৯৪। ভূম্যমীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের মক্খান্‌ নীলামের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৮। ডালুকদার তলব সম্বন্ধে আপত্তি করিলে কায্যপ্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাকীটাকা আদায়নত করা না গেলে ডালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম হইলে যেই নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলামের কায্য যেরূপে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। খরিদারের খবরের কথা।
- ২০৩। খরিদারকে মণল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায়নত করা টাকা আদায় পরিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাওয়া করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রবিবার ও বন্দেদি দিন বিষয়ক বিধানের কথা।
- অন্যান্য ডালুকনীলামের কথা।
- ২০৯। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরা ডালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

- ২১০। চুক্তির বিফলক বিধান দেয় কলবৎ হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কায়েনী মকররী পাটের কথা।
- ২১২। কৃষি কায্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চব ও দেয়াডা জমীর কথা।
- ২১৪। উঠবন্দী ও হালহাঙ্গিলী প্রণালীর কথা।
- ২১৫। চাকরাণ ডালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তু ভূমির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

- ২১৮। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।
- ২১৯। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ এই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দেওয়ানী কথা।

- ২২০। কসলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দেওয়ানী কথা।
- ভূম্যধিকারীদের কক্ষকারক ও প্রতিনিধিদেয় কথা।
- ২২১। ভূম্যধিকারীর কক্ষকারক দ্বারা কায্য করিবার কথা।
- ২২২। এজমালী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কক্ষকারকের দ্বারা কায্য করিবার কথা।
- রাজস্ব কক্ষচারীদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৩। কক্ষচারীদের কায্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কায্যপ্রণালীর কথা।
- যেই জিলার কিয়ৎ কালীন বন্দোবস্ত থাকে তাহা সম্বন্ধীয় বিধানের কথা।
- ২২৫। যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তাহা সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২২৬। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
- খাসকর প্রভৃতি দফার কথা।
- ২২৭। খাসকর ও বন্দকর প্রভৃতি স্বত্ত্বের কথা।
- বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২২৮। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যেই আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুদান হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিয়াদ।

বঙ্গদেশের জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূস্বাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূস্বাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থ যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড হাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি।

তৎসীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম

তকসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তকসীল লেখা প্রদেশ হাড়া বঙ্গদেশের জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবে।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তি, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা। ইহার প্রথম তকসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান য়, তৎকালে ঐ সকল ভাগের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তৎকালে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, সে আইন বা আইনের এই আইনের উল্লেখ থাকিলে উক্ত আইনের বা তারিখক এই আইনের অন্তর্ভুক্তিগত, উল্লেখ কোন কারণে অথক হইতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া, সেই স্বত্ব অথবা পুনর্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ণাঙ্গ কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলায় কালেক্টর মালিকদারী ভূমির ও লাখোজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্টারের কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “মহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন ভাস্কর রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই লকণের সম্মানসূচী মতাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) “ভূস্বামী বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনস্থ অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূস্বাধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যতীত বা মতল নিমিত্ত আপন ভূস্বাধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যাগে প্রজার যাচা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) “খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূস্বাধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ঘোত” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাজালা সম চালিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগী বা আদলী সম চালিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিপাখার অন্য কোন সম চালিত থাকে, সেখান সেই সম বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাজালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) “হস্তান্তর” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা চিকিৎসাধীন বিক্রয় ও বন্ধক প্রদানের বুঝাইবে।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্র দ্বারা অর্পণ হইল বিনা ও উল্লম্ব উত্তর প্রকার উত্তরাধিকার বুঝাইবে।

(১২) কোন দানি আদার কাম লিখিতে না পারিতে চেরামহী করিলে, “খাঁদিত” শব্দে “চেরামহী করা” বুঝাইবে। এই শব্দ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির নামের “মোহরাকিত” ও বুঝাইবে।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলায় কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের সমতাজুমায়ে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১১) এট আইনের কোন বিধান "রাজস্ব কর্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণরকে উক্ত বিশেষত্ব রাজস্ব কর্মচারীর কর্মসম্পাদনকারী কর্তৃক নিমিত্ত স্বকর্মচারীকে নিযুক্ত করণ উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) "পত্তনী ভানুক" শব্দ এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের ভানুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তফসীল ভানুকও তদন্তত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি। ৬ ধারা। এট আইনের কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক প্রাণী প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) ভানুকদার, পেটাও ভানুকদারের ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোক রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরস্পরা গম্বুকে রায়ত। অধীনে জমি ভোগ করে;

তার নিম্নলিখিত কএক প্রাণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবস্থান্তিত হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবস্থান্তিত খাজানার কিম্বা অবস্থান্তিত খাজানার হারে জমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বশ্রী রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত জমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশ্রী রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রকরণ দখলীস্বত্ব নাই।

৬ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব ক্রয়মির স্থানে বা অন্য ভানুকদার ও রায়ত কোম ভানুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "ভানুকদার" বলিতে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রকরণ স্বত্ব পাওয়াছেন, তাহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে ভানুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের, বা দেহনভাগী চাকরদার কিম্বা অন্যান্যদের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা প্রকরণে জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও ৩৭ ধারার নিয়মাবলী এই শব্দে বোঝা হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামী বা ভানুকদারের আবধিত অধী ন জমি ভোগ না করিলে, তাহাদের রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

(৪) কোন প্রজা ভানুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আপনাত নিম্নলিখিত ১৭ ধারার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(ক) দেশচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের বোতের অর্ধেকের অধিক কোর্স বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাবৃত্তে ভাবের প্রতি, অর্থাৎ, এই স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ কঠিনত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটাও বিলি করা গেলে, যাহা নিপত্ত দর্শন না যায়, তাত প্রজা ভানুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

ভানুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা রক্ষণ কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াদি যে ভানুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ বাতী-খাজানা রক্ষ হইতে রেকের তাহার খাজানা রক্ষ করা পারিবার কথা।

(ক) যে ভূম্যধিকারী অধীনে এই ভানুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশচারক্রমে প্রমাণ যে যে নিয়মের অধীনে এই ভানুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা রক্ষ করিতে স্বত্ত্বান, অথবা

(খ) এই ভানুকদার আপনাত খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বন্ধি: খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজানা তোলা যাউতে পারে।

(২) শিকস্তী তও পাত কিম্বা রাজকীয় ন্যায়ের নিমিত্ত বা গোপানিদের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে জমি গৃহীত হইয়াছে তখন ভানুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার সম্বন্ধীয় কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন ভানুকদারের খাজানা রক্ষ করা যাউতে পারিবে, সেই স্থলে উত্তর পক্ষের নীমার কথা।

যদি কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিকটত তফসীল ভানুক ইহার ভোগ করেন, তাহারা দেশচারক্রমে যে হারে খাজানা দেন সেই হার পয্যন্ত রক্ষ করা যাউতে পারিবে।

(২) যেখানে তফসীল দেশচারক্রমে হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আইন যৎকালে উপযুক্ত ও লায়াজ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্যন্ত খাজানা রক্ষ করা যাউতে পারিবে।

(৩) যখন উপযুক্ত ও লায়াজ্ঞান হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আপনাত ভানুকদারের যে টাকার খাজানা পাওয়া হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য হইবে না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,—

(ক) যে অবস্থায় ভানুকদার ক্ষতি হয়, যথা, ভানুকদার অগ্রগত জমি কিম্বা তাহার আবশ্যক ভানুকদারের কিম্বা ভদীয় স্বার্থগত পূর্ণাধিকারীদের দ্বারা বা অন্য প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) ভানুকদার বা ভদীয় স্বার্থগত পূর্ণাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার স্বত্ব ও ক্ষতি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্জিত খাজানা সাবক খাজানার দিওগের অধিক না হইবার কথা।
রুজি করা যাইতে পারে, সেই স্থলেপূর্ব ধারামতে যে বর্জিত খাজানা ধাওয়া করা যাই, তাহা পূর্ববদের খাজানার দিওগের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ রুজি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
খাজানা রুজি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা রুজি ক্রমে২ করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা রুজির উর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে২ বৎসর বৎসর খাজানা রুজি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রুজি করা গেলে, যে তারিখে রুজি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর রুজি করিবেন না।
খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশবৎসর পরিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাবলী, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।
চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার কথাদির কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান সত্ত্বে যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ চেষ্টা বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।
পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান পতনীদানের পোট ও বিনি ক্রিয়ার সমতার কথা।
মানিয়া আপনার তালুকের দখল তার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য বিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অঙ্গ ২৭

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত নিকট চাফিজে পাঠিবেন।

(২) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাফেন, এবং চাফিয়ার তাৎখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত ঠাকৈ বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ফ্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ফ্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পোট ও তালুকদার কিম্বা বাসতদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ফ্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে নীলাম স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এইরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ফ্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা লান হয় উক্ত ফ্রোকা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিক্রেতা কাছাকাছী করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশস্বরূপ আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রদত্ত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হওয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত ঠাকৈ কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পক্ষাধিষ্ঠিত ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পতনী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা দাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন ফী এক, টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে। এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অধিক হস্ত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার হস্তে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক নোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার উহার নিজ

খাজানার ডিক্রী দ্বারা অন্য ডিক্রীকারীকর্ত্রে নীলাম হইলে রেজিষ্টারী করিবার কথা।

বা কী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীকারীকর্ত্রে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বে ক্রেতার প্রতি

এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নিদ্বিষ্ট রেজিষ্টারী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে তার যে কী নিদ্বিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন।

নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টারী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টারী করণের কী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টারী করা হইলে চাহিদামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার উহার নিজ বা কী

খাজানার ডিক্রী জারীকর্ত্রে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টারী করিবার কথা।

খাজানার ডিক্রীকারীকর্ত্রে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, ভূম্যধিকারী অন্তর্গত তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন

আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বা কী খাজানার ডিক্রী জারীকর্ত্রে

রেজিষ্টারী না করিবার কালের কথা।

নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চির-

স্থায়ী ভাণ্ডারের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টারী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে আত্মনা বা কী পড়ে, উক্ত আত্মনা ও অন্তর্গত দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টারী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্বত্বাধার হন, তিনি ভাণ্ডারকর্তারূপে তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদমা, ক্রোক বা অন্য কার্যসূত্রে দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্ত-

ান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টারী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টারী করা হইবে না, নোটিসের নিদ্বিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার আদেশমুচক আত্মা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আত্মা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার দ্বারা কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আত্মা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আত্মা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আত্মা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীকারীকর্ত্রে নীলাম দ্বারা

রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব কএক ধারামতে বাহা

রেজিষ্টারী হইবার যোগ্য ঐরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ত্রয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টারী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার আত্মা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টারী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নিদ্বিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আত্মা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন ঐরূপ আত্মা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার দ্বারা কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আত্মা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ মত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্বেকল্পিত উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিবে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্বেকল্পিত ধারায় কোন ভাস্করের হস্তা-
স্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রারী
করা গেল, যে ব্যক্তির প্রতি
বা যাকার দ্বারা উক্ত ভাস্কর বা
ভাস্কর কোন অংশ হস্তান্তর
করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত ভাস্করের
উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্ট্রারী বহীতে উক্ত
ভাস্কর সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খাম
নকল সময়ে ২ চাক্ষুণ, ভূমিধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল
বলিয়া ভূমিধিকারীর স্বাক্ষরিত তথ্যখাম নকল পাঠিতে
পারিবেন; কিন্তু সময়ে ২ এতদপর্বে স্থানীয় গণপঞ্চায়েত এক
জামার অনুমতি বা এক টাকার অনধিক যে কী দাবী
করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূমিধি-
কারীকে সেই কী দিবেন।

২২ ধারা। (১) পূর্বেকল্পিত ধারায় যে সকল
রেজিস্ট্রারী বহী বহুতর
বিভিন্নময়ন করিতে পারি-
বার কথা।
সকল রেজিস্ট্রারী বহীতে পাঠ নিবেদন করিতে পারিবেন;
এবং সাধারণতঃ রেজিস্ট্রারী কর্তৃক যেরূপ যে কাগজ-
প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে
পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণসত্ত্বে কোন বিধি প্রণয়ন কালে
স্থানীয় গণপঞ্চায়েত এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত
বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রাষ্ট্রের ভূমি ভোগ
করে তাহারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজনা বা অবধারিত
খাজনার হারে যে রাষ্ট্রের ভূমি
ভোগ করে,
ভোগ করিবার অধিকার
করা।

(ক) কোন ভূমিধিকারীর
যে বিন্যাসের নিয়মাবলী
বানিতে হয়, তাহার ও তাহার চৌহদ্দের হস্তান্তর ও
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে
হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তীর ভূমিধিকারীর যে চুক্তি
থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে
নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে,
সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এই হেতু তিরু অন্য
কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করি-
বেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীভূতবিশিষ্ট রাষ্ট্রেরদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে
বর্তমান দখলীভূত
চলিত থাকিবার কথা।
অবধারিত পূর্বে আইনাবলি
কিম্বা দেশভিত্তিকভাবে
প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে
রাষ্ট্রের দখলীভূত থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে
সেই রাষ্ট্রের উক্ত ভূমিতে দখলীভূত থাকিবে।

২৫ ধারা। (১) কোন প্রাচীর বা মহালের
বাসেন্দা রাষ্ট্রের
দখলীভূত প্রাচীর বা মহাল
কথা।
বাসেন্দা রাষ্ট্রের
মহালে রাষ্ট্রের
ভূমি ভোগ করে, সেই সকল
ভূমিতে সে দখলীভূত প্রাচীর
হইবে।

(২) কোন প্রাচীর বা মহালের কোন বাসেন্দা প্রাচীর
১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন
প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত প্রাচীর বা মহালের
অন্তর্গত কোন ভূমি রাষ্ট্রের
কালে যে ভাণ্ডার বন্দবস্ত থাকে সেই ভাণ্ডারমতে উক্ত
ভূমিতে দখলীভূত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সম-
য়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন
ব্যক্তি ভূমিভোগ বা বন্দবস্ত
কোন প্রাচীর বা মহালের
অন্তর্গত জমী রাষ্ট্রের
ভোগ করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত
হইলে পর এই প্রাচীর বা মহালের বাসেন্দা রাষ্ট্রের
হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনসম্মত কোন কাগজদ্বারা ইহা
প্রমাণিত হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের
ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা
স্বীকার করা না যায়, তদন্ত এই ধারার কাগজকে এই
ব্যক্তি ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ
করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অন্তর্ভুক্ত হইবে যে,
সেই ভূমি বা উহার কোন অংশ রাষ্ট্রের
বন্দবস্ত কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা
তিনি সময়ে তিনি হইলেও, এই ধারার কাগজকে
এ ব্যক্তিভোগত কোন প্রাচীর বা মহালে ভূমি ভোগ
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই
ব্যক্তি রাষ্ট্রের
প্রত্যেক ব্যক্তি এই ধারার কাগজকে সেই জমী রাষ্ট্রের
ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবে।

(৫) কোন জমী ভূমি বা ভূমিধিকারীর রাষ্ট্রের
যে ভোগ করিবে, এই ধারার কাগজকে এই
জমী ভোগ প্রত্যেক অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন প্রাচীর বা মহালে বর্তমান
রাষ্ট্রের
এক বন্দবস্ত উক্ত প্রাচীর বা মহালের বাসেন্দা রাষ্ট্রের
থাকিবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি ১৬ খারামতে পুসরার ভূমির মতল পাও, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেমা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এক ও মহাল অনেক ২৭ খারাম। এই অধ্যায়ে ব
অর্থকরণের কথা। পূর্ব ত এক খারাম কার্যপক্ষে,

(৮) কোন ক্ষেত্রে রাজস্বসংক্রান্ত ক্রীণের প্রাপ্তির মানচিত্রে একই পরিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্রে তাইকে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান এই প্রাপ্তির অংশ, তাহে তাহে ডাকাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আর্থিক শিল্পে সকল ব্যক্তি ক সংবাদ দিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত বিবেচনা করবেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় ভূমি মন্ত্রীকে পর এতদপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কাৰ্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থানে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৬৩ সালের জুলাইর মাসের প্রথম দিনাবধি এক বা অধিক দাটওয়ারী হওয়াতে ছুই বা তদধিক মহাল স্বেচ্ছায়, সেই স্থানে ঐরূপ বাটনয়ারী না হইলে এই সকল যে মহালের অংশধারণ হইত, সেই দল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ খারাম। মতলীকৃত-শিল্পে কোন খারামের ভূমি-ধা-
করী ক্ষয় করিয়া বা প্রকার-
স্বরে এই খারামের আর্থ প্রাপ্ত
হইলে, মতলীকৃত-শিল্প হইবে;
কিন্তু এই খারাম কোন কথার
অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

ভূমিধারী মতলী-
বহু আংশ হইলে তাহার
কলের কথা।

২৯ খারাম। (১) কোন ব্যক্তি খারামতরূপ ভূমি
ভোগ করিলে, এই ভূমিতে
ভূমিধারী বা ভাণ্ডারকার্যরূপ
ভোগের একমালী আর্থ আভে
বিস্তারী করিল এই কারণে ভোগের

উক্ত ভূমিতে মতলীকৃত-শিল্প হইবার বাধ্য হইবে না।

একমালী মালিক ও
ইজারাদারের সম্বন্ধে
বিলেব বিধানের কথা।

(২) কোন ব্যক্তি ভাণ্ডারকারী ইজারাদাররূপ কোন
ভূমি ভোগ করিলে এই ভাণ্ডারকারী ভোগের এই
খারামত মতলীকৃত-শিল্প হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি
ভূমিতে মতলীকৃত-শিল্প হইলে পর সেই ভূমি ভোগের
লইয়া ভোগ করিলে, এই মতলীকৃত-শিল্প হইবে না।

৩০ খারাম। ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া বহুদেশে
খারামজমী সংরক্ষণের
কথা।

খারামজমী সংরক্ষণের
কথা।

৩১ খারাম। ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া বহুদেশে
খারামজমী সংরক্ষণের
কথা।

যে ভূমি খাও, এক মনের মিয়াদে পাট্টা কমে দিয়া
সব বদল পাট্টা কমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই
অমায়ের কোন কথা কমে ভাণ্ডারে মতলীকৃত-
শিল্প হইবে না।

৩২ খারাম। কোন ভূমি
মতলীকৃত-শিল্পের অনুবন্ধের
কথা।

৩৩ খারাম। কোন ভূমি
মতলীকৃত-শিল্পের অনুবন্ধের
কথা।

(ক) যাহাতে ভূমি একমালীকৃত-শিল্পে
কাষের

অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিও
পারিবেন, কিন্তু নোনাচারের বিরুদ্ধে হুক কাটিতে পারি-
বেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষ-
সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও নোনাচারের খাজানাদি দেন

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি একমালীকৃত-শিল্পে
অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিও
পারিবেন, কিন্তু নোনাচারের বিরুদ্ধে হুক কাটিতে পারি-
বেন না।

(২) তিনি এই আইনের বিধানমতে এরূপ এক
নিয়ম তত্ত্ব করিও চেন যাহা তত্ত্ব হইবে, তাহার ভূমি-
কারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির
শর্তানুসারে তাহার উদ্দেশ্য করা যাইতে পারে;

এই চুক্তি পরে এই আইন অনুসারে উদ্দেশ্য করি-
বার যে ক্ষমতা হয়, সেই ক্ষমতায় তাহা না হইলে উক্ত
ভূমি হইতে তাহার ভূমিধারী তাহার উদ্দেশ্য
করিতে পারিবেন না।

(৩) তিনি এই আইন অনুসারে আপন দোত
ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

(৮) এই আইনক্রমে ভূমিধারীর যে সকল স্বত্ব
রক্ষিত হইল, তাহা যদিও মতলীকৃত-শিল্পে রায়তের
ভূমিগত স্বত্ব, অন্য স্থানের সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও
উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(৯) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত
ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোথা বিল করিতে
পারিবেন।

(১০) তাহার ভূমিগত স্বত্বসম্বন্ধে তিনি উল্লিখ না
করিয়া করিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় তাহার
উত্তরাধিকার হইবে; কিন্তু তিনি যে দায়বদ্ধ বা ব্যবহার
অধীন সেই ব্যবহারে যে কোন স্থানে তাহার অন্য
সম্পত্তি রাজার প্রতি বস্ত্ত, সেই স্থানে তাহার মতলী-
কৃত-শিল্প বিলুপ্ত হইবে।

৩৪ খারাম। যাহাতে ভূমি
মতলীকৃত-শিল্পের অনুবন্ধের
কথা।

৩৫ খারাম। (১) যাহাতে
মতলীকৃত-শিল্পের অনুবন্ধের
কথা।

(২) অথবা অন্য কার্যের যে বহু ভূমিধারীর
আছে, তদনুসারে কয় করিতে তাহাকে সমর্থ করিবার
নিমিত্ত, রায়ত ভূমিধারীর অধীন কোন ব্যক্তি
নিকট স্থান মতলীকৃত-শিল্পে করিবার কল্যাণ করিলে
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদপক্ষে যে আদেশ বা কার্যকার-
কে নিযুক্ত করেন, সেই আদেশের বা কার্যকার-
কের আদেশে ভূমিধারীর উপর জারী করণীয় আদেশ
অতিপ্রাপ্তের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন।

যদি কোন ভূমিধারী এই আইন অনুসারে ভূমি
উৎকর্ষ করিও চেন যাহা তত্ত্ব হইবে, তাহার ভূমি-
কারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির
শর্তানুসারে তাহার উদ্দেশ্য করা যাইতে পারে;

এই চুক্তি পরে এই আইন অনুসারে উদ্দেশ্য করি-
বার যে ক্ষমতা হয়, সেই ক্ষমতায় তাহা না হইলে উক্ত
ভূমি হইতে তাহার ভূমিধারী তাহার উদ্দেশ্য
করিতে পারিবেন না।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিশ দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্নমেন্টের বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এ নোটিশ অবিলম্বে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা হইবে।

(৪) নোটিশ দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়ের হাশে দখলী স্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জয় করা যাইবে, অথবা উহার মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যকার আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্ত মূল্য দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিশ দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিশ দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী হাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে রাজকীর গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্নমেন্ট বক্তৃতা আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিষিদ্ধ ভুক্ত জমি আদেশের সঙ্গে লইতে মেয়াদানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব মীলাম ডিক্রীজারীক্রমে মীলাম হয় এবং তুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা কর করিবার বয়ের ও তদ্ব্যপেক্ষ এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলী স্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাওয়ার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিশ ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা হইবে এবং নোটিশ জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, ভূম্যধিকারীকে বাড়ির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারীর অনুমূল উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেমন কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলী স্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিশ ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিষিদ্ধ নির্দিষ্ট কী মেয়াদ না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টারী করণের নোটিশ ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মূলদানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিধিক্রম সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

পূর্ব কএক ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল (ক) যে ভূম্যধিকারীর আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারী, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত ভালুকদার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের আবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিম্নের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাতঃ দখলী স্বত্ববিলিৎ যে যোত্রের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোত্রের করে, তাহাৎদের ভালুকদারের অধিক হইলে, ভালুকদারের পরিবর্তিত হইবার দায়ের রেজিষ্টারী করিবার নিষিদ্ধ যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলে, এই আইনের বর্ণনামুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) যদ্যৎ হেতুক জটিল বসিয়া, পৌড়াবশতঃ, চুক্তিলাভক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা ভাড়া বাজার বাজারতে কিম্বা কালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাকরিতে অক্ষম হইয়া আপনাতঃ অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্কা বিলি করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে ক্ষেত্রে ও যে নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত। সেহই ক্ষেত্রে ও সেই নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্কা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অধিকারের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-
নার যোত বা তাহার কোন
দরপাটীর কালের নি-
অংশ কোর্কা বিলি করিলে,
মতের কথা।
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসহেতুক, জ্বীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গাহঁছা চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রার যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাঁষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্কা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কাৰ্য্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়সীমা সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৩৯ ধারা। যাদব বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে
উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা
না বসায়ক অনুমানের
কথা।
যে খাজানা দিতে হয়, তাহা
উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনু-
মান হইবে।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ
নগদী খাজানা দিলে, তাহার
খাজানা এই আইনের বিধান-
মতে না হইলে, প্রযোজ্যতরে
রুজি করা যাইবে না।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের
যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে
হয়, তাহা রেজিস্ট্রারী করা
চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মা-
বলীতে রুজি করা যাইতে
পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বদর খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাবের খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানমত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার সম্মত মুখ, রেজিস্ট্রারী করণের পূর্বপক্ষ এই ধারার চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রারী করিবার পূর্বে এইরূপে জানিয়া লইবেন।

৪২ ধারা। (১) যে জন্য মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া
কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ
পূর্বকার বিলি করি-
করিতে, তাহা যে প্রমাণের
বার বলে খাজানা
বা যতালের অন্তর্গত তথাকার
রুজির কথা।
কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি
করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রারী
করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রমাণ যে খাজানা
দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জন্য জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর
খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার
বিধান বর্ণিত।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা
যোগে খাজানা দিয়া যে যোত
যোকদমা দ্বারা খা-
ভোগ করে, সেই যোতের
তান রুজি করিবার কথা।
ভূমি দিকারী এই আইনের বিধা-
নের নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া
খাজানা রুজি করিবার যোকদমা উপস্থিত করিতে
পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেট
প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে
প্রচলিত চারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদ-
পেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধানত খাদ্য
পশুর গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূমি দিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে
উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি
বর্ধিত হইয়াছে।

(৬) ভূমি দিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে
উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(৭) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি
বর্ধিত হইয়াছে।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া
হয়, এই হেতু ধরিয়া খাজানা
প্রচলিত হার ধরিয়া খা-
রুজির দায়িত্ব করা গেলে,
তান রুজির দায়িত্ব বিধি।

(ক) ও খাজানা সাবের
খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত প্রতি-
রেকে খাজানার প্রচলিত হার সর্বোচ্চজনকরণে জানা
যাইতে না পারে, তবে তদন্ত বিধি করিবার স্থানীয়
গবর্ণমেন্ট যে রাজস্ব কর্মচারীকে কমতা দেন, তদ্বারা
দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজাদালী দিবসক আইনের ২৫
অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ
জাণ্য করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রাষ্ট্রের যেখানে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাঁহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি উহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাঁহার জাতি-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রাষ্ট্রেরা অধিকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুযায়ী খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(দ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু যত টাকা খাজানা রক্ষি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনায় লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রক্ষি হেতু পরিয়া খাজানা রক্ষির দায়িত্ব করা যাইবে,—

মূল্য রক্ষি হেতু পরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার বিধি। (ক) স্থানীয় গৱর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ের যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অবধিক পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অথবা যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কাঙ্ক্ষিত বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত তুলনা করা যাইবে।

(খ) আদালত এক্ষেপে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে, বন্ধিত খাজানা সাংকে খাজানা অপেক্ষা অধিক চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের নতি শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে সাংকে খাজানা সাংকে বন্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু পরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার বিধি। ৪৬ ধারা। ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু পরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার বিধি।

(ক) এই আইন অনুযায়ী উৎকর্ষসাধন প্রমাণিত করা না গেলে, আদালত খাজানা রক্ষি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রক্ষি করা যাইবে, তাহা মিসর করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনকারী গড়দূর ভূমির উপাধিকারী শক্তি রক্ষি করিতে বা তৎপার সমর্থতা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ ব্যয়িত;

(৩) এ উৎকর্ষসাধন কার্যে লাভাভাৱ হইলে, তাঁহা কত কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিয়া কিরূপ শক্তি থাকিবে।

(গ) আদালত নিয়মাবলীতে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আত্মসম্মত না ফিলিলে, ডিক্রী পুনরাবলোচনা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাংকে রক্ষি উপাধিকারীকে দিবেন।

৪৭ ধারা। বনাজনিভ বনাজনিভ উপাধিকারী শক্তি রক্ষি হেতু পরিয়া খাজানা রক্ষির দায়িত্ব করা যাইবে, —

(ক) যে রক্ষি কিংকালীন বা টেনমিষ্টিক ন্যায় আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বন্ধিত খাজানা সাংকে খাজানা অপেক্ষা অধিক চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রক্ষি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষেপে রক্ষি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নতি রক্ষির মূল্যের অধিকের অধিক ভূমি-কারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার খাজানা রক্ষি উপযুক্ত অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে হইবার কথা। বা অন্যরূপে বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমার এক্ষেপে খাজানা রক্ষির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানা রক্ষির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি নিম্নলিখিত ক্রমে খাজানা রক্ষি করেন যে পূর্ব পরিমাণে আদালতের আজ্ঞা করিতে লম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে পরিণতি হইবে, তাহা হইবে, তাহা

আদালত করিতে পারিবেন যে এই রক্ষি ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রক্ষি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রক্ষি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক এক বৎসরে ততদূর রক্ষি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-কমগত খাজানা রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

যেহেতু পরিয়া, কিংবা মূল্য রক্ষি হেতু পরিয়া কোন গোঁহের খাজানা রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই গোঁহের খাজানা রক্ষি করা গিয়া থাকে, কিংবা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ মাসের মধ্যে খাজানার একপরিষদন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে বিদ্যমান এই আইন দ্বারা রক্ষিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু পরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার কিংবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা ডিক্রী করিয়া কতদূর ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা প্রত্যাহত হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথা ক্রমে দেওয়া নী মোকদ্দমার ক্ষমতা রাখিবার ক্ষমতা রাখিবার ১৭০ ধারার বিধানের দ্বারা বিধি হইবে না।

খাজানা রক্ষি করিবার কথা।

৫১ ধারা। (১) যুক্তরূপে খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মধ্যস্থতাবিহীন ব্যক্তি খাজানা কম হারে নিম্নলিখিত হেতু পরিয়া আপন-নিজ খাজানা কম হারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার দ্বারা কম হারা গেলে, পরে যে সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা প্রকৃতপক্ষে পারিবেন না, অর্থাৎ,

যদি খাজানা কম হারে নিম্নলিখিত হেতু পরিয়া আপন-নিজ খাজানা কম হারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার দ্বারা কম হারা গেলে, পরে যে সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা প্রকৃতপক্ষে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) গোতেই জমী ব্যয়ভের দোশ ব্যক্তিরকে বালি
জমা হইয়া বা এই রূপ অন্য কোন দুর্গটনা ঘটয়া জাতি-
রূপে অপরকে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু।

(খ) ও ক্ষেত্রে বা চলিত বাজারে প্রথম ২ খান্দা
শস্যের গড় মূল্য কয়টি গণনা হইবে।

(২) এই প্রারম্ভে কোন যৌক্তিক উপস্থিতি করা
 গেলে, অমানিত যত দূর উপযুক্ত বা নাগো বোধ করেন,
 তত দূর থাকিবার আশা করিতে পারিবেন।

ସୁଲୋଚନା ଡାକିଲେ କଥା ।

৫২ ধার। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই প্রধান অফিসার মূল্যের স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদন্থে বৎসরের যে বা যে সময় দাখ্য করেন, সেই বা সেই সময় সেই বৎসরের কালের সময়ের দাখার দরের ডালিকা প্রস্তুত করেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন লিখিত তাহা রোয়ানিউ বোর্ডে পাঠ ইদন

(২) কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের দ্বিতীয় গণপরিষদের আহ্বান
 পাইলে, এই গণপরিষদে অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ
 করেন, সেই কাল স্বাক্ষর করেন স্বাক্ষর গ্রহণ স্থানের
 তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং প্রকৃপে
 যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধ-
 নন নির্মিত বোর্ডনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত গুলোর তালিকা রেবি'নট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৪) এরূপ কোন মূল্যের তালিকা উদ্ধরণে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সমস্ত সম্মানীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত ক্ষেত্রে প্রচলিত ন্যায় সম্মানে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যে শিক্ষান্ত প্রমাণ কইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রোবানড পোর্টে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে মচারার নোটিশ দেখণে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে এই তালিকা প্রকাশ করিলেন, এবং এই স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে এই তালিকার নিকটে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখণ্য কোন আপত্তি দিলে তিনি তাহা এই তালিকার সহিত রোবানড পোর্টে পাঠাইলেন।

श.ज.नं. क्र.पां.सं. उ.क.वि.दा.त.क.थं.

৫০ ধারা । (১) কোন মণলীয়া হুবিষিক্ট রাষ্ট্রত
শস্যরূপে দেখাযাওয়া কোন যোতের নিমিত্ত শস্য-
রূপে কিংবা শস্যের কিস্তি-
শের আত্মনামিক মূল্য ধরিয়
নিম্ন শস্যভোগে ভিন্ন হারে অথবা কিস্তিপরিমাণে
একরূপ এক প্রণালীতে ও কিস্তিপরিমাণে অন্য প্রণা-
লীতে খাজনা দিলে, রাষ্ট্র বা ভদীয়া ভূমাবিকারী ঐ
কাখানা মুদ্রারূপ খাজনার পরিণতিত হইবার প্রাধিকার
কিতে পারিবেন ।

(২) এই প্রার্থনা কমিটির সাক্ষরকারী মহকুমার
কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন
কমচারী থাকার দলোত্তর করেন, তাঁহার নিকট,
কিম্বা এ সমর্থ স্থানীয় পদব্রহ্মের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা-
প্রাপ্ত অন্য কোন কমচারীর নিকট, কর; যাতে
পারিবে।

(৩) এই প্রার্থনাপত্র পাঠেদেয় যত টাকার যত্নদ্রব্য খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী ইহা নিম্নলিখিত পরি-
দেয়, এবং প্রতি সাত্তাহ করিতে পারিবেদেয় যে, রায়ত
বাসকরণ বা পুরস্কাররূপ অন্য প্রকারে অধিনায়
খাজানা না দিয়া ইচ্ছা করিলে টাকা দিতে ন।

(૨) ઉચ્ચ નિર્ણય કારિવાર મગર ઉકુ કમ્પાની
એર ડિયાર અંતિ દુષ્ટિ રાશિદન.

(ক) দখলীস্বত্ববিধিতে বাক্যভেদে নিকটস্থ মেই
প্রকারের ও তক্রমে সুবর্ণাশিখর ভূমির নিমিত্ত গাড়
যে মূল্যাক্ষপ খাজানা দিয়া থাকে তাহার প্র ৫০

(খ) পূর্ব দশ ২৯৪ ভূমালিকারী প্রকৃত প্রভাবে
যে খাজনা পাইয়া থাকেন, তাহা বহু পুনর প্রত ।

(৫) এই তালিকা লিখিত করিতে হইবে, এবং উহা যোজিত পুরিয়া করা যাক, ও তা সমস্তের উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তালিকা দেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কম্বলারীরা অন্য যোজিত পুরিয়া উপর যে একাত্রে আশান হইতে পারে, এই আশার উপরও লেখকপে আশান হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু শাসিত করিয়া প্রাণনা সংরক্ষণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

दिशि प्रगटन करिदाव कनउ र कथा ।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গণপরিষদের সময়েই মন্ত্রিপরিষদ
 বিধি কবির পর ক্ষমতার
 কথা।
 শ্রী পূত গণপরিষদে মন্ত্রিপরিষদ
 যের কতৃৎস্থানীন নিম্ন-লিখিত
 বিষয়ের বিধান প্রণয়ন করিতে
 সক্ষম হইবে, অর্থাৎ,

। १८ । येकज्जातीया १२, धारमउनापार, चिकी
अस्तुत करिजे निपुण पायेम, उतापउ काय पक्षति
अदमम करिणीरवि ।

(খ) কোন স্থানে এত অধিকারী হইয়া থাকে যে-
কোন স্থানের লোক ২৫ দিন লম্বা বাসিয়া থাকে, ইহা
জিহ্বা করিয়াও বিধি; এবং

(ମ) ୧୯୭୫୧ ସାମୟରେ କାହିଁକି ଟୁକି
ରେଜିକରା କଲେ, ତାହାଙ୍କର କାହାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ
କରିବାର ବିଧି ।

୬୫ ଅଧ୍ୟାୟ ।

দশীসহ শ্রী: রচিত্রের মন্তব্য: ১. ১।

৫৭ নং। যে রায়ভূমির দখলীরাই নীচের ৫৮
দখলীরা দু'জন। রায়ভূমির
এই অংশ খাটিয়ার
কথা।
৫৮ নং। এই অংশ খাটিয়ার
দখলীরা দু'জন।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাকে দখল দিবার ক্ষমতা তাহার সহিত ভূমিাধিকারীর যে খাজনার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজনা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা। রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারা-খাজনা রক্ষা নিয়মের কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে নিম্ন-লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে বাকী খাজনা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রাইত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতে, যাহাতে উহা প্রজাতন্ত্রস্বত্বাধীকার কার্যের অনুশাসনী হয়, অথবা সে এই আইনসম্মত এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাঁহার ও তদীয় ভূমিধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্ট্রী করা পাটক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে মাথা ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজনা ধাৰ্য্য হইয়াছে, উক্ত রাইত সেই খাজনা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজনা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে, রাইতের উপর উঠিয়া যাবতীর নোটস জারী করা না গেলে, পাট্রার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ১০ মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা। (১) ভূমিাধিকারী বর্জিত খাজনা দিবার নিয়ম পত্র রাইতের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রাইত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে

অস্বীকার না করিলে, খাজনা রক্ষা দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূমিাধিকারী এই ধারামতে কোন রাইতের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাইতের উপর জারী করিবার নির্দিষ্ট এতদর্থে

স্থানীয় গণপঞ্চায়েতে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রাইতের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রাইতের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রাইত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র কলবৎ হইবে।

(৪) কোন রাইত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূমিাধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রাইত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রাইতের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূমিাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ মোকদ্দমের যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাইত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাল ঐ খাজনা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিবে, স্বত্ববান থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হয়, তবে পূর্বসূরীর লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাইত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তজ্জন্য সুবিধাবিধিত ভূমির নিমিত্ত রাইতেরা গড়ে যে খাজনা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজনার উপর টাকার অটোমার অধিক রক্ষা দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, সে ভূমি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা কলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রাইতের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্রা "দখল দেওয়া" শব্দের লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্রায় এই শব্দের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধারের কার্যপত্র এই পাট্টাফ্রেম ডাছাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। সুত্ররূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের দ্বারা যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার নীমার কথা।
রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তদের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন হলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর ভরমাস থাকিতে নির্দিষ্ট একাধারে কোন কোর্কা রায়তদের উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ মোটিন জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানার বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত খাজানার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
তাঁহার স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি যাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই হেতু দিবা এই খাজানা বা খাজানার হার হ্রাস হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা যাহা বিশবৎসর পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনযত কোন বাকদমার বা আত্মতানিক কার্যে তাহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি এই খাজানার বা খাজানার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থান বিশেষে উক্ত প্রজ্ঞাপন যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য বা ন্যায়রূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমিধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানান্যরূপে ধাওয়া করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত যোগিয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন প্রভাব হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূমিধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজ্ঞাপন শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রজ্ঞাপন খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রজ্ঞাপন অনুমানের কথা।
উদ্ভিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপন

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরিমাণ ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা।
যাপ করিয়া উদ্বিগ্ন হইত ভূমি থাকি প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অভ্যন্তরিত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রজ্ঞাপনান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজ্ঞাপন খাজানা কমাইতে স্বত্বাবান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে মত ভূমি পৈপত্তীক্রমে বা প্রজ্ঞাপনান্তরে তাঁহার যোতে যোগিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা হ্রাস করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপনের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্বাবান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ ষটে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বের খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা মত ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ স্থান হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বের খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভানুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেমন নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। তদ্রূপ কিস্তিরূপে ভানুকদারিথে ভানুকদারের দেয় মুজাররপ খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও ভানুকদারিথে দেওয়া যাইবে ; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে একদৰ্শে কোন স্থানের নিমিত্ত যেহে কিস্তি ও ভানুকদারিথ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই ভানুকদারিথে দেওয়া যাইবে ।

(২) কোন রাজত্বের বা কোর্কা রাজত্বের যে মুজাররপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিরূপে যেহে কিস্তি ও ভানুকদারিথ নির্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তদ্রূপ অংশভূলা কিস্তিরূপে ও বৎসরে চারির অধিক সেই ভানুকদারিথে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মাবলীতে দেওয়া যাইবে ।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রচলিত দেশাচার, কনলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অমূল্য তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে ভানুকদারিথে দেয়, সেই ভানুকদারিথের স্বরূপ খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন ।

(২) এই আইনমতে গেহ তলে প্রজা আপন খাজানা আদায়করিতে পারে, সেইহে তলে চাকী ভূম্যধিকারীর আদায় কার্যক্রমে কিম্বা উদ্যোগে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রজাকে শোচনীয় মনিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার কসড়া দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে তাহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে ।

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উত্তে বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন ।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেয়, উক্ত ভূম্যধিকারীর আকরিত তত টাকার লিখিতকবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর হাতে তৎক্ষণাত্ পাঠিতে তাহার স্বয়ং আদে ।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

(৩) এই আইনের ৩৭ তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) যে প্রত্যেক কবজের সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্মান না গেলে, তাহা যে ভানুকদারিথে দেওয়া যায়, সেই ভানুকদারিথ পূর্ণ খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে চাইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইবারে বিনা ভূম্যধিকারীর আকরিত করিলে, এই বৎসর অদায় হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর হাতে উক্ত ভূম্যধিকারীর আকরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিভাঙ্গা দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও এরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা লিখিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার ভানুকদারিথ অবধি

হয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদায়িত হইয়া উচিত বোধ করেন সেইরূপ মণ্ডের টাক উক্ত ভূম্যধিকারীর হাতে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূমিধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নিম্নলিখিত কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উল্লেখ করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূমিধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তৃতির অনধিক আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূমিধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূমিধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশনামত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পক্ষাংশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূমিধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিচ্ছেদ বশতঃ তাহা লইতে বা ত্রিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়শীলদিগকে সংস্কৃতিতে দিতে হয়, এবং প্রজা ত্রিমিত্ত সহায়শীলদের সংস্কৃতি কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার অধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সম্বন্ধে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আকিসে আদানত করিবার অমুদিত পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একদে যে বা যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার রুজু তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্ব ধারা

যে খাজানা আদানত করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার সমীপ দিলে ঐ সমীপ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

নত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আদানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া ত্রিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবে।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশনামত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দের যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যীশকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতিতে সহায়শীলদের, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদানত লম তিনি

তাঁহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আদানত পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা নোটিসের কথা।

কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবে। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রূপান্তর বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাটকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আদানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর

বিবেচনায় আদানতের টাকা আদানত টাকা দিবার পাইবার অধিকারী বলিয়া বা কিরাইরা দিবার কথা।

বোন হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোস্টাল মনিঅর্ডার করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা আদানত করা যায় তাঁহার নত রসীদ কিরাইরা দেয়, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে প্রজা না থাকিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিরাইরা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী কোন কর্মচারী যাচা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে যন্ত্রিসতর্কিত আয়ত ফোট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিছু। গবর্নমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা হইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐক্য কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাটওয়ার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির উহার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন অর্থক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন কৃত্রিম-
স্বত্বসম্পত্তি প্রথম দায় হইবার
কথা।
৭৭ ধারা। (১) কোন কৃত্রিম-
স্বত্বসম্পত্তি প্রথম দায় হইবার
উক্ত প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য
হইবে।

(২) ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী জারীকরণে প্রচারের স্বত্ব, অধিকার ও অর্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার স্থানে ভূমিধিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমিধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমিধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে উহার কোন অংশ হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা
যাইবে না পাঁচের তৎসমুদ্রে যে-
খালে বা স্থানে সমস্ত লিখিত থাকে
সেখানে এই মনের শেষে, কিন্তু
যেখানে কলনী বা আমলী সমস্ত
লিখিত থাকে সেখানে স্বেচ্ছা

মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূমিধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজ্ঞাকে বাকী খাজানা নিষিদ্ধ উচ্ছেদ করিতে স্বত্বান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐক্য কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেল তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও ভূতপরিমিত পাওনা হইবে এই মর্মে নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিন্তু পঞ্চদশ দিনের অধিকালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার অংশ আদালতে দেওয়া গেল, ডিক্রী জারী করা হইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য করিবার
বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার
কথা।
এই ও পক্ষের মধ্যে কোন

নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর গড়করা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত
আদালত কোন মোকদ্দমার বাদি
যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা
খাজানার বেওয়া গেল
কিন্তু অন্যায়রূপে প্রতি-
বাদির নামে খাজানার
মোকদ্দমা করা গেল,
হানিপুরের আজ্ঞা
করিবার ক্ষমতা বহু।
এ প্রচার বসিয়া যত টাকা
ডিক্রী কর তৎপ্রতি আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার
অনধিক যত হানিপুর উপযুক্ত বোধ করেন বাদির ওত
হানিপুরের টাকা পাটবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরের আজ্ঞা হইলে, সুদের
ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত
কোন মোকদ্দমার বাদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী
যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত
করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দায়েরা করে
তার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুর-
রূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কলনী বা ভাণ্ডারী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা বাচাই
করিয়া খাজানা লওয়া যায়,
কলন বাচাই বা (ক) সেই স্থলে বাচাই
বিভাগ করিবার নিমিত্ত বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত
আজ্ঞার কথা।
সময়ে যদি ভূমিধিকারী বা
প্রজা স্বয়ং বা কর্মচারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা
করেন,

(খ) কিন্তু উৎপন্ন কলনের পরিমাণ বা মূল্য
বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং
কালেক্টর খরচ বসিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন
উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, এই কলন বাচাই
বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত
বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট
সাহেবের মতে ঐক্য আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ
নির্দেশ হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব
ঐক্য প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা
করিলে, যদিও বাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ
আজ্ঞা দ্বারা কলন স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে
পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্বে ধারামতে কোন
কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,
কর্মচারীকে নিযুক্ত করা
গেলে, কার্যপ্রণালীর
কথা।
আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-
চারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে
পারিবেন যে তিনি অন্য কোন

ব্যক্তিগণকে আবেসনরূপ আপনায় সহিত লন এবং
আবেসন লওয়া গেল উক্ত আবেসনদের সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্ভর্য প্রণালসম্বন্ধী এবং বাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন ; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কাগ্য করিবেন ।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূমাদিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূমাদিকারী বা প্রজা নিজে বা কন্সকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কাগ্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন ।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কাগ্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন ।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তথ্য আবশ্যক বোধ করিলে সেই তৎক্ষণাতঃ পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন ।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন ; কিন্তু উক্তরূপ নিষেধ সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে এ ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে ।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘের কাছারীতে রক্ষিত হইবে ।

৮৩ ধারা । (১) উপর কসল যাচাই করিয়া থাজানা লওয়া গেল, সমস্ত কসল লগ্নের মতল সম্বন্ধে মতল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(২) উপর কসল বিভাগ করিয়া থাজানা লওয়া গেল, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কসল মতল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমাদিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতীত প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত ন্যালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না ।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাঁহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শাসন-সংগ্রহের সময়ে লিফট সহ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের অন্য সর্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, কসল তৎ হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

ভূমাদিকারির পরিবর্তনহইলে থাজানার দায়ের কথা ।

৮৪ ধারা । (১) কোন প্রজা ভূমাদিকারির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে থাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমাদিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমাদিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে এই প্রজা উক্ত থাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রজা হস্তান্তরিত হইবে না ।

(২) যে ভূমাদিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা থাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজা তাঁ নিষিদ্ধ প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কাৰ্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে ।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা ।

৮৫ ধারা । প্রকৃত থাজানার অতিরিক্ত আবেদনাদি স্থাপিত কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম আবেদন প্রভৃতি দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন আইন বিরুদ্ধ হইবার কর দায় করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দায়ের সমুদয় লাভ ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে ।

৮৬ ধারা । প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে থাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপরে কোন অংশ ভূমাদিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উপরের মূল্যের অতিরিক্ত টাকা শত টাকার অনধিক আদালত মণ্ডলরূপে যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা এরূপে অন্যায় করিহ-লওয়া যায়, তাঁহার পরিমাণের বা মূল্যের ত্রিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের ত্রিগুণের অনধিক টাকা ভূমাদিকারির নিকট পাইবার নিষিদ্ধ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

৯ম অধ্যায় ।

ভূমাদিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান ।

উৎকর্ষ সাধনের কথা ।

৮৭ ধারা । (১) এই আইনের কাৰ্য্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের যোড়ের সম্বন্ধে "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে অর্থ ।

যে কোন কাৰ্য্য দ্বারা যোড়ের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোড়ের উপযোগী এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জম দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ, এবং যাহা যোড়ের উপর করা না গেলেও সাংক্ষাৎসম্বন্ধ উপর উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাংক্ষাৎসম্বন্ধে এই যোড়ের উপকারজনক করা যায়, সেই কাৰ্য্য বুঝাইবে ।

(२) विपरीत प्रमाण न गोल, न प्रमाणित कथा
कुलि एके शास्त्रा मन्त्राशुभाती उदकई जावन बलिदा अशु-
भात हईत,—

(କ) କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ନିମିତ୍ତ କିମ୍ବା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ
 ନିଷ୍ପାଦର ଓ ଗରାଦିର ବାବଦର ନିମିତ୍ତ ଜଳସଂରକ୍ଷ, ଯୋଗାନ
 ବା ବିତରଣ କରଣାରୂପ ଓ ଲୁଚ୍ଚରଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବନ ;

(খ) জলমেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাচ্ছে না। তাহার জল-নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গনিদারণ;

(ব) কৃষকসমিতির আদান বা পরিষ্কার করণ
কিন্তু তাৎক্ষণিক না হবার স্বাক্ষর উৎকলসন।

(৬) পৃথকীকৃত কোন শাখা তখন করিয়' বা পুন-
 কাঙ্ক্ষ কর', অথবা, তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা.

(৮) জাতিসংঘ নাটকিতত্ত্ব সমিতি কর্তৃক ও উন্নয়ন
সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন পৌঁছানোর নিয়ম।

(৩) কিছু সময়ের জন্যে যে কার্যে করেন
তদ্বারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকর্তৃক মঙ্গলের বা ভাবুকের জন্য
বিশেষকরিত। ইহা পাঠ্যে ও কথায় এই আইনের
আভিচারিত। উৎসাহ দান বলির দ্বারা হইবে না।

৮৮ ধারা। রাষ্ট্র জমাদারিত্ব খাজানার কিস্তি অব-
জ্ঞানশক্তি হারা তন-
তার এবং গোলটে কন-
সলমণ করিবার অধিকার
নথী।

ତାହାକୁ ଭୂସାଧିକାରୀରୂପ ଦେଖି ନିତେ ମା'ରୁଣେନ ନା ।

২৫ রা. (১) কোন দাঁড়ের যোতে তাঁর

মঙ্গলোত্তরবিশিষ্ট বোত
নদীতে টেবলমাশিন
কিন্তু ৪ বছর কণা।

দিকারীস্বরূপ উক্ত যোগ
স্বত্বকে সংকল্পসাধন করিত অপর পক্ষকে বাধা দিতেন
পারিতেন না।

(১০) যদি দায়িত্ব ও ভূমিকাতারী উভয়েই একই উৎসর্গসাধন করিতে চাওন, তবে উক্ত ভূমিকাতারী অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না-হইলে, দায়িত্বের উৎসর্গসাধন বরিবার অত্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) দ্বারত ও তাহার দৃশ্য-বিচারের মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন কারিবার বৃদ্ধিসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকারী উৎসর্গসাধন কলা, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে,

কালভের সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনাবশত সেই
বিধানের নিষ্পত্তি করতে পারিলেন, এবং তাঁর
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ : ১৭। (১) দখলীস্বত্বশ্রী কোন রাষ্ট্র
জালালার ও স্বীয় পরিবারের
নিমিত্ত অংশলাভ ব্যক্তিদের
যদি সমস্ত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে

উক্তমতে কিংবা পঞ্চাঙ্গিখিত বিধানমতে বা স্বতন্ত্র
আপনার মতামতের জায়গায় স্বাক্ষর করুন। অর্থাৎ
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(১) শ্রী ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দলীয় প্রতিনিধিগণ রাস্তা আপন হাতে সম্মুখে যে উৎসবসম্পাদন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎসবসম্পাদন করিতে পারিতেন। যুক্তিসিদ্ধ সমস্ত কারণে এই উৎসবসম্পাদন করিবার নিষেধ ব্রহ্মসিদ্ধান্তের প্রতিকার করা করিয়া উৎসব সম্পাদন করিতে বাধ্য হইতে পারিতেন, এবং ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুমতির পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উল্লেখ্য করিলে, আপন এই উৎসবসম্পাদন করিতে পারিতেন।

১১ পূর্ব। (১) কোন ভূমিকায় অগ্নিগর্ভে
যে উৎসবাসন করেন, তিহা
যাও কাইনগেও তাইব স্বর্গে
করা যায়, তিহা যাও করে
তিন প্রজাতি মাতাষা কবি-

[illegible]

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ করেন, প্রাথমিক পত্র সেইরূপ পাঠা লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেরূপ সকল থাকিবে, ও যেই প্রকারে স্থানীয় ডায়েরী বা অফিসে প্রাপ্ত হইবে তাহা সেই নম্বর দ্বারা হইবে।

(৩) যে কম্পাট্রী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইল, তিনি
 (ক) এডভোকেট প্রাপ্তি হইবার পূর্বেই ৫২৬৪
 সাদন হইল, এই আশন প্রাপ্তি হইবার সমস্তাবি,

(খ) এটি আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকল-
সাধন হইল। উক্ত কাণ্ড সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি

১০ তার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।

৯০ ধারা। (১) কোন যোক্তের কুমারাদিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষ সাধন সহজে
করা লিপিবদ্ধ করিবার
প্রার্থনার কথা।

প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
একুশ বিবেচনা না করেন য, এই প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা একুশ দেখা না যায় যে
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে উনসুখীয়ে রাহিন
হাফে, তবে উক্ত কম্পট্রী উভয় পক্ষের সমক্ষে এমনি
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই পরামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ কর
গেলে, তদ্বাধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের
অধীন সা-সাক্ষীর বাস্তবের মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে ই লিপিবদ্ধ কথা প্রমা
নযোগ্য আছে চঃতে পারিবে।

স্বাভাবিক, উচ্চতর পূর্ণের ক্ষতিপূরণ দেওয়া না কইরা
আফিলে, উচ্চতর ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী
কইবেন।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাওনের দলিয়ায় কতিপূর্ব দিনে উৎকর্ষমান কাগজ টুকি কার্ডস পাঠ্য লম্বা তদনুযায়ী উৎকর্ষসাধন করিয়া নতুন উচ্চ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ফলে এই পত্রিকার সংবাদে নিমিত্ত কতিপূর্ব পাঠবার ওয়া যাইতে পারিবে না।

[illegible]

যে বিসিক্রমে কতি
কিছুকাল নিয়ম
করিতে চাইবে, তাহার
কথা ।

(খ) উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রাতি ও প্রাচীন
কল্যাণ শাল স্থাপী হইবার চেষ্টা বন্য হইতে প্রতিঃ

(দ) এ উল্লেখ্যমত উপলক্ষ সুসংস্কৃত
কোনরূপে খাজানা তুলস বা কক্ষা করিলে বা প্রত্যেক
জন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোগযোগী কর' গেলে, নিম্না
অসেচিত ভূমি মোচত ভূমিত পরিণত ক' গেলে,
রায়ত মহতাল অবদিত খাজানাগ উৎকর্ষসাধনের লতি
ভোগ ক'য়াছেন, সেই কাল প্রতি ।

हेतुम् । ए परित्राणं करिदत्र कथा ।

(୨) କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀ କଟକ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀ କର୍ମୀଙ୍କ
ଉଲ୍ଲେଖ ଶିକ୍ଷା ସାମ୍ୟ ସାଧିକରେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଧାର
ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଲିଖିତ ଶୋଷିତ ଆଧାର ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ କର୍ମୀଙ୍କ
ନାମ ସ୍ଥାନୀୟ, ଉପର ଉକ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ପରାମର୍ଶ
କରିବା ଶେଷରେ ଲିଖିତ ଶ୍ରୀ କର୍ମୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀ କର୍ମୀଙ୍କ
ନାମରେ ଶ୍ରୀ କର୍ମୀଙ୍କ ।

ক। যদি বাহ্যিক চাপের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে
সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কত হবে ?
দেখা যাক :

খ) যে কমিটি বঙ্গবন্ধুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সঠিকভাবে শেষ করবার জ্ঞান ও মনোবল থাকবে তাই রাখতে চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত।

১০) বঙ্গবন্ধু শ্রমিক পরিষদ গঠনের পিছনে বঙ্গবন্ধুর
শ্রমিক সম্বন্ধে ভূমিকাটুকী নাকি হলো কোন প্রকারে
ই যেতে বা উঠার কোন অংশ জমা পড়িয়া দেন কিংবা
চলি করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত বোঝা
তাহার কোন অংশে যে আদালতের বিচার্য্য হইবে
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা লোটিং জারী করিতে
পারিবে।

(২) কোন দ্রাব্য অগ্নির যোগে উত্তপ্ত করিলে
 কৃষাঙ্গিরসী বা যোগে প্রবেশ করিয়া উঠা জনা গোল
 ক্রমবদ্ধ হয়। তাহারা দিতে কিছ্রা নাহে চাহ করণার্থ
 নাহে পরিবেশ।

৯৬ দ্বিতীয়। (১) কোন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাথমিক পটিকে
লেখি। না দিয়ে ও বাক্য
পরিভাষণের কথা
যেমন : কং. ৩৮. ৫০। দিব.

বাল্যবস্ত্র না পরিয়া যদি আপন বাণী ত্যাগ করে ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন সোত আধ
চাম না করে, তবে রায়ত যে দুহিবেৎমের ঐক্য ত্যাগ
করুন যায় ও চাম করিতে বিতে হয়, সেই প্রসংগে
অতি ত হইবার পর যে কোন সময়ে দুনিয়াবাসী ও
যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা লইয়া কোন প্রকারে জমা
করিয়া দিতে পারিবেন, বিধা নিজে চাম করণার্থ
লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূমিধিকারী এই ধারামতে কোন গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিষিদ্ধি পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাছাড়া এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত্য জান করিয়া তাছাড়া প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূমিধিকারী এই ধারামতে কোন গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, এ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলী বস্তুনা রায়ত হইলে, চর মাংস অতীত না হওয়া পর্যন্ত এ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিরিয়া পাইবার নিষিদ্ধি মোকদ্দমায় উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত নাযাযা বোধ করেন, সেই শর্তে দখল কিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ডের অংশ কবিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রকার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কণাক্রমে সেই প্রকার ভূমিধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোতের অন্তর্গত ভূমি কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, তাছাড়া হস্তান্তর না উইলক্রমে অতীত। এ অংশ পদক যোতস্বরূপ উক্ত ভূমিধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রেম না হইলে কোন ডিক্রী জারীক্রেম না প্রজ্ঞাকে তদীয় গোত্রে হইতে উচ্ছেদ করিয়া হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূমিধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূমিধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মালিয়া এবং কিম্বা এতদনুসারে তাহার স্থানকমপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আদান মফাালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূমিধিকারী প্রকার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালের বা মালের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরের একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে ক্ষেত্রে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী ছেতুক ১৫০০০ পরিভুক্ত হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিভুক্ত উপর নির্ভর করে।

(খ) যেখানে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমিধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রেমে দখল কিরিয়া তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাগজ গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ ধারায় মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে। এ মাপ এই আদালত হইবার সময়ের পক্ষে হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূমিধিকারী পূর্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূমিধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রকার উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রকার উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রকার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূমিধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপের ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অস্বীকার হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূমিধিকারী ও প্রকার দখল কোন মোকদ্দমায় বা আত্ম-মাপের ক্ষতি করা। তালুক কারো কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কম-কারীর আদেশক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে ক্ষতিমত এক দিখাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই মাপের মধ্যে মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্ন কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যে মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তালুক লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এক্ষেত্রে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অস্বীকার হইবে।

কার্যধিকারের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহায়িকার কোন সহায়িকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য-একজন সহায়ক কার্য-ধাক্তা সম্বন্ধে একমত না হন, শাসন করিবেন না এবং সেই কারণে (ক) সাধারণের অনুবিধা নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি কিম্বা বরণ কথা।

(খ) ব্যক্তির বিশেষের স্বত্বের ভাণ্ডি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কাল-উইলের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে এ মহালে বা তালুকে সাধারণ কোন স্বার্থ থাকে, এক্ষণে কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কোন উক্ত সহায়িকারিগণ এক জন সাধারণ কার্যধাক্তা নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশমতে নোটিস তাহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহায়িকারী যে স্বার্থের সাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ ইহার মতলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহায়িকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিধিক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

১০৩ ধারা। যদি পূর্নধারিত নোটস জারী হইবার
করণ দলিল বা গেজে
একজন কার্যাবধায়ক নিযুক্ত
করণার্থ উঃবাদিগকে আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।

একজন সাধারণ কার্খাধিকার
 লব্ধ করবার আদেশপ্রচলিত আছে। দিত পারিবে-
 এ-ই আদেশ দিব্য পূর্বে যে কোন সমাধিকারী
 উপস্থিত হন না, এই আদেশ নকল তাঁহার উপস্থিত
 করে থাকিবে।

୧୦୫ ମାତ୍ର । ମୂଳ ଚିରାମତ ଆଜ୍ଞା କଡ଼ିବୁ ମରୁ ଶୁଦ୍ଧ

ଆଜ୍ଞା ନାମିତ ବ ଚିତ୍ତ
 ନ କାହାଂସିକା ନିମୁକ୍ତ
 କବିବର ସଦଫଳ କଥା ।

ସାହିତ୍ୟ - ନୂତନ ଯେ ମଧ୍ୟାଂଶଳୀ
 ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରରେ ଏତଦର୍ଥେ ହୀନ
 କବିମାନେ ମୋ ସେ ବରତ ଦେଖ ।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

କ : ସେ କାଳ ଯାତ୍ରୀ ବସ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ
 ଡାକ୍ତର ଯିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାହାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ
 ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରୀ ବସ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି
 କାହାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ଯିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କହା

(ଅ) ଯେ କେହି ପୁଲେ ଛକ-ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହେଁ
ସଞ୍ଚିତେ ସଞ୍ଚିତେ ।

१-१४४: कालः पूर्णिमा ४.५.५० (ग.म.०.०.३५)

[illegible][illegible]

১০৬ নম্বর। সে কোন দফা নোট চ.দ. বোর্ডের

কোর্ট অব ইয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭৯ সালের
অর্ডিন্যান্সের ১৮৭৯
সের সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য
করা হয়েছে।

১. ক্ষতি সন্ধানের সময়, সেসময় সমস্ত প্রধান উক্ত ক.দ্যা-
 ২. ক্ষতি সম্বন্ধে খাটিবে।

୧୦୭ ଶୀର୍ଷା । (୧) ଜିନାର ଉପ ମାଟିର ମଧ୍ୟରେ

কারিগারদের প্রতি
বোঝান যে
ডাক্তার

সেই কারণে অবশেষে যেমন
কিন্তু কার্যাবলীক্রমে তিনি যে তাঁর আশায় কখন
সেই তাকের সেইরূপ পাওয়া প্রাপ্ত হইবে।

(২) জিলাব জজ সাহেব বেড়া জামিন দি-
আদেশ করেন, উক্ত কাছা হক বখাশি আপন-
কর্তব্য সম্পাদন করেবার মেহরুপ জামিন দাখিল।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহকারী সীনিয়র সফটওয়্যার যে সকল কর্ম মানুষের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে তাহা জগৎজাতির কল্যাণের কল্যাণের জন্যে দ্বারা প্রযুক্তি নির্মিত হইতে সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হইতে পারে। এজন্যেই তিনি সীনিয়র সফটওয়্যার কর্মী হইতে পদোন্নতি পাইয়াছেন।

[illegible]

১৩। তিনি যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সমস্ত
দেবীদাসকে বা ইহুদীদের কেবল নয়, সমস্ত জাতিতে
দেখিতে ও তাহর নাম লওঁনি।

১১। উক্ত জিলায় কয় সংখ্যক পল্লীতে
পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ, উক্ত পল্লী সমূহের
অধিনায়ক হিসাবে নামকৃত হইবে।

১. প্রকৃতির ১১২ খণ্ডের ৭৫ খণ্ডের
ফিটস প্রকৃতির, ১১২ খণ্ডের ৭৫ খণ্ডের
ফিটস প্রকৃতির।

৮: জিয়ার ফকর মাদ্রাসে বঙ্গ ভাষা পড়ানো হইবে।
 ৯: কলিকাতা কলেজ হাতে পারি.

১০০ টাকা। ১০০ টাকা
 ১০০ টাকা। ১০০ টাকা
 ১০০ টাকা। ১০০ টাকা

কথায় 'সিদ্ধান্ত' নামে।
 সিনিয়র জ্যেষ্ঠ এবং প্রিন্সিপালদের
 সম্মেলনের অধীনে তাঁর কনিষ্ঠেরা তাঁর
 বরন সত্যবাদিতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা
 তিনি যে কোন ক্ষেত্রে সম্মতি দেননি। এই ক্ষেত্রে
 তাঁর অনুমতি কাছাকাছি তাঁর প্রাণ বিক্রি
 অবশেষে করতে পারেন।

১০৯ ধারা। এ নোটিশ সহ প্রাপ্ত কলকাতা হাইকোর্ট
বিষি প্রণয়ন করিবে।
কমতার কথা।
কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণয়ন করিবে।

১০ম অধ্যায়।

ਭਾਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਜ਼ਾਨਾਤ ਬਰਕਾਤਦਾਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਵੇ ।

ਸ੍ਵਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਿਚਿਤ ਕਥਾ ।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে
মাস্ক সত্ৰাধিষ্টিত ও মুখ গবর্ণর
জেনরল সাহেবের অনুমতি
প্রাপ্ত পুরুষ এবং পঞ্চাশিধিত
কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে
একরূপ অনুমতি প্রাপ্ত না করিয়া একরূপ আদেশ করিতে
পারিবেন, যে সময়েও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
রাজস্ব সংগ্রহকারী কাল স্থানের সময় প্রজাদের
বা কোন প্রতিনিধি প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা
হইবে।

(২) ভিন্ন লিখিত কালে সন্তানসম্বন্ধিত জীবিত
গণের জন্মের তারিখের সময়ের পূর্বে প্রকাশ না
করিয়। এই ধারায় যে অজ্ঞান করা যাইতে পারিবে,
অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূমিকাদাতী কিবা ভূস্বামিকাদাতীর বা প্রভুদের অনেকাংশ লোকে উক্ত জায়া পাছবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানায় গণ-মেষ্টের আদেশের বা অন্য আনয়ন করন, সেই স্থলে :
(খ) যে স্থলে প্রকৃপ লিপ্য প্রস্তুত করিলে, স'ণ' রণতঃ প্রকৃ ও ভূমিকাদাতীদের মধ্যে যে প্রকৃতির দিবার আছে, তাহাদের সম্মুখিনা, তাহার লিপ্য প্রকৃতির নিয়মকর্তাইতে পাঠের, সেই স্থলে : এবং

১০) যে স্থান পদাতি বা কোর্ট অব সর্জেন্টস
যাচার মালিক বা কার্যাব্যাহক, একপ কোন মহালের দা
ফালকের মধ্যে উক্ত স্থান অধিকৃত থাকে, সেহ স্থান।

১৩. এই প্রথমত কোন আকারে বিজ্ঞাপন দাখল
করবে? মোজোটে দেওয়া গেলে তাহাট উক্ত আকারে থাকা
বিদিত হইবার লিখিত প্রমাণ কতবে?

১. প্রার্থনা : পূর্ব প্রার্থনায় কোন কাছাকাছি গেলো
 সেই বিশেষ কথা লিখো যে যে দিশায় কথা লিপিবদ্ধ
 শিবাজী কল্যাণ চর্চাবে, করিয়ে তই ব, উক্ত কাছাকাছি
 তাগী নির্দেশ করা যাইবে, ও

ଶୁଣି ତତ୍ତତ୍ତା ଧାନି ତ ମାତ୍ରିତ, ଅର୍ଥାତ୍:-

(କ) ଏଡ଼ିକ ପ୍ରକାର ନାମ ;

১৫. তিনি যে প্রবীর প্রজা, অর্থাৎ তিনি তা বুঝ
সমর্থ কি অসমর্থ বল ষাও, তিনি ভোগকারি বীরত্ব কি
চরিত্রবাহু কি উদ্ভাবক কি সমাজসংস্কারী ব্যাধ কি
কোথাও নাই।

১০) তিনি যে কৃষি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পাত্রব্যয় ও শৌখিন্য ;

[illegible]

১৬ : দেবী পূজা : :

১০। চাঁদকরে নি.আ.ন.উ.৩৪ সাক্ষ্যক্রমে কি
প্রমাণ দ্বারা উক্ত যে প্রা. ন. উ. ৩৪ খ. নীলা শায়া হইয়া
সাক্ষ্যে তাহা।

(ছ) ১৮৮১ কলকাতা রেলওয়ে আইন, যে
সদস্যও যে ১৮৮১ কলকাতা রেলওয়ে আইন, যে

(ক) পৌ. বিশেষ ন ন প্রকা ভূমি ভোগ
ক'রনে ১৫।

১১২ ধারা। জুখাবী বা ডাঙ্গুর নারী প্রার্থ্য করিলে

কৃষাধীর বা ভানুসদা-
য়ে প্রাণসমর্পণে পূজ্য
কৃষ্ণাধীর বিশেষকরণ
নির্ণেয় করিতে পারি-
বার কথা।

বা - শ্রীমুক ব। ভাষার কোন - এবং সম্বন্ধে পৃথক পৃথক
নির্দিষ্ট বিশেষ কথা সিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবেন।

১৩ নং। (১) সীমিত কয়লা এ লিপি সম্পূর্ণ
করিলে খানার গবর্ণমেণ্ট বিধি
ক্রমে যে অনুযায়ী ৩ মাস কাল
অন্য করিবার আদেশ দেয়,

চৈত্র মাসের ও তৎকালই লিখিত পাণ্ডুলেখা এই
মাসে প্রকাশ করা যাবে এবং তৎকালেই লিখিত
কোন লেখা প্রস্তুত না হলে প্রকাশ করা যাবে, তাহা
প্রকাশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেয়া যাবে।

[illegible]

১.৩ দার। পূ. দি. মাধ্যমে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে	
লিপি। লেখ। সম্বন্ধে	প্রকাশ। বিবরণ। পূর্বে কোন
বিবরণ। ইচ্ছা। কাল।	সময়। রীতি। কাম্বারি
প্রণালীর কথা।	ভাষা। কোন কথা লিখিব।

অন্তরে করিলেন । লিখিলেন
যদি জাহাঙ্গীর শুদ্ধ প্রামাণ্যকে বিচার করিত হইত, তাহ
লে হয় কম্বোজারী এই নির্যাস অরণ্য করিয়া : নন্দ্যাদি করি-
তেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কয় প্রণালীবিধকে
অষ্টমে মোকদ্দমার বিচার করিত। যে কাহা প্রণালী
লিখিতে পারেন, এত আশ্রমকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণীত বাগ মানিয়া উক কাগজপত্র সেই কাহা প্রণালী
অনুলব্ধ করিলেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি ডিকার ভূগ-
নলবৎ হইল ।

১৯২৪ খ্রিঃ। (১) পূর্ব শাসনদণ্ড নীতি কমান্ডার-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
নিষ্পত্তির উপর আপী-
ল করণ।

ବିଦ୍ୟେଷ ଉକ୍ତ ବାଲିୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି
 କାରିଦେଶ ।

১০) পূর্বে শ্রাবসত ব্যবস্থ কক্ষচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ তত্ত্ব নিকট আপন হইতে পারিবে এবং আপোনসম্মুখে দেওয়ানী মোকদ্দমার কয় প্রকারী দিসমত আইনে যে সকল শ্রম আপন আছে তাহা উক্ত আপোনসম্মুখে যত্নের খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওসানী মন্ডমার কাহাঞালী বিষয়ক আইনের ২২ অধ্যায়ের প্রথম দ্বিতীয় অধ্যাক্ষে বিশেষ অঙ্ক হাই কোর্টের অগনি আদালত হইতে প্রেরণ হইত, উক্ত অধ্যায়ের নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসারে উপস্থাপিত হইত হাই কোর্ট সেট প্রাপ্তি ২০৩ পারিবে

১১৬ খ্রিঃ। (১) এটি অধ্যায়কে যে লিপি
এ লিপি যে লেখা
সময়ে বিগত বা থাকে
তা অসম্ভবমত প্রমাণ
নিলি। প্রাচ্য যুগের কথা,
প্রস্তুত করা যায় তাহাৎ যে
যে লেখা সম্বন্ধে বিগত আছে
ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিগত
নাই, তা পূর্বক করিয়া নিশ্চয়
করিতে চাইবে।

(১) উক্ত লিপির যে লেখা সংক্ষেপে বর্ণিত নীঃ,
তাহা বিশদীভ দর্শান ল। গলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান
হইবে।

श्रीलोकेश्वरः शायः हस्तः विधिः ।

১৭ ধারা। (১) স্থানীয় সরকারের উচিত হোক
কঠিন, পল্লীজীবন ও
শ্রম ও রূপ কালে শ্রম
কাজ করিতে পারবেন, যে
কোনও শ্রমের জন্যই সমর্থ

খাজানা, জাতীয় গণসংগঠন এ-এর সমস্ত যে খাজনা
কর্মচারীরা গণকেন্দ্রিক করেন, তাঁহাদের দ্বারা - যা
হইবে।

કિતુ એકળ આજ્ઞા કરી વાળુનોઈ. જાનોઈ ઉમર
નહોઈ જાનોઈ ગવનવેતાર એકળ કુંહા ની જામણ,
ઉંઠ ગવનવેતાર એકળ આજ્ઞા કરિવેતાર ની ।

(১) নিম্নলিখিত স্থলে এত যোগ্যতায় কাজ করা
বাইতে পারবে, অর্থাৎ,

(ক) যখন কোন কলেজের পি এফসি কক্ষ
এই অধ্যয়নঃ কোন রাজস্ব কম্বাচার প্রতি আদেশ
করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সংক্ষেপে $\frac{1}{2}$ মণ্ড

[illegible]

(৪) কোন প্রজাতির সম্বন্ধে এই ধরার এ আদর্শ
প্রদান না হিতে, কোন প্রয়োজনীয় আদর্শ এই আইন
মতে তৎকাল প্রজাতির বাজারী হুজি বা কম করিবার
যৌক্তিকতা প্রদান করিবে না।

১৯৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কৰ্মচারী এই অধ্যায়
মতে কাজের দায়া করিবার
কাজের দায়া করিবার
কাৰ্য্যালয়গণের কথা।
তাহার প্রাপ্ত হইলে, ১৯৯ ধারা
নির্দিষ্ট বিশেষ কথাঃ স রাজস্ব
গবর্ণমেণ্টে অন্য কোন কথাঃ লগ্ন করিয়া লিনি বন্ধ করি-
বার আদেশ দিলে সেই অন্য কথাঃ লগ্ন করিয়া লিনি-
বন্ধ করিবেন।

(২। ১) প্রদত্ত মতলিপি-তে উক্ত কমিটি বীজাণু
কল্যাণলিপি প্রণয়ন করে এবং বিচার প্রস্তুতি কমিটি
তাহার প্রকৃত সম্বন্ধে, প্রচলিত বিধানমতে
জরুরী ক্ষেত্রে প্রণয়ন করার পূর্বে কোন
সময়ে বিধান উক্ত হলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার
বিধান প্রণয়ন।

(৩) যে ডাঙ্গুর খাজানা পরিষদিত হইতে পারে সেই ডাঙ্গুর হইলে কিম্বা মজলিসত্ববিধিষ্ট রাষ্ট্রের যোত হইলে জমাদিনকার নানা প্রকার প্রার্থনামতে উক্ত মজলিসী তৎপক্ষে ডাঙ্গুর ও নানা খাজানা গণ্য হইবে ।

(৪) যখন বিশেষতঃ সমাজের মাঝে এই কার্যের
নিষেধ জীবন যাম খাজানা উদ্যোগে গণ্য নিয়ম
অনুসারে চলবে। নতুন খাজানা প্রদান করা হইবে
যা হইবে তাহা হইতে উদ্ভূত হইবে। এটি হইবে যে
এই বিশেষতঃ প্রদান হইবে।

[illegible]

(৬) প্রকৃষ্ট প্রত্যক্ষ নিষ্পত্তির উপর : ১০ রা-
শ্রেণী ক্রম বশেষ কালে, নব্বট অঙ্গীল হস্তে
পাতি দে। তাঁহা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা
এই নব্বটের অধীন থাকিবে যে, এই ধারণার (২)
প্রকল্পনমত হস্তীয় অঙ্গীলে যদি হাই গোট, যে সকল
বশেষ এই পরিধা ক্রমে মোড়ের খাজানা হ্যা হই-
য়াছে, তাহাও কোন কথা লক্ষ্যে বিশেষ অঙ্গুর
নিষ্পত্তি পরি কর্তব্য করেন, তবে উক্ত কোট ঐ মোড়ের
নিম্নতম নুতন খাজানা দায় করিতে পারিবেন, কিন্তু
তাহা দায় পরিহার লেণ এ এই জমানীর মধ্যে সেই
অংশের অঙ্গান্য মোড়ের বেরূপ খাজানা এই ধারণাতে
নিম্নতম দায় হইয়া থাকে, তাহা দেখির চলিবেন।

[illegible]

১৮) অবশ্যই ১১৩ ধারার মত যারই লিপি
হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে কোন চিহ্নিত, এই
ধারাব্যত প্রত্যেক জমাদারী সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিবে
এবং এই ধারা (১) প্রকৃত ভাবে কোন
জমাদারীকে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে
১১৩ ধারা চিহ্নিত।

১৯৯ খ্রিঃ।। পূর্ব দারামতে কোম খাজানা পরি-
বহন করা গেল, জমাবন্দী
যে সময়ে খাজানাট
পরিবহন কলমে হইবে
তাহার কথা।
১৯৯৯ খ্রিঃ এই পরিবহন
কলমে হইবে।

১২০ ধারা ১০৮ ধারার। এই একশেষে কেন
 যোগে প্রজ্ঞার টাক ধারা
 কলিয়ার নিনে কেন
 দুয়ারি প্রাণী করায়
 স্বল্প থাকিলে, দুয়ারি
 উৎকর্ষাধন কিম্বা যোগে পরিমাণ পাবে মতক

১০৮ দ্বিতীয় : উক্ত এক হাল কালের মধ্যে আপত্তি
 তালিকা উত্তরঃ কখনও করা না গেলে অবশ্য আপত্তি
 কর্তৃপক্ষের নিবন্ধ পাঠ্য করা গেলেন তাহলে আপত্তি
 ইহার কখনও হইল পরে তাহা কন্সটারী
 খণ্ডের কমিশনার সাহেবের
 দ্বারা রোজিটেড হোটে উক্ত তালিকা অনুবাদকের
 মিমিও পাঠাইবেন, এবং উত্তরমলে আপত্তির কাছাদিরকঃ
 একত্রে বিষয়ে তিনি যে মিমিও করেন তাহাও ছেঁতু
 লিখিয়া রিপোর্ট ও দেয় আপত্তির সংখ্যাত পাওরা
 গিন্না থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১৯৯৪ খ্রিঃ।। য়েবিন'উ টেডি মে একাধারে উচিত
নৌদ ক'রন, পূর্কি :রান ড
জাঃ, উইল য়েবিন'উ
বেজের কনগ্রাশনীর
বখা।।

কোনো মাত্রা বা পরিমাণে কোন আর্থিক প্রক্রিয়ায় ভাষা
ব্যবহৃত হওয়া বা অন্যভাবে যাক পরিবেশ পরিবেশে কখন
অভিভাবিত হওয়া বা অন্যভাবে নিমিত্ত কোনো ক্ষণে ক্ষণে
কোনো পরিবেশে।

[illegible][illegible][illegible]

6.7.8.15

... ..
... ..

এই প্রকার প্রদর্শনের মিনা পাত্র
কুমারী মণির কুমার মণি ও ভবনেশ্বর
হয় তৎকালে উক্ত প্রদর্শনের মিনা পাত্র
কুমারী মণির কুমার মণি ও ভবনেশ্বর
হয় তৎকালে উক্ত প্রদর্শনের মিনা পাত্র

১৩৩০ খ্রীঃ

[illegible]

ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨਾਮ ਚੰਗੇਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨਾਕ ਕੀ ਗੋਟੇਭ
ਅੰਨਾਕ

১৩৫ দাঁড়া। পূর্ব কএক প্রান্তে কোন স্থানে কোন
ভাষা বা প্রদল থাকিলে, উক্ত
যেখানে তাহা প্রল
পাঠক কোনে থাকিলে
কিন্তু কোনকালে নথ্য।

০৫ই মার্চের কমান্ড-কারীঃ হকিমের দেয় খাজানা এই
 বিলী-দ্বি-কর-পার মো-ক-া উপস্থিত প্রিন্স খাজনা-
 বেন, মো-খালিকার-মক্টি হার মো-খাজানা মো-
 তব-খাজা-মো-খাজানা-কম। ত-খাজানা-মো-খাজানা-মো-
 ক-খাজানা-মক্টি হার মো-খাজানা-মক্টি হার মো-খাজানা-মক্টি

১ম।—বালক শিক্ষা উপায় সম্বন্ধে প্রকৃতি-
 করী পুষ্টি ভোগ করিতে অপ্রকৃতির পরে দুই মত
 ১। দুই মতকে দেখা গিয়াছেন : প্রোটিক ভবিষ্যৎ ছাড়া
 ২। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৩। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৪। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৫। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৬। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৭। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৮। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ৯। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক
 ১০। বোতের অধ্যয়ন দেখা গিয়াছে যে প্রোটিক

[illegible]

१. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{xy}{x+y} = z$ सिद्ध करें।
 २. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ३. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ४. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ५. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ६. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ७. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ८. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 ९. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।
 १०. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$ सिद्ध करें।

[illegible][illegible]

এই ক্ষেত্রে প্রায় ১০ জনেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১০ জনেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১০ জনেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়েছে।

(希) 日 本 郵 政 省 郵 政 通 信 局 郵 政 通 信 局 郵 政 通 信 局

কৃষ্ণ ১৫/১২/১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ
 ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ
 ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ

দখলীসহবিশিষ্ট ১৫৩ জামান, বলরাম, টেক্স ও দীঘ-
মাথের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অন্তর্গত ভূগ
হইতে ভাগ্যে ৩০-১০০ হয়।

জামানর যোতের ক' পুণ্ডিত, প্রজ্ঞাতসৃষ্টির গুরু
হইতে আছে। বনরামের যোতের ভূগ প্রকাশ্য সৃষ্টি হইবার
ভূমি, দ্বিতীয় প্রসূত কইয়াছেন। প্রজ্ঞাত যোতের ভূগ পাত
প্রসূত কইয়াছেন। দীঘমাথের যোতের ক' ভূমি, ক' ও
৩০০ প্রত্যেক ০ হিষ্টিম ০ হিষ্টিম-এর কিয়দংশ নি
প্রসূত কইয়াছেন। জামান ও বলরামের যোতের
জামান এক প্রক্তি ২০ টাকা করে, প্রজ্ঞাত যোতের জামান
এক প্রক্তি ২০ টাকা করে, এবং দীঘমাথের যোতের জামান
২০ টাকা ও ৮০ টাকা এই উভয়ের যোগে ১০০ টাকা
আদান ও উপায় ও ব্যয় বিবেচনা করিয়া, সেই হারে
হারা করিতে হইবে।

(৫) কোষ এক প্রকারের ভূমির নিমিত্ত ভাণ্ডার যো
হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিত ভূগ :-

কোষ বলরাম শাখ, হইতে উক্ত ভূমিতে

কল মোম ক' গলে

... এক প্রক্তি ৮০ টাকা

এক প্রক্তি কল মোম করা না গলে ... এক প্রক্তি ২০ টাকা

দখলীসহবিশিষ্ট ১৫৩ জামান ও যোতের যোতের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং ভাগ্যে ৩০-১০০ হইবার পুণ্ডিত প্রকাশ
মোম করা যাইতে না, বিন্দু প্রকাশ্য সৃষ্টি একটি ভূমি
গতি পরিবর্তন হইয়াছে এই যোতের যোতের ভূমি একটি
দীঘমাথ ও জামান পুণ্ডিত হইয়াছে। জামান যোত দখল
কার্যেছেন, যোতের দীঘমাথের যোতের জামান যোত
জামান ২০ টাকা করে এবং যোতের যোতের জামান ৮০
টাকা করে হারা করিতে হইবে।

১৩শা অধ্যায়।

ভূমির নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিব বিধি।

১৩১ ধারা। ভূমির গণনাতে যমগোত্র প্রকরণ জামান

ভূমির নিজ জমী
১৩১ ধারা ও লিপিবদ্ধ
করিবার জমী দিতে জা-
নীকর মোটে, জমীর
কথা।

স্বচক আঁকা করিতে পারিবেন
এ, যোত নিম্নলিখিত জামান ৩০
ধারা জমী, যোত ভূমির
নিজ জমী দিতে যোত জামান
ধারা, যোত রাজস্ব কম্বা
ভাষা ১৩১ করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১৩২ ধারা। ভূমির নিজ জমী লিপিবদ্ধ যোত জমী

ভূমির নিজ জমী
১৩২ ধারা ও লিপিবদ্ধ
কথা। লিপিবদ্ধ করিতে
রাজস্ব কম্বার জমী
ভাষা কথা।

যোত জমী, উক্ত জমী, ভূমি
মীর বা যোত প্রকার প্রকাশ্য
৩০ ও ৩০০ যোত টাকা করে
যোত জমী, যোত জমী
জামান ও করিয়া, যোত রাজস্ব
কম্বার জমী, যোত জমী

মোট যোত প্রকাশ্য করিয়া, সেই দিগি জামান ও
ভূমির উক্ত জমী ভূমির নিজ জমী লিপিবদ্ধ
নিগয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৩ ধারা। যোত রাজস্ব কম্বার ভূমি ভূমি

নিজ জমী লিপিবদ্ধ
করিবার কার্যপ্রণালী
কথা।

কোন যোত দিগি, জামান
করিয়া, ১০, ১০০, ১০০ ও ১০০
ধারা বিধান করিব।

ভূমির নিজ জমী
নিগয় করিব বিধি।
১৩৪ ধারা। (১) রাজস্ব কম্বা
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী ভূমি
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী

(ক) যোত জমী যোত জমী যোত নিজ নিজ যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী নিজ জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
এই ১৩৪ ধারা লিপিবদ্ধ জমীর জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

(খ) যোত জমী যোত জমী যোত নিজ নিজ যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

(১) যোত জমী যোত জমী যোত নিজ নিজ যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৪ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

১৩শা অধ্যায়।

কোষ করিব বিধি।

১৩৫ ধারা। যোত রাজস্ব কম্বার যোত জামান

যোত জামান যোত জামান যোত জামান
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

কিছু

(১) যোত জমী যোত জমী যোত নিজ নিজ যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত
১৩৫ ধারা ও লিপিবদ্ধ জমী যোত জামান যোত

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে
ভাণ্ডার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত জাটনের বিধান-
মতে রেজিস্ট্রী করা না হয় তাহা হইলে, তবে উক্ত
কথা।

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে যোড়ের নিমিত্ত দেয়
খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে
কিছু এই জাটনমত বা এতদ্বারা বহিত করা কোন
আইনমত করণী, তাঁহা ক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা
জাদার নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোড়ের যে কোন অংশ প্রজা ভূমিবিধারী
লিখিত সম্মতি লক্ষ্যে পোতাও বিনি বহিয়াছে, সেই
অংশের উপর সম্বন্ধে,

এই ধারাবতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে
যে পোতা দরখাস্ত লিখিত
হইবে তাহার কথা
এই এই বিশেষ কথা লিখিত
থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয়
তাছাড়া এবং তাহার মীমাংসা অথবা ভাগ বাহাতে চেনা
হয় একপ জন নারী প্রাপ্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহার;

(ঘ) যে টাকা বাকী খাজানা এবং তাছাড়া উপর
স্থাপিত দাওয়া থাকিলে, সেই মুদ্রা এবং পূর্ণ কৃষি বৎসরে
প্রজার পের খাজানা অথবা অধিক টাকা দাওয়া
করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল দিবে, আনুষ্ঠানিক
ব্যবস্থায় এই টীকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উপর প্রোক করিত হইবে, তাহার ভাব
ও আনুষ্ঠানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উক্ত পাওনা হাটবে, তাছাড়া কিছ
উক্ত চিনিবার নিমিত্ত অন্য যের রূপান্তর হয়,
তাহার; এবং

ছ) উচ্চ জমিতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না
গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উক্ত কাটা বা সংগৃহীত হই-
বে তাহার; সেই সময়ে।

(১) দেওয়ানী মোকদ্দমান কাছাফানী বিষয়ক
আরোহণ আবেদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য-
পাঠ লিখিতে হয়, পুরোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেই
রূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং
এরূপ সত্যপাঠ দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা
থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন
বা বিশ্বাস করেন না, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না
বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা
প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক যৎকালে যে আইন প্রণীত
থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে এ ব্যক্তির দণ্ড
হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে কতক দাওয়া

দরখাস্ত পাইলে কাছা-
ফানীর কথা।

সময়ে দরখাস্তের কাছা পক্ষে
সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল প্রা-
দান করিবে, তাহা উক্ত আইনমতে দাবিল
করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে
পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধা কম বিলম্ব
করিয়া দরখাস্ত গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা
ভাগ্যবশত উপস্থাপিত সাক্ষ্যস্বরূপ সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত
দরখাস্তকারীর প্রতি অসম্মতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (১) একদফা দরখাস্ত অধি-
লক্ষে গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে, এবং উচিত
বোধ করিলে, দরখাস্তের লিখিত বা অলিখিত করণ-
বাহ্য জরী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণ
অপেক্ষায় তাহা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আদালত
করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উপর শাস্য কাটা বা সংগৃহীত
হইবার সময় আসে, তাহার অনেক দূর পূর্বে এই শাস্য
ক্রোক করিবার আদালত গোলে, আদালত তত কাল
উচিত বোধ করিলে তত কাল এ আদালত জরী করণ
মুখ্যতঃ এইরূপে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে
ক্রোকের আদালত জরী হইবার অপেক্ষায় এ শাস্য স্থান-
ান্তর করা নিষেধ করিয়া জরী হইতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারাবতে দরখাস্ত গ্রহণ করা
গেলে, আদালত লিখিত উচ্চ-
ক্রোক করিবার আদালত পূর্ণ কৃষি বৎসর
জাদার কথা।

যে আদালত উচ্চ বোধ করিলে,
সেই আদালত ক্রোক করিবার নিমিত্ত এতদনুযায়ী
প্রস্তুত করিবে, এবং উচ্চ বোধ করিলে যে আদালত
উচ্চ বোধ করি, সেই আদালত জরী করণ
এবং তাহা আদালতের দ্বারা গ্রহণ করা যাইবে, অধিক
জিজ্ঞাস্য বা অসম্মতি হইলে, তাহা উচ্চ বোধের
দ্বারা করণ ও উপর প্রজার বিজ্ঞানপত্র প্রদান
করিয়া এই উপর সম্মতি প্রোক করিবে।

কিন্তু যে উপর সম্মতির ভাবে বিবেচনায় গ্রহণ
করিয়া করণ বা অগ্রাহ্য হইবে সেই সম্মতি কাছার
বা সংগ্রহ করিবার পোতা হইবার পূর্বে দিবার
ন্যূন কোন সময়ে এই ধারাবতে তাহা ক্রোক করা
হইবে।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী ক্রোককারী ক্রোক
করিবার সময়ে পাওনা দাওয়া
দাবীপত্র ও কিম্বা
জাদার ও ক্রোক করিবার
কাছাফানীর কথা।

এরূপে লিখিত বাকী-
দার উপর জরী পারিবে, এবং যে-ইহাতে ক্রোক
করা হইবে তাহা দরখাস্ত গ্রহণ এতদনুযায়ী দাবি।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী ক্রোককারী এরূপ বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, যে বাকী দাওয়া অল কোন
ব্যক্তি ক্রোক কর্তৃক সম্মতি দান কর, তাহা স্থলে তাহা
উক্ত দাবীর উপর দাবীপত্রের ও কিম্বা বাকী
জরী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও কিম্বা দাওয়া হইলে যে ব্যক্তির
পের জরী করিবে, তাহা জিজ্ঞাস্য হইবে যে ব্যক্তি
হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি উপর জরী করিতে হইবে
সেই ব্যক্তি পোতা হইলে তাহা পোতা দাবি, কিম্বা
কারণ ব্যক্তিকে পাওনা হইতে না পারিলে
সংগ্রহের পোতা হইবে বা ক্রমে সেই ব্যক্তি
উচ্চ সম্মতি উচ্চ দাবীপত্রের
দাবীপত্র দিবে।

(২) ঢাকা খাজানার জন্যে প্রেরণ হয় নীচের
মের দিন পর্যন্ত তারিখ স্বদ্রা যোগে সেই নীচের খাজানার
শোধ করিতে অবশ্যিক টাকা ও হোগ কণা গাই. ; এবং
কিছু উদ্ধৃত খাজানার নীচের বাকি গম্পা ও নালিম হয়
সেই ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে।

১৫৬ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি মীলাবকারক কর্তৃকচারীমণ্ডকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্তৃকচারীদের মীলাব করা কোন সম্পত্তি দিজে বা অন্যের দ্বারা কর করিবেন না।

১৫৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির মীলাব হইবার পূর্বে কোন সময়ে যদি বাণীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বা কীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ, সেই আদালতে গিয়া ক্রোককারী কর্তৃকচারীর হস্তে ১৫৬ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদালত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্তৃকচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্তৃকচারী এরূপ আদালত পাইলে, উক্ত তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাণীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাণী আদালতের নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাণী আদালতের জন্য পরবর্তী কোন দায়িত্ব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের নৈষিধ্যের প্রতিবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আদালত পাইবার দায়িত্ব করিয়া দরখাস্তকারীর নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদালত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদালতী টাকা হইতে তাহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদালত করিলে, ভূমিধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রজার হোঁচল না তাঁহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জাম করা যাইবে না।

১৫৮ ধারা। (১) উক্ততম প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূমিধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূমিধিকারী বা কীদার না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূমিধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাণীদার পয়সার লইয়া আসে তাৎক্ষণিক এইরূপ চলিবে।

১৫৯ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্মত থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে মতল মোকদ্দমা

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লম বাই, বা কীদারের দ্বারা তাহা আদালত করণার্থ তাহার যে মোকদ্দমা পরিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের দিয় হইবে না।

১৬০ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্ততম ও অধস্তন ভূমিধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ততম ভূমিধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৬১ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিষয়ভূক্ত সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের মত আদেশ, এই উক্ত মত মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদেশ প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আদেশক্রমে ঐ সম্পত্তি মীলাব করা গেলে, মীলাবের উপর উক্ত টাকা যে আদালত ক্রোক বা বিক্রয় করিবার আদেশ, সেই আদালতের অনুমতিবিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অন্যারক্রোকের নিমিত্ত কতিপূর্ণের মোকদ্দমা করিয়া দেওয়ানী আদালত উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেহেতু ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই হেতু ১৬০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার পরে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কতিপূর্ণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৬৩ ধারা। (১) তাই কোর্ট সময়েই দাবীদার গণনা ভূমিধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বতাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা রাখা।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলীতে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলীতে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে।

১৬৪ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্মত থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে মতল মোকদ্দমা

উপস্থিত নয়, তাঁহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজ-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাদেশ স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা করিতে ক্ষমতাশীল হইল, এ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১১১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন মায়েব বা গোমস্তার ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোস্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাদেশ স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও ঐরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রজতায় উক্ত ধারার নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্টার লিখিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থ সময়ে যে পাঠ নিবেশন করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টার রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিয়া মোকদ্দমার কাগজপ্রণালীর কথা।

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ১৩৫ ধারা ও ১৩৬ অবধি ১৩৭ পর্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথাঃ কতিপিত্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও নীমা লিখিতে হইবে, অথবা যদি পরিমাণ ও নীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ঐস্ব সাধা করিবার নিষিদ্ধ সময় দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিষিদ্ধ সময় দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর ন্যায় নিয়োজিত দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাক্তার বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিস্টারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাঁহা জারী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অসুবিধা বিধা বর্ণনাপত্র সাধিল করা হইবে না।

(চ) আপীলের অসুবিধা থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারারসাক্ষীদের সাক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিষিদ্ধ উল্লেখ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদ্বারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী শীতকে জ্ঞান করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারীর ভূমিগত স্বার্থ বজ্জী না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী জারী করিবার পরামর্শ করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টীকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাকীর নিকট আছে, ততীয় কোন বাকীর নিকট এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টীকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টীকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টীকা দিবার নোটস অবিশেষে ততীয় বাকীর উপর জারী করাইবেন।

(৩) এই ততীয় বাকী নোটস প্রাপ্ত হইবার দিন মাসের মধ্যে পানীর বকে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই খাজানা প্রদান বিষয়ক কার্য আত্মা না পাঠিলে, বাকীর প্রার্থনামতে এই টীকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) বাকীকে (১) প্রকরণমতে যে টীকা দেওয়া যায় তাঁহার স্থানে তাহা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন বাকীর থাকিলে, এই ধারার কোন কার্যক্রমে এই স্বত্বের দ্বন্দ্ব হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাকীর টীকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টীকা অপেক্ষা অধিক টীকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টীকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে হই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টীকা দিতে সারী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টীকা কিস্তিক্রমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টীকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিধি আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে নিয়ম দিবে; এবং বাদী

বা কলবিশেষে ডাক্তার বাজি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজনার নিষিদ্ধ নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন ফলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিকল্প দাওয়ারাধিষ্ঠিত পক্ষের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন দাবী সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রকার খাজনা হুজুর পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে ফলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সর্ভিমেন্ট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশ ও তাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে ফলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্তাক্রমে কাগা করিতে স্থায়ী গবনমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কাগাকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই ফলে বাকী খাজনা পাইবার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কাগাকারকের আশ্রয়মতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কাগা করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কাগা করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কাগা করিতে গিয়া কোনপ্রকারে বা গুলার অনিয়মসম্মতরূপে কাগা করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বাধিকার কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্যকারক তত্ত্বপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, বাজানাহিকার ডিক্রী এই মোকদ্দমায় এই আইন-মতে খাজনা-রাজি করিবার ডিক্রী হইলে, সমান্যতঃ পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সাত মাসতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা একরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি দণ্ড হইবার অধঃক্রান্ত কাগোর অনুপ-প্রতিকারের কথা। যোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম উক্ত করিয়াছে, তাহাভঙ্গ

হইলে, ভূমিধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই চেষ্টা ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিম্ন তত্ত্ব হইবে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমিধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিষিদ্ধ প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন ফলে উক্ত হানি বা নিম্ন তত্ত্বের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূমিধিকারীর অনু-ফলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিম্নতত্ত্ব জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে তামিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিম্নতত্ত্ব প্রতিকারযোগ্য কিনা এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিম্নতত্ত্ব প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (উপরিউক্ত) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত তামিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিম্নতত্ত্ব প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের হুকুমমতে সেই হানি বা নিম্নতত্ত্বের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রাষ্ট্রমতে কোন গোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রদ্বিগত উচ্ছেদ করা যায়, অন্য ও বর্ণনাগে প্রস্তুত ভূমি লসকে তাহাদের স্বত্বের কথা।

(ক) উক্ত রাষ্ট্র ঐ যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপন-নার উচ্ছেদের তাহাদের পূর্বে অন্য বর্ণন বা বোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমিধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংরক্ষ করবার ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া বাহ্যকার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আশ্রয়মতে ঐ শস্যের মূল্য ভূমিধিকারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রাষ্ট্র আপনাব উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমি বর্ণনাব প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা বোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আশ্রয়মতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

উহার যে পরিমাণ ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও এই মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ অংশ তিনি উক্ত ভূমিধিকারীর ভালে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিক্রম উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারাবশত উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা উক্ত ভূমি টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমিধিকারী এই ধারাবশত কোন রাষ্ট্রকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত এই ভূমিধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ করিবার আনু- এই আটনমতে প্রজা ও ভূমি-
ষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের
দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার
কথা।

ধিকারী বলিয়া প্রজার নিকটে
ভূমিধিকারীর কিম্বা ভূমিধিকা-
রীর নিকটে প্রজার যে সকল
দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া
নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূমিধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমিধিকারী বলিয়া ভূমিধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, উপেক্ষা করিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আদেশ হইলে, ও এই ডিক্রী টা ৭ দিবার মধ্যে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আদেশে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) অনর্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। দানী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা
উচ্ছেদের বিকল্পে আ-
দালতের ন্যায় খাজানা
দাওয়া করিতে পারিবার
কথা।

উপস্থিত করিলে, যদি উচিত
বোপ করেন তবে বিকল্পে এই-
রূপ প্রতিজ্ঞার দাওয়া করতে
পারিবেন যে, প্রতিবাসীর
দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের
নিম্নে উপস্থিত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া
প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতি-
কার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল

নিম্নিয়া পাইবার মোকদ্দমা
প্রত্যাহারের অনুবন্ধ
নিরূপণ করিবার প্রার্থ
নাও কথা।

নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে
আদালতের থাকে, সেই আদা-
লত ভূমিধিকারীর বা প্রজার
প্রাধিকারতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ
করিতে পারিবেন, যথা:--

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,
পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভোগ-
কার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি
দখলীস্বত্ব বলিতে রায়ত কি দখলীস্বত্বনা রায়ত কি
কোকা রায়ত, এবং ভোগকারী হইলে, তাহার খাজানা
হুজি করা যাঁহতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার
যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার উহার মধ্যে কোন
বিষয় স্থানীয় তদন্ত দ্বারা সমাধানকরণে নিরূপণ করা
যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আদেশ করিতে
পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব
কর্ত্তাচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দ-
মার কায্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে
স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে আদেশ
করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার
উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়

বাণী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭২ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যো ও তাহার বাণী
খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে
দায় অনিচ্ছ করণ
বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত
স্বত্বের ক্ষেত্রের লোপ" বলা হয়। এই অধ্যায়ে
কমতার কথা।

যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেলে
সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে
এই স্বার্থ নির্দেশ করা গেলে, তাহা অনিচ্ছ করিবার
ক্ষমতা থাকে হইয়া, ক্ষেত্র এই যে ত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেলে
সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিস্ট্রী
করা ও বিজ্ঞাপিত দায় এরূপে কসিদ্ধ করা যাইতে ন;

(খ) অনিচ্ছ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যা-
য়ের আদেশমতে কায্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত
সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের স্বার্থ-
বৎ সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য
হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও ডালুক চিরস্থায়ী বন্দো-
বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও ডালুক কোন চলিত ভিৎ-
কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কায্যে ডক
বন্দোবস্তের মিয়ান পধ্যন্ত অবস্থারিত খাজানা দায়ী
ডালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কাঠখানা, কিম্বা
অন্যরূপ স্থায়ী ইমরতাদি নিশ্চিত হইয়াছে, কিম্বা
স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, গুল্লিগণী, বাগ, তজনাগর, গুল্লান
বা গোরহান করা গিয়াছে, সেই স্থানের পাড়াই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বভূমিগোত্রীয় গায়, সেই সময়ে গাণ
নাথ্য ও মুক্তিদিষ্ট গাণনাথ্য হিঃ, সেই গাণনাথ্য হিঃ।
ভোগ করিবার যে স্বভূমিগোত্রীয়গণদিষ্ট কোন
বাস্তবিক নেওয়া যায়, সেই স্বভূমিগোত্রীয়গণদিষ্ট কোন

(১) যে ভূমালিকারীর পর্যবেক্ষণেতে যোড় ক্রিয়
কল্প সেই ভূমালিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বদিকারী
স্বার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন অথবা তাহা লিখিয়া অসু-
যক্তি নিরূপণ, এরূপ কোন হত্যা স্বার্থ।

: ५१ भा. ६। । एडे वधातः मन्त्र का. उपादय,

(ক) কোন প্রজাতন্ত্র সংসদে
“দায়” অর্থ ব্যবহৃত হইলে,
এজা জাণন গোতের উপর
স্থিত জাণন অর্থ সংসদে
কল্পিত কোন দায়িত্ব, প্রজাতি : জাতি, জাতি-
জাতিগত বা অন্য অর্থ বা অর্থ কতি কল্পিত থাকেন,
এ দায় পূর্ণ হওয়ার অর্থমত সংসদে অর্থ সংসদে জাতি
প্রজাতি ।

খ) দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারীকৃত
যে শোত বিক্রয় হইয়াছে তা হইতে পাওনা সেই মোত
জবানবন্দী রেজিষ্টরী করা ও বিক্রয় পত্র দায় এই শব্দ
বাক্য ক্রমে রেজিষ্টরী করণ বিধায়ক ১৮৭৭ সালের
জবানবন্দী যে কোন নিদর্শ পাওনা রেজিষ্টরী করা
গিয়াছে এবং যাহার বক্রণ দ্বারা হাজানা পাওনা
কর্তব্য পাওনা নহুন কিনা তাহাতে প্রত্যক্ষিত
বিদানমতে ভূমিবিচারীর উপর জারী করা গিয়াছে সেই
নিদর্শনক্রমে যে কোন দায় অস্তিত্ব হইয় থাকে
সেই দায় দখলিবে।

[illegible]

১৭৯ খ্রিঃ। (১) পূর্বে ধারানত কোন প্রার্থনা-
পত্রকমে কোন যোড়ের নীলাম
করাইর আত্মা হ'লে, দেখ-
যানী মোক্ষনার কাহাঞানী
বিষয়ক আত্মনের ১৮৭ খ্রিঃ।
হতে যে মোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত পাত্রার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
কিছুকিছু হইবে, কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

১২) তালুক হটলে, যে টাকা ডাক হয়, আশিতে
বসি দ্বিতীয় টাকা ও খরচা দিতে কুলায়। তবে উক্ত
খরচা এখনে বেজিউদী করণ ও বিজ্ঞাপিত নায় সমস্ত
নীলামে চড়ান যাষ্ট্রন এবং উক্ত দায়-দানিত বিক্রিত
হইবে; নতুণ ঐ নীলামার ইচ্ছা করিলে পরে কোন
দিনে নতুন দায় আশক্ত করিবার সমগ্রামিতে প্রত্যেক
নীলামা করা বাচিলে, ঐ দিনের মোটামুখা বিক্রিত
হইবে।

(খ) মঙ্গলীন্দ্রদিশিষ্টে যোত চইলে, মনুসয় মান
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসমিহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(১) উক্ত আদেশের ১৯৯ খণ্ডের নির্দিষ্ট প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। উক্ত স্থানীয় সদস্যদের
এতদর্শে সম্মত হইলে প্রকারের ঘোষণা করিলে, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ বারী। (১) কোন ভাবুক নীলাম হইবার
নিজাপন পূর্বে পারামিতে সেওয়া
যেহে উঠা রেজিষ্টরী করা ও
নিজাশিত দায়সম্মতি নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের

খরচা সমেত ভিক্রী ও খরচায়
টাক, নিতে বাতাক কল্যায়, তত টাক, ডাক হইলে, উক্ত
টাক, হ্রাসে দায়মন্ত্বে ও বিক্রয় করা যাইবে।

১০. এই ধারামত নীচের পরিবার তালিকার উপর রেজিস্ট্রার কর্তৃক বিজ্ঞপিত নথি জিরিয়ে দেয়া দাখল থাকে। তাছাড়া ১৮৪ ধারার নিয়মিত প্রকারের অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রত্যেকের নথি।

১৮. দ্বারা। (১) প্রা. বাসমতে যে কোন ভালুক
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত
উক্তক দিক্তা করিলে
ও তাহার কালের কয়।
নীলামে চড়ান যায়। তিনিই
সকট টাকা পদাত্ত হইতে হয়,
যাচারে প্রকৃত্তি হইবার ও
থাকার টাক দিতে তিনি না
কুলার এবং তত্ত্বনা যদি
প্রিজীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত
উক্তক দিক্তা করিত চাহে, তবে নীলাম কর্তা
সদৌ নীলাম করিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদমার
কাহাওয়ালী বিষয়ক আইনের ২০৯ ধারামতে লুচল
যোষণা করিবে। সেই যোষণায় এই কথা জানান
হইবে যে নীলাম হইতে কয়জন কারিগর এসি পানর
দিক্তার কয় না হয়, তাহারা দিলেও চড়িত না হয়, কে
যোষণাগুলোর নিচিই প্রকৃত্তি করিয়া কে না দিল সমুদ-
য় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্তক দিক্তা
নীলামে চড়াইয়া দিক্তা করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করার ক্ষমতাসহিত উক্তক দিক্তা
চড়াইয়া দিক্তা করা যাইবে।

(১) এই ধারায় নীচের বিধান ১-২ ধারার
নির্দিষ্ট একতা উও ভাষ্যের কোন দায় মোকদম করিত
পারিবে, একান্তই নহে।

১৮০ ধারা। যে ব্যক্তির অধারিত খাজনা বা
অধারিত হারের-মা-
ত্রেব প্রতি পুষ কএক
ধারার বিধান বহিঃগর
কথা।

১৮৩ খ্রিঃ। (১) ১৭৯ খ্রিঃ।তে কোন খলীফা
 বিশিষ্ট যোদ্ধের মীলান হই-
 বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।
 সমুদয় দায় অঙ্গীকৃত করিবার
 সমাপ্তি হইত উহা মীলান
 হইয়াছিল।

[illegible]

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদার পূর্বে কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় তসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মে মোটাস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে কী ধার্য্য করেন, উক্ত মোটাস জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন মোটাস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নিম্নলিখিত কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে তিনি তদনুসারে মোটাস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই মোটাস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত মখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি বিশেষ কোন শ্রেণীর মখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের মূল্য

খাজানার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসমিত নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান হইবে এবং এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় মখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিস্তি, ক্রয়-দিয়ে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর মখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ে পূর্বে কএক ধারামত নীলামের কয়্যাপকে সর্বস্বত্বভাবে তালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ডিক্রিয়েশনের বিক্রয়োপের টাকা লইয়া যাকারিতে ও বাকী তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

(ক) এ যোত বিক্রয় করিতে ডিক্রীজারীর যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীজারী ডিক্রীজারীর যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি দুই মাসের অনতিমূল্য কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানার ডিক্রীজারীর পাওনা হইয়া থাকে, এই উদ্ধৃত্ত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা মিহার পরও উদ্ধৃত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীজারী খাজকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীজারী খাজক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীজারীর কোন টাকা পাঠিবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীজারীর দ্বারা বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের মূল্য বাকী থাকা সময়ে ডিক্রীজারী আদালতে দেওয়া গেলেই কিস্তি ডিক্রীজারী শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত জোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম প্রকরণের ডাক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ডিক্রীজারী খাজক নীলাম করিবার খরচা সময়ে ডিক্রীজারী আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীজারী শোধ করা হইয়াছে, এই চেষ্টা দেখাইয়া যদি ডিক্রীজারী উক্ত যোত মুক্ত করণার্থে দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মত কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন বাস্তব যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোত যদি, কোন বাস্তব এরূপ সার্থক থাকে যাহা এরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থে

সামান্যক টাকা পাঠানিতে পারে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা প্রকরণ ১২৭ টাকার সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তদনুসারে উক্ত যোত তাহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হইতে উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যখন উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তখন তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের মখল লইতে ও তাঁহা মখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন বাস্তব অন্য যে কোন এডিকার পাঠিবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উক্তন প্রচার বিকল্পে ডিক্রী-
জারীকমে এই অধ্যায়মতে

অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে ডাকাখানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রচার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে

পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিরাসার্থ আদালতে
টাকা দিলে, ডাকার নিষিদ্ধ আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূমিকার-
রীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রস্তুত টাকা সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমিকারী বাকীদার-
ইহলে, তিনিও এরূপে ডাকার নিজ ভূমিকারীকে দেয়
খাজনা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
স্মারিবেন; এবং যখন বাকীদার পূর্ণতা না পাইলে
এবং এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ১৯৪

নীলাম ডিক্রীদানের
প্রতিতে পারিবার ও
ডিক্রীভুক্ত খাতকের না
পারিবার কথা।

ধারায় প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও যে ডিক্রীজারীকমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার

আদালতের অনুমতি বিনা এ যোত ডাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীভুক্ত খাতক
তাঁহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬
ধারায় কার্য না হইবার
কথা।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে খাটিবেন।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক

ভূমিকারী কোন
নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী
করিবার কথা।

১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
তাগে প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর যাহাতে দায়

স্থিতি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এ
উক্ত রেজিষ্টারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টারী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগজ-
কারকের নিকট রেজিষ্টারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার নিষিদ্ধ
গৃহীত হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রচার

ভূমিকারীকে দায়ের
নোটিস দিবার কথা।

সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
স্থিতি হয়, কোন কার্যকারক এই

আইন নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রচার প্রার্থনামতে কিছা যে
ব্যক্তির অনুকূলে দায় স্থিতি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় পদব্রজে এতদ্বারা যে কী কার্য
করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইয়া, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম তাগে সমন
জারী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী
করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষিদ্ধ সরাসরী নীলামের বিধি

পতনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূমিকার স্থানে প্রাপ্ত পতনী
তালুকের পাঁচমা খাজানা
দিতে ক্রটি হইলে, ভূমিকারী
আদালতের অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিয়মাবলি
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিষিদ্ধ প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বৎসরের প্রারম্ভে বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূমিকারী কাল-
ভরের নিকট দরখাস্ত দিতে

পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ তালুকের উল্লেখ ছিল,
তাঁহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অসীম বৎসরের
কিসাবে ভূমিকারী যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎপরে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দায়
হয়, তাহা জমাট মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের তালুক এ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
হইবে।

(৩) ভূমিকারী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ তালুকের প্রাথমিক দায়
চলে, সেই কাছারীতে কিছা বাকীদারদের তালুকের
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাঁহার পালন বিষয়ে কেবল ভূমিকারী দায়ী থাকিবে।

১৯৬ ধারা। (১) মকদ্দমার যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এজন্য
নোটিস জারী করিবার
পেয়াদা হইয়া জারী করবে।

এ পেয়াদা তদ্বিধিত উক্ত
বাকীদারের কিছা ডাকার কাছারীদ্বারা রসীদ লইয়া
আগিবে; অথবা উপস্থিতিতে না পারিলে, এ নোটিস
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-
ত্বরূপে তদ্বিধিত স্বাক্ষর দ্বারা তিনজন সাক্ষর
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আগিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষররূপে আপ-
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পোয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে
কিন্তু মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌরীস থানায়
সাইবে, এবং এই নোটিস যে যথাবিধি প্রচারও
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক স্বপক্ষ করিবে।
এই মর্মে এক সটিকিকেটে উক্ত কাছারীকে স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া এই পোয়াদাকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষ্যের সর্ম্ম বুঝিয়া যদি
কোন যান যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করণ হইয়াছে, তবে নিম্নলিখিত
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উদ্বাহই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ খারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী ভাখিন
বৎসরের মাঝখানে নী-
লামের পরামর্শের কথা
মাগের শেষপত্র চলিত মাসের
খজনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
সমাপ্তি সহিত এই প্রকার পরামর্শ করিতে পারিবেন, এবং
বাকীদারের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উল্লিখিত
প্রচার করিতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইচ্ছাকৃত দেওয়া বা দান অগ্রহণের মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে ৩০ মাস দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের ১৫ মাসের এই টাকার মধ্যে এত দেওয়া যে
যাচাই উক্ত বৎসরের প্রারম্ভের কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্যন্ত কিস্তী নীলামের ভূস্বামীর সেই তলবের
নাম আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ খারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খজানা পাওনা আছে কি-
না তাহা জানিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্বে
কোন প্রকারে নোটিস দেওয়া
গেল, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত এই নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য পাও, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
সমাপ্তি দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণেও পরামর্শ পাঠিলে,
ভূস্বামীর নিকট সমস্ত দিনে, তাহাতে সমস্ত
নিমিত্ত সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন প্রতি রাগা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কম ম হইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে, এবং কালেক্টর সাধা-
বতঃ উক্ত পত্রের কথা কিস্তি ভূস্বামীর মাঝার উপস্থিত
করেন, তাহাদের কথা শুনিবেন, ও তাহাদের মধ্যে যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নিমিত্ত সমস্তের পূর্বে
তাদের নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) নীলামের নিমিত্ত কার্তিকের পূর্বে যদি
কালেক্টর ইচ্ছাপূর্বক নিষ্পত্তি করেন ও বাকী দার
হয়, তাহার কোন সাক্ষ্যের পাওনা নাই তবে তিনি
ভূস্বামীর পরামর্শ না মঞ্জুর দিবে।

(৪) যদি উক্ত সমস্তের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
য, যত বাকী দার পাওনা ও তাহার কারণ বিশেষ পাওনা
এই তিনি তলবের দৈ তলব কমাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়ের কাছারীতে পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থানের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণ
নাই, সেই সকল স্থানে তালুকদারের পরামর্শ না মঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অগত্যা করণার্থ মোকদ্দমা
উপস্থিত করিতে তাঁহান যেরূপ থাকে, প্রকরণ না মঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ খারা। পূর্বে ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আদায়
করা না গেলে তালুক
নীলাম হইবার কথা।
তালুক সম্বন্ধে পূর্বে কোন প্রকার-
মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
সেই তালুক নোটিসের নিমিত্ত
তারিখে নীলাম করা যাইবে;
কিন্তু পূর্বে দিনের সুদাও হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্বে ধারার প্রকারে ও টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূস্বামীর দ্বারা দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ খারা। (১) পূর্বে কাছারীতে যে নোটিস
দেওয়া হইলে, যে
নিষ্পত্তি হইবে, সেই
মতেই হইবে, এবং লিখিত নোটিসে
এই কথা।
যে ক্রম লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পরে ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রকার লিখিত সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত দেওয়া বা
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার হিসাব বনাপত্রের
নিহিত ও মফসসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সটিকিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বননা ও মাখল করা যায়, যাবৎ তাহা
দেওয়া দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকে নিষ্পত্তি করা হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসীদ পাঠ করা হয়, তাবৎ কোন লিখিত
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রকার লিখিত নীলাম
হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রূপের করিয়া সেই রূপকারীতে
এই সকল বিষয় পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে পরামর্শ দেওয়া
যায় সেই পরামর্শমতে নীলাম হইবে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিংবদন্তীও
মাখল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজ দেখা হইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে আশঙ্কাজনক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নীলাম ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এক অধ্যায়ে যে নির্দিষ্ট নিদেয় করা গেল
এই নীতিতে হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ খারা। (১) এই
নীলামের কথা যে
রূপে চালাইতে হইবে
তাঁহার কথা।
অধ্যায়মতে তালুকদার সমস্ত
নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্দারপেকা উক্ত ডাক হয়, তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা হাটবে, এবং বাঁকীয়ার হাট প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবারাত্র জয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার ক্রোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না অথবা যে, যত টাকা আদান করিতে চাইবে তাহা অন্তর্থে হাতে আভে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে রাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক প্রাক্তন করিতে কিম্বা গিনি ডাকেন একরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা লগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্বলা মূল্যের গবর্ণমেন্ট সিক্যুরিটী দাখিল করা না গেলে, তক্ত লাট ঐ দিনেই পুনরীর নীলাম করা যাইবে।

(৬) জয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অন্তিম দিনের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিনার সদর ঘোণামের বাঁজারে টেঁড়িয়া গিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট বস দিনে পুনরীর নীলাম হইবার ঘোষণা দেওয়া হইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিশারের ক্রয়িত নিষ্কৃতি সময়ে পুনরার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিশারের পরে তাহার টাকার হিসাব অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিল তাহা দখল হইবে এবং বিক্রয় পর নীলাম করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হয় তাহা পুনঃ নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা ১০০ টাকার জামানত দাখিল করিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী দ্বারা নির্ধারণ যে পক্ষী আছে সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া তাহার দায়িত্ব দাখিল করা যাইবে।

জামানত করা যে টাকা দখল হয়, তাহা চট্টোপাধ্যায়ের নিকট রাখা হইবে এবং তাহা দখল থাকে তাহা পুনরায় জজের ঘোষণা হইবে।

২০০ খ্রিঃ (১) এই অধ্যাদেশে কোন ডাকের খরিশারের ক্রয়ের সমস্ত টাকা খরিশারের ক্রয়ের ক্রয়। ফলে, কাপেন্টার তাঁহাকে ঐ টাকা নিবার সার্ভিকিটে দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডাকদার কিম্বা তাঁহার আর্থগত পুত্রী মজারীদের মধ্যে কে কিম্বা তাঁহার বাঁহীদের কোন কোন বাঁহীয়ার ঐ ডাকের উপর যে সকল দান, দানী, পেটাত্ত, অজাস্ত্র, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ অস্তি পারিয়াছেন, তাহা অঙ্গিকরণ ১৮০ খ্রিঃ যে প্রণালী নিষ্কৃতি হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে আসক্ত করিবার সমস্ত সচিব খরিশার উক্ত ডাক প্রাপ্ত হইবেন। অন্তিম লিখিত ক্রয়ক্রম অনুসরণে তাহার আটবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৩) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যাইবে সেই সময়ে তাহা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত স্থানীয় ছিল, সেই স্থানীয় দিয়া প্রণালী পরিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধি কোন রায় ত্তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব বিধি।

(৪) যে লিখিত নিদর্শনপত্রকে ডাকের স্বত্ব হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে স্পষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডাকের খরিশার তৎসময়ে পূর্ণ খরিশার সচিব খরিশারের দখলদার ক্রিকেট পাটলে, এবং এর কথা।

অধ্যাদেশে তাঁহার প্রতি ডাক হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টারী করা গেলে, তাঁহাকে ডাক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কাপেন্টারের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কাপেন্টার তাঁহাকে ডাকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-আরীক্রেমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিশারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিময়ক আইনে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কাপেন্টার সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য করিবেন।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডাক নীলাম হইবার ঐ প্রকৃতির দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির আর্থ থাকে একরূপ স্বত্ব থাকে তাহা নীলাম হইলে অঙ্গিকরণ হইবে এবং তাহা নীলাম নিবারদার বার কথা।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে তাহা ডাক কাপেন্টারী কাপেন্টারী আমানত করেন, তবে ১৮০ খ্রিঃ দিখান দিবেন; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডাকদারের দখল প্রাপ্ত হন, তবে ১৫ অধ্যাদেশে যে ডাক নীলাম হইবার বিক্রয় দেওয়া যায়, তক্ত ডাক সেই কোন হইলে এবং নীলাম নিবারদার উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮০ খ্রিঃ বিচার প্রণালীমতে তাহা ইকরণে হইবে।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে ডাকের কার্য প্রণালীমতে নীলাম দেওয়া গেলে তাহা মোকদ্দমার কথা। নিদর্শনক্রমে সচিব তাহা হইলে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণ করিয়া নীলাম অঙ্গিকরণের নিমিত্ত ডাকদার তাহার দখল হয় তাহার অধিগ্রহণ পাটলে নিমিত্ত, তাহা নীলামের কার্য প্রণালীমতে নীলাম হয় তাহা নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডাকের কার্য প্রণালীমতে নীলাম দেওয়া গেলে তাহা মোকদ্দমার কথা। নিদর্শনক্রমে সচিব তাহা হইলে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণ করিয়া নীলাম অঙ্গিকরণের নিমিত্ত ডাকদার তাহার দখল হয় তাহার অধিগ্রহণ পাটলে নিমিত্ত, তাহা নীলামের কার্য প্রণালীমতে নীলাম হয় তাহা নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডাকের কার্য প্রণালীমতে নীলাম দেওয়া গেলে তাহা মোকদ্দমার কথা। নিদর্শনক্রমে সচিব তাহা হইলে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণ করিয়া নীলাম অঙ্গিকরণের নিমিত্ত ডাকদার তাহার দখল হয় তাহার অধিগ্রহণ পাটলে নিমিত্ত, তাহা নীলামের কার্য প্রণালীমতে নীলাম হয় তাহা নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডাকের কার্য প্রণালীমতে নীলাম দেওয়া গেলে তাহা মোকদ্দমার কথা। নিদর্শনক্রমে সচিব তাহা হইলে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণ করিয়া নীলাম অঙ্গিকরণের নিমিত্ত ডাকদার তাহার দখল হয় তাহার অধিগ্রহণ পাটলে নিমিত্ত, তাহা নীলামের কার্য প্রণালীমতে নীলাম হয় তাহা নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

২০০ খ্রিঃ। এই অধ্যাদেশে কোন ডাকের কার্য প্রণালীমতে নীলাম দেওয়া গেলে তাহা মোকদ্দমার কথা। নিদর্শনক্রমে সচিব তাহা হইলে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণ করিয়া নীলাম অঙ্গিকরণের নিমিত্ত ডাকদার তাহার দখল হয় তাহার অধিগ্রহণ পাটলে নিমিত্ত, তাহা নীলামের কার্য প্রণালীমতে নীলাম হয় তাহা নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রকার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত যাহা করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধারের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যিক হয়, তাহার খরচ কুলদ্বার নিমিত্ত লভ্যকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পাড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূমিধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, যে কাগজাকর নীলাম কার্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাকার কতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের পাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তর টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালেক্টর মতো ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উত্তর টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উত্তর টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উত্তর টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাকার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেন্টে সিক্যুরিটি রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিছুর তাহার কেবল অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্টে রেজেষ্ট্রার পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্লেয়ারেট প্রিমিগের দ্বারা দেখা যায়, সেই দ্বারা উক্ত সিক্যুরিটি লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন বহিষ্কার ও বন্ধের দিন এই দিনে এই অধ্যায়মতে যাকার কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রাখিবার ২১ দৈনিক দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অমান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কথক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে

অমান্য রেজিষ্টারী করা তালুক নব্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে

বৈধ পদ্ধতিতে নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক নব্বন্ধে থাকিবে।

১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেনাচার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে যে লিখিত বিষয় নব্বন্ধে এই আইন-বিধান ফলবৎ হইবে, সে বিধান ফলবৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২১ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩০ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের শ্রমস্বত্ব।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফালী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু দ্বারা দখলীস্বত্বশ্রমী রায়তকে ও কোণা রায়তকে ইচ্ছেন করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি করিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (১৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উচ্চসাপন করিবার ও উচ্চনা কতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে লা হইলে, উচ্চন বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (২৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে,

সেই স্থানে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন বিষয় হয়, সেই বিষয়াদ্বারা কার্যসী মকররী পাট দিতে ভূমিধিকারীর বাণ হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত
কৃষিকাৰ্যোগপযোগী কর-
ণের চুক্তির কথা। ভূমি কৃষিকাৰ্যোগপযোগী কর-
ণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত
কথা।

যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বার ভোগ না করিলে
এ ভূমিতে দখলী স্বত্ত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ এ
দখলী স্বত্ত্ব লাভ না করে, তাহাও তাহার ও ভূমিধারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম চর। তাহার যোত্রের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূমিধারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
জানালজনির্দেশ করিতে পারিলেন যে কোন জমী এই
ধারার অধীন চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে থাকিবে।

২১৪ ধারা। “উৎকর্ষী” প্রাণী ও “হাল হালিলী”
প্রাণী নামে খ্যাত প্রাণী-
উৎকর্ষী ও হালহালিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রাণীর কথা। গেলে, দেশাচরানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
এ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে কোন ঘাট-
চাকরান তালুক সংক্র-
ণের কথা। ওয়াশী নং অন্য চাকরান তালু-
কের কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরান তালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রম দান করিতে পারা যাইত না, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ত্ব প্রাপ্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোত্রের
অংশ না হইয়া বাস্তব
বস্ত্ত ভূমির কথা। ভোগ করিলে, এই বস্ত্ত ভূমির
প্রকারান্তরের অনুসঙ্গ দেশাচার
ধারা নিমিত্ত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
স্বত্ত্ব এই আইনের বিধানের
সিদ্ধি অসঙ্গত না হইলে এবং
এই আইনের বিধানক্রমে
স্বত্ত্ব বা আংশিক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
বর্জিত না হইলে, এই আইনের কোন কথার তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কী রায়ত কোনও অবস্থায় দখলী স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সিদ্ধি অসঙ্গত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান ধারা ১৮১ ও ১৮২ আংশিক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা বর্জিত করা যায় না; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন ধারা ১৮১-এর কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষা বিধির বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ ডফসীলের
৪ ডফসীল ও মোক-
দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
বিষয় দেয় কথা।

নির্দিষ্ট মোকদমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্ত তত্তৎ জন্য
এ ডফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং প্রকৃত মিয়াদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না; তাহা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রাপ্ত
বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ত্ব পুনর্জীভিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ নং লিখিত মোকদমার
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে থাকিবে না।
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ
বিষয়ক আইনের কিম-
দমা ও মোকদমা প্রকৃ-
তিতে নথিভুক্ত কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কোনও বে আইনমতে যে কোন আইনমতে লবৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের
কথা। পাঁকে, সেই আইন অনুসারে
না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোত্রের কাল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিমিত্তরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাস্তব দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিমিত্ত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে তাহার বরো, বিধি।

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোত্রের কাল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে,
স্থানান্তর করিতে কিম্বা প্রকারান্তর তাহা লওয়া বা
করিতে চেষ্টা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে।

তবে তিনি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে
অপরাধ জনক অন্যদিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া
জ্ঞান করিয়া গিয়াছেন।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (:) প্রকরণের লিখিত কোন কাহ্য করিতে সম্মত হইয়া করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধী ভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্যের সম্মত হইয়া করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিহকারীদের কক্ষিকরক ও প্রতিনিহদের কথা।

২২১ ধারা । (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃ-

ভূম্যধিকারীর কৰ্মৰূপক
 দ্বারা কাৰ্য্য কৰিবার কথা।
 পক্ষে: নিকটে এই আইনমতে
 কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত
 হইবার, আত্মনা কৰিবার বা
 কোন কাৰ্য্য কৰিবার আদেশ বা
 অনুমতি থাকিলে, উক্ত তা'দালত বা কৰ্ত্তৃপক্ষ প্রকা-
 রাস্থতের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর দাবিকরি-
 ক্ষমতাপত্রকে এতদন্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর
 কক্ষকরকণ্ড এই সকল কৰ্ম কৰিতে পারিবেন।

(২) এই কাউন্সে যে এডোক মোটিস ভূমাসিকারীর উপর জারী করার দা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার দ্বারা স্বীকার করিতে যাওয়া হইলে পুনোক্তমতে সমস্তাংশ শু ভূমাসিকারীর কন্মণারদের উ দত্তাভ্যন্তরী করা গেল, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেল, যদি নিজ ভূম দিবারীর উপর তত্তা জারী না হয়, তাহা হইলে দেওয়া যাইবে, তাহা হইলে যেকোন ফল হইত, এই আইনের, কাহাৎপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

১০. বঙ্গদেশের বিদ্যোৎসাহিতার বিষয় লক্ষ্য করিয়া
সমগ্র প্রাদেশিক নিদর্শনপত্র প্রকাশিত হইতে পারিলে এই
আন্দোলনের কার্যসম্পাদে ভূমিকিকারী হইতুক স্বাক্ষরিত
কর্তৃপক্ষকে প্রেরিত হইয়া আদ্যাক, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব
পত্রিকা, প্রাচীন কল্যাণ প্রভৃতি দ্বারা স্বাক্ষরিত
যিনি প্রেরিত হইতে পারিলে।

দুই দাঁত দিক দিকি জয়লাভী ভূমি
 মিতারী হইলে, মাথা কিছু
 করিতে এই আরম্ভে নূন-
 দিকারি এটি পাশে প
 অধুনা ত আছে, গাণী গাণী
 উভয়ে নী মকল এত হইল
 করিতে কিং তাহারে হইবে বা মকল শব্দে
 মর্ম্ম হইত জয়লাভী কোন কয়কার হইবে বা

ନୀଳଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ରାଦୈବେ : କ୍ଷୟତଃ ସଂସାର !

২০৩ ধার। রাষ্ট্রের কর্মচারীদের উপর উৎসাহিত
কর্মচারীদের কার্য-
প্রণালী ও ক্ষমতা। যাহা-
কোন কর্মের প্রণয়ন করিতে
পারিবেক, এবং তাহা নিষিদ্ধ
কর্মচারী

(ক) শোকদ্ভাঙ্গার বিচারকালে কোন মেওয়ারী
জামানত যে কোন ক্ষমতামুগারে কাশ্য করিতে পারেন
এরূপ কোন ক্ষমতা ও

(খ) পোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা
জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার
ক্ষমতা ও

(গ) জমীর শক্তি দুৰিয়ারা দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও বাড়িয়ার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

विश्वरूप कथा ।

২০৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে
বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও
দৃঢ় করিবার কার্য প্রণালীর
কথা।
২০৫ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে
বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা
প্রাপ্ত প্রত্যেক বৃত্তপক্ষ উক্ত
বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত
বিধির পাণ্ডুলেখ, যে দাপ্তর-
িক তদ্বীক্ষণ স্টাফ হইতে গঠিত
নিম্নলিখ প্রকার করিবে।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টের বা জাতীয় সরকারের প্রণীত বিধি হচ্ছে, উক্ত গবর্নমেন্টের বা কাউন্সিলের দ্বারা বায় সম্পাদনযুক্ত বা জরিপগত সফল নিদার থাকে যা। উপস্থিত কোন ভগ্নাংশই প্রকারের বিধি প্রদান করণ পাইবে; অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রণীত বিধি হচ্ছে, তাই নিম্নে প্রকারের একজন সচিব দ্বারা। কিন্তু প্রকৃত প্রকারের পূর্ণ অর্থ জরুরি প্রকারের প্রকাশ করা পাইবে।

(৩) উক্ত পাবুলিখর সম্বন্ধে এসি মোটিস
একশা করিয়া দে। একশা করণের তারিখের পর
একশা হইতে হইবার পূর্বে ১০০ হইতে ১০০০ পর্যন্ত
একশা মোট হইবে তাহাও তারিখের পর বিবেচনা করিয়া
দেখা। তাহা এসি মোটিস সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক নিয়ম

[illegible]

১১) এই আইনসভা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কান
সি মি রাজ্যীয় সংসদে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ
দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, এই আইন সংসদে প্রণীত হইয়াছে
এবং প্রণীত হইয়াছে।

১২২ প্রিন্সিপাল ইন্সট্রাক্টর, পাবনা জেলা জে. এ. স্কুল, পাবনা।
১-৪, বেনার্স কলোনি।

[illegible]

ଅଥବା ତତ୍ତ୍ୱମୈଳ :

(स) अ. ११० - वि. २०००

मः ३
नक्षत्र !

१९५१ ई. ११००
नं० ११००

: ୧୨୭ ନାମକର କୁହାଯାଇ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।
 ଏହିପରି : ଦେବନାଗରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

[illegible]

१८०५ स. ए. लव. अष्टमस्कन्धः (सं. सं. नं. २३) पृ. ७४
१९ अ. ६। अष्टमस्कन्धः सप्तमस्कन्धः

५११ स'दलन कुमि म'स'स'स'स' उ'स'स'स' १. ०, ११
५१२ स'दलन कुमि म'स'स'स'स' उ'स'स'स' २१ ५१३

১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জাতি-
 মেসেজ দ্বারা প্রকাশিত
 বিবরণ ক্রমিক নং ১ ও
 ইংরেজী ১৭২০ সালের ১৪
 জুলাই ১৮১০ সালের
 ১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি
 ও ১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি
 ১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি
 ১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি
 ১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি
 ১৮১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি

१५७ साले, कृष्ण अक्षय्य तिथि वान ० १५७० अक्षय्य
१५७० अक्षय्य ० १५७० अक्षय्य ० १५७० अक्षय्य

[illegible]

১. বঙ্গদেশের মুখ্য অর্থ-প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিদেয়
২. বঙ্গদেশের মুখ্য অর্থ-প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিদেয়
৩. বঙ্গদেশের মুখ্য অর্থ-প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিদেয়

[illegible]

(७) एके कांडित व बांधी गजनेतः व । कांडित व -
मानिक्यांत कोटित व । गजनेतः व । कांडित व -
कांडित व । कांडित व । कांडित व । कांडित व ।

সাল ও সংখ্যা	যে বিধেয়ের আইন।	যতদূর রচিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৪ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কুমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাও বাতিল টাকা সংক্রান্ত কর করণের আইন।	যে পরীক্ষার রীতি ইহনাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	বাংলাদেশে পত্তনী ভাণ্ডারের নীলামের নিমিত্ত যে দাঁ- ড়ার আয়তাক আছে তাহা সুধারবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সালের ৬ আইন।	মালভোগীর বাকী বিধেয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং প- ত্তনী ভাণ্ডার ও বিক্রয়দোষ। অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং বাজারের বিধেয়ের সর- সরী ডিক্রীজারী কংগ্রেসে কুমির নীলামের বিধির আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	ফোর্ট উইলিয়াম হাজারীর অ- ধীন বাংলাদেশে বাজার আদায় করিবার আইন ১৮- শেখন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

“ ৩ (১৬) ধারার ক্ষেত্রে । ”

১৮৯৯ সালের ৮ আইনের চেষ্টা নাম হইতে উদ্ধৃত।
 “দশসাল বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনানিদের
 ইচ্ছা ইচ্ছানি দিতে ইচ্ছাকৃতরূপে ক্ষমতা অর্থে
 দেখিয়া নতুন করায়মাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রত্যেক
 তাহা ক্রীড়ার রাজ্য জমিদারীতে প্রকাশ করিয়াছে
 একদে অন্য দ্বায়ে হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
 এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতরূপে অন্য
 তালুক দেয় ও তাহার মূল্য যে ব্যক্তি তাহা লয়
 তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিণিগের পাওনা মূল্য
 তের নিমিত্তে পরিস্রব দেয় ও তালুকদারের দ্বায়ে মূল
 জমিদার ও কল্যাণ জমিদার ওয়া ওয়া লওয়ার ক্ষমতা
 আপনিস রাখে কেন না বিনতালুকদারকে আদমদেওম
 হইতে থাক করে তবে তাহার পরেই তালুক বন্দোব-
 দিস দ্বারা যে ব্যক্তির কাছে যার সে এড়াতে পারে না
 বরং তাহার দ্বায়ে লইতে পারে ও ইচ্ছা এইক্ষণকার
 রে রাজ অর্থাৎ চলনমতে আদম গেল।
 “ তাহার দস্তাবেজেও নিয়মের মধ্যে ইচ্ছা লেখা
 থাকে যে বাকী পাড়িলে সে নিমিত্তে জমিদার তাহা
 বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পল বাকী
 রাখা যত তত না কর তবে যাহা বাকী থাকে তাহা
 তালুকদারের শিরে থাকিবেক সে সে নিমিত্তে তাহার
 দ্বায়ে আদমদেওম বিক্রয় হইতে পারে।
 “এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক
 বলে ও তাহা ওয়ায়ি, অনেক লোক এ সকল নিয়ম ও
 নির্দিষ্ট তাহা অর্থাৎ লোকে দেয় ও তাহার দর
 পত্তনদার করলয় ও পরপত্তনদার অনেকে দেয় ও
 ক্রমে এইমত। ও ইচ্ছাকৃতরূপে এতোকের দস্তাবেজ এক
 মতমানে হয়।”

কবজের পাঠ

১। সখর
২। সাল
৩। প্রায়ের নাম
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার মোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

সগলী বিষা
তাওলী বিষা
সায়ের
বন
বা টাকা

বনকর
জলকর
কলকর
টাকা
টাকা
টাকা

পদকর
পুর্তকার্যের কর

৬। যাহার মারলতে দেওয়া গেল
৭। মিসার তারিখ
৮। বত টাকা দেওয়া গেল (পুঠে বিবরণ)
৯। ভূস্বামীর বা কর্মচারীর কর

বজজেলের প্রজাম্বর দিবসক ১৮৮৪ সালের আইনের ৬৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজনার হিসাব কোন টাকা নিলে, যে বৎসরে কিংবা যে বৎসরের যে কিজিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে তাঁর, যেখানে জমা দিতে চাইবে তাঁর কথ।
পারিবেল এবং ওসকসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।”

“(২) প্রজা একরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূস্বামিকারী যে বৎসরের যে কিজি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিজির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।”

কবজের পাঠ

১। সখর
২। সাল
৩। প্রায়ের নাম
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার মোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

সগলী বিষা
তাওলী বিষা
সায়ের
বন
বা টাকা

বনকর
জলকর
কলকর
টাকা
টাকা
টাকা

পদকর
পুর্তকার্যের কর

৬। যাহার মারলতে দেওয়া গেল
৭। মিসার তারিখ
৮। বত টাকা দেওয়া গেল (পুঠে বিবরণ)
৯। ভূস্বামীর বা কর্মচারীর কর

ভুক্তির তফসীল — কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(৬৭)

(৭০ ও ৭১ খণ্ডের মধ্যে)

হিসাবের পাঠ ।

১। মাল	...	টাকা।
২। প্রচার নাম	...	টাকা।
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	টাকা।
	...	টাকা।
	...	টাকা।
	...	টাকা।
৪। বৎসরের তালব	...	টাকা।
৫। পূর্কিত বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...	টাকা।
৬। মোট তালব (তাল ও বকেয়া)	...	টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	{	টাকা।
	তাল তালব	...
	বকেয়া তালব	...
৮। মোট দেওয়া গেল	...	টাকা।
৯। বৎসরের শেষে বাকী	...	টাকা।
১০। প্রকৃত বাকী	...	টাকা।

হিসাবের পাঠ ।

১। মাল	...	টাকা।
২। প্রচার নাম	...	টাকা।
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	টাকা।
	...	টাকা।
	...	টাকা।
	...	টাকা।
৪। বৎসরের তালব	...	টাকা।
৫। পূর্কিত বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...	টাকা।
৬। মোট তালব (তাল ও বকেয়া)	...	টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	{	টাকা।
	তাল তালব	...
	বকেয়া তালব	...
৮। মোট দেওয়া গেল	...	টাকা।
৯। বৎসরের শেষে বাকী	...	টাকা।
১০। প্রকৃত বাকী	...	টাকা।

চতুর্থ তকসীল।

(২৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিরাদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা। মিরাদ। যে অবধি মিরাদ চলে।

যে নিয়ম সংক্ষেপে এক বৎসর নিয়ম তত্ত্বের তারিখ অবধি।

সেই বিধানান্তর চুক্তি
অর্থে যে এই নিয়মতত্ত্বের
দণ্ডস্বরূপ উল্লেখ করা যা-
ইবে, সেই নিয়মতত্ত্ব
চুক্তি লোকদার বারায়-
ওকে উল্লেখ করিবার
মোকদ্দমা

২। বাকী খাজানা আদায়ের ছয় মাস আদায়ের তারিখ অবধি।

ক ৭০ ধারায় যে এই খো-
জা খাজানার নিমিত্ত
আমদান করিবার পক্ষে
বাকী পড়িয়া থাকিলে

(৩) দফাভিত্তিক

১। ডিম বৎসর বাকী লাগুন যেহেতু আদায়
চলিত আছে সেই
সময়ে বাকী লাগুন
কেন যে দিনে বাকী
পড়ে সেই দিন
সহিত এবং আদায়
কসলী লন যেহেতু
খ নে চলিত আছে
সেইহেতু আদায়
মাসের শেষে দিনে
বাকী পড়ে সেই দিন
অবধি।

২। বাকী দফাভিত্তিক বিশিষ্ট দুই বৎসর যে দফা দুইবার তারিখ
রায়তস্বরূপ কৃষির
৮ প্রায় করিলে, উক্ত
কৃষির দফা করিয়া
লাইবার মোকদ্দমা।

২ খণ্ড।—আপীলের মিরাদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর ফিলার অজ বা বিশেষ তত্ত্ব সাহেবের আদালতে আপীল হইলে	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালে-কৌরেব কোন আজার উপর কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রাধান্যের মিরাদ।

প্রাধান্যের বর্ণনা। মিরাদ। য়ে অবধি মিরাদ চলে।

১। যে ক্ষেত্রে ডিক্রীমত বা ডিম বৎসর (১) ডিক্রী বা আ-
জার উপর আপীল
করা হইতে দেন নাই
সেই ক্ষেত্রে এই আইন-
মত কিংবা এই আইন-
মত রহিত করা যেন
আইনমত ডিক্রী বা
আজার করিবার প্রা-
ধান্য, যদি ডিক্রীর
টাকার উপর ডিক্রীর
পরে তদন্ত করে তাহা
বাস্তবিক এই ডিক্রী
কারী ববিবর খরচা
সমেত ৫০০০ লতের
অধিক টাকার নিমিত্ত
ডিক্রী না হয়।

(২) আপীল করা
গেল আপীল
আদালতের ডিক্রী
ডিক্রী বা আজার
তারিখ অবধি
কিৎ
(৩) বিচার লম্বা হলে
চলান করা গেল
লম্বা হলে চলাকালে
নিমিত্ত হরবার
তারিখ অবধি

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভার রিপোর্ট হইতে আমরা মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ১১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সমগ্র হুইচার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ নিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় বার যে সমগ্র হুইচ মিন ২ টা অবধি ৫ টা পর্যন্ত দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন মোক্-টারীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন আতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নতুন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির ভাঙে অনেক কার্য থাকিছিল ও বিশেষ সময় গণ্যের সময় উপস্থিত আর হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতাম না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অমায়ক হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় বা লক্ষ্য করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাতিতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বানানুবাদ তাহার প্রতিও বিশেষ অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপন্যাসক হয় নাই। ইহা অস্বস্তি স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থার মত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ নিয়ম করিয়া নিরীক্ষা করেন। বঙ্গ আমার প্রতি মত দূর সম্ভব গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে নীচের মত মত ত্বরান্বিত করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় মনে হয় না।

২. রিসার্চের দ্বিবি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর একাধার প্রদত্ত ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও মানবের জীবিত লেটেক্সেন্টে পূর্ণবয়স সাধনের পরামর্শমতে পোতাও বিনি লম্বকে কমিটিতে কয়েকজন বহুদশী জমিদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া দিলে অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল মত অপরিবর্তিত রাখি-
য়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমিদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কলিকতা
ক্ষুদ্র বিষয়ে জমিদার ও দায়িত্ব উভয়ের প্রতিই অপেক্ষাপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যেখানে
আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমিধিকারীগণের বিলক্ষণ ইলাভ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে ভূমিকরক যাহার
জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাঁর প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা
মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপি বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উক্তনা এই সকল বিষয়ের
বিস্তারিত কথা প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একমুখিক কংগ্রেসিষ্ট স্বত্ব অপচর-
করিবে ও অপরিচিৎ উক্ত আইনের বাস্তবায়ী কংগ্রেসিষ্ট স্বত্ব প্রদান করিবে। ২য়।—ইহাতে রেজুলেশন
আইন সম্বন্ধে যে রূপে ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী এবং প্রমাণহীন
বন্দোবস্ত ও বিবরণ সম্বন্ধে প্রায় পাল্লা প্রায় করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত
সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদনার মূলতঃপাশনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে
ভূমিধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দ্বিবি ও বিলম্বিত উৎপাদিত হইবে ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত
করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের ভাবি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বর্তমান
কৃষক প্রজাতি কৃষক (কৃষিকর্মজীবী) করিয়া তুলবে। ৬ষ্ঠ।—জমিদার ও প্রজার চুক্তি লম্বকে স্বাধীনতা উঠাইয়া
দেওয়ার ও জমিদারী কাঁড়ানির্মাণ ও রায়ভদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্য
ও জিজ্ঞাসার স্থল করার ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির সিদানত্ব আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয় করা
হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিলুপ্ত করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মানুষ্ঠান আর পাঁচের বাঁধাত বন্দা
হইবে। গবর্ণমেন্টের পিতৃহানীর ভাব বন্ধনুলকা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের
উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন
করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন
তাঁহাতে ইহার একতরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমরা যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বসিয়া। অতঃপর আরও
অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এক্ষণে প্রস্তাব করিতেছি না।
আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মত ও কলিকতা প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাই।

তালুকদার ।

যে হারা একদে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুওন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১৮) দখলীস্থত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অধিকার অধিক অংশ কোর্সি বিলি করে (৩৭ ধারা) এবং (৩৯) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং তাহাদের যোতের সমস্ত দখলীস্থত্ববিশিষ্ট কোর্সি বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোর্সি বিচারে যে দখলীস্থত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্থত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অধিকের অধিক ভূমি কোর্সি বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্থত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইতেছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্থত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলকণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উৎসাহিকারোগা ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উপর খাজনার হার স্থগিত হইবে, ও উহা প্রকৃত স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। বাদশাহী শাসনাবধি হুগুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূম্যধী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজনার দ্বিগুণ সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে মীলম খরিদার তারায় করবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “যক্ষসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজনার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজনার হারের ধরা গেল সে তালুকদারের জমীর বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উপায়ের মুখে আঁকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নামকর ও তালুক বুঝিয়া উহা গিলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাফা করিয়া যাহা বাকী থাকে তাহা এই যক্ষসলী তালুকদারের জন্য ঠাঙ্গরিবেক”। ১৮৫২ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজনার দ্বিগুণ সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকটবর্ত্তি তৎসমস্ত তালুকদার অধিকারী কর্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাসি দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না থাকা এরূপ সীমার পর্যন্ত রক্ষণ করা যাইতে পারে (লীন্ড সাহেবের ডাঃজেন্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে। যথা, “চলিত হারের” পর-বর্ত্তে “দেশাচারীগণের হার” লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্ত সীমা নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লভ্য শতকরা ১২ টাকার ন্যূন হইবে না। এই শতকরা দশ টাকা আদায় আদায়ের নচেৎ আদায় দ্বিগুণ হইলে আদায়ের শতকরা দশ টাকার নচেৎ আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, যে টা জমা হইতে কোল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের সুকিও বাসি দিলে যাহা অতিরিক্ত থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের সুকির জন্য বাসি পড়ে একথা আমিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পাবলিক ওয়ার্ল্ড মেম ও রাত মেমের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনান্যায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র পান পান না। অথচ সেটাকা দেওয়ার দায়ী তাহার নহে। তাঁহার বিনা যেতেন গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দুটো হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সঠিক তুলনা করিলে তাহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজনা মুক্তনকৃতরূপে রক্ষিত করা যাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহাদের খাজনা পূর্ববর্ত্তী খাজনা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষিত হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে এক্ষেপে এক্ষেপে বর্দ্ধিত হইবে এবং সমস্ত রক্ষিত পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজনা রক্ষিত কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহা দ্বারা দুটো হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে দাকন স্বত্বাধীশ আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মত প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিল হওয়ার করার ও উপায় কখনই প্রাপ্ত নহে।

অবশ্যিত হারের রায়ত ।

১৮১৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মন্তব্যের একটি আইনমন্ত্র অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে কোন মৌকদমা আশ্রিত হইবার দিগন্ত ৫২৪ পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজনা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সে হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের বড়ই প্রয়োজন হইত। থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। রায়ভদ্রসিংহের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমত রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮১৯ সালে তাহারিগণকে খাজানা হুজির দায় হইতে মুক্ত করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বংশ হইয়াছে। মাল্যের ঋণে রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসমূহকে যে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাতে এনিবেরের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সন্মতিক্রমে বলিয়াছেন যে “এছাড়া জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জীমদারি কাগজপত্রের মতল পাইয়াছে।” ঋণে রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পুরির কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাশয় অতি অল্পই আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামীর স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া ঋণে রেনল্ডস সাহেব অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী বিংশতি বৎসর সর্বদা হারে খাজানা প্রদানের প্রথা দেওয়া হইলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুপ্রাণিত করার সময় ঋণে রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রদর্শন; উদ্ভবেরই বিবেচনা করা উচিত।” অনুমান দ্বারা জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরসিত করা হইয়াছে; না ম্যারামুগারে প্রচারের যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রণালীর কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে প্রদর্শিত এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অনিকাংশস্থলেই যে প্রচার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯২৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রায় অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থ এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

ঋণে রেনল্ডস সাহেব তাঁহারই পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত চুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাহার মত পূর্বেও দেখতাম যে বিচার সমস্ত ছিল এখনও তেমনিই আছে। এইমতের উপর নির্ভর করিয়া ঋণে রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাও অনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটির লক্ষ্যবস্তু আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, ইহা অনেকটা আশ্চর্য্যের পরিবর্তিত করিয়া। এত প্রস্তাব উপস্থিত কর চর, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাগ হওয়ার ভয় দেখের পূর্ব হইতেই বিংশতি বৎসর গণনা করার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমিভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত স্বত্ব সমূহের উল্লেখ আছে।

২৩ ধারা।—অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ভদ্র ভূমিভোগী করে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন যোতের যতদূর ও উচ্চাধিকার সমস্তে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমিধিকারীর যে হুক্তি থাকে সেই হুক্তির শর্তমতে এই আইন মত যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে, তাহাকে বন্ধেব করা হইতে পারে, নেনেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে এবং যেহেতু তিন অন্য কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে বন্ধেব করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সমস্তের অনুমান একত্র করিলে, তাঁহার মনে সত্যি এই ধারণা হয় যে, এছাড়া অনুমানের কল পাঁচিতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আশ্রয়াদিগকে অবধারিত হারদারী রায়ভদ্র দিল্লী প্রদেশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপে জমিদারকে তাহার স্বার্থস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচাও খাজানাও নাই হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উছাড়া যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কেচনাট তাহার বেশ আশ্রয় উচ্চাধিকার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়ভদ্রসিংহের খাজানা না দাঁড়াইয় লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক কাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এত সালের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা ময়ামুগের বংশবৎসর ধরিয়া খাজানা হুক্তি করেন নাই, তাহার যে রায়ভদ্রের স্বত্বপূর্বক দাখিল তালুকদার করিয়াছে তাহা জমিদারসেই আশ্রয়াদির দাবী প্রদান করিয়া দিবে। অপরূপ যে জমিদার কখনও এরূপ আশ্রয় ও সমস্তের প্রদর্শন করেন নাই এবং সমস্ত খাজানা হুক্তি করিয়া প্রত্যেকে জালান করিতে ও উচ্চাধিকার করিতে সক্ষম হইবে। তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। কল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের ক্ষতি হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮১৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাস্তবস্থান পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । দামল বৎসরের মিয়ন ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া মাড়া চাড়া করা ভাল দেখায় না । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমিদার হুজুর করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাওয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত ক্রান্ত পাবেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এক্ষণে প্রথা বাজালার প্রচলিত নাই । কিন্তু জিবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দামল বৎসর জমিদারের সপক্ষে আপন মত চূড়ান্ত সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় যে এক্ষণে বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা তাহার জন্য প আদা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অন্যবে, যে নিজে অথবা তাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে বিনা স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বলতাই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অর্থ বিলম্ব অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বমান হইবে, এনিয়ম যে নিরর্থক এবং বিচারসম্মত এক্ষণে আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে অধিকার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হয়; রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সমুদয়কেই কার্য করিয়াছেন একথা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসায়ী যদি ভাষা আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহার ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেয়াদারের দাবী নাশিত করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেমন ব্যক্তিবিক্রম এক্ষণে ভবিষ্যৎ অন্যান্য করিয়াছেন বলাও তক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা হয় তাহা আশঙ্ক্য বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে গুরুতর মত বিধান দ্বারা এক্ষণে কার্যের শাস্তি বিধানকারে আবার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহানদীস্বত্ব জিবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থন নহে । কিন্তু এরূপ আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী জিবুত ফেট সেক্রেটারীর নীবাংনায় বাছা বনে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন । প্রথা পালনিত বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীত ভাবে চুক্তি থাকিলেও এবং প্রকৃত মধ্যে ঐক্য সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও প্রকৃত উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে বিপরীত ভাবে চুক্তি সম্বন্ধে বৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত দখলীর মত বিলম্বরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের স্থিতি করিয়াছেন যথা:—

১৫ ধারা:—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা:—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারণে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য সুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রকাশিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে বাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন অধী দুই বা তদধিক অংশীদার দ্বারা যৌতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই দ্বারা কার্যপক্ষে এই অধী প্রাপ্ত প্রত্যেক অংশীদার দ্বারা স্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল দ্বারা স্বরূপ অধী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসিন্দা দ্বারা স্বরূপ থাকিবে।

(৭) যদি কোন দ্বারা ২৬ দ্বারাতে পুনরায় ভূমির মূল্য পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসিন্দা দ্বারা স্বরূপ রাখিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমি নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান জীবিত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ দ্বারা (২) প্রকরণে যেসকল বিধি হইয়াছে কোন স্থলেই সেসকল মূল্যের সময় বা বৎসর হইতে কখন জীবিত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের অতিরিক্ত নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ বা দিতে পারিলে প্রত্যেক দ্বারাতে মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট বাসিন্দা দ্বারা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে যত প্রমাণ করেন নাই। দ্বারা হইবে যে জীবিত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের অতিরিক্ত এই যে “বাসিন্দা দ্বারা” মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট দ্বারা বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে মূল্যস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বারা: জীবিত ফেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের মূল্যকে তাহাদের প্রত্যেকের মূল্যস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। দ্বারা: তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসিন্দা দ্বারা তাহার যৌত ভাড়া দেয় ও থাকেন, বা দেয় তাহা তাহাকে তৎপরের এক বৎসরের জন্য বাসিন্দা দ্বারা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরং তিনি থাকেন দেওয়াই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থ: জীবিত ফেট সেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন দ্বারা একবার ভূমি পরিচালনা করে এবং পরে কতিপয় দ্বারা আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তাহা পুনঃ বাসিন্দা দ্বারা বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবিত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক অধীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দ্বারা হইবে যে দ্বারাতে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সন্তান যদি ভূস্বামী বা ভাস্কর্যরূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্যস্বত্ব উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইহার দ্বারা হইলেও পরে সে যে ভূমির ইহারাই হইয়াছে তাহাতে তাহার মূল্যস্বত্ব পোষা পাইবে না। কিন্তু অধীদার যদি মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট যৌত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে মূল্যস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ দ্বারা)। ভাস্কর্যকে ও ইহার দ্বারা যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা অধীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া দ্বারা পারিলাম না। ভাস্কর্য ও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র অধীদার অধীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ পরিদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশঙ্কা ও দ্বারা অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাংসদপূর্বক রেজিস্ট্রি বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবিত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাসিন্দার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উক্তদের আইনিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সমস্যার সম্মুখীন উপস্থিত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট থাকে কতগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ তাহা অন্বেষণে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, তেল এক ব্যক্তি পারে না। দ্বারা কৃষিকর্ম বর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের অধীদার, যদি অধী ভাস্কর্য ভূমি তাহা হইলে মহালের অধীদার বাসিন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অধীদার ভাস্কর্য, এ অধী সর্বস্বত্ববর্তী যে পোতা ও ভাস্কর্যের অনুভূত তদুপস্থিত যে কোন ভাস্কর্যের অধিকাংশ এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সম্মুখের দ্বারা উপর উক্ত স্বত্ব বর্জিত হইতে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উক্ত ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিকারী অধীদার লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির আবাসিত অধীদার কোন গ্রাম ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দ্বারা শেষের দিকে জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূস্বামীর “যে চিরস্থায়ী ভাস্কর্যের আবাসিত অধীদার দ্বারা ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের মর্মার্থ এই যে যদিও আমি ইহার দ্বারা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট যৌতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট যৌতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় ৩৪ তম দ্বারা বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে ভূস্বামীর পুনরায় ভূমি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে অধীদার ও দ্বারা উভয়েরই অধীদার হইবে। অধীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অন্বেষণে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহা দ্বারা মহালে লক্ষ্যকারী লোকের প্রবেশ দ্বারা মুক্ত হইবে। দ্বারাের যেসকল অবস্থা তাহাতে যে যৌতের উপর তাহাদের প্রাধান্যমূল্য নির্ভর করে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মূল্যের অবস্থার উপস্থিত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট যৌত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বন্দোবস্তের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে মূল্যস্বত্ববিশিষ্ট যৌত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাহা দ্বারা গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত-

প্রদানার্থে ত্রিটিব ইণ্ডিয়ান আনোনিমাসনে এক আন্দোলন করা হয় এবং উক্ত আনোনিমাসন খাজানার ডিক্রী টাকাণে করণার্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতাক্রির আইনসম্বন্ধে করার প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং উপদেশ দেন জমিদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইবে তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ ক্রেটরী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ত্রিটিবপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরকমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া লইয়াছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিম্নেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অসুস্থ এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সম্ভাব্যজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেসকল মজুদ কন উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুর ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অতিশয় কম একটা লোকের হস্তেই ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিধান এই যে একটা হস্তান্তর দ্বারা জমিদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমিদার প্রতী সাধারণতঃ হস্তান্তর কখনো প্রদানের অভ্যাস বিরোধী। এবং নব্বিশতাবিধিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে একটা বিধানের ব্যবস্থা করার উদ্ভিতা বিষয় বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এত জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের অসুযোগক্রমে আদালতের ডিক্রীদ্বারা মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমিদারেরা ১৮৮৮ সালে যে স্বত্ব হাচিরা দিতেছিলেন তাহা স্থা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসরস্বত্ব বিষয়ক একটা নিয়মের অধীনে বাতিল ও একান্ত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাতে সর্বস্বামী ভূমি বাসিন্দার বা দাঁওলদারী লোকের জমিদারের ক্ষতি করিয় ভূমি ক্রয়ক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমিদারকে যে পূর্বকালের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আদালত করিয়া যে কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হইয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমিদার যে জমীর চুকানী ও বাহ আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য উপায় মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যায় খরিদারের সঙ্গে ডাবাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাহার না বলিয়া উঠ তাহা হইলে তাহাকে খরচাপ করিয়া গালিগালাজের আদালতকে আনিতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমিদারের অনেক সংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমিদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাহারদের টাকা না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত যোত দুইজন লোকের হস্তে হইবে। কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অতিশয় মন হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কাগজতঃ জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এখন আর একটা বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমিদারকে খরচাপ করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসার বাধ্য নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমিদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উত্তরাধিকারীর দিকটাই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দরদর উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বকালের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোনম করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বকালের স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্জেকের অধিক কোর্টারিবি করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার চিরনন্দন কোর্টারিবি করিয়া তাহা তালুকদার-রূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্তিবে না।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমিদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্রকারী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৮৯ সালের ১০ আইনসম্বন্ধে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানারূপে সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে একদে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার ভগিত হইয়া গিয়াছে, এবং এত সম্বন্ধে জমিদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত বাবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবার বোধ হইতেছে যে কথিত যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বর্জন হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমিদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছানুসারে বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে আরি আদার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই আদার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকার দুই আদার অধিক ও চার আদার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষয় অকমতা আরোপ করা হইল। যে কালে যৌকদ্দমা হারা খাজানা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, সে কালে যে সকল কারণে খাজানা রুদ্ধ করা দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) মধ্যযুগবিশিষ্ট রায়তেরা নিকটবর্তী সেই প্রকারের ও উচ্চপন্থা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত উদগেহা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রুদ্ধ হইয়াছে।

(গ) জমাদিকারীর হারা বা তাহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাপ্রতি দান্য হারা বর্জিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কাগজাবলীতে খাজানা রুদ্ধ সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিত হারে” পরিহার করা যায় না এবং এখন বিষয়ে যে সকল সম্ভব ও গোপনীয় আবেদন তাহার কিছুই ছুঁই ছুঁই হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কারণ অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্নমেন্ট কর্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। জানিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিত্যমু মুকঠিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, করিতী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজারে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাঁধাতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অমুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয় তাহাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাঁধাকারক কর্তৃক খাজানা রুদ্ধ সম্বন্ধে তদারক চইবার বিধান আছে তাহাতে কাঁধাকারক সমস্ত বাণিজ্যই রাজস্ব কাঁধাকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হারে নির্ণয় করা রাজস্ব কাঁধাকারকের উপর তদন্তরূপে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সূত্র দিয়া প্রচলিত হারে নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাঁধাকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কাঁধা করিবেন। মূল্য রুদ্ধ হইতুক খাজানা রুদ্ধ করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) জমীদার গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত উৎপত্তি সূচি রাখিবেন, এবং যৌকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া যায় ও কাঁধাকারক বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রুদ্ধ করিবেন না যে বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) ভূমির নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মবিনীতে ও তাহার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অমুসারে কাঁধাকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বের বলিত গবর্নমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উদ্ভাবন সংগ্রহ করে এবং পোলীসে যে বিষয়ে বড় সন্দেহ হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সমস্তই যে থাকে ও খুজা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না ধরিলেও কোল মাস্তি-বিশিষ্ট লেগেস্তার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপে গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ গড়পূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ বিষয় তালিকা প্রতিষ্ঠা করিবে) এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও সচ্ছ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুরান মূল্যের তালিকা বিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজারচাউলের এবং বেংগের কুটী, যব ও গমের মূল্য পরি-ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোক্তের করার তার স্থানীয় গবর্নমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্নমেন্ট বিবেচনামত সময়ের ভিত্তিতে শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, ভুঁড়, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপাদ্যের দর আর বিশেষ বন্ধাবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে ইংলণ্ডের চাইনস কমিউশন আক্ট যে মূল সূত্রে প্রণীত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে নিত্যমু মুকঠিন হইবার সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌসামান্য নাই, কারণ প্রথমোক্ত কস-লের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল্য ৯৯শ, আর শেষোক্ত কস উপরের অংশ মূল্য হইলেও এখন পুরাতন নিয়ম হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইদের কখন রুদ্ধ হয় না কিন্তু আবেদনই বাজারের টাকার দর

খাজানা রুজিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যে মূল স্ত্র টাউনকে টাকার পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল স্ত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি বতবুদর রুজিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই স্ত্র পরিণত কার্য করা যেমন কঠিন পথেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূমিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা রুজি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সাবল্লস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ রুজির আত্মা দিবার সময় সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪১ ধারার বলে যে আদালত দেখিলে ঐ ভূমি উক্তর দ্বারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন রুজিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না চিক রুজিতে না পারিলে কেতই টাকা গছির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিশ টপোগ্রাফ এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে এই স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্তমান খাজানা দিওনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা মশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমবার পাণ্ডুলিপি দিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শবশত উত্তর নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা ক্রমান্বিত বশতঃ রুজির চেষ্ঠা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটকানার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেষ্ঠা হয় সে স্থলে বর্জিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের নীতিংশ কখনই চূড়ান্ত হয় না। অনিবার্যের বড়ই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার ক্রমান্বিত বশতঃ রুজি করিবার চেষ্ঠা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পর্যন্ত বর্জিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত করা পঞ্চাশ টাকা উক্ততন নীমা নিশ্চিত হইবে তাহা বুঝা যায় না। আমার যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া রুজি দিতে হইবে, সেখানে শত করা পঁচিশ টাকা উক্ততন নীমা নির্দেশ করা সুবিচার সঙ্গত নহে।

শাসো দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালী অপেক্ষা বেঙ্গালিই অধিক খাটে; এবং আমার মান্যবর সহযোগী মহিমা স্বতঃ দ্বারভঙ্গার বন্যরাঙ্গা মিশ্রের এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। তাহাই শুধু আমার কথা এই যে মূল স্ত্র ধরিয়া পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে শুদ্ধি বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি স্ত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইত্তেরা নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির মিলিত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দল বৎসরে ভূমিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলী স্বত্বশূন্য রাইত্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন ১৮১৯ সালের ১০ আর্টিকল এ উক্তর মতেই দখলী স্বত্বশূন্য রাইত্তের সহিত কারবারে জমিদারের সম্মত নীতি প্রদান করা হইয়াছিল। দখলী স্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা তির আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমিকারী ও দখলী স্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বড়ল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলী স্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক ঘুটা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলী স্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যেমন বলিয়াছি বাসেন্দা রাইত্ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেমন খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রাইত্তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে গাইবেল সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মৌকদ্দমা কর্তৃক কঠিনে বাধ্য হইতে চহবে। আদালত তখন ঐ যোক্তর কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দি'বন এবং আদালতের হুকুমমত জমিদার প্রজাকে পঁচিবৎসরের জন্য পাঠি দিতে বাধ্য হইবে; এবং যদি এই পাঠির মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রাইত্তের দখলী স্বত্ব অথবা তাহা হইলে সে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলী স্বত্বহীন প্রজা নাম দ্বায়েই পর্যাবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রাইত্তের সহিত আপনাতঃ ইচ্ছামত কাঁবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচিবৎসরের জন্য পাঠি দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারার্থীন পাঠি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহুকুমই প্রজার উচ্ছেদের কতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমবার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতগুলি নূতন ভীতের পুত্র অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিপিতে সেগুলি খানিলে নূতন শিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে, বিচারাদীন পাঁচ বৎসরের পাঠ্য প্রবর্তিত করায় অমিন্দারের প্রতিবিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে অমিন্দারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অসীমভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাঠ্যর লক্ষ্য দেওয়া হইল সে অত্যন্ত চূর্ব্বিত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মঙ্গল পরামর্শ দিয়া চতুঃপাশ্বর্য় প্রচার পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। দ্রুত অমিন্দার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাও পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদীন পাঠ্যর তাঁহার সুস্থি বা অসীমতা রহিল না। দখলীশ্বত্বের রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে অমিন্দারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে জেণীররায়তের সুবিধার জন্য একপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু যাত্র মায়ানাই সুতরাং অমিন্দারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু যাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান ভাষা এই যে, যদিও উপরে অমিন্দারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবের ভূমিকর্ষক, যাহার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ধনা-
গম হয় ও সাধারণের এতিনিহিতরূপ গবর্নমেন্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর মল আগার প্রাপ্ত হন, তাহার কাষাতঃ অল্পই উপকার লাভ হয়। যথাবর্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথাবর্তী লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানে যেরূপ ইতর বিশেষ করা হয় কমিসী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। এবং তাহার কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্কা বিল নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আবার সন্দেহ এই যে একক বিশেষ কাষো পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার ঘোড়ের অঙ্কের অধিক কোর্কা বিল করে, সে, উহা রেজিষ্টারী হইয়া যাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইচ্ছাতে কোর্কা বিল বদ্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উহার প্রায় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিল করে, তাহা হইলে কোর্কা পাঠ্য লাভ বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা ভূতকালেও কমবে হইবে। যে কোর্কা পাঠ্য নিয়াছে তাহার অবস্থা ইচ্ছাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাঠ্য বিলিয়া যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের ভূমাদিকারী রেজিষ্টারী করা পাঠ্যস্থলে নিজে যাত্র দিয়া পাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারি-
তেছি না যে স্থলে পর৩৭ লক্ষসংখ্যক যথাবর্তী লোক আছেন, (দাক্ষিণাত্যে পর৩১ শ্রেণীর যথাবর্তী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কাষা চলিবে। প্রত্যেক যথাবর্তী কোর্কা রায়তের নিম্নেই হইতে তিনি আপন ভূমি দিকারী গৃহা দিয়া খাজনা অর্পণ শতকরা ৫০ টাকার অধিক নথী করিতে যত্নবান হইবেন। তাহা হইলে এই দেশের সর্ব্ব দেশ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি অহস্তে ভাগ করে তাহার, নশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূমি-
কারী কোর্কা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ৫ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ মোটাস দান ভিন্ন রায়তকে উঠিয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উক্ত রায়ত অঙ্কের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া উক্ত রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্ব্বনা বিবাদ হইবে। কল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত নিঃশেষে অত্যাচার লজ করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বনা মোকদ্দমা মাংগা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উক্ত রায়ত তাহার ঘোড়ের অঙ্কের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ ধারানতে খাজানার সীমা নিদ্ধারণ কাষাকর হইবে। এই জন্য সে রায়ত কাঁচনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উক্ত রায়ত যদি আটন লজ্ঞন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনয়ন কাষারও স্বার্থ নাই, কারণ আটন লজ্ঞন করিলে কোনরূপ শান্তিরই বিধান নাই। উক্ত রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের শর্তনত জমী লইতে খীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় বার একজন রায়ত - উক্তের নিবীত পক্ষে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উক্ত রায়ত তাহাকে প্রচণ্ডই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্কা বিল নিয়মনাথ বিধান সমূহ হয় অকাঙ্ক্ষ্য হইবে, না হয় অশেষ-
প্রকার মোকদ্দমা মাংগা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধায়ে ভূমাদিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পণ্ডিতের প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না সর্ব্বমান আইনের অনুযায়ী না দেশান্তরের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময় তাহা কিসেরই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকে না। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে ভূমাদিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধায়ে বলিতেছে যে ১। যে সন্তত অবধারিত খাজানার ভিত্তিপ

করে সে আপন যৌত সন্তানে শোন রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাছিল ভূমিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যৌত সন্তানে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যৌতে শোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চালা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবে অন্য ভূমিকারীর উপর এক মোর্টিস দিবে। যদি ভূমিকারী তাহার অসুযোগ রক্ষা করিতে না পারে অথবা অসংযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজের উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমুহের মধ্যে এই যে উচ্চাভে ভূমিকারীর ভূমী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিসয়ের মীমাংসার ভার কাশ্মীরের রাজ্যে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিমূলক হয়, তাহা হইলে এখন কণ্ঠে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মুনাকা ভুলিয়া লগ্নবেন এ আশ্বাসও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানা রক্ষি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজানা রক্ষি দিতে সমর্থ তাহাই রক্ষির আদেশ করিবেন। আবার আসল্য চর এই সকল নিয়মের অপরিচ্ছাদ্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সাহায্য নাট তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ তাহাদের সাহায্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ নীতি রাজনীতি তাহা আমার চক্ষুর অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আদালতের প্রভুত্বের জন্য ভূমি এখন বিষয়ে ভূমিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব এখন করা হয় নাই। আমাকে ভূমি এখন বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিতর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে কমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহাৎ স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা ভাঙ্গুরের সহাধিকারীদিগকে তাহার তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ দিবসে কথায় প্রকাশ বসিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্যসাধক না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু কমিটি খাজানা আদালতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা প্রদানের কমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় এমনি টাকার জন্য উক্ত সহাধিকা-রীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদান করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীর একযোগে অংশ সাধারণ কার্য সাধকের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করু না করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোড়ের দরখাস্ত অথবা বঞ্চিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এতদ্বারা দুই হইতে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিতর মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিতর তাহে কোন মহালের তত্ত্বাবধান হইলে সাধারণের যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিকাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে কষ্ট করে তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশের কাছা করিতে অপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহাদের জমির কৃষি বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আটকের কাছা দ্রুত অনুমান করা হইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এক্ষণে কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে কোনই বাধিত হইবেন। পরিকার বুঝায় না। আমার নিবেদন এই যে সকল কারণের কথনই ভুলিও না, তাহারই তালিকা করিয়া ভূমি ও দখলীদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অনেক প্রতি অর্পণ করা, তাহাদিগের পরিচর্য ও উৎকর্ষ সাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃতি রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

অভ্যুতর লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, ও হাটের তালিকা।

ভূমীর নিজ অধী লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে তাহা ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিপিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ঃ উত্তমরূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূমিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য নিভর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মধ্যে এই যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়কেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনত দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্নমেন্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কাছা চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিকারী ও প্রজার হুগ্ধরতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, বিধা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বারা একাধিকরূপে উদ্ভাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত জব্দ হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিকর্মের ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই লিখাটী প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকের নিজেই এতসকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন ইহা দেখিয়া দেওয়ান ডাওয়ারের কাছ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্ণমেন্টে দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিন্ধু প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিলে পুর্নোন্নিবেদিত ক্ষতি বর্জিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাষ্ট্র সংক্রান্ত বা সরকারি বিরুদ্ধে লীলাধা ধর্মিদার নিজের অবগতির জন্য অস্বাভাবিক কাগজ পাঠায়; যাহার লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়, যেখানে রাষ্ট্রেরা ধর্ম ঘট করিয়া থাকেন; দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রাষ্ট্রের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেখানে অস্বাভাবিক নিজ আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই অস্বাভাবিক নিজ অস্বীকারের প্রতিকার করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা সত্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অস্বাভাবিক বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অস্বাভাবিক লক্ষ্য বিষয় বৈধাভিত্তক করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আশঙ্কাই নাই এবং ইহাচার্য্য এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষতি, দুখ, ও অকৃত স্বার্থের বিলম্ব ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাউতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক, বাস্তবিক, অর্থসংক্রান্ত ও সাংখ্যিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে সমুদায় হার বা এক সমান হার বা পুর্নোন্নিবেদিত পরগণা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রজা ও ভূমালিকারী কার্যই একাধা হারা কিছুনা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমালিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমালিকারী ও প্রজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও যাহার লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার পরচ ভূমালিকারী ও প্রজার হাতে চাপান হইবে। যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিলিতে প্রজার উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর ক্ষতি কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমালিকারীর নিজ ভূমি লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমায় বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী; এবং উহাচার্য্য সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৯৮৩ খ্রীঃ অব্দে,

১৯৮৩ খ্রীঃ। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী জুমারীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কামাত বলিয়া জুমারী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রামাণ্যক্রমে জুমারীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী জুমারীর নিজ জমী বলিয়া লিপি বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে জুমারীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমী দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথায় প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যখন বিপরীত মর্মান না যায়, তাহাৎ উক্ত জমী জুমারীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী জুমারীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রমাণ উদ্ভূত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত ও প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন।

১৯৩০ সালের ৮ আইনের ৫৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৯৩০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আনিবেক যে স্থলে বেহারের মধ্যস্থতায় খামারী জমী এবং স্থলে খামারী ও যেন্দীপুরের জমিদার ও ডালুকদার ও অন্য ভূমালিকারীদের নিজের মালিকার ও খামার ও নিজ ঘোত ও গরুর ভূমি উপর লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাঞ্চারাজ ভূমির বহিষ্করণ] সত্য সকলের বাহির আছে ইত্যাদি।

আইনের দ্বারা লিখিত পাণ্ডুলিপি তাহা ভুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমী-দারের খামার ভূমিতে ক্রমাগত বার বৎসর ধর্মিদার চাষ করার পটু নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজনা দ্বারা জমীদারের যে অপরিহার্য্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ফাঁকী।

খামারী আদালতের সম্বন্ধে ফাঁকীর আইনের সহায়তা জ্ঞাত প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সমারূপ অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। ২২ম ফেব্রুয়ারি আইনের দ্বারা এই যে ইহাচার্য্য সীল ও অব্যাবহিকতা হয় কিন্তু ভূমালিকারীর নিজ সমস্ত সারিই নির্গত থাকে ক্ষমতার অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলম্ব দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে ফাঁকী আদালত।

দ্বারা করিতে হইবে, উহার প্রতিপদে মান্য প্রকার নিবেদন আদ্যক নিয়ম আছে, আশীশতের ছহু অারী হইবার সময় রাত্রি বাট হইতে শযা অব্যাহত হইয়া গিয়াছে। ইহার কাৰ্ধ্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শয্য প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্তর প্রতীকারই ক্রোচ আইনের মৰ্ম্ম ওয়া উচিত। আবার ক্রোচ করিতে গেলে ভূমিকারীরা এত ব্যয় করিতে ও এত বিরুদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেতদন ক্রোচী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে একদেব শয্য প্রণালী আদ্য করিবার বিষয়ে অসীমারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

ଆମାଲତର କାଶ ଏମାନୀ ।

গবর্ণমেণ্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলভাণ্ডান করিবে বলিয়া পুনঃ প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তাহা আমার বারং বলিদার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজ পর্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্তব্য গবর্ণমেণ্টে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপরক্ত পাতুলিণির প্রথম সূচন হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলভাণ্ডান ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাঙ্গালীবাদের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই ৭ ল বাঙ্গালীবাদের ফল কার্যতঃ অস্বাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পশু-কাৰ্য্যক্রম (২) পৰ্যবেক্ষণ ও তথ্যগুণায়িত মহালে একত্রে যে কাৰ্য্যক্রম
চলি থাকে

(৩) বর্তমান কার্যক্রমালোর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজনার জন্য মোকদ্দমা করু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাদারীতা জমা ওরানী-ব
বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকতঃ প্রমাণ দিয়া
আপীতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেম ।

আহার পর আদালত সমন বাহির করিলাম । সমন জারী হইলে আমি হস্ত নাই বলিয়া নচরাত্তর যে আপত্তি
হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্তব্যর একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই— ।

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে নিয়া অথবা রেজিষ্টারী তিথি বারা পাঠানো জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর দপ্তর সমন আরো হইতে বা পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নিবাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লট্-শাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকান্দারীতে, অথবা যে ভূমির অন্য বাণী খাজানা পাওনা, অথবা তহুগরিদিত অন্য কোন সদরআরগার অথবা গ্রামের চৌকে বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ অন্য অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাদ্দাসনাংক লট্-শাইয়া দিয়া মোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে বসন হয় গ্রামের চৌকিদার গ্রামের মওল, লাওর গ্রামের দুইজন সম্মানিত অধিবাসী, তাহর গ্রামা সব-রেজিষ্টারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপরাধকার বন্ধ করিবার জন্য এতদাৰ্থে কলেই উপরি উক্ত কার্যে প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি দুইটি অবগত হইতে পারে। এক্ষণে সচক্ৰতার সহিত কার্যে করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে বোকাবন্ধার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবলোকনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে প্রমাণ হইবে না।

সমনে একশ এক মোটিস থাকিবে যে যদি জারীর ডারিথ কইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎকালে জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দিষ্ট দিনের মোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার কইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাফী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎকালে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সবক্ষে সেই দিনই ইন্সু ধার্যা করিবেন; এবং মোকদ্দার শুদানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্যা করিরা দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা মখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিকী ঐরীকমে তাহার ডালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে মখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ਡਿਕੀਰ ਟੋਕਾ ਆਮਾਨਤ ਕਰਿਯਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਮੀਨ ਆਇ ਹੋਵੇ ਨਾ ।

সংবাদ। প্রহৃত। রীতিমত প্রতিভাবানিলে আশানুরে টাক বাহির করিয়া নইবার অনুবর্তি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটীতে আমার অনেক মহানারী সভ্যসম্প্রদায় আমার পরামর্শমত উপায়ের সহায়ত্ব আদায় করিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ সভা আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতির স্বপ্নাতর ও সমসত্তর পরিবার অভিপ্রায়ে যে লক্ষ্যপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাঁহা, বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ও ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকালে ও এই কার্যের প্রসঙ্গে সমস্তের করিতে উৎসুক হইলেও সমন জারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি তখন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমাদিকারীর স্বত্বস্বত্বিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে ক্ষতিগত ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৯৪৪ খ্রীঃাব্দে একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এ খাজানা বাণীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বস্বত্বিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এক্ষেপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাণীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাইলে বাণীর আর্থিকভাবে এই টাকা তাঁহাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষেত্রে অনেক বক্তে যেরূপত আপন ভূমাদিকারীর স্বত্ব স্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রহণ হইলে, সে রায়ের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে যাত্র খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক তাহার বিলম্ব বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কাগজপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন,। আমার বোধ হয় এক্ষণে করাও যাহা, এবিষয়ের যৌথসংসার ভার পরিহার করাও তাঁহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিলম্বিত করিয়াছেন নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতেও সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামী অবশেষে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভারা খাজানা আদায়ের বর্তমান কাগজপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাহ ভূমাদিকারীসংগের বিশেষ ক্ষেত্রের কারণ এবং ইহা না থাকাহেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের দায়িত্ব টাকা দিতে অনেক সময়ে তাহার বিলম্বন ঘটয়াছে। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিধের সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে খনও যদি, ভূমাদিকারীসংগকে তাহাদের স্বার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বসন্ত পান্ডা হইবে।

চুক্তির আধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমাদিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাগজতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির ব্যতির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নিষেধ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা গারতের ও মখলী স্বত্ব-বিলিট গারতের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ খ্রীঃাব্দ।
- (খ) ৩১ খ্রীঃাব্দে নির্দিষ্ট মখলী স্বত্বের অনুসরণ।
- (গ) ৫১ খ্রীঃাব্দে মখলী স্বত্ববিলিট গারতের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ খ্রীঃাব্দে মখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমাদিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট বেত্ন ভিন্ন মখলীস্বত্বশূন্য গারতকে ও কোর্শী গারতকে উদ্দেশ্য করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ খ্রীঃাব্দ।
- (চ) গোতের ভূমি-মিরা যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ খ্রীঃাব্দ)।
- (ছ) গারতের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ খ্রীঃাব্দ)।
- (জ) ডিক্রাতারী ক্রমে না হইলে, উদ্ভেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ খ্রীঃাব্দ)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবস্থার প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতীবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এক্ষণে নহে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ অক্টোবর ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী ঘর ক্ষেত

খোঁসাবিক্রয় বা বন্ধন দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্র উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিবোগ করিবার সময় এবং জীনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহজ অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কোন আপত্তি ভূমিকারী সচিব চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনরুদ্বোধ বিবেচনা করিতে বলি।

সেওয়ানী আদালত ও রাষ্ট্র কৰ্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে সেওয়ানী আদালত ও রাষ্ট্র কৰ্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারামিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অন্তর্গত, রাষ্ট্র কৰ্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট এই যে তারতবর্ষের উন্নয়নে যেরূপ সব একমতান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাহ্যিক ও অন্তর্গত মূলধনের কার্য্য গ্রাহ্য বন্ধ হইয়াছে এবং পরিপ্রেক্ষিতে প্রসবন শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজার ও ভূমি সম্পত্তির সের প্রণালী প্রবর্তিত করা হয়, আদালত এই বোঝ। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ প্রযুক্ত বলির প্রমাণ হইবে। শ্রমে মের খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তন হইবে, স্বত্বের লিপি অথবা খাজনার বন্দোবস্ত হউক, হারের গণিত পদ্ধতি বিষয়েই হউক, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, সচিবত মালের কাটি লিফট প্লানেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি যে রাষ্ট্র কৰ্মচারীকেই গুরুত্ব করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপি অটোমটিক অধিকাংশ সেই দ্বিবিধ উপর নির্ভর করিতেছে,। যদি রাষ্ট্র কৰ্মচারীকে কার্য্য নির্বাহক অথবা শাসনকারী সম্বন্ধীয় কথাকর করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কথাকরকে শাসন কার্য্যাদিক গবর্ণমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৩৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেডুবাং লর্ড কাম্বালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিচ্ছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সরকারের সহিত ভূমিকারীদিগের যোবানুমান এবং বাণিজ্যিক ভূমিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দায়িত্ব ও বিরোধের মোকদ্দমা অন্যান্য মাল আদালতে উপস্থিত হইত তাহ ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহারাজস্বের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেভিনিউতে ও তথায় হইতে জিহুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিসে মাল আদালতে নেনরজার দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষেত্রে ভূমিকারীদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল ওক অর্থাৎ যে সকল বস্তুর স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই যত্নের সাধন করা করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিলম্বিত ও কখন যথার্থ ক্ষেত্র ও কখন উত্তরের অগ্রতক্ষেত্র প্রভৃতি বিমল্য ঠাকুরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশে ও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথার্থ থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দ্বারা ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অনাধারতকুম হইলে অন্যায়প্রস্তাব আণ্ড ভরসা হান ছিল না যে বিপাক হইতে যে পীড় পাটয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে তকুম দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে সেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বহুলা ভনা ভূমিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের ভাবের প্রজ্ঞা বর্গের বিবাদে ও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না; অতএব চাসের আধিকার্য্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্বঃ টেহদা কার্য্য উদ্যোগান্তর করা যায়। সেবাদিপতির কর্তব্য এই যে ভূমিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অক্ষাণ্য করণের শক্তি ভাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কাল সরকারের পাওনা মালজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা ও সকল আদালতের অমাল সাহেবদিগের যে একাধারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিহুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে অমাল সাহেবদিগের স্বেচ্ছামতের সম্মত না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূমিকারীদিগের ও ভূমিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের ভাবের প্রজ্ঞাবর্ণাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিলা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত হার ও কন্ঠের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অওর আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা কাকার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হার উপস্থিত হইবার যোগ্য হয়। এমন হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মধ্যদান হান হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্ত হইতে ভূমির অধিকারিত ওকত হইবেক এবং যে চাসের আধিকার্য্য সরকার ক্যান ও মেশের সৌন্দর্য্য অতিক্রম হয় তদ্বিনিত সকল লোকেই এস ও চেটে যথার্থচিত করিবেন।”

১৭৯০ সালে গণপেণ্টে যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে মনগুণ অধিক ষাটটা পতনী তালুক।

অমোদারেয়া এই পাণ্ডুলিপিতে পতনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। একপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষকর্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চন্দিয়া আসিতেছে; অমোদার, পতনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উদার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে ষাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব ছাত না দিলে ভাল, এই বচনামুসারে পতনী আইনের বাধ্য ও বাধ্য; যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বভোক্তাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার উদ্দেশ্য যে পতনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতঃ উল্লিখিত গ্রাহ্য পর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। অগামী মাসের মধ্যে কমিটির তদ্বিবেচন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব সাসনা রহিল।

১৮৮৮ সাল ১৪ মার্চ।

গুণসাগর গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের লিখিত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি ।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভালুকদার যে যে বিধানের নিষেধাধীন থাকেন, যাতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিষেধাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূস্বত্বকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসমূহ যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দারী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিধি রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিধিতে রাষ্ট্রত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিঃসৃত যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূস্বত্বকারী পূর্বে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অর্থী একরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্যের সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দারী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলী স্বত্ববিধিতে যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুযায় সাধারণ মখলীস্বত্ববিধিতে যোতের অনুযায় হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ যদি একস্থলে অধিনায়কে অগ্রকর স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকে ঐ স্বত্ব দেওয়া উচিত যদি একস্থলে জমিকে প্রজার কার্যের অনুপযুক্ত করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপর স্থলেও উচ্ছেদের দারী হইবে।

একস্থলে একরূপ হইবার অনুকূলে বড় ভর্তুকাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রকর স্বত্ব মখলীর আইনের শাখা। বেওয়ারের হিঙ্গরা পূর্ক করে স্বত্বের দাখ করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূস্বত্বকারীর অধিকার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিনকরিতে পারে তাহার চক্ষু হইতে ভূস্বত্বকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এর সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্কক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষের ক্রোড়া ভূস্বত্বকারীকে যে রূপ ভরসাক অনুবিধার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যে রূপে অসমর্থ হইবে অপর স্থলেও সেইরূপে অসমর্থ হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূস্বত্বকারী উৎসর থাকবে।

মখলই ভূস্বত্বকারী পূর্ক ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবেন অথবা মখল ভূস্বত্বকারী পূর্ক ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রস্তুত পূর্কই পূর্ককর স্বত্বের তর্য করিয়া মখলই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূস্বত্বকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ তর্য আছে যে যদি তিনি তৎকরণে আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করার হস্তান্তরপ্রস্তুত হারের অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য জমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অধ্যায়ের কাছা মোকরর পাঠ্যধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূস্বত্বকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহা দিগকে প্রত্যাপন করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টার মোকরর উৎসাহ দেওয়ার যে হানির ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকাবিল নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে ক্রিয় বস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েরই আমার মত বিচার।

কোকাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে স্বাধীনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে মখলীস্বত্ববিধিতে রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূস্বত্বকারীদিগের বিশেষ স্বার্থের হানি হইবে।

আমি: বিধান এই যে, কতকটা মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাস্তার জন্য নির্দেশ: রাস্তাদিগের মধ্যে অতি দূরিত্র জৈবী অর্থাৎ রাস্তার রাস্তাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে ডাবাধারণাধীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিনির ক্ষমতা রাস্তায় পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাস্তা হইতে দৈনিক অড়াইখা পড়িলে টহাছারা সে সেই দিন হইতে টহাছার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করিতে পারে।

টহা আইনসমূহ। এতদিন কোর্কা বিনি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কোন বাধ্যজনক নিয়ম উঠে না, কেহই কোর্কা বিনি পরিভ্রাণ করিত না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক জৈবীর পোক ভূমি পাটবার জন্য হা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাছারা একপে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এক্ষণ এক জৈবীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাটবার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বিদ্যমান করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্কা বিনি চলিতে থাকিবে।

কোর্কাপাটবারাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখন ও যখন সময় আছে প্রণালীকে কোন না কোন রূপ ডাবাধারণাধীনে আনিতে হইবে।

এদিকের নীতিই অন্যতর গবর্ণমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৪। যে অধ্যায়—খাজানা রুজি।

মিলেটে কমিটির নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি এখন হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্জিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্নহারের উপর টাকার হ্রাস আনা পর্যন্ত বর্জিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূমিধিকারী প্রজার সহিত ঘরোয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবে।

অধিকতর যে হার প্রস্তুত হয় তাহা নিশ্চিত হইবার প্রস্তুতি হইর অপেক্ষাকৃত এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদনা ন্যূন বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া জমিদার খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলেই পূর্নতন খাজানার বিধানের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রুজি উঠর স্থলেই বর্জিত খাজানা মূল্য বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তির খাজানা রুজি কোন স্থলেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

তু আনার কম বা তু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, তু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন ঘোড়ের খাজানার নিকট তাহার প্রস্তুত হার অপেক্ষা অল্প এই কারণবশত: আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্নতন হারের উপর লত করা পক্ষাঘ টাকা পর্যন্ত রুজি হইতে পারে এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশত: হইলে লত করা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার মোকদ্দমা দেখিয়া বিচার হয় তাহাতে রুজি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উঠর স্থলে পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিভ্রাণ হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আটমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু আমার মনোভাবের বিবেচনায় এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলই এই কথা স্বীকার করায় খাজানা রুজির সীমা পরিভ্রাণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় রুজি করিয়া কষটির অধিকাল সভ্য খাজানার রুজির উপর যে বাধ্য জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

টহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে ঘোড় ভোগ করিবার ক্ষমতা স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যরূপেই খাজানা রুজি দিতে স্বীকৃত হইবে।

প্রজা ও অধিকার দিজে দিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

ইহাপূর্বক খাজানা রুজিহলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিযত খাজানা রুজি রেজিষ্টারী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা ভাণ্ডারে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাণ্ড করিয়াছে।

যাট টাকার একটো নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর ফলেই গণ্ডমশ বৎসর নীমা নির্দিষ্ট করায় ভূস্বামিকারী উহার যত পাওনা ডাহার এক কড়া ও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িতেন না। আমরা রুকা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এখানে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা রুজির যে প্রজ্ঞাপন নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয় লওয়া কেবল মাত্র আমারই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজি করিয়া দিবার কথটা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ এখন না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—সম্বলী স্বত্বনিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অস্তিত্ব কথা।

১৪ ধারা. (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়
এ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিবে
এ " (৩) } পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।

দ্বিতীয়টির মর্ম্ম এই যে, যিৎক প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানাতে ও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর কল্যানা কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এটী সকল দ্বারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাংগত: কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিষয় বাদামুদানের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কোন গুণীত হইয়াছিল তাৎসম্যবশ্যক এনটু ও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই। উক্ত দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তেই অভিপ্রায় করা হইয়াছে; এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যাতে আমি আমার মস্তাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্ররত হই।

উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিতে উক্ত রাখিবার ওজর এই যে উক্ত বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনকার্য কমিটীকে প্ররত করিতে পারবে এমন কোন যুক্তিপারস্পারা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূস্বামিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অসাধ্য হইবে ভূমির ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখিয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকদ্দমাদার ও ইন্সপেক্টরদের ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

সম্বলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন প্রকারে যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন সম্বলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার নিশিষ্ট একটা প্রকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া জমিদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রুজিকোণী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা কর্তৃক হইবার পূর্ববর্তী ১০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহা দ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব অর্জিত হইতেছে।

৫০ ধিকার অভ্যন্তর প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রাষ্ট্রের স্বার্থ, এবং উহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব উহারে বর্তমান আইনের পাণ্ডুলিপিতে সম্মিলিত করায়, উত্তরের সাধেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিবিধক করা সুবিচার সঙ্গত হয় নাও স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের দ্বারা চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উদ্ভেদ করাও অন্যায় ও কঠোর হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অধিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ১০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাছা চলিবে, একদিকার নয়া মোকদ্দমা কর্তৃক করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে বিবেচন এই যে যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং ভূমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূমাদিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বেচ্ছাচার বরাবায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সবল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অপবা নিজেদের অসাবধানতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব হারিয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করণ হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে লিখিত ভাবে আঁঠন করার দোষে ভূমাদিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যাপন করা সুবিচার মঙ্গত।

অতীত কাল তিনি গাওতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যাপন করা যদি একান্ত অসম্ভব হয় ভবিষ্যতে তাহাতে তাগের রক্ষা হয় তাহাও অসম্ভব নয়। উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররদার ও ইন্তমরারিয়ার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, মঙ্গলীস্বত্বনিষ্ঠে রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার ক্ষমতার দাবী করিলে দশা সাল বন্দোবস্তের বার ২২শ পূর্বে পণ্যস্বত্ব ভাণ্ডার স্বত্ব সাংখ্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে ভূমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকরবন্ধের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররদার বা তালুকদার বাসেন্দা রায়ত, ইকানদার মখলজমা এবং জমিদারি ছিল, আর পাইকস্বত্ব রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ১৬ ২২শের মধ্য ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাইকস্বত্ব রায়তকে মখলজমার নিকট চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না। তাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। ভূমাদিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভরণের উপর নিষেধ করা কঠুতা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের মখলীস্বত্ব ছিল সকলে, উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে তাৎপ্য করা হইত।

১৮৭৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে স্মৃতি করিয়া কিসের ভুল এই আইনে এই সকল বিধান নিষ্কর হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খাজা পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে “যে সকল মঙ্গলীস্বত্ব রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাইক পাইতে স্বত্ববান হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও মাদিকারি রায়তের উপরই অর্নিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের মত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন্ত স্বেচ্ছা সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণসম্মতি রায়তের কার্যক্রমে। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উক্তর ও মঙ্গলতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী” এরূপ একত্রক বন্দোবস্ত নহে কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৭ ও ১০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহা জন হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা বুঝিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমতী তালুক মঙ্গলীস্বত্ব ও মখলীস্বত্বের কার্য চলন হইতে দেখার যুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূমি দিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা, করি তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থল যেরূপ গিয়াছি মেরূপ বর্তমান আইন ছাড়াইয়া দেওয়া কোনওই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন কী ভূমাদিকারীর পক্ষে সহজ কিন্তু রায়তের পক্ষে স্বত্বসংক্রান্ত কী সহজ নহে তাহার সম্বন্ধে আমি এই হার বলি যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূমাদিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন সন্দেহই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূমাদিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ কিন্তু ভূমাদিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া লিখ প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পূর্ণ আইন আছে সবই ভূমাদিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখা দেওয়া অবশ্য বর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন কোন আইনেই ভূমাদিকারীর অনুকূলে দলীল লিখা দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য বর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়ত টাকায় খাজনা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের ভুল ই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম মুদ্রাক্ষর পরিণত খাজানা ও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবিক হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর নিদিষ্ট করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।
এপ্রকরণ বিধিভঙ্গ করা ও যাঁহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকার খাজানা
দেয়, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া
ও ঠিক তাহাই।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

মখন পাট্টা করুলিয়ত পেম্পর দেওয়া আব আবশ্যক রহিল না। তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের নিম্নে প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রাণিত হইয়া যাইবে ও জনসা-
ধারণের উচ্ছ্রয় ঘটবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান লীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুফলের সম্পত্তা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রকৃত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধের উপর এই সকল বিধানের কাছের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়। যোতের হস্তান্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলী স্বত্ববিধিগত যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া মাঝে মাঝে কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিক্রেতে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলী স্বত্ববিধিগত যোতের অনুবন্ধের মধ্যে ছিল না, অত্যা হলে আদা-
লত ভূমিভোগের স্বত্ব দীর্ঘ হইলেও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিক্রেতে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অসিদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলা এই দখলী স্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়
হইতেছে।

কোন২ জেলায় ইণ্ড এরপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিকল্প হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিকল্প হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিক্রেতে আইনবিকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কাষা ভূমাদিকারীর বিক্রেতে অসিদ্ধ এবং যাঁহা নিজের
বিক্রেতে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে যেন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যে
কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূমাদিকারীর বিক্রেতে অসিদ্ধ ও রায়তের বিক্রেতে সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূমাদিকারীর বিক্রেতে ইণ্ড অসিদ্ধ এই কারণ বলতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে
তাঁহার যোতের এক২ খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডণঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

১। যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

২। ভূমাদিকারীকে এতরপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

৩। ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। এতরপ শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

৪। লেখোক্তী অত্যন্ত কার্য্যকর লিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিস্তার করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূমাদিকারীর অনুমোদনে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদনে, অথবা
বিবাদ মিথ্যারূপের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মণ্ডলের জগাবন্দী দ্বারা বা নিষেধ করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেহলে ভূমাদিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে।

২। যেহলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়ভেদে অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ভেদ দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়ভেদ খাজানা রক্ষি করিতে হয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর রক্ষি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়ভেদে পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহা এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ভেদ দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়ভেদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এতদক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা রক্ষির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভেদগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়ভেদের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিবে একটি অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় অধ্যায় নামাবিধি অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১। অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়ভেদ পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়মুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আসি, এবিষয়ে তাহাদেব সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়ভেদে তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, মোকদ্দমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ফেডার কাহার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহা ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল যাত্র একংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সম্ভবের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবল।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ

সভার সিদ্ধান্তবহিতে ভিন্নমতের মন্তব্যালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভার দ্বারা স্বীকৃত সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কয়েকটি বিষয় প্রচারার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গোচর হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার ক্ষির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন হইবার সুশাস্ত্রের প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দরজার প্রযুক্ত রক্ষিত প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিলেও আদমি বিলের ৭৫ (ঘ) ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়ভেদ দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানার ক্ষির একটি ত্রুটি বোধ হইয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ভেদ তির অন্য রায়ভেদে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দায়ী করিবেন তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়ভেদের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্বতন খাজানার নতুন পঁচিশ টাকা রক্ষিত দায়ী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা জমীদার ছাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা রক্ষিত দিতে পারে তাহার কোন সীমা পূর্বে খাজানা বাড়িয়া লইতে পারেন এমন বিষয় নাকি এই সকল ধারার ভূম্যধিকারীর হস্তে ওপর্ণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিযোজনা নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল পণ্ডিত বিলি করিবার সময় অবশেষে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোঝা হইতেছে তখন প্রচলিত হার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল হীন বর্গের রায়ভেদগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে একটা নতুন সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় দ্বারা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিনাকল বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় নাই।

এইরূপ আশঙ্কা দিচ্চনা যে যতদূর ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রচারার্থ ৫০ ধারার উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারার এইরূপ বিধান পক্ষাভিত্তি যে সাধারণতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপে খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর হইবে তাহা যোক্তের যে খাজানার উল্লিখিত আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশ ৫০০ ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতে ইন তাহার নড়ুলা ধরিয়া যদি মুদ্রারূপে খাজানা দিবে হয়, তাহা হইলে চাহকার্যের সমস্ত ব্যয় প্রজ্ঞা গ্রহণ করে এবং প্রচলিত হার তাহা হইতে বিনাকল বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার দোষের পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৯ ধারায় যেরূপে কথা গোপন করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যবহারের দ্বারা বিনাকলরূপে উল্লাহি হইবে। যখন রায়ভেদ পরিভাগ করিয়াছে এই প্রজ্ঞার ভাষ্যকে তাহার যোগ হইতে বর্জিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা কজু দিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অস্পষ্ট হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কাগজলন নথীভুক্তন রায়ভেদের দখল হইতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। দখলীভুক্তন নিশ্চয় যোক্তে উহা বিস্তার করার অতি অসম্পন্ন কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যে বক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূমি বিচার খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৩ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. বেনল্ডস।

* এই প্রস্তাব প্রণয়ন করে যে, রায়ভেদে কালের সময় যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য দিয়া প্রথম লম্বাবোনে দ্রব্য যোটে উৎপাদের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, তদ্বিত্ত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না;

প্রজাবিশ্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কমিটির অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিম্নলিখিত করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নতাকালপি।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রথম হেতুগুণে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমি-সংক্রান্ত
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এবং পাণ্ডুলিপি প্রকার

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নী ২১ প্রকরণ।

উদ্যোগে দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভোদনজনক ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে ভূস্বত্বের সম্বন্ধ করিতে সক্ষম এক্ষণে সঙ্কতি-
পন্ন কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকাণ্ড রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশ্বস্ত-

তার স্বাক্ষররূপ রক্ষি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উদ্ভিতি বিষয়ে সচাৰ্য্য হইবে না। আর যে
অতিপ্রায়েই লড হার্ডিংয়েল সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করণের ন্যায্যত প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কোন যে সেই অতিপ্রায় সাধন হইতেছে না এক্ষণে নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নী ২১ প্রকরণ।

ও বস্ত্তবান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নূতন পথে যাইতে হই-
তেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার যথ্যতঃ এক্ষণে
এগালী অবলম্বন করা পরামর্শনিদ্ধন হইবে বনিয়া নিম্না করিয়াছেন।

ভূমিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বস্ত্তবান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব
করেন। ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি, অতিপ্রায় ও তৎপূর্ণে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসভার
সভার নিকটে পাঠাইয়া রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮১ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও এক প্রকার বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেচারে প্রতিযোগিতার
অভ্যুজ্জ্বলতার রায়ভদের স্থানে খাজানা লগণ হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃত্ব অস্বাভাবিক হইয়াছে, এবং পূর্বে প্রজাচার
জমিদারের আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাঠিতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রায়ভদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের টের খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আপনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহুত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৮১ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে লেখরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্ভরস্বত্বের একথা স্বীকার করি, এবং আমি
এতদূর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে প্রজাবিশ্ব পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বনিয়া, দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিকারী বা রায়ভদ্র তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না
এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে
ইহা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে
ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকতার
প্রকরণ পরস্পর বিরোধিত হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বাধীন প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সভ্যবটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিকারীগণকে তাঁহাদের নিজস্বিত্ব স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রকৃত তাঁহারা নিম্নত
নির্দেশ করিয়াছেন যে, চিরকারী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকারীগণকে সেই নিজস্বিত্ব স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ণক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিগত
হইলে, কাগ্যতঃ এই নির্দেশ বাস্তব কর হইবে।

কতিপয় ন্যায় এক শ্রেণীকে তদীয় নিজস্বিত্ব স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া
স্বাধীন উদ্দেশ্য এক্ষণে বাস্তব আমার বিবেচনায় অসম্ভাব্য ভাৱতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে এক্ষণে বাস্তব কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে মত হইল যে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এক্ষণে কোন বড়ের কথা শুনা যায়
নাই এবং হইল যেও অস্বাভাবিক চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলম্ব মতভেদ আছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরকারী বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহারা পক্ষে বিশেষরূপে
সম্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নিজস্বিত্ব স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
তিনি তৎরূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রজাবিশ্ব পাণ্ডুলিপিতে যত অসম্ভাব্য ও
অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত জন্মে নাই।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রজাবিশ্ব পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেহেতু অস্বাভাবিক ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান করি,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিকল্প। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮১ সালের ১০ আগস্টের তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

কিন্তু এই স্বাক্ষরলিপি হইতে একটি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতে যে মূলমন্ত্র প্রণীত আছে, তাহাতে চারদিক দোষ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে তাহার মনেই সঙ্গে অবিশ্বাস ও অসম্মতি জন্মিত হয়। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

এই নিমিত্ত প্রায় ১০-১২ জনের গণনা করা হয়েছে। যদিও এখানেও অনেক অসুবিধা আছে। এখানেও অনেক অসুবিধা আছে। এখানেও অনেক অসুবিধা আছে।

জমিনারস্বরূপার্থীদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও বাদবাক্যপূর্ণকর্য লিপিবদ্ধ
কইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত নেটেলেট গবর্নর সাহেব এতদে ভাবিতঃ দারয়ালইস-
ছেন যে, ঐ নীতির স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি বাংলারদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজর টিকায় অস্পষ্ট
দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অজ্ঞাব কবিত হই, তজ্জন্য একথা বাদ্য করা উচিত
বাণী ভারতবর্ষীয় গণপ্রেমটের অতীত ঐতিহাসিকদের শ্রীতি নহে কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নরমেম্বের
মতানুসারে প্রণীত। এই ক্ষেত্রেতে বোধ হয় তিনি কেহও সাধী বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত
মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিনারদের নিষ্কারিত স্বত্বে অবশেষ করিয়াছেন।

পক্ষান্তর, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিঃ ৩ মাসের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা
উল্লেখ এক প্রতীকঃ ১২৭ স্বভাবঃ আমাদের স্বত্ব নিয়ে করলো সম্পূর্ণ অসুস্থ মান লগ্না উচিত এম নঃ
এই স্বত্বের কথাও উচিত

কেহও বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভাষিকারগণ
 স্বঃ জনসাধারণের স্বার্থের নিকট। যদি তাহাই হয়, সাংসদগণক এবিষয়ে তত্ত্বক্ষেপ করা উচিত। এবং ভূ-
 স্বিকারীদিগকে “উপসব জাতি পুরণ” দিয়া ভাষানীতিতে স্বয়ং ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু
 বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রোত্তর নিকারীদের স্বয়ংস্বত্ব প্রাপ্তির ভাব করিয়া বিচার
 করা হয় নাই এমন কোন তথ্যকোষে এবং মামলাত মিলিত কমিটী বিবেচনা এখন বিবেচ্য ঐক্য ভাষিক
 ভাষিকদিগ। সেট পত্র যে অপরপাশে অনুসন্ধান করিলে দেখা উক্ত কমিটী সম্মুখে উপস্থিত হয়। ১৯৩৮
 এবং ১৯৩৯ সালে যে ক্ষমতা মন্তব্য লিপিতে এসিস্টেন্ট সচিব আইন মন্ত্রণালয় ভিতরে সম্পূর্ণরূপে
 করিয়াছেন, তাহা যে অন্য কোন সরকারী কাগজে নথিভুক্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে
 কোন ক্রমে নথিভুক্ত করা হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপি কাছাকাছি কামিষান্দেব হাফু হইলেন যখন বিজিত হইয়াছে তখনদিনরাগর কামিষান্দেব লক্ষ্য
ভাবে ইহার সন্ধান করিয়াছিলেন। এ কারণে বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিয়ারতায় কামিষান্দেব
সংলগ্ন হইয়া পান। তিনি অনেক প্রকরণ লিখিয়াছেন যেখানে তাহার কথার কথা হইয়াছিল, এবং যাহার নাম
কামিষান্দেব পাণ্ডুলিপি বঙ্গদেশের দশাচার প্রদেশের ভূমি সংগ্রহ প্রণয়ন হইলেন উপর লক্ষ্য করিয়া
করা হইয়াছে। এ কারণে যখন পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইল তখন এতকাল পাণ্ডুলিপি বিদগ্ধ
হইলে লোকে বিবাস ও প্রচার বিতরণ হইবে তখন তিনি কামিষান্দেব যনের ভাব পরিচয় করিয়া
করিয়াছিলেন।

[illegible][illegible][illegible]

প্রজাদের কৃষি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ দৈহিক ও মঙ্গল কোন দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে
আছে কি যাচাই দেখান যায় যে দখলী কৃষকরা রহিতদের প্রতি একটি আভ্যন্তরীণ কল্যাণ থেকে, যে উচ্চতা আদা-
দের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত জমা কল্যাণের নিদর্শনও প্রদান করা নাহয় কল্যাণ হয়, যদিও এতদ্বারা এদেশের
লোকের গণকে সম্পূর্ণরূপে নতুন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার উচ্চতা কথা য প্রাণ ভাবে নাহি বঙ্গগণ উচ্চ
কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেচার প্রাতিযোগিতার অত্যন্ত হারে থাকিলে প্রচলিত আভ্যন্তরীণ মঙ্গল সাধারণ যে
উচ্চতা জমিদারদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক :

জানক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা - ইমার্চ, কিছু নজরদার গার্মেন্টের উল্লিখিতভাবে যে রূপে প্রকাশিত আছে, অধিকাংশের দাপ্তরিক মেসেজিং অফিসাররা ইতি দেওয়ার স্থিতিগত মতটুক বিবরণ প্রাচীর প্রকাশিত হয় না। আর অধিকাংশের কবিতাও এই এমন কোন পরামর্শ থাকেন না যে এটি প্রাচীর মেসেজিংয়ের প্রাচীর মনুষ্যের অধীনে রাখলে দাপ্তরিক থাকিত এবং জীবনের নিয়ম প্রাচীরে প্রকাশিত হইত।

মিন্টেকমণ্ডীর হস্ত হইতে প্রাপ্তবিভ পাণ্ডুলিপি যে কাকের দাঙির হইয়াছে তাহাও বিন্দু
কাকের দাঙির দাঙিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন দক্ষিণে অধিকতর বিচারিত করিয়া লেখা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।
ভিন্ন দাঙির দাঙিয়াছে।

আজানী সংক্রান্ত গাণ্ডুলিপিগুলির বাদানুবাদে আ. তত্ত্ব মরফারী কামজবাবে এতখানি নিয়ত প্রকাশ্য করেছেন। চিরকালী বন্দোবস্তের সময়ে জিনি হুদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠাশীলক নিয়ত করিয়া। তৎপরে বহু ভাঙার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণ্যমণ্ডের উল্লেখ্য নহে। সুতরাং এবিসময়ে জমীদার ও বরজ গুণপত্রের সম্বন্ধেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাব বিলম্বিতকি হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এদিকার অনেক মতভেদ আছে। যাহাও বাম্বি দিকিতে পাঁচ বা যে, হুজুপ শ্রমিকের বিষয় যেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরকালী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা স্বত্বভোগের "ভূমির মালিক" এবং কেও কেও যতপন অপনী করে বাদ হইবে হুজুপ শ্রমিকেরা সংগ্রাহক মাত্র মতভেদ

৩ দশা নেতৃকে আত্মন বীচারা ইচ্ছান হাড় ইয়া বান ও বসেন যে চিত্রাখী বন্দে দেওর সমার পূর্বে
কলিমার প্রেরী ছিল না, এই সমার পূর্বে তাঁর কেবল গবর্ণমেণ্টের আশানা আসন করিছেন। এই সমার
পূর্বে উৎসাহরূপ আমি ইচ্ছা পক্ষে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খণ্ড পত্রের অনুবাদ পত্র
মুসলমান সমাজের সেহায়েত দুটি অতি প্রাচীন রাজবংশের ও সমন দিয়াছিল। এই দুইখণ্ডের মধ্যে
পান ৩৬ পৃষ্ঠার বা ডোমনরীওর রাজবংশকে ও অলখান মারউফর রাজবংশকে দেখাইয়া হুগলি ও
চট্টোঙ্গের, অনুভূতঃ সেহায়েত কেবলঃ সমার পূর্বে যে চিত্রাখী বন্দে দেওর পূর্বে ছিল তাহা ন
নামতঃ সমার কোন স্থানে হারাজ পদায়েট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

[illegible][illegible]

ମାତ୍ର ଜନ ଶୋଷିତ ମାତ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ।—

[illegible]

১৯৩৩ সালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক প্রাণজাতি লিড কমিশ্যনালি ও সার জন শেপার্ডের নেতৃত্বে একটি প্রাকৃতিক ইতিহাস সঙ্কলনকারী জাতির দলকে "জুনির মালিক" বলা হইল। প্রাকৃতিক ইতিহাসের নথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রকল্পে কাজ করিয়াছিলেন। এটি অল্প কয়েকের মধ্যে একটি জৈবিক সংরক্ষণ প্রকল্পের একটি উদাহরণ।

[illegible]

কাংগাল চালস গ্রাউট সাংঘে আদ্যাদেব সজে ছিলেন। সযুদর বিবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথোযোগপূর্কক বিবেচনা করিয়া লিট সাংঘেব সম্পূর্ণরূপে আদ্যাদিগের সহিত একমত হইলেন, যেখিয়া আদ্যি সন্তত হইলায়। এই নিমিত্ত আদ্যাদেব যেরূপ ধারণা হই রা'ছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাইয়া য়।

রাস্তাদের স্বত্বস্বত্বকে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাণিককে যেহে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-
ছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যেহে স্বত্বভোগ করিত, সেটই স্বত্ব হইতে অভ্যস্ত বিভিন্ন, বহুত-
যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন-যেও ভক্তান্তর
করিতে পারিত না, এবং আশ্রমে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবদানিত হারে
রাস্তাদের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাইল, গম-বা অন্য সমস্ত সামান্য খাদ্যকে কেবল মাত্র “প্রদান সামান্য” বলিয়া
সংগ্ৰহিত নিষ্কাশন করিতেছেন, তাহারা মূল্য দ্বারা শ্রমজীবীর হার নিয়মিত হইত।

আমি এখানে এই বিষয়ে সার জম শোরের লেখা চাইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়ভোগে বহুদল দখল করিলে জুড়িতে দখলীত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহা দখলকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পাড়ে না। কিন্তু এই স্বতন্ত্রত্বে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অমঙ্গলপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্টাচারী রাজার অগৌন অন্যায়া স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অর্জিত। জমিদারদের স্বত্বের জোর করিয়া স্বত্ব লওয়া গেলো রায়ভোগে স্থানে এই স্বত্ব চাহিবার সম্বন্ধে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। জুড়ি, মালিকের কেবল জমিদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়ভোগে এই স্বত্ব জুড়িমীর স্বত্বের প্রাপ্ত না হইলে, রায়ভোগের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া জনায় খাজানা প্রদান করা না হয়, তৎসমুদয় জিলায় জালা হারাদুসাবে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনর জিলায় প্রত্যেক গ্রামেই স্বতন্ত্র হার আছে। বিধি প্রতি কৃষির উপর হারঃ এই সকল হার স্থির হয় : কোলভূমিতে বৎসবে দুই কলস, কেনর ভূমিতে তিন কলস জায়ো। চুতগাই, পান, ডাবক ও জাখ প্রভৃতি অধিকতর লাভ জনক জবা হইলে, সেই পরিমাণে কৃষির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার কৃষি বাণ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং ভোড়ল বেলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালকমে এই আসনের উপর অব্যবহাৰ যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে স্থিরঃ লওয়া হয়। পবর হেরণ মাণ হইয়াছে, তদুপারে হার তেন হইয়াছে। জমীদারগণের লসাব্যক্ত : ক'কং সুজিব লিখিত চলিত হার দৃষ্ট করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শাস্য বলিতে কেবল চাঁউল, গম ও অন্য শস্য খাদ্য শস্য বৃক্ষিভে হইবে, প্রধান শাস্য শব্দের
এইরূপ অর্থ করা হয়না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাওতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মুলাবান
উৎপন্ন হওয়ার মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটি স্বল্প উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটাক্যালের উল্লেখ করিতেছি, ইহা সুবিধিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিকাব্দে ছিলেন না। আমি নিজে যে স্বল্প উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার দত্ত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকারী জনীয়ারদিগকে ভূমিতে মালিকী-স্বত্ত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনেরদ্বারা যে সকল ভূস্বামী কর্তৃক কঠোরতা, অবিচারিতার লক্ষ্য নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, উদ্ভাদিগকে স্মৃতি করা একটা বিষয় হ্রাসিত হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু উদ্ভাদিগকে স্মৃতি করিয়া ও উদ্ভাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দেশ করিয়া অবিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণান্তর যে সকল রাজস্বী বহু দিব্য কৃপা আমাদেবের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বয়ং পূর্বে কঠোর ছিল না, সেই সকল আমরা উদ্ভাদিগকে দিবাচি। পূর্বে চাইতে অনেকের যে স্বামি ছিল, আমাদেব নুতন স্মৃতি ভূস্বামীদিগকে ‘দেব’ নিমিত্ত সেই স্বামি নষ্ট করিয়া বহু আমাদেব ছিল না।’ বাহা পূর্বে অনেকের ছিল একমাত্র একটা ক্ষেত্র ও উদ্ভাদিগকে আইনমতে দ্য ন্যায়রূপে দিতে আমাদের কৃপা ছিল না, কিন্তু উদ্ভাদেব জমিদারের অসংখ্য গঠের ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টে। সেই ছিল, উদ্ভাদিগকে সেই স্বয়ং দিতে আমাদের কৃপা ছিল না। এবং স্বামী বন্দোবস্তকালে তাহাতে অনেক স্বামি বহু দখল ছিল না, সেই সকল ক্ষেত্রে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বামি বহু প্রদান করিয়া ‘চলম’ এই রূপ করিতে পূর্ণাঙ্গ চায়ীমালিক ও বন্দোবস্তকালে যে সকল স্বয়ং ছিল, বহু ও আমরা সেই সকল স্বয়ং রক্ষা করিতে বহুবার ও বহু ও বহু ও উদ্ভাদিগকে আমরা আপনা আপনি লক্ষ্য হওয়ার উচিত। তাহা আমরা দেব ও উদ্ভাদিগকে স্মৃতি দিলাম। যে ক্ষমতা নির্দেশ করে। গিয়াছে, সেই ক্ষমতা তিনি যে চায়ী বন্দোবস্তকালে, সেই চায়ী ও ভূস্বামী পদস্থার যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মও করিয়া আমরা দেব বন্দোবস্ত অন্য নিয়ম নির্দেশ করিবার বিষয়ে উদ্ভাদেব বন্দোবস্ত চাইতে আমরা কোন স্বয়ং নাই। * * * * * আমি আশঙ্কিত ভূস্বামীকে উদ্ভাদেব সন্মত ন্যায়স্বয়ং দিতে চাই। আমরা স্বয়ং ভূস্বামীদিগকে স্মৃতি করিবাচি, তখন উদ্ভাদেব যে কেবল রাজস্বের লক্ষ্য করি, কিন্তু পাইবার অধিকারী থাকিবেন, এখন একমাত্র অধিকার থাকিবে না। একমাত্র অধিকার ছিল যে, উদ্ভাদেব প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যে ক্ষমতা অনেকের পূর্বস্বয়ং দিলাম, তবু সেই ক্ষমতা উদ্ভাদেব ভূস্বামীকে দিলাম ও উদ্ভাদেব ভূস্বামী থাকিবে উচিত। কিন্তু স্বয়ং অনেকের সন্মত করিবার কৃপা, অর্থাৎ আইনমতে কৃপা আমরা দেব ছিল না, তখন এই সকল স্বয়ং কিছুই আমরা ভূস্বামীদিগকে দিই নাই; এবং আমাদের স্মৃতি ভূস্বামী দেব বিবেচনা পূর্ণাঙ্গ ভূস্বামীদিগকে ও স্বামীস্বয়ং পাইবার অধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাহা।”

আইন প্রতিষ্ঠা এই রূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্মুখে ধাই কোর্টের অঙ্গদেব, আভবোকেই জেনারেল সাহেবেব ও গবর্ন-
মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কমিটির এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল
হইত। কিন্তু যে সকল সংস্কারী কাম অগত্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ ভিত্তিরীতি বিদ্যে, তদ্রূপ এই
বিষয়েও বিশেষরূপ সম্মতিভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ীন্দোবস্ত জমিদারদের একটি প্রধান দাঁড়াবার স্থল,
এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, নিম্নেই কমিটির তাহা পাওয়া
নিতানু আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমতে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

[illegible]

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐক্য দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পারবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদেব কৃষিপ্রাণী হইতে এই অর্থীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্বিৎস” সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সন্ত্রাস্তার কৃৎসনল ” সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অর্থীর লোকেরাও বহুতম প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থলে কোর্টা দিলে সিদ্ধ হইতে দিবার আশংকতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্ব সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্য ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতমভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিলেন, দখলীশ্বর এইরূপ নিয়মাদীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থাপন করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে কল্যাণ করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কহিটীতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তাহা শুইটী এই বিষয় সম্বন্ধী ছিল। জীলোক ও বাবালাগ এতদতির বেশী সমুদয় যোগ কোর্টা দিলে করিবার অনুমতি দান হুচক সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী গ্রাহ্য হয় নাই।

এই ব্যাপার উত্তম প্রমাণ আছে যে কোর্টা বিল করায় কৃষকের সর্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত গুরুত্বের ১ বালাদেব ১৮৫০-৬০, ৬১ ও ৬২ পৃষ্ঠায় ইহার একটি স্পষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক লোকের ও বেসংস্কৃতির লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থতীর প্রজারা সন্দেহপূর্ণ দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্টা বা কল্যাণ রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীশ্বর নিশ্চিন্ত রায়তের দলকেই তালুকদার ও খাসনাগ্রহীতার পক্ষে উত্তীর্ণ করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীশ্বর লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অবস্থা। অনর্থক হুজি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশ্বর লাভ করিতে না পারে, এত নিমিত্ত জমীদার তাহাতে ইচ্ছাপূর্বক একজনকেই কটে অন্য জমীতে চালাই

করে (আমি বলি এরূপ ভীতি থাকি র প্রমাণ নাই), লক্ষ্যে জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইলে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া কটীক লেই কমিটি রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অংশ ই ১২ বৎসর প্রভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিকার্য্য প্রাচীন লোকের প্রকৃত অবস্থার বিচারে; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ মান্য হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বহুতর নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্তর শিকড় ও গরুগাভী গাটীতেছে। এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অন্য পি জলন কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যে গৌরবের প্রক্রিয়া চলিতেছে; সমাপিত জিন্দা সমুদ্রে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপনগতঃ পতিত ও সামকর জমীর উপর চাহের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রকৃত হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্বত্ব কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি যাহাও কোন বিশেষ স্থানে বাসাইয়া না থাকিবে। সকল দিকে আপনাদের ভাণ্ডা পত্তীকা করে। অনেকস্থলে ভূমির মধ্যস্থিত শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপায়ক হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্বক আপনাদের যোগ ভোগ করিবে; এই সকল ব্যাপার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা; বিবেচনা করিয়া উক্ত কমিটি মনে মনে ইচ্ছা করে যে, একজন অপকপাতী ও মুক্তিযুক্ত চিত্রিক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অন্য লোক ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইচ্ছা করিতে (এইরূপ অনুমান করিতে অন্য লোকের দ্বারা বিরোধ করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা ইচ্ছা সমস্ত ভূমিখণ্ড বিক্রয় অথবা তাহার বিক্রয়নগত দার বৎসর দখল করিয়াছে।

সকল রায়তের দখলীশ্বর আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কবকটি স্থলের উল্লেখ করব, যে স্থলে রায়তের দখলীশ্বর না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান যতন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম — বঙ্গদেশের রাজ্যের নিমিত্ত বলপূর্বক লীলাম করা গেলে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে স্থলে কৃষিকার্য্য দখল পান, সেই স্থলে যে বাসীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই অনিচ্ছা; কেবল ক্রয় করিয়া দাঁড়ায় ও পূর্বক মনে, কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান যতন করিবেন?

২য় — যে স্থলে কৃষক লোকেরা কৃষিকার্য্য পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে দিল করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই স্থানের অন্য পত্তনী বা ঠিকা ভাষিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে যতন করিবেন?

কোন দখলীশ্বর বিশেষ রায়তের পোড়ের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, যে মূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত এই ভায়র কল্যাণ হয়, সেই দিন তাহাতে দখলীশ্বর প্রাপ্ত হইবে। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে একজন আমর প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত কৃষক একখণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বহুতর ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্টা দিল বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বহুতর গও বুঝাতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের অনির্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ কষ্ট বুঝায়।

মধ্যলীক্ষিত হস্তাক্ষর করিবার ও তাঁহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাগেন্দার

৯৯-ইয়া লিখিত আছে যে, রায়তের বহু কাল মধ্যলীক্ষিত ভূমিতে মধ্যলীক্ষিত প্রাপ্ত হয় ও তাঁহা দিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" পৌর সাংঘের ১৭৮২ সালের ২৮ জুনের সভাবাদিনি; হারিটন সাংঘের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় বালাবের ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

চুক্তি বা না চুক্তি, তাহার প্রায়ত স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না হইলে ভূমিদিকারীর ইচ্ছার বিকল্পে মধ্যলীক্ষিত হস্তাক্ষর করা যাইতে পারে না। এই কথা বলিয়া বাদস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বর্ণিত বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে দ্বিজরীতিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাঁহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাঁহাতে দেখায় না কত দূরে হস্তাক্ষর হইবার পূর্বে বা পরে জমিদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচারের একমুখ প্রসিদ্ধি হইবে যে, সকল জমীদার ও স্বার্থের সমুদায় জমাদার ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তাক্ষরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া, এবং (২ম) দেশাচারের প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণীত ও প্রদল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষম। শ্রেণিক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটনার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তাক্ষরযোগ্যতার বিধান করা অনাচারক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যখন কম্পানী হইতেছে, তদনুসারি সর্বত্র মধ্যলীক্ষিত বিস্তার করা গেলে, জুয়ামী ও আমা সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল লোক ও টেমের ভাবাপন্ন রাজত্বদিককে রাখ জুয়ামীর স্বার্থ, প্রাপন ভূমিতে রাজত্বদিক রাখিবার ক্ষমতা হইতে আর তাঁহা থাকিতে ছাড়া, এবং যে মধ্যলীক্ষিত বা বিবোধী জমিদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাঁহাদের জমিতে ভিন্ন জমীদার লোক বসাইয়া গ্রাম বিবাদ, মারদন্দ ও মন্দনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেট মধ্যলীক্ষিত বা জমিদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দ্বার উন্মোচিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাই যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে একমুখ সোজা হস্তাক্ষর করিতে পারা যায় তাহাতে তাই সমাজে বিশুদ্ধতা ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে রাজত্বের স্বার্থ ছিল না, তাঁহাদের তপস্বী মনুষ্যিক প্রবেশ করা এবং সাংঘের দ্বারা জুয়ামীদের বিকল্প স্বার্থ হাসল করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপ্রমাণে সিদ্ধান্ত হইতেছে।

দক্ষিণাপথের রায়জাদার মধ্যে হস্তাক্ষরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে যে অনিষ্টকর ফল কলিয়াছে; এবং দেওয়ান-জাদার তাতে সাঁওতালদের পক্ষে, প্রাধান্য: তাঁহাদের অত্যাচারে চুক্তি মীমাংসার মধ্যে যে বাস্তবিক ঘটে আচার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাঁহাদের উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমা; নিজ ও অন্যের ভবিষ্যতের রায়তদিককে মধ্যলীক্ষিত ও অন্য ভবিষ্যৎসময়দের কক্ষার উপর ফেলা যে ইহার সাম্প্রতিক ফল হইবেক, তাহিকাজ আমি প্রত্যাখ্যান করিতে চাই।

সত্য বটে, মৃতলীক্ষিত হস্তাক্ষর প্রদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জুয়ামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা জুয়ামীর নিজের স্বার্থ, তিনি কেন তাঁহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন, অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্ব জুয়ামী-সম্প্রদায়ের হইবে এবং আমি পশ্চাদ্গত হইলে, এই স্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার-দেয় না হইয়া রায়তী স্বত্ব যে প্রত্যেক হস্তাক্ষর হয়, তাহা হইবে এই স্বত্ব বর্ত্তিষ্টা হইয়া অধিকতর কাহারও করা দিচ্চি, এবং "ভারুক" সম্প্রদায় উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিষ্টে পারিলে মধ্যলীক্ষিত প্রদানের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব প্রদানের স্বত্বের বিধান করা হইবে, ইহাও সম্ভব পড়বে বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব স্বত্বাধীনে, তাঁহার তাহর লিখিত লিখিত স্বত্ব অগ্রে প্রদান হইলে সকল ক্রয়কদের নিকট স্বত্বীয় ভাবে বিক্রয় কর আবার নিকট হস্তাক্ষর বোধ হইবে। কেহও স্বত্ব প্রদান করেন যে, মধ্যলীক্ষিত হস্তাক্ষরযোগ্য হইলে যেহেতু লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, "কত জমি তাঁহাদের মধ্যে এম। অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাব বিবোধী, এবং একদিনের নীতিকরণ। সম্পূর্ণরূপে ইহা পরিহার্য।

আজ্ঞা না হইলে ক্রমে পরিবর্তন করুন।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথমে বিবেচনা করি যে আমীর নীতি তাঁহাদের প্রমাণিত থাকায় দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মঙ্গল। যে সকল দেওয়ান নামে সকল অঞ্চলে জমিদার বা কৃষকর উপযোগী হইবে। কিন্তু যেহেতু এমন অনেক স্থানে অসুস্থ প্রমাণ প্রমাণিত চলিত ও টাকায় খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের গবর্ণর নিষ্পত্তি, এবং এই বিষয়ে মেরুপ বন্দনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রণীত করা যায়, তাহা হইলে সকল জমীদারই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভা না। একমুখ বিষয়ে সমস্তের উপর নির্ভর করাই উচিত, অসীম কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্টে হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশ: উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পথে বাক্য প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে একমুখ পরিবর্তন প্রদত্ত করা আমি দেশের বিষয় বলি।

এ বিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে দেশের জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনা যোগ্য।

শসারূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজনা দিবার আদমি উপায়; এবং বেঙ্গলের অনেক স্থানে উহা যে আজও প্রচলিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারের সুবিধা হয় এবং সকলেই জানেন এদেশের লোক পুরাতন রীতি অনুসারে কাষা করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজার সচিব রাজা তোড়রমল রায়তের খাজানা মোট উৎপাদের এক চতুর্থাংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। জাহাঙ্গীর কর্তৃক করিয়া সঙ্কট করিয়া ভূগেন। সম্রাটেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত ছুফর বিবেচনা করিয়া শসারূপ উৎপাদের ১৫ ঘোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবদারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রাহতকে প্রদান করেন।

যেখানে হুড়িঙ্গাদি উপস্থিত কইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজ্ঞানতার সময় উৎপন্ন হইতে কয় হুড়িঙ্গ না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্মৃতিই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজাতি এক সমান হুড়িঙ্গপাখী নহা, দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভ্রাম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাতার সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে প্রকার প্রজাতি শস্যের সে, যে হুড়িঙ্গপাখী দেয়, তাহা অপেক্ষা হুড়িঙ্গ অধিক সহ্য করিতে সমর্থ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এনবংসের লগ বাহিতে শস্য একেবারেই জ্বলিয়া গিয়াছে। ভাঙলীয়ার আপন ভূম্যিকারীকে সেবংসের কিছুকি দিবে না, যেহেতু তাঁহার লহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য। তাহা হইলে তখন যে সময়ে ভাঙার বাজার সম্ভব ও তাহা ক্রয় সেই সময়ে জমী মুলদে টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়। ভূম্যিকারী যোকদর বা জুকুরিলে ভাঙার প্রদাণ ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যক্ষেপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের নিধান বাধ্যতায় নহে, কারণ উভয়ে অচ্ছাদ ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অসহ্য কষ্টে কেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার চাঁদের সময় সাধারণতঃ কসমনের সময়ের মধ্যে এক চওড়ার পট্টাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষ
দ্রষ্টাকণে খাজানা দেহ, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল সীতাবিশেষ। তাহাশিগকে অতি অস্পৃশ্যশা ছাড়িয়া দি
যাধা চলিতে হয়। এরূপ সময়ে তাণ্ডী প্রভাক্তে কান প্রকার কতি সীক রই করিতে হয় না।

আমার অনেক স্থানে বড় বড় ছবি আছে, তথায় প্রতি ফলেটে কুমির উৎসাহিকা, শক্তির বিলম্ব ছায়া রকি
 ছবি । একদা ফলে জমোনার ও রাইও উচ্চৈশ্ব পাতা- তাগলী প্রণয় খাজানার নকোবস্ত করার সুবিধা ও
 সুবিচার হয় ।

জারও ভারতীয় প্রথা অনুসারে বন্দোবস্ত জমী পূর্বে বারতো সহিত ভাগ করার প্রতিবেদনই ভূমির উপাধিকার প্রতি, পরিমাণ ও উপায়ের দ্বারা রাজস্ব কল পাওয়া থাকে না। যদি ভূমি চর ভাবে উভয়ের সে কতি বাগ করা লভিতে হয়। একদা কোন শাসকের বিশেষ মনোভাবের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জনসাধারণেরও স্বাভাবিক কল মোকদ্দমা তত্ত্ব করিবার বিশেষ আশা থাকে না।

এই পদ্ধতি দুই দিকের পরিবর্তন সাধন করবে। এই পরিবর্তন কালে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কমচারীরা মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবসারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে একপ বৎসরান্তের সময় তিনি নিকটস্থ কোন প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা নেবে। গণ্ড লগৎ বৎসরে জমীদার প্রকৃত পক্ষে যে খাজানা পাঠিয়াছেন তাহার গড় মূল্য পরিমাণ কাছাকাছি করিবেন। এই সকল নিয়ম কতক কালব্যয় এবং কালে সমস্তের জ্ঞান যে প্রকৃত প্রস্তাবের মিলিত কমচারীর স্বত্বভাণ্ডার হইয়া। আমার চিন্তনমত একপ ও গড় প্রকৃতির বিষয়ে রক্ষণ কমচারীকে তাঁহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূমাসম্পাদী ও প্রজাব্যক্তিগণ চুক্তি ও পরাম্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমীদার একপ ও একপ ও বলা হইয়া থাকে যে শাসনরূপে খাজানা লগুয়াই জমীদারের পাশে লাভ কারণ নহে তাহা হইতে ফসলের সম্বন্ধে বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শতা কিছু দিন ধরিয়। দুইবার ফসল সম্বন্ধে জানে না। প্রায়ই বৎসরের সঙ্গে সমস্ত শস্যের মূল্য অধিক হয় একপ সম্বন্ধে অনেক খাজানা লগুয়া হয় তাহা বিক্রয় নহে পাওনে। সুতরাং এতরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাছাকাছি জমীদারের স্বত্ব কাল হইবে। আমার বোধ হয় না যে একপ করা গণপমেটের মতই অতিশয়।

[illegible]

খাজানারূপ।

এই বিষয়ে ও খাজানার আদায় বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শমূলক বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদায়ভর দ্বারা খাজানা রূপে আদায় করা হয়। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, শস্যের বায় বা পরিষ্কার বাতীত উৎপাদনের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদনিকার পক্ষে রূপে হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই ধরির রূপ দেওয়া নাগা, কিন্তু কার্যকরী দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "রূপ" আদায়ভর প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদায়ভর দ্বারা রূপ এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এই জন্য জমিদার যরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রূপে আদায় করিতে সক্ষম ও অসমর্থ যথাযথ বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কে অসমর্থ মহাজন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে রূপ পাঠিতে পারেন না, তাহা দিতে রায়ভেদে নিতান্ত অনিশ্চয়।

যাহাউক, দেওয়ানী গবর্ণমেন্টে গেজেট প্রত্যেক জিলায় খাজানা শস্যের দ্বারা চিকমুলের তালিকা প্রকাশ করিতে সক্ষম ভবনবিধি দ্বারা রূপে আদায় উপায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য আদায় এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরূপে চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের অন্তর্গত সাধারণতঃ রূপিত হয় এবং এরূপে খাজানা রূপে আদায় করণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় কারি এই মধ্যে প্রস্তাব করিতে সক্ষম করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অনেকগুলি ভুলি ও অন্য কারণেও ভুলের উৎপত্তি হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও ভুল প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ভুলি বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এইরূপ সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুগন্ধ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা স্বাভাবিক মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদাররা তাহার উপকার ভিত্তিতে একথা সমস্ত প্রমাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সরাসরি শস্যের পরিবর্তন বলিয়াছেন যে পরিবর্তন প্রমাণের প্রমাণ এবং এরূপ দেশান্তর প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও সর্বত্র অল্পে শস্যরূপে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, ডামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্য ও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমিতে অধিক মূল্যমান শস্য উৎপন্ন হয় তাহার খাজানার তার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিষয়ে আবার নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাসিন্দার দেশান্তর পরিভ্রম করিয়া যাওয়া হইল।

বিধায়ীরা স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উৎকৃষ্ট হর দিবার যে ভার তিন ভাগের উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পান না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিধান প্রদান হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা ভুল করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না এবং উক্ত হার দেওয়ানী উচিত আদালতের ক্ষমতা এই বিধান অধিনেও টাকায় চারিজনর উক্ত হর দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজানারূপ সম্বন্ধে আদায় বন্ধবা এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ দিবার স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রূপে পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তদ্বিষয়ে বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিন্ন থাকিবে এবং রায়ভেদে চুক্তি পূর্বক স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিস্ট্রী করার সময় ভদ্রস্বামী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোপনীয় উৎপাদনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বঞ্জনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির উদ্ভাবন।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদায় পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বহনর ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিবে যে এজমালী মালিকদের কাছাকাছি নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিংমতঃ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাছাকাছি দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাতন আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আদায় ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভেদে আদায় আদায়, সেখানে এই সম্পত্তির জন্য কাছাকাছি নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাছাকাছি বিবেচনা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাছাকাছি বিষয়ক আইনে শান্তিভেদে উক্ত ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভেদে এককালে এজমালী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭০ সালে এই আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাছাকাছি পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে সরকারী কাছাকাছি অতিয়োক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে ১৮৭২ ও ১৮৭৭ সালের আইনের সহায়তা প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এ বিষয়ে অনিশ্চিত একটি সিদ্ধি প্রমাণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উক্ত পাইয়াছিলাম যে এ বিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা নাহবে এবং

তদানন্তর এ বিষয়ে আর আঁচ কিছুই শুনি নাই। আবার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আঁটন অপ্রচলিত বলিয়া বর্ণাবিহিত প্রকারে রচিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উক্তমতের প্রমাণ করা ও জেনীভা করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এ বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারি নাই যে মিতার ও সামান্যের বহুল প্রচারের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃভালীর ভাব বক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মতামত ও ভাষকের ভ্রান্ত্যমগ্ন এমন কি পাণ্ডুলিপির সঠিক তুলন ভাষ্যকৃত্যেরও ভাষ্যকৃত্যের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উদ্ধারের তার আশীশ্রুতা ভাবে ভুলার ক্ষমতা হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে মতমত অসম্মত হইবেন। এরূপ হলে অতঃপরের তুলনিক্রান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতঃপর তাঁহার অন্যান্য যে নানা যৌক্তিক নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আত্মা হারা যেরূপ অনিশ্চয় হইতে পারে, এখানে কি তদপেক্ষা কম অনিশ্চয় হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে উদ্ভাবনারের ব্যয় ও উদ্ভাবনারের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থানেই উদ্ভাবনারের খরচ বহালের মোট আরও শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্নমেন্টের অধীন কোর্ট অবওয়ার্ডসের উদ্ভাবনারের ব্যয় মোট অর্থের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেখাও দেখাও হার ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিয়ারে শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থানে উদ্ভাবনার প্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বণা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্যও আরম্ভ হইয়াছে) উদ্ভাবনার শতকরা ৫ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]”

এতদ্বারা আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গ্যেতু কার্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমানের নিষ্করই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেখানে রাষ্ট্রের জমিদারকে বিবক্ত করিবার জন্য শাস্তিভঙ্গ্য অপরাধে কোজদারী যৌক্তিকতা কল্প করিয়া দ্বিগুণ গিরাতে সেই সকল স্থলে প্রচার্য এজমালী কার্যাদ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা কোজদারী আদালত সূচক রূপে কার্য করিতে পারে, কারণ শাস্তিভঙ্গ্য মিতারবার্ণ কোজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্যকর।

সিলেটে কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্যাদ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদের সম্বন্ধি ব্যক্তিকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, প্রায়ে কার্যাদ্যক্ষের স্বার্থ কিংকালের বিধিত মাত্র, যে গবর্নমেন্ট কার্যাদ্যক্ষ তাঁহার উদ্ভাবনারে করিবেন তাঁহার কার্য এত অধিক যে এ বিষয়ের উদ্ভাবনারে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রাষ্ট্রের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আর হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রাষ্ট্রতন্ত্রের নিকট কমপ্তন স্বরূপ উৎকোচ প্রদান করিয়া নিজ উদয় পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্যাদ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির উদ্ভাবনারে বাঁহানের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এ বিষয়ে রাজপুত্র-মিগের মত প্রচণ্ড বরিতে বাধ্য হন না, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্যাদ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্ট যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনী হইতেই কার্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টরই একেশ্বর একটা প্রদান বালী। এরূপ চাকরিতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কার্যাদ্যক্ষ করিবার জন্য উক্ত জেনীর দৌর ভ্রমলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আর অতি অল্প; আর আঁচ কালি শাস্তিভঙ্গ্য অপরাধের কোজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুসংখ্যক বহালের জন্য এক জন কার্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিধানী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ ন্যেদ বস্তুরূপে পরিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্যাদ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেবস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি তাঁহাদের সকলেরও মত যে এরূপ নিয়ম অনুসৃত আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি মত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেটে কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুপ্রেরণা করা হইবে। কিন্তু আমরা জমিদার, আমরা বলি যে কার্যাদ্যক্ষের ক্ষমতা অনিশ্চিত থাকি উচিত নহে এবং বাঁহানার সেবস্তার ক্ষমতাকে তাহা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি মত মতাই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাট কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিম্নরূপে জমিদারদিগকে প্রস্তুত আইনসমূহ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হইবে কোর্টের সঙ্গে মতাদর্শ করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায়।—অধিকার লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখেন না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও অধিকার ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গামা সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

যাঁদের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিয়মিত সমরাস্তরে তাঁহাদের মহালের মাপকরের এবং তাঁহাদের এক প্রকার বা এক প্রকারের মোটা মোটা মাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ মক্কা প্রস্তুত হয় তাঁর সেইরূপেই মক্কা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রাসতের যোড়ের সূক্ষ্ম পরিমাপ ও ঠিক আয়গা ও জমীর ওল ও দের খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অসংখ্যক জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রাসতকে তাঁহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ উদ্ভাসি বুঝাইয়া দিয়া খাতাবজীতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সমস্ত ব্যাপার নহে। খান মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যাবলীর যেরূপ চাকির করণের কষ্টতা আছে, তাঁহার সে কষ্টতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইরশাদ থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনার অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আবার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় সে সকল প্রাচীন জমিদার ও রাসত উভয়েই জরীপ করায় ইচ্ছা করে এমন সব প্রাচীন উল্লিখিত হস্ত লেখা উচিত; কি বিচারে যে বাহারা ঠক্কু করেন তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আর তাহা বৃদ্ধিতে পারিবে না। জরীপে তাহাদের উপকার নাই ইহা অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাবাস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমার সুস্পরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচণ করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অসুখ সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রচার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? খাজানা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীও প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অসুস্থতার প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ব্যয়িতা মোকদ্দমা, ব্যয়, হরগণ ও দুশ্চিন্তার কি সকল প্রণালীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল প্রাচীন সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তাহদের অন্য প্রাচীন জরীপ প্রত্যাখ্যান করা অনাবশ্যক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খাজানা বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতামত প্রকাশকালে এরূপ মততা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায়।—ফৌজ ও খাজানা আদার।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদারের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অস্বার্থ উপায় চওয়া আবশ্যক এবং যে ফলে প্রজারা ধর্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে ফলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। সার্বভৌমত্বের ন্যায় প্রধান প্রাথমিক ব্যক্তি ও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না” বলিয়া চীৎকার এতদূর উঠে, তাহার জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গভ জাহাঙ্গীরী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বেচ্ছায় এই ভবন করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে খাজানা আদারের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করা দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অভ্যস্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে অবস্থায় আছে এই ভাবেই পাল হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

আপার হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বাধ্যন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ ফৌজদারী একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সমুদায় ও বাধ্যন্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিশ জারী করিয়া শস্য ফৌজদারী করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারের মধ্যে অনেকই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এতদ্বারা ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিধিতা অতিক্রম করিতে পারে এবং পুণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রকারী অল্প খাজানার অন্তর্গত থাকে এবং এক কসলের অধিক নয় এক জারগায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তার হানি হয়, যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ফৌজদারী করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু কসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিয়াতে ভূমি পরিদর্শনের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যিক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ফৌজদারী করিতে না। ইহাতে আদালতের কন্ট্রোল ফৌজদারী করণার্থ সেইস্থানে পঞ্জিবিহার পূর্বে রায়তকে কসল কাটিয়া পলারস করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল ফৌজদারী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূত্র ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কসল এই হইবে যে এই যে সকল অল্প খাজানার প্রণালী কর্তন হইবা মাত্র গ্রহণ ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কলকরায় তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের দিক দ্বারা মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইলে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, মিলেট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাতির হইল যে এরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কন্ট্রোল আছে তাহা বন্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের বাস্তব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই বাস্তব আদায় করিয়া থাকে। তাহার যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের বাস্তব আদায় করে এরূপ নহে। সংগ্রহিত তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের পক্ষ কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের বাস্তব দিবার জন্য অবশ্যক হইবে রায়তের পক্ষ তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নোনাংয়ের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টের দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এই শুদ্ধতর শাস্ত্র অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিষ্কর রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদম আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বন্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল দিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যিকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে উচ্চা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের কলমে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন স্থাপন, গবর্ণমেন্ট নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অধিকারতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিষ্করই সেইরূপ আইন আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যালোচনা করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারের জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমূহ ভাঙিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি ভেঙে গেছে। আমি উৎসাহ দিতে চাই। তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই। অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির আশা রাখেন তাহাও অসম্ভব। কৃষকের ক্ষতি করিয়াছেন তাহাও কোন প্রমাণ নাই। অতএব সত্যকথা এই যে আমি যে অত্যধিক হইয়াছি। এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পক্ষেপের সমাপ্তি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে বন্দোবস্ত আঁশরাপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটা প্রমাণ তীক্ষ্ণচূর্ণ করা না হয়।

জমীদার ও পায়দার মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রাস্তার ক্ষতি ভেঙে গেছে। এই সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার হইয়াছে ও জাতিতে সন্মতিক্রমে আরও হইয়াছে। দক্ষিণা বোধ হয়, কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই পায়দার সুবিধা হয়। রায় ও জমীদারের মধ্যে যত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। একটা চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন অপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রমাণ এতদূর বদ্ধ করা হইবে।

উপসংহার পাশ্বে এই সিলেক্ট কমিটির মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আশঙ্কি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় একটা শুকতরু দ্বিধায় মাথাধারা না হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায় তাহাও একটা উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলি হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিস্বত্বের হানি করণরূপে উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ অবস্থারও বরণ হইল যে গবর্ণমেন্টের আদেশের সম্মত উৎসাহিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইচ্ছাতে যে বর্তমান কৃষক জেগার উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা বন্ধিত নহে। একটা এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার বৎসরকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিপাদ্য আর একবার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কফে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা। সেই সকল কারণের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বাক্ষর আমার দেয় নিকট পরিহার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বিক্স সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমাস্বিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্দিষ্ট ও তৎদিনকার সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি একটা ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও এক্ষণে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বীভূতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিশীল বিবরণক স্বার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও এই সকল সংবাদে পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।

স্বাক্ষর।

সনন্দর অনুবাদ।



মুখ্য বেচারার একজন ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্যকারক ও নিয়ামক নিমিত্ত হইল। সমস্ত শোক যাহার তাৎক্ষণিক সৈব বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেচারার সুবার অন্তর্গত মুক্তের সরকারের ধর্মপুত্র পরগনা ও ত্রিহু ও সরকারের দেহাত পরগনা। অসুখজিৎ ইমাম রুম্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারস্বত্বে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, তখন একটা প্রস্তাবে বলিয়া প্রকাশ করা গেল)। মিজানুজ্জর কারপরদাজ ও কার্যকারকগণ এই রাজার তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত ভল্লো টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাজত্বের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কাধ্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনন্দের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য করিবে এবং বৎসরান্তর সর্বিজ্ঞ গনন্দ দাখিল করার জন্য আজ্ঞা করিবে না।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওয়াল

ডি. সিট্জপাটিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	57—59	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৭—৫৯
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	431—449	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৩১—৪৪৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	451—457	অষ্টম খণ্ড।—ইঙ্গিতিকা প্রভৃতি ...	৪৫১—৪৫৭
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—JUDICIAL.

Simla, the 24th April 1884.

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—POLITICAL.

Simla, the 19th April 1884.

No. 1409I.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Noho Kristo Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of "Raj Bahadur" as a personal distinction.

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 25th April 1884.

No. 507.—Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajanmath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajanmath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master, Calcutta during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hatton, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট

বিজ্ঞাপন—জুডিশিয়াল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।

৫৫৩ নম্বর।—মান্যবর জীযুত ডবলিউ. মাকফারসন সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৮ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটি জজ্বরূপ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

৫৫৪ নম্বর।—মান্যবর জীযুত এচ. দেবলী সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৯ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটি জজ্বরূপ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

ফরিন ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ অপ্রিল।

১০৯১ নম্বর।—মজিসম্বর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলিসের ভূতপূর্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার্টেন্ডেন্ট জীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁতাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন।

সি, গ্রাণ্ট,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ৫ অপ্রিল।

৫০৭ নম্বর।—একটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরল জীযুত বাবু রজনীনাথ রায়কে জিন্দানোর অফিসের দুই দেওয়া প্রযুক্ত জীযুত টি, এচ, বিগল সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষ পরিচালিত করিয়াছে জীযুত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ আগ্রিলের অপরাহ্নে জীযুত টি, এচ, বিগল সাহেবের প্রতি অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

৬১৪ নম্বর।—জীযুত টি, ইটন সাহেবের অফিসের দুই প্রযুক্ত অফিসিয়ার জীযুত আর, এচ, কেলী সাহেব কলকাতার পোস্ট-অফিসের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ অপ্রিলের অপরাহ্নে আপন কক্ষের ভার গ্রহণ করিলেন।

ডি. এম, বারবর,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

GENERAL.—*The 16th April 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

The 17th April 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

The 21st April 1884.—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chunder Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigorce, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Mr. J. Mouro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant.

|

Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯৮০ A মঘর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—নদীয়ার কিরৎকালীন সব-ডেপুটি কালেক্টর জীবিত বাবু গঙ্গাধারীচরণ রায়, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন;

জীবিত বাবু গঙ্গাধারীচরণ রায়ের পরিবর্তে জীবিত বাবু হরিপদ ঘোষ কিরৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেনীর সব-ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পূর্বতীয় প্রদেশ জিলায় কর্তৃপক্ষ ও বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হওয়ারার্থে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত মেওয়ারের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত মোলবী আবাকুল হক যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীবিত মোলবী আবাকুল হকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত মোলবী মবারক আলি, কিরৎকালের অন্তর্গত মেওয়ারে অবস্থাপিত হইলেন।

চাম্পারনের একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত সি, এক, ওর্সলী সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি যে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীবিত সি, এক, ওর্সলী সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চাম্পারনের আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত ই, আর, হেনরি সাহেব উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত ই, আর, মিডলটন সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিরমিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—হুগলীর সব-ডেপুটি কালেক্টর জীবিত জে, সি, লরড সাহেব বগুড়া জিলায় প্রেরিত হইলেন।

পূত্র মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকাছোপলক্ষে জীবিত টি. ই, কল্লভেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিমাছপুরের কিরৎকালীন আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত এ, সি, টুট সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—২৪ পরগনার আন্সিফোর্ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত ই, জি কলনিম সাহেব কিরৎকালের নিমিত্ত হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

অলপাইণ্ডির সব-ডেপুটি কালেক্টর জীবিত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রূপপুর জিলায় স্বীয় কৰ্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর জীবিত ভেট নেফ্রেটরী সাহেব রাজধানী খণ্ডের কমিশনার জীবিত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিরমিত ছুটি দিরাছেন।

নিরলিখিত কার্যকারকের নিরমিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষেইতে স্বয়ং গবর্নর রিপোর্ট করেন।—

জীবিত এচ, এল, অলিকট সাহেব। | জীবিত এ, এ ওয়েন সাহেব।

পাটনার কিরৎকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত বাবু শিবসংকরলাল রায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের দিনের ছুটি পাইলেন।

বশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এক, ডবলিউ বি, পিটরসন সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের তল ভাগের মস্তামতে ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীবিত এক, ডবলিউ, পিটরসন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মোহাউরগার একটিং আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবিত এ, ডবলিউ, মেনাফ সাহেব বশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[নবমেন্টে প্রেরিত। ১৮৮৪। ৬ মে।]

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

The 23rd April 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

The 24th April 1884.—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Baboo Troylucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muddehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong subdivision of that district.

Baboo Mohendra Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sunder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munshi Wajid Hossain, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajeeper, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 138-1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 28th April 1884.—Baboo Behary Lal Mukerjee, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last inclusive.

Baboo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardan Bahadoor, retired.

Baboo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch of this Government, until further orders.

The 29th April 1884.—Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sunder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Macpratt, retired.

POLICE.—*The 16th April 1884.*—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

The 29th April 1884.—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

JAILS.—*The 16th April 1884.*—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

The 17th April 1884.—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Inspector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বেদিনীপুরের অন্তর্গত ভবনুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. মৌলবী সুলতান আলি আহমদ আমের প্রতি কর্তৃক তারিখ করিবার তারিখ অবধি নিবিল কার্যকারনের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জি.উ. জি, সি, কিং সাহেব এই মাসের ২৩ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারনের ছুটির বিধির ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিরবিচ্ছিন্ন ছুটি পাইলেন।

জি.উ. জি, সি, কিং সাহেবের ছুটি প্রাপ্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, তারিখের-আট-লা জি.উ. গডল জি.উ. সাহেব এই গবর্নমেন্টের অধীন রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও প্রয়োজকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—রাজকাৰ্য্যালয়ে জি.উ. জি, সি, গুজির সাহেবের অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী জি.উ. সি, ডবলিউ, বোলকেন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বেদিনীপুরের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. আর, কর্নিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্তব্য করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের আত্মা রহিত করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মজুপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু টেলোকালাথ সেন, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বনগাঁ মজুমদার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুন্সের জিলায় কর্তব্য গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজুমদারপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের ক্রিয়াকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. মুন্সী ওরাজীদ হুসেন, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারনের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৫-২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি লইয়াছিলেন।

জি.উ. বাবু উপেন্দ্রনাথ দ্বারদার, বাহাদুর, কর্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, এই গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর কর্তব্য নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—ছুটি প্রাপ্ত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুরনিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

জি.উ. এচ, মন্ট্রাট সাহেব কর্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে পাবনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি.উ. এচ, মাকলখলিম সাহেব গত মার্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পোলীসের আনিফোর্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি.উ. জে, টি, রিবেট কার্ণাক সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্যন্ত আনিফোর্ট পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তব্য করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—জি.উ. জে, কোই সাহেব পোলীসের আনিফোর্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—ডাক্তর জি.উ. নিকলসন সাহেব হুগলিতে প্রেরিত হওয়াতে সর্জন জি.উ. ই, সি, রসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে দুই অপর্যায়গকে গ্রহণ করিবার ও শিক্ষাদিবার জন্য আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের কার্যাব্যবস্থা করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—গড ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের আত্মা রহিত করিয়া এই আত্মা করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডুডপুর্ন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জি.উ. আর, বীডল সাহেব ১৮৮৮ সালের নিরবিচ্ছিন্ন ছুটি বিষয়ক বিধিতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—বিহারচকের স্কুল সমূহের একটি ইন্সপেক্টর জি.উ. জে, বাল সমেরজু পোপ সাহেব, এম, এ, সেই পদে হারিনাপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

FORESTS.—*The 25th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

CUSTOMS.—*The 23rd April 1884.*—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave.

PORT TRUST.—*The 29th April 1884.*—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870 to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta:—

Mr. W. Crank, *vice* Mr. F. Frisage, resigned.

„ C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

MEDICAL.—*The 16th April 1884.*—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads, is allowed leave for one month, under section 132, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

The 17th April 1884.—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpagoree, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brajo Nath Chowdry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpagoree, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

The 19th April 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beaulah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdry to be their Vice-Chairman.

Baboo Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterpara Municipality, in the district of Hooghly.

The 21st April 1884.—Pandit Horo Prasad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Namatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Chandra Sankar Gupta to be their Vice-Chairman.

The 22nd April 1884.—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahabgunge Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—১৮৮৩ সালের বনের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত ডবলিউ, এম, জীম সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির আজ্ঞাপত্রে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

কন্ট্রোলবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—কন্ট্রোলম্যান্স চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার ফুল-গোলায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত এম, জে, কিল্লি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

জীযুত এম, জে, কিল্লি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জে, এ, পি, সুইড সাহেব, কন্ট্রোলম্যান্স চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার ফুলগোলায় সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত ডবলিউ, ডি, গ্রাউ সাহেব ছুটি লওয়াতে জীযুত সুইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম্য করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই ন্যায়ের ৪ তারিখের আজ্ঞা প্রদত্ত হইত করা গেল ।

পোর্টফোর্ট বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন ।—ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর ডেপুটী ডেপুটি কমান্ডার জীযুত জি, ও'বি কার সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের ডকওয়ার্থ কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত ন্যায্যের ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের ডকওয়ার্থ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত এম, প্রেন্সেস সাহেব কর্ম্য ভাগ করিতে জীযুত ডবলিউ, জেক সাহেব ।

এচ, বি, এচ, টার সাহেবের পরিবর্তে জীযুত সি, এচ, মুর সাহেব ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ আশ্বিন ।—গঙ্গাচাঁদের চিকিৎসক জীযুত এক, জে, মর্কি সাহেব 'সিভিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ২৩ ধারার ১০ প্রকরণমতে আগামী মে মাসের ৬ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জলপাইগুড়ির সিভিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত আর, মার্ক সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস দশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

সর্জন জীযুত আর, মার্ক সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত ব্রজনাথ চৌধুরী অফপাইন্ডিং সিভিল কমিশনারের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—ময়মনসিংহের সিভিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত জে, মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

সর্জন জীযুত জে, মুর হেড সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন জীযুত টি, আর, মার্কডনাল্ড সাহেব ময়মনসিংহের সিভিল চিকিৎসকের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

মুনিসিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটির কমিশনারের আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু বানীকণ্ঠ দেব ভগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুনিসিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—জীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মৈহাটী মুনিসিপালিটির কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জি, সাম সাহেব সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Sital Singh.

|

Baboo Haridas Marwari.

ROAD CESS.—*The 18th April 1884.*—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 106.—*The 14th April 1884.*—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884:—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, c.s., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

* * * * *

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, c.s., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, c.s., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, c.s., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

No. 107.—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, c.s., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883:—

* * * * *

Mr. J. Knox Wight, c.s., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

* * * * *

Mr. J. Kennedy, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

No. 111.—*The 17th April 1884.*—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade:—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R. S. Greenshields, Assistant Commissioner, third grade, to act in the second grade, *vice* Mr. Anderson.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Bausberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B. C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivancee road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town:—

Official Members.

W. Rattray, Esq., Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 „ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

Non-official Members.

Baboo Durga Sankar Bhattacharjee, Zemindar.
 „ Ram Nath Singh, Zemindar.
 „ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 73, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carts and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, on those so specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also intends, in the exercise of the same power to sanction the levy by the Commissioners, under section 134 of the Act, of a fee on the registration, under section 135, of all carts and other animals used within the municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Calthness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhownipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble R. Noller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhownipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৪৪ সাল ২১ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা গর। নগরের মধ্যে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয়
৪ আইনের বিধান কায়ে পরিণত করণার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও স্বাস্থ্যরক্ষকের সাহায্য করিবার জন্যে
উক্ত আইনমতে প্রণীত উপবিধির ২ নং ধারা অনুসারে উক্ত নগর কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইবেন।

মহানমেস্তের উল্লিখিত বাবু ভগ মেন সিংহ।

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଗୋପୀନାଥ ଦାସଙ୍କ ।

[illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

বঙ্গদেশের নদন-অট-টন একটি মোকদ্দম।

১৮৮৪ সাল ২০ আগ্রিল।—ঐযুত এচ, স্টাট সার্জেণ্ট, পদবর্ত্তে ঐযুত মেজেষ্ট্রার ১৮৮৪ সালের ৩৬ জাউনত ২ পারানতে মানাবহ ঐযুত আৰ, মিলর সাহেবকে ২ নীচু হু কিং বাকুদেৱ ও অন্ন বণীৰ পাবিতৰকৈ পদে নিযুক্ত কৰিওন।

স্বদেশীয় বীরগণের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

১৮৮৪ সাল ২৬ আগষ্ট।—ঐযুক্ত টি. জোন্স সাহেব কলিকাতা নগরের কমিশনার হওয়ার পক্ষে
ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের গণপরিষদের ২০০০-০১ অর্থবছর

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, c.s., to be a Commissioner of the town of Calcutta, *vice* Mr. T. Jones, resigned.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th April 1884.—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Maulvie Khoda Bux Khan. | Syed Tajamul Hossein. |
| Rai Jai Kissen. | Syed Ali Mahamed. |
| Rai Kashi Pershad. | Syed Jader Hossein. |
| Baboo Gurnu Prosad Sen. | Syed Amir Hossein. |
| Syed Quazi Reza Hossein. | Baboo Lukhraj Bahadur. |
| Syed Fuzlur Rahman. | Krishna Chunder Ghose |

Baboo Rai Kishoon Lal.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1884.

| | |
|-------------------------|--------------|
| From—Bombay. | To—Calcutta. |
| From—General Secretary. | To—Bengal. |

Letters telegraphic from Calcutta to Bombay.—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1581 A.

The 10th April 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 257 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor appoints Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Koushtea, Nuddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

The 16th April 1884.—Baboo Ganga Narain Roy, Offending Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Persad Basu, jun., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be officiating stationed at Baghat, during the absence, on leave, of Baboo Kailash Chunder Mozumdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Persad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi Bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আগ্রিল।—ঐযুত টি. জোন্স সাহেব কনস্টেবল কর্তৃক ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারামতে ঐযুত সি. ই. বক্সাও, সি. এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আগ্রিল।—নূতন মুন্সিপাল আইনমতে গাওঁ কমিশ্যনরগণ মনোনীত হইয়া ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১৮ ধারামতে নিম্নলিখিত যথোপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন।—

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| ঐযুত মোলদী খোন্দাবজ খাঁ। | ঐযুত সৈয়দ ওজয়ল হুসেন। |
| „ রায় জয়রাম। | „ সৈয়দ আলি মাহমুদ। |
| „ রায় কালীপ্রসাদ। | „ সৈয়দ জামসুজ হুসেন। |
| বাবু গুরুপ্রসাদ মেন। | „ সৈয়দ আমির হুসেন। |
| সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন। | বাবু লক্ষরাজ বাহাদুর। |
| „ সৈয়দ কজলর রহমান। | „ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। |

ঐযুত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১৭ আগ্রিল।

ঐযুত ইংল্যান্ড সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে যে স কম জাহাজ আইসে, তাহার উপর এখানে কারাটাইন ধাওয়া হইল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮১ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল।—শ্রীমত অশুভ কুটুম্ব ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ঐযুত সৈয়দ মাহমুদ ইজ্জত যে তারিখে উক্ত মজুমদার কায়েত তার গ্রহণ করেন ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কোমদারী মোকদ্দমার কায়েতগণী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আগ্রিলের ৩৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি উক্ত মোকদ্দমার মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিয়া সাংকলিত লিখিত লিখিত ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮০ সাল ১৬ আগ্রিল।—বগুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু গঙ্গানাথায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেনীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐযুত বাবু টেকনাসচন্দ্র মজুমদারের ছুটি প্রযুক্ত অফিসি হইতকালে অথবা যখন অন্য আত্মা না হয়, ঐযুত বাবু শারদাপ্রসাদ মজুমদার, বি. এস, যশোহর জমিদার মুন্সেফের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগীচাতে স্বীয় কন্ম গ্রহণের ভারি অধি সমান্যতঃ তথায় অবস্থাপিত হইবেন।

ঐযুত বাবু শারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুন্সিপুর জিলার অশুভ কাঞ্চি বেঞ্চের অটোডনিক মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐযুত বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ এই বেঞ্চের অটোডনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেনীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ মে।]

The 17th April 1884.—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Scaldah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

The 18th April 1884.—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.
„ Dukhi Sahu.

Baboo Goburdhun Ram.
Sheik Neazan.

Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

The 21st April 1884.—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Monghyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 28th April 1884.—Baboo Purna Chander Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it.

The 26th April 1884.—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifs, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifs respectively.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিযুত আর, এন, টি, মাকইউয়েন সাহেবের অমুপস্থিতি কালে অর্থাৎ যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের চতুর্থ জজ বারিফোর আট-না জিযুত জি, সি, স্কজ সাহেব উক্ত আদালতের তৃতীয় জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিযুত জি, সি, স্কজ সাহেবের অমুপস্থিতি কালে অর্থাৎ যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ও প্রাথম আমলা বারিফোর- আট-ল জিযুত টি, জোজ সাহেব উক্ত আদালতে চতুর্থ জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিযুত টি, জোজ সাহেবের অমুপস্থিতি কালে অর্থাৎ যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পরগনার অন্তর্গত পিলালদেহের মুনসেফ বারিফোর- আট-না জিযুত রাজকৃষ্ণ নোন কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের ও প্রাধান আমলা কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত রাজকৃষ্ণ নোন বিধানীয় বিষয়ের পরিমাণ না দ্বারা ২০২ টাকার অধিক না হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার করণার্থে অজবানীতে ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৫ আইনের ১৪ ধারায়তে জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রম কর্মকারী কলিকাতার মহালদার জিযুত বাবু মারায়নচন্দ্র নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রদান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারায়তে কল্যাণ ও প্রজ্ঞা করণের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মকামেরেরা কোর্টারডগা জিলার অন্তর্গত গড়গড়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিযুত বাবু রণজিত সিংহ।

জিযুত বাবু গোবিন্দ দাস।

" " দ্বিতীয় সাত।

" " শেখ মিয়াজাম।

জিযুত মোবে গোপীধর।

কটকের একটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুত মে, জি, গুপ্ত কোঅদারী মোকদ্দমার কাগাজালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারায়তে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—জিযুত শাহ মকসুম টয়াকুর মুলের জিলার অন্তর্গত খরকপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জিযুত বাবু মতিলাল হালদারের দুইয়য়ুক্ত অমুপস্থিতি কালে অর্থাৎ যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র, বি, এন, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া গামানাতঃ দাঁকইপুরে অবস্থাপিত হইলেন।

মুনসেফের দুই।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—মানভূম জিলার অন্তর্গত বড় বাজারের মুনসেফ জিযুত বাবু মতিচন্দ্র সরকার আগারি নামের ১ তারিখ অধিবেশন অর্থাৎ তারিখে দুই প্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায কার্য্যকরের দুইয় বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৮ ধারায়তে ডিন নামের দুই পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—গয়ার আডিশনাল মুনসেফ জিযুত বাবু গোপেন্দনাথ দেব, যে তারিখে দুই প্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায কার্য্যকরের দুইয় বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারায় ১ প্রকরণমতে অর্জ বেতনে ডেপুটি মুনসেফের দুই পাইলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিষ্টামন, ছেরতাবাদ ও পত্নীটোলা মুনসেফী এই অবধি ক্রমান্বয়ে ফুলবাড়ী, রাইগঞ্জ ও বালুঘাট মুনসেফী নামে খ্যাত হইবে।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 28th April 1884.

No. 179.—Leave.—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

No. 180.—Notification.—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW. Peel.

No. 181.—Leave.—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

RAILWAY.

The 28th April 1884.

No. 182.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

Plot 1.—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamut Rahoori, Shaikh Sharafuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharafuddin, Nanku Mian, Mosalub Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

Plot 2.—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 183.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghoghan, Babul Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 184.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghiyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

Plot No. 1.—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kassey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others, and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitter's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৭৯ নম্বর।—ছুটি।—কিরংকালীয়া স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও এই কার্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটারী জ্যুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৯ আশ্বিনের অপ-রাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জ্যুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটি প্রযুক্ত অমুপস্থিত কালে বাগারস-কটক রেলওয়ে সর্বের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জ্যুত এফ, জে, ই, স্প্রিং সাহেব এই কার্যবিভাগের ছোট সেক্রেটারীর কন্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটি।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জ্যুত সি, এ, মিলস সাহেব আগামি মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদ-বধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত সরাই ছাষিদ পরগনার বিলাসপুর গ্রামে দ্বিতীয় স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশের জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনতম ১৮৮৩। ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকরাও বলে,) পূর্বসীমা সেগাবি, মসজিদ রাস্তারি, সেখ শাহজাদীন ও সেখ মন্দির মোড়, দক্ষিণ সীমা উক্ত নদী, পশ্চিমসীমা মদি, সেখ শাহজাদীন, নানকু মিঞা, মোসাহাব চৌধুরী, কনায়ক চৌধুরী, মামুদমালা চৌধুরী ও মাহমুদমালা চৌধুরীর ঘোড়।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত খারসার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে দ্বিতীয় স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশের জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনতম ২৪/৪১৬ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, তোলা, রীপন, গোবিন্দ, কুমক, কেশওয়ার সিংহ, বাবু লাল সিংহ, বালিদ মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ওরামনাথ সিংহের ঘোড় এবং সরকারী পথ, পূর্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোষান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, মাহমুদ সিংহের ঘোড় ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত ঘায়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা স্টেশনে লোকোমটিব সাহায্য এবং টর্গটেবলের সংযোগ ও ডেপার্টমেন্ট করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৮১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব সীমা ইফ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, ভুলসী সিংহ ও জুমন সিংহ প্রভৃতির নিকটবর্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা ডালবর সিংহ, টেল সিংহ ও মৌলকমল মিত্রের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ খে।]

CIVIL BUILDINGS.

The 28th April 1884.

No. 185.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 186.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdempore, mehal Khana Alamapore, pergunnah Bhatiagopalpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdempore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdempore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 29th April 1884.

No. 187.—Notification.—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

No. 188.—Notification.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department:—

| Name | From | To | Date. | Nature of promotion. |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Mr. A. J. Oldham ... | Executive Engineer, fourth grade. | Executive Engineer, third grade. | 14th March 1884 | <i>Sub. pro tem.</i> |
| „ J. A. Price ... | Ditto ... | Ditto ... | 16th ditto | <i>Ditto.</i> |
| „ A. E. Behrmann... | Ditto (temporary) | Assistant Engineer, first grade. | 27th February 1884 | Reversion. |
| „ A. E. Behrmann... | Assistant Engineer, first grade. | Executive Engineer, fourth grade. | 14th March 1884 | Temporary. |
| „ A. E. Behrmann... | Executive Engineer, fourth grade (temporary rank). | Assistant Engineer, first grade. | 9th April 1884 | Reversion. |
| „ J. R. Swinden ... | Assistant Engineer, first grade. | Executive Engineer, fourth grade. | 10th April 1884 | Temporary. |

No. 189.—The following transfers are made in the interests of the public service:—

| Name. | Rank. | From | To |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Mr. J. T. Boase ... | Assistant Engineer, first grade. | Dacca Division ... | Sone Circle. |
| Baboo Aughoro Nath Mookerjee | Ditto | Burdwan Division... | Dacca Division. |

No. 191.—Transfer.—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[Government Gazette 6th May 1884.]

সিবিল অটোলিকা বিষয়ক ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আগ্রিল ।

১৮৫ নম্বর ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বামিয়া খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামিয়া খামার গ্রামে কতিমতে স্থানান্তরিত ২১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কুতল রোপিত হরদানের বাগান, পূর্ব সীমা মচিম সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিম সেখ ও কালীনাথ কুতুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বামিয়া খামার পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৬ নম্বর ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ বাজার গবর্ণমেন্ট ইন্সট্রাক্টর ও গবর্ণমেন্টের-দাওয়ারাঘরের সীমা স্থায়ীরূপে দৃঢ় ও একরূপ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে খালদহ জিলার অন্তর্গত ডাটিয়া গোপালপুর পরগনার মহলখানা আনন্দপুরের মকদমপুর মোজায় স্থিত কতিমতে স্থানান্তরিত ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের হাজার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের হাজার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের হংরেজা খুল খ্রীট, পশ্চিম সীমা মকদমপুর খ্রীট, ও পূর্ব সীমা কুলের পুকুরিণী ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আগ্রিল ।

১৮৭ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত জে. সি. স্কটলাণ্ড সাহেবের অনুগ্রহের ভূগী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে. আর. সুইগেন সাহেব এতদিনের ১০ তারিখের পূর্বোক্ত অবধি ক্রিয়াকালের নিমিত্তে বঙ্গার খণ্ডের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশ্তায় নিম্নলিখিত পদব্রুজি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন ।—

| নাম । | যে পদ হইতে । | যে পদে । | তারিখ । | পদ তদ্বিবর্তাব । |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| জিহুত এ. জে. ওলডহাম | চতুর্থ জেণীর একসেলেক্টিভ | তৃতীয় জেণীর একসেলেক্টিভ | ১৮৮৪ সাল ১৪ | ক্রিয়াকালীন স্থায়ী । |
| সাহেব | টিব ইঞ্জিনিয়ার | ব ইঞ্জিনিয়ার | ২৪ | |
| .. জে. এ. প্রাইস সাহেব | এ | এ | এ ১০ মার্চ | ২ |
| .. এ. ই. বেঞ্চমু সাহেব | ক্রিয়াকালীন এ | প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার | ১৮৮৪ সাল ২৭ | পদে প্রত্যাগমন । |
| .. এ. ই. বেঞ্চমু সাহেব | প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট চতুর্থ জেণীর একসেলেক্টিভ | ইঞ্জিনিয়ার | কক্সহারি | |
| .. এ. ই. বেঞ্চমু সাহেব | প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট চতুর্থ জেণীর একসেলেক্টিভ | ইঞ্জিনিয়ার | ১৮৮৪ সাল ১৪ | ক্রিয়াকালীন । |
| .. এ. ই. বেঞ্চমু সাহেব | ক্রিয়াকালীন চতুর্থ জেণীর প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট | টিব ইঞ্জিনিয়ার | ২৪ | |
| .. এ. ই. বেঞ্চমু সাহেব | ক্রিয়াকালীন চতুর্থ জেণীর প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট | ইঞ্জিনিয়ার | ১৮৮৪ সাল ১ | পদে প্রত্যাগমন । |
| .. জে. আর. সুইগেন | প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট চতুর্থ জেণীর একসেলেক্টিভ | ইঞ্জিনিয়ার | আগ্রিল | |
| .. জে. আর. সুইগেন | প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট চতুর্থ জেণীর একসেলেক্টিভ | টিব ইঞ্জিনিয়ার | ১৮৮৪ সাল ১০ | ক্রিয়াকালীন । |
| সাহেব | ইঞ্জিনিয়ার | টিব ইঞ্জিনিয়ার | আগ্রিল | |

১৮৯ নম্বর ।—রাজকাষের আর্থের নিমিত্তে নিম্নলিখিত স্থানান্তরে প্রেরণ করা গেল ।

| নাম । | পদ । | যে স্থান হইতে । | যে স্থানে । |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| জিহুত জে. টি. বোয়াল সাহেব | প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার | ঢাকা খণ্ড | সেপ চক্রে । |
| .. বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় | এ | বঙ্গদান খণ্ড | ঢাকা খণ্ডে । |

১৯১ নম্বর ।—স্থানান্তরে প্রেরণ ।—দ্বিতীয় জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত সি. এ. ওয়াইট সাহেব রাজকাষের আর্থের নিমিত্তে হাজারীবাগ খণ্ড হইতে আরা খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

জি. এক. ই. এস. লীল, মেজর, এম. এম. সি ।

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অকর ধণ্ড।

ইন্ডিয়ার একতি।

दुग्धविवरण इच्छाशील।

[illegible]

২৬. কুণ্ডলা ১৫ সব-ডিবিম্ভবত্ব এলাকাধীন।

[illegible]

C. A. SAMUELS, *Off. Collector, Chittagong.*

জিলা ময়মনসিংহ।

বাণী খাজানার জালনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যাভী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাণী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্টেলর অনুসারে বাণী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাকা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৩ সাল ২১ মে ১৮৮১ সালের ৯ জ্যেষ্ঠ বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৩। ৭ এপ্রিল।

| নং
ডোজি | নাম মহাল। | নাম মালিক। | সদর কমা। | বাণী। | টেকিয়াঃ |
|---------------|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| ১৬ নং | ৭৫ নিকরজীয়াল জমিদারি হিসা।
১০ আনা ময় বেজাবোতা তালুক
১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে
থারিজ বাদে এজমালি। | গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি-
জামোহন চৌধুরী গর-
রহ। | ৭১২৪২ | ৮২২৫০৯ | এজমালি
মহাল নিলাম
হইবেক। |
| এ | এ ১৮৭৭। ৭ আইনের ৭০
ধারামতে কি- চান্দীনা কান্দা।
১৮৮৭ কাগ হিসা। | জামিন্দার চক্রবর্তী গয়-
হ। | ১৫৫০ | . | . |
| এ | এ এ কি চান্দীনা কান্দা
হিসা ১৮০৭। ৩৮। | কয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়হ | ৫০ | . | . |
| ১১৬ নং | ৩৫ নং বাকআলা হিসা ৪০ আনা
১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে
থারিজ বাদে এজমালি হিসা।
এ ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে অন্যান্য গয়হ ৩০
মোজবান আনা হিসা। | জামিন্দার চক্রবর্তী গয়হ
চৌধুরী গয়হ।
যে গয়হ চক্রবর্তী | ১২৭১৫০
৩৪১৫০০ | ৪২৮৭
. | এজমালি
মহাল নিলাম
হইবেক। |
| এ | এ | প্রমোদচন্দ্র চক্রবর্তী | ৫৪১৫০০ | . | . |
| এ | এ | হাজি মাল চক্রবর্তী | ৩৭১৫ | . | . |
| এ | এ | হাজি মাল চক্রবর্তী | ৩২১৫০০ | . | . |
| তাপ হাজিবাতি। | | | | | |
| ১২৪ নং | পারম্পরিক হিসা ১০ আনা
১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে থারিজ বাদে এজমালি
এ ১৮৫২ সালের ১১
আইনের ১১ ধারামতে চাকিল
পাটুখাভাঙ্গা ১০ আনা নগর
হাজিবাতি ১৮১৮ গড়া। | হাজিবাতি
নন্দন চক্রবর্তী চৌধুরী
গয়হ।
হাজিবাতি আচার্য চৌ-
ধুরী নারায়ণ। | ১০০০৫০
২২০১৫০ | ১২১/৮
. | এজমালি
মহাল
নিলাম
হইবেক। |
| এ | এ চাকিলে পাটুখাভাঙ্গা ১০
গড়া ও নগর হাজিবাতি ১৮১৮
গড়া ও বৌদ ময়মার ৫৫০ আনা।
তাপে সাইদা দণ্ডিবাতির মোতালক
১৮১৮ জমিদারি।
তাপে হাজিবাতি। | হাজিবাতি
হাজিবাতি
হাজিবাতি | ১৫৫৫০
২১৫৫৫০ | . | . |
| ১২২ নং | ৩৫ নং বাকআলা মত গয়হ ১৮৫২
সালের ১১ আইনমতে থারিজ
বাদে এজমালি। | দীনমাল চক্রবর্তী চৌধুরী
গয়হ। | ৩০২৫৫০ | . | . |
| এ | এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে
থারিজ হিসা ৫১০ আনা। | হাজিবাতি দাসা | ২০৫৫০ | ৪০১০ | থারিজ
নিলাম |
| এ | এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের
১০। ১১ ধারামতে থারিজ। | হাজিবাতি গয়হ। | ১০১৪১৫০ | . | . |

| নং
ভৌজি। | বাস বহান। | বাস বাসিক। | নম্বর অংক। | বাকী। | টেকিরং। |
|-------------|-----------|------------|------------|-------|---------|
|-------------|-----------|------------|------------|-------|---------|

দ্বিতীয় সেনার বহান।

| নং | ভাণ্ডারগতবহান। | গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর-
রহ। | ১৪৭৫১০ পাউ | ১১।।০ | সম্পূর্ণ বহান
মিলাইতাই-
বেক। |
|---------|--|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ৫০৭১ নং | ৮৪ চারিপড়া স্বর্ণপুর ওরফে
কাথারিয়া। | গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর-
রহ। | ১৪৭৫১০ পাউ | ১১।।০ | সম্পূর্ণ বহান
মিলাইতাই-
বেক। |
| ৫০৮৫ নং | ৭৫ বহনসিংহ বীল ছলজী ... | রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী
গররহ। | ৫৮০৭ | ২০।।০ | ৫ |
| ৫১৭৪ নং | ৭৫ বহনসিংহ বীল ছলজী ... | দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গররহ। | ৮৭৪৭ | ২২৭৭ | ৫ |
| ৫২৪১ নং | পবনমে পুথরিয়া চক্রবর্তী ... | রামস্বামী মেধা চৌধুরী
পতির নাম দুর্গাচন্দ্র নাম
ও মণিরামী শরৎস্বামী
মেধা গররহ। | ৫১৮৫০
বালিকা
৬৫৮৭ | ১৪০৫১০
বালিকা
১৩৭৭ | ৫ |

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত করনাশক সিনকোনা।

ইটা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্টে কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি অগতঃ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্য পাউন্ডের বধি, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া যাইবে বধি, ৪ আউন্স টিন ৫।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৬০ বার আনা, ডাকমাফস দিতে হইবে।

[Government Gazette, 6th May 1884.]

অন্ননাশক দানাবাক্স। সিন্ধুকোনা।

লাল সিন্ধুকোনা ভাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার দানাবাক্স না, এরূপ সামান্য অন্ননাশক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুটনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৮ টাকায় এক পাউণ্ড হিচাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটে ৩২৮ টাকায় এক পাউণ্ড হিচাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

•• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রাণয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-অট্টোনা ও জিজ্ঞাস্তার বজদেশের সিবিল সার্কিসে নিযুক্ত বজমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশানের যন্ত্র, ইনর টেম্পলের ত্রিযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সার্কেবের প্রণীত বজদেশের ত্রিযুত লেপ্টেনেন্ট গবরনর সাহেবের শাসনাবধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌন্টেন্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং ভাছা মোড়ক কারিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ মে।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| <i>For the Mofussil.</i> | | | | Rs. | A. | P. | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 10 | 0 | 0 | per annum. |
| Postage | ... | ... | ... | 2 | 8 | 0 | „ |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 | „ |
| Postage | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | „ |
| For a single copy— | | | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 0 | 4 | 0 | |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4. |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃমলে ।

| | | | টাকা |
|--|-----|------|--|
| সম্পূর্ণ গেজেট | ... | বৎসর | ১০৭ |
| ডাকমানুল | ... | „ | ২।।০ |
| ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) | | | |
| ডাকমানুল | ... | „ | ৪৭ |
| সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য | ... | | ১৭ |
| ডাকমানুল | ... | | ১০ |
| ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ... | | | |
| | | | ১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আশ্র একর আনা। |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১০ |

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকঃমলে সমান মূল্য; কলিকাতার কেবল ডাকমানুল লাগিবে না।

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

| | Rs. |
|---|-----|
| Full page, per issue | 20 |
| Half | 10 |
| Casual advertisements—4 annas per line. | |

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটের কপি আটবে না। ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনগোষ্ঠিতিক এক নম্বরের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবনমেণ্টের কাগজালয় কিম্বা গবনমেণ্টের প্রিন্টার্সের কার্যালয় কিম্বা গবনমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট ভাণ্ডারগোষ্ঠিতে প্রতীকিত করা হইবে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইতে চাহিলে তাহা কিম্বা প্রকাশের মূল্যাদিগে হইবে, প্রিন্টার্সের কার্যালয় প্রকাশ করা হইবে।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কাইভসের নিকট অথবা মূল্যপত্রের মূল্য উপরোক্ত কার্যালয় কিম্বা সেন্সিটাইব কোম্পানীর প্রিন্টার্স কিম্বা এক সেন্সিটাইব ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বা দিবান জেনো ডাকের উপর আর ১০ এক আনা পাঠাতে হইবে।

সি. ডাবলিউ. বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবনমেণ্টের সেক্রেটারী

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেট ইত্যাদি প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

| | টাকা। |
|---|-------|
| প্রতি এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের | ২ |
| আধ পৃষ্ঠা | ১ |
| কোনও ইচ্ছাতিহাস প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা | ১০ |

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের মাসিক পত্র আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতা গেজেটের সেক্রেটারিয়েটের ভাণ্ডারগোষ্ঠিতে বঙ্গদেশের গবনমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্যালয়গণের আপিসে রাজস্বের নামে অনুরোধাদি দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাতে হইবে।

উক্ত সকল আবেদনের পুস্তক কলিকাতার গবনমেণ্ট প্রিন্টার্সের কার্যালয় বা সেক্রেটারিয়েটের নিকট পাঠান যাইবে।

[গবনমেণ্ট গেজেট ১৮৮৪ ৬ পৃষ্ঠা]

কলিকাতা প্রেসিংস্‌ জেনারেল স্ক্রালফোর্ডের সেক্রেটারী জেনো জীমুত এডউইন মার্সন লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

Dated the 1st May 1884.

To— Calcutta.

From— Bombay.

To— Bengal

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে।

বঙ্গদেশে,

বোম্বাই:

কলিকাতায়।

সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

বোম্বাই চহরে যে সকল জাহাজ যাত্রা করত বন্দী গবর্ণমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিকিৎসা কারাটাইন নিয়ম প্রবর্তন করার অনুমতি নিষাচ্ছেন।

এ, পি, ম্যাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী সেক্রেটারী।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট

যঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আদ্যে ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের জিহুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিপতায় ১৮৮৪ সালের ১৪ নং আদেশে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত বাক্তি আদ্যে গণের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে অপিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমতলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২ । আমরা পাণ্ডুলিপিখানি স্মৃতি করিয়া গঠন করত এতৎসংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদিগের মত হয় । আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এতৎ পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কাগজ পুনর্বার প্রেরিত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহাই আমাদিগের পরামর্শ ।

৩ । এই রিপোর্টখানি প্রথমতলীয় বলিয়া কমিটীর কর্মকালীন সভা যত্র দিন এতৎ পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিপতায় অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপন মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪ । এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন শ্রেণীর প্রকার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তে এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দুইটী হইবে যেমূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তাদিগকে যেরূপ ভাষ্যকদাব শ্রেণীর অন্তর্গত জ্ঞাত কর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “সামান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “সম্বলিতভূমী রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে, প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাজ্ঞক নাম বলিয়া ইহার প্রতি স্মরণ; আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পারশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দুর্ভাগ্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট যোড়ের অন্তর্গত মহে এরূপ বাস্তবস্থিতির সত্যত্বের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাস্তবীয় বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যৌত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যেমূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে চাইলে তৎসংগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য নীতি আলাপ্যাস্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আবশ্যক সম্ভাব্য জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও দায়ভাগিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিধিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অধমারিত হার জমী ভোগ করিবার অত্ম বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তির্যকালীন বাস্তবস্থিতি প্রচলিত আছে তৎসংগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে আভিহিত্তিক বিশিষ্টবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশান্তরক্রমে যে স্থলে তালুকদার বা জামায়াতের স্থান স্থানান্তরিত হয়, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপকারের বহল পরিমাণে পরিবেশন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান কল্পনা গেল, জামায়াত তালুকদারকে লভ্যের স্বত্বের দায়িত্বের কম দিবেন না এবং খাজানা নিয়ম করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকদার ক্ষতি হয়, তালুকদার অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও তাহা করিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রতি চুক্তি রাখিবেন। বন্ধিত খাজানা পূর্বস্বের খাজানার তুলনায় অধিক হইবে না এবং মধ্যমের অপরিণতিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পষ্ট করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পতনী তালুকদারের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং মধ্যমীয়া নীতিম সাংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পতনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকদার হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবেশন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

- (১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটি দায়িত্ব বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিইহা অনুসরণকারী খাজানা দানী থাকিলে তালুকদার হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে তৎসংগত হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডরূপে যে অত্রিভুক্ত কী দেয় হইত তাহা বহিষ্কৃত করা গিয়াছে এবং সে স্থানে তালুকদারকে কোন খাজানা দেয় না হয়। ১৫ (২) ধারা ১, তথায় ২৭ উপধারা ১ দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। এহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকদার স্বত্বস্বান হইলে তাহাৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূমিদানকারী প্রাপ্ত তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, দ্রোহ বা অন্য কাহারুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।
- (৪) এবং রেজিস্ট্রী বোর্ড লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনংক ২১ ধারা) ২২ গোপন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক জনার অনুমতি বা এক টাকার অনধিক ফেরী বাধ্য করেন প্রভেদ ২ ও ৩ কল দিবার জন্য সেই কী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভালুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়ভদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে ভালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে দখলীস্বত্ববিধি রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিধি রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিবি।

১১। রায়ভের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্তনের মধ্যে আমাদিগের মতল যেগুলির কথা লো আদালত তাহাই বর্ণনা যাইবে।

বঙ্গদেশের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ স্বত্বতঃ সঞ্চাল আছে, সেইরূপ একটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অন্তর্বিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আরভনের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি সামান্য কাৰ্য্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত দেশখণ্ড করিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮১৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা পত্রের গুল মহাল এই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ হইতে ক্রয় করা এই যে, এ-র এই সমস্তাবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার ব্যতীত সমস্ত কাগজ আদালত, এইরূপ দুই গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা যাইবে তাহা নিয়ে কঠিনতার বিবেচনা আদালত, সুতরাং যে একটি কথাতে এই সময় স্থচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের লক্ষণ নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে কোন ব্যক্তি রায়ভস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাহা বিপরীত দর্শান না হয়, তাহা এই ধারার কাৰ্য্যক্ষেত্র এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থাবিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। ইহাতে যৌক্তিকতার কাণ্ডের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূমিভোগকারী অন্যায়সে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন খণ্ড হইতে বেনখল থাকিলেই যে বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব হারা হইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই অধ্যায়ের [২৬ (১) ধারা] মধ্য অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি উপধারাটির মর্ম এই ২৬ ধারাক্রমে। এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ। যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনবার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেনখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ভস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিষ্পত্তির বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে বুঝবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঙালীর বোধ করলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিধি কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়ভের স্বত্বপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিস্মৃত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দামক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৯৯ ধারার ব্যাখ্যাত বাহার শব্দের অর্থদেয় যে২ শ্রেণীর জন

গণ্য ভাণ্ডারে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিরাই।
শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জমীদারী পাট্টা ক্রমে কিম্বা
সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে ভাণ্ডারে দখলীস্বত্ব ভবিষ্যে ন।

১৭। ভাণ্ডারে ভূমি প্রদানস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী ন। হয় রায়ত এক্ষণে ভূমি বাবদ
করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নিষিদ্ধ করিয়া বলিয়াছি [৩. ধারা. (ক) প্রকরণ] যে তিনি মেলাচা-
রের বিক্রেতা এই ভূমিহীন রূপ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূমিধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়-
মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান
করিয়াছি যে ভূমিধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদানত পূর্তক
ধাৰ্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আর্থে
এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূমিধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত
ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে
কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিক্রেতা
বিক্রয় বাতিল হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি
তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাই।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘনক্রমে
করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল
শেষোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারিদিগের হিতার্থে কোন ন। কোন সংরক্ষণোপায়ের
প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিদান অদি-
লক্ষে ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া ইহার দিখাস করিবার কোন
হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইলেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বোক্ত-
রূপ বিধান করিলে ভূমিধিকারীর দখলি সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিচার বিষয়ে নিষিদ্ধ
সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান বৃত্তক দান স্থলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান ভংগে যুক্ত করিয়াছি,
কারণ উক্ত দান সচরাচর উলঙ্ঘনক্রমে দানে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। গাি শেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী
তালুকদার ও তাঁহার আন। যে তালুকদারদিগকে এই স্বত্বাধিকারি কার্য করিতে অনুমতি দেন
তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের
বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারি উপরিস্থ ভূমিধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিম্বা কালীন
কোন তালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বাধিকারি কোন কার্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে।
এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আশঙ্কি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে,
ভূমিধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবে-
চনায় এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাই।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিরাই। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধি-
কাক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবে-
চনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরি-
চ্ছেদটি নুতন। রায়ত নহে এরূপ ব্যক্তির ভাণ্ডারে লাভ্যস্বত্ব দখলীস্বত্ব ক্রয় ন। করে এই উল্লেখ এবং
রায়তের কোর্টা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন
করা ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান পরিবেশিত
হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টা রায়তদের সম্বন্ধীয়
এই অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দ্রুত করিবে। এই বিষয়ের কথা নীচের ধারা যাইবে।

২৬। যে অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্বগ্ৰাহক রায়ত আগনার মোতাবেক অংশ কোর্টা দি। করে, তাহা
তদীয় মোতাবেক অর্জকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিষিদ্ধ
স্থানীয় গবর্নমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকসভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব
করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আদান। ক
রেজিস্ট্রী করিলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই
হইবে যে এই রায়তের কোর্টা রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের
অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২২।—কোন রায়ত আপনায় যোত কি যোতের কোন অংশ কোন বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রেরণ থাকিবে না। (৩৮ ধারা) এই বিধানগুলি তদন্ত করিয়া বিধানের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে। শব্দোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১৮।—কোন রায়ত বরস তেতুক বা জীলোক বুলিয়া বা গীয়াবলতঃ বা ভূস্বত্বক্রমে কি নির্দিষ্ট একটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উত্তীর্ণ না থাকায় চাঁদ বরিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোনাবিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এই কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বোক্তরূপে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেও শব্দে ও যেও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত একশ্রেণী ও যেও শব্দে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমি দিকারীর অধিকার অক্ষত থাকিবে।

২৩। এই বিধান গুলি লইয়া বিলম্ব মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূস্বত্বকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্স প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে যে অস্ববিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আনার যে নিম্ন অনুসরণ করিয়া স্মৃতি হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অসন্তোষ বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্ব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্স বিলি বিষয়ক প্রগাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-লিখিত উপায়পত্রকে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিবে না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রগাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্স বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদার ন্যায় সর্বস্বত্ব নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্স প্রজার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্স বিলি প্রগাটি একবার প্রচলিত হইলে তাহা কণোপগায়ীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃতি হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বুলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যৌথ যেরূপ সর্বস্বত্ব নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও অধিকার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূস্বত্বকারী অগ্রোক্ত করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন! কিন্তু যাহা ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্বন্ধ সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোঝানায় আমলাতের প্রতি এই সকল অবস্থাপনবিবার দ্বারা অর্পণ করিলে অত্যধিক কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্নমেণ্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অস্ববিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্নমেণ্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৪। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া সতন্ত্র একটি অধ্যাক্ষের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যাক্ষের পরে ঐ অধ্যাক্ষ স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আমলাতের যৌক্তিকতা করিয়া সাধারণতঃ যেরূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৫। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৩১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তৎক্ষণ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এক্ষণে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহার রায়তের পূর্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুসারিত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক শতকরা ২২।১০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুসারিত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র বেজিষ্টরী করিবার পূর্বে চুক্তি এই
 কাঃমের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এই কথা জানিয়া
 লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে
 বেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইত্য
 বুঝিয়া লইবার পরিচ্ছেদ এক্ষণে কেবল ইচ্ছাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই
 আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ খাবার এই বিধান করা গিয়াছে যেজনী দুর্ভারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আমের বা মৎস্যের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রাষ্ট্রকে বিলি করা গেলে, খাজানা রক্ষি করিয়া দিবার রেজিষ্টারী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রাষ্ট্রত এ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং উক্ত প্রজ্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্তবিধি বিধি বহির্ভবে।

৩১। লোকসভাক্রমে খাজানার দক্ষিণ নিয়মে আদায়ের উদ্দেশ্যে এই চূড়ান্তিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই নানান স্তরে এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাৰ্য্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাতে বিচাৰ্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহু:স্তরে ও সূক্ষ্মতম সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতঃই খাজানার দক্ষিণসংক্রান্ত বৰ্ত্তমান আইনটি চূড়ান্তিকারীদিগের হস্তে অকৰ্ণণ্য গুল্ল স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে মোঃ হেতুকে রাজালাল দ্বিমহাক্ষাণ্ড মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইতে পারিবে, তাৎপ
নিয়ে উল্লেখ করিলাম (৬৩ খ্রীঃ)।—

(ক) — দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেও নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির বিমিত্ত যে এটি ও দ্বারে অভ্যন্তরীণ থাকে উক্ত রায়ত ওদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(৭) — দেশে শান্তি স্থাপিত থাকিলে এই জমি খানার শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইরাছে।

(গ)---কুমিল্লি জেলার দাবা বা ষাঁড়ার ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়হের ভোগকৃত ফলটির উপোদ্রিকার শক্তি হ্রাস হইয়াছে।

(খ)—বায়ট-এর জ্যোতিষতত্ত্ব কুমিল্লার ১২ পান্ডিত্য শক্তি বনাম ছাত্র বর্জিত হইয়াছে।

৩৩। অনুসন্ধানবশতঃ প্রমাণিত হইয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষমতায় নিমিত্ত উচারের প্রয়োজিত হইয়াছে। প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারিলে তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানার দ্বিগুণ করিতে বিসি প্রচলিত হইতে পারে। আদালতের নিকটে যেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আদালতের নিকটে আসে, কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানার দ্বিগুণ আইননাম্যত এই হেতুটি এককালে ভাগ ১০৭ প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে, এবং তাহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া বর্ণিত হইল। এত হেতুতে খাজানা দ্বিগুণ করিতে হইলে যে স্থলে ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকাণ্ডের বিধান পরে করা গিয়াছে তাহার প্রমাণিত হইয়াছে। খাজানা দ্বিগুণ করণ পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা দ্বিগুণ করিতে হইলে, আদালতের আদালত এই প্রত্যয়কাল যে অসমর্থিত বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানার দ্বিগুণ এই হেতুটি কাব্যকর হইত না, এইকণেও সেই অসমর্থিত বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পদ্মাগুপ্তের মূল্যবোধের হেতুকে খাজানা বন্ধ করিতে হইলে জ্ঞানীর গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ই কাঁচার বিশেষ সহায়তা হইবে। এখানে ইটা বলা উচিত প্রথম প্রাথমিক মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যে দুইখ খাজানা লইয়া বিদায় তাহাতে যে বিশেষ কোন প্রকার প্রভাব পড়িত তাহা নির্ণয় করা যাইবে। সাধারণতঃ প্রকৃতি কি ভ্রাস সৃষ্টিত হইতেছে ইহাই নির্ণয়ের জন্য প্রথম প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও ২৫১ পরবর্তী উপায়ের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রথম প্রাথমিক মূল্যের প্রকৃতি পরিষ্কার হইবে।

[illegible]

[illegible]

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা হক্কি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খাতি উঠাইয়া দেওয়া গেল। কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রাণবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিতর্ক, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রাণী অসারূপে বা কসল অমুদারের বে খাজানা দিবেম তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খাতি উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিসয়ে স্থানীয় রীতি অভিনয় ওটিল দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে লাল উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাস দেওয়া হইয়া থাকে। এক্ষণে কোন দৃষ্ট ও অলভ্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি ঘটনা অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। অসারূপে চের খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খাতি বহা প্রদেশের প্রাণীস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৩ খাতি অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেরূপ সীতাই-রাছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রচার মধ্যে যে কেহ নিশ্চিত কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও সুপ্রাচ্যোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খাতি অপেক্ষা নূতন খাতি নিবেদনাত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও ভূরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির লম্বিত গড়ে যে মুদারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খাতি এই বিধান ছিল, এই পাণ্ডুলিপির অতিথিত “সামান্য রায়ত” অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূমি বিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ খাতি বিধান অর্থাৎ তাহার বেশ অতুল্য খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হক্কি স্থলে এই প্রকার অতুল্য খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে ভূরূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সংক্ষেপে অন্য কোন বিষয় করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খাতি) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র দ্বিগুণ কিম্বা এই অধ্যায়ের যেকোনটি খাতি কণা শূন্য হইবে তাহা হইবে তাহা লিখিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা হক্কি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহা বিষয়ক ৫৮ খাতি অমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটীর বিধান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) খাতি বিধান করিয়াছি যে বিধান অতীত হইবার অন্তিম ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার মোটিল আদী করা না গেলে পাটীর বিধান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার শৌকস্ময় উপস্থিত করা যাইবে না, এবং বিধান অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত অতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে দ্বিগুণ পরিচালি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খাতি) এই বিধান করিয়াছি যে নির্দিষ্ট খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অপিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটীর বিধান অতীত হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না অন্মিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৪৪। অসহ্য (৪) স্বাভাবিক পাতুলিঙ্গের অস্বাভাবিক জন্ম ভাবেই ১০-১২ বছর বয়সের পুষ্টি শিখন করা হয়। এক্ষেত্রে এই বিশেষ করা সেন্সে, যে প্রভেদে আদেশসমূহ সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাই যে তাই যে দেওয়া যায় সেই ভাবেই সমস্ত দাঁড়ান সম্পূর্ণ নিশ্চিতকৃত বলিয়া গণ্য না হয়। "বিশ্রান্ত সমস্ত তাই যে" এই যে।

৫৫। খণ্ডায়া আশ্রয়িত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে বাধ্যত্বে কোর্ট কী
মী লাগে তাঁহা বিধান করবার নিমিত্তে কেহ আবাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ কল্পনা
আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কৰ্ত্তৃশক্ষণিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার
ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে সোত বস্তাগুলি করা বাইতে না পারে, বাণী খাজানা-বিদিত সেই সোত তহঁতে উচ্ছেদ করিবার বিধান দিবরক (৭৮) প্রারম্ভ একটি উপধারা সংযোগ করিয়া জামদা, বিশেষ কার্য থাকিলে অসামান্য খাজনা দিবার নিষিদ্ধকাল বাড়ায় দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এত করণা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাঙ্গলী ঘোঁড়ের টংগর সসল বেড়াগী না বাচাই করণা ই কালেক্টর সাহেব কোম করুচাৰী
 প্রেরণ করিতে পারিবেন. তাঁহাৎ প্রাচ্য ভাষায় এটি কমতা প্রদান করিলাম। অর্থবিধি অনুযায়
 পক্ষে প্রার্থনান্তে এবং তদ. যে কোম স্থলে জিহবার বা মচকুমার জিহ্বা সাহেবের মধ্যে প্রেরণ
 কাহা করিতে পারিবেন. নিবন্ধিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাঁহা করিতে
 পারিবেন। [৮২ (৩) খণ্ড]

৮৮। যে স্বাক্ষরীক প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আত্মা নাশ পোষ করেন সেই আত্মা প্রতিপত্তি পারিবে। তাঁহার প্রতি আশা এই যে স্বাক্ষরীক প্রেরণ এবং বিশদীকরণ করিয়া যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ের বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আত্মা চূড়ান্ত হইবে ও প্রকীর্ত্তি নষ্ট হইবে। ৮৯ (৪) ও (৫) খারা : মূল পাণ্ডুলিপি কমে পক্ষদ্বয়কে প্রদত্ত স্থলেই উপকার সাধার্থে দেওয়ানী আদালতে পাঠ্যে কইত, এক্ষণে যে কাছাপক্ষতি নিদিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৯৯। মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ ধারার পরিবর্তে অপর পাণ্ডুলিপি ৫ ধারাটি সরিয়ে দেয়া করিয়াছি।

৮০ ধারা। (১) উপর কলম বাচাই করিয়া রাজ্যনা সম্রা পেনে, সমস্ত কলম সম্রাে রাখিতে কেবল শেয়ার জমিদার থাকবে।

শ্রমিকের মতল লম্বা হইতে বহুত
দায়িত্ব কথা ।
রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(৩) মজুর কলমে কৃষক-সম্প্রদায়কে কোন কোন ক্ষেত্রে বাতিঘেড়ে প্রাণী কৃষি কার্যের বিরোধিতাকালে কলম কাটানো সংগ্রহ কমিটিতে পরিচয়, কিন্তু সাহায্যে সম্মিলিত উপায় গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞান কৃষির মাধ্যমে প্রকরণ সময়ে বা প্রকরণ প্রকারে কলমের কোন অংশ কাটাওর ক্ষেত্রে পরিচয় করা হবে।

[illegible]

যেহেতু উৎসার
বাচাট বা বি-
ভাগ করিয়া
খাজানা লওয়া
নাই, সেহেতু
কমলের মতল
সহজে হুজা-
কাতী ও প্রকার
স্বত্ব ও দায়ের
বিষয়ে এক সা-
ধারণ সংক্ষেপে
প্রাণ্ডিকগণিত
নকরা যাহা

মূল পীঠালিপি ১১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট বিজয়বর্মণের দ্বারা লিখিত। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১১৭ খ্রীস্টাব্দে (১০০ খ্রীস্টাব্দ) মঙ্গোল সাম্রাজ্যের দ্বারা লিখিত পীঠালিপি উক্ত বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ লিখিত।

नमः अक्षय्ये ।

ବୃଦ୍ଧାସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଗ୍ରହକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଶାଏ ।

৬০। আনন্দী একটি কৃত্রিম খাঁড়ী (৮৮) পরিচালনা করিয়া বিদ্যমান করিয়া দে. রাষ্ট্র ব্যবসায়িক
খাজানার দিহা অবসারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া. তদীয় কৃষিকারী জাহাজ কোম
উৎকর্ষাদন করিতে বাধ্য নিতে পারিবে না।

৩৭। জাতিরা ৮৯ (৩) ধারার অধীনস্থ পঞ্চাশটি রাজত্ব ও তদীয় কৃষাধিকারীর মধ্যে

(क) राजशङ्कर उ० कर्मसाधन प्रतिष्ठान अथवा मन्त्रालय

(ख) कौन विदेश का सा उद्योग बर्माहम कि ना ६७२ मद्रास.

কোন নিষিদ্ধ উপকল্প হইলে কাংগ্রেসের কাংগ্রেসের প্রতি তাঁহা হুজুত্ব নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা
প্রদান করিয়াছি।

১৩ উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিধানের সহজে নিশ্চিতি হতে পারিলে তিনি, আমরা যথা প্রদানের
অজ্ঞানত্ব বিষয়ক ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিনের ২০ তারীখ অবলম্বন করিয়া একটি দাখী (১০) প্রণয়ন করি
মাছি। এতদারা বিধান এই যে কোন ভূস্বামিকারীকে প্রজ্ঞাপিত উৎকর্ষসাধন করা হয় তাহা
আমান লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। কাজে সংক্রান্ত কচারীর টি প্রার্থনা করিতে
পারিলেন, এবং কো-বিশেষ একটা বিশেষ করে সে পক্ষের মধ্যে পরে যে কোন আইন
কাঁসা হইলে তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা সন্ধান মধ্যে আসিবে। ইহাতে পারিবে। ১৭ নং
ভূস্বামিকারী ১৩ উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আমরা একটি দাখী (১১) প্রণয়ন
করিলাম।

৩৩৮। যু. পাণ্ডুলিপি ১২২ (৪) খানার বিশদ এই ছিল, যদি-হা দেখান না যায় যে কুমারি-
কাশী রামায়ণ উৎস। ১৩০০ নং নথি করিয়া জালম এবং আপন ভাষা পরিভাষা প্রস্তুত ছিলেন।
৩৩৮৯। প্রচলিত ১৩০০ নং নথি পূর্বে বর্ণিত যে উৎকর্ষসাধন করেন তাঁহা এই জাইন অনু-
সারি কুমারি রামায়ণে লিখা জালম চাইবে। এই সারার পরিবর্তে জাইন। একটি উপাধারা [১৩০ (৪) ধারা]
সরিভাষা লিখা বর্ণ। করিয়া যে ১৩৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উৎ-
পত্তি বর্ণি বর্ণিত। বর্ণ ও প্রচলিত ক বর্ণ সময়ে বর্ণোপাত্তি যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাঁহা
এই জাইন অনুসারে ক বর্ণ চাইবে। লিখা জালম চাইবে। এ পাণ্ডুলিপি উপাত্তি করিয়া তাঁহাদের পূর্বে
কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এক ধারা তাঁহাদের প্রতিকৃতকাল সম্পর্কে বর্ণিত। পক্ষে তাঁহাদের
হইবে।

৬২। উৎকর্ষসাধনেরানিমিত্তে কতিপুংগণস্বরূপে যে টাকা দেব হ'ব তাতা নিরুপকালে আদানত-
কর্তৃক য- বিষয় প্রবেচিত হইবে, আর: ২৪ ঘণ্টার কিয়ৎপরিমাণে ভাণ্ডার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া
দিয়াছি। নতুন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধ-
নের ক্ষমতাকাল দ্বারা কইবার সম্ভাবনা: তবিরেচনাঃ এই উৎকর্ষসাধনের অন্তর্গত শক্তি এবং "ভূমি
ব্রহ্মি কাঙ্ক্ষাশাসনোঁ করা গেলে, কিছা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, প্রায়ত যত
কাল অসংকীর্ণ শীতানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন" সেই কালের প্রতি আদানতের
শক্তি বাণিতে হইবে।

৩৫। বহা প্রদেশের প্রভাসকবিবিরক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৬ ধারা অবলম্বন করিয়া আয়ারা প্রদেশ কল্যাণ ইন্সটিটিউট করণার্থক (১৫) ধারাটি কৃত্রিম প্রণয়ন করিয়াছে এবং কোনও বোর্ডের এটি বিষয়ে কোনও প্রতিকার গ্রহণের ক্ষমতা বহিরা হওয়ার দুরীকরণার্থে একটি উপধারা (৪) যোগ করিয়া লক্ষ্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছে যে কোনও ব্যক্তি অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি প্রথমিকভাবেই প্রবেশ করিয়া উপাধীন প্রদেশে অংশ গ্রহণ নিতে চিহ্ন নিজে চাম করণার্থ লইতে পারিবেন।

৩৮. স্বাক্ষরিত: মেডিকেল বোর্ড হয় যে রাষ্ট্র আপন পোস্ত পরিচালক কবি রাষ্ট্রে নিউ প্রে বোত মে

২১ (১)। (১) কোনরূপে জাপান স্বাধিকারকে লোপিত না দিয়া ও স্বাধিকার বৈধন ঘোষণা করিয়া দিয়া বাক্যগুলি না কটিকা স্বতন্ত্র জাপান বাসি ভাগ
পা. ১। গের কথা।
করে ও নিজে বা কখনো জাপান বাসি জাপান যোদ্ধা জার চার

স্বাক্ষর করিতে পারিতেন কি না তাহাও জানি না। কিন্তু এতদ্বারাও বুঝিতে পারি যে, তিনি
কোন প্রকারেই স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না।

১০. কোন ক্রমাৎ বাকী এই ধারায় কোন যেতে পারেন করিলে, কোনই পারবেই বাকী
কোন ক্রমাৎ জার্মান করিলে, কোনই জার্মান নিষিদ্ধ করিলে, কোনই জার্মান করিলে, কোনই
কোন ক্রমাৎ জার্মান করিলে, কোনই জার্মান নিষিদ্ধ করিলে, কোনই জার্মান করিলে, কোনই

১৩. কোন কৃষাৎকারী এই দারায়তে কোন সাজে প্রবেশ করিলেন, তে নোটিস প্রচার করিবার তারিখ হইল। যে দুই বৎসর কৃষাৎ দলীকরণের সময় হইলেন, চরমাস জন্মিত না হইল। পরে তেই দারায়তে কোন সময়ও কৃষি দলল করিল। পাইবার লিখিত যোগদান। উপস্থিত কবতে পারিলেন। ডাক্তার হইলেন যে সকল ব্যক্তি স্বতন্ত্র ভাষা ভাষার কতি পুরণ সময়ে আদায়ক হইলেন। যদি কোন ব্যক্তি ন্যাংরা বোধ করেন, সেই পক্ষে দলল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিলেন।

কল্পনা কল্পিত হয় আমরা পার্শ্বস্থিত ধারা প্রবাহ করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা
পাইয়াছি।

৩৭। কোন তথ্যাদিকারী পক্ষের সত্যতা নিশ্চিতকরণে সার্কেলের অনুমতি বিহীন দল বৎসরে একবারের তরিক 'ভূমি মাপ পরিচালনা' আইন ১৯৬০-এর অধীন নিয়ন্ত্রিত স্থল পরিদর্শন দল বসিয়ে নির্দেশ করিয়াছে, অর্থাৎ—

- (ক) যে স্থলে সোতের পরিমাণ, শিকড়ী কি ঠৈগীহেতুক বৎসরত পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
- (খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসরত পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে কমানিকারী উচ্চাপূর্বক হস্তান্তরকালে না হইকা জনপ্রাণের খরচ রহন এবং খরিসক্রমে দখল বিষয়র জারিৎ অবধি দৃঢ় বৎসরে অধিক কাল গত হয় নাট।

১৮- মাপের নক্টি বিষয়ক ১০১ পার্শ্ব আয়তন একটি উপায়ে পরিবেশ করিয়া স্থানীয় মণ্ডল
নেত্র প্রতি স্থানীয় ভদ্রান্ত লেটবার পর কোন স্থানে যে এ দেহ মণ্ডল ব্যক্ত করা নাহা নির্দেশ
কিন্তু এ স্থানীয় কবি বর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এ এ প্রকারে যে নির্দেশক এ পার্শ্ব প্রাচীর
দর্শন মণ্ডল শুদ্ধ বলিয়া এ মণ্ডল হতে এ বিধান প্রাপ্ত। এ নির্দেশক বিচরণ ইচ্ছাভে মূল
পাণ্ডুলিপি ১০১ পার্শ্ব আর প্রায় ১০১ থাকিতেই এ অতঃপর এ পার্শ্ব আয়তন উচ্চায় লান।
ভূমি মণ্ডল কবি বিষয়ক মণ্ডল এ মণ্ডল লিপ্যন্তর ১০১ অথবা মণ্ডল মণ্ডল লিপ্যন্তর।

১৯। গেন মহান কিম্বা তালুকদার পত্রাধি পরিবেশ পাঠক কন্যা কন্যার্পে আশাচক নিয়োগ বিষয় এই আশার অনুভূতি পত্রিকার প্রকাশিত পত্রিকা (১০০) সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে প্রতি কন্যা কন্যার দের ক্ষতি ও কল্যাণ কল্পে নিজেদের কার্যসম্পন্ন করিয়া দিয়া প্রকাশ করিয়াছি।

[illegible][illegible]

১০ম অধ্যায়।

স্বপ্নের নিশা ও প্রভাতের বনে বিস্তৃত করিবার নিশি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় নিয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহকর্ত্তর বিষয়টির অর্থাৎ অক্ষের লিপি বিষয়ক কথা এখানে বলা জাননী হিসেবে বোধ করিলাম।

৭৩। স্বাক্ষর সিগিমা থাকায় জন সাধারণের কথনও, বিশেষতঃ কোন মহাত্মা কি ভাব্যুত নীতিগতভাবে
সম্পূর্ণ বিক্রয় করা গেলে যে পরিমাণে ক্রয় করা হইলি সে আদ্যবিক। কমুণ্ডর কর্তৃক, আনুগত্যের
স্বাক্ষর যে ১৯৩০ সালের নূরজ মর্দাফ্রয়ে হাঙ্গারীতে উত্তার। এই সার্বভৌমত্ব বিশেষ করতী লিখ-
মাংসে তুমারী কি ভাব্যুতদ্বারা, আনুগত্যের স্বাক্ষর সংক্রান্ত কমুণ্ডরী হইতে সিগিমা প্রস্তুত করিতে
পারেন।

[illegible]

যে কথা ধরা যায় তাহার মধ্যস্থতা করিয়া কয়েক পারিষদ ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াই সম্মত হইল। আইনসিদ্ধি লিখিত অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর আনুগত্য হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুযায়ী অধিকতর আনুগত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কার্যের "খাজানার বন্দোবস্ত" বা কঠোরতা তাহাতে অতিরিক্ত লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও তালুকদারেরা অবসারিত খাজানার দায় হইয়া অনাগ্রহে ভুগিতে থাকিলে তুমারিকারী বা প্রজা উক্তই সকল খাজানার বন্দোবস্ত পরিবর্তন দিবার আশঙ্কা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোগে খাজানার বন্দোবস্ত করা হইতে পারে কি না এবং নতুন বাইতে পারিলে কত টাকা তার ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং উক্ত বিস্তারিত পথায়ের ব্যক্তি উপর স্থাপিত। অপরতঃ প্রজা সম্বন্ধে লিখিত, তুমির পরিমাণ প্রজা এবং যে যে নিয়মে তিনি তুমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়ই প্রজার উপর পূর্বে প্রস্তাবিতগুলির লিপির নির্ভর করে। এই প্রস্তাবের মধ্যে আইনসিদ্ধি এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা হইলে সর্বোচ্চজনক তাবৈনস্পর্শি করিতে হইলে পরিষদে উক্তই বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাবের অন্তর্গত যে যে বিষয়ের সম্বন্ধে অর্থায়ন করা হইবে এবং উৎসাহসময়ের কল প্রতিষ্ঠা অনেক বিষয়ের সম্বন্ধে বিনীত সম্মত আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম প্রস্তাবে উক্ত আর আপীল ক্রমেই হইত স্বাধীন। তদন্ত হইলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ আভিযুক্তি তিন এই সকল বিষয় লইয়া যথাস্থ কথা করা যাইতে পারে না। পূর্বে উক্ত বিস্তারিত পথায়ের প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃত বিধান করা যাইতে পারে ইহাও আনুগত্যের দ্বারা স্থল হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ নং পৃষ্ঠা হইতে হইবে। অতঃপর লিপি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে যে পরিবর্তনের পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারালয় ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষতঃ কল্যাণী বিশেষ উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ হইবে পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বে উক্ত প্রস্তাবের অধিকতর সংশোধনকর উক্ত পাণ্ডুলিপির পক্ষে সম্মত হইবে যোগ্য হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে যে প্রস্তাবের বন্দোবস্ত করা যাবে তাহা বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিধান উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কল্যাণী অতিরিক্ত অন্তর্গত কোন কথা-যুক্তি বিবাদের দ্বারা উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবে ও পরে এই সমস্ত বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং বন্দোবস্তের তত্ত্বাও যে বন্দোবস্তের খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অনায়াস করা যাইতে পারে। এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এই প্রস্তাবে হইতে কোর্ট নতুন করিয়া খাজানা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু তাবদীয় লিখিত অন্যান্য খাজানাদিতে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যধা করিয়া থাকা করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনসিদ্ধি বিষয়ে ব্যক্তিগত ভুল হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষ জজ কোন কোন নতুন প্রস্তাবে যত দূর জাজে তদনুযায়ী অধিক কি কম প্রজা জাজে পরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকাব্য হইলে, তাহা কোর্ট খাজানা হইতে পরিবর্তন না করিয়া তদনুযায়ী খাজানা কল্যাণী তাহা হইতে পারিবে না।

৭৫। আমরা ১০০ খাজানার বিধান পরিয়াছি যে পূর্বে কল্যাণী প্রস্তাবের মধ্যে কোন যোগে খাজানার টাকা দ্বারা কল্যাণীর নিয়ন্ত্রণ কোন তুমারিকারীর দ্বারা করিবার দায় থাকিলে যে যে খাজানা তাহার আশঙ্কায় দ্বারা দখলীস্বত্ব হইবে, তুমারিকারীর উৎসাহসময়ের দ্বারা, যে যে পরিমাণ হাজত হইবে না হইলে, পনের বৎসর কল্যাণী তাহা করিয়া থাকিবে না।

৭৬। খাজানা দিতে হইবার সময় বিসয়ক ১০০ খাজানা এক্ষণে অতিরিক্ত লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বস্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থ ১০০ সংখ্যক নতুন খাজানার বিধানের বিষয় কিছু বল্য আবশ্যক। বিধানটি এই। কোন প্রকার যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়-তে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবসারিত খাজানার বিধানের তুমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

তারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের নিমিত্ত বিষয় বিশেষতঃ পরিবার সময়ে আমরা বন্দোবস্তের সর্বসময়ের অতি-প্রাণীস্বত্বের কথা করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে খাজানার তারের মধ্যে বিলম্ব বিস্তারিত আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন রূপে দেখাও থাকিতে পারে হাজার এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত কর্তৃক খাজানার সাধারণ

অন্যোক্ত করণের প্রভাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষত্ব স্থানের নিমিত্ত স্থানের উক্তরূপ ভাবিকা প্রভুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশ যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রুজাত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই জুনিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রুজাত জুনি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির সীমাংশ করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক উক্ত ভূমির জমীণ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধিবৃত্ত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে ভদ্র লোক।

বহুবিস্তৃত দেশে সমস্ত এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটাবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে হুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনার আদার বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও জমী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই প্রকৃত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কাহা করণে করণকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি। ১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, মিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজ আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আমাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, মিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যারং বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগণের সতে বনোবোঁগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদায়ের নিমিত্ত যোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোটি কী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৩৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশলা গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্নশলা স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ব) যে কসল গোলাজাত করা বাইরে পায়, তাহা কেহে থাকিতে বিক্রয় করা হইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে ।
- (গ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারার অপরূপ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে ।
- (চ) পাকিস্তানে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারীদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারার ইহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এতলে এই অধ্যায়ের বিধান লাম্যাক্রমে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিক্রে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহা নিগের বিক্রে বোকদমা করিয়া উক্ত আদালতের প্রতিকার করিতে পারিবেন ।
- (ড) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য সুগত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে ।

১৪নং অধ্যায় ।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি ।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত বোকদমা যুক্ত করিয়াছি ।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সংনিবেশ করিয়াছি । এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে বোকদমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিলে না কি বিশেষ কোন নিয়মাদীনে বর্তিলে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে । নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য চলে এই বিষয়ে তুয়োদর্শন লাভ হইলে, তাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আদালতের বিধান ।

১৩। জামানিগেট ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার কার্য-পদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধ্যতা প্রতিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না । বিশেষতঃ আমরা সমস্ত ভারী প্রকরণ ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমস্যা সীমিত হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুগত প্রতিবাদির বিক্রে আইনঘটিত কোন অসুগত করিতে দিতে অসম্মত ।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার ভূমি অধিকারীর স্বত্বাধীন কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি । এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে । স্বত্বাধীন যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা বোকদমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য । অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোঙিন এই ভূমির ব্যক্তির উপর আরী করাইবেন । এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিক্রে স্বতন্ত্র বোকদমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে ।

১৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার বোকদমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বক্তৃতা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ বক্তৃতা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন ।

১৬। আমরা ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অসম্মতির প্রবেশকারীকে উল্লেখ করিবার বোকদমা উপস্থিত করিলে বিক্রে এইরূপ প্রতিকারের সাধন করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও লাম্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায় ।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমি অধিকারী কিংবা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাবাদের ভাব ও অসুগত নিরূপণার্থে বোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে । ইহার পরিবর্তে আমরা ১৭৪ ধারার, পাকিস্তানের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকন্তু সরল ও সুশৃঙ্খল কার্যপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতেই প্রতি কসড়া আদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত সহকারে নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায় ।

ବାକୀ ଶାଞ୍ଜାନାଃ ନିନିତେ ମରାମରୀ ନୌଜାନେହ ବିମି ।

৮৮। আমরা কৃষিকারীদের যেরূপ অভিযোগ বর্ণনায়িক তদন্তসূত্রে পানী ডাক্কের নীলাম-
সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন যুক্তনয় পরিচালন নহি। কেবল কার্য লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে
কিছু পরিচালন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তৎক্ষণাত্ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া
পানী নিশির অন্তর্গত করা যেন। এ বিষয় স্থানীয় ইয়ার্কি এবং অধ্যক্ষের প্রথম পরিবেশ কইয়াছে।

১৯। এই অধ্যায়েন দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে একটি স্মৃতি রাখা আছে। সেখানেই যিনি এই যে, পঠনীয় ভাষিক ভিত্তি যের ভাষিক সহকারী রেজিষ্টার রেজিষ্টার বরিসন বিধান কাঠিনে কদা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সেখা পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইকথ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়েন সকল বিধান উক্ত সকল স্থানিক মন্ত্রে পাঠিত।

३०७ ७२३५३

ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଫଳ.

২০। ভূমিাধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূক্তির কাসমিতা কতদূর শাশ্বত মীমাংসা করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে প্রণীতির মাধ্যমে পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট অধ্যাপক জন নিয়ম সম্বন্ধীয় পানায় দৃষ্টি হইবে। যাঁহারা ধাওয় করণার্থে ভুক্তির বিষয়ে পূর্বাভাষী হই ৩০ ও ২০ দশক দেখ।। কিন্তু ভুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে ভুক্তিগত পরিবার কক্ষকঃ সংখ্যা ১০ এরপাৰ্বে বৈ নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যিক। তাঁহারা তাঁহাদের অনেক স্থানেই এই অধ্যায়ে প্রথমে একটি ধারার সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলেন।

যেৱে বিবৰ্ণ চুক্তিৰ সৈমাদ বহিৰুত কৰে, তাল কাৰ্য্য নিৰূপণ কৰে। -

- (ক) বাগেনা রায়ভেড় ও দখলীসহ বিশিষ্ট গ্রামভেড় (১৪, ২১, ও ২৬ খার) ৩১ খারার নিম্নলিখিত দখলীসহেও অন্তর্ভুক্ত।
- (খ) ৫০ খারামতে দখলীসহ বিশিষ্ট গ্রামভেড় পাঁজানী কমাইবার দাওয়া কবিরার সহ।
- (গ) ৫০ খারামতে কসলী খাণসা, বিজুলের দাওয়া করতে কুমারিকারীর বা প্রজার সহ।
- (ঘ) নিম্নলিখিত তেঁতু বাতিবেরে দখলীসহ নামের গ্রামভেড় ও খোকা গ্রামভেড় উল্লেখ করণ বিহীন। এছাড়া পাটুলিপুরে গ্রামের সংখ্যক (১৮, ৫৯, ২০, ও ৬০ খার)।
- (চ) মোড়ের দুই দাওয়া দাওয়ার ও অন্তর পাঁজানী কমাইবার সহ (১৬ খার)।
- (ছ) রায়ভেড় গ্রামের দখলীসহ ও জমি জমিদারের দাওয়া কবিরার সহ (১৮, ৮৯, ২০, ও ২৩ খার)।
- (জ) চিলীজারী গ্রামের দাওয়া উল্লেখ বিহীন সমস্ত গ্রামের দখলীসহ (১৮ খার)।

২০। কৃষ্ণী (কালকটী) - ডিঃ পি. এ. ডিঃ ২০। ১৯৮৬ খ্রিঃ ১৬ ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অসম্পন্ন।

১১ সংখ্যক একটি পুঁজি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম যে মহানগর ডিভিশনীয় বেসরকারি
কর্তৃপক্ষ মোট মহানগর স্থানীয়করণ ও রাজস্ব বিভাগ থেকে কোন নিষেধ কল্প, যেই নিষেধাদেশের কারণেই মকদমী
কাজটি নিষেধ করা হয়েছে তাই বলা চলেবে। একই কারণেই মকদমী কার্যক্রমে এতদূর আশ্রয় করা হবে না।

১২। কানাদিগের বানিজ্যবাদের মধ্যে পরিচালিত কীমত করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোগ-
যোগী করিবার নিমিত্ত যে পাটের বেল্লার ন্যায় দেশী শাট্টী, কাম ভোগকৃত ভূমি, চব ও দেয়াড়া ভূমি ও
উচ্চলতা ও বাস ভাবিলী রকম পল্লীভূমি রকমের বিধায় বিধান আদেশক। উক্ত সকল প্রকারের
ভূমি সম্বন্ধে যে রূপ বিশেষ বিধান করা কানাদিগের শ্রমকর কানাদ, বালিয়া, রাধি হইল তাহা এই
অধ্যায়ের সম্বন্ধনিমিত্ত ভিত্তী প্রদান হইতেছে।

২৩। ২১২ সংখ্যক বিধানক্রম, ১৯৫১ আইন-১০ কোন কথায় ক্রমে প্রতিষ্ঠা করণার্থ কোন চুক্তির দ্বারা ১৯৫১ না।

২৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রভাষা বা দেশভাষা ভূমিভোগ করে সে ভাষা ক্রমাগত ব্যবহার করা না করিলে প্রাচীনতম দশক পর্যন্ত নাতি করবে না এবং যাবৎ প্রাচীনতম দশক নাতি না করে, তাদৃশ ভাষারও ভূমিভোগীর ন্যায় যে রাজস্বাদায়ার নিয়ম হয় সে সেই রাজস্বাদা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যত্র থাকার প্রাধান্যমতে নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত প্রাচীনতম দশকী বসিয়া থাকে এমন হইবে না। ভাষা হইলে এছ আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

৯২। পরিচ্ছেদ ২২ঃ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে "সিদ্দী" প্রণালী ও "ফালচালিনী" প্রণালী নামে গ্যাসের অনাবিহিত কোন বিদ্যমান কোন দেশের কোন রাজ্যে বা আধিপত্যের যে সকল বিষয় প্রকৃতি ভোগ্য ও এত সমস্তের কোন কোন দেশে সমস্ত সকল বিষয়ের কোন বাণীত হইবে না।

৯৮। ৪ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত গ্রাহকস্বরূপ আপন ঘোড়ের অংশ না হইয়া গাভীভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৭ অধ্যায়টি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রস্তাবস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার তুল্য হইত পারে বলিয়া আমরা ১১৬ সংখ্যক একটি দ্বারা সংশোধন করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রস্তাবস্বত্বের অসুবিধা দেশচার দ্বারা নিরাকৃত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীস্বত্ব বিধিষ্ট রায়ত যে অমী তামার আপন ঘোড়ের অন্তর্গত সেট জমীর পুনরীর দখল পাটবার নিষেধ মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিরাদের কাণে মুক্তিসম্বন্ধে অঙ্গ করিয়া দাখ্য করা উচিত, আমরা এতরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাবহুবিধরক ১৮১১ সালের আগস্টের ৮-১ দ্বারা প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাল নিরাদের কাল দাখ্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, বাহাতে তামার হেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

১৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্মকারক দ্বারা কাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ১১১ দ্বারা বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিকট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সংক্ষেপে কান ২ ব্যতির এই বিধি আতি থাকিতে তাহা অগম্যদান করণার্থে আমরা ১২২ সংখ্যক একটি দ্বারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যেতাই না তদবধি ব্যক্তি একমালী ভূম্যধিকারী হইলে, তাহার উত্তরে বা সমলে একত্র হইয়া দাখ্য করিলে কিন্তু তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারক নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কাধ্য করা হইবে।

১৯। আমাদিগের বাদান্তবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদ-লেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজপত্রের মধ্যে পদ্যক মীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

এখান কাগজপত্র এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ নিবার ব্যবস্থা করণার্থে প্রজাবহুবিধরক প্রতী ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানার প্রজ্ঞাপ্ত মোকদ্দমার বিচার বাতালে শীঘ্র এই অতি প্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্যবিধি আটনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাছার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্ররূপে তাহাদের বিকল্পে বাকী খাজানার নির্দিষ্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনরীর বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে অস্থ আছে, তাহার সংক্ষেপ করণার্থে তদ্রূপ উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা বাইতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পড়িতে বাট দিয়া কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি ক্ষমতাবশতঃ ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনরীর বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনভারী অধীকার করাট এক্ষণে গজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পক্ষোক্ত আপত্তি সম্বন্ধেই গ্রাহ্য করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাছার উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কাছারই প্রায় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায়ত না করিলে একতরফা মোকদ্দমার পুনরীর বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্বশে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অতিপ্রাণ প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনাও প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ত্রৈরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রী টাকা আদায়ত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপীল করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল আধীন তালুকর রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সচিব সাফাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইসেও ঐ তালুকের অধিকারীরা জমীন্দারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি খাটিতে পারে কিনা এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাউত্বে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে নাই। গতানুগতিক সংশোধিত কাগজপত্রাদি উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্ডার হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা নাকী পাড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বোক্ত কাগজপত্রাদি বর্ডারবার নিমিত্ত এইরূপ ভারের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেহে নিয়মানুযায়ী বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকার সহস্রাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ৪ দৃশ্য দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও কালচাসিলী জনা সম্বন্ধে দেশাচারাদিগণ নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষভাবে বর্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তৎসম্বন্ধে আমরা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কিনা এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ক্ষতি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষভাবে কোম দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যিক কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আরও জাতি ও গোর খোতের কল্যাণবস্থা সম্বন্ধে ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রহণ করিবার স্বত্ব সাক্ষরী দ্বারা বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারংবার কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎসর্গসাধন করা যাউত্বে পারে কিনা এবং প্রাপ্যতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে রক্ষণ নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আত্মা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

| গেজেট। | | | | তারিখ। |
|----------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ইণ্ডিয়া গেজেট | ... | ... | ... | ১৮৮৩ সালের ৩. ১০. ও ১৭ মার্চ। |
| কলিকাতা গেজেট | ... | ... | ... | ১৮৮০ সালের ৭. ১৫. ও ২১ মার্চ। |

দেশীয় ভাষায়।

| প্রদেশ। | ভাষা। | তারিখ। |
|---------|---------|---------------------|
| বঙ্গদেশ | বাংলা | ১৮৮৩ সাল ২৪ অপ্রিল। |
| | হিন্দী | ১৮৮৩ সাল ৪ মে। |
| | উড়িয়া | ১৮৮৩ সাল ১৭ মে। |
| | ... | ... |

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি ইহাই আমাদের মত।

সংশোধিত আশায় পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা উচিত

| | |
|---------------------|------------------------|
| এস. সি. বেলী। | টি. ডবলিউ. গিরম। |
| হিউস টমসন। | আমীর খান। |
| সি. গি. উলবার্ট। | ডবলিউ. ডি. সিউ. হট্টর। |
| জি. এ. সি. উলবার্ট। | এচ. হেনলিঙ্গ। |
| জে. ডবলিউ. কুইডন। | |

কমিটির মন্তব্যের লক্ষ্য এট রিপোর্টে যথাসম্ভবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে আশ্বস্ত করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপি মূল নিয়মের ও তৎসম্বন্ধে অনেক কথাই প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কুমারদাস পাল।

পাণ্ডুলিপি মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর রাঁধ জীৱিত কুমারদাস পাল যে নিয়মেই উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মানুযায়ী ও তিনি অনুসারে এখ রিপোর্টে আমি আশ্বস্ত করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এখ রিপোর্টে আশ্বস্ত করিলাম।

দ্বারতন্ত্র।

১৮৮৪ সাল ১৭ই মার্চ।

তকসীল ।

রাজ্য ও কৃষি সচিব কৃষি বিভাগে ভাবভরণের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১ মাঘ তারিখে ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের আকসিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ১৮৭৬—১৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে ১১২৮—৬১৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

দানাবর জীযুত টি. এম. গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বাঙ্গালার ভূমি অধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘাশুভিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

রাজ্য ও কৃষি সচিব কৃষি বিভাগে ভাবভরণের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১৬৪ R. নং আকিসের আকসিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে ১১৩০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে ২০২১—৮৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ২০৮১—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে ২০৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

উর্বিয়ার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১ম নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।

উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ব্রিহত্তের জুয়াধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গ ও বেহারদেশের জুয়াধিকারীদের সদন কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসংলিখিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।

মুহম্মদসিহ জমিদার অধ্যক্ষ লেরপুরের কএকজন জমিদার, ডালুকদার, ও দখাবজি জুয়াধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৬৭১ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।

রাজপাহীর জুয়াধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।

বাবুদ্বাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৪ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভালান্দা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দিষ্টনাবল [৩৭ নং কাগজপত্র] ।

ভাগলপুরের জুয়াধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২০১ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।

ব্রিহত্তের জুয়াধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। বন্ধিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক কথা।
- ৫। ভালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

ভালুকদারদের সম্পত্তীয় বিধি।
খাজানা বন্ধ করার কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ানধি যে ভালুক ভোগ হইয়া থাকিবে তাহা কোমর স্বত্বসমূহ তাহার খাজনা বন্ধ হইতে পারিবার কথা।
- ৭। ভালুকের খাজনা বন্ধের নীতি কথা।
- ৮। বন্ধিত খাজনা মাত্রে খাজনার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।
খাজনা কমঃ বন্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৯। খাজনা একবার বন্ধিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বন্ধিত হইতে না পারিবার কথা।
ভালুকের অন্যান্য অনুচ্ছেদ কথা।
- ১০। চিরস্থায়ী পানুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
দিবর কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী ভালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।
পতনী ভালুকের কথা।
- ১২। পতনীস্বরের পেটাও বিলি করিবার কন্ম-
তার কথা।
- ১৩। পতনী ভালুকের ভূমিকারির হস্তান্তরকমে
একতর স্থানে আমল চাহিবার অধিকার
কথা।
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৪। ইচ্ছাপূরক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী
করিতে হইবার কথা।
- ১৫। খাজনার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৬। খাজনার ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা
কিনা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৭। রেজিষ্টরী না করিবার ক্ষেত্র কথা।
- ১৮। ভূমিকাদারকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ১৯। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূমিকাদারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২০। ভূমিকাদারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার সকল
বিধির কথা।
- ২১। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্পত্তীয় বিধি।

- ২২। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অনু-
মতের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিধিট রায়তদের সম্পত্তীয় বিধি।
সংধারণ।

- ২৩। বর্তমান দখলীস্বত্ব চুক্তি থাকিবার কথা।
- ২৪। বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৬। গ্রাম ও মালিকদের অর্থকরণের কথা।
- ২৭। ভূমিকাদারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
কমল কথা।
- ২৮। এতমালী মালিক ও ইজাবদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ২৯। খামার জমী সংক্ষেপের কথা।
- ৩০। দখলীস্বত্বের অনুচ্ছেদের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূরক বিক্রয় করিলে ভূমি-
কারির অধিগ্রহণ করিবার অধিকার কথা।
- ৩২। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূমিকাদারীর
অধিগ্রহণ করিবার অধিকার কথা।
- ৩৩। উচ্চা করিবার স্বত্ব রক্ষা করা গেলে ভূমি-
দিকারীর এককগ্রহীতার স্থান লইবার
অধিকার কথা।
- ৩৪। দখলীস্বত্বান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৫। পূর্ব কথক দ্বারা কাগাপকে ভূমিকাদারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্ট বিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৬। দখলীস্বত্ববিধিট যে রায়তেরা কোর্ট বিলি
করে, তাহাদের ভালুকদারে পারিবারিত
হইবার কথা।
- ৩৭। মাপাটার কালের নিয়মের কথা।

ধার।

খাজানা হুজির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজি বিধের নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিক্রমে খাজানা হুজি করিবার কথা।
- ৪২। পুনরার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজি করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বনায়জ্ঞানিত উৎপাদিকাশক্তিরূজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুজি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমত খাজানা হুজি করিবার আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্ধাৎ দ্রবদ্রব্যাদির কথা।
- ৫২। প্রধানত শস্যের মূল্যের তালিকা করিবার কথা।
- খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৩। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাতিবার কথা।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা হুজি নিতে অসীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। “দখল চণ্ডাল” শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ণি রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্ণি রাইতের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্ণি রাইতদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধার।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

খাজানা দিবার কথা।

- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা বেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।

- ৭০। ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাঠিবার স্বত্বের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ মিদ্ধতি না হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অবিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এনং অনুমিতি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আমানত করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার বৃত্তি দিলে ঐ বৃত্তি কি মিদ্ধতিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আমানত পাঠিবার লোটিসের কথা।
- ৭৬। আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দার হইবার কথা।
- ৭৮। যে বোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই বোত হটতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার সুদের কথা।
- ৮০। বৃত্তিবিহীন কারণে খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অন্যরূপে প্রতিবাদিত নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে জামিনপূরণের আঁজা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কমলী বা ডাউলী খাজানার কথা।
- ৮১। কমল বা ডাউলী বিভাগ করিবার নিদিষ্ট আঁজার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিশ না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থপ্রার্থীতার নিকট প্রচার দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আবওয়াব প্রত্যাখ্যান আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যান্য করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাতির বিষয়ক বিবিধ বিধান।
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। দখলীস্বত্বশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপয়রূপ দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে কতিপয়রূপের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইস্তক ও পরিভাষা করিবার কথা।
- ৯৫। ইস্তক করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাষার কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।
ভূমি মাপ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০১। মাপের ক্ষতির কথা।
কার্য্যাদায়কদের কথা।
- ১০২। কেবল সহায়িকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাদায়ক নিযুক্ত করিবেন না হইবার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাদায়ক নিযুক্ত করণার্থ তাহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
- ১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাদায়ক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে খাতিয়ার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে তাহার কথা।
- ১০৮। সহায়িকারিগণকে কার্য্যাদায়কতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহার কথা।
- ১১২। ভূস্বামির বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্যাদায়কের কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের লিপ্যভিত্তি উপর আপীলের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্যকরণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যাদায়কের কথা।
- ১১৯। যে সময় খাজানার পরিবর্তন কলং হইবে তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকরা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকিবে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাদায়কতানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত খাজানাসম্বন্ধী অসুস্থান না খাতিয়ার কথা।

১১ম অধ্যায়।

চারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।
- ১২৪। তালিকার বাহা লেখা থাকিলে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি লিপ্যভিত্তি করিতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উদ্ধৃত্তন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে বেবিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা যৎ কাল অবলম্বিত হইবার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেক্রমে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত হইবে সেখানে খাজানাদ্বির মৌকদমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কমচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যেহেতু ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাইলে কাগজপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১৪৩। মালীপত্র ও হিসাবজারী করিবার কথা।
 ১৪৪। সমস্তই কর্তৃত্ব প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দায়ী লোকের কথা না গেলে নীলামের ঘোষণা পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারের বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রেতার টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উপর টাকা যেক্রমে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দায়ী টাকা দেওয়া গেলে বাধ্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাও প্রজা আপন পাটানাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উদ্ধৃত্তন ও অধস্তন জমাধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিশেষের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অনায় ক্রোকের নিষিদ্ধ কতিপয় প্রকারের মৌকদমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। জমাধিকারী ও প্রজার মৌকদমায় বর্তীকিতে হইলে দেওয়ানী মৌকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে চিঠিরাশি-পত্রের কথা।
 ১৬১। নায়ের বা গোমস্তার স্বীকৃত মোস্তার হইবার কথা।
 ১৬২। মৌকদমার বিশেষ রেজিস্ট্রারের কথা।
 ১৬৩। খাজানার মৌকদমায় কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় দফার নিকট যে টীকা দেয়া আছে স্বীকার করা যার তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। ভূমি দিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। ক্রিয়াক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার মৌকদমায় আদালতের কথা।
 ১৬৯। খাজানাদ্বির ডিক্রী যে তারিখ অবধি চল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তি ও প্রজার প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অসম-বলনাথে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়িত্ব নিশ্চয় হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাধ্য খাজানা দায়ী করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজার স্বত্ব অনুযায়ী মৌকদমার কার্যপ্রণালীর কথা।

১৫শ অধ্যায়।

দায়ী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায়ী অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্বত্বের কথা।
 ১৭৭। "দায়" ও "রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। মোস্তার নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত প্রস্তুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৮১। সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসম্বলিত প্রস্তুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অবধারিত হারের বোতের প্রতি পূর্ণ কএক
ধারার বিধান বর্জিতার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বে
মালীমতবিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার
ও জাহাজ কলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ণ কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কাগজ
প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মখলীমতবিশিষ্ট যোত পূর্ণ কএক ধারামতে
ভালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আত্মা দিবার
ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। দিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইলে
অভিযুক্ত বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া
গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে
স্বীকার করিলেও যোত ক্রোক হইতে মুক্ত
হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম্রদবার্ণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া
গেলে, তাহা কোনও স্থলে উক্ত যোতের
বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন এজা আদালতে টাকা দিলে তাহা
খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার
কথা।
- ১৯০। নীলাম্রে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও
ডিক্রীমত খাতকের ন্যে পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাযা প্রণালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কাব্য ন্যে
হইবার কথা।
- ১৯২। দায়স্থটিকারী কোনও সিদর্শনপত্র রেজি-
স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। ভূমিাদি বৌকে দায়ের ন টিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- ১৯৪। খাজানার নিমিত্ত মরাসমী নীলাম্রদ বিধি।
পতনী - লুক নীলাম্রদ কথা।
- ১৯৫। ভূমিাদির মরাসমী নীলাম্রদ দ্বারা পতনীদারের
স্থানে পতনী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৬। সংসদের প্রারম্ভে নীলাম্রদ মরখাজ করিবার
কথা।
- ১৯৭। নোটিশ জারী করিবার কথা।
- ১৯৮। বৎসরের মরখাজে নীলাম্রদ মরখাজের
কথা।
- ১৯৯। ভালুকদার ভবনসমূহে আত্মা পরিণে
কাযা প্রণালীর কথা।
- ২০০। বাকীটাকা আদায় করা না গেলে ভালুক
নীলাম্রদ হইবার কথা।
- ২০১। নীলাম্রদ হইলে যে নিয়ম ন্যায়িত হইলে
জাজের কথা।
- ২০২। নীলাম্রদ কাযা দেওয়ে চালানিতে হইলে
জাজের কথা।
- ২০৩। খরিদারের মতের কথা।
- ২০৪। খরিদারকে দখল দিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম্রদ বন্ধ করিতে যে ক্ষমতা স্বার্থ থাকে
নেই পাকিস্তান আমানত করা টাকা আদায়
করিবার কথা।
- ২০৬। নীলাম্রদ অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৭। নীলাম্রদ হওয়াতে বাকির স্থায় অসিদ্ধ
হইতে পারে উহার ক্ষতিপূরণ পাইবার
মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৮। নীলাম্রদ উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে
হইলে জাজের কথা।
- ২০৯। রবিবার ও বঙ্গ দিম বিষয়ক বিধানের কথা।
অন্যান্য ভালুক নীলাম্রদ কথা।
- ২১০। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকর ভালুক সম্বন্ধে এই
অধ্যায় পরিণতি হইয়া খাটিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১১। চুক্তির দিক্রয় যোত বিধান কলবৎ হইলে
জাজের কথা।
- ২১২। কায়েনী মকররী পাটের কথা।
- ২১৩। কামিকারোপাধোণী কলবৎ চুক্তির কথা।
- ২১৪। চর ও দেওয়ান জমীর কথা।
- ২১৫। উইবলী ও চালচালি প্রণালীর কথা।
- ২১৬। চাঁদরান ভাঙ্গা সম্বন্ধে ন্যে খাটিবার কথা।
- ২১৭। বাস্তব ভূমির কথা।
- ২১৮। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

- মিহাদ বা ভাঙ্গা বিষয়ক বিধি।
- ২১৯। ৪ তকসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা
বা মরখাজের মিহাদের কথা।
- ২২০। তারতবর্ষীয় মিহাদ বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ এই মোকদ্দমা প্রকৃতিতে ন্যে খাটিবার
কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

- দণ্ডের কথা।
- ২২১। কমলে দেওয়ানামতে হস্তক্ষেপ করিলে
দণ্ডের কথা।
- ২২২। ভূমিাদির মরাসমী কলবৎ ও প্রতিনিধির কথা।
- ২২৩। ভূমিাদির মরাসমী কলবৎ দ্বারা কাযা করিবার
কথা।
- ২২৪। এজমা ন্যে ভূমিাদির মরাসমী একত্রে বা মাঝ-
রাগ কলবৎ দ্বারা কাযা করিবার কথা।
জাজ কলবৎ দ্বারা কাযা করিবার কথা।
- ২২৫। কলবৎ দ্বারা কাযা প্রণালী ও কলতা সংক্রান্ত
বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৬। বিধি প্রণয়ন ও কাযা ও চুক্তি করিবার কাযা প্র-
ণালীর কথা।
- ২২৭। বিলায় কিয়দল মিন বন্ডোবস্ত দাবী ও মরাসমী
বিধানের কথা।
- ২২৮। যোজিয়ার মরাসমী বন্ডোবস্ত হইলে মরাসমী
জিলায় যে ভূমি জমিদার ভবনসমূহ ন্যে
খাটিবার কথা।
- ২২৯। রাজস্বের নতুন বন্ডোবস্ত হইলে খাজানা
পারিসদন করিতে পারিবার কথা।
জাজের ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।
- ২৩০। মাদক ও বন্ধক প্রভৃতি সংক্রান্ত কথা।
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২৩১। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তকসীল।

- প্রথম।—যোত আইন রাইচ ১৯০৭।
- দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের রেজুলেশন
হইতে উদ্ধৃত।
- তৃতীয়।—কল ও হিসাবের পাঠ্য
- চতুর্থ।—মিহাদ।

বঙ্গদেশের জিহুত স্পেটেনেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জিহুত স্পেটেনেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাউকত্বে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিস্থিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তকৃত স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তৎসমীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তকসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তকসীল লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত স্পেটেনেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বহিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিস্থিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তকৃত স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বহু হইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বহে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । উক্ত প্রথম তকসীলে নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ধমান মন্ত্রিসভাধিস্থিত প্রথম তকসীলের কথা বা এই আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অতঃপর এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্জ্য হইবে, ও যৎকালে যে যে আইন এই অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিপরক এক আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান কারয়া অব্যবহৃত হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জীবিত হইবে না ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার বা পূর্ণাপন্ন করার ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মাণ্ডুয়ারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্টারে কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে ভূমি লেখা যায়, “বহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারা (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন ভূমির রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের সম্মানার্থেই বহাল বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ভূম্যধী বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকটই ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা মতল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা পসার যোগে প্রচার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে,” ও “দেওয়” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটিক্রমে বা এক প্রজাভ্যয়নের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “যোত” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাজালা সম চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সম চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সম চলিত থাকে, সেখানে সেই সম বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাজালা বেচার ও উড়িষ্যা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “চুক্তিস্বর” শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা চিক্রী-ক্রমক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দান বুঝাইবে ।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাব্যবহারী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত দ্বারা প্রকার উত্তরাধিকার বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনীর নাম লিখিতে না পারিতে চেষ্টাসমীকরিলে, “অক্ষরিত” শব্দে “চেরা-মতী করা” বুঝাইবে । এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের “মোহরাক্ষিত” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টকর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের কমতাজুসারে কার্য্য কারবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এই আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর কর্মসম্বন্ধে কার্য করিবার নিষেধ বৈকল্পিকভাবে নিষৃত্ত করেন উক্ত ক্ষেত্রে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “স্বত্বী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত সঙ্গতজন ও অন্যান্য তফসীল তালুকও অন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের প্রাণী বিষ- ৪ ধারা। এই আইনের
য়ক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক

প্রাণীর প্রাণী থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোম্পানীর, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক প্রাণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজনার কথা অবধারিত খাজনার চারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপর্য্যগত বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রকৃত দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজনা আদায় করিবার জন্য জমিদার ও রায়ত কোন তালুকদারের স্থানে গিয়া থাকে, তাহাকে যথাস্থানে রাখিবে, “তালুকদার” বলিতে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রকৃত স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীগণকে ও যাহারা ৩৭ ধারায় তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের, বা বেতনভোগী চাকরদারের দ্বারা অংশী-দের সাক্ষাৎ জমির চাষ করিবার নিষেধ জমি গ্রহণ করিয়াছেন, “রায়ত” শব্দে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃত জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীগণ ও ৩৭ ধারার নিষেধ-ধর্ম্মে এই শব্দে বুঝাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন জমিদার বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে জমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের বোতের অধিকার অধিক কোর্কি দিলে, তাহাদের সঙ্গতজন ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাদের ভূমির প্রতি, অর্থাৎ, যে স্বত্ব প্রাপ্তি আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন বোতের পরিমাণ কমিবে ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পোট ও লি করা গেলে, যাহা বিপণিত দখলি না যায়, তাহা প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারের সঙ্গতজন বিধি।

খাজনা রক্ষণ কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়সি যে তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ দিতে হইবে:—
(ক) যে জমিদারী অধীনে এই তালুক ভোগ করিয়া থাকে, তিনি দেশাচারক্রমে দেখিবে যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার খাজনা রক্ষণ করিতে স্বত্বাধীন, অথবা
(খ) এই তালুকদার আপনাকে খাজনা কমাইয়া লইয়া দায়িত্ব নষ্ট করিয়া দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজনা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকড়ী হওয়াতে কিম্বা রাজস্ব কর্মচারীর নিষেধ বা দেশাচারক্রমে নিষেধ ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে জমি গহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজনা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার সঙ্গতজয়ারী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।
(২) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৩) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৪) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৫) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৬) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৭) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৮) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৯) যে স্থানে কোন তালুকদারের খাজনা রক্ষণ করা যাইতে পারে, সেই স্থানে উহার পক্ষে নথি রাখিবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তাহা তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাহার অসম্মতির কারণে বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন : এবং তিনি তাহা না করিলে, মণ্ডস্বরূপ এক লত টাকার অমূল্য বস্তু টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার উহার নিজ বাকী থাকানার ডিক্রী জারী করিয়া ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অদিলয়ে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের ফী পাওনা দিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাফি-নামাত্র তাহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার উহার নিজ বাকী থাকানার ডিক্রী জারী করিয়া ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এখন যে তাহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী থাকানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে এহীতাকে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও সমুদ্র দাখী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়-মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত দিবিব আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার-ক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্বত্বশাল হয়, তিনি ভাণ্ডারকর্তারূপে তাহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, মোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যায় পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাহার বা তাহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কোন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশপূর্ব্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং এরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ব্যয় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করণের ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্বক এক ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী হইবার লোপা এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ মাসের লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কোন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাহারা বা তিনি ফী দিবেন না; নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। এরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ব্যয় ফল হইবে, এবং এরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ভিন্নের দ্বারা বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে ভূমাদিকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমাদিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমাদিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা উহার মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য স্থাপন করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমাদিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থাপন হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাছিলে, রায়ত হয় এই মূল্য বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমাদিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিংবা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূমাদিকারী হাজি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ী দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যতদূর কামেই উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত উক্ত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের যোগ্যতা ও নির্ধারণপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীকমে দখলীস্বত্ব নীলাম ডিক্রীজারীকমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমাদিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা কয় করিবার স্বত্বের কথা। ও তদুপরে এক জন ভূমাদিকারী হন, তবে এই ডাক ভূমাদিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে ৩২-সম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমাদিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যিক হয় ভূমাদিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা নোংরা বান্ধার বান্ধিকে দিবে, ভূমাদিকারীকে বান্ধার স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূমাদিকারীর অনুমতি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূমাদিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও নোংরা বান্ধার বান্ধা থাকিলে, যেদুটি কল হইত সেইদুটি কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে গিল্প হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূমাদিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রারী করা গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূমাদিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিধির নিষিদ্ধ সম্পদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কাগজে ভূমাদিকারী শব্দে কেবল পূর্ব এক ধারার কাগজকে ভূমাদিকারী (ক) যে ভূমাদিকারীর আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, শব্দে অর্থের কথা। সেই ভূমাদিকারীকে, কিংবা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু একপক্ষের আদেশক প্রাপ্ত উক্ত ভালুকদার ভূমাদিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের আবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমাদিকারী কিংবা ভূমি বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কাগজে ভূমাদিকারীর স্বত্বক্রমে কাম করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

কোফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিবিক্তরায়ত আপনাত্ত দখলীস্বত্ববিবিক্ত যে যোড়ের যে অংশ কোফা বিলি রায়তের কোফা বিলি করে, তাহা তদন্ত যোড়ের কবে তাহানের ভালুক-অধিকারের অধিক ভাগে, ভালুকদারের পণ্ডিত হইবার মারামের রেজিস্ট্রারী করিবার কথা। নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-

বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী করাইলে, এই আইনের মধ্যস্থায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

শব্দ (ক) দখল চেতুক, জ্বীর্ণক বলিয়া, পণ্ডিতগণতঃ চূড়ান্তক্রমে, কিংবা টেনসিক বা গাহা চাকরীতে বা তীর্ণ-যাজার বাওয়াতে কিংবা কালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাত্ত অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূমাদিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে। এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক লাখ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী দ্বয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বোক্তর প্রতি

এই আদেশ করিতে পারিবে যে, তিনি পুনঃ ধারার নির্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ক্ষী এবং ভূমাদিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ক্ষী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূমাদিকারীর উপর জারী করাইবে। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ক্ষী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাঁচিনামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূমাদিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত নীলাম দ্বারা ভাড়া হইলে, ভূমাদিকারী প্রার্থনা তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ক্ষী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যখন এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তখন ভূমাদিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তৎক্ষণাৎ একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যখন হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামতে বিধির আদেশমতে ভূমাদিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তখন যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বাধীন হন, তিনি ভালুকস্বরূপ তাহার যে খাজানা পাওয়া হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবলীর দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূমাদিকারী ভূমাদিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা। যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরক্রমে বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূমাদিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কোন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূমাদিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশ যুক্ত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় সেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন মেরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূর্বক এক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার লোপ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূমাদিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ দিবসের লিখিত ক্ষী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কোন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাহার বা তিনি ক্ষী দিবে না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূমাদিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ক্ষী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ক্ষী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে জুম্মা-ধিকারীর উপর জারী করা হইবে।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহের মধ্যে জুম্মাধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। জুম্মাধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে জুম্মাধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য স্থাপন করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। জুম্মাধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থাপন হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় এই মূল্য বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত জুম্মা-ধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ কালের মধ্যে জুম্মাধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ী দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে জুম্মাধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এত ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসর-দের যোগ্যতা ও নির্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলীস্বত্ব নীলাগ ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং তুই বা তদধিক ব্যক্তি চাইলে জুম্মাধিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা এক জন জুম্মাধিকারী ও তদধিক এক জন জুম্মাধিকারী হন, তবে এই ডাক জুম্মা-ধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎ-সম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাঠিবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস জুম্মা-ধিকারীর উপর জারী করা হইবে এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় জুম্মাধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, জুম্মাধিকারীকে বাদির স্থানে দণ্ড্যমান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রত্যাশ করিবেন এবং জুম্মাধিকারীর অনুমূল উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে জুম্মাধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেদুটি কল হইত সেদুটি কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্ট্রী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, জুম্মাধিকারী দখলীস্বত্বদান জুম্মাধিকারীর বিরুদ্ধে গিফ্ট হইবে না।

(২) রেজিষ্ট্রী করণের নোটিস জুম্মাধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জা দেওয়া না গেলে, রেজিষ্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ প্রকরণ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করিবেন না।

(৩) প্রকরণ কোন দান রেজিষ্ট্রী করা গেলে, রেজি-ষ্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রী করণের নোটিস জুম্মা-ধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমান কর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিধানবিষয়ে নিষিদ্ধ সপাকের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধ থাকিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কার্যক্ষে জুম্মাধিকারী পূর্বে এক ধারার শব্দে কেবল কার্যক্ষে জুম্মাধিকারী (ক) যে জুম্মাধিকারীর অবাবহিত লোকের অর্থের কথা। অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমীমালিক, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু প্রকরণে আবশ্যক হইলে উক্ত ভালুকদার ভূমীমালিক বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমীমালিক কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কার্য-ক্ষে জুম্মাধিকারীর স্বত্বক্রমে ক্রয় করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিলিষ্ট রায়ত আপনাদে দখলীস্বত্ববিলিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোফা বিলি রায়তের কোফা বিলি করে, তাহা তদন্ত যোতের কবে তাহাদের ভালুক-অধিকারের অধিক চাইলে, ভালুক-দারের পরিষিদ্ধ হইবার দায়তের রেজিষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-বন্ধ হয়, সেটাই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া

সরকারী রেজিষ্ট্রীতে আপনাকে রেজিষ্ট্রী করাইলে, এই আইনের মধ্যস্থায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বরস চেতুক, স্ত্রীমালিক বলিয়া, পীড়াদশতঃ, চূড়ান্তক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গাংখা চাকরীর বা ভাড়া-বাজায় বা ওখাও কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকিলে, যে কোন ব্যক্তি তাহা করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদে অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারী পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিধি রায়ত থাকিলে, যেহেতু ৭ যেহেতু নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত, সেইহেতু ৭ যেহেতু ৭ সেইহেতু নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

৮৫ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারী পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্সি বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৮৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিধি রায়ত আপনায় যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রেরণ থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরমহতুক, স্রীলোক বলিয়া, পাড়াবন্দী, বর্ষটনাক্রমে, কিম্বা টেনিক বা গাছকা চাকরীতে কিম্বা জীর্ণযাত্রার বাওরাতে কিম্বা কালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাব করিতে অক্ষম হইলে, আপনায় অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কাযপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়সীমা সাত বৎসর কাল গণনা করা হইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৮৭ ধারা। যাহা বিপত্তী প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিধি কোন রায়তের মতকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৮৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিধি রায়ত মুদ্রারূপে (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকৃতপক্ষে রুজি করা হইবে না।

মুদ্রারূপে খাজানা দি
বিস্তারিত বিবরণের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিধি রায়তের যে মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টারী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাদীনে রুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে তাহার রায়তের পূর্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আশার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অনুমত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করা দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমত পানের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করা দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মতানুযায়ী রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করিবার পূর্বে এইরূপে জামিয়া হইবে না।

৯০ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রকারে পূর্বে ভোগ পুনরায় বিলি করি- করিতেন, তাহা যে আইনের বার বলে খাজানা বা মতানুযায়ী অন্তর্গত তথাকার হইতে পারে। কোন বাসেন্দারায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিষ্টারী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রকারে যে খাজানা দিতে, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চ হার খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহির্ভূত।

৯১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিধি রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত মোকদমা দিয়া প্রা- ভোগ করে, সেই যোতের তানাহত করিবে না। ভূস্বামিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধারায় খাজানা রুজি করিবার মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে না, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিধি রায়তেরা নিকটস্থ লেঙ্গ প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিধি ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাজানা নমোস্ত গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বামিকারীর দ্বারা বা তাহার প্রচেষ্টা যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হইয়াছে।

৯২ ধারা। প্রচলিত হারে কম হারে খাজানা দেওয়া হয়, এই হেতু বহিরা খাজানা প্রচলিত হার ধরিয়া প্রা- রুজি সাধারণ করা গেলে, তানাহতসম্বন্ধীয় বিধি।

(ক) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদন্তে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে রাজস্ব কমচারীকে ক্ষমতা দেয়, তাহা দেওয়ানী মোকদমার কাযপ্রণালী বিবরণ আইনের ২৮ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপে আজ্ঞা করিতে পারিবে না।

(গ) কোলরারতের যেখানে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিবিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু কত টাকা খাজানা রুজি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রুজি হেতু ধরিয়া খাজানা রুজির দাওয়া করা গেলে,—

মূল্য রুজি হেতু ধরিয়া খাজানা রুজিসম্বন্ধীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরীঃের যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অর্থাৎ যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কাঙ্ক্ষক বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত ত্রিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রুজি করিবেন না যে, বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-
সাধন হেতু ধরিয়া খাজা-
না রুজি বিষয়ক বিধি। ৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রুজির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা রুজি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রুজি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনধারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) এই উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার করণ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল লা কলিলে, ডিক্রী পুনঃপ্রদান ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা-
শক্তি রুজি হেতু
ধরিয়া খাজানা রুজি সম্ব-
ন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি রুজি হেতু ধরিয়া খাজানা রুজির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে রুজি কিংবাকীল বা টেমিন্ডিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রুজি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে রুজি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট রুজির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানারুজি উপযুক্ত
ও ন্যায্যরূপে হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যাহা যৌকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যরূপে বোধ হয়, আদালত কোন যৌকদ্দমার এরূপ খাজানারুজির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানারুজির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অধিকারী আদায় করিতে লম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা।

রায়তের কষ্ট হইবে, তবে তাহা করিতে পারিবেন যে এই রুজি ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রুজি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রুজি করিয়া পাঁচ বৎসরের অধিক কএক বৎসরে ততদূর রুজি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-
হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য রুজি হেতু
ধরিয়া কোন যৌতের খাজানা
রুজির যৌকদ্দমা উপস্থিত করা
গেলে, যদি যৌকদ্দমা উপস্থিত
করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের
মাঝে মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই যৌতের
খাজানা রুজি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের
বৎসরের মধ্যে ৫০ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্তন
করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন
দ্বারা রুজি করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু
বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রুজি করিবার কিম্বা
দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া যৌকদ্দমা ডিসমিস করিবার
ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই যৌকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী যৌকদ্দমার কাগ্যপ্রদানী হিসয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কমান্বার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলদার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-
কথা।
নার খাজানা কমান্বার যৌক-
দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যৌতের ভাণ্ডী
কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই
বিধানের স্বস চাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

খাজানা কমান্বার কথা।

৫২ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলদার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-
কথা।
নার খাজানা কমান্বার যৌক-
দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যৌতের ভাণ্ডী
কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই
বিধানের স্বস চাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

খাজানা কমান্বার কথা।

৫৩ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলদার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-
কথা।
নার খাজানা কমান্বার যৌক-
দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যৌতের ভাণ্ডী
কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই
বিধানের স্বস চাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

(ক) ঘোড়ের জবী রায়তের দোষ বা তিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে স্থানিকভাবে অপরূপ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন যোকদ্দম উপস্থিত করিলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাঁহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্ধাৎ দরের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য অর্থাৎ, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে সময় ধাৰ্য্য করেন, সেই বা সেই সময় সেই শস্যের কমলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুমানিক কাঁচো সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর নোটিস যোগে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন স্থানীয় ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিকল্পে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রপাওরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন ঘোড়ের মিস্ত্রি শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়; কিম্বা শস্যভেদে তিন ২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা সুদারূপ খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা সুদারূপ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী উহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন। যে, রায়ত শস্যরূপে বা পুরোভরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এইরূপ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির মিস্ত্রি গড়ে যে সুদারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও
(খ) পূর্ব দশবৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যেত হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সমর্যাবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্মচারীরা অন্য যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে মন্ত্রিপরিষদে বিধি করিবার ক্ষমতার অধীনত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কাঁচাপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কাঁচাপদ্ধতি কোমু-কোমু খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কাঁচাকারকেরা চুবি রেজিষ্টারী করেন, তাহাদের কাঁচাপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীশ্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীশ্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় বাচিবার এই আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে বাচিবে।

৫৭ ধারা : কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৫৮ ধারা : রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ১০ ধারা-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৫৯ ধারা : কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়ঃ উচ্ছেদ করা যাইতে পারবে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে বাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু ধরিয়ঃ।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বস্বত্বীয় কায়ার অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই অংশনসম্মত এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাঁহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে সে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়ঃ।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাটক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়ঃ।

(ঘ) ১০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধায়া হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পথান্ত্রে সে ভূমি ভোগ করিতে অস্বীকার, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়ঃ।

৬০ ধারা : মিয়াদ অতীত হইবার অন্তর ভয় নাম থাকিতে, রায়তের উপর উচ্চ-রায়তবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাটের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়ঃ।

কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করার মোকদ্দমা উপস্থাপ্ত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থাপ্ত করা যাইবে না।

১০ ধারা : (১) ভূম্যধিকারী বাকী খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থাপ্ত করিবার পূর্বে ভিন্ন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি নিষেধ অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়ঃ কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থাপ্ত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর ভারী করিবার নির্দিষ্ট একরূপে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট একরূপে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট একরূপে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থাপ্ত করেন, তবে প্রযোজ্য যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মত হইবার তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোগে দখল করিয়া থাকিতে, যতদূর থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বসারীর লিখিত নিয়মামুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) একরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটতম সেই প্রকারের ও প্রকৃপ স্থানবিশিষ্ট ভূমির নির্দিষ্ট রায়তের গণ্ডে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দুটি রাখিবেন, কিন্তু গাবেক খাজানার উপর ঢাকার আটজানার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে সে রায়ত বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি তাহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা : কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চাষিয়ার লিখিত পাট দাখিল দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটের এই মাসের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্যপত্রক এই পাট্টাক্রমে তাহাকে দেখল
দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। যুদ্ধরূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের দ্বাৰা
যে খাজানা আদায়
করিতে পারা যাইবে,
তাহার দীয়ার কথা।

এরূপ ভূমি ভোগ করে, তাহার
ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা
দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত
শতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা
রায়তদের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ
টাকার ও

(খ) অন্য কোন দলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে
উচ্ছেদ করিবার নিয়মের
কথা।

এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
অনুমান ছয়মাস থাকিতে নিম্নলিখিত
প্রকারে কোন কোর্কা রায়তদের
উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত

নোটিস জারী করা না
গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী
তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত
ধারিকার সম্বন্ধে বিধি
ও অনুমানের কথা।

তাহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি
যাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ
খাজানায় বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন
হইয়াছে এই তেজু দিনা এই খাজানা বা খাজানার হার
রুদ্ধ হইতে পারিবে না।

(২) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও তাহার স্বার্থগত
পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন
মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার প্রমাণ হইলে,
যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি এই খাজানায় বা খাজা-
নার হারে তাহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-
ধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর
প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা
তৎক্রমে নিম্নলিখিত ভাৱিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী
করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা শ্রেণী
বিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টারী করা
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই ভাৱিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান
খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপাদনের অবধারিত
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর
নিতির হইয়াছে বলিয়া, কিন্তু রায়ত ও ভূম্যধিকারী
উভয়ের সম্মতিতে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-
রিত টাকা খাজানাস্বরূপ প্রদান করা গিয়াছে বলিয়া
কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে
কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি চুইতে পৃথক করা
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত
করা গেলে, যোতের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার
কার্য্য হইবার কোন প্রভাব হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিন্তু
ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে,
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে
খাজানার পরিমাণ ও
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে
অনুমানের কথা।

কিন্তু কোন কৃষি বৎসরে
সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ
করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ
উদ্ধৃত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-
বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই
খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ
হইলে খাজানার পরি- ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন,
বর্তনের কথা।

দাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি
থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাহার অভিযুক্ত
খাজানাদিতে হইবে, এবং

(খ) শিকন্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ
কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান
হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নতু ভূমি উপবস্তীক্রমে
বা প্রকারান্তরে তাহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং
এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানা যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা
নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের
ও তৎরূপ সন্নিবিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর
প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং
ভালুকদারের বেলা তিনি আপনার ভালুকদের খাজানা
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি
খাটিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ শটে,
তাঁহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়,
খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদেয়
খাজানার সেই অংশ হইবে, কিন্তু নতু ভূমির বার্ষিক
মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরি-
মাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ
খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয়
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভালুকদার ও তদীয় ভূমাদি-
কারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে,
খাজানার কিস্তির কথা। তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ
তারিখে ভালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া
যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে
ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার
না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্ব্যতীত কোন স্থানের
নিমিত্ত যেহে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই-
কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রাজত্বের বা কোফা রাজত্বের যে মুদ্রারূপ
খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নিম্নক্রমে বার্ষিক
খাজানার অংশস্বরূপ সেই কিস্তি ও বৎসরে চারিব অংশ-
ধিক যেহে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিক্রমে ও
সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না
থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির
বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে,
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময়
এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া
দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে
হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি
বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকি-
ক নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয়
হয়, সেই তারিখের সহায়ত
খাজানা দিবার সময়
ও স্থানের কথা। হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির
টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে দেহ স্থলে প্রজা আপন খাজানা
আমানত করিতে পারে, সেই স্থল ছাড়া ভূমাদিকারীর
প্রমাণ কাছারীতে কিম্বা তদ্ব্যতীত ভূমাদিকারী অন্য যে
স্থবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা
দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডার-
ক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে
পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে
সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথানিধি
দেওয়া না গেলে, তাত্কা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে
কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে
টাকা বেরূপে জমা
করা। কিম্বা যে বৎসরের সে কিস্তিতে
উহা জমা দিতে চাচ্ছেন, তাত্কা
নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং
তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্য-
দিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন,
সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে
পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূমাদিকা-
রীকে খাজানার হিসাবে টাকা
দিলে যত টাকা দেন, উক্ত
ভূমাদিকারীর স্বাক্ষরিত ও
বাংলায় লিখিত কবজ উক্ত ভূম্য-
দিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

(২) ভূমাদিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত
করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় ডফনীতে কবজের যে
পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সম্বন্ধে
সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ
কোন জেলার মৌকদমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ
করেন, সেই পাঠে যেহে বিশেষ কথা লিখিত থাকে,
কবজ ও অনুলিপিতে সেইহে বিশেষ কথা লেখা
থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার
আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত
মর্মান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই
তারিখ পধ্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ বিষ্কৃ-
তিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত
প্রজার যত খাজানা দিতে
হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে
বলিয়া ভূমাদিকারী স্বীকার
করিলে, এই বৎসর অবসান
হইবার তিন মাসের মধ্যে
এই প্রজা দিনা পরে আপন ভূমাদিকারীর স্থানে
উক্ত ভূমাদিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ
কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূমাদিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা
চারিআনা কী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন
মাস মধ্যে এই আইনের তদীয় ডফনীলের পাঠে
কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিম্বা
বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন জেলার
মৌকদমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই
পাঠে যেহে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত
হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূমাদিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি
প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাও একরূপ বিশেষ কথা
লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি
কবজ ও হিসাবের
বিবরণপত্র না দিলে এবং
অনুলিপি না রাখিলে
দেওয়া কথা। ভূমাদিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার
নির্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত
কবজ দিতে অস্বীকার বা
উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা
খাজানা দিবার তারিখ অবধি

তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তৃ-
তির অধিক আদালত যাতা উচিত বোধ করেন সেইরূপ
যেহে টাকা উক্ত ভূমাদিকারীর স্থানে আদায় করিবার
নিমিত্ত মৌকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(১) যদি ভূমি মালিকানা প্রমাণ দাখল করা হয় ৭১ ধারার নিম্নলিখিত কোন বস্তুসমূহের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপে কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বস্তুসমূহের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বস্তুসমূহ প্রজা ভূমি মালিকানা দিতে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অতিরিক্ত আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূমি মালিকার স্থানে আদায় পরিবার মিলিত উক্ত প্রজা পরবর্তী ক্রমি ৭২ ধারার মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূমি মালিকার উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায় করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে
খাজানা আদায় করি-
বার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব
করেন এবং ভূমি মালিকারী তাহা
লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে
অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা
একরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা
লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে এই টাকা সচাংশীদারদিগকে সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তজ্জনা সচাংশীদারদের
সংস্কৃতি কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা।

(দ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি এই খাজানা পাইবার
অধিকারী এতদ্বারা প্রজার প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে;
সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্শে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কন্মচারিকে
নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আকিসে আদায় করিবার অধিকার পাইবার
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে ক্ষেত্রে দরখাস্ত করা যায়, এই দরখাস্তে
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (খ) স্থলে যে ব্যক্তিকে লেখ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা মোকদ্দমার রত্নান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি
জানেন একরূপ কোন ব্যক্তি তাঁহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার
অতিরিক্ত যে কী দিবার আদায় করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কন্মচারির নিকট পূর্বধারা-
বত দরখাস্ত করা যায় যদি

যে খাজানা আদায়
করা যায় রাজকীয় কন্ম-
চারী তাহার সম্মুখে দিলে
এ বসীদ নিষ্কৃতিপত্র
হইবার কথা।

তাহার বোধ হয় যে দরখাস্ত
কারী উক্ত ধারাবতে খাজানা
আদায় করিবার অধিকারী,
তবে খাজানা লইয়া তজ্জনা
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কন্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে দেওয়া যায় তাঁহা
প্রজার দেয় যে খাজানা পুনোক্তরূপে আদায় করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা।

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাহাকে
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতিভাবে
সচাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা
পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কন্মচারী আদায় লন তিনি
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস
আদায় পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা-
নোটিসের কথা। কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। এই নোটিস সমুদয় প্রয়োজনীয় রত্নান্তের বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারামতে আদায়ের টাকা কাহাকেও দেওয়া
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির এই টাকা পাইবার
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কন্মচারী বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দিয়া
ধরায় আদায় পাইবার নোটিস প্রদান করা হইবে।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কন্মচারির
নিবেদনায় আদায়ের টাকা
আদায় টাকা দিবার পাইবার অধিকারী বলিয়া
বা কিংবা দিবার কথা। বোধ হয়, তিনি তাহাকে এই
টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে
ব্যক্তির একরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় এই টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল
অফিসের করিয়া এই টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায় করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই
ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কন্মচারির নিকট খাজানা
আদায় করা যায় তাহার দত্ত রসীদ কিংবা দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আদায় না থা-
কিলে আদায় টাকা আদায়কারীকে কিংবা দিয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদায় গ্রহণকারী
কোন কন্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে তারতবর্ষের
পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জম্বুত জেট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তাহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য মোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য মোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

(২) ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীক্রেমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূমিধিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমিধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমিধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিষয় হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন মোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাজানী সন চাল ও থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যেষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূমিধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্বদান হইউন বা না হইউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইবে ঐ সুদ নিম্নলিখিত থাকিবে, এবং ডিক্রী তাড়িত অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য করিবার বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার ও পক্ষদের মধ্যে কোন মিশ্রণ হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ : বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমার যদি ব্যক্তিগত কারণ বিনা খাজানার দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপুরের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা বাকী।
(১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমার যদি ব্যক্তিগত কারণ বিনা খাজানার দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপুরের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা বাকী।

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুর উপযুক্ত বোধ করেন বাদির ও তালিপুরের টাকা পাটবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাকী ব্যক্তিগত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুর স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাগলী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত (ক) সেই স্থলে যাচাই আদায় কথা।
(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূমিধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্মচারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর পরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন স্থলে ভিলার বা মক্দ্দমার সার্ভিসেট সাহেবের নচে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ নিষিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাচাই যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা কসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, গেলে, কার্যপ্রণালীর আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্মচারীর প্রতি এত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণে আবেগস্বরূপ আপনায় সহিত লন এবং আবেগের লওয়া গেলে উক্ত আবেগের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ভর্য প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসময়ে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিশ ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তখন এক তরফা কায্যাব্যুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কায্যাব্যুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহানের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তৎসময় আদেশ্যক লোক করিলে সেই তৎসময়ের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা নায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাহাদ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৫) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উপর কসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেল, সমস্ত কসল লগ্নের কসল সম্বন্ধে দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উপর কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেল, এবং উক্ত বিভাগ করা হয়, তাৎসমস্ত কসল লগ্নে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উক্ত ক্ষেত্রেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যে নিয়মিত কালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে জমিদার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শাসন সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের সমস্ত সর্ভাধিকার পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, কসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তনহইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূমিকারীর স্বার্থ

হস্তান্তর করা গেল, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেল, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে এই প্রজা

উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রজাভীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজাভীতা নিম্নলিখিত প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধ বস প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত ভানওয়ার আবেদন প্রভৃতি যথাক্রমে অন্যান্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন এর পর্ষ করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ

কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, ক্রিয়ামতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার দ্বারা কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপরে কোন অংশ ভূমিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ

করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে একপে গৃহীত টাকার বা উপরের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার আনুমানিক ভানবিলত দণ্ডরূপে যত টাকা উচিত লোভ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা এরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের আনুমানিক টাকা ভূমিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত যেকোন উদ্দেশ্যে করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কায্যপক্ষে কোন রায়তর যোঁতর সম্বন্ধে 'উৎকর্ষ সাধন' শব্দ ব্যবহৃত হইলে অর্থ।

যে কোন কায্য দ্বারা গোতর জমাই মূল্যবদ্ধ হয়, যাহা উক্ত গোতরের উপযোগী এবং উক্ত বৈউদগো জম্য দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ এবং যাহা গোতরের উপর করা না গেলেন সাফাৎসম্বন্ধ উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাফাৎসম্বন্ধে এই যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কায্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, সম্মিলিত কার্যে
এই ধারার মর্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে।

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কৃষি কৃষিকার্যে নিযুক্ত
সমূহের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিভরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কৃষি যে
পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জল-
নিঃসরণ কৃষি নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,
কৃষি জলপ্রাচীর ন হইতে রক্ষা করণ, কৃষি জলজনিত
ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কৃষি তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্করিণী কোন পর্ষদ নুতন করিয়া বা পুষ্ক-
রিণীর করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্জন
করা; ও

(চ) আবশ্যক নাহিলে যত্ন সমেত রায়ত ও স্থানীয়
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য করেন,
তদ্বারা স্থায়ী ভূমিকারী বা মহালের বা ভাণ্ডারের মূল্য
বিশেষরূপে কন হইয়া পড়িলে, এই কাংরা এই আইনের
অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রায়ত অনধারিত থাক নার কিস্তি অব-
অবধারিত হারে ভবি- ধারিত আদানীর হারে
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ- ভূমিভোগ করি, ও স্থায়ী ভূমি-
সাধন করিবার যত্নের দিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে
কথা। কোন উৎকর্ষসাধন করিতে

তাঁহাকে ভূমিকারীদরূপে বাধ দিতে পারিবে না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার
মখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা
মখলীস্বত্ববিধি যোত ভূমিকারী মাজে উৎকর্ষ-
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন সাধন করিতে সম্মত আছেন,
করিবার যত্নের কথা। এই তেতু বিনা রায়ত বা ভূমি-
দিকারীদরূপে উক্ত যোত

সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবে না।

(২) যদি রায়ত ও ভূমিকারী উভয়েই একটি
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূমিকারী
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না
হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার
থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূমি দিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার সম্বন্ধে, কিস্তি

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিস্তি, এতৎ-
সম্বন্ধে বিধান উদ্ভূত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) মখলীস্বত্বশ্রী কোন রায়ত
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত আবশ্যক ব্যক্তির
করিবার যত্নের কথা। যত্ন সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু

উক্ত যোতে কিস্তি পঞ্চাশটি বিধানমতে না হইলে
আপনার যোতসম্বন্ধে স্থায়ী ভূমিকারী অধিনিতি না
লাইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্থায়ী ভূমিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না
থাকিলে, যে মখলীস্বত্বশ্রী রায়ত আপন যোত
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ে মধ্যে
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমিকারীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুমতিপত্র দিতে বা প্রেরণা-
হতে পারিবেন, এবং ভূমিকারী এই অনুমতি পান
করিতে অক্ষম হইলে, বা অশেপা করিলে, আপন এই
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমিকারী আইনমতে
ভূমিকারীর উৎকর্ষ- যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিস্তি
সাধন রেজিষ্টারী করি- যাঁহা আইনমতে তাঁহার খরচে
বার কথা। করা যায়, কিস্তি যাঁহা করিতে
তিনি প্রত্যেকে সাক্ষ্য করি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গণপরিষদের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
ষ্টারী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গণপরিষদে বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রাথমিকপত্র সেধরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেধরূপে সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় উদভের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা
নিশ্চয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রসিদ্ধ ভবিষ্যৎ পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আদেশ প্রসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা,

(খ) এই আইন প্রসিদ্ধ হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কাগজ সাক্ষর হইবার তারিখ অবধি,

১০ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
এমত লিপিবদ্ধ করিবার করা যায় তাহার প্রমাণ লিপ-
প্রার্থনার কথা। বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট

প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,
এ বিষয় কোন দণ্ডাধীন আদালতে তদন্তাধীনে রহি-
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী তাঁহা পক্ষের সম্বন্ধে এমত
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারায় কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে কিস্তি তাঁহাদের
অধীন দায়দারার ব্যক্তির মধ্যে পরে যে কোন
আন্তর্ভূমিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

১৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যৌত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় আধিকার প্রার্থী-ধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করি-

রাছেন, তজ্জন্য পূর্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিলেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা পরিবেশন।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণ দিয়া উৎকর্ষসাধন করিতে চুকি করিয়া, বা পাটী লওয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবী করা বাইতে পরিবেশন।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আদালত উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আদালত আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আদালতের যোগ্যতা ও নির্দোষপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) মোতের জমিই মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্তর্য প্রতি ও তাহার ফল যত দূর দ্বারী হইবার সম্ভাবনা তাহা প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূল্য লাগে তাহা প্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকারী কোনরূপে খাজানা ভোগ বা কমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তাহা প্রতি; এবং

(ঙ) কৃষি কৃষিকার্যোগোপায়ী করা গেলে, কিম্বা অগেচিত জমি মোতত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতদূর অবর্ধিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইল, ভূমি-ধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে ভূমিযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উক্ত সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইচ্ছা ও পরিচালনা করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাটী বা অন্য ইচ্ছা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবদারিত কালের নিমিত্ত বাধা না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইচ্ছা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইচ্ছা করিলেও যদি সে ইচ্ছা করিবার অন্তর্য ভিন্ন মাস থাকিতে ইচ্ছা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিশ আপন ভূমিধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা নিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, উক্ত নোটিশ এরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কার্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরে সেই ভূমিধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নুতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইচ্ছা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্তর্য ভিন্ন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইচ্ছা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বস না করে;

(৪) যদি ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূমিধিকারী নিজের অন্য কোন এককোন্টে ইচ্ছা বা উৎপন্ন কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৫) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ য আদালতের বিচারালয় স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিশ জারী করা হইতে পারিবেন।

(৬) কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে ভূমিধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উক্ত অন্য কোন এককোন্টে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজ চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিধিকারীকে পরিচালনের কথা। নোটিশ না দিয়া ও খাজানা যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার বাস্তবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও নিজ বা অন্য কোন ব্যক্তির আদান যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসর এরূপ ভাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অর্ন্ত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন এককোন্টে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজ চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূমাদিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিদিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিষিদ্ধি পাঠ নোটিস প্রচার করাইবেন। তাছাড়া এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাছাড়া প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূমাদিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস পাচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী দখলীয়া রায়ত হইলে, ছয় মাস অর্থাৎ দুই বৎসর পর্যন্ত এ রাস্তা যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিরিয়া পাইবার নিষিদ্ধি মোকদ্দমায় উপস্থাপন করিতে পারিবে। তাহা হইলে য সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) ক্ষতি ন্যায় পোদ করেন, সেই শর্তে দখল কিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রকার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কাক্রমে সেই প্রকার ভূমাদিকারীর সম্মতি বিনা আপনাব যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উঠান করিতে পারিবেন না, যাঁহাতে হস্তান্তর বা উঠানক্রমে প্রকৃতি ঐ অংশ পৃথক যোতরূপে উক্ত ভূমাদিকারীর নিকট ভোগ করিতে পাবেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীক্রমে না প্রজ্ঞাকে উদীয় শোভ হইতে হইলে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূমাদিকারী এই ধারার ও, কোন ভূমাদিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিশদ নানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদপে তাঁহার স্থানকর্ম প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূমাদিকারী প্রকার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর মাফের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থানে এত নিয়ম থাকিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী চৈতুক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চারের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চারের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমাদিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে পরিদার হন, এবং পরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাণের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার ময়ের পূর্বের হইয়া থাকুক বা পরের হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী পূর্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূমাদিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজ্ঞা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজ্ঞা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজ্ঞার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূমাদিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপের ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী ও প্রকার মধ্য কোন মোকদ্দমায় বা আত্ম-মাণের কষ্টের কথা। কানিক কামো কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কন্স-কারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কতিপয় এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোক-দ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেহে মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তরফ লটবার পর তাহা নিদেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং একপে যে নিদেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যার্থে প্রবেশ কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিক-কেন সহ সহকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য্য-একজন সাধারণ কার্য্য-থাকত সপক্ষে একমত না হন, শাস্ত নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিষিদ্ধি তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি দিয়া বার কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) জিজ্ঞাস্তা স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) জিজ্ঞাস্তা স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাচার কোন স্বার্থ থাকে, একপে কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কোন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যার্থক নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বক নোটিস তাহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার মথলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ দিবসক ১৮৭১ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করণ না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত মহা-
কার্য সম্পন্ন না গেলে
একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত
করণার্থ তাঁহার নিকটে আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।
পরিচালক পূর্বেই উক্ত মহা-
কার্য সম্পন্ন করিয়া দেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহার নিকটে
একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক
নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;
এবং এই আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন মহাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, এই আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী
করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক
মাসের অস্থান যে সময় জিলার
জজ সাহেব এতদ্বারা
করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে
অথবা উক্ত সময়ের আদেশমতে
উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, এইরূপ জারী করি-
বার পর এরূপ সময়ের মধ্যে যদি মহাধিকারীগণ একজন
সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ
সাহেবের অদগতি নিমিত্ত এই নিয়োগের সম্ভাবনা না
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্মোক্ষনক বন্দো-
বস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা
বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা
তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা এই মহালের বা তালুকের
কার্যাব্যাহকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা
(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহা-
লার ও তালুকের নিমিত্ত পূর্বে
ধারার (খ) প্রকরণমতে এক
জন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা
আজ্ঞা করা হয়, সেই সকল মহা-
লার ও তালুকের কার্যাব্যাহকতা
করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত

বঙ্গদেশের জিহুত সেক্টরেনেকিগণের সাহেব এক ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে এইরূপে
নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন
মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব মহাধিকারীগণের এক
জনকে কার্যাব্যাহকরূপে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস
কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭২ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ড
সের কার্যাব্যাহকতায়
খাটিয়া কথা।
১০৬ ধারামতে কোন মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার
প্রদান করেন, সেই স্থলে কোর্ট
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২
সালের আইনের যে সমস্ত
বিধান স্থানীয় সম্পত্তির কার্যা-
বাহকতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যা-
বাহকতা সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ের
গেহুণ আদেশ করেন, ১০৪
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত
কার্যাব্যাহক পারিচালকরূপে
সেইরূপ অবস্থারিত বেতন
কিম্বা কার্যাব্যাহকরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন,
সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব বেতন জামিন দিবার
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাহক যথাবিধি আপনায়
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাধিকারীগণ সংস্কৃ-
তাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে পারিতেন,
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাহকতা
নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে পারি-
বেন, এবং মহাধিকারীগণ এইরূপ কোন ক্ষমতানুসারে
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে
লভ্য লভ্যা কার্য করিবেন ও তাঁহা বর্তন করিয়া
দিবেন।

(৫) তিনি বীজিমত হিসাব রাখিবেন, এবং মহাধি-
কারীগণকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব
মেখিতে ও উহার নকল লভিতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে
পাঁঠর আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ের ও সেই পাঠে
আপনায় হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামী বা ১১০ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা
করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে
পদচ্যুত করা হইতে পারিবে, প্রকরণমতে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-
ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতায়
মহাধিকারীগণের কা-
র্যাব্যাহকতায় প্রত্যাপন
করা হইয়া কথা।
করা হইলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন
মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব মহাধিকারীগণের এক
জনকে কার্যাব্যাহকরূপে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ের পূর্বে এক ধারামত
কার্যাব্যাহকদের ক্রম ও কর্তব্য
বিধি প্রণয়ন করিবার
কর্মসম্পাদন করিয়া বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১১০ ধারা। হাই কোর্ট সময়ের পূর্বে এক ধারামত
কার্যাব্যাহকদের ক্রম ও কর্তব্য
বিধি প্রণয়ন করিবার
কর্মসম্পাদন করিয়া বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
মন্ত্রিসভাবিধিত জীবন্ত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং পশ্চাৎলিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে

এরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারি বর্ত্তক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাবিধিত জীবন্ত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্বক প্রচণ্ড না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে—

(ক) যে স্থলে ভূমালিকারী কিম্বা ভূমালিকারীদের বা প্রজাদের অসংখ্য লোকে উক্ত আজ্ঞা পাটবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে।
(খ) যে স্থলে এরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূমালিকারীদের মধ্যে যে দলকলহ উপস্থিত আছে, বা উভয় দল সমুদয়, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্নমেন্ট বা কোর্ট কর ল্যান্ডস যাহার মালিক বা কার্যাবধিক, এরূপ কোন মালিক বা ভাস্কর মধ্যে, উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যেই বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তথ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাস্কর নার কি অবস্থাপিত হারে ভূমি ভোগকারি প্রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রায়ত কি দখলীস্বত্বহীন প্রায়ত কি কোর্কা প্রায়ত;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও বীমা;

(ঘ) উদীয় ভূমালিকারির নাম;

(ঙ) দেয় খাজানা;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধাওয়া হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূমালী বা ভাস্কর প্রার্থনা করিলে

ভূমালীর বা ভাস্কর-প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।
ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আদায় করিলে, এতদ্বারা স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন বহান বা ভাস্কর বা ভাস্কর কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার নিষ্কিটে বিশেষকথা বিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্নমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই স্থানে প্রকাশ করা যাইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেবিবেন।

(২) উক্ত কাল অন্তীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্নমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত লিপি প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে এরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে লিপিবদ্ধ লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন বিধান হইলে তাহা সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিধান উল্লিখিত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী এই বিধান প্রণয়ন করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কথোপ্রণালী নিষ্কিটে আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যাপেক্ষে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর দ্বারা বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী দেব নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট এক বা একাধিক বাহ্যিক বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে গেরূপ হইবে, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুসারে তাহার নিষ্পত্তির উপর তাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া জন্মান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিধিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অগুণিত সমুদয় প্রজাতি বা কোন প্রাণীর প্রজাতি খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদপথে সময়ে যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিছু প্রকরণ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ প্রদোষ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্ট প্রকরণ আজ্ঞা করিবেন না।

২. নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

ক যে কোন স্থলে যত্নের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রাপ্ত আদেশ করা যায়, এবং

খ যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

৩. এই ধারামতে রাজস্ব গণ্ডিতে কোন খাজনার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত খাজনা স্থাপিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন খাজনা প্রকরণে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতদূর প্রকরণে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততদূর প্রবল থাকিবে।

৪। কোন প্রজন্মের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রদান থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজন্মের বাহ্যিক খাজানা রাজি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১৯ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিধিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভানুকের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভানুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়েডের যৌত হইলে, ভূমাধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিধায়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার নিষ্পত্তি ফিকর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারা (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি ছাউ কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা পরিচয় কোন মোক্তার খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তদ্বাধা কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ মোক্তার নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার পূর্বে একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রাণীর অন্যান্য মোক্তারের বিরুদ্ধে খাজানা এই ধারামতে প্রণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিপিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডা-লেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যতটা খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার বর্ণনামুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যে রূপ খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে প্রকরণ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্তন বলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (১) প্রকরণমতে কোন যোক্তের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূমাধিকারীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভূমাধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোড়ের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা অন্যবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

৬. অভিযুক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূমাধিকারীর, কিম্বা অনেক

এই অধ্যায়মত কার্য্য-
নুষ্ঠানে যে ধরচ পড়ে
তাহার কথা।

ভূমাধিকারীর ও প্রজার প্রার্থ-
নামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূমাধি-
কারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে,
কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয়
কর্মচারীদের যেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন
রাজকীয় কর্মভিত্তিক উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত
পাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
সময়ে-২ ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান
কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ
পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূমাধিকারী ও প্রজাদের
খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক
বিবেচনায় যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেই-
রূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির এরূপ
স্বরচের যে হারহারীমতে অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার
দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা
য়াইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজাপক্ষ সমক্ষে ১২১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া
থাকিলে, অবশ্যিগত খা-
জানা লব্ধকীয় অনুমান
না থাকিবার কথা।

(খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ
কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ
করা গেলে পর ৬৪ ধারামত
অনুমান তৎসমক্ষে খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-
বার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।

আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন
রাজস্ব কর্মচারীকে এতদর্থে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
আইনসরদের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার
উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন,
যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির
নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রের
দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার
তালিকার বাহা লেখা
থাকিবে তাহার কথা।

এই এই কথা লেখা থাকিবে,
—

ও উক্ত প অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর
ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আব-
শ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) এরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির যে দখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট রাষ্ট্রেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে
তাঁহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-

যে বিধি অনুসারে হতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজা-
খাজানার হার ধার্য্য নার হার ধার্য্য করিবার সময়ে
করিতে হইবে তাহার নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
করা যাইবে, -

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর
ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রেরা সাধারণতঃ যে
হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে
বা চলিত রাজ্যেরে প্রধান-২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য
ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য
সমক্ষে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুল-
নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কায্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে
যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই
সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত রাজ্যেরে প্রধান-২ খাদ্য শস্যের
গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান-২
খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির
খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের
বৃদ্ধি বর্জিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন
হারের সহিত নূতন হারের তদনুপেক্ষা উক্ত এর অনুপাত
থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার
পূর্বমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক
হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত

তালিকার স্থানীয় করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয়
হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মৌলীয়
প্রকাশ করণের কথা।

তামার তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
সময়ে-২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত
স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসমক্ষে কোন ব্যক্তির

আপত্তি থাকিলে তিনি এরূপ
রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি
নিষ্পত্তি, করিতে পারি-
বার কথা।

মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর
নিকট দরখাস্ত করিতে পারি-
বেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী আইনসরদের সাহায্যে
একরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা
পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি

করা না গেলে অথবা আপত্তি
তালিকা উদ্ধৃত রাজস্ব
কর্মকর্মদের নিকট পাঠা-
ইবার কথা।

করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি
হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী
থওয়ার কমিশনার সাহেবের
যায়া রেজিস্ট্রি বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কাঁধাবিবরণ,
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু
লিখিয়া রিপোর্ট ও যে-২ আপত্তির দরখাস্ত পাঠান
গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

২৯ ধারা। রেবির্নিত বোর্ড যে একাধারে উচিত
 ভাষা হইলে রেবির্নিত বোর্ডের কার্যপ্রণালীর
 কথা।
 বোর্ড করেন, পূর্বে ধার্যমতে
 প্রেরিত তালিকা সেই একাধারে
 সংশোধন করিতে পারিবেন
 এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি
 পঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা
 সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা
 অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিম্বা অন্য
 দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হইল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উক্ত সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা দৃষ্ট সংশোধিত তালিকা'র স্থানে দস্তাবেজে সেই স্থানের নির্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩২ খারী। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ন
পারানো হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট
জালিকা যত কাল
এবল থাকিবে তাহার
কথা।
একাদশ ক'রবার সম্বন্ধে স্থানীয়
গবর্নমেন্ট পনের বৎসরের অন্তর বা ত্রিশ বৎসরের
অনধিক বয়স্ক কাল
এবল থাকিবার আদেশ করেন, তত
কাল এবল থাকিবে।

৩২ খণ্ড। ১৩০ খণ্ড। ৩ ভাষিক প্রকাশ করা
 গেলো তাহা এই আইনমতে
 ক্য: টানিক ক্য: নিম্নলিখিত
 দিখের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করণ
 হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাম এই আইন অনু-
সারে বর্ণান্বিত করা হইয়াছে ; এবং

(২) এই আইনে প্রকৃতিস্বত্বের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রাণীর ভূমির নিমিত্ত তালিকাযে যোহার ভূমি হয়, তাহা উক্ত তালিকাযে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ প্রাণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যে উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

৩৩৩ ধারী। কোন স্থানের নির্দিষ্ট চারের তালিকা-
 মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত
 তালিকা প্রস্তুত করিতে
 যে স্বতন্ত্র পক্ষে তাহা বৈ-
 রূপে দিতে হইবে তাহার
 কথা।
 সমুদয় কন্সটারীয়ে বৈতন এবং
 যে সকল কন্সটারীয়া তাপন-
 সরঞ্জাম কন্স্যাভিয়েটর উণ
 প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন
 তাঁহাদের বেতনের যেরূপ
 অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে-
 অংশ সময়ে এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের য়ে
 খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে-
 হারহাটীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহাটীমতে
 উক্ত স্থানের মখলীস্ববিশিষ্ট রাইডেরা ও জুমাখিলা-
 রীরা দিগেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহাটী-
 মত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাহার মেনা বাকী কবির

রাজেশ্বর ন্যায় তাঁহার হানে আদার করা বাইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ক কএক ধারানতে কোন স্থানে কোন
 যেখানে ডালিকা প্রবল ডালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত
 থাকে সেখানে থাকনা থাকিলে অসঙ্গত যে যৌত কোন
 বিভিন্ন যৌতদ্ধার কথা। দখলী অতঃপরিত হারত মুহা-
 রুগ থাকনা দিয়া ভোগ করে,
 সেই যৌতের ভূমাদিকারী তৎকালে দেয় থাকনা। এই
 বলিয়া বুদ্ধি করিবার যৌতদ্ধার উপস্থিত করিতে পারি-
 যেন, যে ডালিকার নিদিষ্ট হারে যে থাকনা দেয়
 তার উহা তদপেক্ষা কম। তাহা হইলে আদালত ডালি-
 কার নিদিষ্ট হারান্নগারে থাকনা বুদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১ম।—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বাৰ্হগত পূৰ্জাধি-
কারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে
বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্তন সম্ভটিত হইয়াছে, ভূমি-
মিত্তি যদি যোক্তের অগুণ্ড কোন ভূমির খাজানা এই
ধারানিতে উক্তরপে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত
পারদর্শন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারানিতে নিম্নতর
হারে ধার্য্য করা বাঞ্ছত, তবে নিম্নলিখিত বিধি প্রাতিবে,
বধা,—

(ক) যদি কেবল রাইডের বা উদীয় স্থাপত্য
মুক্তীসিদ্ধির পরিপ্রদে বা প্রত্যেই পরিবর্তন ঘটনা
থাকে, তবে আদালত নিম্নের হারে এ ভূমির খাজনা
দাখা করিবেন :

(খ) যদি অংশত: কৃষাধিকারি কৃষা তদীয় স্বার্থগত পূর্ণাধিকারের পরিচালন বা থরমে, এবং অংশত: সরকারের কৃষা তদীয় স্বার্থগত পূর্ণাধিকারি পরিচালন বা থরমে এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে লভ্য বৈকল্যের সমুদয় ভাগ্যতিক বিবেচনা যাক উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উক্তের দ্বারা ও ন্যায়ের দ্বারের সমানতাই এরূপ করে উক্ত দুটির অভ্যন্তরীণাধা করিবেন; এবং

(গ) ভূমিসিকিরাণি বা রাসতের কিম্বা উত্থানের
সময়ও অধিকতর পৃষ্ঠবিশিষ্টের পরিমাণে ২৭ খণ্ডে
উক্ত পরিভ্রমণ ঘটিলে, পনি ইহার প্রমাণনা হয়, তবে
অদোলাত উচ্চতর ও নিম্নতর কালের কনকরেব অর্জেকের
সহিত নিম্নতর ভাগ যোগ করিয়া সেই ধারে উক্ত ভূমির
সামান্য ধখ্যো করিবেন।

৩য় — এই প্রারম্ভের কাজে খাটে, চুক্তি বা মেনশ-
নেরক্রমে কিম্বা কোন ন্যায় কাঁদনেরায়ত তলপোনা
নিম্নতর হারে ভোগ করিবায় অধিকারী ইহা প্রমাণ
করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা দাবী
করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানারিক্রিয় যে সকল ত্রিকী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ণিতবে : এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিসা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ঘটিয়া ও অধায়মত খাজানারিক্রিয় মোকদ্দমা হইলে যেতপ হইত : সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানারিক্রিয় মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ণিতবে ।

ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ।

(ক) কোনও প্রকারের কুমির জন্য তালিকায় এইমণে
 তার লিখিত আছে,—
 কুল হইতে কুমিতে জনসংখ্যা করা
 গেল ... একর প্রতি ৪ টাকা।
 এইমণে জনসংখ্যা করা না গেল... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রাহত আমল, বন্দরাম, চক্রে ও দীঘ-
বাধের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অন্তর্গত ভূণ
হইতে ভাগিতে ভলসেচম হয়।

আমলের যোতের ভূণ পূর্বাভম, প্রজামতস্বত্বের পূর্ক
হইতে আছে। বন্দরামের যোতের ভূণ প্রজামতস্বত্ব হইবারপর
ভূমি বিকারী প্রস্তুত করাইয়াছে। চক্রে যোতের ভূণ আরও
প্রস্তুত করাইয়াছে। দীঘবাধের যোতের ভূণ ভূম্যদিক রী
ও রাহত প্রত্যেক পরিক্রম ও বালমলমার ক্রিয়দংশ িয়া
প্রস্তুত করাইয়াছে। আমল ও বন্দরামের যোতের
খাজনা একর প্রতি ৪৮ টাকা হারে, চক্রে যোতের খাজনা
একর প্রতি ২৮ টাকা হারে, এবং দীঘবাধের যোতের খাজনা
২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার
আনুলভ উপযুক্ত ও ব্যাঘ্য বিবেচনা করেন, সেই হারে
খায়া করিতে হইবে।

(খ) কোম এক প্রকারের ভূমির নির্দিষ্ট ভালিকার যে
হার নির্দিষ্ট আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোম মদীর পাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

অল শেষ কাঁ গেলে

...একর প্রতি ৪৮ টাকা

এরূপে অল শেষ করা গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রাহত দীঘা ও বন্দরামের যোতের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ অল
সেচম করা যাইত না, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উক্ত অল
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই যোতের পার্শ্ব ভূমি ও দী
বলীল খা হয়। দীঘা পক্ষ বন্দরাম আশ্রয় যোত দখল
করিতেছেন, যাহার ত্রিশ বৎসর যাত্রা দীঘা যোতের
খাজনা ৩৮ টাকা হারে এবং বন্দরামের যোতের খাজনা ৪৮
টাকা হারে খায়া করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূম্যমীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি

১৩৫ ধারা। জমীর গবর্ণমেণ্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-

ভূম্যমীর নিজ জমী
ভরণ ও লিপিবদ্ধ
করিবার আজ্ঞা হইতে জা-
মীর গবর্ণমেণ্টের কক্ষভার
করা।

স্বত্ব আচ্ছাদিত করিতে পারিবেন
যে, কোম নির্দিষ্ট স্থান ৩০
খ রাস্তা মধ্যস্থিত ভূম্যমীর
নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী
থাকে, সেটা রাজস্ব কর্মচারী
তাঁহা ভরণ করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১৩৬ ধারা। ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া কোম জমী

ভূম্যমী বা জমীর প্রা-
ধিকারকে নিজ জমীর
কথা লিপিবদ্ধ করিতে
রাজস্ব কর্মচারীর কক্ষ-
ভার করা।

কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূম্য-
মীর বা কোম জমীর প্রাধিকার-
মতে ও বরচের মত টাকা ভা-
সাক হয়, তিনি সেই টাকা
আদান করিলে, কোম রাজস্ব
কর্মচারী এতদর্থে জমীর গব-
র্ণমেণ্টের নিকট

সেই যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও
তদনুসারে উক্ত জমী ভূম্যমীর নিজ জমী কি না, তাহা
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৭ ধারা। কোম রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই ধারার

নিজ জমী লিপিবদ্ধ
করিবার কার্যপ্রণালীর
কথা।

কোন খাতিতে কার্য্যসূচী
করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬
ধারা বিধান বজিবে।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-
চারীর নিজ জমী চারী নিম্নলিখিত জমী ভূম্য-
নির্ণয় করিবার বিধি। মীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-

বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, মের, নিজ, নিজ যোত
বা খামাত মিলিয়া ভূম্যমী নিজে আপন সরঞ্জাম
হারী বা আপন চাকর হারী বা মেওমতোগো মজুর হারী
এই আঠন বিধিবদ্ধ কর্তার দ্বারা এই পূর্বে ক্রমাগত
বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাথমিকভাবে ভূম্যমীর
খামার, জেরাত, মের, নিজ, নিজ যোত বা খামাত জমী
বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করা উচিত কি না, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে,
উক্ত কর্মচারী মেওমতার প্রতি এবং ১৮৮০ সালের
মার্চ মাসের ৩ তারিখের পূর্বে ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া
নিবেশ করিয়া এই জমী অন্য মেওমতা হইয়াছিল কি না
এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত
দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূম্যমীর নিজ জমী
নহে, এইরূপ অনুমান করবেন।

(৩) জমী ভূম্যমীর নিজ জমী কি না, এই বিষয়ে
মেওমতী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব
কর্মচারীর কাগজপত্র প্রদর্শনার্থ এই ধারার
নে নির্দেশিত হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোম করিবার বিধি।

১৩৯ ধারা। কোম রাহতের বা কোম রাহতের
ভূম্যমীর বা দীঘা বা
যে স্থানে কোমের
পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের
পারিবে ভাষার কথা। অধিক কাল পাওনা হইলে না
থাকিলে, এবং উক্ত ভূম্যমী

কারী কাম জামায়া নষ্টা থাকিলে, উক্ত ভূম্যমীকারী
আদালতে অন্য যে প্রকার পত্রিতে পারেন, উক্ত-
রিক মেওমতী আদালতে সরাস্ত দাখিল করিয়া এই
প্রাধিকার করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কৃষ-
কের দখলে রাখা আছে,

(ক) এরূপ যে কোম লম্বা বা ভূমি অল, উপায়
এ যোতে কাটা বা ভোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোম লম্বা বা ভূমি অল উপায়
উক্ত যোতে ভাঙিয়া, এবং কাটা বা ভোলা গিয়া এই
যোতে না লম্বা বা ভাঙিয়া থাকে, কি না (কোমের উক্ত
বর্তী তৎ তৎ) লম্বা মাত্র এই প্রকার করিয়া তাহা
রখ হইয়াছে,

তাহা কোম করিয়া উক্ত বা দীঘা খাজনা আদান
করেন।

কিন্তু

(১) জমি রেজিষ্টারী করণ বিধির ১৮৮
সালের আইনসম্মত অর্থকরণভূম্যমী ভূম্যমীকারী
বা কার্য্যপ্রণালীর কথা ভূম্যমীর বদ্ধকর্তার দ্বারা বা যে

কুমি সম্বন্ধে বাকী খাজানার পাওনা হয় সেই কুমিতে তাঁহার আর্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে উৎকর্ষ, কিম্বা

(২) পূর্বে কুমি বৎসরে যোক্তক নিমিত্ত দেয় খাজানার আওরিক যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমতে বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে কর্তৃত্বাধীনক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদানের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোক্তক যে কোন অংশ প্রজা কুমিকারীকে লিখিত সম্মতি দিয়া পেটাত্ত বিনি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যে পাঠে দরখাস্ত লিখিত হইবে তাহার কথা।
১৪০ ধারা। (২) পূর্বে যে পাঠে দরখাস্ত লিখিত হইবে তাহার কথা।
এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোক্ত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার মীমাংসা অথবা তাহা বাহাতে চেনা যায় এরূপ তালিকা রূপান্তর;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর দায়ের দাওয়া থাকিলে, সেই মুদ্রা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রজার দেয় খাজানা অথবা অধিক টাকা পাওনা করা গেল, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আওরিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উক্ত পাওনা যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিলিবার নিমিত্ত অন্য যেহেতু প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা অসীমে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময় উক্ত কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষয়ক্ষণালী বিষয়ক আদেশ আবেদনপত্রের যন্ত্রণে প্রাক্করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হইবে; এবং এরূপ সভাপাঠ দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সভাপাঠকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া আনেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সভাপাঠকারী আনেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে বিশ্বাস সাক্ষ্য দিবার বা প্রত্যেক করিবার দায়বদ্ধক বৎসালে যে আইন প্রণালিতে থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দায় হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে এক খাজানার দায় দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় দরখাস্তের কাব্য পক্ষে সাক্ষ্যরূপ কোন দলিল প্রদান করিবে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পীড়া করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধা এই বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থে অধিকার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অসম্মতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অগ্রাহ্য গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শর্ত ক্রোক করিবার দাওয়া জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেল, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ করিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারী এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত লিখিত উৎকর্ষ করিবার আজ্ঞা দিয়া দরখাস্তকারীকে দরখাস্তকারী হইবার কথা।

১৪২ ধারা। (২) পূর্বে উক্ত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিতে নিমিত্ত একজন কলকারী প্রেরণ করিবে, এবং এই উৎপন্ন শস্যনি যেখানে থাকে, উক্ত কলকারী সমস্ত শস্যনি আদালত এই শস্যনি হইবার দাওয়া করিবার দায়বদ্ধক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মা রাখিয়া এবং হাইকোর্ট সেই মন্তব্য যে বিধি করুন, তাহানুসারে ক্রোকের বিজ্ঞপনপত্র প্রকাশ করিবে এই উৎপন্ন শস্যনি ক্রোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যনির ভাব বিবেচনার তাহা সম্বন্ধে দরখাস্তকারী যাহা না, সেই শস্যনি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার দাওয়া হইবার পূর্বে বিলম্ব দিলে নান কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিবার সময় পাওনা বাকী দায়বদ্ধ ও হিসাব খাজানার ও ক্রোক করিবার জারী করিবার কথা।
১৪৩ ধারা। (২) দরখাস্তকারী দরখাস্ত লিখিত বাকী-দায়ের উপর জারী করিবে এবং যেহেতু ক্রোক করা হয়, তাহা দায় হইয়া এই সঙ্গে এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার হাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দায়বদ্ধের ও হিসাবের নকল জারী করিবে।

(৩) দায়বদ্ধ ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহা কই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাহাকে পাওনা যাহাতে না পারিলে, তখন সরকারের দায়বদ্ধতা বাকী হইবে এই বাকী দায়বদ্ধতার উপরও দায়বদ্ধের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে
লম্বাদি কর্তন প্রভৃতি
করিবার ব্যবস্থা।

রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাঁচা করা আবশ্যক
হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কাঁচা করিবার স্বত্ব
থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী
কম্পচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ কল বা অসংগৃহীত
শস্যাদি পাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন,
এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান উদ্যে সচরাচর
ব্যবহৃত হয়, উহার কিছা নিকটস্থ অন্য কোন সন্নিহিত
স্থানে ঐ কল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিছা
তাঁহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা
কছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থানেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী
কম্পচারীর জিম্মায় কিছা তিনি এতদ্ব্যতীত অন্য যে কোন
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় প্রচারা
সম্বন্ধে দাবীর টাকা অবিলম্বে
দাবী দাখিল করা না গেলে, সম্পত্তি
শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি
ক্রোককারী কম্পচারী ঘোষণা-
পত্র প্রচার করিবেন। তৎকালে
ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ
রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা হইবে
তাঁহা দেখা বাতবে, এবং এত সম্ভাব্য দেওয়া যাইবে,
যে তিনি ক্রোক করিবার পর দিন দিনের কম না হয়
কিছা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট
দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম
দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত সস্যের বা জবোর ভাব বিবেচনায়
তাঁহা সঞ্চিত করিয়া রাখা গাঠিত পারিলে কিন্তু সঞ্চিত
না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ঘাড়া করিতে
হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত
করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাঁকী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেট
ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন মুদ্রাকাল
স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জবর যেখানে থাকে সেই
স্থানে নীলাম করা যাইবে,
নীলাম হইবার স্থানের
কিছা যদি ক্রোককারী কম্প-
চারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ
সাধারণের সমসাময়িক স্থানে নীলাম হইলে,
অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে
নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কলনের বা উৎপন্ন
জবোর ভাব বিবেচনায় তাঁহা
সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে
পারে, তাহা কাটিয়া বা
ভুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ
প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয়
করা যাইবে না।

(২) যে সকল কলনের বা উৎপন্ন জবোর ভাব
বিবেচনায় তাঁহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না,
সেই সকল কল প্রভৃতি কাটিবার বা ভুলিবার পূর্বে
বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিছা
এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত
ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ কল প্রভৃতির রক্ষা করিতে
ও তাহা কাটিতে বা ভুলিতে গেলে, যাহা কিছু আব-
শ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ত্বান হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কম্পচারী যাহা পরা-
লম্বাদি কর্তন করেন, তদ্রূপ
যে প্রকারে বিক্রয় করিবে, এক বা অধিক লটে উক্ত
করিবে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয়
করা যাইবে; এবং ক্রোক ও
নীলাম করিবার প্রচারা সম্বন্ধে দাবীর টাকা উক্ত সম্প-
ত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে
অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি
বিক্রয় সঞ্চিত রাখি, নীলামকারক কম্পচারীর বিবে-
চনায় তাঁহার ন্যায় মূল্য
ডাক না হয়, এবং ঐ সম্প-
ত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কাঁচা করিতে
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্যন্ত কিছা
নীলামের স্থানে হাঁট হুজুর থাকিলে, পরবর্তী ছাটের
দিন পর্যন্ত নীলাম সঞ্চিত রাখিবার আর্থনা করেন,
তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই
দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক
হউক না কেন বিক্রয় কাঁচা সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লটারি মূল্য নীলামের সময়ে,
তবের টাকা দিবার কিছা নীলামকারক কম্পচারী
করা। তৎপরে সত শীঘ্র দিবার
আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে,
এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি
পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সদস্য জবোর টাকা দেওয়া গেলে,
নীলামকারক কম্পচারী
ক্রেতাকে যে সর্টফিকেট
দেওয়া যাইবে তাহার ক্রেতাকে এক সর্টফিকেট
করা। দিবেন। ক্রেতা যে সম্পত্তি
ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য
দিলেন, ঐ সর্টফিকেটে তাহা দেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা
সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে
নীলামের উৎপন্ন টাকা
যেখানে প্রয়োগ করিতে
হইবে তাহার কথা।
নীলামকারক কম্পচারী ক্রোকের
ও নীলামের প্রচারা দিবেন।
এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন,
সেই বিধির নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা মূল্যের উক্ত প্রচারা
ধরা যাইবে।

(২) যে বাঁকী খাজানার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের
দিন পর্যন্ত তাহার মূল্য সমস্ত সেই বাঁকী খাজানা
শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং
কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয়
সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি মীলানকারক কর্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের মীলান করা কোন সম্পত্তি লিখে বা অন্যর দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির মীলান হইবার পূর্বে কোন সময়ে যদি বাণীদার কিছু ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বা ক্রোককারী না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিছা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল পত্র পাড়িয়া থাকে, তাহা আদানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিছা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাত্ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাত্ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বা ক্রোককারী নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাণী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাণী খাজানার জন্য পরদত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রস্তাব করিয়া উক্ত দাবী দান পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদানতী টাকা হইতে তাহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদানত করিলে, ভূমালিকারী তাহা লভ্য হইলে বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রচার হোঁচ বা তাহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্ত প্রচার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূমালিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই

খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূমালিকারী বা ক্রোককারী না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূমালিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাণীদার পর্যন্ত না পছন্দ তাহাৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বা ক্রোককারীর দ্বারা তাহা আদানত করণার্থে তাহার নৈমোকদ্দমা করিবার স্বত্ত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্ত্বের নিষ্কৃতি হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্ত অধস্তন ভূমালিকারী অধস্তন ভূমালিকারীর বিরোধের মধ্যে অধস্তন ভূমালিকারীর বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত ভূমালিকারীর স্বত্ত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থে কোন দেওয়ানী আদালতের মত আজ্ঞা, এই উভয় মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি মীলান করা গেলে, মীলানের উপর উক্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিহীন ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অধস্তন ক্রোকের নিমিত্ত যে কোন আদালত করিয়া, তাহার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেখানে ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার পরে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাহবর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কিত কাযপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৪০। (১) তাই কোর্ট সময়ে ২ জনের গবর্ণ-ভূমালিকারী ও প্রচার মোকদ্দমার বর্তমানে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাযপ্রণালী বিষয়ক আইন ১৮৫৯ সালের ১৪শ অধ্যায়ের ১৪০ ধারামতে বর্ণিত করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

১৪১। (১) তাই কোর্ট সময়ে ২ জনের গবর্ণ-ভূমালিকারী ও প্রচার মোকদ্দমার বর্তমানে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাযপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪০ ধারামতে বর্ণিত করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কাযপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বহুবিধ।

১৪২ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমালিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার মতল পাইবার মোকদ্দমা প্রচণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূমালিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উল্লিখিত উল্লিখিত বসিয়া আদালত হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত করিত ক্রমতাপন্ন হইলে, এই যোক্তের মতল পাইবার মোক্ষা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্রমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূমিধিকারীর যে কোন মতল বা মোক্ষা

বা মোক্ষা জমাধিকারীর আদালত করিত ক্রমতাপন্ন হইলে, এই যোক্তের মতল পাইবার মোক্ষা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্রমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমিধিকারীর স্বীকৃত মোক্ষার বসিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমিধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬৩ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রূপান্তর উক্ত ধারার নিম্নলিখিত দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্শে সময়ে যে পাঠ নিবেদন করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টারে রাখিবেন।

১৬৪ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত কার্য প্রণালীর কথা। বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ১১১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ১৩৫ ধারা ও ১৩৬ অবধি ১৩৭ পর্যন্ত ধারা এরূপ কোন মোকদ্দমার থাকিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা যদি পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল উক্ত ধারা করিবার নিমিত্ত সময় দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত লিপিবদ্ধ নিমিত্ত সময় দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর নামে শিরোনামা দিয়া ও তারতম্যের ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩৭ খণ্ডমতে রেজিস্টারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে মন পাঠাইয়া তাহা জারী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিধা বর্ণনাপত্র লিখিত করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারার মোক্ষার মোক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উল্লিখিত করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী করিবার আদালত দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারা প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূমিধিকারী বা বাকীখাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী মোক্ষাকে প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমিধিকারীর স্বমিত্ত স্বার্থ বক্ষিণ না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী আদায় করিবার পরবর্ত্ত করিবেন না।

১৬৫ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টীকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাকীর নিকট আছে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মন না বসিয়া স্বীকৃত টীকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টীকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টীকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে জারী করাইবেন।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাকীর নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টীকা প্রদান বিষয়ক করণার্থ আদালত না পাইলে, বাকীর প্রার্থনামতে এই টীকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) যদি কে (৩) এরূপমতে যে টীকা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে তাহা পাঠবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এই স্বত্বের নিষ্পত্তি হইবে না।

১৬৬ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাকীর টীকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টীকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মন না বসিয়া স্বীকৃত টীকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৭ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টীকা দিতে পারি হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টীকা কিস্তিক্রমে দিবার আদালত করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টীকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৮ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টীকা দিতে পারি হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টীকা কিস্তিক্রমে দিবার আদালত করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টীকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টীকা দিতে পারি হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টীকা কিস্তিক্রমে দিবার আদালত করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টীকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ বিবেক; এবং বাদী বা

বালবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাদী বাজানার নিষিদ্ধ বিক্রি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষিদ্ধ হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিক্রয় দাওয়ার বিশিষ্ট পক্ষের আদালতের মধ্য ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বত্ব সংক্রান্ত

কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রকার খাজানার দাবী পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশনাল জজ কিম্বা সর্ভিমেন্ট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারালপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় সর্ভিমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্প্রদায় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্প্রদায় কার্য্যকারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্রটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসম্বন্ধে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা বাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্কোক্তরূপ কোন বিচারসম্প্রদায় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজানার দাবী ডিক্রী সেই মোকদ্দমায় এই আইন-বহু হইবে তাহার কথা।

ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলং হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলং হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলং হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিবে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এইরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রজা-সম্পত্তি দত্ত হইবার স্বত্বসংক্রান্ত দাবীর অনুপ-প্রতিকারের কথা।

পেশী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম প্রকটিয়াছে, তাহাতেই হইলে, ভূমিধিকারীর সচিব তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির লব্ধ অর্থ তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। এত হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে জানি বা নিষেধ ভঙ্গ হইবে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমিধিকারী ঐ প্রতি-প্রকার করিবার নিষিদ্ধ প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত জানি বা নিষেধ ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ কতিপয় দিবসের আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূমিধিকারীর অনু-স্থলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে জানি বা নিষেধ ভঙ্গ অন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে কতিপয় দিবসের হয়, তাহার টাকা পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত জানি বা নিষেধ ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত জানি বা নিষেধ ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়েই রুদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত কতিপয় দিবসের টাকা দেন, এবং জানি বা নিষেধ ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষমতামতে সেই জানি বা নিষেধ ভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়মতে কোন গোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—
(ক) উক্ত রায়মতে যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্কে

নয়া বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমিধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত নয়া রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদ্যক্রমে ঐ নগের মূল্য ভূমিধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়মতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্কে আপন যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থে প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে নয়া বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদ্যক্রমে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

ভাষার যে পরিচয় ও মূলধন লাগিয়াছে, ভাষার মূল্য ও এই মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ হয় তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর দ্বাৰা পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধ উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তৎক্ষণাৎ টাকা পাইতে স্বত্ত্বান ইহা-বেদ না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রা-
জকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি
দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবদার ও
দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত
বেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত এই
ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবে।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতার মোক-
দ্দমায় ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ করিবার আনু- এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্য-
ষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের ষিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে
দায়িত্ব নিশ্চয় হইবার ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকা-
রীক। রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল
মাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া
নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা
বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই
টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে
টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী
বা আক্রমণ হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে
ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া
থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে চাইবে,
উক্ত ডিক্রীতে বা আক্রমণে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া
গেল, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেল, আদালত
প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা
আদালতের ন্যায় খাজানা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত
প্রমাণ করেন তবে বিকল্পে এই-
রূপ প্রতিকারের মাওয়া পাইতে
পারিবেন যে, প্রতিবাদীর

দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের
নিষেধ উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া
প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতিকার
দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল

প্রজাবাদের অনুবন্ধ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে
আদালতের থাকে, সেই আদা-
লত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার

প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ
করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,
পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাষুত-
দার কি অবস্থারিত দ্বারা ভূমি ভোগকারী রায়ত কি
দখলীস্বত্বধিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশ্রী রায়ত কি
কোফা রায়ত, এবং ভাগুকদার হইলে, তাহার খাজানা
হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার
যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইহার মধ্যে কোন
বিষয় স্থানীয় উদত্ত বিদা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা
যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আক্রমণ করিতে
পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব
কমচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দ-
মার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে
স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে আক্রমণ
করা যায়, তাহা ডিক্রীর ভূম্য কলবৎ হইবে ও তাহার
উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বোত তাহার বাকী

খাজানার ডিক্রীজারীক্রে-
মার অনিচ্ছা করণ বিক্রয় করা গেলে “সংরক্ষিত
সম্বন্ধে ক্রেতার লাভার স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে
কমতার কথা।

যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল
সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে
যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অনিচ্ছা করিবার
কমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা এ বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদন্তের পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল
সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী
করা ও বিক্রয়পিত দায় এরূপে অনিচ্ছা করা বাটেন না;

(খ) অনিচ্ছা করিবার কমতাক্রমে কেবল এই অধ্যা-
য়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থ-
মতে সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য
হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দো-
বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত কিয়ৎ-
কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কাগজে উক্ত
বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবস্থারিত খাজানা দায়ী
তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা
অন্যকণ স্থায়ী ইহারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা
স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরবাড়ী, খাল, তৎসম্পন্ন, শুল্কান
বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাটাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে অঙ্গদেওয়া যায়, সেই সময়ে বাণী মাথা ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোক্ত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার আর্থগত পূর্বসূরীকারী বাহা স্মৃতি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব ন্য স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” ও “রেজি-টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
প্রজা আপন যোতের উপর নিম্ন আপন স্বার্থ সন্ধান করিয়া যে কোন দায়, পেটা ও প্রজাস্বত্ব, আনন্দ্য-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্মৃতি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেশবাসী খাজানার ডিক্রী জারীকমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা চাইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিটরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিটরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বা কী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্মৃতি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বা কী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-স্থায়ী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে সংরক্ষিত রেজিটরের যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল রাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলাম করা যাইবে, এই দিনের মোটসি যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে এই ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে বাচাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক এরূপ দায় সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিষয় যত টাকা পর্যন্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তদন্তর যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-চারী নীলাম সংগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা আপন হইবে, যে নীলাম সংগত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা অবধারিত হারের যো-খাজানার হার থাকে, তাহা তের প্রতি পূর্ব কএক তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব ধারার বিধান বস্তিবার কএক ধারা যেরূপ বস্তিত সেইরূপ বস্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১)

পূর্ব কএক ধারামতে
দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য
প্রণালীর কথা।

কোন দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া
এ দায় অসিদ্ধ করিতে চাছিলে
তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত

দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের
মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই
প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মে নোটিশ দায়-
হারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে কী ধার্যা করেন,
উক্ত নোটিশ জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী প্রকরণ
প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিশ জারী করিবার দরখাস্ত এই
ধারার নিষিদ্ধমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে,
তিনি তদনুসারে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে
তারিখে এই নোটিশ জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ রাজকীয়

দখলীস্বত্ববিধি যোত
পূর্ব কএক ধারামতে
ভালুক বলিয়া গণ্য হয়
এরূপ আঁজা দিবার ক্ষম-
তার কথা।

গোছেতে বিজ্ঞাপন দিয়া এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-
স্বত্ববিধি যোতের কিস্তি
বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-
স্বত্ববিধি যোতের মেনা

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাগতি নীলামে
চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-
সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন
দিয়া উক্তরূপ কোন আঁজা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আঁজা প্রবল
থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ববিধি
যোত কিস্তি, ক্ষতি-বিষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-
স্বত্ববিধি যোত এই অধ্যাক্ষের পূর্ব কএক ধারামতে
নীলামের কার্যপক্ষে সর্বতোভাবে ভালুকের দায়
গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যাক্ষের ডিক্রীজারীক্রমে

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা
লইয়া রাখা করিতে হইবে
অধিবাসক বিধির কথা।

টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিশ-
য়ক আইনের ২৯৫ ধারার
নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-

লিখিত বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীজারীর যে
খণ্ড হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খণ্ডের টাকা
দেওয়া যাইবে।

(খ) তাঁহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম
হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীজারীর যত টাকা পাওনা হয়,
তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত থাকিলে,
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের
তারিখ পর্যন্ত তিন বৎসরের চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার
তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীজারীর পাওনা হইয়া
থাকে, তাহা উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা
দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা ডিক্রীজারীর
উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস
অতীত হইলে, ডিক্রী ৫ খণ্ডকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে
দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খণ্ড (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া
ডিক্রীজারীর কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ
উত্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি কর-
বেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রী তুয়া বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের মেনা বাকী

ধরতা সমস্ত ডিক্রী
টাকা আদালতে দেওয়া
গেলেই কিস্তি ডিক্রীজার
শোধ হইয়াছে স্বীকার
করিলেই, যোত ক্রোক
হইতে মুক্ত হইবার কথা।

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে এই
যোত ক্রোক করা গেলে, তৎ-
সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার
কাগজ প্রণালী বিষয়ক আইনের
২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা
থাকিবেন।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত
নীলাম হইবার আঁজা করা গেলে, যদি নীলাম প্রসি-
দের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও
নীলাম করিবার খরচা সমস্ত ডিক্রীর টাকা আদালতে
দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা
শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীজার
উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত
যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যাক্ষমতে কোন যোত নীলাম করা গেলে,
এ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-
ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যাক্ষমতে যে কোন যোত

নীলাম নিবাসগার্হ
আদালতে টাকা দেওয়া
গেলে, তাহা কোন মতে
উক্ত যোতের বন্ধকী স্বণ
হইবার কথা।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-
ওয়া যায়, সেই যোত যদি
কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে
যাঙ্গা এরূপ নীলাম হইলে
অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে
তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ

আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা আঁজার।
১২২ টাকা মত সতিত স্বণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
তৎক্ষণাৎ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া
জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হাড়া উক্ত
যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা
অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত স্বণ পাওনা সুদসম্বন্ধে শোধ করা
না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের
দখল লহতে ও তাঁহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার
পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার
বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিকল্পে ডিক্রী-
অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

আরও কয়েক জনের
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিষেধার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিষেধ আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিষয় থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমাদিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রাপ্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার-
ওটেনে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পরিশোধ না পাইবে
এবং এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪
ধারার প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অসম্মতি বিনা এ যোত ডাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে মোক নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক
তাঁহা ডাকিবেন না; বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬
ধারার বাকীদার হইবার
কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর যাকতে দায়
সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিষ্টারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টারী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগ-
জাকরের নিকট রেজিষ্টারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার অন্তিম
মুহূর্ত্ত হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
সৃষ্টি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এই দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গণপন্থেই এতদ্বারা যে ক্ষীণ স্বার্থ
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে মন
জারী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী
করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি
পতনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী
তালুকের পাওনা খাজানা
দিতে কতি হইলে, ভূস্বামী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১৫ দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা।
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালে-
উরের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ তালুকের উল্লেখ হইল,
তাঁহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অষ্টম বৎসরের
চিশাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা লিখিত করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এই দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎপরে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া
হয়, তাহা ঐজাঠ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের তালুক এই টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে একাংশ নীলামে বিক্রয় করা
হইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিধি-
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এই তালুকের প্রধান কাছা-
রী চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের
জনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাঁহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) সকলসঙ্গে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এখন
নোটিস জারী করিবার
পেরাণ যাইয়া জারী করবে।
এ পেরাণ ভবিষ্যত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাঁহার কাছাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া
আসিবে; অথবা উপ পাইতে না পারিলে, এই নোটিস
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষাৎ
স্বরূপ তাৎক্ষণিকভাবে স্থানস্থানী তিনজন দাওদার
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত প্রায়ের লোকে স্বাক্ষরপত্র কাগজ-
বাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরাদা নিকটস্থ মুদসেকের আকিসে
কিন্তু মুদসেক না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায়
যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক লিপ্য
করিবে। এই মর্মে এক সটিকিকেটে উক্ত কাগজকারকেরা স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া ঐ পেরাদাকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিত সনের
মাঝে দরখাস্তের কথা। খ. আনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইচ্ছা হার দেওয়া যায়, যদি অপ্রচারণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসম্বন্ধ দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়-
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজানা পাওনা আছে কিয়-
তালুকদার তলবসময়ে আপত্তি করিলে কাগ-
জপালীর কথা। কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব
কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া
গেলে, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণে দরখাস্ত পাইলে,
ভূস্বামীর নিকট সমন দিবে, তাহাতে সমনের
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
হইলে উভয় পক্ষের কথা কিন্তা উভয়ো যাচার উপস্থিত
থাকেন। তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার বীবাংশী করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কসাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধারমতে কাগজপত্র নাম
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধায় (৩) ও (৪) প্রকরণে
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ যোকদমা
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে

বাকী টাকা আদায়ত তালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক ধারা-
করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;

কিন্তু পূর্ব দিনের সুযোগ হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূম্যধিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়ত
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিস
লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
নিয়ম মানিতে হইবে, যে সময়ে তাহা নামাং; ফেলিতে
হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে
যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পর২ ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইচ্ছা হার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসিদ বা সটিকিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দেখা না গিয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকা নিয়ম করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসিদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রবকারী করিয়া সেই রবকারীতে
এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দী
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) ঐরূপে যে সকল কাগজ দেখা হইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কাগজকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম মাথা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধারে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য্য যে- অধারমতে তালুক সম্বন্ধ
রূপে চালাইতে হইবে' নীলাম সরকারী কাছারীতে
তাঁহার কথা। হইবে।

২) যে ব্যক্তির সর্বস্বপত্র উক্ত ডাক হয়, তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার হাঁড়ী প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক মঞ্জুর হইবার পরে ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার ক্ষেত্রমতে যাবৎ প্রত্যয় না জগে যে, যত টাকা আদায় করিতে হইবে তাঁহা তদপথে হাতে আঁচে কিম্বা দুই সপ্তাহ মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই সপ্তাহ মধ্যে শতকরা পনের টাকা মগম দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্বলা মূল্যের গবর্ণমেন্টে লিকুইটি দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরীর নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মৌজার বাজারে টেঁড়রা নিয়া নীলাম দৌলগা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনরীর নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া হইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম পরিদানের ক্রমিক নিষ্কিট সময়ে পুনরীর নীলাম করা যাইবে। প্রথম পরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে প্রথম যে টাঙ্গা দিয়াছিল তাহা দত্ত হইবে এবং দ্বিতীয় দার নীলাম করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হয় তাহা পুনঃ নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার কমেও দ্বিতীয় দারী দাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালী মতে এই নীলাম টাঙ্গা আদায় করা যাইবে।

(৮) আদায় করণ যে টাঙ্গা দত্ত হয়, তাহা হইবে নীলামের প্রচলিত নীতি; এবং তাহা উদ্ভূত থাকে তাহা গবর্ণমেন্টে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ খার। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদারের কথায় মতান্তর না থাকিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবে।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার সার্থগত পূর্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ডালুকের উপর যে সকল দার, দানী, পেটোল প্রজাতীয়, সাজ্জলাভোজ্য স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা অংশ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ খারায় যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার জম্মী সন্নিবিষ্ট খরিদার উক্ত ডালুক প্রাপ্ত হইবেন। মিল্ল-সিদ্ধি ককটী স্বত্বসম্বন্ধে এতাবদি খাটিবে না।

(ক) দশমী স্বত্ব:

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়ানীর, সেই সময়ে নীলাম ও লিকুইট প্রণালী ছিল, সেই প্রণালী দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দলদলীকৃত সিদ্ধি কোন দার-তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব: কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রমতে ডালুকের সন্নিবিষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে কতটা প্রদত্ত হয়, সেই কতটাক্ষে সন্নিবিষ্ট কোন স্বত্ব বা অংশ।

২০৩ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার খরিদারকে দখলদিবার তৎসম্বন্ধে পূর্ণ খারামত সার্টিফিকেট পাটলে, এবং ৩২ অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুক হস্তান্তর হইবার কথা রেজিস্ট্রী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে কতটা নির্দিষ্ট হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কতটাক্ষে কার্য করিবেন।

২০৪ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা করিয়া দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ডালুকে সে বাকির সার্থ থাকে একটা সার্থ থাকে বাহা নীলাম সেই বাকির আদায় হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে বরং টাকার আদায় করি- এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯২ খারামতে আদালত টাকার কালেক্টরী কার্যক্রমে আদায় করিলে, তবে ১৮৮ খারার বিধান বলিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকদারের দত্ত প্রজা ভন, তবে ১২ অধ্যায়মতে যে মৌজা নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুক সেই মৌজা হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থ উক্ত টাকা আদায়তে দেওয়া গেলে, ১৮৯ খারার বিধান যেরূপে বর্ণিত, সেইরূপে বলিবে।

২০৫ খার। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রমে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিন্তু উক্ত নীলাম ঐটুকুল বরং মোকদ্দমার কথা। বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ডালুকার প্রার্থনা-মতে নীলাম হয় তাহার নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

২০৬ খার। ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, অতীত তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ডালুকারী নামে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৭ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ডালুকে যে কোন ব্যক্তি একটা সার্থ থাকে বাহা খরিদার ২০২ খারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম হইয়া তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকীদারের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রকার দাবী নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, এই প্রকার এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্ন-লিখিত বাছাই করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলমে করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেয়েস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত লভকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণ-মেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর জুম্মা-দারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, যে কায্যকারক নীলাম কায্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যোগ্য কতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের মাওরা লোভ করিবার নিমিত্ত এই উত্তর টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাবে এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাহা উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উত্তর টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উত্তর টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণ-রূপে দিতে না কুলাইলে, তাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উত্তর টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন অতিরিক্ত তাহাতে রাখা থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে তাহার সুদ চলে, এরূপ পরামর্শে সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা লম্বা কিস্তি তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্লেণ্ডের বা প্রিমিউমের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বৃহস্পতি দিন হইলে, রবিবার ও বৃহস্পতি দিন এই দিনে এই অধ্যায়মতে কাঁচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বৃহস্পতি দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কক্ষ ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে সময়ে-সময়ে পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও বেগাচার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকর্তাদের চুক্তি থাকিলেও নিম্ন-লিখিত বিধিতে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলমে হইবে, সে-বিধান কলমে হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীখতবিশিষ্ট রায়-তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩০ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুবর্ত্ত।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীখতবিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার মাওরা করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের মাওরা করিতে জুম্মাদারীর বা প্রকার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট ছেতু বিনা দখলীখতবিশিষ্ট রায়তকে ও কোথা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কিস্তি মাওরাতে প্রকার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চনা কতিপূরণের মাওরা করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকমে লাভ হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে জুম্মাদারী ও প্রকার মধ্যে যে কোন নিয়ম চলে, সেই নিয়মসমূহের কার্যে দখলী কর্তার বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী কর-
ণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সাধন হইতে পারে, যেসব সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায় ও তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে মৎসী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যখন ঐ
মৎসীস্বত্ব লাভ না করে, তখন তাহার ও ভূম্যধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিয়ার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উত্তরঙ্গী” প্রণালী ও “চাল তালিলী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উত্তরঙ্গী ও চালতালিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচরানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাই কোন ঘাট-
চাকরাণ ভালুক সম্বন্ধে
না খাটিবার কথা। ওয়ালা বা অন্য চাকরাণ ভালু
কেবল কোন অনুমতির ব্যাঘাত
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
বিধিত হইবার পূর্বে যে চাকরাণ ভালুক হস্তান্তর
করিতে বা উত্তলক্রমে দান করিতে পাঁচো ঘাট ও না, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উত্তলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তধরুণ আপন যোতের
অংশ না হইয়া বাস্তব
বাত্ত ভূমি কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তবভূমির
অজান্তরের অনুবল দেশাচার
ধারা নিবদ্ধ হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গভূত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানসম-
স্পর্শিতঃ বা আংশিক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
বিস্তৃত না হইলে, এই আইনের কোন কথাই তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কা রায়ত কোনও অবস্থায় মৎসীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আংশিক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা বিস্তৃত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষাধি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের
নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
৪ তফসীলমত মোক-
দ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
১ তফসীলমত মোক-
দ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
বিষয়ের কথা।
হইবে; এবং প্রকল্প মিয়াদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অধ্যায্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিহ হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীভিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ
বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ প্রযোজ্য; প্রক-
তিতে না খাটিবার কথা।
মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা;
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কসমে যে আইনমতে যে কোন আইনমতে লেখ-
নসম্পন্ন করিলে দণ্ডের
কথা।
না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিম্নলিখিতরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূরক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লুপ্ত
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাণ্ড করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিহাদের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাণ্ড করিবার কথা। ইহাবার, প্রাথনা করিবার বা কোন কাণ্ড করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তারের আশ্রয় না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জরী কারবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জরী স্বীকার করিতে বা তাহা হইতে পূরণক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জরী করা গেলে, কিম্বা তাহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাত, তাহা হইলে যেসকল কল হইত, এই আইনের কাণ্ডক্রমে সেইসকল কল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহার ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র দ্বারা যে প্রত্যেক দলীয় এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সত্যিক্রমে হওয়া আবশ্যিক, তাহা এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারী কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সত্যিক্রমে হওয়া হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উক্ত বা তদনুসারে প্রস্তুত হইয়া

একজন ভূম্যধিকারীর উপস্থিতিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহার উপরে বা সম্মুখে প্রদত্ত হইবে।

করিবেন কিম্বা তাহাদের উত্তরে বা সকলের পক্ষে কর্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মকারীদের অন্তর্ভুক্ত কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মকারীদের উপর এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীদের কাণ্ড প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

করণার্থ স্থানীয় গণপরিষদের রাজস্বীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনমতে দিবার আদেশ করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা প্রত্যেক কোন কর্মকারীর

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতাসূচী কাণ্ড করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও বাড়িঘর ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখা, যে ব্যক্তির ওদ্বারা স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা, তাহারে অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গণপরিষদের বা হাই কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গণপরিষদের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যত্ন উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকার এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক পাণ্ডুলেখা রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখার সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখা প্রকাশ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নিমিত্ত তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখা যথাক্রমে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন সিদ্ধান্তীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত সিদ্ধান্তীয় গেজেটে প্রণীত হইবার সম্ভাব্য প্রমাণ হইবে।

যে ক্ষমতা কিম্বা কোন বন্দোবস্ত থাকে তাৎসবিক বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে সকলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন

হয়, তাহা কোন ভূমির মালিকের অধীনস্থ ভূমি সেই মালিকের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন ধারাক্রমে রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ কালীন বন্দোবস্তের বিধান করা যাইবে, তাহা

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গণপরিষদের

ছায়েন চুফান্স বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ়
করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তে অধীশুভান যথো
বন্দোবস্তের বিরাম অতী ৫ ইয়ার পর অবশ্যরিত হান
খাজান, দিয়া; ভোগ করিবার যত ক্ষমতা থাকে যোবার
করিয়া থাকিলে, ক্ষমতা কথা।

২০৬ ধারা। যাঁরা চিরন্তন বন্দী হইয়া ক্রিমি
অন্তর্গত হইবে, এরূপ কোন
ক্রিমি হিন্দী বা আনার দ্বারা
অভ্যর্থিত হইয়া থাকিলে
কর্তৃব্য হইবে যে ক্রিমি
দেওয়া হইবে।

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত পুরি অঞ্চলে প্রথম দের
হইলে, কিংবা

১৫) উৎসাহকে তুমি রাজ্যের পূর্বে মর ভয়
খাঙ্কিলে তুমি রাজ্যের নুতন বাহাদুর নর। এলে।

ডায়েরী গণকের মধ্যে চুক্তিতে একতায়িত্বের কথা
সংক্ষেপে, কোমরাজন কক্ষেরী কৃত্যাদি পরিচয় প্রকাশ
প্রাধান্য নকটে প্রাধান্যক্রমে একতায়িত্বের কথা নকটে
উঃ প্রাধান্যের উপস্থিতি ও প্রাধান্য প্রকাশ্য প্রাধান্যের
প্রাধান্যের কথা

ସାମନ୍ତର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା:

১০৭ খ্রিঃ। বাণী প্রকাশ্যে তাহা হইতে সন্তোষ প্রকাশ
করেন। এই কাণ্ডের চেষ্টা
বিশ্বাস খাটে। কোন প্রমাণ
নাই।

‘ବିଦ୍ୟାୟ ଉଦ୍‌ଧୃତଃ ମଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଃ ।

২৬৮ ধারা। এই আইনের অধীনস্থ —

১০। এই আত্মজ্ঞান দ্বারা সত্যকে জানিবে যে কোন জড়
বস্তুতে কোন জীবন নাই।
যদিও এটি
কিন্তু,

(খ) গভীরবেগের যন্ত্রাঙ্কের বিশ্লেষণটি যথেষ্ট অগ্রগতি
 বাড়াইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ যন্ত্রাঙ্কই
 ত্রুটিমুক্ত কাঠামোতে বিশ্লেষণ করা যাইবে।

(গ) গদগেটে বাকী ২ জনের নাম ও পদ
 বারী প্রজাপতি চাকর, সাক্ষাৎকালে কামে।

(খ) বালু ও কীটের দূষণ হ্রাস করা এবং কোমল
অবস্থায় রাখা।

(୭) ଏହି କାହିଁକି ହେଉଛି ? ବା ?

ଅଥବା ତାହାମାନ ।

(১) সারি দেখ।)

ਏਰ ਆਇਨ ਨਹਿਤ ਹੋਇ ।

২৫.৮.৬৮ আউট।

[illegible]

১ম তফসীল—(চলিত আইন।)

| সাল ও
নম্বর। | যে বিষয়ের আইন। | বর্তমান রহিত
করা গেল। |
|-----------------------|--|---|
| ১৮২০ সালের
১ আইন। | বহিঃজমিদারের বাকী তাহার তা-
লুকদারের শিরে পড়ে ও সে
নিমিত্তে জমিদার তালুক নীলাম
করাইবার ক্রমতা পার, তবে
সেই নীলাম ই-৫ জী ১৮১৩
সালের ৮ আইনের নীলামের
মতে হইবার নিমিত্তে আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮২৫ সালের
১১ আইন। | চরের কি কোন নদী কি ন
মুহুর আন ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে
ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির
মাওজার নিশ্চয়িৎ যে হুকু-
মেতে দৃষ্টি রাখা করিতে
হইবেক সেই হুকুম প্রকাশ
করাইবার নিমিত্তে আইন। | ৪ ধারার ১ প্র-
করণে "এবং
এ হুকুম হইয়া
আমি বহু
কোন প্রধাব
মহীলতারের
পেটার কোন
মহীলতারের
মহলের ভূ-
মিতে সংলগ্ন
হয়" এই ২
কথা মুছে প্র-
করণের শেষ
পর্বত। |

বঙ্গদেশের ব্রিটিশ ভারতীয় আইন।

| সাল ও
নম্বর। | যে বিষয়ের আইন। | বর্তমান রহিত
করা গেল। |
|----------------------|--|--------------------------|
| ১৮৩২ সালের
৬ আইন। | ১৮১২ সালের ১০ আইন অনুসারে
কোটউইলিয়াম রাজধানীর অ-
ধীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজানা
আজার করণের আইন সংশোধ-
ন করিবার আইন। সংশোধ-
ন করণের আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৬৭ সালের
৮ আইন। | আগমপত্রের কিয়ৎ প্রচলিত
দেশগণের বলে যে পোটা
তালুক বিক্রয়সম্বন্ধে কি প্র-
কারেতে প্রচলিত হইতে
পারে তৎসম্বন্ধীয় বাকী
রাজানা আদায় করণোপলক্ষে
তৎ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা
সংশোধনাধীন আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৬৭ সালের
৮ আইন। | ব্রিটিশ ভারতীয় বঙ্গদেশের জিহুত
সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহে
বের প্রচলিত ১৮৩২ সালের
৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সং-
শোধন করিবার এবং কোন
বিচার সিদ্ধ করিবার আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৬৯ সালের
৮ আইন। | ভূমিধিকারী ও প্রকার মধ্যমে
মোকদ্দমা হয় তাহার কাঁচা-
প্রণালী সংশোধন করিবার
আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৭১ সালের
৮ আইন। | বঙ্গদেশী কার্যকারকদের জ-
মতা নিশ্চিত ও নীতিবদ্ধ
করিবার নিমিত্ত আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |

ব্রিটিশ ভারতীয় জিহুত গবর্নর জেনারেল লর্ড হেরের
প্রণীত আইন।

| সাল ও
নম্বর। | যে বিষয়ের আইন। | বর্তমান রহিত
করা গেল। |
|-----------------------|--|---|
| ১৮৫০ সালের
২৫ আইন। | ১৮১২ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬
সালের ৪ আইন অনুসারে
যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না
হয় তাহাতে বারবার টাকা
লগাবেন জর করণের আইন। | যে পর্য্যন্ত য
হিত হয় তাই
নৈই পর্য্যন্ত। |
| ১৮৫০ সালের
৬৩ আইন। | বাজলাদেশে পত্তনী তালুকের
নীলামের নিমিত্তে যে হা-
জার আদায়ক আছে তাহা
প্রতিরোধ আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৫০ সালের
৬ আইন। | মালভাগার বাকী বিষয়ের
সহায়ী মোকদ্দমা এবং প-
ত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য
অন্যান্য অধিকারের নীলাম
এবং রাজানা বিষয়ের সহা-
য়ী ডিক্রীজারী করণার্থে
ভূমির নীলামের বিষয় আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৫১ সালের
১০ আইন। | কোট উইলিয়াম রাজধানীর অ-
ধীন বাজলাদেশে রাজানা
আদায় করিবার আইন সং-
শোধন করিবার আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১১) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"মঙ্গলময়ী বঙ্গদেশের তালুকদারেরা আগমনিগের
ইচ্ছা ইত্যাদি দিতে উচ্ছাহুত ক্রমতা আছে
মেথিয়া নতুন করণদানের সক্তি করিয়াছে ও প্রথমতঃ
তাহা জমিদারের রাজ্য জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে
একপক্ষে অন্য দ্বিতীয় হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছামতঃ জমিতে
তালুক দেয় ও তাহার সুদক্ষা যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের পাওনা সর্বকা-
লের নিমিত্তে পরিয়া দেয় ও তালুকদারের দানে মাল
আমিন ও ফেলার আমিন পণ্ডা ও নী পণ্ডার ক্রমতা
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে আমিন দেওন
হইতে মাক করে তবে তাহার পরে এই তালুক বিক্রয়-
নির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার দ্বায়ে লইতে পারে ও ইহা এইকরণের
রেণ্ডাজ অর্থাৎ চলনমতে আদায় গেল।

"তাহার সম্ভাব্যেতে মিররের মধ্যে ইচ্ছা লেখ
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমিদার তাহা
বিক্রয় প্রাপ্তিতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পূর্ব বাকীর
সংখ্যা যত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার
মাল আদায়ের বিক্রয় চাইতে পারে।

"এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক
বলে ও তাহা পণ্ডিয়া অনেক লোক এ সকল মিরর ও
সিদ্ধান্তে তাহা অমায় লোকের দেয় ও তাহার দর
পত্তনীদার কলমার ও পণ্ডতনীদার অনোরে দেয় ও
ক্রমে এইমতঃ ও ইচ্ছার নিগের প্রত্যেকের সম্ভাব্যে এক
মজমুনে হয়।"

कवचद्वय आर्च ।

- ১। সম্বর _____
- ২। সাল _____
- ৩। এমের মায় _____ খান।
- ৪। এডার মায় _____
- ৫। তাহার হোজের বিবরণ (পত্রিমাণ, খাজনা প্রভৃতি) _____
- মগলী বিষ। _____ টাকা _____
- ভাওলী বিষ। _____ বৎসর _____ ২৭ টাকা _____
- { বলকর _____ টাকা ।
সালের জলকর _____ টাকা ।
আদকর _____ টাকা । }
- পয়সাকর ... { পূর্জকাটোর কর _____
- ৬। যাহার দাঁতলকে দেওয়া গেল _____
- ৭। লিবীর ডাব্বিখ _____
- ৮। বড় টীকা দেওয়া গেল (পুটে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুইমীর বা কনডাঞাএ কার্যকারকের ব্যয়কর _____

বঙ্গদেশের জনস্বার্থ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান করা হই—

“ ৩৯ ধারা। (১) কোন একজন আত্মসার ভিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিনা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারেন। (২) কোন একজন আত্মসার ভিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিনা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারেন। ”

“(২) এতদ্ব্যতীত কোন নিদর্শন না করিলে, সুসাবিকারী যে বৎসরক যে কিঞ্চি উচ্চি বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিঞ্চি হিগাব এই টাকা জন্য লিখিত

চতুর্থ ভাগসীল।

মিরাদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মৌকদ্দমা।

| মৌকদ্দমার বর্ণনা। | মিরাদ। | যে অবধি মিরাদ চলে। |
|--|----------|---|
| ১। যে নিয়ম লম্বকে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে এই নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা বা-ইবে, সেই নিয়মভঙ্গ-যেতু ডালুকদার বা দায়-ভুক্ত উচ্ছেদ করিবার মৌকদ্দমা। | এক বৎসর | নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি। |
| ২। বাকী খাজানা আদায়ের মৌকদ্দমা—
(ক) ৭৩ ধারামতে এই বো-ডের খাজনার নিমিত্ত আদায় করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে। | ছয় মাস। | আদায়ের তারিখ অবধি। |
| (খ) অসাত্তরে | তিন বৎসর | বাকী খাজানা মন বেহ স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাকী খাজানা মনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আদায়ী ও কলনী মন বেহ স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে চৈত্য মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি। |
| ৩। বাকী দখলীস্বত্ববিধি-রায়তস্বরূপ ভূমির দায়েরা করিলে, উক্ত ভূমির দখল কিরিতা পাইবার মৌকদ্দমা। | দুই বৎসর | বে-দখল হইবার তারিখ অবধি। |

২ খণ্ড।—আপীল।

| আপীলের বর্ণনা। | মিরাদ। | যে অবধি মিরাদ চলে। |
|--|---------|--|
| ৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ লাফেবের আদা-লতে আপীল হইলে। | তিন দিন | যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি। |
| ৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যনার লাফেবের নিকট আপীল হইলে। | তিন দিন | যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি। |

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

| প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা। | মিরাদ। | যে অবধি মিরাদ চলে। |
|--|----------|--|
| ৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাজক ছলে বা বসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলতির এই আইনমত কিয় এই আইন-দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজা জারী করিবার প্রা-র্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে ক্ষুদ্র অমো তাহা বাদে স্থিত এই ডিক্রী জারী করিবার ধরচা সমেত ৫০০২ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়। | তিন বৎসর | (১) ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি; কিংবা
(২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি
(৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি। |

ভিন্ন ভিন্ন মত ।

বঙ্গদেশের জাতিসত্তাবিব্যয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন ।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয় । প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত । কোন বিষয়ের সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত । ২৬ জানুয়ারি তারিখে হির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ১ পর্য্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে । অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকটে প্রেরিত হইত । এইরূপ সূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য বাকী ছিল ও নিয়মা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল । এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের ২ যে অনুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতাম না । এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অম্যায় করা হইয়াছিল । আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অতিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না । ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল । আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ কোনোপাধ্যাক হয় নাই । ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অভ্যন্ত দূর করা হইয়াছিল । এরূপ দূরা অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় মনে হয় নাই ।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত । কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল ।

কমিটির হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু উহার মূল মূল অপরিবর্তিত রহিয়াছে । কোন ২ বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তদনুসারে জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে । কয়েকটা ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে । বর্তমান আইনকে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে । কিন্তু একতরফে যে ভূমিকর্ষক, যাঁহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাঁর প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে । আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না ।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম ।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী । ইহা একদিকে কতগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যতিকারী কতগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে । ২য় ।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । ৩য় ।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলভাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না । ৪র্থ ।—ইহাতে ভূমালিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্রারিত করিবার সম্ভাবনা । তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও স্বজলের হানি হইবে । ৫ম ।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিপ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে । ৬ষ্ঠ ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার যেকদও বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধাত করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর ভাব বন্ধনুল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে । গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই ।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না । আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মূল ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি ।

তালুকদার ।

ইহাঙ্গীরা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য উদ্ভিতিকৃত দুই হুতন জেগীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে বধা, (১ম) দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যে সকল রায়ত ভাণ্ডারের যোড়ের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ণ বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোড়ের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোড়ের সমস্ত বা তিরদংশ কোর্ণ বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত। শেষোক্ত জেগীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম জেগী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলী-স্বত্ববিধিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ণ বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোড়ের দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আবার মতে আরো অন্যান্য হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিধিষ্ট প্রকার নাই। এই সকল অধিকারের অন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলকণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোড়, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোড়দারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান কৃষি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী জেগীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামথরদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “ যক্ষসলী কোম তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেল সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবত। ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা বহু উচিত হয় তাহা মিনাফ হইয়া যাক। বাকী থাকে তাহা ঐ যক্ষসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিবেক ”। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের সীমাংশ অনুসারে মিকট-বর্ত্তি তৎসম্পূর্ণ তালুকদার অধিকারী কর্তৃক এদের চলিত হারের সীমা পর্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে (ফিল্ড সাহেবের ডাইজেস্ট দেখ)। আদালতের এই সীমাংশ এই পাণ্ডুলিপি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পরিবর্তে “ দেশাচারানুগত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের সীমাংশায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লভ্য শতকরা ১০৭ টাকার ন্যূন হইবে না। এই শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের সুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের সুঁকির জমা বাদ পড়ে একথা আমিও আমার কর্নগেটর হয় নাই। পবলিক ওয়র্ক সেম ও রোড সেমের হিসাবে প্রজাদের মিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জমা জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাহারাই নহেন। তাহার বিপরীত বর্তমানে গবর্ণমেন্টের জমা টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এত পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না। বর্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে কলপে কলপে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহা দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাকন সূর্যাস্ত আটনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া আনে তাহার প্রতি কত মনো প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মর্মের একটি আইনসম্মত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রকার খাজানা অপরিবর্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া জানিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে যে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়ভদ্রসিংগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রূপি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে হাণ্ডাল দাখিল। দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহারদিকে খাজানা রূজির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্বস্বাধীন হইয়াছে। নান্যায় জমি রেনলড্‌স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাতুলিপিসমূহকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন : তাহার সকলই বলিয়াছেন যে “উহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইচ্ছাও অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমীদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জমি রেনলড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিবার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান, অতি অস্পষ্ট আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভ্রম-মতের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জমি রেনলড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইবে এই অনুমানের কাছা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারের সমক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জমি রেনলড্‌স সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কাছা করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ ভবিষ্যেরই বিবেচনা করা উচিত”। এ অনুমান দ্বারা জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে ; না নান্যায়ানুসারে প্রচার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ত্ব প্রদান করা হইয়াছে ; অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রচার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, বাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জমা অতিপ্রেরিত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, তৎকালে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে চইল, তাহা করা অপচার বোধ হয় না।

জমি রেনলড্‌স সাহেব তাঁহারমত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইচ্ছাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ণেও সেরে নার ও বিচার সম্বন্ধ ছিল এখনও তেমনিই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জমি রেনলড্‌স সাহেব পূর্ণে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশগত্ব আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপ্ত কর, হয়, উত্তরে উপস্থিত পাতুলিপি পাশ হইয়া তাহার পূর্ণ হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন। পাতুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত যবনমূহের উল্লেখ আছে।

১৭ ধারা।—অব্যবহৃত খাজানায় না অবস্থারিত খাজানার দ্বারে যে রায়ভদ্র ভূমিভোগ করে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাদীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যে যে হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সময়কে সেই সেই বিধানের নিয়মাদীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সমস্ত ভূমি ভূমিভোগকারী যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম তৎক্ষণে তাহাকে উচ্ছেদ করা হইতে পারে, সে সেই নিয়ম তৎক্ষণে করিয়াছে, এই ছেতু ভিন্ন অন্য কারণে ভূমি ভূমিভোগকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সচিব পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আবার যেন মতাই এই ধারণা হয় যে, উহাদ্বারা অনুমানের কল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রচারী আপনাদিগকে অবস্থারিত হারদারী রায়ভদ্র বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং এইরূপ জমীদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচাত্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্ত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যস্ত প্রবর্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কট নাহি তাহার যেন আপন উচ্ছাসে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়ভদ্রসিংগের খাজানা না দাঁড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্র মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রত্যেক এতদধিকারের কথা আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যত্নে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সচিবের অগত্যা প্রযুক্ত বলাবৎসর পরিয়া খাজানা রূপি করেন নাই, তাহার যে রায়ভদ্র যত্নপূর্বক দাখিল গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহাও অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরূপ যে জমীদার কখনও একপা আত্মা ও সময়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ের খাজানা রূপি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উচ্ছাদিত করিতে সক্ষম হইতেন না, তাহার নিম্নেই বিলকণ সুবিধা হইবে। কল এহ হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানে যে ১৮৪৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাদামুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাদেশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া লাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার মত নহে । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমিদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালার প্রচলিত নাই । কিন্তু জীবুত টেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত স্বাদেশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত চূড়ান্ত সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজনা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে স্তবিচারসম্মত তাহা তখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে ভিন্ন স্বত্ব ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্বন্ধে কঠোর কার্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসাদার যদি ভাষাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করণ যেরূপ যুক্তিবদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর জীবুত টেট সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এখানে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীবুত টেট সেক্রেটারীর বীমাংসার যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিখিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাণ্ড ভিন্ন হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমোদনের স্ফুট করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাকমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্যাবস্থানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাদৃ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তৎকালে এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর বদলে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাণ্ড ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন জমী ছুট বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে গতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রচিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যেরূপ বিধান হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বাত বৎসর হইতে কমান জীবুত স্টেট-সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে দখলীশ্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ছুট বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীশ্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত চাড়িবা দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্ত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীশ্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তি যে স্টেট ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীশ্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইচ্ছারসার হইলেও পার সে যে জমীর ইচ্ছারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীশ্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমিাধিকারী যদি দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীশ্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইচ্ছাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমিাধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা অস্বাভাবিক ও নৃজির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাক্ষসপূর্বক বেবেমিউ বোর্ডে প্রদান যেস্বর জীবুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। রাজ্যলায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের আনানিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীশ্বত্বনাম খাত কতগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ এর বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষি-কর্মবর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পাখবর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অথবা বাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটোও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সম্মেলনে গাছার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ডিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিাধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা এক ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার জিকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় প্রশ্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে উর্দাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অনায়স্রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুশক্তির লোভের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অস্বাভাবিক তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের আনানিক দমন নির্ভর করে তাহা ন্যূন দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বস দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গার্মেন্ট যখন প্রথমে দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য ক্রিয়ার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

এসমানার্থে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আনোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আনোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা শোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিধিগত বোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জবীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিধিগত বোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য ভালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। ডংকলীন লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটারী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেন্সেটমেন্ট গবর্ণর সাহেব ক্রিষ্টিয়ানমিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আগোব বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাইয়া লইতেছেন। রেবির্নউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুপংখ্যক লোকের মতও এই প্রস্তাবের অনুরূপ এবং ঐযুত লেন্সেটমেন্ট গবর্ণর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুরের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অতিশেষতঃ মন্দ একরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমিদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমিদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অভ্যন্তর বিরোধী; এবং মস্ত্রি সত্যাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিতা বিষয়ে বিশেষ সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ববিধি যোক্ত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেন্সেটমেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের স্বতঃপরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হাভিস দিতেছিলেন তাহা রাখা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যাহার হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্ব্বগুণী ভূমিবাবসায়ী বা দাঁওঅস্থায়ী লোকের জমীদারের কতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার তরফে যে কার্ধ্যকালে ভাড়া সারবস্তু না হওয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর হুমায়ী ও যাহা আইন অমুদরে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর দখলী খারদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রাগতের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাস্ত করিয়া গিল্লীর জন্য আদালতকে আনাহঁতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রাগত বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারকরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত যোত দুইমহল লোকের প্রাপ্য হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রাগতদের অভিশ্রয় মূল হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহার দায়িত্ব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে বোঝিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রাগত সে সীমাবদ্ধ সাধা নহে, কারণ তাহার প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রাগতকে মূল্য প্রদান করিতে বলেন “রাগত হয় এ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এ মূল্য উক্ত ভূমিধারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।” অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রাগতের দায়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বাশ্রমের স্বত্ব যদিও কাগজতঃ সম্পূর্ণরূপে আমার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিও আমার কোষল করিয়া সরস সম্পন্ন রাখতে এই বিষয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বাশ্রমের বিষয় ভালুকদারের প্রতি বর্ণিত যে না ও যে সকল দখলীস্বত্বাংশের রাণ্ড গোষ্ঠের একেত্রে অধিক কোম্পানি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী খোঁজ রাখিয়া তাহার ক্রয়দংশ কোম্পানি করে, তাহাও ভালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

श्रीगणेशाय नमः ।

তালুকদারদিগের খাজানা রক্ষির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের কতি করিয়া ভাণ্ডারিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ভাণ্ডারিগের যে সুখের অবস্থা করিয়াছে তাহা চিত্তস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৯৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। মঙ্গলপুর রায়দারদিগের খাজানারক্ষি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা রক্ষি করা একপ্রকার শৃঙ্খিত হইয়া গিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত। বর্তমান আইনমতে খাজানা রক্ষি করা সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কামটা যে সকল পারিবারিক কার্য্যইহে তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বহুদূর হ্রাসের আশঙ্কায় সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়দার, আদালতের বাহিরে খাজানা রক্ষি সম্বন্ধে টুকি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাল্লিপতিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাও বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিলে সে স্থলে চারি আনার অধিক রক্ষি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক রক্ষি হইলে অস্বস্তি পাইবে এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অধিক রক্ষি হইলে অস্বস্তি পাইবে এবং চারি আনার অধিক রক্ষি হইলে অস্বস্তি পাইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জনসাধারণের উপর বিবন অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে কুলে যৌকজয়া জারী খাজানা মুক্তি করিবার চেষ্টা হয়, সে কুলে যে সকল কারণে খাজানা মুক্তির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) মণীন্দ্রবিশিষ্ট ব্রাহ্মেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তজ্জগৎ সুবিধানশিষ্টে ছুঁই, মিশ্রিত যে
এচ্ছিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত ব্রাহ্ম উদগেশ্য কর ধীরে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রুদ্ধি চাইতে।

(গ) জমাদিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরে যে উৎকর্ষসাধন কর তাহাতে রাশিভের ভোগকৃত ভূমির উৎ-
পাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রাশিদের ভোগকৃত জীবির উৎপাদনিকাপ্তি বাণী দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলতে পারি যে, সংগঠিত কারণাবলীতে খ্যাতিমান কিন্তু সদস্যপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতভার” পরিহার করা যায় না এবং এখন এরিসের যে সকল সন্দেশ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই ছুঁতে হয় না। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় পক্ষে অস্বীকার প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্নমেন্ট কংসকারকেরা যে মূল্যের ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু নাজি বিশ্বাস করা যায় না, ইহা জানিয়াও নির্যাস গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ “সেই ক্ষেত্রে বা চলিত-পাকারে”, কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? গর যে সকল শর্ত উল্লিখিত করিতে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাঁধাত: অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুস্বরূপেও কাঁচা হয়, তাহাণি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

সে সকল বিষয়ে রাজস্ব আয়কারক কতক খাজানা রুজি সম্বন্ধে তদারক চাইবার বিশদ জাহে। ডাঙাডে
কাধাও সমস্ত বাণ্যারই রাজস্ব আয়কারকের বিবেচনায় লক্ষ্য হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়না
রাজস্ব আয়কারকের উপর ভিত্তি হইলে তদারকের উপদেশ আছে : কিজা ক মত দারনা প্রচলিত হার নির্ণয় করি-
বেন ডাঙার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। কল এত হইবে যে জিহ্বা তির আয়কারক তির ভিন্ন দ্রুতিতে কাধা
করিবেন। মূল্য রুজিচেতক খাজানা রুজি করিবার এটা প্রধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গণসংস্কৃতির আন্দোলনের নিষিদ্ধ সনদ, সূত্রের যে মূল্যের তালিকা প্রকল্পের মাধ্যমে আদায়িত হবে তা প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, এবং বৈদেশিক ঋণাদিও হস্তগত অব্যাহতি পূর্ববর্তী পীচ বৎসরের গড় মূল্যে আদায় যে পীচ বৎসর তুলনার নিষিদ্ধ লগুন্য মাধ্যমে কৃত্যকর হবে, এবং পীচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত বিলাইয়া দেখিবে।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রক্ষি করিলেন না যে দ্বিজিত খাজানা লাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-
আনার বেশি হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পুন্দের যে পাঁচ বৎসর জলদান হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মৃত্যুর সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মৃত্যুর যে অনুপাত থাকে, পুন্সীক নিরমাদীনে ও ৪০ বৎসর নিরমাদীনে যাবৎ থাকার সহিত বন্ধিত থাকিবে, সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিষয় অনুসারে কাম্যকরণ বিষয়ে মূল্য ও তালিকা উৎপন্ন অনেকটা নিতির পরিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি গণনাসহ কতক কাম্যকর্তা গোষ্ঠিতে প্রকাশিত তালিকা মূল্য নির্ণয় বিবৃতি করিতে পারা যায় না। গোষ্ঠীতে উল্লিখিত সংগ্রহ করে এবং গোষ্ঠীতে যে প্রবিষ্ট হয় সত্যক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সকলই থেকেও সুখ্যাতি বিস্তারের দরমিস্ত্রিত থাকায় উল্লিখিত ন্যায়গণ গড় হিসাব করা যায় না, সে যখনই খরজেও কোন দায়িত্ববাহিনী দেরস্তার প্রকার সঙ্গীত করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ বস্তুপুঙ্খক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, একথা শুদ্ধ ভাবেই তালিকার প্রতিকর্ষিত—এই সকল তালিকা নিত্য প্রস্তুত ও বিস্তৃত প্রমাণ হইয়া যাইতে পারে না এবং ইচ্ছাও উচিত নহে। অতএব এই প্রসঙ্গ আশিতে—পূ. মূল্যের তালিকা নিম্নে প্রস্তুত হইবে।

আমি দেখিতে হইতে যে সমস্ত শস্যের দ্বারা বাঙ্গালার চাষাভাষীরা এক বৎসর চুটায়, এবং গমের মূল্যে পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের বাসোজ্যেব করার আর স্থানীয় গণগণ্যেটের মধ্যে সমাপিত হইল। উক্ত
শস্যের বিবেচনায় সমস্তে তিনটি শস্যের নাম উল্লেখ্য করিতে পারিলে। কটাক, চুফা, দুর্ভা, আদা, পাট প্রভৃতি
স্বদেশীয় উৎপাদ্য জাতের বিষয় কোন বিশেষ বলিতে বড় কথা নয়। বাইরে দৃষ্টি দেয়া বাইতেই যে উৎপাদ্যের
সাইবল কমুটেশন আকৃষ্ট যে মূল্যে প্রায়িক এনিয়নও সেই মূল্যেই হয়। কিন্তু আর সাহস করিয়া বিবেচনা
করিতে পারি যে দিল্লীতে চাইদের সঙ্ঘিত বাঙ্গালার খাদ্যশস্যের কোন বাসোজ্যেব নাহি, কারণ অধিকাংশ কস-
লের সিদ্ধান্ত অথবা মনস ভাঙ্গা, আর শেখোজ্যেব উপায়ের সহিত মূল্য হইতেও সময়ে পুরাতন বিবিক্ত হইতে
অনেক দূরে আনিয়া দিয়া যেন। চাইদের টাইদের মনস হারিক ৩০ নং, কিন্তু চাইদের বাঙ্গালার টাকার মনস

খাজানা রুজিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল মূল টাইমকে সুস্বায় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্বন্ধ বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দ্বারা খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল মূল কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্বন্ধ হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই মূল মূল ধরিয়া কার্য করা বৈধ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূমিধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্রে এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণেই রুজির আদায় দিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ১৯৮৩ সালের বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ রুজিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ হইবে? টাকা দিয়া তাগাতে লাভ হইবে কি না চিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার এলোমিয়েগনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্তমান খাজানা হিচনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাৎক্ষণিক বৎসর বৎসর থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানীয় বসন্ত রুজির চেতা হয় সেখানে খাজানা টাকার আদায়ের অধিক শর্ত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থানে মূল রুজি বসন্ত খাজানা রুজির চেতা হয় সে স্থানে বহুতর খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিখানা অধিক শর্ত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিই এখনই হুড়াগু কর না। জমিদারেরা যতটুকু অধিক চাহিয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সমস্তই বুঝা যায় যে, যে স্থানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্থানীয় বসন্ত রুজি করিবার চেতা হয় সে স্থানে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীচা পর্যন্ত বহুতর হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শর্ত করা পঞ্চাশ টাকা উচ্চতর সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আমার যে স্থানে মূল রুজি বসন্ত খাজানা রুজির জন্য চেতা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া রুজি দিতে হয়, সে স্থানে শর্ত করা পঁচিশ টাকা উচ্চতর সীমা নির্দেশ করা সুবিচারসম্বন্ধ নহে।

অন্যো দ্বারা খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালী অপেক্ষা বেশারেষ্ট অধিক খাটে; এবং আমার মানাবর সহযোগী মহিমাশ্রিত দ্বারভঙ্গার মারাত্মক নিষ্ফল এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাটুকু উক্ত অংশের কথা এই, সে মূল মূল ধরিয়া পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইয়াই সম্ভাবনা। এ দুইটি মূল এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইতের নিকটস্থ সেও প্রকারের ও তদ্রূপ স্থিতি বিশিষ্ট ভূমির অনিচ্ছিত গড়ে যে সুস্বাক্ষর খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎখা হইয়াছিল তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলী স্বত্ব দাবী।

চিরন্তনী বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উক্ত নতুন দখলী স্বত্ব দাবী রাইতের সচিব কারবারে জমিদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলী স্বত্ব দাবী প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিগত ভূমিধিকারী ও দখলী স্বত্ব দাবী প্রকার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলী স্বত্ব দাবী প্রজা কোনমতে এখনও ভূমির উপর এক মুঠা বীজ চড়াইবার যোগ্য করিতে পারে তাহা হইলে কিছুকাল তাহার দখলী স্বত্ব দাবী বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে বৈধ বলিয়াই দাঁড়াবে। রাইত সম্বন্ধে যে আইনমতে অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বৈধ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাটুকু দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মত্র ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রাইতকে এরূপ নিয়মত্র দিতে সাইবেন সে উক্ত অধীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য নৌকদম্বা কড় করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোড়ের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্বন্ধ তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের হুকুমত জমিদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাঠা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাঠার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রাইতের দখলী স্বত্ব অথবা তাহা হইলে সে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার সম্বন্ধ স্বত্বও অধিকার পাঠকে অধীন হইবে। এইরূপে দখলী স্বত্ব দাবী প্রজা নাম নাহেই পর্যবেক্ষিত হইবে। এই শ্রেণীর রাইতের সচিব আগনার ইচ্ছাযত কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাঠা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারধীন পাঠা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের কতিপূর্ণ সম্বন্ধীয়

প্রথমবার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এমনো অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন তাঁতের সূত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এপাটুলিনিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিচারার্থীরা পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার অধীনতার প্রতিবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে অধীনতার চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অধীনভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে ব্যক্তির সুবিধার জন্য বিচারার্থীরা পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে যখন পরামর্শ দিয়া চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রচার পালকে কোপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তরত অধিনায় অন্য প্রচার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং তরত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাও পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারার্থীরা পাট্টার তাঁতের সুবিধা বা অধীনতা রচিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীর বিধান সকলে অধীনতার ভূমায়ী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিবরে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু বাধা মারী নাই সুতরাং অধীনতার অসুখই পাইতে তাহাদের কিছু বাধা ধর্মতঃ নাবী নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত

যে পাটুলিনি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান শৌন এটি সে, যদিও তাঁতে অধিনায়ের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে খর্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকরক, তাহার পরিচরিত দেশে ধনাগম ও সাধারণের প্রতিশ্রুতিরূপ গণনামেট ও ভূমায়ী ও পেটোও ভূমায়ীর দল আবার প্রাপ্ত হন, তাহার কায্যতঃ অল্পট উপকার নহা হয়। যথার্থতা নোট কর অবশ্য বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাবর্তি লোকের দয়ার উপর কেনিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে সেরূপ উত্তরবিশেষ করা হয় করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করেন। এবং তাঁহারা কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানান উপায়ে প্রয়াস করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিনিতে কোর্কা বিল নিয়মিত করিবার প্রস্তাব উইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, এসকল বিধান কাগজে পরিণত হইতে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার বোতের অধিকারের অধিক কোর্কা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টারী হইবারাজ, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্কা বিল বন্ধ হওয়া দুই খণ্ডকর উভয় প্রদেশ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্কা পাট্টা লাভ হইবে অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং তাঁহা নূতনকালেও কলং হইবে। যে কোর্কা পাট্টা নিহায়ে তাহার অবস্থা ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার দিয়া যত অংশ হইবে তাহার লাভ তত অংশ হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের ভূমিকারীরা কিরী করা পাট্টা হলে 'কত বাটা দিয়া থাকেন তাহার উপর লোকের ২০ টাকা অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে লোকের ১৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ বৎসরক সমাবর্তী লোক আছেন, বাসকগল্লো পর২ ১০ শ্রেণীর সমাবর্তী লোক আছে। সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কায্য চলবে। প্রত্যেক সমাবর্তীই কোর্কা রায়তের নিকট হইতে তিনি আপন ভূমিকারীকে বাটা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকা অধিক দাবী করিতে স্বত্বান হইবেন। তাহা হইলে এই দলের সর্ব শেষ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বত্বের দাবী করে তাহার, লোকের ২০ টাকার ভূমিকারী কোর্কা রায়তকে ভূমি সম্বৎসরের শেষে তির ও ২ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া বাটনার। রাখত লোকের দান ভিন্ন উঠিয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এ যে উদ্ভূত রায়ত অধিকারের অধিক ভূমি কোর্কা বিলি করিয়া কেবল সেই সকল স্থলেই ২০ খাজানা বাটনার সীমা নির্ধারণ কায্য কর হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার ক্ষতি করে আপনাকে সাবধান এই সীমার মধ্যে রাখবে। আরও উদ্ভূত রায়ত যদি আপন লক্ষ্যন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ তাহা লক্ষ্যন করিলে কোনরূপ লাভই বিধান নাই। উদ্ভূত রায়ত যে রায়ত তাহার নিম্নের শর্তসত্তা অধী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়া ই স্থির করিয়া রাখিবে। এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রসঙ্গ উপকারের প্রকাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নিম্নে শর্তে অধী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উদ্ভূত রায়ত তাহাকে প্রচণ্ডই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্কা বিলি নিয়মাবলি বিধান সমুদয় অপ্রযোজ্য হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা বায়লা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধায়ে ভূমিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমিকারীরাই আর ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহারা ভূমিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানার ভিত্তিপ

করে সে আপন যাত সন্তোষে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমিধিকারী তাহাকে বাধ্য দিতে পারিবেন না । (২) যে স্থলে রায়তের নথীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিধিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক খেত সন্তোষে কোন ক্রতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে । (৩) যে স্থলে নথীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন খেতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমিধিকারীর উপর এক মোটাস দিবে । যদি ভূমিধিকারী তাহার অমুরোধ রক্ষা করিতে না পারিলে অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজের উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে । এই বিধান সমুদ্রের নদী এই যে উচ্চাঙ্গে ভূমিধিকারীর ভূমারী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া তুমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কালার এবিষয়ের সীমান্তাবস্থায় কালেক্টরের সঙ্গে অর্পণ করা হইয়াছে । যদি রায়তকে ফুরি উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রধান কপে ভূমিধিকারীকে উক্ত উৎকর্ষসাধনের উত্তর দেওয়া উচিত । অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিধিকারীর আনন্দ মূলধন থাকায় তিনি উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ । কিন্তু এ বিষয়ে কালার কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ করিয়া দেওয়া চলল না । তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার ঘূনাফা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাহাকে দেওয়া হয় । এই কারণে খাজনারূদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ ফুরি খাজনারূদ্ধি দিতে সমর্থ তবেই রূদ্ধির আদেশ করিবেন । আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিচায়া কল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । রাষ্ট্রের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য সীমিত হইলেও নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা এ যাবতের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রাতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ শাস্তি রাজনীতি তাহা আমায় রুদ্ধির অপরাধ । আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদালতের প্রকৃতির জন্য ফুরি প্রচলন বিষয়ে ভূমিধিকারীর সন্দিগ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব প্রচলন করা হয় নাই । আদালত ফুরি প্রচলন বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে দলং হয় ।

ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, କଟକ, ୧୫/୧୨/୫୫ ।

পাণ্ডুলিপিগেজে জিলার অফিসে সমস্তা দস্তাৱ হইয়াছে যে কালেই বা অথবা স্বার্থবাদ যে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যে
তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাঁহা যোগ্য হয় যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা (খ)
ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের ক্ষতি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মতান বা জালুকের সহায়িত্বক্রমে গকে উহার
অস্ত্রাবধারণের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে। অর্থাৎ যেরূপ দিব্যের কথাই প্রথমে বলি। সহায়িত্বক্রমে
সহায় বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কাৰ্য্যধাৰণ না থাকিলে রায়তদিগের ক্ষতি ও বিরুদ্ধ হইতে পারে এ কথা
আমি স্বীকার করি, কিন্তু কানুনী খাজানা আদায়ের নিয়ম করিয়া এ কসুবিষয় প্রভিবিধান করিয়াছেন। ৭৩
ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যদ্বলে অনেক গ্রাম অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-
দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের করণা নিশ্চয় কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকায় অন্য উক্ত
সহায়িত্বক্রমে একযোগে এসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদায় করিয়া দিতে
পারিবে। আরও যদি সহায়কারী, একযোগে অবদান ধারণ করে দিগের দ্বারা দত্তব্য বা নৌকরনা কজু না
করে তাহা হইলে সহায়িত্বক্রমে প্রজার দরখাস্ত অথবা বঞ্চিত খাজনার অন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না।
এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অধিকার মতালের রায়তদিগের সমস্ত সুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ
সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু তাহা কোন মতালের অস্ত্রাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে
পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দস্তাৱস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহায়িত্বক্রমে রাজস্ব
জিতে ক্রীড়, তাহাদের মতাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অধিকার করে অথবা সহায়িত্ব
আবেদন করিয়া থাকিবে অথবা তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বহুদেশের প্রজাতন্ত্রী ব্যবসায়
আইনের কথা দৃষ্ট অনুমান করা হইতে পারে এবং তাহাদের ক্ষতিও হইতে পারে। এজন্য কানেক্টর অথবা অধ
সাধারণের কসুবিষয় হইতেছে মনে করিলেই সহায়িত্বক্রমে আদায় সম্পত্তির অস্ত্রাবধারণ হইতে কোনও বঞ্চিত
হইবেন পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কথাই অন্তর্ভুক্ত না, তাহারই
ভাৱ করিয়া তাহা মতালদিগের সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের ভাৱ জনের ক্ষতি আদায় করিয়া, উহাদিগের পরিজন
ও উৎকর্ষসাধনেরই ক্ষতি কারণ অগণনীয় নহু, প্রকৃত পক্ষে অসীতির একান্ত বেতাবী।

পরের লিপি খাজনার বন্দোবস্ত, হায়েন্ডা, ওয়ালিকা, ও ভূস্বামীর নিজ ভূমি
লিপি বন্ধ করণ।

[illegible]

এবং কৃষিকার্যে কতি, বার ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। হাজমুদ্বিহুত জরীপে এই শিকাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এতসকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করেন, তখন উহা দেখিয়া সওয়া ভাণ্ডারের কাছ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্টে হাইদ্রা দেশের লোকের উপর উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আশি ভাণ্ডার যুক্তিযুক্ত ও সিন্ধু কার দেখিতে পাইতেছি না। আশামী চুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয় পুরোজা বিত্ত ক্ষত বদ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থান রাজস্ব সংক্রান্ত বা সন্ধানের বিরুদ্ধে নীলাধ খরিদার নিজের অবগতির জন্য জবাবদারী কাছ পাশ না, স্বত্বের লিপিশুদ্ধ যদি সেই স্থানের জন্য প্রস্তুত হয়; যেহেতু রায়চেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাণ্ডান: দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থানে রাষ্ট্রদেবের কর্তৃত্ব অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থানের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেহেতু জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থানের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিস্ট্রারী করা হয়; সেই সকল স্থানে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা নাশ্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অশীম বিবেচনা ভারিয়া এই সকল অখাণ্ডের লক্ষ্য বিনয় বেক্সত বিলুপ্ত কর: হইয়াছে, তাহার কারণ কোন আবিধানকথাই নাই এবং ইচ্ছাচারী এত অনিষ্ট সাধিত হইলে যে উদ্ভিষ্ট কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যা তেগারে যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে বেগের অধিকাংশ স্থানেই উহা নিষয় করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রময় ও সাংস্কৃতিক কারণ বশত: একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনা: হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পূর্বা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রজা ও ভূমিকারী কাছাই একবার হারা কিছুনা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, যেখান স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে ভূমিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করার পরচ ভূমিকারী ও প্রজার খাড়া চাপান হইবে। যে কাছাশ্রমণী অবনমন করিলে ভূমি বিশিষ্ট প্রণীর উপর জনেকা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর হুতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অতিষ্ঠিত ভূমিকারীর নিজ জমী নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে খামার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্রমে নির্দিষ্ট লক্ষণের সমূহ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পবিত্র ভূমি লক্ষণবিশিষ্ট করা হইয়াছে। - ১৮ খারার বলে,

১৮ খারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া নিষিদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, ভেরাত, সের, নিজ, বিজবেত বা কামাত বলিয়া ভূমামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন নিষিদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রয়গত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আশামী জমী আশাচারকবে ভূমামীর খামার, ভেরাত, সের, নিজ, নিজ খাত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশান্তরের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমী দেওয়া হইয়াছিল কিনা এই কথায় প্রতিদৃষ্টি রাখিবে। কিন্তু যখন বিগ-রীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান থাকিবে।

(৩) জমী ভূমামীর নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম-চারীদের কাছা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই ধারায় যে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবে যে পূর্বে বেহারের মধ্যে বালিকাব: জমী এবং সুরে বা দালা ও যেদিনীপুরের জমিদার ও ডালুদার ও অন্য ভূমিকারীদের নিজের নামকা: ও খামার ও নিজ খোঁচ ও গরুচ ভূমি পূর্বে লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাংবোজ ভূমির বিহীন] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দুই হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমী-দারের খামার জমীতে ক্রয়গত বার বৎসর ধরিয় চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিস্বত্ব একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত্তর খাজনা দ্বারা জমিদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে কোর্টের আইনের সহায়তা লক্ষ্য প্রয়োজীয় ও কার্যকর বলিয়া প্রাপ্য হইতে লোকের বিশ্বাস। আশি জানিবে যে ইহা সমগ্রতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান কোর্ট আই-নের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অর্থায়নী হই, কিন্তু ভূমিকারীর নিজের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ হইবে সমস্তর অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ মত ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি আদায়ের কোর্ট আদালত

কার্য করিতে হইবে, উহার প্রতিপদে নানা প্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় পর্যন্ত বাট হইতে শস্য অনাত্রনীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা কার্য আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সমস্ত প্রতীকারই কোর্ট আইনের মধ্যে গিয়া উঠিত। আবার কোর্ট করিলে গেলে ডুমারিকারীরা এক বার করিতে ও এত বিরক হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আবার এইরূপ বোঝাইতেছে যে এই গাণ্ডুলিপিতে যেজন কোর্ট আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সবলতা বাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমরা বারং বার প্রাধিকার ন্যাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আশ্রয় পাইয়া গ্রহণের আপনাদের কন্য গণন মতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উক্ত গাণ্ডুলিপি পঞ্চম খুন্না হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সবলতা বাদন ইহার একটি মুখ উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফলস্বরূপ অসামান্যকৈ নিরাশ করা হইছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পত্তনী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাণাপুতানিও মহালে এক্ষণে যে কার্য প্রণালী চালু তাহা ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজনার জন্য মোকদ্দমা কিছু করিতে গেলে জমীদার বা খাজানা প্রতীকার আশ্রয়ণীর বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আদায়ক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপত্তিঃ মোকদ্দমা খোলা করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহিন করিলে। সমন জারী হইলে জারী হয় না বলিয়া সদাচার যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত সময়ের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন মোকদ্দমার ন্যায় ‘নজর’ দিয়া অথবা রেজিস্ট্রী টি হারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিম্ন প্রতিবাদীর দ্বারা সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তি নবতঃ বাস্তবিক অথবা তাহার পুত্র মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালিকজারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তদায় অথবা তদুপস্থিত অন্য কোন সদর জাহগীর অথবা গ্রামের মোকদ্দমা গোপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন স্বত্বপ্রাপ্ত লটকাইয়া দিয়া মোকদ্দমা জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, না হয় গ্রামের মুইজর সমস্ত অধিবাসী, লোক গ্রামে সব-রেজিস্ট্রীর লিফট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্টলেট উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্তঃস্থ দুইটি আলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে সমস্ত তার সজ্জিত কাহা করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এক্ষণে এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাতঃ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী সে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাকীকে মিষ্টি দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিনসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিনসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাতঃ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইশ্বা করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন বাধ্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্বশীল রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রেমে তাহার তালুক বা মোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশীল রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানা প্রতীকারীতিমত প্রতিভাষা দিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক সহোদয়ী সভ্যসম্প্রদায় আমার পরামর্শবশত উপায় সভ্যসম্প্রদায় অর্থাৎ বালিয়া বোদ
হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইংল্যান্ডবাহী স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যাবলি সম্পত্তি ও
সম্পত্তির পরিবার ভিত্তিতে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাঁহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে
বিশ্লেষণ করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে সাহায্যে সুবিচারের বাধ্যতা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে না
এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আশ্রয় সমন জারীকরণকাহী ও প্রকার্যের
প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসাহিত হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইংলিশ সম্প্রদায় প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূমিবিচারীর স্বত্বঘটিত কোন বর্ণনা উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও
বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সম্ভব পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি শুদ্ধতর পরিবর্তন করিয়াছি। প্র
ধারার আদেশ এত যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু
এই উত্তর দেয় যে প্রজ্ঞা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে প্র
জ্ঞা আদালতে দিবে। অতঃপর যে মোকদ্দমায় বিবাদী তাহা খাজানার মোকদ্দমায় হইতে অতঃপর পৃথকভাবে
উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতঃপর আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এক্ষণে টাকা দেওয়া
গেল আদালত এই টাকা দিবার নীতি প্রত্যয় ব্যক্তির উপর জারী করা হইবে; প্রত্যয় ব্যক্তি তিন মাসের
মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে অগ্রসর মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া প্রমাণ প্রদান নিষেধ করণার্থে প্রজ্ঞা পাঠিলে
বাদীর আর্থিকভাবে এই টাকা তাহারে ব্যতির করণ সাধ্য হইবে।

এ ক্ষুদ্র অংশ মধ্যে যে রায়ত আপন ভূমিবিচারীর স্বত্ব স্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রদান
হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাঞ্ছনীয় হইয়া যাইবে, এটি প্রকাশ করিলে প্রতিবাদীর পক্ষ আরও অধিক
পরিমাণে পক্ষিকার হইবে, আমি এত কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব
করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বাজী হইবে না; প্র
জ্ঞা আদায় সহজ হওয়া দূর থাকুক তাহার বিরুদ্ধে দিনের পরিমাণ হইবে।

বিচারের সংস্কারঃ যে কান্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়,
আব্যাহত হইলে সে প্রণালী পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টের দ্বারা প্রস্তাব করিয়াছেন। আদায়
বোদ হয় একপ করাও যাহা, এদিকের নীতিসম্মত তার পরিহার করাও তাঁহা। যে ব্যবস্থাপক সভা
কান্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধান করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার
বিচারের নীতি সম্প্রদায়ের জন্য উপায় পরিবর্তন করিতে সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামী নবেম্বরে কমিটী অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যরা খাজানা আদায়ের
বর্তমান কান্যপ্রণালীকে সমল ও অধিক পরিমাণে কান্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন
করিতে সমর্থ হইবেন। ইংলিশ থাকাহ ভূমিবিচারীদিগের বিশেষ ক্ষেত্রের কারণ এবং ইংলিশ থাকাহেই
রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দ্বারা টাকা দিতে অনেক সময়ে তাহারা বিলম্ব কতিপয় হন। যদি
খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনদিকের সকলের মত একত্র, তবেই এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট
পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূমিবিচারীদিগকে তাহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য
না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিবন্ধ হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমিবিচারী ও প্রজ্ঞার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কায়তঃ বহিত করা হইয়াছে। যে সকল
বিষয় চুক্তির ব্যতির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তঃ স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুযায়।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিবিচারীর বা প্রজ্ঞার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলী স্বত্বপূর্ণা রায়তঃ ও কসলী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত
সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজ্ঞার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর কতিপয় পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০
ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ডিক্লামারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজ্ঞাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে আমি এই অবশ্যিকর
প্রজ্ঞাবের বিলম্ব প্রতীতি করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমুহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার
করা হইয়াছে একপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনও ঠিক
জাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাঁধী, ঘর, ক্ষেত্র

খোঁসাবিক্রয় বা বন্ধ নিষার সময়, তাঁহাদের ক্ষেত্র উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিষাণ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনের সমস্ত অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কোন আপত্তি ভূমিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাঁহাদের কোন অনর্থক বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারার্থিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের মার্শাল লেট অর্গানাইজেশন, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট এই যে তাঁহাদের উদ্ভাষণে যেসব সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাধ্যকারী এই ক্ষমতা মূলধনকে কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিচয়ের প্রদর্শন শুকাইয়া। আদালত, বাজার ও ভূমিবিদ্যোনিষ্ঠের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হয়, আশঙ্কিত এই নোংরা। কিন্তু আমি ভয়ানক করি যে আমার বোধ প্রযুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইবে। শাসনের খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তিত হইতে পারে, স্বতন্ত্র লিপি অথবা খাজনার বন্দোবস্ত হইতে পারে, হারের কালিকা পত্র বিবরণেই হইতে পারে, ভূমিকারী ও প্রজাতির মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানই হইতে পারে, কতিমত মাগের কাটি নির্দেশ করণেই হইতে পারে, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হইতে পারে, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হইতে পারে, আমি যে বিষয় দেখিতে পাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকে প্রবৃত্ত করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগত অটোমটিকার অভিযোগ সেই দিকেই। উক্ত নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য-নির্বাহক অথবা শাসনকারী সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইতে, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ অস্বীকার্য্য। যে প্রণালীতে বিচারমন্ত্রীর কার্য্যকারককে শাসনকারীনির্বাহক গণ্যহেঁত। ইচ্ছিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯০ খ্রঃ অব্দের বিচার আইনের চেতুর্বাঙ্গ লর্ড কাণালিস যে উদ্দেশ্য ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিচ্ছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উৎপাদনের বিষয় সমস্তের সম্বন্ধিত ভূমিকারিদিগের সেবা গণ্য হইবে এবং বাণিজ্যিক ভূমিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের মধ্যে যে সকল দায় ও ব্যবসায়ের মোকদ্দমা অন্যত্র দায় আদালতে উপস্থিত হইত তাহ ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি অর্পিত হইত তাহাও তাহাদের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ডের বিনীতে ও তাহা হইতে জিদ্দ গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুকুম মাল কোম্পেন্সের এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জমা থাকিবে মাল আদালতের পেরেস্তার দীপ্তিমান এই সকল কাণ্ড দুটে এই ক্ষণে ভূমিকারিদিগের সমস্ত সরকারের সমস্ত যে সকল ক্ষতি অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে ক্ষতি আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিত্যকৃত মনস্তর প্রাথবের না করণ এতদে মাল আদালতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমা বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে ও বন্ধন বর্ধাণ ক্রমে ও বন্ধন উভয়ের সম্বন্ধে এতদতাবিনা হাজিরিতে নিষ্পত্তি হইতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কাষের নিবন্ধাংশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথেষ্ট থাকিত। আর ইহাও পুঙ্খর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমিরাজস্ব দায় ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথায় ক্রম হইলে অন্যায়প্রভেদ আশা ভরসার স্থান জিননা বৈ বিপাক হইতে যে পৌঁছ পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রভ হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর হুকুমের কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহালা ভরা ভূমিকারিদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদের বর্ধাণ বিচার হইতে পারিত না ততএব চাঁসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরে লিখিত সমস্ত উদ্ভোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্বের উদ্ভোগ করণ উদ্ভোগান্তর করা যায়। মেওয়ানী পতিতকর্তব্য এই যে ভূমিকারিদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি ভাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কাল সরকারের পাওনা মালপ্রজারীর অপত্তি উপস্থিত হয় তাহাও। সকল আদালতে অঙ্গ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিদ্দ গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হুকুমের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কার্য্যের যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বত্বান্বয়ের বিষয় না থাকে তবু সরকারের সহিত ভূমিকারিদিগের ও ভূমিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি বর্ধাণক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত ব্যবসায় কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অঙ্গর আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রজাবর্গ ছাড়া কার্য্য স্থান কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হুকুমের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবে অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত ও ক্রম হইবেক এবং যে চাঁসের আধিক্য সম্বন্ধে কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অধিকার হয় তদ্বিত্ত সকল গোয়েই প্রম ও চেষ্টা বর্ধাণিত করিবেক।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্টে যে সকল উদ্যোগ তার প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দলপুত্র অধিক ঘাটে।
পতনী তালুক।

জমিদারের এই পাণ্ডুলিপিতে পতনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন এতদপরিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মতে এই যে গত পরিষদে বৎসরপরিষদে এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার অপ্রতিপত্তি কার্যে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমিদার, পটলদার, আদালত ও আমলা সকলেই উক্ত বেশ বুঝে : উদ্যোগ তার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে সাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরস্পরাগত কথা লোপাইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বক্তব্যসারে পতনী আইনের দাকা ও বাধা নেতাদের আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আরও এই মতের অনুমোদন করি এবং আগার বন্দ : যে পতনী অমায় এই পাণ্ডুলিপির ব্যক্তি করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল নূতন দায়িত্ব এই পাণ্ডুলিপি প্রদান : লিখিত ভাষায় উপর আবার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি জামি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বরশোধসময় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আশ্রয় নহে। আগামী নবেম্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করি। বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিনেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন নতের সম্মতালিপি ।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভানুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সন্তিত তদীয় ভূস্বামিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম তল করিলে তাহাতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিধি রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিধি রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিত যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূস্বামিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অর্থী একরূপে ব্যবহার করে যে উল প্রজাস্বত্বের কাছের সম্পূর্ণ অঙ্গুণ্যবোধী হয় তাহা হইলেও মখলীস্বত্ব উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলীস্বত্ববিধি যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অঙ্গুণ্য সাধারণ মখলীস্বত্ববিধি যোতের অঙ্গুণ্য হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ। যদি একস্থলে ভূস্বামিকারীকে অগ্রকর স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকেই স্বত্ব দেওয়া উচিত। যদি একস্থলে ভূমিকে প্রচার কাঁচার অঙ্গুণ্যক করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে একরূপ হইবার অঙ্গুণ্যে বহু তর্ক উপস্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রকর স্বত্ব মখলীস্বত্ব আইনের শাখা। বেহারের হিন্দুরা পূর্বে ক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূস্বামিকারীর অনিচ্ছা করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার মত হইতে ভূস্বামিকারীকে অগ্রকর উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষের ক্ষেত্র ভূস্বামিকারীকে যে রূপ ভরাদক অনুবিধায় কেনিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ; কেন্দ্র মতকরা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যে রূপ অসমর্থ হইবে অপর স্থলেও সেই রূপ অসমর্থ হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সন্তিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূস্বামিকারী উৎসন্ন থাকিবে।

মখনই ভূস্বামিকারী পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কাছা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

মখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূস্বামিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রার্থী পূর্বেই পূর্বে ক্রয় স্বত্বের তর করিয়া যখনই আপন চক্ষে খুলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূস্বামিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরপ্রার্থীর অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন প্রস্তাব করিবার উপায় দেখিতে পাঠিতেন এবং এটি অঙ্গুণ্যের কাছা মোকররী পাট্টাণীন যোত অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের জিজ্ঞীহারা নিশ্চিতে হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূস্বামিকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাশন করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিণাম করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকা বিলির নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটি অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিচ্ছিন্ন।

কোকাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মখলীস্বত্ববিধি রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে ভাণ্ডাররূপে পরিণত করিলে ভূস্বামিকারীদিগের বিশেষ আশঙ্কা হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যমীয়াধর্মবিশিষ্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রাষ্ট্রভিত্তিক মনো অতি দ্রুত জেনী অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভিত্তিক রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে উদ্ভাবনকারীরা আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে পারেন।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমীয়াধর্মবিশিষ্ট রাষ্ট্র হইতে দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতেরা সে সেই দাবি হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করিতে পারে।

ইহা আশ্চর্যজনক। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর বড়ই বেশ বাধ্যজনক নিয়ম হইতে না, কখনই কোর্কা বিলি পরিভ্রান্ত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক জেনীর লোক ভূমি পাওয়ার জন্য তাঁ করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ বাস্তব করিতে পারে এবং এক জেনীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাট্রির বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, তত দিন কোর্কা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্কা পাট্রিধারীদেরকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এক্ষণ লীকে কোন না কোন রূপ উদ্ভাবনে আনিতে হইবে।

এবির লীকই এমনভাবে গবর্নমেন্টের গোচর আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার দীর্ঘায়ু পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৩। ৫ম অধ্যায়—খাজানা রুজি।

সিলেটে কমিটির নিকট উপস্থাপিত জনা যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে সঙ্কীর্ণ খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ণভারের উপর টাকার চরজানা পর্যন্ত বর্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূমিদারী প্রচার সহিত যত্ন ও সতর্কতা করিয়া লইতে পারিতেন।

আমি জনা যে চার প্রস্তুত কর তাহা নিশ্চিত স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রচার দ্বারা না হইয়া ভূমি উৎপাদনা সঙ্কীর্ণ বর্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্য রুজি হইয়াছে এই কারণে যৌক্তিকতা করিয়া ভূমিদারী খাজানা বাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম দ্বারা যে বর্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পূর্ণতম খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

উদ্ভাবনিক খাজানা রুজি ও যৌক্তিকতা করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থানে বর্ধিত খাজানা চল বৎসরের সন্তোষ প্রাপ্তি করিয়া কথা ছিল। সিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা রুজি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা হু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সন্ত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, হু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যোক্তিক খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্ণতম হারের উপর সন্তোষ পক্ষের টাকা পর্যন্ত রুজি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে সন্তোষ পক্ষের টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থানে কোন যৌক্তিকতার দোষজন্য দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে রুজি হউক আর না হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উত্তর স্থানে পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিভ্রান্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সন্তোষ বাণী হইয়াছে। কিন্তু আমায় নিশ্চিতভাবে মনে হয় এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করিয়া খাজানা রুজির সীমা পরিভ্রান্ত করা হইয়াছে। বলিয়া সীমা সন্তোষ ও সময় রুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভা খাজানা রুজির উপর যে বাধ্য জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যিক বিবেচন্য করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই পরিষ্কার লক্ষ্য হইবে যে, যে প্রমাণদ্বারা যোক্তিক ভোগ করিবার ক্ষমতা দ্বারা দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিদারী আদালতে সেসেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যরাসেই খাজানা রুজি দিতে সীদ্ধ হইবে।

ভূমিদারী ও প্রচার দ্বিগুণ দ্বিগুণ যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে প্রণালীতে সেসেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে প্রণালীতে অসন্তোষ করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুদ্ধিরূপে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক হইল যে চুক্তিবহু খাজানা রুদ্ধি রেজিষ্টরী করা করায়ত্ত হইয়া করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে এতটা ভাড়াতে বীকৃত হইতে গিয়া আসীনভাবে পণ্য করিয়াছে

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর চলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করায় ভূম্যধিকারী উহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াক্ট আদায় করিয়া লওতে ছাড়িবে না। আমারা একা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এহুলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে মিঃ টক স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হইবে যোত ভোগ করণ ক্ষেত্রে খাজানা রুদ্ধির যে প্রকার নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমাদেয় অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আমদানীর বিবেচনায় উপর কলিমা রাখিতে ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর পরিমাণ খাজানা কৃষকরা দিয়াও কমতা আদায়তক দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদায়তক হস্ত পদ দ্বারা করাও উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—মধ্যমী স্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের অবশ্যিকতার কারণে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৬৪ ধারা: (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রাষ্ট্রের খাজানা পরিবর্তিত হয়
এ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে
এ " (৩) } পারবে প্রথমটির এক মধ্য।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিগল প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরায় এক খাজানার ৬ ম ভাগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা প্রনিয়ম দুজারূপে পারগত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সচিৎ আমি যে মন্তব্য রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে প্রকৃষ্ট যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যতদূর পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাংগতঃ কিছুই নহে।

কমিটিতে এই বিষয় প্রথমবারের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কোন গুণীত হইয়াছিল তাৎসম্যবর্ণার্থ একই কথা বলা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তিও ত্রুটির দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাও বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্ররত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনবর্ষ কমিটিকে প্ররত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণমাত্রা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমি বাবী পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবশ্যিকতার হারে ভূমি ভোগের স্বয়ং প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকদ্দমাদার ও বন্দোবস্তদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবশ্যিক ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মধ্যমী স্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে কোন ক্ষেত্রী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ আভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মধ্যমী স্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটি ক্ষেত্রী স্বত্ব কর্তা জমিদারদের ভূস্বামী স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য বন্দোবস্ত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রক্ষা ভাগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা রুদ্ধ হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইচ্ছাচারী ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া নিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত অস্বাভাবিক, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রাষ্ট্রের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধী দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান ভাষায় পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাসিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বাহিবদ্ধ করা সুবিচারসম্মত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মাইছে তাহা উচ্ছেদ করাও অসম্ভব ও কঠিন হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অধিষ্ঠান না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন অবশিষ্ট হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, একপক্ষের দ্বারা মোকদ্দমা রুদ্ধ করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে মনেদন এই যে, যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যে সকল রায়ত অবশ্যিক হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব হ্রাস থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূস্বাধিকারী ও প্রচার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইয়াছে অথবা নিজের অসামর্থ্যজন্য ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাতিল হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আটক করার দোষে ভূস্বাধিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারজনক।

অতীতকালে তিনি যাগাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাগাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররী শার ও ইন্তসরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রায়ত তাগা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে মখলীসালী বন্দোবস্তের যার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তাঁহার স্বত্ব সশাস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কিছু আঁড় ভাঙ্গার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কাঁচার উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তাগা দার বাসেন্দা রায়ত, ইজারার দীর্ঘকাল মখলজদা স্বত্ব আনুগাছিল, আর পাটকজ রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের সর্ব প্রথম আইন দ্বারা একে মখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেশী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূস্বাধিকারীকে অনুমান থওনের আশা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়ভের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের মখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশী করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠ্যের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে “যে সকল বংশীয়ভূমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাট পাট হইতে স্বত্ববান হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে য ১০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজও দাবিকারি রায়ভের উপরই নির্ভর থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন্ত স্কোজ সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণস্বাধীন বাসানুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উক্তর ও সুগমতর যুক্তি উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কমিনারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রচার পক্ষে অস্বাভাবিক, এরূপ এতদূরকা বন্দোবস্ত নহে” কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ ভালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়তঃ কাঁচা চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আবার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূস্বাধিকারীর বিক্ষে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্তমান আইন ছাড়িয়া যাইয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান থওন করা ভূস্বাধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে স্বত্বস্বাভাবিক করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূস্বাধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন ছোঁড়াই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূস্বাধিকারীর হস্তাকর প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু ভূস্বাধিকারীর পক্ষে যে সকল লোকলিপিতে জায়ে না তাহাদের সেওয়া মূল্য প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরান আইন আছে সর্বত্রই ভূস্বাধিকারীর পক্ষে রায়ভের অন্তুলে দলীল লিখিয়া সেওয়া অবশ্য বড় বা বাধা দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূস্বাধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া সেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়ভ টাকার খাজানা সেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপনির্ভ পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিপক্ব খাজানা ও পাটদার অতিপ্রচার হইয়াছে।

যদিও কান্টোতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাধাবীর হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের বড় দূর নিঃসৃত করা উচিত আবার এদিকের ভাড়া অপেক্ষা অনেক অধিক দূর দিয়া পড়িয়াছি ।
এককরণ বিধিবদ্ধ করাও যাঁহা আর যেসকল রায়ত লসো খাজানা দিত ও একবে টাকার খাজানা
দেয়, তাঁহাদিগকে তদ্বিষায়ে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষায়ে উহা
আর মঙ্গলজনক অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পল্লীর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত বা করে তদ্বিষায়ে ভাড়াই হইবে ।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও তাহার মূল্য নির্ধারণ করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অপিত হইয়াছে তাহা তদ্বিষায়ে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমার প্রাতি হইয়া যাইবে ও জমী
দারেরা উৎসন্ন হইবে ।

তদ্বিষায়ে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
ভারিখ চইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই ভারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুকলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কাছের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের আন্তর বিভাগ ।

পাট্টা লিপিতে বলে যে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট বোত তদ্বিষায়ে হস্তান্তরমে গা হইবে এবং পূর্ণ যোতও হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কাছাই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পূর্ণ হস্তান্তর করণের ক্ষমতা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট বোতের অনুসরণে মধ্যে ছিল না। অতঃপাশ্বে আদালত
সকল ভূমিভোগের স্বত্ব দখলী ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিক্রেত্ব হস্তান্তরপ্রণীতকে তাহা প্রদান
করিতে অসীম করিয়াছেন । হস্তান্তরপ্রণীতের স্বত্বের আনন্দরতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলী স্বত্ব ইচ্ছামতী ক্রয় হইতেছে ও আদালতের ভীমত বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলার ইণ্ড এরাপ অবধারিত হইয়াছে, আইন কল্প হইলেও ত এত বহুল পরিমাণে চণিতেছে,
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে আতঙ্কিত করিয়াছে ।

আইনবিরুদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

একণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব হইল আদালতকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইন সম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের পাশা ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের
বিক্রেত্ব অসিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রম-বহন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে একণে গবর্ণমেন্ট যে
কাছাপ্রণীতির নিষিদ্ধ করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব অসিদ্ধ ও রায়তের বিক্রেত্ব সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের বহন দানটানি চই ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব ইণ্ড অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হস্তত সে অর্থেই মূল্য
তাঁহার যোতের একাংশ বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের খণ্ডণঃ যোত বিক্রয় দ্বন্দ্ব করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিক্রেত্ব অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূমাদিকারীকে এতরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া ।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে বেরূপ শর্ত তজ্জ করিলে তাহাকে
সেই বোত চইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত তজ্জ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেখোক্তী অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূমাদিকারীর অনুমোদন, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদন, অথবা
বিবাদ দিবারণের জন্য সমস্ত বহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে তদনুসারে মতামতের সমাবেশী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা রুজি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেহলে ভূমাদিকারী খাজানা রুজির জন্য দরখাস্ত করেন ও রুজির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেহলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

- ৩। যেখানে ভূমালিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।
- ৪। যেখানে কিয়ৎসংখ্যক রায়ভেদে অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ভেদে মরখানার পক্ষ নহে একপক্ষ সকল রায়ভেদে খাজানার দৃষ্টি করিতে হয়, তদ্বিতী-
য়ার বাধ্য হইবেন, না হয়, পক্ষের বৎসর দৃষ্টি করিতে অনবরত হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা মখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও মখলীস্বত্বহীন উভয়প্রকার রায়ভেদে পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার
এই কল হইবে যে সমস্ত মখলীস্বত্বহীন রায়ভেদে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়ভেদে যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী
করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেসকল সময় ছিল তাহাটী থাকা উচিত অর্থাৎ মঙ্গল ২৫শে ইংরাজী উচিত।

যে সকল স্থানে ভূমালিকারী খাজানা দ্রুতিব জমা প্রার্থনা করেন অথবা মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভেদে খাজানা
সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধার সেই সকল স্থানেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারা মখলীস্বত্বহীন রায়ভেদে মখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিম্নে
একটী অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় অধার অত্যাচারের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১৭শ অধার—দায়।

অংশে যে যে বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত হইতে আসার মত তির বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা
করি। তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়ভেদে পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানা জমা: সাদাভেদে ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়,
তখন প্রথমতঃ তাহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট
যেও দায়বদ্ধ করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অনশ্যই নীতি যে যে ব্যক্তি মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেও কোন রূপ দাবী খাজানার দায়বদ্ধ করে, পাণ্ডু-
লিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তাহার প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া
আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেওদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিসীর এইরূপ বিবেচনা।
আদালত এ বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়ভেদে তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, বোকা-
বার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান থাড়া করিয়া মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেও বিক্রয় দায়বদ্ধ
করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যেও বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেও বা অবধারিত হারের মখলী-
স্বত্ববিশিষ্ট যেও এবিধে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, মেসাদারের, বা ক্রেতার কাছার
কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যেওতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ
করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিধে রক্ষা না করার, তাহার বাজারমূল্যের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে
স্থানে সে অংশ মূল্যে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থানে তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হইবে।

—টি, এম, গিবন।

পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট করিবার অধিকাংশ
মতের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মণ্ডালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসমূহ একত্রে যেমন সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট করিবার অধিকাংশ মতের দ্বারা
আমিও সন্মত। তাহা এখন করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার এ কথা বলি আবশ্যিক যে আমার বিবেচনার
কয়েকটি বিষয়ে আমার স্বার্থ উপস্থিতরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার
বর্ধিত সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যেমিষ্টম উপর ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রাপ্তির আবশ্যিকতা ছিল,
তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র চতুর্দশ শতাব্দি প্রাপ্তি করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিধিকারীর এই বিষয়ে
অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ (খ) ও ৫৬ ধারার শাসনসীমা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দের
খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল এই কথা খাজানার হার একটি তেজু বাঁধা রাখা হইয়াছে ;
এবং বাসেন্দা রায়ত তিন অন্ন হারতকৈ বধন প্রথম ভূমির মূল্য দেওয়া হয়, তখন ভূমিধিকারী কত খাজানার
দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূমিধিকারী
পূর্বেতন খাজানার মতকরা পঁচিশ টাকা হার রাখা করিতে পারেন। প্রজাভীনা চাতিয়া বড় হুদর পর্যন্ত খাজানা
হুজি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয় নাকি এই সকল ধারার
ভূমিধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, ভূমিধিকারী সিলেক্ট করিয়া নোন মনরে ভূমিধিকারীর হাতে
পড়িবে এবং বধন তিনি এই সকল মৌত বিল করিবার সময় অবশ্যই বড় হুজি খাজানা লইতে পারেন, তখন
স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাউবে, এবং এই হার হারা যে কেবল হুজর বসান রায়ত-
দিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজাসম্প্রদায় যাদেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই
কারণ বলতঃ প্রচলিত হার খাজানা হুজির কারণ বলিয়া রাখার ভবিষ্যতে বিলকন বিলয় হইবার সম্ভাবনা আছে
বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় নেনিলে আর্থিক অসুস্থতা আনিতে হইবে।

এইরূপ আমার বিবেচনার যেমন ভূমিধিকারী শাসনরূপে দের খাজানা সুদারূপে খাজানার পরিবর্তন করি-
বার আবেদন করিল সেমলে প্রজার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারার উপস্থিতরূপে রক্ষিত হয় নাই।
এই ধারার এইরূপ বিধান থাকি উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই সুদারূপে খাজানা ভূমিধিকারীর পক্ষের বিচারে
এ যৌতের য খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিধিকারী মনবৎসর
ধরিয়া কে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার বড় মূল্য ধরিয়া যদি সুদারূপে খাজানা দিত হয়, তাহা হইলে
ঈশ্বরাক্ষেপ-সমস্ত বুদ্ধি প্রজা এখন করে এবিবেচনার তাহা হইতে বিলকন বাত দেওয়া উচিত। খাজানার কমিয়ান
যে প্রকৃতি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বিধান
দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার যেমন কথা বোঝানো করা হইয়াছে,
তাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বারা বিলকনরূপে উল্লিখিত হইবার সম্ভাবনা। মনবৎসর পরিভাগ
করিয়াছে এই প্রকৃতি তাহাকে প্রজার হস্ত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে মনবৎসর প্রাপ্তির জন্য বোঝানো
কছু পরিবার কন্যার দেওয়ার কল অতি অস্পষ্ট হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার
কাব্যচলন মনবৎসর মূল্য রায়তের-মনবৎসর যৌত সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। মনবৎসর বিলকি যৌত উহা বিভাগ
করণ অতি অস্পষ্ট ও কারণ নাই, কারণ এত সকল স্থলে বাকী খাজানার নির্দিষ্ট যৌত বিক্রয়ের কন্যার দ্বারা
ভূমিধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ড্‌স।

*এই প্রকরণে প্রকাশ করে যে, "রায়তের কলনের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রথম অন্যথোগে
ভূমির যেট উৎপাদের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য মত হয়, বাড়িও খাজানা কোন স্থানে তাহার প্রকরণের অধিক হইবে না।"

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার উদ্বিগ্নত এই প্রসঙ্গে হেতুসঙ্গে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসম্পত্তি আইন এক্ষণে সেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এ-পাণ্ডুলিপি পার্শ্ব দ্বারা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর মনোবাজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইচ্ছাতে প্রবর্তন সহ্য করিতে সক্ষম একটা সম্বন্ধিত-

ভূমাসিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বহুমান আইন নিম্নলিখিত অঙ্গলয়ন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবের্জন করিবার প্রস্তাব করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি। অতিপ্রায় ও ক্রুরনে বশনাশত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি সহজে মস্তিষ্কভার সভ্যদের নিকট পাঠ্যব্যবস্থীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনো একরকম বিষয়ে চর্চা ও তদন্ত নিম্নলিখিত হইয়াছে যে দেখায়ে প্রতিযোগিতার অভ্যুৎসাহের রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থানে খাজান ওয়াং ফ্যাংচে ও জমিদারের বন্ধুত্ব অধ্যায়ের ঘটনাকে, এবং পূর্বে বাঙ্গালার জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী সেই খাজানা রক্ষি পাওনা পাইতেন নাই, এবং আপনাতঃ বৈধ খাজানা আদায় করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ফলস্বরূপে আমরা এই কন্যাসংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের রক্ষণ করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের টের খাজানা আদায় করিবার ও তাহা অতঃপক্ষে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপি তাৎপার্য উদ্দেশ্যে।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এক সকল উদ্দেশ্যপ্রসূতি দৃষ্টি দিয়া তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইবে, কিন্তু এক সকল উদ্দেশ্য সামান্যভাবে ছাড়াইয়া বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপির দ্বারা অন্যত্র দৃষ্টি জনকভাবে প্রকটপাঠ্য সাধারণতঃ করাচ্ছে, তাহা হইলে দুঃখের সহযোগিতা হইবে এবং আশ্রয় হইবে, ও দুঃখিকারিত্ব মনেও পরিমাণ জ্ঞান বস্তু কমিয়ায় যাইয়াছে। সমস্ত দৃষ্টি, স্বাভাবিক গার্হস্থ্য মত এমন কথা লখন মনে নাই। তাহারও ভূমিকারীশিষ্ট এক উদ্দেশ্যের নিষ্কারণিত হইয়াছেও করিতে পারেন। প্রাপ্তি পাঠ্য মিত্র নিদেশ করিয়াছেন সাধারণতঃ বাক্য প্রকট সহজে প্রচারিত হইয়াছে। প্রাপ্তি পাঠ্য মিত্র একজন যাহা, তাহারও কোনরূপে সেরা হইবে এবং আশ্রয় করিতে পারেন না। কিন্তু প্রাপ্তি পাণ্ডুলিপির দ্বারা প্রাপ্তি হইলে, কাহাকেও নিদেশ দিয়া বাক্য হইবে।

কর্তৃপক্ষ নানিরা এক প্রেসীডেন্সী নিকট বিত্ত অফিসে সংরক্ষিত করিয়া অন্য প্রেসীডেন্সীতে প্রেরণ
সাধারণ উদ্দেশ্যে একটা ব্যবস্থা আমাদের বিবেচনায় অনাধিকারিত করিতে বসিয়াছেন এবং যদি বিবেচনা করি
যে দেশে ব্যবস্থা কখনও নিষিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত সংগ্রহে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সম্মত করিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার পক্ষে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায়
না। এবং ইংলণ্ডেও অল্পের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত প্রবাহিত হইলেন মতের আশঙ্কা।

আমি পূর্ববর্তী বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদিও একথা কখনও মাপসী আঁজপড়ে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন; এবং যদিও ফোর্ট সেন্টেটরী সাহেব তাহার পক্ষে বিশেষরূপে সাক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, দাখিল সমাজের কোন প্রতীক নকশিচ সাহু বা উপর আঁকিয়া হইবার সম্ভাবনা নহিত তথাপি বাবস্তাপনের বিরোধী, তাহাি আঁজনা যৎকালি প্রস্তাবিত গাণিনিপি হইতে এত অসম্ভব হইবে তাহা অসম্ভব জ্ঞানপড়ে, সোকেব স্বত্বসম্পাদক কোন গাণিনিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বের কখনও এত ভয়ে নাই। যেন এইরূপ তাহা আঁজবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অসম্ভব বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত গাণিনিপি আঁজা একরকমই বিপ্লবজনক এবং অসম্ভব। এত সূচীতিসে যে বাস্তবায়নসাধ্য করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষ্যসমূহকে সেইও সূচীতি বিকল্প। আমি যে তা বর উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে, জদেশের গবর্ণমেণ্ট এক আঁকলিপি প্রকাশ করায়, সেই তাব সম্ভাতি ভাষ্য বাক্তি ও দলবৎ হইয়াছে।

আমি এই আরকলিপি হইতে একটি অংশ নিরে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্রে প্রতিভা আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইচ্ছা হইবে অবস্থান ও অসম্ভাব অধিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত জীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রকার নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর অধিক নির্ভর করে। অন্যতম তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতিকার ও সমন্বয় দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া জীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব এখানে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়চন্দ্রের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকার অল্পতে দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় আমি কেহও যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত নতুন পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জীর্ণ স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বত্বাভাবঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করা উচিত।

কেহও বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মন্তব্যের জন্য স্বীকার করি না, যে ভূমিকারীরা স্বত্ব জন্মসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহা হয়, মাকসপূর্বক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূমিকারীদিগকে “ উপহার জন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আশা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ ভূমিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন পৌর হইতেছে, এবং যদিও সিলেট কমিটি বিবেচনা কালে বিশেষত্বের স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পাত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের চল বলিয়া উক্ত কমিটির সমুদ্রে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং টাক্স কমিটি মাত্রে যে ক্ষমতা অনুমতিপত্রের এ বিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কিত ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কার্যক্রমের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে লোপ্য বলি যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনের দপ্তর হইতে যখন বহিষ্ঠিত হইয়াছে তদনন্তর আমার জমিদারেরা মনসব ভাবে ইহার সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় একশত জিলায় সত্তা হইয়াছিল। এই সকল সত্তার পাণ্ডুলিপি লিপ্যন্তর করিয়া জমিদারদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ প্রেরণা হইয়াছিল যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ভূমি মন্ত্রণালয় প্রেরিত আইনের উপর অনর্থক তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের এই প্রকার প্রেরণা হইয়াছিল যে, এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবিধি মতে লোপের প্রয়োজন ও প্রত্যেক বিচারক কর্তব্য। এখন তিনি ভূমিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে জান করিয়াছিলেন।

এই ক্ষমতা খাজানা কমিশনের দপ্তর হইতে যখন বহিষ্ঠিত হইয়াছে তদনন্তর আমার জমিদারেরা মনসব ভাবে ইহার সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় একশত জিলায় সত্তা হইয়াছিল। এই সকল সত্তার পাণ্ডুলিপি লিপ্যন্তর করিয়া জমিদারদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ প্রেরণা হইয়াছিল যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ভূমি মন্ত্রণালয় প্রেরিত আইনের উপর অনর্থক তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের এই প্রকার প্রেরণা হইয়াছিল যে, এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবিধি মতে লোপের প্রয়োজন ও প্রত্যেক বিচারক কর্তব্য। এখন তিনি ভূমিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে জান করিয়াছিলেন।

এরূপ অন্তর্যায় দাখল হইতে আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারি আরকলিপি প্রকাশ করায় জমিদারদের স্বত্বাভাবঃ আশঙ্ক্য হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পরে মোট মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটা মত অবলম্বন করিবার পক্ষে জমিদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন না।

আমি আশা করিতে চাই, জমিদারেরা এমন কি শাস্ত করিয়াছেন যাহাতে তাহারা এরূপ ব্যবহারের দোষা হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগত ও বিবেকপূর্ণ জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগত ও বিবেকপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার প্রস্তাব কোমার জমিদারের দিকটিকে আমি কোন দৃষ্টিতে বিয়তক বিনয়ন আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দাদাশরৎসরে

প্রজ্ঞানের তুমি পরিবর্তন কর। বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যার যে দখলীভূতশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উচ্ছন্ন্য আমাদেব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থব জন্ম কতিপূরণ দিবার মত এরূপ করা নায্যাতুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেয়রা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগতাই ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে থাকানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে উচ্ছন্ন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের উল্লিখিতপত্রের যে রূপ বর্ণনা আছে, অনিন্দ্যেরূপ বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইচ্ছা দেখা ইবার স্থিতিরীতি ঘটিত দিবরণ প্রাপ না একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেশাচার বা য, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সনুসর অমীত্ব রায়তদের দখলীস্বই থাকিত এবং জনসাধারণের মিলে যে ভূমি চাষ করিতেন তাঁহদের কোন ভূমিতে তাঁহাদের কৃষাণীর স্বত্ব ছিল না।

সিগেই করিবার হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাজির হইরাছে, তৎসম্বন্ধীয় মো বিবরণ
আমার নজরভেদ ঘটাইরাছে, এক্ষণে ভিন্নরূপে দক্ষাযুক্ত অধিকতর বিস্তারিত করিয়া লেইর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গাছি।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিগুলি বাদামুবাতে আনৃত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরূপিত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে অধিদায়দাগকে বা রায়তদাগকে যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রায়ত ও গবর্ণমেন্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাব নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যে রূপ কাম্পনা করে তাহা বোধ হয় এরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেক কেক আছেন বঁচার। হুঁও ছাঁড়াইয়া দান ও বসেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে
 কীদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহার কেবল গবর্ণমেন্টের পক্ষাভাব আশ্রয় করিতেন। এই সকল
 দস্যব উত্তরমুখণ আমি ইচ্ছা করি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি সমস্তের অনুবাদ দিলাম।
 মুসলমান সম্রাটেরা যেহাতির দুটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিয়াছিল। এই দুইখানির মধ্যে এক
 খানি চোঙ্গপুরের বা চোমরাওর রাজবংশকে ও অপরখানি হারিভার রাজবংশকে যেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ
 হইতেছে যে, অন্ততঃ যেহাতির কোমর জবাংর বংশ ফেল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল একথা নাহ,
 ভারতবর্ষের কোন স্থানে হারজ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের পূর্বে ছিল।

[illegible][illegible][illegible]

আমি প্রত্যাশা করি যে, এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, দেশের উন্নয়ন ও জনশ্রুতির উন্নয়ন সাধিত হইবে।

চিরঞ্জীবী বান্দ্যারকরের প্রকৃত প্রাণে না লড়ি করিয়াছিল ও সার্বজন শত্রুরের এইরূপ মত এবং তাঁহার
উত্তরেই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। জাতির যে মেনে ন্যায়, পিট সাহেবও এত
সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোড়ায় কলিকাতার সভাপতি জীবন্ত উত্তম সাহেব লড়ি করিয়াছিলেন পক্ষ
লিখিয়া বলেন।-

জমি ইহা নিত্যক আংশক বিচ্ছেদ করলাম যে বোড় গবর্ণমেন্ট হইল এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইল। উচিত, অর্থাৎ পক্ষ
 গুরুত্বক এবং দীর্ঘ ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবরণ কালে পাচ সাহেবকে জমিদার তদারকি করিতে হস্ত করা উচিত। এই নির্দিষ্ট বিশেষ
 শব্দ জমিদার লিখিত উনবলগে দশ দিন বন্ধ থাকিবে এবং এই কাছের ৩ মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই শব্দের মানে

কাংগাল চালন ঘাট সাহেব আমাদেব সঙ্গে ছিলেন। সমুদ্র বিহার পূর্ণানুগ্ৰহরূপে যবোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি মন্ত হইলাম। এই নিষিদ্ধ আমাদেব যেকণ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপন দিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাইলাম। ”

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাঙ্গিকে যেহে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-
তেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যেহে স্বত্বভোগ করিত, সেইহে স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ
যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন২ যোত হস্তান্তর
করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবধারিত কারে
রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ভাতিত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম নী অন্য সমস্ত খাদ্য সামগ্রীকে কেবল মাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া
সংগ্ৰহীত নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা২ মূল্য দ্বারা খাজানার হার নির্দিষ্ট হইত।

আমি এতলে এই বিষয়ে সার জন শোনের লেখা কইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিষ।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, বাগডোয়া বজ্রকাল দখল করিলে জুমিতে দখলী বহুশ্রম হয় ও তাহা দিমকে উঠাইয়া দেওয়া যায়তে পারে না। কিন্তু এই স্বাক্ষরে তাহারা ভূমি বিক্রয় কবিরার, কিম্বা বজ্রকাল দিবস ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এত পরিমাণে উক্ত বজ্রকালীক স্বাক্ষর করিতে অন্তর। যথেষ্টাচার্য্য রাক্ষস অর্থান জন্মায়া স্বাক্ষর নাহা এত সহজ অনিশ্চিত। জমিদারদের স্থানে জোর কবিরার রক্ত লওয়া গেলে ব্যয়তঃ। ইহা মেত্র রক্ত চাহিবীর স্বাক্ষরকমে তাঁহারা কাৰ্য্য করিয়াছেন। জুমি মালিকই কেবল জমিদারদের প্রতি নাস্ত আছে, ইহা যদি অবগা স্বাক্ষর করি, তাহা হইলে ব্যয়তঃ। ইহা স্বাক্ষর জুমিীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, ব্যয়তঃদের অনুকূলে অবগা। এইরূপ কে নহা স্বাক্ষর করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া জনায় থাকিলে তাহদের কারা হইবে, তাহায় ভূমির খাজনা জমা হইবা নুনা? যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং কোনই জিলায় প্রত্যেক জামিন দাতার আঁছে। বিধি প্রতি ভূমিঃ ট্রংপার খা.য়ঃ এই সকল কারি স্থির হয়। কোলাভূমিতে বৎসরে দুই কমল, কোন ভূমিতে তিন কমল জমা। দুতগাছ, পান, তামাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক ফল্য হইলে, সেই পরিমাণে ভূমিঃ ট্রংপার দিতে হয়। এই সকল ভূমিঃ দায়িত্ব কবিতা অবলম্বিত করি বহুলা থাকিবে। এবং ছোটল বনের বন্যোৎপাদ এই সকল কারের মূল হইতে পারে। ক. জমে এই আসনের উপর আবেদন করি যোগ করা হয়, পরে মূল নিষ্করণের মধ্যে ধরিতা লওয়া হয়। পুনঃ যেগুলি মূল হইয়াছে। তদনুসারে হান ভেদ হইয়াছে। জমীদার ও পালসার মাজঃ বিক্রিঃ স্থির লজ্জি চলিত হান দিতে হয়।”

এই ফলকে প্রাথমিক শাসন কলেজ টাউন দাখল করা হয়। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এই বিষয় সম্বন্ধে আমি পর পূর্বে লিখিত হওয়া উক্ত কথার ক্ষেত্রে লম্বা কর্তে একটি জব উক্ত করিয়াছি।
 আমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাবনা ও প্রস্তাব জাতিসংঘে প্রকাশিত করিয়াছি। আমি উক্ত বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে
 লম্বা লিখিত যে তিনি উক্ত বন্দোবস্তের প্রস্তাবসম্বন্ধে ছিলেন না। আমি নিজে যে লম্বা উক্ত করিয়াছি, তাহা
 উক্ত বন্দোবস্তের ভাবনা ও প্রস্তাবের। কিন্তু উক্ত বন্দোবস্ত এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাবনা ও প্রস্তাবকে
 দৃষ্ট দেখিয়া উক্ত।

[illegible]

অন্যদিকে এই কণা বিখ্যাতের পুত্র মহাকোণ্ড কোটের জমিদার, আত্মবোদ্ধ জেনারেল সাহেবের ও মর-
হোটেটর অন্য আধাংশ সাহাবু কানুনগোদের এবং দেশের প্রধান আদম বরমাসীনের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল
হইল। কিন্তু যে সকল মরহোদী আগেজায় আকাশে উড়িয়াছে, তাঁহাতে প্রকৃত স্থিতিরীতি বিবরণে, প্রকৃত এই
বিবরণে বিশেষরূপ সঙ্গীতি-নির্ণেপে পাঠ। চিরন্তন-বোদ্ধ জমিদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল
এবং এই বিষয়েও অতীত সত্যক প্রযে মরহোদী-মত পাবনা, মারহোদ-গারে, মিলেই বদিলীর তাক পাবনা
মিতাও জায়াশ্যক ছিল। কিন্তু প্রকৃত কোন্‌র জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

ভালুকদ্বারের রাবতি স্বার্থ কইতে অতঃপূর্ব হুগিও বালিকী স্মৃতির একাংশমাত্র নিবদ্ধ। প্রকৃত ভালুক-
জন্মেদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আবিষ্কার বিশেষ প্রয়োজন দেখিয়া। উদ্দেশ্যের অন্তর্গত পল্লি-
স্থানে বিস্তৃত; এবং একটি প্রতীয়মান উপায় অনুসারে আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্ভাব্যরূপে সমর্থ।
ভালুক ও পেটো ভালুক সময়ে ১৮৯৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রণয়ন করা যাইবে
পারিবে; কিন্তু এই বিষয়ে মূল সাধারণ পরিষদের উপস্থিত কার্য বা ন্যায্যতা স্থিরিত পাওয়া হইল না। আমার
মতে সমস্ত জাতীয় অধিদপ্তরি হ্রাস করিয়া পেটো উচিত, ১৮৯৯ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত।
এবং বঙ্গদেশের বাদশাপক সভার প্রতীক ১৮৯৯ সালের ৮ আইনের প্রামাণ্য বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত।
দ্বন্দ্বীত্ববিশিষ্ট কোন কোন রাজস্বকে (অর্থাৎ যাঁহারা কোর্টা বিলিকরে ও বাঙালদের মধ্যে একপক্ষ
বিহার অধিক অন্য পক্ষে তাঁরা গণ্য) ভালুকদ্বারের শেষে, সত্যক বা পরস্পরসাধারণ উন্নতি করার, আমার
মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যান: লবায়ণ প্রতিপত্তি পূর্ণকর্ম লবায়ণ অতঃপূর্ব হুগিও

পাণ্ডু পিতৃ ও ঋণ্যায়।—যে দ্বায়শেড়া অবস্থায়িত হায়ে তুমি ভোগ করে তা শাসনের নবদ্বার বিদিত।

[illegible]

১৮৫৯ সালের ১০ অক্টোবর ০৩৯
খারি মেখ।

স্বাক্ষর: জি. বি. বেনসন
তারিখ: ১৯৮১ সালের ১০ মে
স্থান: কলিকাতা

বঙ্গদেশের ভূমিহিতাধী ও প্রজা ন-
কাজ বাবদ্যত প্রাপ্তিও মহোদয়
নবম্বে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের বিলা-
টের ১ বালামের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা : ।

আছে কিন্তু যাহাও প্রতিপাদনার মন্তব্যের প্রথম পাঠ্য-পত্রের মধ্যে না, কেবল তাহাই যাহাও না পরিণত
 দ্বিতীয়তঃ যাহাও মূলতঃ বহু শক্তি হইতে গঠিত হইয়াছে, তাহাও না গঠিত হইতে হইবে উৎপাদন করণের ফল

বঙ্গদেশের কৃষিকারী ও প্রজা
নরকাজ ব্যাংকার প্রত্যাহিত
গোবিন্দ দত্তের বঙ্গদেশের নগরযেষ্ঠের
মিশোচের, বাল্যের ৪০ পৃষ্ঠা।

কর্তব্য করিলে অস্বাধিকৃত হাতে চিত্রকারী দেখা দিতে পারে।” এইরূপ ভাষায়ই পালের সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এ কারণে আর একটী হুক্তি সমাধা হইল যে, “চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাতে চাকরীদের” এত ভয়ে উক্ত বিধানভেদে চুপকারীদের বিন বন্দন অন্তর থাকিলা হুক্তি কারবার যৌক্তিকতা নিশ্চিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপিঃ ১৬ অধ্যায়।—দশমোদ্যমবিংশতে ব্রাহ্ম উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে বিধি।

এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যিক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি হাঁহি হয়, তাহাতে জাতীর সমৃদ্ধির ও সম্ভাবিতা হয়। কিন্তু চাষীকে নিম্নশ্রম করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আশায় কান্ডে পারেন, তাহারই উপর ইহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অন্যতম অঙ্গস্বরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবস্থানগত অসুবিধা হাঁহি হয়। প্রাচীন দেশোচিত কিম্বা পূর্ব কালের মর্যাদা কাগজপত্রে যে কিছু লিপ্যন্তর হয়, তাহা কেবল ভূমির মালিকের পক্ষে লেখান হইয়া থাকে, কিন্তু বাহারী কৃষিকার্যের নিষিদ্ধ ভূমি মফল ভূমির ক্ষয় ভূমি হইয়া গেল, ও অসম্পদ ভূমির মীমাংসা কাগজপত্রে অসম্পদ প্রণালীর বড় কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের দায়িত্ব গ্রহণ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দায়িত্ব দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আদালতের কৃষিপ্রণালী হইতে এই জমীর লোকদিগকে চাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বলসহ সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিপন্ন কৃষকদল” সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই জমীর লোকেরাই রহস্যময় প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থলে কোর্কা বিলি নিদ্ধ হইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্ব সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি বাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির মখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী যজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, মখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মামূলক থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কামিষ্ঠিতে বেস সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রীলোক ও দাবানল প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্কা বিলি করিবার অনুমতি দান হুচক সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই বর্ণের অন্য সংশোধননী প্রাপ্ত হয় নাই।

এই কথার উত্তর প্রমাণ আছে যে, কোর্কা বিলি করার কৃষকে সর্ব্বসাধারণ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অর্থ।

The Zemindari Settlement of Bengal নামক পুস্তকে জমীদারদের বিস্তৃত সংকলিত পুস্তকের ১ বাসিন্দার ৩০০-৬০০ ও ৮ ও ১ পৃষ্ঠার ইহার একটি স্থলব উপস্থাপন দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলগোঙ্গ সম্বন্ধে মধ্যজমীর প্রজারা সন্মাপনো ন্যায় এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত জমীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্কা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেও ভানুকদার ও খানানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে মখলক্রমে বা প্রকৃতান্তরে মখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অনুবিধা অনর্থক রুদ্ধ করা চইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে মখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছানুসারে একজনী হইতে অন্য জমীতে চালায়

করে (আমি বিলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের খেজারিয়ার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেট কামিষ্ঠি রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেতদু এক্ষণে তাহারাই ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারাই অবশ্যই ১২ বৎসর ভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিবৃতি; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন কর্তব্য নাই, এরূপ ন্যায় ভেতনশক্ত: ভূমির মখল মিলন পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে রূহং নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্তর শিকড়ী ও পরড়ী ঘটিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অন্যান্যি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জমী সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবলত: পতিত ও বাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচা হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকভুক্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসাইয়া নী থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়ার ফলে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরাই ইচ্ছানুসারে আপনাদের যোত ইচ্ছা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমান উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপকপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, যৌক্তিকতার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রকৃত অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে তাৎসর্য্য লব্ধে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা এক সমস্ত ভূমিখণ্ড কিংবা অন্তত: তাহার তিরমহণ গত ঐর ১২ বৎসর মখল করিয়াছে?

সকল রায়তের মখলীস্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি মনের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের মখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান থগন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম্ব করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে স্থলে ভূমিখণ্ড কারী মখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাসিন্দা জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বীকার: ক্রেতার এক হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বতন মনের কাগজপত্র দিতে স্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান থগন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল ভূমি কিংবা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা জমিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে থগন করিবেন?

কোন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের গোড়ের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে হুতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সন্ততি ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনও তাহাতে মখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্ররক্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত হুত এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে রূহং ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের রূহং খণ্ড বুঝাতে পারে। “আব” শব্দ অধিকন্তর সুবিধাজনক। প্রাচ্যের নির্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ স্থান বুঝায়।

মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্রহে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা বাইতেছে যে, এ দেশের সুবি সংজ্ঞাত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন।

“ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল মগল করিলে ভূমিতে মখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাঁহাদিগকে উঠাইরা দেওয়া বাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার কনভ্যালিও হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮০ সালের ২৮ জুনের মতব্যাখিপি ; হারিঙটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩৭ বাল্যাবের ৪০০ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার কনভ্যালি ছিল না।” দেশাচারক্রমে না হইলে ভূস্বাদিকারীর ইচ্ছার বিক্ষেপে মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা বাটতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম দান্য করিয়াছেন। নবাবসেতের পকের কথা এই বলিয়া যৌথ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিত্রিটিগত বিবরণের দোঁটাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রাসঙ্গিক নহে, কারণ তাঁহাতে দেখায় না কত দলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে জমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জেদীর ও স্বার্থের সম্ভাব্য অমাইরা ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার এক্ষণে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটনার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিষয়ান কথা অন্যতমাক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে বেক্রয় কল্পনা হইতেছে, ভদ্রকৃষ্ণের সর্বত্র মখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র ও বৈজ্ঞান্যবাপন্য রাগতদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার কনভ্যালি ইহাতে আর তাঁহাও থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাঁহাদের জমীতে ভিন্ন জেদীর লোক বসাইয়া গ্রাম্য নিবাদ, মাকদদা ও সর্বসাধারণ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উল্লেখিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃত হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে তাই সমাজের নির্বিকল্পতা ও মজল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে যাতায়াতের স্বার্থ ছিল না, তাঁহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রাম্যের শাস্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাপনের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়ারকে যে অনিষ্টজনক মনে করিয়াছে ; এবং যে মহাজনদের কাছে সাঁওতালদের পড়ে, প্রধানতঃ তাঁহাদের অভ্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শাস্তিকল্প বটে আশার সমস্ত প্রতিপোষনার্থ আঁতঃকার উল্লেখ করিতে চাই ; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আশার নিত্য ও অমোঘ কর্মসম্পাদী রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিবাসিনীদের কণার উপর ফেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবে, তাহাকে আমি আশঙ্কিত করিতে চাই।

সত্য বটে, সূতন হস্তান্তরস্বত্বপ্রাপ্তের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রহে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রহে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমানক অল্প ভূস্বামীর সম্পত্তি উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব কর যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উক্তস্বত্বপ্রাপ্তের কনভ্যালি হইয়া রায়তী স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা ভেই এই স্বত্ব বর্তীইয়া উঠা অধিকতর কার্য্যের করা উচিত; এবং “তালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীইতে পারিলে মহাজনী প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব : অগ্রহে ক্রয় করিবার বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পকের বিশেষ মজল। অগ্রহে ক্রয় করিবার অধীক স্বত্বাধীন। যাহার তাহার নিম্নে বিচার কারবার স্বত্ব অপেক্ষা একক-বাসেনা কৃষকদের নিকট বাসীন তাহা বিক্রয় বহু আশার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহ অসুখ্যাম করেন যে, মখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেচারের মৌলস্বত্বের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জাদি, বাহার। এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের মৌলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রাক্রমে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এক কথা প্রথম বলিতে উচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা মসারূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে ; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রাক্রমে খাজানা দেওয়ার দ্বারা এইসকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাওলীই চলিত ও টাকার খাজানা কলচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্ন প্রকার, এবং এই বিষয়ে বেক্রয় কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল জেদীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্টে হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে মসারূপে দেয় খাজানা মুদ্রাক্রমে প্রায়ই পন্থিবদ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এ বিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিরুদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেচারের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনায়োগ্য।

মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার রীতিকে নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদিনি উপায় ; এবং বেহারের অনেক অংশে ওয়া যে আজিও প্রকৃত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কাৰ্য্য করিতেও অধিক ভাল বাসে । আকবরের প্রধান হিবু রাজস্ব সচিব রাজা ভোড়রমল দ্বারাও ঐ উপায়ের একত্বীয়তা লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করেন । আঞ্জীব রুজি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন । জমীদারেরা বিচারির দ্বারা নির্ধারণ অত্যন্ত হুঙ্কর বিবেচনা করিয়া অসারূপ উপায়ের ১৬ খোলভাগের নয়ভাগ খাজানা অব্যাহিত করেন এবং বিচারির সমস্ত মূল্য গায়তকে প্রদান করেন ।

যেখানে হুজিয়ারি উপায় হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের শোভ উপায় নাই, সেখানে অজমীর সময় উপায় বড়ই কম হইত না কেন উহার এক অংশ রক্তা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা । আর একদিক দেখিলে সেনে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপে খাজানা দিতে বাধ্য, সমস্ত সময়ে তাহার সমস্ত উপায়ের মূল্য ভূমিকারীর অধ্যাহিত টাকার দাবীর সমান হয় না । এইরূপ বিবেচনা করিলে চুটে চইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা হুজিয়ারি সস্তা করিতে অধিক সমর্থ ।

মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়া বৎসর লগ্নে বাহাতে শস্য একেবারে ক্ষয় হইত । জাওলীয়ার আপন ভূমিকারীকে সে বৎসর কিছু দিতে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন সময়ে নাই । কিন্তু শস্য উপায় হইলে আর নাই হইত । মুদ্রারূপে খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাতেও যে সময় তাহার খাজানাসম্বল অত্যন্ত কম সেই সময়ে জলা স্থানে টাকার দায় করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূমিকারীও কিছুনা কিছু করিলে তাহার খরচা ও চর দিতে চইবে । অতএব সমস্তক্ষেপে সের খাজানা পরিবর্তন দ্বিধান বাস্তবীয় নহে, কারণ উহাতে অজমী ও হুজিয়ারি সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা ।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের পক্ষে এক চওড়ার সচরাচরও চুটে হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অর্থাৎ হুজিয়ারি, যদিও এরূপ ভুল অবিচার, তাহা হইলেও কতি অসংখ্য লোক হুজিয়ারি দিতে বাধ্য হইতে হয় । এরূপ সময়ে তাওনী প্রজাকে ভাল প্রকারে কতি খীকার হইতে হয় না ।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই দুমির উপাধিকার শক্তি, বিশেষতঃ হুজিয়ারি দিতে । এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই তাওনী প্রকার খাজানার বয়োবস্তু কথায় সুবিধা ও সুবিচার হয় ।

আরও তাওনী প্রথানুসারে বাক্যবস্ত জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করায় ঐ বৎসরই দুমির উপাধিকার শক্তি, পরিমাণ, ও উপায়ের মূল্য হুঙ্কর কম পাপ্রমা দায়েন । যদিও ভাগ হয় তবে উভয়ের সে কতি ভাগ করিয়া লইতে হয় । এজন্য কোন পক্ষেই বিশেষ অন্তর্ভুক্তির বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা হুঙ্কর বোকদমা কিছু করিবার বিশেষ আশঙ্কতাও থাকে না ।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল । এই পরিবর্তন কাৰ্য্য পরিপক্ব করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীই মুদ্রারূপে দেওয়া খাজানা অব্যাহিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বয়োবস্তু সময় তিনি লিফটের দ্বারা প্রচলিত মুদ্রারূপে খাজানা দেখিয়া ও সমস্ত বৎসরের জমীদার প্রকৃত পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কাৰ্য্য করিবেন । এই সকল মিশ্র অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাব দিতেও কর্মচারীর বত অত্যন্ত ভিন্ন । অতএব বিবেচনার এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ বৎসরমত খোয়াসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূমিকারী ও প্রকার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরামর্শের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয় । জমীদারের পক্ষ হইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা সওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের দাব্য তাহাতে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না । তিনি যদি কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন । সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাৰ্য্যতঃ জমীদারের আর কথায় হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায় ।

আবার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি সঠিত সংবাদ দিতে পারিব । এই গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে । রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই ।—যে স্থলে তাওনী প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলাদেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পূর দাঁধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ হুজিয়ারি উপায় লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না । কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমীদার যদি জলাদেচনকার্য্য দ্বারা দুমির উপাধিকার শক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা দিতে দিলে হয় এবং তাহার প্রথা অনুসারে খাজানা দিতে হয়, তাহলেও জমীদার পূর দাঁধ প্রকৃতি দোষাবশত রায়তের পক্ষে জমীদারকে ও তাহাকে জলাদেচন করিতে হয় ।

খাজানা রুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিগে বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা রুজি করার অধিকার আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রাজত্বের বায় দা পরিচয় বাতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই দিয়া রুজি দেওয়া ন্যায়, কিন্তু কার্যকালে দুই হইয়াছে যে এরূপ “রুজি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা রুজি এক প্রকার নষ্টই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার যরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে রুজি পাঠিতে পারেন না, তাহা দিতে প্রায়তঃ নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাচাইতে, যে অধিগণেরমতে গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতে হয় তাহাও খাজানা রুজি করার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শঙ্করচনা সাধারণতঃ রুজি হয় এবং এক্ষণে খাজানা রুজির কারণে এরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেসকল কম্পনা করা হইয়াছে অনেকগুলো ভুলের জন্য কারণও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও ত্বর প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই রুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র স্থল খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমর মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিতে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিনহারী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পাশ এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল ভূমিতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন কর্তার” পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাসিন্দার মত দেশাচার পরিভাষা করিয়া দেওয়া হইল।”

বিধানীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার মাপ ও উপযুক্ত হার নির্ধারণের ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু দেশী কর্তব্য আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং খাজানার হার নির্ণয় করার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেসকল অসুসঙ্গ লইতে হইত, তাহাতে কোন কার্যসাম ও উপযুক্ত হইলে আদালত তাহা জমিদার দিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ তাহে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উক্ত হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতামত এই বিশ্বাস জন্মিলেও টাকার চারিখানার উক্ত হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজানার হার সম্বন্ধে আদায় ক্ষমতা এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে অসঙ্গতভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রুজি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তবিশেষ বিধানের জন্য কোনরূপ ক্ষতি থাকিবে এবং রাজত্ব দে চুক্তি পূর্বেই প্রাক্তন করিয়া কবুলিয়ারে রেজিস্ট্রী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোপনযোগ উপাধানের ব্যবহার পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

মুসলমান উত্তরাধিকার আইন পাণ্ডুলিপির অধিপ্রায় ও ছেতুর বর্ণনায় ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি আশ্রিত পাবিমাতি যে লোকের সংস্কার জগিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাছাকাছি মিহোংগের বিশেষ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮০৭ সালের ৫ আইনের ক্রিয়ামূল ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাছাকাছি দুইটি হইয়াছে বলিয়া এমিষের আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে এই সম্পত্তির অন্য কাছাকাছি মিহোংগের ক্ষমতা গণ্যমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাছাকাছি গণ্যমেন্ট বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাছাকাছি বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ ওকদের ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাছাকাছি পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে সরকারী কাছাকাছি কর্তৃক ও অভিযোগাক্ষণ প্রকৃতপক্ষে ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিহেন এবং তাহার কিনা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এইমাত্র উক্ত পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

অন্যদিক এ বিষয়ে আর মাথা কিছুই শুলি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া গণ্যবিহিত একাতর রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা মধ্যস্থতা সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উভয়রূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এ বিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁহাতে পারি তাহা না সে নিদার ও সামান্যদের বহুল
প্রচারের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের শ্রিত্বস্থানীয় চেষ্টা করা করি কোন অবশ্যকতা নাই।
অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে সমাজ ও জনতার সুসংগঠন এমন কি
পাণ্ডুলিপি রক্ষা নতুন তালিকাভুক্তি ও গণনাভুক্তির সমস্ত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আশীশনা
ভাবে জিলার কাজে বস্ত্রে সম্বন্ধ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসম্মত হইবেন। এখন স্থলে জল সাহেবের পুত্র
জি কান্ত করার সম্ভাবনা যি এক অল্প যে তাঁহার শিক্ষাবিভাগে বর্তমান। অথবা জজরূপে তাঁহার কন্যার
যে নানা সাধনকার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং সত্যতঃ আইনে তাঁহার নিচিহ্ন চূড়ান্ত বিশেষা পীকার না করিয়া
হাই কোর্টে আশীশের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কাজে স্বারা মেজগ অধিক হইতে পারে, এখানে কি
তদপেক্ষা কম আনন্দ হইবার সম্ভাবনা আছে।

যখন এই বিষয়েই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আমি বোম্ব হা একথা বলিতে পারি যে শুদ্ধসাধনের বাব ও শুদ্ধসাধন-রত্নের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব কমিটিতে লাম যে কোন ক্ষেত্রেই তত্ত্বাবধানের পর মশালেন্দ্র খাঁটী আইন শক্ত করা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার একটা প্রস্তাব পরিবার কারণ এই যে কোন কেন বলে গণনাগেষ্টের সন্নিহিত কোর্টজরদার ফরের শুদ্ধসাধনের বাব মোটে আয়ের শতকরা ২০ টা এর অধিক হইবে।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

কর্তব্য পাঠক যারা কোর্টে বানস্কা থাকেন তাই হতে এ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তারা হাইল ডিরেক্টরী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা
পূর্বক নিম্নলিখিত অধীনস্থদেরকে প্রদত্ত আইনগত জড় সম্বন্ধীয় ইচ্ছা অনুসরণ করে ৩০ দিনের মধ্যে সকলে তাই
কোর্টের সঙ্গে মিলিত করা হয় নাই কেন?

પાત્રુલિખિત : ૨ અધ્યાય ૧—શ્વાપ્તરૂ ભિગિ ।

বলা হইরাছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখেন না। যদি এই কথা কব, তাহা হইলে এক্ষণ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে মহাল মহালে কাগজপত্র নিদোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই জমিদারের প্রকৃত কাগজপত্র আছে ভাঙাতে সক্ষম, সেখানেও এমন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের ভীষন সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাণের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়াবধি তাঁহাদের মহালের মাণকারন এবং তাঁহাদের এক প্রকার নী এক প্রকারের মোটা মোটি মাণের কাগজ আছে; অত্যন্ত আদার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারী যে আশিন মহালের কেবল মাণ করেন তাঁহা নহে, গবাদিতে মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেউরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের মাঠের স্থান পরিমাণ ও ঠিক জারী ও জমীর ওণ ও দেয় খাজনার হার দেখাটাই দেয়।

অভিভাষণসংগতক ভূমিদায় কার্যের ইচ্ছা অপেক্ষাও অধিক করেন। উৎসাহ। প্রত্যেক দৃষ্টান্তে উৎসাহ ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি দেখাইয়া দিয়া ও তাহাতে ভবিষ্যৎ নিবেদন করা করিয়াছেন। নীচী প্রদত্ত পাতা উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে ব্যাপার নহে। পাতা ১০-এ দেখা যাইতে পারে যে "অধিক করণের জন্য" অর্থাৎ উৎসাহের যে ক্ষমতা নাই; অতএব উৎসাহকে প্রত্যেক বক্তৃতাতেই উৎসাহের ক্ষমতা রাখা হয়।

একথা অবশ্যই কি মজা বাইরেতে পাঠ্য যে, মাগু দেওটে কান্না লাগে অসহ্য। এটা শুধু শুধু মে মগন।
কমে দাবির নিদেয় কাগজপত্র জাফা ও সিলেক্স আনা। নিচে লেখা আছে।

আমার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপস্থিতিতেই কলকাতা জেলার জেলা জজের আদেশ অনুযায়ী এই মামলায় বিচার করা হয়েছে। এই মামলায় বিচার করা হয়েছে। এই মামলায় বিচার করা হয়েছে।

[illegible]

অসীম (অবস্থা) সমস্ত অধিদপ্তর শাখা-১৪ জন ও নাজ, অধিদপ্তর সহ প্রকল্প/প্রকল্পী পরিচালিত প্রকল্প/প্রকল্পী

মহান ঐতিহাসিক প্রজন্মের অধীনে দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হইবে।

এই সকল কার্যের আকারে পোষা হয়। যে সকল ধর্ম্মে যত্ন সহকারে শিক্ষিতদেরকে প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

ଉତ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର — ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର

[illegible]

ମାତୃସ୍ନାତ ୧୦ ଅକ୍ଷର — ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣାବଳୀ

১৯৩৬ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয়।

কথা স্বীকার করা হয়নি।
 এইভাবে আশ্রয়, জমিদারবর্গে স্থানান্তর ইত্যাদি পরিচালিত। এতে উদ্ভাটন করে দেওয়া হয় যে, যখন
 মের পাশ কাটতেই যুবিরী করত দেওয়া হতো। কিন্তু কামরা এই সময়ে অসহ্য নিষেধ করে দিলে
 যদি এই পদ্ধতিটি এখনও চালিয়ে যেতে পারতেন আসতেন, তাহলে উদ্ভাটন এখনকার পদ্ধতিতেই হতো।

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বায়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসমূহ ও বায়শূন্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এতদ্বারা সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিধিগত অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার নত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অল্প যাবাবর অবস্থার থাকে এবং এক কসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে শিল্পের হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু কলস কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার স্রিদিনেরমত গ্রাম ভ্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ভূমাদিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যিক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কন্সচারী ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পহুঁছিবাব পূর্বে রায়তের কলস কাটিয়া লইয়া পলারন কবিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকা ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য কুতব ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কলস এই হইবে যে এই যে সকল অল্প যাবাবর প্রজা শস্য কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ভ্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কছু করাই তাহার একমাত্র অভিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিকল্পে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, মিলেটে কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকান্দে বাতির হইল যে এরূপ করা হুবে থাকুক এখনও যে কন্স আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন সে একটি উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমিদারেরা তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে স্বল্প গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংজ্ঞিত তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবশ্যিহিত দিবসের সুবিধার পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টের দিতে এক দিনের অন্তর্য হইলে তাহার জন্য এক মুকতর পাস্ত্র প্রদান ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একনে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে, বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনসমূহ খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রয় ও সে উৎস হইতে বর্জিত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল ডিক্রী হইয়া বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যিকতা ও সুবিচার বিচার আদায় এক মুকতর জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি নিজের ক্ষমতা রাখিয়া দিচ্ছিলেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমিদারেরা গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অধীন হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখিয়া, গবর্ণমেন্ট নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয়কর্তা স্বীকার করেন। আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিজেই সেইরূপ বিশেষ আইন আদায়ের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত আইনায়ের পরীক্ষণ করা কষ্টবর, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই অতি হস্তার সম্ভাবনা।

১০ম অধ্যায় :—চুক্তির আদীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির আদীনতা উঠাইয়া দিবার ও অদুলা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক জাচে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমূহ করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে নহা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অমণ্য ব্যবহার দ্বারা অসম্মান কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পক্ষস্বরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে সন্দেহবস্ত নাগায়রুপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক তাৎক্ষণিকতা করা না হয়।

জমীদার ও রাইতের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই বাস্তবের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই এতদ্ভিত্তি ব্যবস্থাপনাকারী আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অসম্মান কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রাইতের সুবিধা হয়। রাইত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই নিম্নলিখিত বস্তুটির নীমাংসার আশায় যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি নিম্নবন্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিশ্লেষণের এরূপ গুরুতর বিষয়ে মাঢাছারা নাযা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

দেসবল করণের কথা বলি হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূস্বামিগণের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আইনের সভাসদ উচ্চ উত্থাপিত করার সময় নিজেই খোঁজা করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জ্ঞানীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক কুতল কৃষক সম্প্রদায়ের উপেক্ষা হইবার ও আপন-তৎকালীন ভারতবর্ষীর গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উপোদিত অনিষ্ট সমুদায় প্রতিবোধার্থ স্বতন্ত্র এক বীর সমস্ত হেলটাকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের ভিত্তি লক্ষ্যে অগো-দেয় নিকট পরিষ্কার প্রমাণ প্রদত্ত উচিত ছিল।

আমি নির্দোষ সত্বরে বলিতে চাহি যে যদি ভূস্বামিকামী ও প্রজাসম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎদিনকার সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পাদিত করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় সীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে এমন গ্রহণ বাস্তবের সিন্ধুতে কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়া এবং স্থিতিশীল বিষয়ক বর্ষার্য সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না দেওয়ায়, আমাদের বানানুবাদ সমস্ত যত্নকর হয় নাই এবং যে সীমাংসার উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।

দাঁড়াই।

সম্পাদক অনুবাদ।



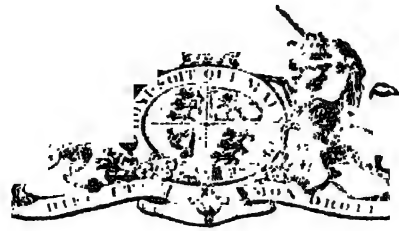
যেহর।

বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত আশিষ, জমীদার, ক্রান্তী কার্যকারক ও নিঃসঙ্গ বিদিত হউক। সমস্ত লোক সীমার অধিকারী সেই বানানুবাদ আশ্রয় ক্রমে উক্ত বেচারি সূত্র ও গুণ্ড ব্জের সরকারের প্রমথুর পরগনা ও ক্রান্তী সরকারের মেহাত পরগনা আনুযায়িত ইলাস রতন প্রভৃতি স্বতন্ত্র সহিত রাজ্য-মুখ্য সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী ওত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, তখন এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল।) সিংহমহোদয়ের কারাগারদাজ ও কার্যকারকগণ এই রাজ্যকে তাহার নিজস্বত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাকে জমীদারী স্বত্ব বতায় রাখে তাহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কাছা করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহাশয়, সমস্তের অনুগামী হইয়া তাহার উহার আশ্রয়সাধক ঠিক ঠিক কাছা করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত নন্দ দণ্ডিল করার জন্য আশ্রয় করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরাল।

ডি. কিটজা টিক,
 ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

Rao KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
 Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 13, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

CONTENTS.

| | PAGE. | বিবরণী। | পৃষ্ঠা। |
|--|---------|--|---------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India ... | Nil. | প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | নাই। |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ... | 451—459 | দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৪৫১—৪৫৯ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India ... | Nil. | তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ... | Nil. | চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART V.—Acts of the Bengal Council ... | 3—4 | পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | ৩—৪ |
| PART VI.—Bills of the Bengal Council ... | Nil. | ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ... | Nil. | সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের প্রণীত আদেশ ... | নাই। |
| PART VIII.—Advertisements ... | 459—477 | অষ্টম খণ্ড।—ইংল্যান্ডের বিজ্ঞাপন ... | ৪৫৯—৪৭৭ |
| SUPPLEMENT ... | Nil. | পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ... | নাই। |

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

GENERAL.—*The 17th April 1884.*—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhubetosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shatul Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagnulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. H. A. D. Phillips.

The 19th April 1884.—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Mymensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 21st April 1884.—Mr. F. E. Pollard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Southal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Baboo Nalkanto Sarkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Furriddpore district.

The 24th April 1884.—Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 25th April 1884.—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

The 28th April 1884.—Mr. F. W. R. Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884.

POLICE.—*The 21st March 1884.*—Mr. J. Lambert, C.I.F., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 24th April 1884.—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Bangalore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

The 28th April 1884.—Mr. C. Jennings reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

The 1st May 1884.—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮১ A নম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮০ সাল ১৭ অপ্রিল ।—মুজিবের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ডাবলিউ, ও'রাউলী সাহেব উক্ত জেলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত বাবু শীলনাথ বসুর পরিবর্ষে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু ভবনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় উক্ত জেলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত এচ. এ. ডি, ফিলিপ্স সাহেবের পরিবর্ষে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উক্ত জেলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ অপ্রিল ।—ময়মনসিংহের একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত আর, এম, ওয়াশার সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে আট মাসের নিরনিদ্র ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল ।—সাঁওতাল পরগণার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এফ, ডি, প্যাড সাহেব উক্ত জেলার অন্তর্গত রাজনকালে দায় কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ অপ্রিল ।—কুমিল্লার কালেক্টর উপস্থাপক জীযুত বাবু মীলকান্দ সরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া করীমপুর জেলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল ।—বাথুরগঞ্জের কিংকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু রাধিকালাল সেন, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১২৭—৭ ও ১০৪ ধারামতে পর্য্যন্ত দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৫ অপ্রিল ।—মুজিবের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজবাড়ীতে প্রেরিত হইয়া নেট জেলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

গয়ায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু প্রাণকুমার দাস অনেক প্রতি কন্মের ভারপর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু মন্থকুমার বসু, গয়ায় প্রেরিত হইয়া সেই জেলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ অপ্রিল ।—জীযুত এফ, ডাবলিউ, আর, কোলী সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৮ মাঠে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২১ মাঠ ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে, লাম্বার্ট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল ।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটি অ্যাসিস্টেণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত সি, এস, মেরে সাহেব সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১০৪ ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত ছুটি লইয়া ছিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ অপ্রিল ।—জীযুত সি, জেমস সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—জীযুত ই. বি, মেকার সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ও, এম, ফোক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেলের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

ECCLESIASTICAL.—*The 26th April 1884.*—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

REGISTRATION.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burrisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub-Registrar of Burrisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

The 26th April 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Purdit Devi Prosad, or until further orders.

The 28th April 1884.—Baboo Pan Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883.

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr, *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

MEDICAL.—*The 22nd April 1884.*—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Bogaiaon, is allowed leave for ten days, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th February last.

The 21th April 1884.—Assistant Surgeon Rajmohan Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohan Banerjee.

The 26th April 1884.—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution, *vice* Rai Kanye Loh Dey, Banadoor, retired.

The 27th April 1884.—Baboo Umbica Churn Putta, Second Munsif of Nelphamaree is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamaree Dispensary, in the district of Rungpore.

The 2nd May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Juiagoree:—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. } Baboo Mohesh Chunder Chukerbutty.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 24th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schilder of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—Baboo Ram Chunder Mukerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghur Municipality.

The 24th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghur Municipality of Baboo Prasanna Coomar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

গিবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৯৭ । ১৩ মে ।]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhubooah Municipality, in the district of Shahabad :—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry. | Baboo Chundra Bhutan Mukerjee.
„ Modhusudan Roy Chowdhry. „ Kali Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station (*ex-officio*.)

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Dalabhab Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 26th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah :—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar. | Baboo Gurish Chandra Sen
Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weathrall to be their Vice-Chairman.

The 28th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahebgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chandra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality :—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor. | Baboo Beharee Lal Sanyal
„ Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kaudi Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirab Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুবরা মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত কালাউরায় বাবু ।

| শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু ।

যশোবর জিলার অন্তর্গত যশোবর মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত মোল্লী আফসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ।

| শ্রীযুত বাবু চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

„ „ মধুসূদন রায় চৌধুরী ।

„ „ কালোকিশোর রায় চৌধুরী ।

যশোবর পোলীস থানার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলিগের সন-ইন্সপেক্টর (স্বীয় পদে) লফে ।)

১৮৮০ সাল ১৫ আশ্বিন ।—হুগলী জিলার অন্তর্গত কোতরঙ্গ মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু উঃমশত্ম মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

দেওঘর মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অগস্ত্য কুলত বসাককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

বিশেষ সন-রেজিষ্টার শ্রীযুত বাবু রাজ-
রক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

শ্রীযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র সেন ।
„ মুন্সী আলি আহমদ ।

কটিল্লা মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত এচ. এম. ওয়েস্টারল স্যাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৫ সা ১৮ আশ্বিন ।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু চেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত মোল্লী ফজলুর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মোল্লী রমীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ
বাহাদুর ।

শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল দাসগুপ্ত ।
„ „ কেশরীনাথ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রনাথ রায় ।

| শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র ।

শ্রীযুত বাবু বলসুন্দর বাজপোড়ী উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত পেরপুর মুনিসিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু তৈরবচন্দ্র চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Baboo Ambica Churn Mukerjia is appointed to be a Commissioner of the **Rajpore Municipality**, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhattacharjee. | **Baboo Saroda Prosad Mukerjia.**

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the above municipality of **Baboo Nalin Chand Ghose** to be their Vice-Chairman.

The 29th April 1884—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1874, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of **Gurbetta**, in the district of **Miamapore** :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station.

The Civil Hospital Assistant in charge of the **Gurbetta Dispensary**.

The 30th April 1884—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of **Chattrra**, in the district of **Hazareebagh** :—

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Munshi Goodal Singh. | | Baboo Jai Narain Sarker. |
| Munshi Mukund Hussain. | | Munshi Anand Nath Chatterjee. |
| Baboo Peresh Chunder Datta. | | Munshi Ram Marwar. |

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the **Bhuddessur Municipality**, in the district of **Hooghly**, of **Baboo Bhakishan Baboo** to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the **Darbhanga Municipality** :—

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Baboo Brij Behary Prosad. | | Baboo Mohanaya Pershad. |
| Mr. Harry Stuart, Examiner of | | Munshi Behari Lal. |
| Tirhut State Railway Accounts. | | |

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the **Burdwan Municipality** of **Baboo Jagatbundhoo Mitra** to be their Vice-Chairman.

ROAD CSES.—*The 24th April 1884*.—Mr. F. Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, **Darjeeling**.

The 2nd May 1884.—**Baboo Saroda Prosad Sarker**, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the **Jessore Municipality** *vice* **Baboo Shyama Kumad Mukerjia**.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette*.

No. 5.—*The 24th April 1884*.—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to **Baboo Ishan Chandra Patra**, Extra Assistant Commissioner, and availed himself of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

No. 7.—Mr. A. J. Pinnrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

निम्नलिखित महाशयैरा उक्त मुनिसिपालिटीर कमिश्नारवरु पद पुरस्कार निम्न कृत इहेलन ।—

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ । | ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଆରମ୍ଭା ମହାନ ସୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত কাগজাকারকেরা স্বঃ পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়ভোজনগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কাগজ পরিগণ্য করণার্থ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

গড়নেত্রী হিমধামেশ্বর কাহারুর অগাধতা বারংবার শিল্প হাম্পাওল আর্টিস্ট।

शैलुत दानु अथमः ३३३३ ५५५५ ।

১৩. বারদনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

॥ १ ॥ द्रुमः सः द्रुमः गः द्रुमः ।

[illegible]

निम्नलिखित महाभारत का चरित्र निम्नलिखित कवि महाभारत का निम्नलिखित चरित्र है—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

॥ अथ विष्णुसंस्कृतं ॥

ਸ਼੍ਰੀ ੬ ਭਾਇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਠ ਮਾਧਵ

বঙ্গদেশে যুগ্মসিঁপাহীসহ কৃষিকার্যের প্রীতি এবং জগদ্ধকু নিরাক্ষর অশিক্ষিতের প্রতিশোধ
 পড়াশুনার পক্ষে প্রচুর বাল্যশিক্ষার প্রকল্পের উন্নয়ন এবং প্রকল্পের সাফল্যের জন্য অনুমোদন করিলেন।

শব্দকর বিষয়ক :—১৮৪৪ সাল ২৫ জানুয়ারি - ৩৯ এক কোর্টের মাঝে মাজিলিজ হিসাব পা
কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত করলেন।

১৯৮৪ সাল ১ মে.—ঈশ্বর বাবু শান্তিনন্দ মুখোপাধ্যায় মহোদয়: পারদর্শন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.দত্ত বাবু শারদা প্রসাদ সরকার মহোদয়: মুন্সিপালসীটর কমিশনারের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ବିଜ୍ଞାନାଧିକ ଡିଡ଼ିଆଳନ କାମରା ଡୋ.ଜି.୩୫୭୩୩ ଡକ୍. ୩ କରା ଗଲା ।-

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—আগিস্টাট কমিশনার জিযুত জে. ডি. অগুসমন সাক্ষর
অতিরিক্ত আগিস্টাট কমিশনার জিযুত বারু কেলানসন পত্রম্বিধেণর প্রতি সকলি জাতি মহকুমার কাথোর
ভাবাপন্ন করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনের অপরাহ্নে অকুথেরে দুনি অরণ করলেন।

৭ নম্বর।—সাগিফোর্টে কমিশনার জায়ুজ এ. জে. শিমরোগ সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া অন্যান্য
সালের ৬ আগ্রিলে ভারতবর্ষেইতে স্বীয় গমনের বিবরণটি করেন।

এক, বি, পৌরক,

বজ্রদণ্ডের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[পবনমোহন গেজেট । ১৮৮৪ । ২৩ মে ।]

ERRATUM.

The 24th April 1884.—In the third line of the bye-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, for “houses” read “hours.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

| | | |
|---|-----|---------------|
| Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner | ... | For Ward A. |
| „ Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner | ... | For Ward B. |
| „ Ram Lall Mookerjee, Pleader | ... | } For Ward C. |
| Munshi Abdool Gafoor | ... | |
| Baboo Bani Madhub Ghose | ... | For Ward D. |

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bili Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 30th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1884 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1884, shall come into force on the 1st August 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 78 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankura, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

অনুসন্ধান।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—১৮৮৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের বাজনা গবর্ণমেন্টে গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠার প্রকাশিত উপবিধির দ্বিতীয় পংক্তিতে “বাড়ী” শব্দের পরিবর্তে “ঘণ্টা” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্ন-লিখিত মহাপন্থেরা আগন্তব্য সময়ের পার্শ্বলিখিত পল্লীতে বহুমান মুনিসিপালিটির কমিশানরদের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| চিকিৎসক জীযুত বাবু গজানারায়ণ মিত্র | ... | ... | ... | A. পল্লীতে। |
| ” ” ” অন্নদাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ... | B. পল্লীতে। |
| উকীল ” ” রামলাল মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ... | C. পল্লীতে। |
| জীযুত যুগ্মশী আবদুল গফুর | ... | ... | ... | |
| ” বাবু বেণীমাধব ঘোষ | ... | ... | ... | D. পল্লীতে। |

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ অপ্রিল।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২-৪ ধারা মতে প্রদত্ত কমতামুসারে কার্য করিয়া ও বালি মুনিসিপালিটির সমাগত কমিশানরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৫৫ অর্থি ২৫৫ পর্যন্ত ও ২৪৭ অবধি ২৫৬ পর্যন্ত ও ২৬১ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ৮ ২৮৩ অবধি ২৮৮ পর্যন্ত এবং ২৯৫ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করিলেন। বাজার বা অনেকগুলি ঘর একত্র থাকিলে উত্তর-পশ্চিম দেশে যাইবার পথের প্রত্যেক পার্শ্ব ৫০ ফুট পর্যন্ত স্থানের মধ্যে এবং মুনিসিপালিটির অন্যান্য যে স্থানে বাজার থাকে তথায় ২৫৬ ধারা কার্যকর হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন নংক ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত কমতামুসারে কার্য করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় উক্ত ৩ আইন ১৮৮৪ সালের ১ আগষ্ট অবধি প্রবল হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিধায়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত কমতামুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটির মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ন ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তীক্ষ্ণ রেজিস্ট্রী করিবার নিয়ম উক্ত কমিশানরদের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ও ১৩৪ ধারামতে বৎসর ৪৭ টাকার অনধিক ফী আদায় করিবার অধুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagapore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 20th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhors of standard measurement, are required.

The four plots of land are bounded as follows:—

Plot A.—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Four road; and on the west by the Thamakumandi road.

Plot B.—On the north by the S. road, on the south by the Karnafuh river; on the east by the road belonging to Mr. [unclear]; and on the west by the garden belonging to Nityanand Ban.

Plot C.—On the north by the [unclear] land and mouzah, on the south by the lands of Dog No. 40.5; on the east by the river Karnafuh; and on the west by the municipal road and lands of dog No. 49.4.

Plot D.—On the north by the [unclear] road; on the south by the river Karnafuh; on the east by Mr. Deerees' garden; and on the west by the road of Shamiatulla.

This declaration is made in pursuance of the provisions of section 6 of Act X of 1879 to all whom it may concern.

E. N. BAKER

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION.

The 30th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a new drain along the new Chowk road in the city of Patna, proposed to be made in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land measuring more or less, 2 cottahs of local measurement are required.

The boundaries of the plots are as follows:—

Plot No. 1.

On the North.—A lane.

On the South.—Plot No. 2.

On the East.—The house of Molliepo Maharaj and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 2.

On the North.—Plot No. 1;

On the South.—A lane;

On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 3.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 4;

On the East.—The waste land of Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—নিম্না পুতিবার জমায় দিনাজপুর মুনিসিপালিটী কর্তৃক এক খণ্ড ভূমি প্রদানের আদেশস্বত্বক য়ে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের দাখলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুমণ্ডি মাদারবাড়ী ও শুজাকাটগড় গ্রামে মুনিসিপল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিয়তে স্থানান্তরিত ২১।৩ কাঠা ১১।। ধুর পরিমিত চারি খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত চারি খণ্ড ভূমির সীমা এইরূপ,—

A খণ্ড ।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুমণ্ডি মৌজার ধানোর ক্ষেত, পূর্ব সীমা ছেগুরসহের কলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুমণ্ডি পথ ।

B খণ্ড ।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিউরমেন সাহেবের জমায়, এবং পশ্চিম সীমা নিজানন্দ রায়ের বাগান ।

C খণ্ড ।—উত্তর সীমা মুনিসিপল জমি ও নয়ানান্দ, দক্ষিণ সীমা ৪২২৩ নং দাগের জমি, পূর্ব সীমা কর্ণফুলি নদী, ও পশ্চিম সীমা মুনিসিপল পথ ও ৪২২৪ নং দাগের জমি ।

D খণ্ড ।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিউরমেন সাহেবের জমায় ও পশ্চিম সীমা মাদারবাড়ী জমায় ।

উক্ত চারি খণ্ডের সম্পর্ক থাকে ভৌহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আর্টিকলের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে নূতন চকের পথের ধারে পাটনা বন্দর করিবার জন্য পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতীয়া মাপের স্থানান্তরিত ১/২ কাঠা পরিমিত চার খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত চার খণ্ডের সীমা এইরূপ,—

১ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলিপথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—মালাইজী মহারাজের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

২ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা ।—এক গলিপথ ।

পূর্ব সীমা ।—মুকুন্দলালের ও গোবিন্দচাঁদের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

৩ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলিপথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—২ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—গোবিন্দচাঁদের পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Plot No. 4.

On the North.—Plot No. 3 ;

On the South.—Plot No. 5 ;

On the East.—The houses of Luchoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey, Nathnee, and Rampersad ; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 5.

On the North.—Plot No. 4 ;

On the South.—A bye-lane ;

On the East.—The waste land of Munnee ; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 6

On the North.—A bye-lane

On the South.—Ditto ;

On the East.—The house of Rahmentoolah ; and

On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

Dated the 3rd May 1884

From—Bombay.

To—Calcutta.

From—General Secretary.

To—Secretary.

RESIDENT, Aden telegraphs. Telegram begins.—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghead.—Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bussorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets. Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs.—B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884

To—Calcutta.

From—Bombay

To—Bengal.

From—General Secretary

My telegram, 3rd May. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884

To—Calcutta.

From—Bombay.

To—Bengal.

From—General Secretary

RESIDENT, Aden telegraphs. Message begins.—A telegram to the following effect has been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins.—Singapore, Point

[*Government Gazette*, 15th May 1884.]

४ अ० अ० ।

উত্তর মীমা — ৩মঃ অঃ ।

ਸਤਿਨਾਮ ਸੰਤਾ । -ੴ ਨਾਮੁ ।

পূর্বে লক্ষ্য।—সকল পু. তলাকি লাল মণ্ড, জামকী, নাথকী ও রাগিমালাদের বড়ো। এবং
পশ্চিম গোষ্ঠী।—বৃদ্ধন ঢেকের পথ।

পশ্চিম সীমা ।—নূতন ঢাকার পথ ।

୧ ନଂ ୧୭ !

ਭੈਰਵ ਸੀਮਾ । — ੬੨੨ ਅਯੁ ।

महिला. गीता ।— एक पत्रालि आग ।

শ্রী মৌমা :- --বাপের অভিত জনি । এত

ਅਛੁਤਮ ਸੀਖਾ ।—ਨੂ : ਨ ਓਕੇਰੁ ਮਥ ।

৬ নং খণ্ড।

উল্লব শীষ: ।—এক উপত্যক পথ ।

म. ३०१ अ म. १ — ६

ଆମର ମିତ୍ର । — ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ । ଏବଂ

ਅਸਿੰਧੁ ਗੀਤਾ । 'ਨੂ' ਤੇ 'ਤ' ਕਾ ਪਥ ।

ইসাতে সাংবাদিক সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর ৬ দ্বারা বিধানমতে এই
নির্দেশন দেওয়া গেল।

এয়োজনীয় চুম্বক ক্ষুণ্ণ সাধারণত দক্ষিণের জন্য কমিশনারদের অন্তিম স্থায়ী হয়েছে।

উ. এন, বেঙ্গাল.

১৯৮৫ সালের ১২ ডিসেম্বর এ.টি.এস. মেমোরান্ডাম।

१. संस्कृत ।
 २. कविता ।

স্বাক্ষর :
শ্রীমান মোহনচন্দ্র গোস্বামী

১৮৪৫ সাল ৩ মে।

এমনকি রেসিডেন্ট সাহেব ডাক্তারসঙ্গে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—“বোগসমূহের নিকট প্রোগ
কন্সার্ন, ক্যান্সার, প্রিমি ক্যান্সার, বেনজল, সার্কিন, ইত্যাদি নিম্নলিখিত মতের টেলিগ্রাম পাওয়া
গিয়াছে।—“১৯১৩ চক্রে বোগসমূহ ক্যান্সার, নিম্নের সেই সকল জাহাজের উপর ২০ ঘণ্টার
নজরবন্দী কারাভাঙ্গন স্থাপিত হয়। এই মিসরে মতের জাহাজ, শিল্প, জব্বা, দি, রগ ও গলিচা
প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বোগসমূহের মতের বাদিরা দুবোর বোগসমূহের নিকট
নিবারণ করিতে হইবে।” রেসিডেন্ট সাহেব আবার টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অনুমতির অপেক্ষার
পারস্যা উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চাকিত কারাভাঙ্গন বাদি এবং করা হইবে।

அ, சி. சர்க்குனம்,

বঙ্গদেশের গদ্যনৈটের একটি নেক্ষত্রী ।

ବିଜ୍ଞାନମୟ,
ବାଲକାହାଣୀ :

বোম্বাই,
সাধারণ সেক্রেটারী সচিবের কার্যালয়।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

আমরা ও যে তারিখের টেলিগ্রাম দেখা। পারস্য উপসাগর শীতে যে সকল জাহাজ কাইসে
 ভারতবর্ষীয় বণিকগণের এদান সেই সকল জাহাজের মধ্যে B চিহ্নিত কারাভাইন বিদ্যে প্রবল কারবার
 অনুমতি দিয়াছেন।

এ. পি. দাকডুনল.

বস্ত্রদেহের গঠনমোহের একটি সেক্টর।

ସଂପାଦକ,
କ. ମ. ସ. ବି. ସ.

[illegible]

20-28 ਸਾਤ 9 (ਕ)।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তারসাগে এক খবর দিয়েছেন।—“কিউবোম ট্রিবি কন্সল জেনরল সাহেবের স্থানে পাকিস্তানিখিত সার্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। “এদনে যেরূপ ব্যবস্থা করা
 [সহস্রমুখ মেজাজে ১৮৮৪ ৩ মে:]

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 30th April 1884.—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 2nd May 1884.*—Baboo Suresh Chundra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 3rd May 1884.—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Shendidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. FRACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 6th May 1884.

No. 193.—Mr R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884.

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mynensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department—

| Name. | From | To | Date | Nature of promotion. |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Mr. M. J. J. P. Norman. | Executive Engineer, fourth grade. | Executive Engineer, third grade. | 24th April 1884 | <i>Sub. pro tem.</i> |
| Mr. A. E. Behrmann... | Assistant Engineer, first grade. | Executive Engineer, fourth grade. | 24th ditto | Temporary. |

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

এ, গি, শাকড, মল

ସୁଦିନୀନ ଡିନାର୍ଟମେକ ।

এক, বি, পৌরস্ব,

ଦୈନିକ ଓକମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ।

| নাম । | যে পদ হইতে । | যে পদে । | তারিখ । | পদ হইয়া তার । |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------|
| ক্রিয়ন্ত এম. কে. জে. পি.
মফঃ সচিব | চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-
টিব ইঞ্জিনিয়ারের | তৃতীয় শ্রেণীর একসেকি-
টিব ইঞ্জিনিয়ারের | ১৮৮৪ সাল ২৪
আশ্বিন | কিরৎকালীন সচিব |
| ক্রিয়ন্ত এ. ই. বেদমন্ডল সচিব | প্রথম শ্রেণীর আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-
টিব ইঞ্জিনিয়ারের | ১৮৮৪ সাল ২৪
আশ্বিন | কিরৎকালীন । |

No. 196.—Leave.—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

No. 197.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sappa, pergunnah Kuari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 198.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhungsi, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

CIVIL BUILDINGS.

27th May 1884.

No. 199.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khali, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 202.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant. Mr. F. K. Cuniffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.A.,

Under Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আনিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবুত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এমেনীর ভাষাভাষি করণার্থে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পাবলিক ওর্কস বিলিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত কুমারি পরগনার তেওয়ারী মাটিজানিয়া ও লপায়া গ্রামে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্য রাজকীয় অর্থদ্বায়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে এই গ্রামে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যস্থিত ৪৫ অবধি ১০৫ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ কতিমতে ন্যূনাদিক ৪৩।১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত আর এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ধক্ষি পরগনার দেবপুর গ্রামে নূন প্রস্তুত বনাট জল কপাটের বাধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থদ্বায়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত গ্রামে কতিমতে ন্যূনাদিক ১।৩ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

সিভিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮০ সাল ৬ মে

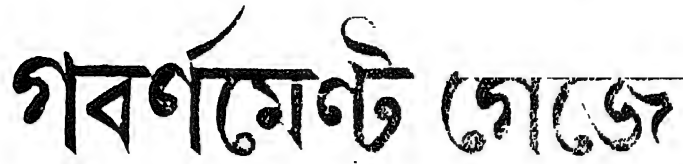
১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থদ্বায়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মুন্সীগঞ্জ গ্রামে কতিমতে ন্যূনাদিক ২৮৩।১ চটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ছোট মুন্সেফের আদালত ঘর ও পুষ্করিণী, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাছ দিনহের বাগান।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০০ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৮ নম্বর বিজ্ঞাপন উল্লিখিত ছোট রেলওয়ে সমূহের সুপারিসর রেভিনিউ ফৌজদারি মেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর কোর কীপব জীবুত এক, কে, কনলিফ সাহেব ব্রিহত্ত্র ট্রেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এক, ই. এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



११११ २६३ !

ਦਫ਼ਤਰਦਾਰ ਗਰਗਿਯੋਂ ।

बादशाहन कार्गदिभाग ।

১৮৮৪ সালের ২ আইন ।

কাতার গের অংশ নাই, তৎক্ষণে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করি-
বার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও কাতার লাসা চালাইবার
ব্যবস্থা করা এবং তাহার সাধারণ কাৰ্য্যসম্পাদিত, তৎক্ষ-
ণে বহান ও কল্লু-হর উলম্বুক্ত বিদ্যমান করা প্রভৃতি যঃ এবং
পূর্বোক্ত এই কাষের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে

Act No. 11 of 1881

১৮৭৪ সালের কংগ্রেসে তার দু' নটি পান আর্টিকল প্রকাশ
আইনের নিকটস্থ নগরের স্থানীয় দার বয়েস ১২০০ কংস
সকল ট্রেনে যাত্রা করতেন। কংগ্রেস ট্রেনে গিয়ে
দিয়েছিল ১৮৭৪ সালের আইনের বিধানমতে শব্দবোধিত

সমাজ যে সকল স্বত্ব, ক্রমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য করিতেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্ব্যতীত সেই সকল স্বত্ব, ক্রমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য করিবেন।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত লগরের সীমার বাহিরে যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্রমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

অকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্রমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৪ ধারানুসারে যে কোন মোটর প্রকাশ করা আবশ্যিক তাহা প্রকাশ করিতে কোন ক্রটি বা অনিয়ম হইলেও, এই আইন প্রবল হইবার পূর্বে

যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান থাকিবে।

লি. এচ. রাইটসী,

বাদস্থাপন কার্য বিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসে নং সেক্রেটারী।

RAJ KISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengal Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 19, 1886

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

বিজ্ঞপ্তি প্রকৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের আগ্রিল মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ ভোলার সেরের হিসাবে

| সকল । | জিলা । | গম । | | | যব । | | | ভাল চাউল । | | | সামান্য চাউল । | | | কম ও বাজরা | | | চোলস ও জোরার । | | |
|-------|--------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন |

বঙ্গদেশ । পশ্চিমবঙ্গ জিলা ।

| | সকল | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১ বর্জমার ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ২ বাকি ... | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ৩ বীরভূম ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ৪ মেদিনীপুর ... | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ |
| ৫ ওলন্দী ... | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ |
| ৬ হান্ডা ... | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ |

মধ্যস্থলের জিলা ।

| | সকল | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ৭ কলিকাতা ... | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ |
| ৮ ময়মনসিংহ ... | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ |
| ৯ মৌড়ী ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১০ মুন্সি ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১১ যশোর ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১২ বরিশাদ ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৩ মির্জাপুর ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৪ রাজশাহী ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৫ জয়পুর ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৬ বগুড়া ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৭ পাবনা ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৮ ঢাকা ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৯ ফরিদপুর ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |

ক। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল দর টাকায় ১০০—কালিয়ায় ১০ সের, কাঁচগায় ১০ সের এবং বাঁগায় ১০ সের।

খ। মফঃসলে পূর্বাঞ্চল দর টাকায় ১০ সের এবং ১০ সের পায়।

গ। মফঃসলে পূর্বাঞ্চল দর টাকায় ১০ সের এবং ১০ সের পায়।

ঘ। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল দর টাকায় ১০০—খাতালে ১০ সের এবং কাঁচগায় ১০ সের।

ঙ। এ। —জয়পুরে ১০ সের, কালিয়ায় ১০ সের।

চ। এ। —শাহাবাদে ১০ সের, কালিয়ায় ১০ সের ও বাঁগায় ১০ সের।

ছ। এ। —কুষ্টিয়ায় ও চুয়াডাঙ্গায় ১০ সের, মেহেরপুরে ১০ সের, এবং রাণাঘাটে ১০ সের।

অবধি তত্ত্বাবধি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় বত পাওয়া যায়।

| রাগী বা বাড়ওয়ার ও চৌমা। | | অধেরা। | | ছোপা। | | কালার কাক। | | লবণ | | ৪০ সেরের ঘণের থেকে বিক্রয়ের দর। | | জিলা। |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | |
| বঙ্গদেশ। | | | | | | | | | | | | পশ্চিমবঙ্গ জিলা। |
| সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | |
| ২ | ১৩ | ১২ | ৩ | ৩ | ৩ | ১১ | ১১ | ১২ | ২৬০২ | ২৬০৩ | ৩৭ | বর্ধমান। |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ১২ | ১২ | ১৩ | ৩০০ | ৩০১ | ৩৬৬ | বাকুড়া। |
| ৬ | ৬ | ১১ | ৮ | ৮ | ৮ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩০১ | ৩০৬ | ৩১৩ | বীরভূম। |
| ৬ | ৭ | ৭ | ৩৭ | ৩৬ | ৩৬ | ১২ | ১২ | ১৩ | ২৬০০ | ২৬০০ | ২৬০০ | মেদিনীপুর। |
| ১৬ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ১১ | ১১ | ১১ | ২৬০০ | ২৬০০ | ২৬০০ | চঙ্গলী। |
| ১৩ | ১০ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ১৩ | ১০ | ১৩ | ৩৭ | ৩৭ | ৩৭ | হাবড়া। |
| মধ্য প্রদেশের জিলা। | | | | | | | | | | | | কলিকাতা। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ২৬০ | ২৬০ | ২৬০ | |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ২৪-পরগণা। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | মদীয়। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | খুলনা। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | বলোচর। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | বুড়িশিবাচ। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | নিমাজপুর। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | রাজশাহী। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | রঙ্গপুর। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | বগুড়া। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | পারগণা। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | দাঙ্গিলিঙ্গ। |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | জলপাইগুড়ি। |

অ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—সাতকীয়ায় ও বাগাইয়াটে ১১ সের।

ঝ। ৬ ৬ ৬—সিনিদহ, মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের এবং বনগাঁয়ে ১০ সের।

ঞ। ৬ ৬ ৬—লালবাগে ১২ সের, জদিপুরে ১০ সের ও কান্দিয়া ১২ সের।

ট। রাণীগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের ও নীতপুরে ১০ সের।

ঠ। আটোরা ও নৌগাঁ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

ড। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—নিলকামারিতে ১২ সের, বুড়িগ্রামে ১০ সের ও দাউদাখ্য ১৪ সের।

ঢ। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

ণ। কশিয়াজে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের এবং শিলীগ্রু ডিতে ১০ সের।

৪০ সেতের মণের
পোকে বিক্রয়ের দর

| | | |
|----|--|---|
| ন। | মহুকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।— | আউদ্ধাবানে ১৮৮ সের, নবদছে ১০ সের। |
| ড। | এ | এ |
| ম। | এ | এ |
| য। | হাজীপুর মহুকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের। | |
| গ। | মহুকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।— | গিউহা.ম. ১১ সের ও গোপালগঞ্জে ১২ সের। |
| ঘ। | সফঃসাল লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অর্থাৎ ১২ সের পর্য্যন্ত। | |
| ঙ। | মহুকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।— | বেঙুলচাঁদে ১১ সের ও জয়পুরে ১১ সের। |
| চ। | মহুকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।— | চাঁকায় ১২ সের, মক্কেপুরায় ১০ সের ও নাপোণে ১০ সের। |

৮০ ডোলাব সেতের হিসাবে

| স্থান। | জিলা। | গঘ। | | ঘব। | | ডাল চাউল | | নামাঘর চাউল | | কচু ও বাজরা। | | চোলষ ও জোয়ার। | |
|--------|-------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | এই সজ্জাঘরের হিটন | ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের হিটন | গজ বহনসরের এই সজ্জাঘরের হিটন | এই সজ্জাঘরের হিটন | ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের হিটন | গজ বহনসরের এই সজ্জাঘরের হিটন | এই সজ্জাঘরের হিটন | ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের হিটন | গজ বহনসরের এই সজ্জাঘরের হিটন | এই সজ্জাঘরের হিটন | ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের হিটন | গজ বহনসরের এই সজ্জাঘরের হিটন |

বেহার।

| | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | টাকা | টাকা | টাকা |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| ৩৫ পুন্ডিয়া .. | ১৬ | ৮ | ৮ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ৬ | ১৫ | ১৫ | ৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৬ মালদহ .. | ১০ | ১২ | ৮ | ... | ... | ... | ১১ | ১১ | ১৪ | ১৪ | ৮ | ৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৭ সাঁওতাল পর-
গঘা। | ১৬ | ১৬ | ১৪ | ... | ... | ... | ১৩ | ১২ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

উড়িষ্যা।

| | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ৩৮ কটক | ১২।০ | ১২।০ | ১৫ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১৫ | ১২।০ | ১২।০ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৯ পুরী ... | ৩৭ | ১৪।০ | ১০ | ... | ... | ... | ৫ | ৫ | ১৬ | ১০।০ | ১০।০ | ৫ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪০ বালেশ্বর ... | ৮ | ৮ | ১৪ | ১১ | ১১ | ... | ১৩ | ১৮ | ১৫ | ১১ | ১১ | ৫ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাত্মলের এজেন্টী।

| | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ৪১ খাজুরীবাগ... | ১৪ | ১৪ | ১৮ | ১৫ | ১৬ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৪ | ১৫ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪২ লোহারডগা ... | ১৬ | ১৬ | ১৭ | ১০ | ১০ | ১৪ | ১৪ | ১৮ | ১০ | ১৮ | ১৮ | ১৪ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪৩ সিংহভূম ... | ১৮ | ১৮ | ১৫ | ১৪ | ১৪ | ৫২ | ১১০ | ১১০ | ৫২ | ১১৪ | ১১৪ | ৫৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪৪ মাদকুয় ... | ১৪ | ১৪ | ১৫ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | ১৬ | ১৬ | ১৮ | ১০১ | ১১১ | ১১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

* যক্ষমলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১১১ সের অবধি ৫১১ সের পর্যন্ত।

ঘঃ। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের, ও অরুণিয়া মহকুমায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১০ সের।

ঘঃ। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

কলিকাতা

১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

টাকায় যত পাওয়া যায়।

| রাগী বা মাকী ওয়। ও টাক। | | ভাষের। | ছোলা। | কালিষিকাত। | সবন। | ৪০ শেরের ঘণের থেকে বিক্রা যবদর। | | জিলা। |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| এই সপ্তাহের রিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন | এই সপ্তাহের রিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন | এই সপ্তাহের রিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন |

বেকার।

| সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | টাকা | টাকা | টাকা | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|----------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ৩।০০ | ৩।০০ | ৩।০০ | পুরদিরা। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ৩।০০ | ৩।০০ | ৩।০০ | মালদহ। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ৩।০০ | ৩।০০ | ৩।০০ | সাঁওতাল পরগণা। |

উড়িয়া।

| সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১০। | ১০। | ১০। | ... | ... | ... | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। | ১৩। |

ছোট আগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

| সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। | ১০। |
| ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। | ১১। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। | ১২। |

য৭। ভূঞা লবণের গুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৮। হুজুর লবণের গুজরা দর টাকায় ১২ সের ও খরক দ্বিহায় ১১ সের।

য৯। রঘুনাথপুরে লবণের গুজরা দর টাকায় ১২ সের ও বড়লাজারে ও গোবিন্দপুরে ১২ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের নবাবমেন্টের একটিন সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের বিবুলিখিত সকল গঞ্জ ১৮৮৪ সালের আগ্রিল মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব

৪০ সেরের

| নং | বন্দর | গয় | | | বর | | | ভাল চাঁদল | | | শাখা চাঁদল | | | কয় ও বাজার | | |
|----|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | এই সঞ্জাঘের হিটন | ইহার পূর্বে সঞ্জাঘের হিটন | গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের হিটন | এই সঞ্জাঘের হিটন | ইহার পূর্বে সঞ্জাঘের হিটন | গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের হিটন | এই সঞ্জাঘের হিটন | ইহার পূর্বে সঞ্জাঘের হিটন | গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের হিটন | এই সঞ্জাঘের হিটন | ইহার পূর্বে সঞ্জাঘের হিটন | গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের হিটন | এই সঞ্জাঘের হিটন | ইহার পূর্বে সঞ্জাঘের হিটন | গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের হিটন |
| | | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা |
| ১ | কলিকাতা ... | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ২ | শেরাজগঞ্জ ... | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৩ | চাঁক | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৪ | বাগিচাগঞ্জ ... | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৫ | চট্টগ্রাম | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৬ | পাটনা | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৭ | বালেশ্বর | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৮ | পুরী | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |
| ৯ | বটক | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ |

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৬ মে

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

বনের দর ।

| চৌলস ও
জোয়ার । | | | রাগী বা মাড়োর
ও চীষা । | | | জমের । | | | ছোলা । | | | আলানি কাঠ । | | | লবণ । | | | বন্দর । |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| এই সপ্তাহের দিউর্ণ | ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ | গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ | এই সপ্তাহের দিউর্ণ | ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ | গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ | এই সপ্তাহের দিউর্ণ | ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ | গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ | এই সপ্তাহের দিউর্ণ | ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ | গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ | এই সপ্তাহের দিউর্ণ | ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ | গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ | এই সপ্তাহের দিউর্ণ | ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ | গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ | |
| টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | |
| ২ | ২ | ১৫০ | ... | ... | ... | ... | ২ | ১১০ | ২০ | ২০ | ২০ | ১০ | ১০ | ১০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | কলিকাতা । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২০ | ২৫ | ২০ | ... | ... | ... | ৩৫ | ৩৫ | ৩৫ | শেরাজঙ্গ । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২০ | ২০ | ২৫ | ১০ | ১০ | ১০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | চাঁকা । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২০ | ২০ | ২১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৫ | সাঁরাইনগঞ্জ । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ৫০ | ৩৫ | ২১০ | ... | ... | ... | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | চট্টগ্রাম । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১১০ | ১১০ | ১১০ | ১১ | ১১০ | ১১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ২৫০ | ২৫০ | ৩৫ | পাটখা । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | বালেশ্বর । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২১০ | ২১০ | ২১০ | পুরী । |
| ... | ... | ... | ৩১০ | ৩১০ | ৩৫ | ... | ... | ... | ১১০ | ১১০ | ১১০ | ১১০ | ১১০ | ১১০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | কাঁচ । |

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরণক ইস্তাদার।

খিলি চট্টগ্রাম - ইস্তাদারনামা কজি কালেক্টরি 'জল' চট্টগ্রাম।

ইস্তাদারী সংদার নেওয়া সঠিকতরক দে সম ১৮৮৮ সালের ৭ জুলাই ও ১৮৭১ সালের ১০ অক্টোবর সিধানসংক ১৮৭৯ স. লর ১১ অক্টোবর ৬ পর্যায় মধ্য কসার নিম্ন লিখিত ভূমিকালি ১৮৮৪ সালের ৩৫ নভেম্বর সিধানসংক পূর্ণাঙ্গ পর্যায় বালি পাতা দীক্ষ ও রেজিস্ট্রেশন ও পরলিক ওয়ার্ক রেজি কালেক্টরি মনে ১৮৮৫ ইং ২ জুন মোকাবেক ১২২১ বাক্সাল ১৮ ইজাউ মোক সোমনার খিলি চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছাতিতে বলা ওজরে এককাল 'ললায়ে ধা' যাইংরেক। ইতি সম ১৮৮৪ ইং ত বিগ।

সিধানসংক সনাত্তি বরেন্দ্র এলাকাগণ।

| ভেদ
নম্বর। | ভূমিকের নাম। | মালিকের নাম। | সময় কাল। | | | বাকী। | | মোট। | মন্তব্য। |
|---------------|---|----------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------------------|
| | | | বাকী। | হেজ। | ফুজ। | ফুজ। | ফুজ। | | |
| ১০১ | মৌজা ইলনী থানে টেকনাক তরুত নজরত তালি ৫৫২ | খোদ | ৮২৭/০ | ২০৫৬ | ১০৮/৬ | ০ | ৮২৮/৬ | ৮২৮/৬ | সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে। |
| ১০২ | মৌজা টেকনাক থানে টেকনাক তাং জিগতি থাই ৫৫২ | খোদ | ১১১৭৭ | ৭২/০ | ১১৭৭ | ০ | ১১১৭৭ | ১১১৭৭ | ঐ |
| ১০৩ | মৌজা রাজারকুল থানে হাম - লক সেরমত খাঁ | ... দেওয়ান নিবি ও মকদুল কালিগাং | ১১০১/৬ | ১১৮/৬ | ১১০১/৬ | ০ | ১১০১/৬ | ১১০১/৬ | ঐ |
| ১০৪ | মৌজা নিম্নস্থ থানে হামু ইজায়ে জিমতী লতিফা নিঃ জাতিগ জালি খাঁ | খাঁ | ১১৩৩/০ | ১১৮/৬ | ১১৩৩/০ | ০ | ১১৩৩/০ | ১১৩৩/০ | ঐ |
| ১০৫ | মৌজা বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং থিনি ইসতাক ... | ... দেওয়ান জালি | ১১৭১/০ | ১১৮/৬ | ১১৭১/০ | ০ | ১১৭১/০ | ১১৭১/০ | ঐ |
| ১০৬ | মৌজা পেকুরা থানে চকরিয়া তালুক ককল জালি | ... থোদ | ১১৭১/০ | ১১৮/৬ | ১১৭১/০ | ০ | ১১৭১/০ | ১১৭১/০ | ঐ |

(৪৪৫)

[PART VIII.

C. A. SANTELIN, Offy. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ ।

উক্তর দ্বারা ময়মন দেওয়ান মহাশয় তথ্য যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারারূপারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যে প্রী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৬৭ সালের ১০ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী দান ওজার এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাউন পরে তাহা আদায় নির্মিত ১৮৮৭ সাল ২১ মেই মোহ ১৩২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুবার তারিখ এই জিবার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধারে নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৮৭ । ৭ এপ্রিল ।

| নং
ভোগ | নাম মহাল । | নাম মালিক । | মদর জমা । | বাকী । | কৈকিয়ৎ |
|---------------|---|--|-----------|--------|--|
| ১৬ নং | ৭৫ মলিকজীহাল কামিনা বি হিসাব
১০ আনা ময় দেওয়া বেড়া তালুক
১৮৭২ সালের ১১ আইনমতে
খরিজ বাদে একমালি । | গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি-
জামোচন চৌধুরী গর
বহ । | ৭১২৭২ | ৮২২৭৯ | একমালি
মহাল নিলাম
হইবেক । |
| এ | এ ১৮৭১ । ৭ আইনের ৭০
ধারামতে কি-চন্দ্রীনাংকানী
১৮৭৭ কাম হিসাব । | জামিন্দা চক্রবর্তী গর
বহ । | ১৬৭০ | ০ | ০ |
| এ | এ এ কি চন্দ্রীনাংকানী
হিসাব ১০০০০ তিল।
তপে হাজরাদি । | জামিন্দা চক্রবর্তী গরবহ ... | ৫০ | ০ | ০ |
| ১১৮ নং | ৩৭ নেওয়াজআলী হিসাব ১০ আনা
১৮৭২ সালের ১১ আইনমতে
খরিজ বাদে একমালি হিসাব । | দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র
চাঁয় চৌধুরী গরবহ । | ১২৭১৬০ | ৪২৬০ | একমালি
মহাল নিলাম
হইবেক । |
| এ | ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে অন্যান্যগুলি গরবহ ৩৩
মোজার ১০ আনা হিসাব । | মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী ... | ৩৪১৬৭০ | ০ | ০ |
| এ | এ এ ... | প্রমথনাথ চক্রবর্তী ... | ৩৪১৬৭০ | ০ | ০ |
| এ | এ এ ... | মুকুন্দনাথ চক্রবর্তী ... | ৩৪১৬৭০ | ০ | ০ |
| এ | এ এ ... | কেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... | ৩৪১৬৭০ | ০ | ০ |
| তপে হাজরাদি । | | | | | |
| ১২৪ নং | পাটনাগেগ হিসাব ১০ আনা
১৮৭২ সালের ১১ আইনমতে
খরিজ বাদে একমালি ... | মুকুন্দচন্দ্র গর চৌধুরী
দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গরবহ । | ১০৩৩৬০ | ১২৭৮ | একমালি
মহাল নিলাম
হইবেক । |
| এ | এ ১৮৭৯ সালের ১১
আইনের ১১ ধারামতে ১০ আনা
পাটনাগেগ ১০ আনা নগর
হাজরাদি ১৮৭৮ গণ্ডা । | ৩০ ত্রিপুরার আচার্য চৌধুরী
চৌধুরী নগর । | ১২৭৮০ | ০ | ০ |
| এ | এ এ চাকলে পাটনাগেগ ১০
গণ্ডা ও নগর হাজরাদি ১৮৭৯
গণ্ডা ও বীহ ময়দান ৬০০ আনা । | চৌধুরীনাথ গর চৌধুরী ... | ১২৭৮০ | ০ | ০ |
| এ | তপে মোংগা দরজিবাড়ুর মোড়ালক
১৮৭১ নং জমিদারি ।
তপে হাজরাদি । | দৈয়দ আবেদুরী জামানপদে
জামিনা আকবর খানুন । | ২১৭৩৬০ | ১২৭৮ | মুকুন্দনাথ
মহাল
নিলাম
হইবেক । |
| ১২২ নং | ৩৭ কুমার দত্ত গরবহ ১৮৭৯
সালের ১১ আইনমতে খরিজ
বাদে একমালি । | দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গরবহ । | ৩৩২৮৫ | ০ | ০ |
| এ | ১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে
খরিজ হিসাব ৬০ আনা । | বিশ্বেশ্বরী দাসা ... | ২৭০৬০ | ৪৩০ | খরিজ হিসাব
নিলাম |
| এ | ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের
১০ । ১১ ধারামতে খরিজ । | বামকিশোর গঙ্গাপাধ্যায়
গরবহ । | ১০১৪৭০ | ০ | ০ |

| নং
ভৌজি। | নাম মহাল। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাঁকী। | কৈকিরং। |
|-------------|-----------|------------|----------|--------|---------|
|-------------|-----------|------------|----------|--------|---------|

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

| | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ৫০৭১ নং | উপে রণভাওয়াল।
চর চাবিপাড়া। স্বর্ণপুং ওরফে
কামারিয়া। | গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়-
রহ। | ৭৮৭৫১০ পাই | ১১১১০ | সম্পূর্ণ মহাল
নিলাম হই-
বেক। |
| ৫০৮৫ নং | পং মহম্মদিং বীল ছলঙ্গী ... | রাজা হরিশচন্দ্র চৌধুরী
গয়রহ। | ৫৮০৭ | ২০১০ | ৫ |
| ৫১৭৪ নং | পং ছলঙ্গীচৌ চর তেলুয়ায়ারি ... | দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গয়রহ। | ৮৭৪৭ | ২২৭৭ | ৫ |
| ৫২৪০ নং | পবগনে পুখরিয়া চর গাংবরা ... | রামসখী দেবী চৌধুরী
পতির নাম দুর্গাশ্রমাদেবী
ও মহাবাঈ শরতসুন্দরী
দেবী গয়রহ। | ৫১১৮৫০
মালিকানা
৬৫৮৭ | ১৪২৪১০
মালিকানা
১৮৭৭ | ৫ |

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্মামুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮০৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন পঞ্চাঙ্গ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোজ ও পবলিক ওয়ার্ক লেন আনাঘের নিমিত্তে ১৮৪৯ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালী ও আবহু রোজ মোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিলা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে বাঁ যাইবেক ইতি সন ১৮০৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

| নং
সংকেল | নং
তালুক। | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাঁকী। | | | মতব। |
|-------------|--------------|--|--------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|------------------------------------|
| | | | | রাজস্ব। | লেন। | রাজস্ব | লেন | মোট | |
| ৭৭৩ | ৬৩১
২৫৭৮ | খানে মটীকটরি।
মোজে কাঞ্চননগর
তালুক রণু দেবী। | নিং অখিল
চন্দ্র রায়
গং। | ১৯০৫৮৮ | ১৪৮১১৬ | ৩৩৪৭ | ৪২১১০ | ৫৮৩১১০ | সম্পূর্ণ তালুক
নিলাম হ-
ইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3th May 1881.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

জিঃ পুঃ নং ।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনা জেলায় নিম্নলিখিত মহালসকল ১৮৮৩ । ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিংবির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন হোতাবেক ১৮৯১ সালের ১০ অমাবস্যা তারিখ সোমবার ই কালেক্টরির কাছ হইতে দিনা ও পরে প্রকাশ্য নিলামে দ্রষ্টা যাইতে হইবে সন ১৮৮৭ ।

| ক্রঃ
নং । | মহাল ও পর-
গনার নাম । | মালিকের নাম । | মোট মদর
জমা । | যে অংশ বিক্রী হইবে । | বাকী পক্ষ
অংশের
মদর জমা । | ১৮৮৩ । ৮৪
সালের মাল
কিংশব বাকী । |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------------|--|
| ৬ | পাংগনে আগর-
পাড়া কিসমত
অগঃ পাড়া । | গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী
দিগর । | ১৩৬১/৬ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অতঃ হিণ্ডাবের ১ হি-
ন্ডা সুরেন্দ্রনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
দ/অন । | ১৩৫৬/২ | ৩৫ |
| ২৮ | পাং হিলকি কিং
কেড়াগ ছিঃ । | রাজমোহনরায় চৌধুরী
দিগর । | ৫৮৩/৪ | সম্পূর্ণ মহাল | ৫৮৩/৪ | ১৭৩১/০৫ |
| ২৯ | পাং খালিমালি
কিং খালিমখালি | বৈলালকামিনী দেবী
দিগর । | ৮২৭৫/১ | ২ | ৮২৭৫/১ | ১০০৫/১ |
| ৩৪ | পাং হিলকি কিং
মঙ্গলপুর । | রাজমোহনরায় চৌধুরী
দিগর । | ১২৩/৪ | ১ হিণ্ডা সুরেন্দ্রনাথ
চৌধুরী রকম ১/১ অংশ | ১২৩/০ | ৩০১/১০ |
| ৬৭ | পাং তালিমালি কিং
তালিমালি । | গোবিন্দমোহন রকু দি
গর । | ৫৭৫/৬ | ১ হিণ্ডা | ১৭৪/১ | ১১৩/৫ |
| ৭২ | পাং দাতিয় কিং
কিঃ দাতিয় । | রাজমোহনরায় চৌধুরী
দিগর । | ১৩৩০/৬ | সম্পূর্ণ মহাল | ১৩৩০/৬ | ১২০৫/১০ |
| ১০৮ | পাং বুড়ুন কিং
বাঃ দিগর । | বুড়ুন চন্দ্র লক্ষ্য দিগর
দিগর । | ৫১১/১০ | ৩ হিণ্ডা বুড়ুন চন্দ্র
লক্ষ্য দিগর রকম
১/১ অংশ | ৫১১/১০ | ৩৫/৫ |
| ১১১ | পাং বাকিওর কিং
কিং বাকিওর । | বোঃ দাতিয় চৌধুরী
দিগর । | ১১১/১০ | ১ হিণ্ডা বাকিওর
১/১ অংশ | ৫৮১/৮ | ১১/৫ |
| ১২৫ | পাং বুড়ুন কিং
বোঃ দিগর । | বাকিমালি চৌধুরী দিগর
দিগর । | ৭১২/০/১৫ | সম্পূর্ণ মহাল | ৭১২/০/১৫ | ৩১/৫/৫ |
| ১২৭ | পাং ভান্ডিকি কিং
ভান্ডিকি । | ভান্ডিকি রায় দিগর
দিগর । | ১১১/১০ | ১ হিণ্ডা ভান্ডিকি
১/১ অংশ | ৫৮১/৮ | ১১/৫/৫ |
| ১৩৫ | পাং বুড়ুন কিং
ভান্ডিকি । | বুড়ুন চন্দ্র লক্ষ্য দিগর
দিগর । | ২০৩২/৬ | ২ হিণ্ডা
১/১ অংশ | ১০১৬/১০ | ৩৫/৫ |
| ১৩৯ | পাং মলই কিং
মলই । | পাকডীন রায় চৌধুরী
দিগর । | ২২২২/১১ | ২ হিণ্ডা মলই
চৌধুরী দিগর | ২২২২/৬ | ৮৭৬/৫/৫ |
| ১৪১ | পাং সর্পবাকু কিং
কিং সর্পবাকু । | ভুবনমোহন সর্পমদ্য
দিগর । | ৫৫২৫/৮ | ১ হিণ্ডা ভুবনমোহন
সর্পমদ্য ১/১ অংশ | ১০৭১/৫ | ৩১/০/১ |
| ১৬ | পাং সুরেন্দ্রনাথ কিং
১৬৫ নং লাট
অঃ সুরেন্দ্রনাথ
নগর । | অঃ সুরেন্দ্রনাথ দিগর
দিগর । | ১৮৮৪ | সম্পূর্ণ মহাল | ১৮৮৪ | ১৪০০/৫ |
| ১৮১ | পাং মলই কিং
অঃ দিগর । | পাকডীন রায় চৌধুরী
দিগর । | ৮২০/১০ | ১ হিণ্ডা পাকডীন
রায় চৌধুরী দিগর
লাঃ দাতিয় । | ৮২০/৫ | ৩২/০/১ |

KHULNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাঁকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঁকীলাইর লাগাএম কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএম কিস্তী ফেরারি তলবের ২৮ মাস্ত স্বর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুতী হারা আদার হইরা যাঁহা বাঁকী আছে তাক ১৮৮৫ । ২১ জুন মোতাবেক বাঁকীলা ১২৯১ সাল ৮ আঁবাড় শনিবার অত্র কাঁছাবিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি ।

| ভৌজির
অংক । | মহালের নাম ও
পরগনা । | মালিক । | সদর জমা । | বাঁকীর পরি-
মাণ । | বহুত্ব । |
|----------------|--|---|-----------|----------------------|---|
| ৫৭ | বড়ানাকী ও গরুরহোজা
চাকলে কাঁজির হাট । | শ্যামকুমার দাস, বাঁমীজ্বরী
দাসী কৃষ্ণমোহন চাকি,
ভাগ্যনি দাসী চন্দ্র
মোহিন দাস, | ৫১৫১/০ | ১০/১০ | বাঁমীজ্বরী দাসীর
১২৮৫০৯ পাঁই সদর
জমার অংশ ভাঁহার
পৃথক হিসাব আছে
তাহা বাড়িত অপরাপর
অংশ বাঁকী । |
| ১০৭ | রায়নগর হোজা চাকলে
কাঁজির হাট | মোহাম্মদী দাসী | ১০৪১৫/১ | ৪২৮/৪ | |
| ২২১ | খোদা মুরাদপুর ও গরুরহোজা
মোজা পং পরগাবন্দ | জানকীবরত সেন, আছরা
বেলম, রায়মোহন চাকেরী
খাজন, ও ছবিয়ল
আলম আবুল হে সেন
চৌধুরী ওরফে ডোম মিক্রা
ও দুলা মিক্রা । | ২৫৩২৫/৫১ | ৫০০১/৮ | |
| ২২০ | খামাব কুরমা ও গরুরহোজা
পং পরগাবন্দ । | খাজে এনাচুরা চৌধুরী
জহিরমোহা চৌধুরাণী
মহম্মদ মোহাম্মদীন খাঁ
চৌধুরী । | ২৫০৪৫/১১ | ১৮২/১০ | খাজে এনাচুরা চৌধু-
রীর বিশেষ ১ নম্বরে
হিসাব পৃথক বাঁহার
সদর জমা ১০২১১/৬
পাঁই এই অংশ বাড়িত
অপরাপর অংশ বাঁকী । |
| ২৪১ | চক স্বর্গাপুর ও গরুরহোজা
মোজা পং সরহাটী । | মহম্মদ হা বিবি চৌধুরাণী
এনাচুরা মিক্রা হাটরানী
বিবি চৌধুরাণী, জিনা
তুলা চৌধুরী খুলিহমোহা
বিবি জডন বিবি চৌধু-
রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে
ইব্রাহিম কামার লাহিড়ী
মাহেনজার নেহালমুদ্দিন,
মহম্মদ নেজামুদ্দিন মহা-
ম্মদ চৌধুরী, আমিরমোহা
বিবি অয়ৎ ও আলিউল
পক্ষে আবদুললতিফ
চৌধুরী নাবালগ । | ১৮২২৫/৮ | ১৪১/৮ | গবর্ণমেণ্টের উদ্ধাধীনের
অংশ বাঁহার সদর
জমা ৪০১১/০ পাঁই ও
বাঁহার পৃথক হিসাব
খোলা হইয়াছে তদ-
বাদে অপরাপর অংশ
বাঁকী । |
| ৩১৭ | আলিগাঁও পং | চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল-
চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী
চৌধুরাণী, কলানচন্দ্র চৌ-
ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী
বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী
মাহেনজার পক্ষে কোঁড়
চন্দ্রকিশোর রায় নাবা-
লগ, কামারী চৌধুরাণী
কুড়ান সরকার । | ৫২৮১৫/১১ | ২০৫/৪ | কুড়ান সরকারের নিজাংশ
১০ তিন আনা এই
অংশ বাঁকী |

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

offg. Collector.

বাকী খাজানার আপদপত্রের পাঠ।

জিলা দিমাচপুরের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিমাচপুরের বধ্যবস্তী বিমুলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানারী এবং অধ্যক্ষ্য দাওয়া চলিড আইন এবং আর্ক্টের অনুসারে বাকী খাজানের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিষিক ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিমা ওজরে ৩ প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম স্টেশনের ইন্সপেক্টর অধ্যক্ষ্য হওয়া মহাল।

| নম্বর
ভৌজির। | নাম মহাল ও
পরগনা। | নাম খালিক। | সদর জমা। | যেবাকীর জন্য
নীলাম হইবেক। | মন্তব্য। |
|-----------------|---|---|----------|------------------------------|---|
| ১৩০ নং | মৌজা চারখণ্ড
গয়রহ পরগণা
গীলাহাড়ী। | কাতামখী দেবী,
জয়কিশোর চৌধু-
রীপ্রভৃতি। | ১৬৯৬৬৬ | ১৯৯৬১ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২৩৭ নং | মৌজা দৌতপুর
গয়রহ পরগণা
রাজমগর। | ভরকমাথ চৌধুরী,
জয়মগরী চৌধু-
রানী উচ্চ পক্ষে
মৌচমলাল চৌধু-
রীপ্রভৃতি। | ৪৬৬০/১ | ৪৮০১৮ | এই মহালের মধ্যে লালমোহন
চৌধুরীর ৭০ আনা অংশ
খাজার ৫৮২১/০ আনা সদর
জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯
সালের ১১ আইনের ১০ ধারা-
নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে
বাকী ৬৭০ আনা অংশ খাজার
৪০৭৭৬/১ পাই সদর জমা হয়
এ একমালী অংশ বাকী পড়ায়
৩০ ই নীলাম হইবেক। |
| ২৩৩ নং | মৌজা গোবিন্দ
পুর গয়রহ পর-
গণা ঘোড়াখাটা। | দীনমাথ মজুমদার
ও গোলাকমাথ
মজুমদার প্রভৃতি। | ১৭৯৬/৮৩ | ১৫১৬৭ | মৌজা কেশু ও গোবিন্দপুর
বাদে এই মহালের গোলাকমাথ
মজুমদারের ৮৪ = কাতী অংশ
১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০
ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া
৫১০০৫ পাই সদর জমা হইয়া
আছে এই অংশ বাকী পড়ায়
নীলাম হইবেক। |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৫১১১ | ঐ মত দীনমাথ মজুমদারের
হিসাব পৃথক থাকায় ৮৪ = কাতী
অংশের ৫১০০৫ পাই জমা
হইয়া আছে এই অংশ বাকী
পড়ায় নীলাম হইবেক। |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২৫১১৩ | ঐ মত কালীমজুমদারী দেবীর ৮৪ =
কাতী অংশ পৃথক হিসাব হই-
য়া ৫১০০৫ পাই জমা হইয়া
আছে এই অংশ বাকী পড়ায়
নীলাম হইবেক। |
| ৩৭৬ নং | মৌজা দাউদপুর
গয়রহ পরগণা
গীলাহাড়ী। | চক্রবর্ত্ত সরকার
রুদবর্ত্ত সরকার
প্রভৃতি। | ১৫৮০/১১ | ১৫৭৭ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ৮৬১ নং | মৌজা বাঁড়পুর
গয়রহ পরগণা
সজোম। | ভগিরথী চৌধুরানী | ৬৬২/১১ | ৪৬৪৭ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

A. C. TUTE,

offg. Collector.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিস্টার-আট-লী ও ইন্টার্নাল বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনার মেম্বর, ইনর টেম্পলের ইন্ট্রুড সি. ডি, ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ইন্ট্রুড লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আমলাদার প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিশয়ক আইন সংহিতা ।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/৫ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| <i>For the Mofussil.</i> | | | | Rs. A. P. | | |
|---|-----|-----|-----|-----------|---|--------------------------|
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 10 | 0 | 0 per annum. |
| Postage | ... | ... | ... | 2 | 8 | 0 " |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 " |
| Postage | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 " |
| For a single copy— | | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 0 | 4 | 0 |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 for 4 sheets or under |
| | | | | | | with an additional |
| | | | | | | charge of 1 anna for |
| | | | | | | every 4 sheets in excess |
| | | | | | | of 4. |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offy. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[সবনমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঁকাল পাবলিশিং গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃসলে ।

| | | টাকা |
|---|-----|------|
| সম্পূর্ণ গেজেট | ... | ১৫০ |
| ডাকমাশুল | ... | ২১০ |
| ৩০ ৪ ৫ ৬ ৭ খণ্ড (যাহাতে তা কলিকতা ও বঙ্গ-দেশের বাসস্থাপক সভার আইন ও আইনের খাতিয়াপি থাকে) | ... | ৪৫ |
| ডাকমাশুল | ... | ১৫ |
| সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য | ... | ১০ |
| ডাকমাশুল | ... | ১০ |
| ৩০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার হাল সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) | ... | ১০ |
| ডাকমাশুল | ... | ১০ |

কলিকতা ।

কলিকতার ও নবমঃসলে ১৮৮০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি কলিকতা ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ক এন্ড কোম্পানি,

১৮৮০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি কলিকতা ডাকমাশুল লাগিবে না ।

In compliance with a resolution passed on 11 November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* are to be supplied to the *Calcutta Gazette* unless the subscription to the same is paid.

NOTICE is hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all persons connected with the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or officers under the control of Government are as follows:

In future no publication, when supplied, or other document, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the cases mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in the shape of stamps should be accompanied by an addition of one anna in the shape of account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Government.

15th February 1882

Note—Rates for Advertisements in the *Calcutta Gazette*.

| | | |
|---|-----|----|
| Full page, per month | ... | 20 |
| Half | ... | 10 |
| Casual advertisements.—1 anna per line. | | |

[Government Gazette, 17th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মেণ্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্মপক্ষদের কর্মস্থানীয় কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট স্থাপনায়াহঁতে পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায়াহঁতে কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমাসিক মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এক অবশিষ্ট বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট আফিসের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি প্রেরণ কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

২০ সালের নিমিত্ত লাক্ষ্য ট্রিপিং পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক টাকা প্রত্যেকের হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

| মন্তব্য — কলিকাতা গেজেটের ইশতিহার প্রকাশ করিতে এই টাকার | টাকা। |
|---|-------|
| প্রথম পৃষ্ঠা এক প্রকাশ করিতে ... | ২০০ |
| অন্য পৃষ্ঠা ... | ১০০ |
| কলিকাতা গেজেটের প্রকাশ করিতে ইচ্ছা এক প্রকাশ ... | ১০ |

বিজ্ঞাপন।

বাংলাদেশের গবর্ণমেন্টের আইনের প্রণয়ন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট চৌমহাণ্ডের আভা পুস্তক বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন কার্যবিভাগের আধিনে রেজিষ্টারের নামে প্রিন্টেরিয়া দিয়া প্রকাশপত্র প্রস্তুত হইবে।

উক্ত পুস্তক প্রস্তুত করিতে পুস্তক প্রিন্টার, গবর্ণমেন্ট প্রিন্ট, থাকার স্প্রিং কোম্পানির বাণীতে প্রেরণ করিতে প্রণয়ন যার।

[কলিকাতা গেজেট ১৮৮২ ১৩ মে]

কলিকাতা প্রিন্টিং ও লিথোগ্রাফি জেল যন্ত্রাণের গবর্ণমেন্টের জন্য প্রিন্ট ও ড্রাইং মরিস লুইস সাইকেব
বহুত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরকৃত পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আটন ও দাবস্তা প্রণয়ন কর্তব্যের জ্যৈষ্ঠ গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আবাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে অপিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃলীর রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আবাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার মধ্যে কোনকর্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আবাদিগের কোন হয় । আগামি মবেধুর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কাণ্ড পুনর্বার প্রেরণ হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহাই আবাদিগের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমতঃলীর বলিয়া কমিটীর কর্তব্যজন সভা যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট প্রস্তুত হয় তাৎক্ষণিক লিখিত না কর ততদিন কোনর বিষয় মধ্যে আবাদিগের মত প্রকাশ করিলে না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিপত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তির্য শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইচ্ছাতে সূচ্য হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত থাকানায় ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “সামান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “সম্বলিতভূমি রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাক্রম নাম বলিয়া ইহার প্রতি সার্থ, আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিণেবে

(৪) এবং ডেজিটাইল মাসীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক খারাটি (একশকার ২১ খারা) ৩৫ শোদন করা হয়েছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আদালত অনুমান বা এক টাকার অনধিক মে কী ব্যাং করেন প্রায় ২৫ লক্ষ দিনার জন্য সেই মণি দিতে হইবে।

১০। হস্তান্তর ও উৎসাহিকার সম্বন্ধে আমরা ভালুকদারদের প্রতি গের নিয়ম বর্ধে ভাণ্ডার-
দায়িত্বহারা ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়দের প্রতিও বর্ধিতবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমস্ত
বিধান করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে রায়তদিগকে (ক) রেজিস্ট্রারী করা পাট্টাভোগে কি আদানত
কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অধুমানরূপে ভূমি ভোগ-
কারী রায়ত এই দুই উপায়েদ্বিধে বিতরণ করিয়া প্রথমেই ক্ষেত্রের রায়তদিগকে ভালুকদারদের সহিত
ও শেষোক্ত ক্ষেত্রের রায়তদিগকে নথলীভুক্তবিধিতে দায়তদের সহিত সম্মান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা
হইয়াছিল। কিন্তু আদানিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

১১। বাগানের অর্থ ও মঙ্গলীয়ত্ব লক্ষ্যবৃত্তে এই অর্থায়নের মূল নিয়ম হল যে কোন পরিবর্তন করা যে না। ক্ষুদ্র পরিচর্য পরিবর্তনের মতো আর্থায়নের কোনও যে কোনও কথা পলা আনয়নক, তাহাট বলা বাট্টিত।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৮ পারার সামগ্র্যে অক্ষীণ জলাভের বিষয় ছিল, তাহারা এই হাফটি উঠাইয়া দিয়াছি; এবং ঐ পাণ্ডুলিপির ৮৯ পারার ব্যাণ্ড খাদার শব্দের স্থানস্থানে যে সোনার জলা

গণা ভাণ্ডে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেখোক্ত ধারার সাবান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জন্য দিয়া দী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ভবিবে ন।

১৭। তাহাতে ভূমি প্রজাবৃত্ত সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি শেখোক্তারের বিক্রেতা এই ভূমিহিত বন্ধ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যনির হইবার কি আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আশা এই ধারার একটি কথা বোঝ করিয়াছি, তৎকালে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দায়িত্ব করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা বোঝ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা এই বিক্রয় বার্য হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উল্লঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকারশ্রম হলেই এইরূপ দান উল্লঙ্ঘন করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেখোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদগের হস্তান্তর কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টারী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার শিথাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পুরোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিচার বিষয়ে নির্দিষ্ট সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্তৃক দান হলে এই দান পুরোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ উক্ত দান সচরাচর উল্লঙ্ঘন দানে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। বিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী ভালুকদার ও তাঁহার আন। যে ভালুকদারদিগকে এই স্বত্বভূম্যধিকারী কাষা করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) বোঝ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ববিধিতে উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন ভালুকদার পুরোক্ত স্বত্বভূম্যধিকারী কোন কাষা করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব আগাবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উক্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির মাঠে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই ক্ষেত্রে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেখোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীতলী বলি যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্বনিষ্ঠ রায়ত আগনার ঘোড়ের যে অংশ কোর্টা দিগ কর, তাহা ৩ মাসের মধ্যে অর্জেকের অধিক হইলে, ভালুকদারদের রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকসভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করিয়া তাহা লুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টা রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২২।—কোন রায়ত আপনাকে যেওতে কোন অংশ কোর্স নিলি নিলে ঐরূপ নিলি করিবার দরপাটী তাঁত সংসদের অধিক নীলের নিম্নতম প্রদান পাবিবে না। (৩৮-১৩৭)
এই বিধানগুলি উপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেনোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১৮।—কোন রায়ত বহুসংখ্যক বা জীলোক দিলিয়া বা পীয়াদগতঃ বা তুর্কীনাঙ্গের দ্বি-নির্দিষ্ট কএকটি কারণে কিংবাকালের নিমিত্ত গৃহে উত্তীর্ণ না পায় তাঁর পরিত্যক্ত অংশ হইয়া আপন যোত কোর্সাবিলি করিতে পারা চলে, তাঁহার এ কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্জিত হয়। ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বেই যেওতে বাস্তুদ্বারে পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেওতে ও যেও নিষেধাবীনে তাঁহার খাজানা রুজি হইতে পারিত একচেণ্ডে হইত অর্ন্তে ও নিষেধাবীনে তাঁহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে। অতঃপর এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমি দখলীর অধিকার পাবিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্ব মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষ কুমারীস্বত্বের অধিক ও অপর পক্ষ তাহার নিম্নের কোর্স প্রকার সম্বন্ধে রায়তের যে সকল পটভিত্তিক সম্পদ আছে তাহার নিম্নের কৃত বর্ণনাক্রমে ঐ সম্পদের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অংশদ্বারা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিম্ন অঙ্গুসরণ করিয়া স্থিতি হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কুমারীগণের অবস্থা বিবেচনার অনেক স্থলেই ঐ নিম্ন অংশ খাতিয়ার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্ব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্স নিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-নির্দিষ্ট উপায়পেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিবেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্স নিলি করিলে যদি তাঁহার খাজানা নাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদারের ন্যায় সর্বাঙ্গী নীলাম্রতবে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্স প্রকার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্স নিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কনোপধারীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃতি হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট নিলি তাঁহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যৌথ যেকোন সর্বাঙ্গীমতে নীলাম্রতবে হইতে পারে ও তাহাদের যেকোন অন্য দায় ও স্বত্ব পক্ষে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। কুমারীস্বত্ব অধিকার করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরও তালুকদারগণের নাম মুক্ত থাকিবে। কিন্তু যাহা ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রারী করিয়া যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আবার নিম্নের বিবেচনার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সামান্য খাজানার বোঝানার আদালতের এমিটেই সকল অবধারণের দ্বারা তাঁর অর্পণ করিলে অত্যধিক কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্নমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রারী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্নমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা রুজি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা রুজি বিষয়ক বিধানগুলি চানাইকরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে মধ্যে সম্মিলিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বস্তুগত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিতে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যেকোন খাজানা রুজি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রারী করিয়া হইলে রুজি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি জ্ঞাপন চুক্তির প্রতি বর্জিত।—

(১)—খাজানা একরূপে রুজি করিতে হইবে না যে তাহার রায়তের পূর্বে মের খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুসৃত সাত বছর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বের বা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুসৃত পনের ২৫ টাকার নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই আইনের বিধানমত ওরিয়েন্টাল আমীনরাণে তালি করিতেছে এই কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিহেতু এখন কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানমত।

৩০। ২২ ধারায় এই বিধান বর্ণা গিয়াছে যে জমী মৃত্যুরূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আমীর বা মহালার অন্তর্গত ভূখণ্ডের কোন বাসিন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রক্ষি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্র নাম না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বিধি বহির্ভূত।

৩১। যৌক্তিকক্রমে খাজানা রক্ষি বিষয়ে আমীরের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কায্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাঁহাতে দিবাধ্য বিষয় সম্বন্ধে বহুশ্রুত ও সুকঠিন গম্ভীর আনিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকা তাই খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীগণের হস্তে অকর্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া বুঝিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যে হেতুতে খাজানারক্ষিসংক্রান্ত যৌক্তিকতা উপস্থিত করা হইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (২৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রাষ্ট্রতান্ত্রিক নীতি সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিদিষ্ট যে এতদ্বিত্ত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা লিখিত বাজারে অর্থাৎ খাজানা শস্যের গড় মূল্য রক্ষি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বলা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে এই শক্তির রক্ষি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট আসা কোন সাধারণ উপায়ে উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারক্ষির আইনমত এই হেতুটি এককালে ভাঙ্গা কণা প্রতি জমীদারের আশঙ্কিত করেন, এবং তাহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বস্তুতঃ উৎপাদিকা শক্তির রক্ষি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকাণ্ডের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা এই খাজানা রক্ষি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বলা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রক্ষি হইতেছে এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বস্তুতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানারক্ষির এই হেতুটি কাব্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। আমাদিগের মূল্যরক্ষির হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিলে এই কাণ্ডের বিশেষ সহায়তা হইবে। এতদ্বারা ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাজানা মূল্যের তালিকার যে ভূমির খাজানা লইয়া বিদ্যমান তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ প্রক্তি কি হ্রাস সৃষ্টি হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জটিল ঐচ্ছিক ফিল্ড সাংখ্যিক রূপে আইন সংগ্রহ পুস্তকের ১৫০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়াল দিতে হইয়াছে অর্থাৎ ১৫০ মূল্যের যে নিম্নম পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের মূল্যবোধের পরিবর্তে মূল্যবোধে দেব কর প্রদান করা যার এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কাণ্ড করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। বহু কাল এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরক্ষিতে অনুপাতের বিধি অনুসারে কাণ্ড করিতে হইলে, মূল্যরক্ষিকার আদান করিবার খরচ রক্ষি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ডাড়াই দেওয়া উচিত। আমাদিগের আশঙ্কা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানারক্ষিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ২৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। এই ধারার বিধান এই—যাহা যৌক্তিকতার অবস্থা বিনোদনায় অনুপাত বা অন্যায় যোগ হয় আদালত কোন যৌক্তিকতার রূপ খাজানা রক্ষির ডিকী দিবে না। কিন্তু এই অবস্থায় যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কতক মনোনিবেশিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস ঘটবার হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বর্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক নোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অসুবিধা সনাক্ত হইবে অনুভূত হয়। কমিটির অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক মূলেই গড় বাৎসরিক নোট উৎপাদন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মে পুষ্টি ও স্বচ্ছতার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আরও এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপি ৭২ (ঘ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া নিরাপত্তা ও উৎপাদিত মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা হ্রাস করিলে টাকা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ২০ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানার হ্রাস করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন মূলেই অসুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানার হ্রাস ডিক্রী দিবে না, আমরা এই সকল বিধান করিয়াছি।

৩৬। একই জমীর দখলীপত্রবিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাসভা বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৫৫ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেহেতু দেশাচারমতে রায়তের আর্থিক বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেইহেতু মূলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমি অধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দুই ও অলঙ্ঘ্য কোন নিয়ম প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে [৫৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদনের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কাঁচা জমি হইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া এককর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৫৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নিকট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানার হ্রাস দিবে না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎকালে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্দোবস্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হেতুতে খাজানার হ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশন যে মূলবিশিষ্ট প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৫৭ (গ) ধারা] ভূমি অধিকারী ভূমির উৎপাদনের নিট হ্রাস মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ভূমিগত খাজানার হ্রাসের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপি ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য হ্রাস হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বস্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানা হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা হ্রাস ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে হুঁ উত্তরের প্রতি বস্তিবে, ও একবার খাজানার হ্রাস করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানার হ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানার হ্রাস করা যাইতে পারিত।

৪০। যেহেতুতে খাজানা কমান্বার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যেতর জমী রায়তের দোষ বা তিরোকেবালি জমী হইয়া বা এইরূপ অন্য কোন দুর্গটনা ঘটয়া স্থায়িকরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহাও প্রত্যেক মূলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমান্বার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আর্থনিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিষয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরি-
নামের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই নতুন ধারাক্রমে স্থানীয় গণগণ্টে পুর ও নতুন উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গণগণ্টে গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অব-
লম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের লম্বানির মূল্য সম্বন্ধে উদ্ভিদগণকে নিম্নাংশে লিপিত প্রণয়ন করিয়া ভূমিতে পারিলে, মূল্যের হ্রাস হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কাঁচার বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪০। পশুচারণ জমির খাজানা হক্কি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রাণবিশেষকে জমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীত বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শসারূপে বা কসল অনুসারে বেখাজানা দিবেল তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এদিসরে স্থানীয় রীতি অতিশয় কঠিন দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উঠা হইতে সচরাচর অনেক অংশ খান দেওয়া হইয়া থাকে। এহা হলে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শসারূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খারাটি যথা প্রদেশের প্রাণবিশেষ বিষয়ক ১৮৩ সালের আইনের ১৩ খারা অবশ্যম্বে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেরূপ সীতাই-
রাছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দিষ্ট কএক জম কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এ-২ উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুক্তাবোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খায়া অপেক্ষা নূতন খায়ার বিবেচনামত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণ-
কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট জমির
লম্বিত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতিও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রভাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড়
মূল্যের প্রতি।

২৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বমূল্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খারায় এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অতিথিত “সামান্য রায়ত”
অর্থাৎ দখলীস্বত্বমূল্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মামুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য
হয় ১১৯ খারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অভ্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ
আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলী-
স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হক্কি স্থলে এই প্রকার অভ্যুচ্চ খাজানা ধার্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ
করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বমূল্য রায়তের
খাজানা ধার্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে।
আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশ্লি-
ষিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র
(৫৭ খারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বমূল্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে
রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে কএকটি খারায় কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদ্বিমুখিত
প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা হক্কি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বমূল্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮
খারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণামুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টারী
করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটীর মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা
যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) খারায় বিধান করিয়াছি যে মিহাদ অতীত হইবার
অনুমান হয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া সাইবার মোটিস জারী করা যাইবে পাটীর মিহাদ
অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার শোকজন্য উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিহাদ
অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বমূল্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত অতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রক-
রণটি উঠাইয়া দিতে চির পরিত্যাগ এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খারায়) এই বিধান করিয়াছি যে নির্দিষ্ট
খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বমূল্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ বোকদল
উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল
উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার ও নিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটীর মিহাদ অতীত
হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই
নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোম্পানী রায়তদেবের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোম্পানী সম্বন্ধীয় বিধি রায়ত আপন বোতের অধীক কোম্পানী বিনি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোম্পানী প্রজারা রায়তদেবের স্বত্ব ও ভবিষ্যৎ ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আদর্শ পুর্বে (২৬ ও ২৭ দফার) পাণ্ডুলিপি অনুসৃত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোম্পানী রায়তের এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ের ভাষ্যের ক্রিয়াপরিমাণে রক্ষণোপায় লাভিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে যুগ্মরূপে খাজানা দিয়া যে কোম্পানী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারীকৃত পাট্টা বা নিরক্ষররূপে কোম্পানী রায়তদেবের খাজানা দেওয়া গেল, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোম্পানী হলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬০ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় হয়, বাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কোম্পানী রায়তের উপর উত্তরা বাইবার মোটাম আদায় করা না গেলে পর তদীয় ভূমিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদেবের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এক বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যিক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি তিরস্কারী তালুকদার অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ স্বত্বিত সুবিধিত অনুমানটি বর্জিত হইবে। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে সীজেই আইনের এক খণ্ডি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রকৃষ্ট পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন এই আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণরূপে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তররূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোম্পানী তালুকদারের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি বোজিত হওয়াতে এই তালুকদার খাজানার টাকা বোজ করিবার সময়ে লভ্য, বৃদ্ধি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা খরচা দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত নূতন ও অলভ্য এই বিধিটি তুল্যভাবে ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদর্শ কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, তালুকদার আপনায় তালুকদার খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাঠিতে স্বত্বাবলি আদায়ত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আমরা খাজানার কিস্তি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত ক্রিয়াপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি কনভা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোস্টাল নথিভররূপে খাজানা দিবার কনভা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিবেচনার টাক দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে দেয় খাজানার কবলে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা সূচক রূপে বিশ্লেষণ না করিয়া তৎকালে ২২ মাসের পাঠান দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার কনভা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবে [১০০ (৪) ধারার] বিধানের সূচক লিখিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবলে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দর্শন না গেল” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। থাঞ্জানা আদালত করা গেলে তাহা কিরাইরা লইবার আর্দানাপরে বাহাতে কোর্ট কী নী সাংগে ভাটার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আদালত বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু আদালতকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আদালতদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোক্ত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বা কী থাঞ্জানার নিমিত্ত সেই যোক্ত হইতে উল্লেখ করিবার বিধান বিয়তক (৭৮) দ্বারা একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আদালত, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত থাঞ্জানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী যোক্তের উপর কল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষী প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আদালত এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্দানাপরে অন্যতর পক্ষের আর্দানাপরে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলায় বা মহকুমায় বাজিষ্টেট সাহেবের যত প্রকার কার্য করিলে আদালত নিবাসিত হইবার সভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) দ্বারা]

৫৮। যে কর্তৃপক্ষীকে প্রেরণ করা যায় তাহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সক্ষম হলেই যে আদালত ব্যাঘ্য বোধ করেন সেই আদালত করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আদালত এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এত বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা মেজদারী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আদালত চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর দায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) দ্বারা] মূল পাণ্ডুলিপিগণে পক্ষদিগকে প্রথম হলেই উপকার লাভার্থে মেজদারী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতদিগের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ দ্বারা পরিবর্তে আদালত পাণ্ডুলিপি ৩ দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছি

৮০ দ্বারা। (১) উপর কল বাচাই করিয়া থাঞ্জানা লওয়া গেলে, সমস্ত কল সম্মুখে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
অন্যের দখল সম্বন্ধে যত ও দায়ের কথা। (২) উপর কল বিভাগ করিয়া থাঞ্জানা লওয়া গেলে যাবৎ তাহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কল সম্মুখে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উক্ত স্থানেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন যতবেশ ব্যক্তিরকে প্রজা কৃষি কার্যের বিরুদ্ধকালে কল কাটিয়া লগ্ন করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে বর্ধাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কলদের কোন অংশ আদালত করিতে পারিবে না।

(৪) যদি প্রজা কলদের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে আদালত করেন, বাহাতে বর্ধাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য লগ্নের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের কৃষিতে সেই প্রকারের অন্য লগ্নাংশে পূর্ণ পরিমাণে বড় বাচাই হয়, কল তত হইরাহীন বলিয়া জান করা যাইবে।

যেহলে উপর বাচাই বা বিভাগ করিয়া থাঞ্জানা লওয়া যায়, সেহলে কলদের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ও দায়ের বিষয়ে এই দ্বারা সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে

মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ দ্বারা দণ্ড বিয়তক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২০০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিয়তক সাধারণ যে প্রকরণ পরিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিয়তক বিবিধ বিধান।

৬০। আদালত একটি নূতন ধারা (৮৮) পরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত থাঞ্জানার ভূম্য অবধারিত থাঞ্জানার দ্বারা ভূমি ভোগ করিলে, ভূমীর ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবে না।

৬১। আদালত ৮৯ (৩) দ্বারা ১৭৯৯-১৮০০-এর রায়ত ও ভূমীর ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন বর্ষিক বিধানের সহজে নিশ্চিতি হইতে পারিবার নিমিত্ত আদর্শ নথ্য প্রদানের প্রয়োজন বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করি যাহি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূস্বামিকারী কি প্রজাতি যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে প্রাপ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার নিমিত্ত বহু ভূস্বামিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আদর্শ একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূস্বামিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আদর্শ একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি তৎকাল সম্পর্কে বর্জিত হইবার পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপূরণ অল্প যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্তৃক যে বিবরণ বিবেচিত হইবে, আদর্শ ১৪ ধারার কিয়ৎ পরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। মূল যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল যত কাল দ্বারা হইবার সম্ভাবনা ভবিষ্যৎকালের এই উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং "ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত জমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অনর্জিত থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন" সেই কালের প্রতি আদালতের নজর রাখিতে হইবে।

৬৫। নথ্য প্রদানের প্রয়োজন বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আদর্শ প্রজাতি কর্তৃক ইচ্ছা করা বিবরণ (১৫) ধারাটি মূল করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোমর লোকে এই বিষয়ে একটি আন্তঃসংক্রান্ত আদেশ বলিয়া তাহার দ্রুতকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-রূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে, ভূস্বামিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তহা কোন প্রজাতি অথবা করিয়া নিজে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপত্তি: দেখিলে যোগ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিচালন করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে

১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূস্বামিকারীকে নোটিশ না দিয়া ও বাজানো যেমন দেখা পড়িয়াছে

হয়, তাহা দ্বিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বসি ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে এরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই ভূমি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূস্বামিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাতি অথবা করিয়া নিজে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিশ প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিচালন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, এই নোটিশ প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশবর্ষীয় সময় রায়ত হইলে, চরমাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির মূল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কতিপূরণ হয় তাহাদের কতি পূরণ সময়ে আদালত থেকে (যদি কোন) পক্ষ দ্বারা বোধ করেন, সেই পক্ষে মূল করিয়া পাইবার আদালত করিতে পারিবেন।

অনুবিধা অনুসৃত হয় আদর্শ পাণ্ডুলিপি ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরূদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূস্বামিকারী পূজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা মূল বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাণ করিতে পারিবেন না এই বিবরণটি ১৯ ধারার আদর্শ নিম্নলিখিত মূল বর্জিত মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিচালন, শিকড়ী কি টেপনডীহেডুক বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় থাকিবে এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিচালন বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় থাকিবে চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

পরিচালন করিয়া
নিয়াছে ইহা
নির্বিদ্ব রূপে
ধরিয়া লইতে
পারা যায় কি
না এবং তহা
অন্য কোন
প্রজাতি অথবা
করিয়া দেওয়ার
কি না ভূস্বা-
মিকারী ইহা
নিম্নের বৃত্তিতে
পারেন না।

এইরূপস্থলে যে

(গ) যে স্থলে ভূস্বামিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরকমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদকমে দখল করিবার ভারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারার আমরা একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গণপঞ্চমেতের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা যেহে মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং ঐরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান বহিরাগতি। আদালতের বিবেচনার ইচ্ছাতে মূল পাণ্ডুলিপি ১০৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভাস্কুরের সহায়িকারিদের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কাষাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাষাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ভাগ করিয়াছি। ঐ ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূস্বামিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে ভদীর প্রজাদিগকে কোণা ব্যস্ততার অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের বাণী বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় ঐ ধারাটি আদালতের নিক্ত বিশেষ আপত্তিবোধ। আবার ঐ ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির ঐ ধারা ক্রমে সম্প্রদিসংক্রান্ত আইনের অধিনতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। ঐ ক্ষতিভার প্রভাবের সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও ঐ ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে।

আদালতের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (১৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এত ধারার কথা পুঙ্কেই (১২ দফার) আমরা বলিয়াছি। মান্যবর জজিস জিষ্ণু ও মিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আদালতের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনযুক্ত প্রস্তাবটি কিরূপ পরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধ।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও স্বাক্ষরকার বন্দোবস্ত করিবার নিষি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়বস্তুর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণে কথনক, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভাস্কুর নীলামক্রমে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অনুরোধ অস্বত্ব করেন, আদালতের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নৃতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়-মাধীনে ভূস্বামী কি ভাস্কুরদ্বারের প্রার্থনাক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটি পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়সমস্ত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপিসম্বন্ধে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কাষাধ্যক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিবাক্তি শুদ্ধ বলিয়া অনু-মান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা নিষি থাকিলে কি করিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কাষাধ্যক্ষিত অনুসারে ঐ বিধান সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে। বিশেষতঃ অল্প তরুণ সকল আপীল শ্রমিবার নিষিষ্ট নিষ্পত্তি হন ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে হাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং স্বত্বের লিপি দ্রুতগেই প্রকাশিত হইবে না বেন স্বাধীন প্রত্যেক ব্যক্তিই যে উহার সম্বন্ধে ঐ লিপির মধ্যে

ଏ କଥା ସତ୍ୟ ସାର ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦସମ୍ମତ କଠିତ ପାରିତୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷାନ୍ତରାଜ ଜାଣିବେ ପାରିବାର
ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବଳିଆ କାହାଣୀ ଲିଖିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇତିହାସବାଦିତ କଥାକୁ ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ଆଶାମିଳିତ ହେବେ ବଳିଆ
ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଶାମିଳିତ ବଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଠିତ ସାହସୀ ହେଲାନା ।

৭৭। যে কার্যের “খাজানার বন্দোবস্ত” দ্বারা উন্নয়ন সাধিত হইবে তাহাতে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ এবং সম্মানীয়বিশিষ্ট প্রজা ও ভাষিকদ্বারা অধ্যয়িত খাজানায়না বইবা অন্যত্র প্রেরণ করিয়া দিবার নিয়ম করিলে ভ্রাশিকারীরা প্রজা উক্তই সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আঁহনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন মোহের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে পারে কিনা এবং কতটা যত্নে পারিলে একটা তার
তাঁহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি এক জটিল ভারের প্রশ্ন এবং তাঁহা বিভিন্ন পক্ষানের সুস্থির উপর
স্থাপিত। এখনতঃ এজা সম্বন্ধে তাঁহাদের ভূমির পরিচালন প্রণালী এবং যে যে নিয়মে তিনি তাঁহাদের ভোগ করেন
একরূপ অনেক বিষয়ঘটিত প্রস্তাবের উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের
বহু আইনঘটিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সংশ্লিষ্টজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে
পরিচালনে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকি প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-
ঘটিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সমস্ত প্রচলিত নীতি ও এবং উৎপাদনশক্তির মূল প্রভুত্ব অনেক
বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম ফিল্ডউক আর আপীল ফ্রেমউক
হডক স্থানীয় তদন্ত নীতিগুলি এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ আভিভাব থাকি কিন্তু এই সকল বিষয় নইয়া
ব্যবস্থাপনা করা যাচ্ছে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বাভাবিক ক্রিয়া সাহায্যে প্রত্যেকটি বিশেষ
ব্যক্তি কতক চূড়ান্ত পৌ নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃতি বিধান করা যাচ্ছে পারে উচ্চতম আদালত
নিবেশনা মূল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের বে মীরাস মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাঁহা
এ পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। তবেই লিপি সংক্রান্ত কথোপকথিতের মধ্যে যে পরিবর্তনের
পূর্বোই উল্লেখ করা গিয়াছে তাঁহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপতি ও স্থানীয় কৃষকসম্প্রদায়
মধ্যে বিশেষতঃ কর্মচারী বিশেষ জজসম্প্রদায় নিবৃত্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই
বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সংশ্লিষ্টজনক উচ্চতম আইনের পক্ষে সাহায্য হইবে যোগ্য হয়।
আমরা এখানে এই প্রস্তাব করি যে যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যাবে কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা
যাবে তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী দলের লিপি অনুবর্ত্ত কোন কথা
যদিও বিবাদে তাঁহা উচ্চ বিবাদে নিষ্পত্তি করিলে, ও পরে এই সমস্ত বিষয়ের আপীল বিশেষ
জজের নিকট হইতে পারিলে এবং সংশ্লিষ্ট লিপির অনুবর্ত্ত যে প্রণালী নিবেশনায় খাজানার বন্দোবস্ত
করা গিয়াছে তাঁহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে মেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অনায়াস
করিবে এই নিষ্পত্তিই উচ্চতম হইবে। এই ফলে হাই কোর্ট ন্যূন করিয়া খাজানা নিরূপণ
কর্মসমিতিতে পারিলে, কিন্তু জায়েদার লিখিত জনানা খাজানা দিতে তাঁহা করিতে হইবে। অর্থাৎ
খাজানা আভ্যন্তরীণ আভ্যন্তরীণ করিয়া দান করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয়
আপীল হইতে পারিলে না কিছু কালঘটন বিষয়ে সুবিধার মূল হইয়াছে বলিয়া, এবং
কোন মোহের মূল হইয়াছে এবং তাঁহা তাঁহা হইবে এবং তাঁহা তাঁহা হইবে এবং তাঁহা তাঁহা হইবে এবং তাঁহা তাঁহা হইবে
এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাবে। দ্বিতীয় আপীল দর গোলা ও আপীলকারী কৃতকাহী
হইলে তাঁহা কোর্ট খাজানা তাঁহা পরিবর্তন ও করিয়া প্রত্যেক্ষণে খাজানা করিয়া তাঁহা তাঁহা হইবে
নিবৃত্ত পারিলে।

[illegible]

৭৬। খাট দিতে গঠনাবস্থান বিবরণক : ধনোটি একশে পনের দ্বিগুণ প্রস্তুত করণ ও খাট-
নার বাল্যোত্তরকরণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে।

৭৭। এই সভাপতির ভাষণ একটি সিপাহীর জর্জর ১০০ সংখ্যক নতুন ৮ মিনিট বিধানের বিষয় কিছু বলণ আবশ্যিক। বিধানটি এই। যে, ন প্রচারিত কিছু সময়ে বিশেষ করা এক অধ্যাদেশে জিহাদ করা গেছে অধ্যাদেশিত বা শাসিত বিধি। এতদুপরি ভিত্তি করে নিম্নে বর্ণিত যে অধ্যাদেশ করা গিয়া থাকে বর্ণিত সকলেই অবশ্যই তাহা আদায় করিতে হইবে।

১১শ অধ্যায় ।

ক। ৭. ৩. ৬. লিখা বিষয়ক দি'ম।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে কাহারা বঙ্গদেশের গদ্য-মাতের অতি প্রাণীপুসারে কায়া করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদন্তের বোধ হয় যে রাজ্যের হা বর মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বহুৎ দেশ-থও খাটিতে পারে হিঁরর এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজ্য সংক্রান্ত সম্ভাব্যী কতক খাজনার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা উৎকর্ষক বিশেষ হইলে নির্দিষ্ট হাটের উক্তরূপ ভানিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। এখণ্ডোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রক্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সাধারণ রক্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব চুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির বীণাংশ করিতে গিয়া আমরা চুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) ভূস্বামীর গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক উক্ত ভূমির জরনী ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধিকৃত পূর্বাধিকারি অথবা প্রজার প্রাধিকারিতে তদন্ত লওন।

বহুবিকৃত দেশে সংকটে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় এখণ্ডোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিধানস্থলে খাটাবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে চুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনার আদায় বঙ্গদেশ ও বেঙ্গলদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও জমী ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী ভূগাধিকারী নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই প্রকৌতুক জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্ষে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী

ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজগোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী ভনী প্রমাণাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজগোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া প্রমাণ জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আদালতের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপি ১৬৭ (২) সংখ্যক এই শারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচারি কারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাত করা বাইন্ড পাটর, তাঁরা কেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পটে বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারার অপরূপ করা গেলে, বিশেষ ২ হলে এই ব্যক্তির অর্ধদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরূপের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পটে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারার ইহা স্পটরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জৌক করা গেলে এবং এই হলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বহিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিক্রেতা আদালতকে চালিত করিয়াছেন তাহাদিগের বিক্রেতা বোকদমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য হুগিত রাখিতে পারিতেন; এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

১৪নং অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কাগজাদানী বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত বোকদমা মুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৪৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারারূপে তাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে বোকদমার দেওয়ানী কাগজাদানী আইনের কোন অংশ বর্জিত না হইবে বিশেষ কোন নিয়মাদীনে বর্জিত ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিংবা কাগজে এই বিষয়ে ত্রুটিদর্শন লাভ হইলে, তাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতাসূত্রে এরূপ ভাবে কাগজ করা যাউতে পারিবে, যাতে কাগজপত্রের অধিকার সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আদালতের বিধান।

১৩। আদালতের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার কার্য-পদ্ধতি সম্পত্তির ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন দণ্ড উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ আনয়ন সমন জারীকরণ ও তাহার প্রদান সংক্রান্ত নীতিতে উৎকৃষ্ট হইলেও সমনজারী করিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুগৃহিত প্রতিবাদির বিক্রেতা লাইনযুক্ত কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত।

১৪। পক্ষ খাজানা সংক্রান্ত বোকদমার ভূমিকারীর যত্নবশিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি শ্লোকের পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অথবা কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। যত্নবশিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার বোকদমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আদালতের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এতদধীন করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বোকদমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আমরা আরও ১৬২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার বোকদমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত্নবশিত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আমরা ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অমহিকার প্রবেশকারীকে উল্লেখ করিবার বোকদমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিয়ম উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানরূপে ভূমিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুসঙ্গ বিরূপণার্থে বোকদমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্তে আমরা ১৭৪ ধারার, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সর্বল ও সুসস্ত কাঁচাশ্রণালী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কমসচিবীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবে।

১৬শ অধ্যায় ।

बाकी भाषाभाषा निमित्त न्यायमयी नीतिमय विधि ।

৮। আনন্দের ভূমিখিনিদের যেরূপ অভিপ্রায় বৃদ্ধিবাঞ্ছা ওদিক্কারে পতনী ভাবনের নীতিমত প্রকাশিত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও কুহর বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তফসীল হইতে স্বাক্ষরিত করিয়া পাণ্ডুলিপিগুলির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি নইয়াই এক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮১। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারায় বিনামূলীতে এই যে, শতাব্দী জায়গা ভিত্তি কোন জাতক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিয়া বিনামূলীতে অর্জিত করা গেল, স্থানীয় সরকারের বিক্রিতে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সরকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল জাতক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭শ শতাব্দী ।

ଡକ୍ଟି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟକ ନିର୍ଦ୍ଦି ।

২০। ভূমিকারী ও প্রকার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্যায় সীমাবদ্ধ করা উচিত করকটি বিষয় সম্পর্কে এই প্রকল্প প্রস্ততির মাধ্যমে পান্থেলিগির অন্তর্গত প্রায় ১০০ বিঘর সম্ভ্রান্ত মারায় দৃষ্ট হইবে। তাৎক্ষণিক প্রায় ১০০ বিঘর চুক্তির বিষয়ে পূর্বসংখ্যী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দেখা যাইবে। কিছু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধন করণার্থে যে-নিয়ম করা আসাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই মতে আবশ্যিক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি পরিায় সংগ্রহ করি। পরিধানক বোধ করিলাম।

যেহ বিষয় চাকির সীসার বহিভূত কর। সেল তাক। নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

- (ক) বাসেন্দা রাঘবের ও দখলী হুজুর শিফট দায়তের স্বত্বপত্র (২৪, ২৫, ও ২৬ খারী)।
 (খ) ৩১ খারীর নিশ্চিত দখলী হুজুর জবুজ।
 (গ) ৫১ খারীতে দখলী হুজুর মাল। বনতের খাজানা কমাটবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
 (ঘ) ৫৩ খারীতে দখলী খাজানা মাল। বনতের দাওয়া করিবার কুমানিচারীর বা প্রজার স্বত্ব।
 (ঙ) নিশ্চিত হেতু ব্যতিরিক্ত দখলী হুজুর মা। রামতকে ও কোথী দায়তকে উচ্ছেদ করণ।
 বিবরণ এত পান্থালিপিলাক প্রদত্ত সংসখ্য (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬১ খারী)।
 (চ) ৫২ হুজুর মাল দাওয়া ও প্রজার দাওয়া। সমস্ত দায়ত ১২ খারী।
 (ছ) বাসেন্দার উৎসাহমালিন করিয়া ও বজ্রম্য কতাবতের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ খারী)।
 (জ) জিজিয়ারী কুমানিচারীকে উচ্ছেদ করিবার স্বত্ব। এত পান্থালিপিলাক প্রদত্ত সংসখ্য (৯২ খারী)।

[illegible][illegible]

২৩। ১৯৯০ সনকৃত্তিঃসান হওয়ে এই আদিলেক কোন কদা নহনে পঠিত দুমি কৃষিকায়োপযোগী কৰণার্থ কোন চুক্তিৰ ব্যাঘাত তত্তবে ন।

১৯৭১ সালে এই বিধান করা হয়েছে যে যে সার্বভৌম বা জেলাভিত্তিক ভূমিভোগ করে সে তার ভূমিভোগত বারংবার ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলীস্ব, দাবী করিবে না এবং তাৎক্ষণিক দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাৎক্ষণিক ভূমিভোগীর মধ্যে সে পাটনা দখলার নিয়ম হয় সে সেই ভূজান, দিতে দাবী থাকিবে। কিন্তু আদিকত অনাকর পাশের প্রাথমিকভাবে নিবেশ করিতে পারিবেন যে কোন ভূমী এই ধারার অর্ধসত্তা চর বা জেলা, ভূমী বসিয়া কতক গুলি হইবে না। তাৎক্ষণিক এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত ভূমী সম্বন্ধে থাকিবে।

৯৫। পরিচালক ১৯৫২ সালের এই বিধান কী ছিলো যে “উপকী” প্রণালী ও “ডালহাসিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীদ্বিধে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশোচ্চাভিযুক্ত বা অকার্যকরতার যে সকল বিষয়ে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন অধীনস্থ কোন মন্তব্য প্রকাশের কোন বাধ্যতা চলেবে না।

১৯। ১৯৮১ খ্রিঃ পূর্ণিমা বর্ণা ভবিষ্যৎ যে স্বপ্নে মোল রাসিক রাসিক রাসিক আপনি মোল রাসিক
না হইয়া থাকিলে ভোগ করে মোল স্বপ্নে ভবিষ্যৎ বিষয়ক মূল পাণ্ডিত্যের হয় জ্ঞানটি আমার
ভাগ করেছি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের মধ্যে উদ্ভূত পাণ্ডিত্যের উদ্ভূত না থাকিলে মোল রাসিক
মূল হইতে মোল রাসিক ভবিষ্যৎ ১৯৮১ সালের একটি মূল রাসিকের বিধি হইয়া মোল
ভবিষ্যৎ করে মোল রাসিকের পাণ্ডিত্যের স্বপ্নে মোল রাসিকের পাণ্ডিত্যের স্বপ্নে মোল রাসিকের
ভবিষ্যৎ করে মোল রাসিকের পাণ্ডিত্যের স্বপ্নে মোল রাসিকের পাণ্ডিত্যের স্বপ্নে মোল রাসিকের

১৮শ অধ্যায় ।

विद्यार्थी २१ शीर्षा ११ विद्यार्थी ११

২৭। মধ্য-স্বল্প বিবর্তিত রাস-৩-৪ জোড়ী তাঁহার আ-এ মোড়ের অন্তর্গত যেটী জমীদার পুনরায় লখল পাটওয়ার নিমন্ত্রণে কলকাতা কারলে প্রমোদকর্ম সম্বন্ধে মিটারের কাগজ জমিদার ৩০৩ আদায় করিয়া দাখিল করা উচিত, আদায় প্রাপ্ত বিবরণী করি। যাহা প্রদেশের প্রজাবাহাদুরের ১৮৮১ সালের আদেশের ৮১ ধারার প্রাণশক্তি দফা ৩ অনুসরণ করিয়া জানিয়া দেওয়া বিধে তদ্রূপ প্রজাবাহাদুর উল্লেখ করা যাহা তদবধি জমিদারের কাগজ মিটারের দাখিল রাখা করিয়াছি। যে মোড়দা পূর্ণেই তাহাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাঁহার হেতু পুনরুদ্ধারিত হওয়া এই জন্য একটী চান্দবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায় ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

৯৯। কামারগিরের বাণেশ্বরদেব কালক্রমে অনেক কণা উদ্ভূত হইল যাহার সম্বন্ধে আশা-
দিত্যের প্রতিবেদন ছিল যে কামারগিরনিবাসী অসীম কামরূপে যে সমাদ পাওয়া যায় তদ-
শেক্ষণী কামরূপের সমাদে তাহা নাকি লেখা যায় তাহা অসম্ভব। তাহাও অসম্ভব। তাহাও অসম্ভব। তাহাও অসম্ভব।
বহুবার অনেক কণা উদ্ভূত হইল। তাহাও অসম্ভব। তাহাও অসম্ভব। তাহাও অসম্ভব। তাহাও অসম্ভব।
দিশেষে সমস্ত কণা উদ্ভূত হইল।

অন্যান্য ১৫ জন ৫৩০ —

- (১) ভূমিদান কার্যটিতে সমন্বিত মানন উপলক্ষে জল সেতুময় নিমিত্তি নামা কাটাওয়ার, জল বিতরণ বিবরণ ও ক্ষতিপূরণ বিবরণ এবং করণার্থে প্রয়োজনীয় সমুদায় প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা হইবে।
- (২) প্রাক্তন বক্তাও নোক্তদাতা চিত্র যাহাতে শাস্তি হয় একজিওপরে বিধি প্রণয়ন করিয়া চিত্র প্রকরণে যোগদানী নদ বিধি জাহানে কোন পরিবর্তন হয়, বাঙালী কিসা, বিশেষতঃ যাহা যাহা বিধি সমাপক রায় দেহে যাহার কোন না হয় তাহা ভূমিভোগ করে সেই ক্ষমতা ভূমিদাতার প্রতি একটি বদলনপত্র দ্বারা তাহার বিচার দানী বাজানার নিমিত্ত নোক্তদাতা উপস্থিত করবার ক্ষমতা প্রদান করা হইবে।
- (৩) একনামা বক্তাও দেওয়া হইবে, প্রদত্ত নামের ক্ষমতা দাওয়া করিবার যে ক্ষমতা আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে একটি উপপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারে কিনা। জমিদারী নিষেধ সমন পত্র দান নাহি হইয়া কোন বিধিই হেতুশতঃ জমিদারী উপস্থিত হইতে পারে নাহি কোন বিচারপত্র জাহানমতে ইহার নামে না পারিলে তখন প্রদত্ত বিচার জাহান প্রার্থনা প্রাপ্ত করিতে বাধ্য নহেন আর তাহা অঙ্গগত আছে, বিচারদাতার বিচার ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তনতে সমনদাতা অস্বীকার করিয়া এক্ষণে পদ্ধতি করিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও জমিদারীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করিয়া প্রাপ্ত করেন। বিশেষ সংঘটনও জাপন প্রাপ্ত আদায় করিতে বিয়া ভূমিদাতারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করায় যে কার্যের উদ্দেশ্য, ইহাতে যেই কার্যের প্রাপ্ত দেওয়া হয়।

অভিযানী প্রক্রিয়া টাকার আয়মান ও লাভ করিয়ে এতটুকো বোঝানোর প্রচেষ্টার বিচার হইবে না। আয়মানিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমানিয়ে মোংলাদ জানা ছিল তদন্তে এ প্রস্তাব প্রাকৃতিকভাবে অনিয়মিত হইয়া আসিয়া এবং অভিযান প্রকাশ করিলে যে হইতে কোর্টের মানবদর জজ সাহেবদের বিবেচনা এই প্রস্তাবটি অপ্রতিপত্ত হইত।

- (৪) অম.সিংগের নিকট প্রায় একশত ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হয়। তাহে, প্রস্তাবটি এই—
বাঁকীখাজানার বোমদ্বারা পুত্তলদিার বিকল্পে ডিক্রী করিলে, তিনি ডিক্রীর
টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আশ্রয় করিতে পাইবেন না। এই
প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আশ্রয় সঙ্কট হইবে।

(৫) যে সকল স্থানীয় ডালুকের রাজস্ব গবর্নমেন্টের নথিতে সাক্ষ্যসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ ডালুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল ডালুক সম্বন্ধে সরাসরী মীলার সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাউতছে যে ঐ সকল ডালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে নাই। পশ্চিমী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যপ্রণালী উক্ত সকল ডালুকের প্রতি সর্বান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত ডালুকের অধিকারীদের নিকটে পথকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পুর্নোক্ত কার্যপ্রণালী বন্ধীকৃত্যের নিমিত্ত এইরূপ ডাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেহ মিসরীনে বাস্তবুয়ি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃথিবী ৪ দফা দেখ)।

(৮) আমরা উচ্চবন্দী ও কালকাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষরূপে বাড়াইবাছি। অন্য নামে খ্যাত ভূস্বামী জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চউগ্রাম থাণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষরূপে কোম দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর গুজাওয়া ও গৌরা ঘোড়ের কল্যাণকরামা সম্বন্ধীস্বত্বের জায় জমা কোন যত্ন অগ্রেকের করিবার যত্ন সম্বন্ধীয় দারার বিষয় হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিণামে গড় বারবৎসর কালের মধ্যে সর্বত্র সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই তালিকার শুদ্ধতা সন্ধান্তে উৎকর্ষ সাধন করা যাউতছে পারি কি না এবং প্রণামতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর লিখিত করিয়া খাজানা গ্রহণের নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আত্মা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

উৎসর্গিত তারিখ :

| পেজেন্ট। | তারিখ। |
|--------------------|-------------------------------|
| ইঞ্জিয়া গেজেট ... | ১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ। |
| কলিকাতা গেজেট ... | ১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ নাক। |

দেশীয় প্রকাশিত।

| প্রদেশ। | তারিখ। |
|-------------|---------------------|
| বঙ্গদেশ ... | ১৮৮৩ সাল ১৪ আশ্বিন। |
| ... | ১৮৮৩ সাল ৪ মে। |
| ... | ১৮৮৩ সাল ১৭ মে। |

এই তালিকাভুক্ত প্রকাশকর্তৃক সংশোধিত আদার মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ করা উচিত ইহারে কামাতি পর মত :

| | |
|--------------------|----------------------|
| এম, সি, মেলী : | টি, জবালিড, গিবন। |
| বিসম্বা চন্দ্রস : | আমীর আলী। |
| সি, সি, উল-হা : | উদয়ি, ডি, সি, কটুর। |
| জি, এম, সি, জবাল : | ও, মেললুগ। |
| জে, ডি, সি, কটুর : | |

কমিটিত সম্বন্ধীয় জমা এবং বিশেষার্থে সম্বন্ধীয়রূপে নথিতে উল্লিখিত বন্দীরা স্থানীয় উদ্ভাভে আকর কলিমা, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তৎসম্বন্ধে অনেক দবার প্রতি আশ্রয় প্রাপ্ত আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

স্বাক্ষরসে পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আদার সম্পূর্ণ কাপট্য আছে। সামান্য নান আশ্রিত কলকাস পাল মে নিয়মের উল্লেখ করিয়া জন সন্ত নিয়মসমূহের প্রতি আশ্রয় প্রাপ্ত আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

তারিখ।

তকসীম ।

সাজান ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের আরকলিপি ও ভৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮৭৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৯ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৪৮৬ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

মানাবব জীবুত টি, এম. পি. বস সাহেবের মন্তব্যাবলি ৮ নং কাগজপত্র ।

মুর্শী রাজালাল ভূষাধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও ভৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাচ্চরয়ের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৮০ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৭২ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

সাজান ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১০৮ R. নং আকিসের আরকলিপি ও ভৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১২ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৬ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীবুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের নং [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯ T. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীবুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের নং [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২৩১—১৩৭ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮—৮৬১ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও ভৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

উরিয়ার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।

উত্তরাঞ্চলীয় জীৱত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র] ।

ত্রিছতের ভূস্বামিকারীদের সভার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র] ।

জীৱত বাবু কিশোরী লাল গমকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গ ও বেঙ্গালদেশের ভূস্বামিকারীদের সদর কমিটি ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পুস্তলিপি ও তৎসংলিখিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।

মুন্সফসিংহ জিলাব অফিসের সেরগুনের ককজন কমিশনার, ডালুদাদা, ও মধ্যবর্তী ভূস্বামিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২১৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র] ।

ড্রিটিং ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও ভূস্বামিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পুস্তলিপি ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮১—১০০১ I. II নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ১০২—৪৫ I. II নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র] ।

ডালুদাদা রাজা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার মিছিল বদল [৩৭ নং কাগজপত্র] ।

ডালুদাদার ভূস্বামিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখের ১৩৬ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখের ২১৭—৩৮ I. II নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখের ২১৭—৩৮ I. II নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।

ত্রিছতের ভূস্বামিকারীদের সভার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র] ।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

শূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
ভাসীরা ব্যাপ্তি।
- ২। বহিষ্ঠ হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা রূপের কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন্‌র স্থলেমাত্র
ভাঙ্গার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।
- ৮। বৃদ্ধি খাজানা সাধক খাজানার হিণ্ডের
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা কমলঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বৃদ্ধি হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্তিত হইতে না পারিবার কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
তার কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।

পক্ষী তালুকের কথা।

- ১৩। পক্ষীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পক্ষী তালুকের ভূম্যধিকারীর হস্তান্তরকমে
এহীতার স্থানে আমিন চাহিবার স্বত্বের
কথা।
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী হাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা
কিনা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টরী না করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি-
বার নিষিদ্ধ আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার সম্ব-
ন্ধের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রাইতের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রাইত শব্দের অর্থ।
- ২৭। প্রায় ও সচল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে ভাঙ্গার
ক্ষমতার কথা।
- ২৯। একমালী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খাচার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অগুণ্ণের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি-
কারীর অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রক্ষিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লহবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ব কএক ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোলা বিলি সম্বন্ধে বিবরণের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোলা বিলি
করে, তাহাদের তালুকদারে পারিবারিত
হইবার কথা।
- ৩৮। সরপাটীর কাণ্ডের নিয়মের কথা।

খার।

খাজানা রক্ষিত কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্ররূপ খাজানা রক্ষি বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিক্রমে খাজানা রক্ষি করিবার কথা।
- ৪২। পুনরার বিলি করিবার বেলা খাজানা রক্ষি কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা রক্ষি করিবার কথা।
- ৪৪। প্রাপ্তি হার ধরিয়া খাজানা রক্ষি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূমিদিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বনোদ্ধারিত উৎপাদিকাশক্তিরক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা রক্ষি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা রক্ষি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা রক্ষি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমানিবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমানিবার কথা।
- মূল্যের অর্থায়ন দলের তালিকা কথা।
- ৫২। প্রধানতঃ শস্যের মূল্যের তালিকা কথা।
- খাজানা রূপ নির্ণয় করিবার কথা।
- ৫৩। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এষ্ট অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা রক্ষি নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা রক্ষি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। “দখল চেণ্ডা” শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্সী রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্সীরাইতের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্সী রাইতদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

খার।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবশ্যপূর্ণ খাজানার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তন কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।

- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা সরুপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।
- ৭০। ভূমিদিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাঠিবার স্বত্বের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণসহ পাঠিবার অধিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আমানত করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় তহবীসী তাহার বসীল দিলে ঐ বসীল দিচ্ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আমানত পাঠিবার শেডিংয়ের কথা।
- ৭৬। আমানতী টাকা দিবার বা গিরাইরা দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ৭৮। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার সুদের কথা।
- ৮০। বৃত্তিসিদ্ধ কারণ বিধা খাজানা না দেওয়া গেলে কিঞ্চিৎ অমান্যরূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হালিপুরের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কলসী বা ডাউনী খাজানার কথা।
- ৮১। কলসী যচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ আজ্ঞার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

থাক।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। ইস্তাকুরের মোটিল না পাইয়া পূর্ন ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় উক্তনা
ভূম্যধিকারির স্বার্থপ্রার্থীতার নিকট প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রতারণার কথা।
- ৮৫। আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার দানে
ভূম্যধিকারী অনায় করিয়া লভলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবদারিত করে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। দখলীস্বত্বশিষ্ট যৌত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। দখলীস্বত্বশূন্য যৌত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইস্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইস্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।
যৌতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যৌতের অংশ ইস্তাকুরযোগে না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি বাণ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারীর ভূমি বাণিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের একপ আজ্ঞা করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। বাপের ক্ষতির কথা।
কার্য্যসাধনদের কথা।
- ১০২। কেন সহাধিকারীগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-
সাধক নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইনার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কাছাধাক
নিযুক্ত করণার্থ তাহারিগকে আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কাছাধাক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

থাক।

- ১০৫। পূর্ন গারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যসাধকতা সম্বন্ধে
খাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যসাধকের প্রতি যেহে বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সহাধিকারীগণকে কার্য্যসাধকতা তাঁর প্রত্যাগ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যেহে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যধিকারী বা ভাণ্ডিকারীর প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আশী-
স্তের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিধান না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য
হইবার কথা।
খাজানা দাঁত হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা দাঁত করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা দাঁত করিবার কাছাধিকারীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবে হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। দাঁতকার খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যসুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবদারিত
খাজানা সম্বন্ধী অমুদান না খাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

চারের তালিকা বিষয়ক বিধি

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার দাঁত করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অধুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা বহু কাল অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত থাকে সেখানে খাজানার দ্বারা মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরিপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা এজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কমিশনারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা সফল হইবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১৪৩। দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।
 ১৪৪। শস্যাদি কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। কেবলমূল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রয়তালিকায় যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটা ও প্রজা আপন পাটাদাওয়ার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উর্দ্ধতন ও অধস্তন সুবাদিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অন্যায় ক্রোকের নিষিদ্ধ কতিপয় প্রকারের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। সুবাদিকারী ও এজার মোকদ্দমার বর্তীকিতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারার্থী পক্ষের কথা।
 ১৬১। মাসে বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোস্তাফার হইবার কথা।
 ১৬২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিস্ট্রারের কথা।
 ১৬৩। খাজানার মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় পক্ষের নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। সুবাদিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার মোকদ্দমার আদালতের কথা।
 ১৬৯। খাজানার দ্বারা তজ্জী যে তারিখ অবধি জল-দে হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তি হস্তান্তর প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহা ও যেখানে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়ের নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাধ্য খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজা-স্বত্বের অধিবাসী নিরুপণ করিবার প্রাধিকারের কথা।

১৫শ অধ্যায়

- দাবী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।
 ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্থানের কথা।
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। মোস্তাফার নীলাম হইবার প্রাধিকারের কথা।
 ১৭৯। নীলাম করিবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত ডিক্রীমত বিক্রয়ের ও তাহার কালের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধিত ডিক্রীমত বিক্রয় করিবার ও তাহার কালের কথা।

১৮৭।

১৮২। অবধারিত হারের বোতের প্রতি পূর্ব কএক ধারার বিধান বর্জিতার কথা।

১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও ডাছা করিলে কথা।

১৮৪। পূর্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

১৮৫। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব কএক ধারামতে ডালুক পরিগণ্য কর একুশ আড়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে অভিযন্তক নিধির কথা।

১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাক আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ফ্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

১৮৮। নীলাম্র বিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, ডাছা কোমর হলে উক্ত বোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

১৮৯। অধস্তন প্রথম আদালতে টাকা দিলে ডাছা খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৯০। নীলাম্রে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের ন্যে পারিবার কথা।

১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছা প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯২। দায়স্থিতিকারী কোমর নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

১৯৩। জুম্মাধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষিদ্ধ সরাসরী নীলাম্রের বিধি।
পত্তনী ডালুক নীলাম্রের কথা।

১৯৪। জুম্মাধারী সরাসরী নীলাম্র দ্বারা পত্তনীদারের হায়ে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলাম্রের দরখাস্ত করিবার কথা।

১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।

১৯৭। বৎসরের দরখাস্তে নীলাম্রের দরখাস্তের কথা।

১৯৮। ডালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১৯৯। বাকীটাকা আদায় করিয়া না গেলে ডালুক নীলাম্র হইবার কথা।

২০০। নীলাম্র হইলে যে নিয়ম মানিতে হইবে ডাছার কথা।

২০১। নীলাম্রের কার্য্য যেখানে চলাইতে হইবে, ডাছার কথা।

২০২। পরিদারের স্বত্বের কথা।

২০৩। পরিদারকে দখল দিবার কথা।

২০৪। নীলাম্র বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায় কর টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫। নীলাম্র অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।

২০৬। নীলাম্র হওয়ার পরে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে ডাছার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

১৮৭।

২০৭। নীলাম্রের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে ডাছার কথা।

২০৮। রবিবার ও বঙ্গের দিন নিষেধক বিধানের কথা।
অন্যান্য ডালুক নীলাম্রের কথা।

২০৯। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরা ডালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিচালিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২১০। চুক্তির বিবরণ যে বিধান কলবে হইবে ডাছার কথা।

২১১। কার্য্যে মকররী পাঠের কথা।

২১২। কৃষিকার্য্যোপযোগী কলনের চুক্তির কথা।

২১৩। চর ও দেশাচার জমীর কথা।

২১৪। উঠবন্দী ও চালহাঙ্গিনী প্রণালীর কথা।

২১৫। চাকরান ডালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।

২১৬। বাস্তব জমির কথা।

২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়ান বা ডামাদি বিষয়ক বিধি

২১৮। ৪ ডকসীমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়ানের কথা।

২১৯। তারতবর্ষীয় মিয়ান বিষয়ক আইনের কিয়দংশ এই মোকদ্দমা প্রকৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০। কলমে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

জুম্মাধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

২২১। জুম্মাধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২। এজমাদী জুম্মাধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ ক্ষমতার দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।
সাক্ষর কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩। কর্মচারীদের কাছা প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
বিধির কথা।

২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে জিলার সিকিৎসকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

২২৫। যে জিলার পরদারী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলার যে জুম্মা ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না থাকিবার কথা।

২২৬। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
সাক্ষর প্রকৃতি স্বত্বের কথা।

২২৭। সাক্ষর ও বন্দক প্রকৃতি স্বত্বের কথা।
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

ডকসীল।

প্রথম।—যে আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮৯৯ সালের ৮ আইনের হেতুগত হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিয়ান।

বঙ্গদেশের জীবুত স্পেস্টেনটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূস্বাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের জীবুত স্পেস্টেনটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূস্বাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা বাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপভোগিক।

১ ধারা। (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্ব্যতীত যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তৎসীলে লেখা প্রদেশে সিসরক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নিরূপিত তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জীবুত স্পেস্টেনটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবে।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে পড়ে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা। ইহা প্রথম তফসীলে নিরূপিত আইনগুলি বর্ত্তিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে প্রবল যায়, তৎকালে প্রত্যেক আইনের মধ্যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিসকল মাত্র বর্ত্তান গেল, তৎকালে যে যে আইন এই অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিপরক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জান করিয়া অব্যক্তি হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিশেষতায় বা পুরীপত্র কথার ভাবান্তর দেখ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মাফজদারী ভূমির ও লাখরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেটা রেজিস্ট্রারের কোন রেজিস্ট্রারে একই অফিস মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “বহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন পান্ডুলিপি রেজিস্ট্রারী করা গেলে, তখন এই লক্ষণের সম্মানার্থে মতান বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) “ভূস্বামী বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ প্রত্যেক বহল ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার মিকট ই ভূমির লিখিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়া বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূস্বাধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যৱহার বা মতল নিমিত্ত আপন ভূস্বাধিকারীকে মুদ্রা বা পসার যোগে প্রজার বাছা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে,” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ বাদহত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাটিক্রমে বা এক প্রজাসমূহের অধীনে কোন ভূস্বাধিকারীর কোন প্রজা দেওয়া যেহেতু ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “যোত” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) “বৃন্দ বৎসর” বলিতে যেখানে বাজালা সম চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগী বা জামী সম চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কাসকাদারী অন্য কোন সম চলিত থাকে, সেখানে সেই সম বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাজালা দেহার ও উড়িষ্যা খণ্ডে চিত্তারী বন্দোবস্ত হয়, “চিত্তারী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) “জমিদার” শব্দে স্বত্বাধিকারী কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক দানও বুঝাইবে।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাদ্বারা অর্থাৎ উত্তর বিনা ও উত্তরমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারিতে চেরামছীকরিলে, “সাক্ষরিত” শব্দে “চেরামছী করা” বুঝাইবে। এই শব্দে পুরোক্ত ব্যক্তির নামের “সাক্ষরিত” ও বুঝাইবে।

(১৩) “নিরূপিত” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টকর্তৃক নিরূপিত বুঝাইবে।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতাসূচী কার্য করবার লিখিত স্থানীয় গবর্নমেন্টের লিখিত অন্য কোন কার্যকারক বুঝাইবে।

(১১) এই আইনের কোন বিধান "রাজস্ব কর্তৃ-
চাষী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় সরকারি উক্ত বর্গের
রাজস্ব কর্তৃচাষীর কর্মসমূহের কাগজ পরিবার নিমিত্ত
বেকমচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত ক্ষেত্রে সেই কর্মচারী
বুঝাইবে।

(১২) "পত্নী তালুক" শব্দে এই আইনের
দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়,
এবং সেই তফসিলে উল্লিখিত সরপত্নী ও অন্যান্য
তরুণ তালুকও তদন্তত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের জমী বিষয়ক বিধি।

৪ ধারা। এই আইনের
কর্মসমূহ নিম্নলিখিত কএক
প্রকার প্রজাতি থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার
অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোক রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা
পরোক্ষ সম্বন্ধে রায়তের অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক প্রকার রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবস্থানিত হারে জমি ভোগ
করে,—যাহারা অবস্থানিত খাজনার কিম্বা অবস্থানিত
খাজনা র হারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপর্য্যকে
বুঝাইবে;

(খ) মধ্যমীয়াভূমিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত
দেব ভোগকৃত ভূমিতে মধ্যমীয়াভূমি আছে; এবং

(গ) মধ্যমীয়াভূমি না রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তের
এরূপ মধ্যমীয়াভূমি নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজনা আদায় করিবার
অন্তর্গত জমির স্বামে বা অন্য
তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের স্থানে
প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুক-
দার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং
যাহারা এরূপ অত্ম পরিচালিত, তাঁহাদের স্বাধীন
উত্তরাধিকারীদিগকে ও ইহার ৩৭ ধারায় তালুকদার
বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ
ব্যক্তিগণদ্বারা, বা দেবভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশী-
দের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করি-
য়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝা-
ইবে; এবং যে ব্যক্তিরা এরূপে জমি গ্রহণ করেন
তাঁহাদের স্বাধীন উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়ম-
বিনে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের
অব্যবহিত অধীনে জমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয়
করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিবে,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের বোতের অর্ধেকের
অধিক কোঁকী বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধে ৩৭ ধারার
বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময় প্রজাভূমির ভাবের
প্রতি, অর্থাৎ, যে অত্ম খাজনা আদায় করিবার বা ভূস্ব-
চাষ করিবার অত্ম দ্বিতীয়, ইহার প্রতি।

(৫) কোন সোতের পরিমাণ সন্নিহিত ১০০ বিঘার
অধিক হইলে, এবং উক্ত সমস্ত পরিমাণ পেটাও
বিলি করা গেলে, যাহা বিপণীত মর্মান না যার, তাহা
প্রজা তালুকদার দ্বারা অভিমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারের স্থায়ী বিধি।

খাজনা দায়িত্ব।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়গণি যে তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ বাত-
খাজনা হইতে পারিবার কথা।

(ক) যে ভূস্বামিকারীর অধীনে এই তালুক ভোগ
করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে শিষ্টা যে যে নিয়ম
অধীনে এই তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজনা
রক্ষি করিতে সম্মত হইবে, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনাদে খাজনা কমাইয়া লইয়া
সাক্ষাৎ দিতে পারিবার কথা।

(২) লিখিত তালুকদার কিম্বা রাজস্ব কার্যের
নিমিত্ত বা শোচনীয়ের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে
কর্তৃপক্ষ যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই কর্তৃপক্ষের বিধান-
মতে জমি গ্রহণ করিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থানে কোন তালুকদারের
খাজনা রক্ষি করা যাইতে
পারে, সেই স্থানে উক্ত পক্ষের
সম্মত কথা।

(২) যে স্থানে তালুকদারের খাজনা রক্ষি করা যাইতে
পারে, সেই স্থানে উক্ত পক্ষের
সম্মত কথা।

(৩) যে স্থানে তালুকদারের খাজনা রক্ষি করা যাইতে
পারে, সেই স্থানে উক্ত পক্ষের
সম্মত কথা।

(৪) যে স্থানে তালুকদারের খাজনা রক্ষি করা যাইতে
পারে, সেই স্থানে উক্ত পক্ষের
সম্মত কথা।

(৫) যে স্থানে তালুকদারের খাজনা রক্ষি করা যাইতে
পারে, সেই স্থানে উক্ত পক্ষের
সম্মত কথা।

(৬) তালুকদার বা ভূস্বামীর স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা
কোনরূপ উৎসাহন করিয়াছেন কি না;

(৭) আদায় করিবার ধরত ও ইতি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত জমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা ঐ জমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিলে বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নির্দিষ্ট উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক হইলে পূর্ব ধারামতে বে বর্দ্ধিত খাজানা ধায়া করা যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার হিঙ্গপের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমে ২০০০ হইবে, অর্থাৎ ১০০০ খাজানা বৃদ্ধির উক্ত সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ২০০০ বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর মল বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আঁর বৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উত্তরের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান-সত্ত্বে যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ তেঁতু দিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান পতনীদারের পেট ও মালিয়া আপনায় তালুকের বা বিনি করিবার ক্ষমতার আ।

৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্ধ বৎসর

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রায় জামিন হস্তান্তরকমে প্রীতিভার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখে অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকমে প্রীতিভার বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেট ও তালুকদার কিম্বা ব্যয়ভদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং ভাল হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনায় পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা বাকি হয় ততদ্বারা ক্রেতা দারী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিকল্পে কার্ধ্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরকমে প্রীতিভার জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরকমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশপত্রক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন আদায় উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হওয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরকমে প্রীতিভার একত্রে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থন পত্রা-রিজিষ্ট্রী ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পতনী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উক্ত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কায্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণে বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক লক্ষ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন. তত টাকা তাঁহার দ্বাৰা আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক নোকদম উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৮ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী জারী করা ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, তাৎক্ষণিক দেওয়ানী মোকদমার কায্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূৰ্ব্বে ক্রতঃপ্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূৰ্ব্বে সাধারণ নির্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর লীলামের নোটিস জারী করণার্থ ৩২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত প্রিন্সিপে নীলাম নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণ করেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওনা দিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাক্ষুষ্যে তাঁহাকে দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কায্য করিবেন।

১৯ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী একপক্ষের উহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

২০ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর হওয়ার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামতে বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের স্বত্বাধীন হন, তিনি ভাস্করস্বরূপে তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদমা, জোক বা অন্য কাছাকাছির দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

২১ ধারা। (১) পূৰ্ব্বে এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা। সে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি একমাস কাল তাঁহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরক্রমে বা হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূৰ্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যায় পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কোন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাঁহার কারণ দর্শান।

(৩) পূৰ্ব্বে ক্রম উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশপূৰ্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং একপক্ষ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায়ী কল হইবে।

(৪) পূৰ্ব্বে ক্রম উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদমার অবস্থা বিবেচনার দরুণ আজ্ঞা উচিত নাহি করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২২ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূৰ্ব্বে এক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এবং হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় বাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ২১ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেটি আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কোন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহার বা তিনি ফী দিবে না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূৰ্ব্বে ক্রম উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার জন্য ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। এরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায়ী কল হইবে, এবং একপক্ষ যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদমার ডিক্রীর দ্বারা বলবৎ হইবে।

(২) পূর্বেকৃত উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিবে, কিম্বা যোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্বে কএক ধারায় যে কোন ডালুকের হস্তা-

ভূম্যধিকারীর রেজি-
ষ্ট্রীর বহীর লেখার সকল
বিবরণ কথ্য।

স্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রারী
করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি
বা যাকার দ্বারা উক্ত ডালুক বা
ডালুকার কোন অংশ হস্তান্তর

করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত ডালুকের
উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্ট্রারী বহীতে উক্ত
ডালুক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার মত খাম
সকল সময়ে ২ চারজন, ভূম্যধিকারীর স্থান যথার্থ সকল
বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত তত্ত্বাবধান সকল পাইতে
পারিবেন; কিন্তু সময়ে ২ এতদপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক
আমার অনুমতি বা এক টালার অনধিক যে কী শাসন
করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধি-
কারীকে সেই কী দিবেন।

২২ ধারা। (১) পূর্বে কএক ধারায় যে সকল

রেজিস্ট্রারী করণ সম্বন্ধে
বিধিগণন করিতে পারি-
বার কথা।

রেজিস্ট্রারী বহী রাখিতে হইবে,
ভূম্যধিকারী গবর্ণমেন্টে রাজকীয়
গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইন-
সম্বন্ধে বিধিগণনায় সংযুক্ত সেই

সকল রেজিস্ট্রারী বহীর পাঠ নির্দেশ করিতে পারিবেন,
এবং সাধারণতঃ রেজিস্ট্রারী করবার সংক্রমে যে কার্য
প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে
পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণত কোন বিধি প্রণয়ন কালে
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন, যে উক্ত
বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়

অধারিত ভায়ে যে রাষ্ট্রের ভূমি ভোগ
করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অধারিত খাজানার বা অধারিত

অধারিত ভায়ে ভূমি
ভোগ করিবার অনুমতির
কথা।

খাজানার ভায়ে যে রাষ্ট্র ভূমি
ভোগ করে,

(ক) কোন ডালুকদারের
যে বিন্যাসের নিম্নাধীন

থাকিতে হয়, তাহারও আপন গোত্রের ভূম্যধিকার ও
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিম্নাধীন থাকিতে
হইবে, এবং

(খ) তাহার সম্বন্ধে স্থানীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি
থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্বন্ধে যে
নিয়ম তত্ত্ব করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে,
সে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে, এই হেতু তত্ত্ব অন্য
কারণে স্থানীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করি-
বেন না।

৫ম অধ্যায়

মখলীসদ্বিলিতে রাষ্ট্রদের সম্বন্ধীয় বিধি
সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের

বর্তমান মখলীসদ
চলিত থাকিবার কথা।

অধারিত পূর্বে আদেশের দলে
কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা
প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে
রাষ্ট্রের মখলীসদ থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে
সেই রাষ্ট্রের উক্ত ভূমিতে মখলীসদ থাকিবে।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের
বাসিন্দা রাষ্ট্রের উক্ত গ্রামের বা
মহালের রাষ্ট্রস্বরূপ যে সকল
ভূমি ভোগ করে, সেই সকল
ভূমিতে সে মখলীসদ প্রাপ্ত
হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসিন্দা রাষ্ট্রের
১৮৮০ সালের মাজ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন
প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের
অন্তর্গত কোন ভূমি রাষ্ট্রস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎ-
কালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত
ভূমিতে মখলীসদ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সম-
য়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন
ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল
অর্থ।

কোন গ্রামের বা মহালের
অন্তর্গত জমী রাষ্ট্রস্বরূপ পাটক্রমে বা প্রকারান্তরে
ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত
হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসিন্দা রাষ্ট্রের
হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কাঁধাঠতানে ইহা
প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রস্বরূপ
ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ দিপতীত কথা প্রমাণ বা
স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাষাপক্ষে ঐ
ব্যক্তি ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ
করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে,
সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রাষ্ট্রস্বরূপ বার
বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহার
তির্যক সময়ে তির্যক হইলেও, এই ধারার কাষাপক্ষে
ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালের ভূমি ভোগ
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই
ব্যক্তি রাষ্ট্রস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে,
প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কাষাপক্ষে সেই জমী রাষ্ট্র-
স্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রাষ্ট্রতী
যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কাষাপক্ষে ঐ
জমী এরূপ প্রত্যেক অংশীদার রাষ্ট্রস্বরূপ ভোগ
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের বা মহালের বর্তমান
রাষ্ট্রস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর
এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসিন্দা রাষ্ট্রের
থাকিবে।

অতিশ্রমের লিখিত নোটস দাখিল করবেন। যে ব্যক্তির মিঃ টি. বো. শর্টে তিনি উক্ত শব্দ বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত শব্দ কি (যদি কোন) মায়মুক্ত থাকে এই নোটসে তাহা লিখিবেন, এবং যে ডারিখে নোটস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সত্তাহ নত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বহু রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সম্বন্ধে বিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে ভূমি-স্বিকারীর উপর জারী করা হইবে।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ত্রয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমি-স্বিকারী রায়ের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমি-স্বিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ত্রয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমি-স্বিকারী ও রায়ত দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য স্থাপন করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমি-স্বিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কতক দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত ত্রয় এই ভূমি-স্বিকারীর বিরুদ্ধে বিবর্ত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমি-স্বিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ত্রয় সপ্তাহ কালো মধ্যে ভূমি-স্বিকারী হাজিরা ও কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমি-স্বিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সম্বন্ধে রাজকীয় গেজেট বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারবেন। স্থানীয় গবর্নমেন্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত দেখে করেন, এত ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত ততজন আসেসর সঙ্গে লগ্নে দেওয়ানী আদালতের শক্তি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীকরণে দখলীস্বত্ব লীমাস ডিক্রীজারীকরণের সময় হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমি-স্বিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা এক ক্রয়কারী হইলে ও তদধিক একজন ভূমি-স্বিকারী হইলে, তবে এই ডাক ভূমি-স্বিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি প্রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চুক্তি আত্মা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আত্মা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমি-স্বিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আত্মা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমি-স্বিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিবে, আদালত সেই টাকা বোকদমার বাদিকে দিবে, ভূমি-স্বিকারীকে বাদির স্থানে দখলদার হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূমি-স্বিকারীর অসুস্থলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চুক্তি আত্মা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চুক্তি আত্মা করা যায়, তাহাতে ভূমি-স্বিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও বোকদমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রী করা নিদর্শনপত্রভূমি দখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূমি-স্বিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূমি-স্বিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জি দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূমি-স্বিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবন্দন নিষিদ্ধ সম্পদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধ থাকিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ণ চারি ধারার কাগজে ভূমি-স্বিকারী শব্দে কেবল পূর্ণ করক ধারার কাগজে ভূমি-স্বিকারী শব্দের অর্থের কথা। (ক) যে ভূমি-স্বিকারী অস্বাধিকৃত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমি-স্বিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অস্বাধিকৃত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অস্বাধিকৃত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপভাবে আশ্রয়িত হইলে উক্ত ভালুকদার ভূমি-স্বিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অস্বাধিকৃত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমি-স্বিকারী কিম্বা ভালুকদারের চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থান এই ধারার কাগজে ভূমি-স্বিকারীর স্বত্বক্রমে ক্রয় করিবার অস্বাধিকৃত প্রাপ্ত হইবে।

কোম্পানি বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাদ্বারা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোম্পানি বিলি রায়তের কোম্পানি বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের কমে তাহাদের ভালুকদারের অধিক হইলে, ভালুকদারের পরিবর্তিত হইবার কারণে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত কোন আদেশ বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই ধারার ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীতে আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে, এই আইনের সম্মতভাৱে ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

শিষ্ট (ক) বরস চেতুক, জুপোদ বলিয়া, পীড়াবলতঃ, চুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গাছবা চাকরিতে বা তীর্থ-যাত্রায় বাওরিতে কিংবা কালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকিলে, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদ্বারা অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যাত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার নলে তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেও নাও যেও নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত, সেহও নাও সেহই নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

১০ ধারা।—এই ধারার নলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তাহার মোতের কোর্সি বিলি করা অংশ ঐ মোতের অর্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

১১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন যত্নে যত্নে নার যাত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী সাঁত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসহেতুক, জ্রীলোক বলিহ, পীড়াদশ ও, দুর্বিনাক্রমে, কিম্বা টেনিক বা গার্ডিয়া চাকরীতে কিম্বা ভীষণতায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনায় অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন মোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জান করা হইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কায় পক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়-সি সাঁত বৎসর কাল গণনা করা হইবে।

খাজানা রুজির কথা।

১২ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের বৎসরে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উৎপাদিত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

১৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রাক্ষপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধান-বহুত না হইলে, একরাস্তরে রুজি করা হইবে না।

১৪ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রাক্ষপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে রুজি করা হইতে পারিবে।—

(ক) খাজান একরূপে রুজি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ববর্তে খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপক্ষে, অন্তত সাঁত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা মাসিক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপক্ষে অন্তত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সমর্থ ও তাহার সমর্থ বুলে, রেজিস্ট্রী করনের কর্তৃপক্ষ এই ধারায় চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এই কথা জালিয়া লইবেন।

১৫ ধারা। (১) যে জনী মুদ্রাক্ষপ খাজানা দিয়া কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ পূর্বকার বিলি করি- করিতেন, তাহা যে আনের বার বেলা খাজানা বা মজালের অন্তর্গত তথাকার বন্ধন কথা।

কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রমাণ যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জনীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চ খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহির্ভূত।

১৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রাক্ষপ মোকদমা দিয়া খাজানা দিয়া যে মোকদমা দিয়া খাজানা ভোগ করে, সেই মোতের আনার বিলি করিবার কথা।

ভূস্বাধিকারী এই আইনের বিধান- নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা খাজানা রুজি করিবার মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে না, যথা,—

ক। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটবর্তী লেন প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রদান খাজানার গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বাধিকারীর দ্বারা বা তাহার স্বরূপে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বনাদি দ্বারা ক্ষতি হইয়াছে।

১৭ ধারা। প্রচলিত হারের সমস্ত খাজানা দেওয়া হয়, এই হেতু দিয়া খাজানা প্রচলিত হার বহির্ভূত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ব খাজানা মাসিক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যক্তি-রেকে খাজানার প্রচলিত হার বহির্ভূত করণে খাজানা হাইতে না পারে, তবে তথ্যে বিধি করিয়া স্থানীয় গণপরিষদে যে রায়তের কমচারীকে কমতা বেল তথ্য দেওয়া দীক্ষিত হইয়াছে তাহা স্থানীয় বিধিক আইনের ও অধ্যয়ন হইয়া স্থানীয় তদন্ত হওয়া হয় আদালত এইরূপে খাজানা করিতে পারিবে না।

নামের পাঠ্যক্রম কমানোর মৌলিক-
 উদ্দেশ্যে উপস্থিত করিতে পারিবে। এতে যোগ্যতা
 কমানোর ফলে, পড়তে হবে নিয়মিত করা যাবে, সেট
 বর্ণনামের ফল ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে না। অর্থাৎ,

(ক) যেভাবে জমী বায়ব্দের দোষ ব্যক্তিরকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্য্যটনা ঘটিয়া স্থান-রূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) যে ক্ষেত্রে বা চলিত বাজারে প্রথম ২ খানার
আমের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই প্রাথমিক কোন মৌকদ্দমা উপস্থিত কর
গেলে, জ্ঞানান্তর ঘট ছুই উপযুক্ত দা ন্যাসা বোধ করেন,
তত ছুই স্থা জ্ঞানান্তর প্রবাদ আচ্ছা করিও পারি বৈম।

ସୁଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଉନ୍ନତିକର କଥା ।

৫০ ধার। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে গণনা-সময়কালে যে যে
প্রধান অফিসার দ্বারা
ভালিফিকেশন করা হয়, সে
জন্য প্রত্যেক জিলায় কালেন-
ট্রি সাফেক খ্রিস্টাব্দে গণনা-সময়কালে
যে সময় প্রাপ্য করেন, সেই বা মেট্রো সময়ে মেট্রো
অফিসার কালেনট্রি সাফেক দ্বারা
করবেন, এবং অনুমোদন বা সম্মতি
প্রদান করে দেবেন।

(২) কাকো-চিগাসা-সান-জোঁসেয় গবর্নমেন্টের আদেশে
পাঠ্যক্রম, এই মর্মেণ্টের উদ্ভাবিত যে কাকো-চিগাসা-সান-জোঁসে
কলেজ, সেই কলেজ পূর্বের কোন পূর্বের শিক্ষার ফলস্বরূপ
অংশিক বা প্রায়শই কলেজ প্রতিষ্ঠান, এবং একটি
কলেজ শিক্ষার প্রাপ্তকর্তা হইবে।

(১) উক্ত মূল্যের আধিক্য প্রদর্শনই বোঝায়, কতক
অর্থ প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও উক্ত মূল্যের প্রদর্শনই বোঝায়
প্রকাশ করা হইবে।

(২) ইরুপা, অসামান্যতঃ অগ্নি দা উৎসর্গে প্রকাশ
করা গোল, উজ্জ্বল ২ মণ্ডল দৃশ্যীয় হয়, যোঃ মঃ উজ্জ্বল
স্বভাব প্রচলিত হওয়ার সময়ে এই অপর্যমত কোন
আধুনিক দাবো দ্বিচ্ছা ২ মণ্ডল দৃশ্য ।

(৫) কালেক্টর সাহেব এক দ্বারীসহ কোন মুলার ভালিকা রোবানড বোটে পাঠাই। ১২ দিন পূর্বে উক্ত যন্ত্রন সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের দ্যৌ মস্তুরার মোটিম দেখে প্রকাশ করা না। সেইকালেই ভালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং এই স্থানের অধিকতর কোন দ্বারী কুমারিকারী বা প্রজা উক্ত মস্তুরার দ্বারা প্রকাশিত হইকিলে কালেক্টর সাহেবের নিজস্ব ভিনবী কোন জ্ঞানটি বিশেষ ভিনি ভাষা প্রকাশ করার সহিত কোন বৈত বোটে পাঠাইবেন।

अ.क.ता.सू.प्र. २३ अ. २३, २४ ।

[illegible]

(১) এট প্রার্থন্য কালেক্টর সাহেবের শ্রম কৃষ্ণায়
কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা :০ অফিসে যে কোন
কম্পাট্রী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট,
কিম্বা এ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্নমেন্টের দ্বাৰা বিশেষ ক্ষমতা-
প্রাপ্ত অন্য কোন কম্পাট্রীর নিকট, করা বাঞ্ছিত
পারিবে।

(৩) এই প্রার্থনাপত্র পাঠালে যত টাকা তুলুক
খাজানা নিচে হইবে, উক কর্মচারী তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে
পারিবেন এবং এষ্ট আদায় করিবেন। যে, রামত
শস্যক্ষেত্রে বা পুতলা দ্বারা অন্য প্রকারে অপন্যার
খাজানা বা দণ্ড প্রদান নিষিদ্ধ টাকা দিবে।

(१) उच्च शिक्षा कटिनाद मन्त्रे उक्त कथारी
एव विद्वत् शक्ति धर्मिणः

[illegible]

(২) যে ব্যক্তি সিপিএম করিয়ে দেবে এবং উক্ত মোড়ো তুলি দিয়ে করা যাবে ও সে সমস্ত পত্র উক্ত ফলস্বরূপেই হবে, উক্তই ভাষা দেওয়া থাকিবে; এ ছাড়াও কলকাতা অথবা অন্য কোথাও পড়ো, প্রকাশিত উপর দেওয়া থাকিবে অংশের অংশের পত্র, যে ব্যক্তি উপর দেওয়া থাকিবে অংশের অংশের পত্র।

১৬) কোন প্রাচীন পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে।
কম্পিউটারে কোন বিশেষকরণ করা হয় না।
অন্যভাবে পরিচিত থাকবে।

विद्युत् प्रवाहः सः 'विद्युत्' शब्देन ज्ञायते ।

৫৫ শাঃ। স্বাঃ। গাঃ। মঃ। টঃ। সময়েঃ। মঃ। স্থিঃ। তঃ। পিঃ। তিঃ।
 হিসিঃ। কঃ। বঃ। দঃ। মঃ। মঃ। তঃ। বঃ। তিঃ।
 কঃ।

১। কী যেকোনো প্রকারে ১০ ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত
প্রদত্ত ক্রমেতে ক্রমিকভাবে ক্রমিকভাবে ক্রমিকভাবে
প্রদত্ত ক্রমিকভাবে ক্রমিকভাবে ক্রমিকভাবে

১৫. কোন কোন দেশে এই পদ্ধতির লবণ খনিজ কোথা-
কোথায় আছে? — বিন শরিফ, মরক্কো, ইরাক, ইরান
চীন, সিন্ধিয়া, ইথিওপিয়া এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায় যে কার্যকালেকী চুক্তি
 প্রণীত করণ, তাহা-নবর কার্যকাল প্রদর্শন
 করিবার বিধি।

୬୫ ବ୍ୟାୟ ।

• ଦଧିଶିଖର ଶୂଳା ନାୟକଙ୍କର ଗଞ୍ଜକୀୟ ବିଧି ।

এই ধারা। যে রাজত্বের দখলীস্থান থাকে, ও
 এই অধিকার থাকিবে।
 দখলীস্থান রাজত্ব বলিয়া
 এই আইনে বহাদুর উল্লাহ
 আর, এই অধিকার বহাদুর
 দখলীস্থান থাকিবে।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাগতকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজনার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজনা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামতে নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাগতের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাগতকে নিম্ন-
বে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু
কোন দখলীস্বত্বশূন্য ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে
রাগতকে উচ্ছেদ করা পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—
যাইতে পারিবে তাহার (ক) সে বাকী খাজনা দেয়
না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রাগত ভূমি একরূপে ব্যবহৃত করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রত্যাহ্বয়মূলক কার্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আশ্রয়স্বরূপ একরূপে নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিতে তাঁর ও উদীয় ভূমিধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টরী করা পাটক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটের নিয়ম অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায় ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজনা ধায়া হইয়াছে, উক্ত রাগত সেই খাজনা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা এই খাজনা দিয়া যে নিয়ম পটভুক্ত সে ভূমি ভোগ করিতে প্রতারণা, সেই নিয়ম অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরায় হয় বাস
পটভুক্ত মিয়াদ অতীত থাকিতে, রাগতের উপর উঠিয়া যতবার মোটামুটি জারী করা না গেলে, পাটের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া
কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাগতের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করবার যৌক্তিকতা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ভয় বাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা। (১) ভূমিধিকারী বঞ্চিত খাজনা দিবার নিয়মপত্র নারতের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রাগত যৌক্তিকতা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে এই নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে

অস্বীকার না করিলে, খাজনা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাগতের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার যৌক্তিকতা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাগতের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাগতের উপর জারী করিবার নিমিত্ত একদফে

জনীয় গণপরিষেট যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করিলে, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আদেশে এই নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে এই রাগতের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা এইরূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রাগতের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রাগত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি এই নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রাগত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আদেশে উহা এইরূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্তরূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার খোঁটনি নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রাগত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রাগতের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তৎক্ষণাৎ ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার যৌক্তিকতা উপস্থিত করেন, তবে প্রযোজ্য যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত দ্বারা নিষ্পন্ন করিবেন।

(৭) এইরূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাগত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর কাল এই খাজনা দিয়া আপন যত দখল করিয়া থাকিলে স্বত্বান থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হয়, তবে পূর্বাধিকার লিখিত নিয়মভূম্যের তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) এইরূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাগত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য, তাহা নিষ্পন্ন করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও সম্মত ব্যবস্থাপনায় ভূমির নিমিত্ত রাগতেরা পড়ে যে খাজনা দেয়, তৎসদৃশ বৃত্তি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎকাল আদালতের উপর চাকর আটকানোর অধিক বৃদ্ধি দিবে না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরের ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রাগতের দখলে ভূমি থাকিলে, এই দখল দেওয়া গেলে, দখল জালিবার নিমিত্ত পাটের লিখিত দেওয়া গেলে, যাহা তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটের এই মর্মে কথ্য লেখা থাকে, তাহা এই

অধারের কার্যপত্রক এ পাঠ্যক্রমে তাহাকে দেখান
হে ওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের দ্বারা
যে খাজানা আদায়
করিতে পারা যাইবে,
তাহার নীয়ার কথা।

রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার
ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা
দেন, তাহার উপর নিয়মিত
শতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাঠ্য বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা
রায়তদের দেন খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ
টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে
উচ্ছেদ করিবার নিয়মের
কথা।

এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
অন্যায় হয়মাস থাকিতে নির্দিষ্ট
প্রকারে কোন কোর্কা রায়তের
উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ

মোটিল জারী করা বা গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী
তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত
ধাক্কিয়ার সম্বন্ধে বিধি
ও অনুমানের কথা।

উহার স্বাধীনগত পূর্বাধিকারীরা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি
বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ
খাজানার বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন
হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার
রক্ষি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও উহার স্বাধীনগত
পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশ্ববৎসর মধ্যে
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন
মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে,
যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি ঐ খাজানার বা খাজা-
নার হারে উহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-
ধারিত খাজানার হারে প্রজাম্বু বা কোন প্রকার
প্রজাম্বু থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা
তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী
করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাম্বু বা স্থল
বিশেষে উক্ত প্রকার যে কোন প্রজাম্বু রেজিষ্টারী করা
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান
থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানারূপে দিয়া
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর
বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী
উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-
রিত টাকা খাজানারূপে ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া
কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে
কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত
করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার
কার্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা
ভূম্যধিকারীর ইচ্ছাযুক্তে প্রজাম্বু শেষ হইতে পারিলে,
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে

কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে
খাজানার পরিমাণ ও সে যে
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে
করে, তৎসম্বন্ধে কোন
অনুমানের কথা।

উক্তি হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-
বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই
খাজানা দিয়া সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে
হইলে খাজানার পরি-
বর্তনের কথা।

ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন,
রাগ করিয়া তদধিক বত ভূমি
থাকা প্রমাণ হয়, উক্ত ভূমির জন্য উহার
অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ
কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাতে
স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে
নষ্ট ভূমি টেপবর্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে
উহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং
এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা
যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা ভোগ করিতে হইবে, তাহা
নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট লেট প্রকারের
ও তৎরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকার
প্রজাম্বুর যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার
প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি
আপনার ভাবুককে খাজানা
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে
স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের
তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের
খাজানার যত টাকা কমাতে হইবে, তাহা
পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে,
কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের
সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে,
যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব
পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত
টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয়
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা বিধার কথা ।

৬৭ ধারা। (১) ভানুকদার ও তদীয় ভূমাধিকারির মধ্যে যে ৭ নিয়ম থাকে, খাজানার বিধির কথা। তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে ভানুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদমতে কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রাজত্বের বা কোন্ রাজত্বের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার আংশস্বরূপ যে কিস্তি ও বৎসরের তারিখ অন্তিমিক যে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিক্রমে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিয়ানিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের স্বয়ংস্ব খাজানা দিব ালময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আদায়কর্তার কাছে পাবে, সেই স্থল হাভা ভূমাধিকারীর প্রমাণ প্রদান করিতে কিম্বা তদমতে ভূমাধিকারী জন. দে. সুবিধায়ত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে ক্ষেত্রে দেয় হয়, সেই সময়ে বা এতদূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেভাবে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

(২) প্রজা প্রকৃত কোন নির্দেশ না করিলে, ভূমাধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূমাধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূমাধিকারীর স্বাক্ষরিত তত বার বহেব কথা।

(২) ভূমাধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩৪ তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, তৎস্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রকারের মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পধ্যস্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার গত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূমাধিকারী স্বাক্ষর করিলে, প্রবৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা বিনা খরচে আপন ভূমাধিকারীর স্থানে উক্ত ভূমাধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূমাধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআলাসী দিলে প্রবৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে স্থা. স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রকারের মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূমাধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন তাহাতেও প্রকৃত বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূমাধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তারিত অর্থিক আদায়কর্তা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূমাধিকারী স্থানে আদায় করিবার নির্দিষ্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূমিধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নিষিদ্ধি কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিকৃতিপত্ররূপে বজা বা ভিন্নাধারের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের অবসর হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূমিধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিগা য়, কন, তাহার মোট পারিশ্রমিক বা মৃগোর দিগুণের অনধিক আদায়ত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত মগের টাকা উক্ত ভূমিধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিষিদ্ধি উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূমিধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-বজা কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায়ত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে (ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিষিদ্ধি টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূমিধিকারী তাহা লইতে বা তরফনা কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা একপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিচ্ছেদ বশতঃ তাঁহা লইতে বা তরফিত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সচাংশীনারদিককে সংস্কৃ-ভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তরফিত সচাংশীনারদের সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার অধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিষিদ্ধি এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কম্বচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আদায়ত করিবার অধিকার পাইবার নিষিদ্ধি লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে ছেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একগে যে বা যেহ ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিলেন, অথবা মোকদ্দমার রতান্ত তিনি অস্বা বা জানিলে, যিনি জানেন একগে কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে তাহা আদায় অনধিক যে কী দিবার আশা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কম্বচারির নিকট পূর্বধারী-

বজা দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-কারী উক্ত ধারাবতে খাজানা আদায়ত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তরফিত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কম্বচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্বে, পূর্বধারীর আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৭৫ ধারা। এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায়ত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিকৃতিপত্ররূপে কার্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃভাবে সচাংশীনারদের, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৬ ধারা। (১) যে কম্বচারী আদায়ত লন তিনি তাঁহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আদায়ত পাইবার আপন আফিসের কোন মুদ্রা-নোটিসের দ্বারা কাগজ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে লম্বদর প্রয়োজনীয় বক্তাব্তের বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তরূপে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্তী ধারাবতে আদায়তের টাকা কার্যকর দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কম্বচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আদায়ত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৭ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কম্বচারির দিবেচনায় আদায়তের টাকা আদায়ত টাকা দিবার পাইবার অধিকারী বলিয়া বা কিংবাইয়া দিবার কথা বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐ একপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মনিজন্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায়ত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়ত-কারী প্রার্থনা করেন ও যে কম্বচারির নিকট খাজানা আদায়ত করা যায় তাহার দস্ত রসীদ কিংবাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আদায়ত না থাকিলে আদায়তী টাকা আদায়তকারীকে ফেরাইয়া দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব কথক ধারামতে আদায়ত গ্রহণকারী কোন কম্বচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জম্বুত ফেটে সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আতুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তা-
খাজানা হস্তান্তরযোগ্য
বোতের প্রথম দায় হইবার
কথা।
সুরযোগা বোতের খাজানা
উক্ত প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য
হইবে।

(২) ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী জারীকরে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূমিধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমিধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমিধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিষ হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন বোত হস্তান্তর করা
যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
যে বোত হস্তান্তর করা
যাইতে না পারে সেই
বোত হইতে উচ্ছেদ
করিবার কথা।
যাহা হইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
খানে বাজানো সম চলিত থাকে
সেখানে এই সনের শেষে, কিম্বা
যেখানে কসলী বা আমলী সম
চলিত থাকে সেখানে জ্যেষ্ঠ

নামের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূমিধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নির্দিষ্ট উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে এই সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনরুদ্বোধে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার
বাকী খাজানার সুদের
কথা।
সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার
ও পক্ষদের মধ্যে কোন

নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবে।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নির্দিষ্ট
যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা
খাজানানা দেওয়া গেলে
কিম্বা অন্যায়রূপে প্রভি-
বাদির নামে খাজানার
মোকদ্দমা করা গেলে,
হানিপুরণের আজ্ঞা
করিবার ক্ষমতার কথা।
আদালত কোন মোকদ্দমার যদি
আদালতের বোধ হয় যে প্রতি-
বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত
কারণ বিনা তাহার দেয়
খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বী-
কার করিয়াছে, তবে খাজানা
এ খরচা বলিয়া যত টাকা
ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার
অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির ও
হানিপুরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের
ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নির্দিষ্ট আদালত
কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাকী
যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত
করিয়াছে, তবে বাকী যে মোট টাকার দাওয়া করে
তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-
স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাণ্ডী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ
করিয়া খাজানা লওয়া যায়,
কসল যাচাই বা
বিভাগ করিবার নির্দিষ্ট
আজ্ঞার কথা।
(ক) সেই স্থলে যাচাই
বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত
সময়ে যদি ভূমিধিকারী বা
প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা
করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাপ বা মূল্য বা
বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং
কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন
উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদালত করিলে, এই কসল যাচাই
বা বিভাগ করিবার নির্দিষ্ট যে কর্মচারিকে উপযুক্ত
বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার নাভিষ্টেট
সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ
নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব
ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা
করিলে, যাচাই যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাহাৎ
আজ্ঞাদ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে
পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ক ধারামতে কোন
কর্মচারী নিযুক্ত করা
গেলে, কার্যপ্রণালীর
কথা।
কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,
আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-
চারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে
পারিবেন যে তিনি অন্য কোন

ব্যক্তিরিগকে আদেশস্বরূপ আপনায় সহিত লম এবং
আদেশের লওয়া গেলে উক্ত আদেশসূচক সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে চাইলে তৎসমুদয়ে ঐহাৎ আদেশ দিতে পারিবেন ; এবং উক্ত কর্মসমূহের সঙ্গে আদেশ অনুসারে কাধ্য করিবেন ।

(১) চক্ক কৰ্মচালী গাভাই বা বিত্তীয় কৰ্মচালী
পূৰ্বে যে সময়ত এ স্থানে যাচাই বা বিভাগ কৰা হৈছে
তাৰ মোটি ভূমিকাটোকে এ প্ৰজাতি দিবেন, কিন্তু
ভূমিকাটো বা প্ৰজাতি নিজে বা কৰ্মকাৰকদ্বাৰা; উপ-
স্থিত ন; হইলে, তাল এক উৰকা কাৰ্য্যস্থান কৰিতে
পাৰিবেন।

(৩) উক্ত নথীসমূহ গাঢ় বা বিভাগ করিলে, আপন কার্যালয়ের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখি-
বেন এবং উক্ত পক্ষকে তাহাদের কক্ষ সন্নিধানে সনো-
নিয়া নৌক তখন অবশ্যক বোধ করিলে সং তদন্তের
পরে উক্ত রিপোর্টে উৎসাহ কাঙ্ক্ষা মাধ্যমে বোধ করিল
সেই আঙ্কা করতলন।

(৫) কালেক্টর উচিত যোগ্য নথিতে, ক্ষমতের নথ্যে যথোপযথরূপে বিবরণ প্রদান, জ.৩। দেওয়ানী আদালতের আদেশক্রমে নির্দিষ্ট ওপূর্ণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপে নিবন্ধন সাপেক্ষে ও বিজ্ঞা, ডিকার অফিস চূড়ান্ত হইলে ও ডিকারী কর্তৃক প্রদত্ত নথী ব্যতিতে পারিবেন।

(১) উক্ত কন্ডাক্টরী যোগাযোগে মানাবন্দী করিলেন।
মানাবন্দী বা যোগাযোগ কাগজপত্র জিলার কালেক্টর
সাহেবের কাছাকাছিতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন কমল ফাটাই করিয়া পাঞ্জনা
 বসায় দক্ষ লব্ধে
 শব্দ ও দাঁতের কথা।

চণ্ডয় গেলে, সমস্ত কমল
 দখল করা হতে কেবল প্রজার
 অধিকার থাকবে।

(১) উৎপন্ন ফল বিতরণ করিবার ক্ষমতা: সত্তর
গোলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফল
স্বত্বের দ্বারা কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমিগর্ভস্থ পক্ষি কোন
 চতুষ্কোণ বা ত্রিভুজের প্রাচীর কৃষিকার্যে নিয়মিত কালে
 কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহাতে
 বর্ষাকালে উপযুক্ত খাদ্যচর্চা বা চর্চা করা যায় তাঁহা হয়
 একপ সময়ে বা একপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ
 হানাহার্য করিতে পারিবে না ।

(৪) যদি প্রজ্ঞা কলমেয় কোন জংশন এরূপ সময়ে
বা এক্ষণ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাচাইতে যথাকালে
ভাটার যাচাই বা বিভাগে পরিবার বাধা হয়, তবে লস্যা-
সংগ্রহের সময়ে বিকটক সেট প্রকারের ভ্রান্তিতে সেট
প্রকারের লস্যা সংজ্ঞাপোষকী পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই
হয়, কলম তত হ্রাসাছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

अधिकांश परिवर्तन हैटल थाजावार
नाटय कथा ।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারির স্বার্থ
 হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর
 হইবার পর যে খাতানা পাওনা
 হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর
 স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই
 ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে,
 যাহা হস্তান্তরকালে প্রাপ্তীতা প্র-
 ভাকে প্রদান হইবার ন্যায়

উক খাজানার নিষিদ্ধ কৃতান্তরক্রমেগ্রহীতার নিকট
দায়ী হইবে না।

(২) সে ভূমিপ্রকারের স্বার্থ কতদূর নিশ্চিত হয়, তা জানতে একাধিক প্রজ্ঞাপত্র প্রসিদ্ধ, যদি কতদূর ব্যবস্থার প্রচলন নিশ্চিত প্রকারে প্রবাহের নিকট এক মাধ্যমের নোটিশ প্রদান করেন, তাহা এই ধারার কাছাকাছে উপস্থিত নোটিশ করবে।

ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ କର ଅନୁଭବ କର ।

୧୧ ନାମ । ଅନୁତ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିର ଅତିରିକ୍ତ ଆଦେଶାଦି,
 ଆଦେଶାଦି ଶୁଦ୍ଧି
 ଆଦେଶାଦିର ଶୁଦ୍ଧି
 କଥା ।
 ଆଦେଶାଦିର ଶୁଦ୍ଧି
 କଥା ।
 ଆଦେଶାଦିର ଶୁଦ୍ଧି
 କଥା ।

১৩ বাণী। প্রচলিত কোন বিশেষ অভ্যুত্থান বা
 দেহ বাহ্যিক অভ্যু-
 ত্থান টাঙ্গানো নাই।
 লক্ষ্যবস্তু নাই।
 ক্রিয়া নাই।
 কথা।

কারণে উক্ত প্রজা গুরুত্ব সহ
কঠিনতার পরিণতি অর্থাৎ উক্ত মামলায় নথ্য প্রকাশ
গৃহীত টাকার ও উৎপাদন মূল্যের অতিরিক্ত পাওনা
টাকার অংশ দিয়া আংশিক ন্যূনতরপ যত টাকা উক্ত
বোর্ডকর্তৃক, ততদীর্ঘ, দিয়া পাওনা প্রকরণে অন্যান্য করিয়া
নথ্য দায়, তাকার পরিমাণের ও মূল্যের দ্বিগুন পাওনা
যত টাকার ও দিক করণে, সে পরিমাণের ও মূল্যের
বিভাগের অর্থমিক দায়, দুইটি পরিমাণের নিকট পাওনার
নিমিত্ত বোর্ডকর্তৃক উপস্থিত কারণে প্রাপ্ত হইবে।

৯ম অধ্যায় ।

न्यायिकारी ल. ५. ५१ विमलः दिग्भिः दिशाम् ।

উৎকর্ষ শাখার কথা :

৮৭ খার। (১) এর আঁটনের কয়লাপত্র কাম
 "কৈবর্তলাহর" নামের রাষ্ট্রতির যোড়ন সম্বন্ধে "ডে-
 অব।" কর্মসাহন" শব্দটি হ- ইমে

যে কোন কাৰ্য্য কাৰী গোষ্ঠের
কোনাই হুলাও উঠে নয়, যখন উক্ত গোষ্ঠের উপাধোগী
এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জন্ম দেয়া যায়, তা উদ্দেশ্য
সম্বন্ধে এবং যাঁরা গোষ্ঠের উপস্থাপনা না দেবে
সাক্ষাৎসাক্ষী উক্ত উপকারার্থ করা যায়, কিংবা
কি-
নার পর সাক্ষাৎসাক্ষীকে এ গোষ্ঠের উপস্থাপন
করা
যায়, সেই কাৰ্য্য বন্ধাইবে।

(২) বিপরীত মর্শান না গেলে, মনুলিখিত কাহা-
তালি এটো ধারার মর্শানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যে নিযুক্ত
মজুরের ও গবাদির ব্যবহারে নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্কারী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থে বান্ধুত হইয়াছে, কিম্বা যে
পতিত ভূমি আবাদ করা যায় তাহাতে পানির জল-
সিঁসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,
কিম্বা জলপ্রাচীর তৈরিতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত
ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থে ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কিম্বা তাহা সেচনা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্কার কোন নদীতে উত্তর করিবার বা পুষ্-
কার করা, অথবা তাহার পরিষ্কারণ বা পরিবর্তন
করা; ও

(চ) আবশ্যক না হইলেও যত্ন সহিত রাস্তা ও স্থায়ী
পারবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু যেহেতু কোন যোঁতে যে কাহা করণ
উৎকর্ষ সাধন কাম্যকারীর মর্শানের বা অনুসন্ধান করা
বিশেষরূপে এক হইয়া পড়িলে, তাহা হইলে তাহা আইনের
অধিগ্রহণের উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রাস্তা অবধারিত থাকিলে কিম্বা অব-
ধারিত হইলে ভূমি মালিক বা জমিদার তাহা
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ- ভূমিভোগ করিবার, স্থায়ী ভূমি-
সাধন করিবার যত্নের দিকারী তাহার যোঁতেও সম্বন্ধে
কথা।
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাঁহাকে ভূমিভোগীররূপে বাধ্য দিতে পারিবেন না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রাস্তার যোঁতে তাহার
মখলীস্বত্ব থাকিলে, রাস্তা বা
মখলীস্বত্ববিহীন বাস্তব ভূমিভোগী নজে উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা হইলে, রাস্তার
কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধে কথা।
এই হেতু বিনা রাস্তা বা ভূমি-
ভোগীররূপে উক্ত যোঁ
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অন্য পক্ষকে বাধ্য হইতে
পারিবেন না।

(২) যদি রাস্তা ও ভূমিভোগী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূমিভোগীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোঁতে তাহার মর্শানু-
যায়ী উৎকর্ষসাধন করিবার যত্নের কথা।
এই হেতু বিনা রাস্তা বা ভূমি-
ভোগীররূপে উক্ত যোঁ
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অন্য পক্ষকে বাধ্য হইতে
পারিবেন না।

(৩) রাস্তা ও ভূমিভোগীর দুই দিকের মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার সম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাহার
নিষ্পত্তি হইতে হইবে।

৯০ ধারা। (১) মখলীস্বত্বশ্রম্য কোন রাস্তা
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
মখলীস্বত্বশ্রম্য যোঁতে নিমিত্ত আবশ্যক বাড়িঘরের
সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার যত্নের কথা।
যত্ন সহিত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু

উৎকর্ষে কিম্বা পক্ষান্তরিত বিধানমতে বা হইলে
আপনার যোঁতে সম্বন্ধে স্বীয় ভূমিভোগীর অধিকার না
হইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূমিভোগীর অধিকার প্রয়োজন না
থাকিলে, যে মখলীস্বত্বশ্রম্য যোঁতে আপন যোঁতে
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ে মাথা
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমিভোগীর প্রতি
আবেদন করিয়া তাহাকে অনুমোদিত দিতে বা অসম-
্মত পারিবেন, এবং ভূমিভোগীর ও অনুমোদন পান
করিতে অক্ষম হইলে, বা অসম্মত করিলে, আপন এই
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমিভোগী আদর্শমতে
ভূমিভোগীর উৎকর্ষ- যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা
সাধন রেজিস্ট্রী করি- যাঁহা আইনমতে তাহার স্বত্ব
বা কথা। এর, যাহা কিম্বা যাহা করিতে
তিনি তাহাকে সাফায়া করি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন ভূমিভোগ-
নিযুক্ত অথবা কাম্যকারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
স্ট্রী করিতে পারিবেন।

(২) স্থায়ী গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে একপা আদর্শ
করেন, প্রাথমিক সেতুপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেতুপ সন্ধান থাকিলে, তাহা প্রকারে
স্থায়ী উদ্দেশ্যে দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা
নগর কর, যাঁহা হইবে।

(৩) যে কাম্যকারী প্রার্থনামতে প্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কাহা সম্পর্কে হইবার তারিখ অবধি,
১০ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোঁতে ভূমিভোগী বা প্রজাপ-
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
করা যায় তাহার প্রাধান্য লিপিব-
দ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,
কোন রাস্তার কাম্যকারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
একপা বিধাননা না করেন, সে প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা একপা দেখা না যায় যে,
এ বিধে কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-
রাছে, তবে উক্ত কাম্যকারী উক্ত পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমিভোগী ও প্রজাপ মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের
অধীন দায়দারার বা বিধির মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় খেত
হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই
রায়তকে উৎকর্ষসাধ-
নের বিধিত কৃতিপূরণ
কিতে হইবার কথা।
যে কোন উৎকর্ষসাধন করি-
য়াছেন, তজ্জন্য পূর্বে কৃতিপূরণ দেওয়া না হইয়া
থাকিলে, উক্ত রায়ত কৃতিপূরণ পাইবার অধিকারী
হইবেন।

(২) কোন কৃষিকার্যে কোন রায়তকে উচ্ছেদ করি-
বার ক্ষমতা নাই। যদি কোন রায়তকে উ-
ৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কৃতিপূরণ দেয়া হয়,
তবে ঐ কৃতিপূরণের টাকা নিকশণ করিলে, এবং
রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার
ডিক্রী বা আজ্ঞা নাই।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাওনের সুবিধা
রায়ত কৃতিপূরণের উৎকর্ষসাধন করিয়াছে, তাহা
বা পাই না পায় তাহা উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন,
এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কালে ঐ সুবিধা-
যতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কৃতিপূরণ পাইবার সুবিধা
করা যাইতে পারে।

(৪) উক্ত সালের মাস, মাসের তারিখ ও এই
আইন প্রণয়িত হইবার সময়ের মধ্যে হইতে যে উৎকর্ষ-
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে
বহিরা জান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারায় যে
কৃতিপূরণের আজ্ঞা করিলে, তাহা সেই কৃতিপূরণের
পরিমাণ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের নিকট যত জন আবেদন
উপস্থাপন করিয়াছেন, তত জন আবেদন আপন মধ্যে
লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আবেদন করিয়া এবং
আবেদনের মাফে ও নিয়মাদীনে স্থানীয় সরকারের
স্থানীয় সরকারের সমস্ত রাজস্বের মধ্যে বিভাগ
নিয়মাদীনে প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারা-
মতে যে কৃতিপূরণ নির্ধার

যে বিধিক্রমে কৃতি
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়
কিতে হইবে, তাহা
কথা।

রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমি মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্ন
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পার্থক্যে বঞ্চিত হইয়াছে,
সেই পরিমাণে প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্তর্গত প্রতি ও তাহার
কলমত পাল দ্বারা তাহার সম্ভাব্য তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিমাণ ও মূল-
ধন লাগে তাহার প্রতি ;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপস্থাপন কৃষিকার্যী
কোনরূপে খাজানা চাস বা জমা করিলে বা রায়তকে
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তাহার প্রতি ; এবং

(ঙ) কৃষি কৃষিকার্যগোপযোগী করা গেলে, কিসা
অসেচিত ভূমি সোচত ভূমিতে পরিণত করা গেলে,
রায়ত সম্ভাব্য অবস্থিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) কৃতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, কৃষি-
কার্যী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি
দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে সুবিধাগে প্রদত্ত বা
উইয়া উইয়া সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে
প্রদত্ত হইবে।

ইচ্ছা ও পরিভাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাটী বা জমা
ইচ্ছা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবশ্যিক
কালো নিমিত্ত বাধ্য না
থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের
স্বত্ব ও অংশ ইচ্ছা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইচ্ছা করিলেও যদি সে ইচ্ছা করিবার
কোন কোন মাস থাকিতে ইচ্ছা করিবার আপন
অভিপ্রায়ের নিমিত্ত নোটিস আপন কৃষিকার্যীকে
না দিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি
কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা
দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাহা বিপরীত মর্মান
না যায়, উক্ত নোটিস প্রকৃপে দেওয়া হইয়াছিল, এই
ধারা কৃষিকার্যে আদালত এই অনুমান করিবেন,
অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি
বৎসরে সেই কৃষিকার্যীর স্থানে সেই গ্রামে নুতন
যোত পায় ;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইচ্ছা করা হয়, সেই
বৎসরে শেষ হইবার অন্তর কোন মাস থাকিতে যদি
রায়ত ইচ্ছা করা যোত যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামে
আবাস না করে ;

(গ) যদি ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের
কোন সময়ে কৃষিকার্যী নিজের অন্য কোন একক
ঐ যোত বা অংশ কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিন্তু
চাস করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা
অংশ কোন অংশ বা আংশে বিচার্য্য স্থানে
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী কাইতে
পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে
কৃষিকার্যী ও যোত প্রদত্ত করিয়া উইয়া অন্য কোন
জমাকে জমা করিয়া দিতে ইচ্ছা নৈজে চাস করণার্থ
লইতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন কৃষিকার্যীকে
নোটিস না দিয়া ও খাজানা
করিভাগের কথা। যেমন দেয়া হয়, তাহা দিবার

ব্যবস্থা না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ কর, ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির) আপন যোত অংশ
চাস না কর, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ভাগ
করিয়া যায় ও চাস করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর
অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে কৃষিকার্যী ঐ
যোত প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একক জমা
করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাস করণার্থ
লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মণ্ডলের বা তাঁতুকের সহানিকারী যে
স্বার্থে দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা স্বার্থ
তীক্ষ্ণ মণ্ডলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মণ্ডলের
সহানিকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি
রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে
রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই দাবীমতে
প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধার্যমত নোটিস জারী হইবার

কারণ দর্শান বা গেলে
একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত
করণার্থ উঃসাহিত্যকে আত্ম
দিতে পারিবার কথা।

নিযুক্ত করিবার আদেশ হইতে আত্ম দিতে পারিবেন;
এ আত্ম দিবার পূর্বে যে কোন সমাপিকাণী
পরিচালনা নাহি, এই আত্মার নকল তাঁহার উপর জারী
করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধার্যমত আত্ম হইবার পর এক

আত্ম পালিত হইবে
লে কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্ত আত্ম জারী হইবার পর একজন একজন আত্ম কলি-
নাম পর একজন সমাপিকাণী দিয়া আত্ম দিতে পারিবেন।
সমাপিকাণী নামী আত্ম নিযুক্ত না করেন, এই জিন্স জজ
সায়েবের আদেশ কিম্বা তিনি যে টাকা আদায় করেন
দেন, তাহা সুবিধাসিদ্ধ মত মতো আত্ম দিতে পারিবেন।
এই আত্ম দিতে পারিবেন, জিন্স জজ সায়েবকে ইহা
বুঝাইয়া দেওয়া না হইলে তখন

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস মত মতালম
তাৎকালিক আত্ম দিতে পারিবেন, সমাপিকাণী
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা মতালমের আত্ম দিতে
কার্যাব্যাক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অধিকাংশ মতালম

পূর্বে ধার্যমত প্রক-
রণমত মতালম দিতে পারিবেন
কোন বসিবে
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার
কথা।

সমাপিকাণী দিতে পারিবেন; এ
কোন বসিবে দিতে পারিবেন;
নিযুক্ত করা গেলে, জিন্স জজ সায়েব উক্ত একজন
আদেশ দিতে পারিবেন না। কিন্তু কোন
মতালম দিতে পারিবেন, জিন্স জজ সায়েবের সমাপিকাণী
জনকে কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা উচিত হইলে, তবে
এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭২ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ড-
সের কার্যাব্যাক্তালমকে
খাটিবার কথা।

ধাক্কা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য-
ধাক্কা সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সায়েব সময়ে

গেলে আদেশ করেন, ১০৪
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত
কার্যাব্যাক্ত পারিষদিকরূপে
সেইরূপ অবপারিত যেতন
কিন্তু কার্যাব্যাক্তরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন,
সেই টাকা সেইরূপ আত্ম দিতে পারিবেন।

(২) জিলার জজ সায়েব যেখানে জামিন দিবার
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক্ত মতালম আত্ম দিতে
ক্ষমতা সম্পাদন করিবার সেইরূপ আদেশ দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাপ্রাণী সংসদ-
ভাবে যে সকল ক্ষমতা দিতে পারিবেন, তিনি
জিলার জজ সায়েবের ক্ষমতা দিতে পারিবেন।
নিযুক্ত হইলে, মহাপ্রাণী সংসদে দিতে পারিবেন।
এই ক্ষমতা দিতে পারিবেন, মহাপ্রাণী সংসদে
দিতে পারিবেন।

তিনি জিলার জজ সায়েবের আত্ম দিতে
করা না পারিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাপ্রাণী সংসদে
দিতে পারিবেন, তিনি সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

উক্ত জিলার জজ সায়েব যে সময়ে ও যে
পাঠে আত্ম করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে
আত্ম দিতে পারিবেন।

তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাপ্রাণী সংসদে
দিতে পারিবেন, তিনি সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

জিলার জজ সায়েবের আত্ম দিতে পারিবেন, এ
ধারার নহে।

১০৮ ধারা। কোন মতালম আত্ম দিতে পারিবেন
এইরূপে কার্যাব্যাক্তালম
দিতে পারিবেন, কিন্তু ১০৪
ধারামতে ভিন্নিত একজন
কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা গেলে,
যদি জিলার জজ সায়েবের এইরূপ আদেশ
দেওয়া হয়, তবে কার্যাব্যাক্তালম দিতে পারিবেন।

যদি জিলার জজ সায়েবের এইরূপ আদেশ
দেওয়া হয়, তবে কার্যাব্যাক্তালম দিতে পারিবেন।
তিনি যে কোন সময়ে মহাপ্রাণী সংসদে
দিতে পারিবেন, তিনি সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। কোর্ট অব ওয়ার্ডস পূর্বে এক ধারামত
কার্যাব্যাক্তালম দিতে পারিবেন, কিন্তু
বিধি প্রণয়ন করিবার
ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি
স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত
করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিকৃতিত গ্রন্থ গবর্ণর
জেনরল সাহেবের অনুমতি
প্রাপ্তপূর্বক এবং পক্ষান্তিধিত
কোন স্থলে উচিত বাধা করিলে
এরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
রাজস্ব কর্মচারি কতক কাল স্থানের সমুদয় প্রজাদের
বা কোন প্রকার প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা
যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিকৃতিত গ্রন্থ
গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব প্রহণ না
করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে,
অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের
বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার
প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিত স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্টের আদেশমত টাকা আদানত করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে এরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধা
রণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে বিরোধ দিবার
আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ
হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস
যাচার মালিক বা কার্যাব্যাক, এরূপ কোন মহালের বা
ভালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজ-
কীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা স্বা-
বিশিষ্ট হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ
করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার
তাহার কথা।

নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতক-
গুলি তথ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে প্রকার প্রজা, অর্থাৎ, তিনি কতক
কার্যকর অবস্থায়িত হারে ভূমি ভোগকারি প্রায়ত কি
দখলীস্বত্বশিষ্ট প্রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য প্রায়ত কি
কোর্ক প্রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,
পরিমাপ ও মীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি
প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধাৰ্য্য হইয়া
থাকে তাহা।

(ছ) খাজানার ক্রমঃ হুক্তি হইয়া থাকিলে, যে
সময়ে ও যে ক্রমে হুক্তি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ
করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধিকারী বা ভালুককার প্রার্থনা করিলে
ও যত টাকা খরচ দিবার আ-
দেশ হয় তাহা আদানত করিলে।

ভূম্যধিকারী বা ভালুককার
প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষকথা
লিপিবদ্ধ করিতে পারি-
বার কথা।

এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে
বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি
মানিয়া ও তৎসম্মত কোন
রাজস্ব কর্মচারী কোন স্থান
বা ভালুক বা ভাগ্য কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার
নির্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ

করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধি-
লিপি প্রকাশ করিবার
ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল
কথা।

প্রকাশ করিবার আদেশ দেয়,
সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই
স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কাল মধ্যে এই লিপির
কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা
গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী
উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ
করেন, সেই প্রকারে উক্ত প্রস্তাবে প্রকাশ করা হইবে ;
এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা
গিয়াছে এরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত
প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে

লিপিঃ লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন
বিবাদ হইলে কাব্য- সময়ে রাজস্ব কর্মচারী
প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিখিবার
প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে

যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হয়, তবে
রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি কর-
বেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক
আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য-প্রণালী
নির্দিষ্ট আছে, এই আদেশমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য-পক্ষে সেই কার্য-প্রণালী
অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রার তুলা
দলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল

রাজস্ব কর্মচারীদের
নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।

দেব নিষ্পত্তির উপর আপী-
মেন্টে এক বা একাধিক বালিক
বিশেষ অজ্ঞ বালিক নিযুক্ত
করিবেন।

(২) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির
উপর বিশেষ তজ্জঃ নিকট আপীল হইতে পারিবে ;
এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী
বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে তাহা উক্ত
আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক
আইনের ৪০ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ
অজ্ঞ কাণ্ড কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত,
উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিঃসঙ্গানে তাহার নিষ্পত্তির
উপর হাই কোর্টে সেটরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা পৃথক করিয়া নিদেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিধিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্ব আজ্ঞা করিতে পারিবেন, সে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন প্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদৰ্থে সম্মত হইয়া রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ হুকুম না জারি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে প্রাথমিক গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত খাজনা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রক্ষা বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১৮ ধারার নিদ্বিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা গণিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিধিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভাস্কর খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভাস্কর হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রের যোত হইলে, ভূমালিকার বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইন-মতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কায্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে উপায়নিপাতি দ্বিগুণ তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৮ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারা (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তদ্বোধে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার পূর্বে একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রেণীর অন্যান্য যোতের যে রূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাত্রে লেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে তাহা তাহা খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে লেখ্য হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৭ ধারার মর্ম্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৭ ধারা তৎসম্বন্ধে যে রূপ খাতি, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাতি এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখ্য যায় তৎসম্বন্ধে ১১৭ ধারা খাতিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি এই পরিবর্তন বলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাক ধাৰ্য্য করা হইবার নিমিত্ত কোন ভূমালিকার প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভূমালিকার উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

(খ) প্রকৃত প্রত্যেক শ্রেণীর কৃষি যে মণলীমত
বিশিষ্ট ব্যাভেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে
জাহাজের দেয় খাজনার চার।

যে বিধি অনুসারে
খাজানার হর থায়া
করিতে হইবে তাহার
কথা ।

১২৫ ধারা । ১২৫ ধারা-
মতে কোন প্রেদার ভূমির খাজা-
নার হার থায়া করবার সময়ে
নিম্নলিখিত ১ যয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে, —

(ক) জনিকা প্রস্তুত বিন্যাস দ্বারা দায়িত্ব ঠিক প্রণয়িত
ভূমিরাজন্য নথ্যনিষ্পত্তিমাংশে রাষ্ট্রের শাসনাধীন যে
কারো কোনো দায়িত্ব থাকে, তা প্রাপ্ত;

(খ) যে সময়ে হরিণাংকুর সেই সময়েই স্থান
চ্যুত হইয়া জলের উপর আসে ও পানী শোষণের গড়ে সে মূল্য
ছিল, অর্থাৎ উক্ত সময় কিঞ্চিৎ এই সময়ের গড় মূল্য
গড়ে গুল্য থাকিতে তা পারিলে, অন্য যে সময় মূল্য
শীর্ণ নিম্নতর গুল্য মাতা ও মাতিকর বৈধ হয়, সেই সময়ে
যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়েই তাই স্থানে বাচি তৎক্ষণে প্রণাম থাকে। শেষের গড়ে যে মূল থাকে তাহার প্রাপ্তি; এবং

(ঘ) নিম্নোক্ত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রদত্ত
মানা শব্দের গড় মূল্য হ্রাসিত হইত কোন শ্রেণীর ভূমির
স্বাক্ষরকারীরা হ্রাস করা যায়। -এ পূর্ণ গড় মূল্যের
হ্রাসিত হ্রাসিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, প্রাপ্ত
কালের সন্ধি নতুন কালের তদনুযায়ী উক্তর অনুপাত
মাধ্যমে, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন জীবিত হুমিত নিমিত্ত ধায়া করা চার
সপ্তমীর তার অপেক্ষা টাকায় চাপি তামার অধিক
হবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত
তালিকাতে স্থানীয় পরিষদে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয়
প্রকাশ করণে : কথা। হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মেনীস
ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্নমেন্ট
যায়া যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত
এই তালিকা প্রকাশ করি দেন।

১৩৭ ধারা। তালিকা কৌশল কোম্পানীকে কোন ব্যক্তি
আংশিক মালিকানাধীন করিয়া
কোনও কার্যে পারি-
শ্রমিকতা।

১০৮ পৃষ্ঠা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজ্য কম্পট্রারী খণ্ডের কমিশানর সাক্ষেপে আপত্তি রেজিস্ট্রি শোডে উক্ত ভাণ্ডারী অজুহাদমের মিস্ত্রী পাঠাইবেন, এবং তৎনঙ্গে আপনাদি কার্য্যবিবরণ, তৎকাল বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু খিরা রিপোর্ট ও যে আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহার পাঠাইবেন।

(খ) প্রকৃতির নিখিত নিশান
কথা এই ভ্রমারম্ভে লিপিবদ্ধ
ক' গেলে পর ৬৪ ধারামঃ
ভূতান তৎসম্মুখে খাতিরে নঃ।

ହାତର ଡାଳିକାଦିସମକାଳିନି ।

তালিকায় যাণ লেখা
যাকবে তাহার কথা ।

১২৪ খ্রীঃ উক্ত তালিকায়
এই এই কথা লেখা থাকিবে,
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জনসংখ্যার উপায় ও উৎপাদন অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে ককক প্রদত্ত ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজনার হার স্থাপন করা আবশ্যিক হয় তাহা; এবং

১২৯ ধারা। রেবিবিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

ভাঙ্গা হইলে রেবিনিউ
বোর্ডের কাৰ্য্যক্রমালী
কথা ।

পাঠান যাহা "রে" যে কোন আপত্তি করায়, তাই
সম্পূর্ণরূপে বা অংশে গ্রহণ করিতে পারিলেন, অথবা
অভিযুক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত গোপনীয় কিরিতের
দ্বিতে পারিলেন।

৩০ স্বাদী! বেড় জারে তালিকা ককু/বাদন

চূড়ান্ত অনুমোদনের
পর তালিকা প্রকাশ করি
বার কথা ।

মেথিলে পর, যে কোন কক্ষে উচিত গোল করেন, উক্ত
সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে
এইরূপ কামলা দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বস
সংশোধিত না হইলে তাহা বন্ধিবে সেই স্থান
দ্বিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় রাজকীয় সেক্রেটে প্রকাশ করা যাইবে।

২০। ধারা। কোন কান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ণ

ଉତ୍କଳ ସଂଗ୍ରହ କାଳ
ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ
ଉତ୍କଳ ।

আবাসেই জনের বহুসংখ্যক অসুখ বা জ্বর বহুসংখ্যক জনগণকে হত্যা করে। প্রবল শক্তির অধিকারী কয়েকজনই এতলোক হত্যা করে।

১৩২ ধারা ১০০ ১৯৪৮ খ্রিঃ ১৯৪৮ খ্রিঃ ১৯৪৮ খ্রিঃ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ককেনে. অঃ ৭৫.

(१) उल्लिखित एकत्र निम्नलिखित कानून एवं कानून अनुसार
गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखें ; एवं

(২) এই আশ্রম জেলাগুলির বিনামূলীয়া শিক্ষণ
 জেলা জেলায় কৃষির বিভিন্ন তালিকার যোগে দ্রুত
 হয় তাই উক্ত জেলাগুলিতে বর্তমান জেলা জেলা
 অন্তর্গত এ জেলায় কৃষির জন্য প্রযোজ্য
 কৃষকদের মেরু উপস্থাপনা ও ন্যায়সঙ্গত।

১৩৩ খ্রীঃ। কোন কোন দেশে যত্ন সহকারে তালিকা

ভালিকা লম্বা ক'রে
যে বাক পড়ে ভাণ্ডা
কলে দিতে হইবে ভাণ্ডার
কথা।

অংশ দ্বানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে- নিরুপণ করেন সেইরূপ
অংশ সমেত এ ডাল-এ প্রকৃত কারণে গবর্ণমেন্টের যে
খরচ পড়ে, তাহা দ্বানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে- সেইরূপ
হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে
উক্ত দ্বানের দখলীদ্বাবিশিষ্ট রাগবেরা ও চুয়াঙ্গি-
রীরা দিগেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের কারকারী-
মত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দ্বানী নাকী ভূমির

রাজেশ্বর স্যার তাঁহার কাছে আদায় করা বাইতে
পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্বে কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন

যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে শাসনা দৃষ্টির যোকসম্মার কথা ।

সেই বোতের ভূমিকারী ৩৫ কালে দেয় খাজানা এই
বিস্ময়কর কীর্তির মৌলিকতা উপস্থিত করিতে পারি-
বেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয়
তহা তহা অনুশীলন কম। তাই হইলে আদালত তালি-
কা নির্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা দিতে করিবেন। কিন্তু

১।—রাগত কিস্তী তাঁহার স্বার্থগত পূর্ণাধিকারী যদি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে তা' ভূমিস্বত্বকে যে পরিদ্রব্ধন সংঘটিত হইতাহে, তা'র মাত্রা নি যোক্তের অনুরাগ কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে দাওয়া করিতে হয়, এবং উক্ত দাব্যভুক্ত তা' সতিলে যদি তাল্লা এই ধারামতে নিবৃত্ত হইতাহে তাহা কদাচিৎ, এবং নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে যথা,—

১০। যদি কেবল রাবড়ের বা তনীর আর্থগত
সুবিধাবিধির পরিচর্য বা পণ্য ই পরিবর্তন ঘটায়
অথবা, তবে আদায় নিম্নতর করে এ ভূমির খাজনা
দায় করবেন ;

১। ক : যদি অংকত: ক্রমাদিকারি কিসা তদ্বী
 দ্বাদশত: পূর্ণাধিকারি পত্রিগ্রাম বা খরচে, এত
 ২। অংকত: পূর্ণাধিকারি কিসা তদ্বী অংকত: পূর্ণাধিকারি
 পত্রিগ্রাম বা খরচে এই প. বহন ঘটিল থাকে, ও
 ৩। অংকত: মোকদ্দম বা সমনয় ভাদগতিক শিবেচন
 মাজা পাপুল ও ন্যায় শিবেচন বদন, উচ্চত
 ৪। অংকত: ন্যায় ভাদগতিক মাজা পাপুল একপা করে উচ্চ ভূমি
 পত্রিগ্রাম বা খরচে বদন: এত

(১) কুমারিকারিণ বা রাগভের কিম্বদন্তি। তাহাতে
কহা গু অক্ষয়ান পুত্রদিকার পশ্চিমে গা খর
উক্তপার জ্ঞান ঘটিলে, নি ইহার প্রবাহনা করত
জ্ঞান লব্ধ হইত। ও নিম্নের দ্বারের অন্তরন অর্থাৎ
সকিও প্রবাহ হইত। যোগ প্রিয়া সেই দ্বারে উক্ত জু
বাহু না হইত। কাহিন্য।

২৪ - এই ধারানুসারে যে ছবি থাকে, চুক্তি বা মেম-
 ওরক্রমে কিবা কোন ন্যায় করিতে রাখত তদপো-
 নিম্নত্ব হারে ভোগ করিবার অধিকার ইহা প্রদ-
 ানকালে, আদালত নিম্নত্ব হারে স্বাক্ষরিত
 করবেন।

৩য় — এই ধারামতে খাজানার দ্বিগুণ যে সকল দি
 হয়, তাৎ প্রতি ৪২ দ্বারা বিভবে। এবং খাজানা প্রচলি
 কার অপেক্ষায় কম এই কেতু কিস্বা যুগলার দ্বিগুণ হইবে
 ৫০ দ্বারায়ত্ত খাজানার দ্বিগুণ মোকদ্দমা হইলে যে
 কেতু, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় খাজানার
 মোকদ্দমার প্রতি ৫০ দ্বারা বিভবে।

ਭਲਾ ਭਰਾ ।

(ক) কোমর প্রকারের কুটির জন্য তালিকার এ
 কার লিখিত আছে.—

କୃପା ହରିଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବଟା

গোয়েন্দা

গোলে ... একর প্রতি ৪ টাকা
একগো জলমেচয করা যা গেলে... একর প্রতি ২ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসভূমি আঁক, বলরাম, চন্দ্র ও দীপ
বাগেব যোড, এই প্রকারের ভূমি। এই যোডের অন্তর্গত ভূপ
হইতে ভাগ্যেত জনসেচন হয়।

আঁকের যোডের ভূপ পুরাতন, প্রজন্মকালীয় পুর
হইতে আছে। বলরামে যোডের ভূপ প্রজন্মকালীয় হইবারপর
ভূমিধারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্রের যোডের ভূপ আরও
প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীপবাগের যোডের ভূপ ভূমিধারী
ও হইতে প্রত্যেক পরিজন ও মানবজাতির কিসমৎত নিয়া
প্রস্তুত করাইয়াছেন। আঁক ও বলরামের যোডের
খাজান এক প্রতি ২৭ টাকা আর চন্দ্রের যোডের খাজান
এক প্রতি ২৭ টাকা হইবে, এবং দীপবাগের যোডের খাজান
২৭ টাকা ও ৪৭ টাকা এই উভয়ের যাবতীয় যে যার
আঁক ও উপভুক্ত ও ব্যাখ্যা বিবেচনা করেন, সেই যোড
যায্য করিতে হইবে।

(৭) কোম এক প্রকারের ভূমির শিখিঃ ওমিয়ার
চারি দিকিঃ আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোম দলীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জন সেচন করা সেলে ... এক প্রতি ৪৭ টাকা

এক প্রতি জন সেচন করা বা সেলে ... এক প্রতি ২৭ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসভূমি আঁক ও বলরামের যোডের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং ভাগ্যেত চন্দ্র ও বলরামের যোডের ভূপ জন
সেচন করা হইত না, কিন্তু ক্রমে মিস্টার্স এন্ড সন্স
মতি পারিজন হইয়াছে এই যোডের পার্শ্বে মৃত্যু একটা
খোঁজা হইত। উপায় লক্ষ্য করিয়া বলরামের যোড দখল
করা হইবে, বলরামের যোডের যোড, উপায়ের যোডের
খাজান ২৭ টাকা আর চন্দ্রের যোডের খাজান ৪৭
টাকা হইবে যায্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূমিধারী নিজ জমী নিশিঃ করিবার বিধি।

১৩৫ ধারা। জমীদার গবর্ণমেন্ট সময়েও এইরূপ আঁক-

ভূমিধারী নিজ জমী
ভূমি ও নিশিঃ
করিবার আঁক হইতে জা-
মীদারগণের কিসমৎত
করা।

হুচক আঁক করিতে পারিবেন
যে কোম নিশিঃ হইলে ৩০
ধারা মধ্যস্থতায় ভূমিধারী
নিজ জমী বলিয়া সে সকল জমী
খোঁজা, কোন রাজস্ব কর্মচারী
তাঁহা ভরণ করিয়া নিশিঃ
করেন।

১৩৬ ধারা। ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া কোন জমী

ভূমিধারী বা প্রজন্ম
খোঁজা হইলে নিজ জমী
করা নিশিঃ করিতে
রাজস্ব কর্মচারীর কিস-
মৎত করা।

কাপড় হইলে, উক্ত জমীর ভূমি-
ধারী বা কোন প্রজন্ম প্রজন্ম
নভে ও খরচের মত চাকা পরি-
শোধ হয়, তিনি সেই চাকা
আদান করিলে, কোন রাজস্ব
কর্মচারী এতদর্থে জমীদার গব-
র্ণমেন্টের নিকট যাইয়া

যেই যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও
তদনুসারে উক্ত জমী ভূমিধারী নিজ জমী কি না, ইহা
নির্ণয় করিয়া নিশিঃ করিতে পারিবেন।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই দ্বারার

নিজ জমী নিশিঃ
করিবার কার্যপ্রণালী
করা।

কোন খোঁজা হইতে কার্যপ্রণালী
করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬
ধারার বিধান বজিবে।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-
ভূমিধারী নিজ জমী চারী নিশিঃ করিয়া ভূমি-
নির্ণয় করিবার বিধি।

বজ করিবেন।—

(২) যে জমী খোঁজা, জেরা ও সের, নিজ নিজ যোড
বা খোঁজা নিশিঃ ভূমিধারী নিজে আঁক সরঞ্জাম
দ্বারা বা আঁক চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা
এই আইন বিধি অনুসারে করাইয়া পূর্বে কিসমৎত
বার বলরাম চাকর করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী, এবং

(৩) যে আবাদী জমী প্রজন্মচারীকরণে ভূমিধারী
খোঁজা, জেরা ও সের, নিজ নিজ যোড বা খোঁজা জমী
বলিয়া খোঁজা হয়, সেই জমী।

(৪) অন্য কোন জমী ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া নিশিঃ
করা উচিত কিনা, ইহা নিশিঃ করিতে হইলে,
উক্ত কর্মচারী দেশ চাকর প্রভৃতি এবং ১৮৮৩ সালের
ম্যাকনাল্ডেন আইনের পূর্বে ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া
বিশেষ করিয়া জমী জমা ওয়াই হইয়াছিল কিনা
এই কথা প্রভৃতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিশেষীত
নাম না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূমিধারী নিজ জমী
হইবে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৫) জমী ভূমিধারী নিজ জমী বলিয়া, এবিধে
দেশের আদালতে কোন দল উল্লিখিত হইলে, রাজস্ব
কর্মচারীর কার্যপ্রণালী আদালতের এই ধারার
সে নিশিঃ নিশিঃ হইলে, উক্ত আঁক ও ভূমি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোম করিবার বিধি।

১৩৯ ধারা। কোম যোডের বা কোম যোডের

ভূমিধারী বা প্রজন্ম
খোঁজা হইলে, এক বছরে
অধিক কাল পাওনা হইয়া না
যাইলে, এবং উক্ত ভূমিধারী
কোন জমী বলিয়া থাকিলে, উক্ত ভূমিধারী
আদালতে অন্য কোন প্রকারে পাওনা পারেন, উক্ত
দেশের আদালতের নিকট মামলা করিয়া এই
আঁক করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কিস-
মৎতের দল লইয়া আছে।

(ক) এতদ্বারা কোন লম্বা বা চুরির অম্বা উৎপন্ন
হইতে কাটা বা ভাগ, বা হইয়া থাকে, ও

(খ) এতদ্বারা কোন লম্বা বা চুরির অম্বা উৎপন্ন
উক্ত যোডে ভূমিধারী, এবং কাটা বা ভাগ গিয়া এই
যোডে বা লম্বা ভূমিধারীর স্থানে, কিনা (কেন্দ্র হইতে
বা বাগীতে হইতে) লম্বা বা ভূমি প্রভৃতি করিবার স্থানে
রাখা হইয়াছে।

তাঁহা কোম করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায়
করেন।

কিন্তু

(১) জমি রেজিস্ট্রার করণ বিধির ১৮৭৬
সালের আইনমত অর্থকর ভূমিধারী ভূমিধারীর
বা কার্যপ্রণালীর কিনা ভূমি বজ্রপ্রণালীর নাম ও যে

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারায় যে ক্রোক চলবে, তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা ভূমিতে বা গোলাজাত করিতে কোন ভাণ্ড উপযুক্ত রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন বাধা দেয়া যাইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ করা করিবার অথবা যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কাম্যচারী ক্রোক করিয়া ফেলিবে বা অন্য প্রকারে শস্যাদি পানি দিয়া কাটিয়া দিবে বা অন্য প্রকারে করিবে, এবং গোলাজাত প্রভৃতি যে স্থানে তদন্তে সচরাবর বাবস্থা হয়, তথ্য কিম্বা অন্য কোন স্থানে স্থাপিত স্থানে প্রকল্প প্রভৃতি সঞ্চয় করিবার স্থানে, ক্রোক কারী উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার সন্ধিৎসা অন্য প্রকারে কিছু আদেশ করিবার তাহা করিবে।

(৩) উক্ত স্থলে ক্রোক করিতে সম্পত্তি ক্রোককারী কাম্যচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি অন্যদ্বারা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে দিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সময়ের পরে চাষী শোধ কানার মধ্যে নীলামের আয়োগ পত্র প্রচার করিবার কথা।

রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য ডাক দেয়া হয়, তাহা লেখা থাকিবে, এবং এ সম্বন্ধে দেওয়া যাইবে যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের মধ্যে না করিয়া সাপ্তাহিকের অধিক দিনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোক করিতে প্রাধিকার নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবে।

কিন্তু ক্রোক করিতে আসার বা উৎপন্ন হওয়ার তাহা বিবেচনা করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারিলে ক্রোক কারী তাহা রাখিবে, নীলামের দিনের মধ্যে তাহা রাখা করিতে হইবে তাহাতে প্রকল্পের পক্ষে প্রকল্পাদি সঞ্চয় করণ প্রভৃতি করিয়া রাখা যাইবে।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেই ভূমি যে আবেদনকে, সেই আবেদন কোন স্থানে স্থানে প্রকল্পাদি লাগু করা দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করিয়া যখন থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে কিম্বা যদি ক্রোককারী কাম্যচারীর প্রকল্প হয়, সে লিক-টু সাধারণের গণনাগণনের স্থানে নীলাম হইবে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন হওয়ার তাহা বিবেচনা করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া সঞ্চয় করণার্থ প্রকল্প করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন হওয়ার তাহা বিবেচনা করিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে, সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রোক কারী তাহা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া প্রকল্প প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা ভূমিতে গেলে, তাহা কিছু আবশ্যিক প্রকল্প করিতে আবশ্যিক হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কাম্যচারী বাহা পরা-রক্ষা করিবার পক্ষে ক্রোক কারী বা অন্য এক বা অন্য লাক্ষ্য উক্ত প্রকল্পে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার পক্ষে সচরাবর চাকী উক্ত সম্পত্তির কসল বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় হইতে না পারে, নীলামকারক কাম্যচারীর বিবেচনা করিয়া চাকী তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং প্রকল্পাদি বিক্রয় আবেদন তাহার পক্ষে কাটা করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পর্যন্ত পণ্য বিক্রয় নীলামের স্থানে তাহা রাখা থাকিলে, পরবর্তী ক্রোকের দিন পর্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার আদেশ করেন, তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট যে কোন মূল্য ডাক দেওয়া কেন বিক্রয় কাটা সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক ক্রোকের মূল্য নীলামের সময়, ক্রোকের টাকা দেবার কিম্বা নীলামকারক কাম্যচারী তাহা উৎপন্ন হইতে শীঘ্র দিবার আদেশ করে, দেওয়া যাইবে; এবং প্রকল্পে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া দেওয়ার তাহা যাইবে।

১৫১ ধারা। প্রকল্প ক্রোকের টাকা দেওয়া হইলে, নীলামকারক কাম্যচারী ক্রোককে এক সটিকিটে দেওয়া যাইবে তাহার দিবে। ক্রোক যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এ সটিকিটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে নীলামের উৎপন্ন টাকা চাকী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে প্রকল্প প্রকাশ্য করিতে হইবে তাহার কথা। নীলামকারক কাম্যচারী ক্রোকের ও নীলামের পরে দিবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্যন্ত তাহার মূল্য সম্বন্ধে সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনযুক্ত সম্পত্তি নীলাম করা
কোন কর্মচারীদের কর করিতে বা পাতিবার
কথা।
কর্মচারীদের নিষেধ করা যাইতেছে, যে
উক্ত কর্মচারীদের
নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা কর
করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার
পরে এবং ক্রোক করা সম্প-
ত্তির নীলাম হইবার পূর্বে
নীলামের পূর্বে দাবীর
টাকা দেওয়া পেনে কার্য-
প্রণালীর কথা।
ক্রোক করা সম্পত্তির
মালিক বা ক্রোককারী
এই আইনযুক্ত ক্রোকের
পূর্বে, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম-
চারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের
নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেল পরে যে
সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদালত করেন, তবে
উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার
রসীদ দিবেন, এবং এই ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া
যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদালত পাইলে,
উক্ত তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি দাবীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির
এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেল, যে
বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী
খাজানার জন্য পরবর্তী কোন দাবী হইতে তিনি
সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের ঐক-
জার প্রতীক দিয়া তৎক্ষণাৎ হানি পূরণ পাইবার
জাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর নিকটে মোকদ্দমা উপ-
স্থাপিত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে আদালত করি-
বার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত
ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদালতী টাকা হইতে উদ্ধার
পাইয়া টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা
আদালত করিলে, ভূমিধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া
কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রজার যেও না তাহার
কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্ততন প্রজার ক্রটি হেতু যে
কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি
এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে
ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে
ধারামতে কোন টাকা দিলে,
তাহার নিজ ভূমিধিকারীকে
যে খাজানা দিতে হয়, সেই
খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন,
এবং সেই ভূমিধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি
তাহার নিজ ভূমিধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে
এরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ
বাকীদার পরিশোধ না পাইছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন
টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ
কাটিয়া লয় নাই, বাকীদারের দ্বায়ে তাহা আদালত
করবার তাহার যে মোকদ্দমা দিবার যত্ন আছে, এই
ধারার কোন কথাক্রমে সেই যত্নের বিঘ্ন হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেল, যদি
উক্ততন ও অধস্তন এই সম্পত্তিক্রোককারী উক্ত-
ভূমিধিকারীর যত্নমধ্যে তন ও অধস্তন ভূমিধিকারীর
বিরোধের কথা।
যত্নের মধ্যে এই অধ্যায়মতে
বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে
উক্ততন ভূমিধিকারীর যত্ন প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আদালত
যে সম্পত্তি আটক এবং ক্রোকের বিপরীত
আছে তাহা ক্রোক করি- সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় কর-
বার কথা।
পূর্বে কোন দেওয়ানী আদা-
লতের মত তাহা, এই উক্তের
মতো বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদালত প্রবল
হইবে; কিন্তু উক্ত আদালতের এই সম্পত্তি নীলাম করা
গেল, নীলামের উপর উক্ত টাকা যে আদালত
আটক বা বিক্রয় করিবার আদালত দেয়, সেই আদালতের
অনুমতি বিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে
দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত
অন্য ক্রোকের নিমিত্ত যে কোন আদেশ করেন, তাহার
কর্তৃত্বের মোকদ্দমার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু
যেহেতু ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত
করিবার অধিকার নাই সেই
হেতু ১৫০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার তাহার সম্পত্তি
ক্রোক করা গিয়াছে, সেই বাকী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে
কর্তৃত্বপূর্ণ পাহারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারি-
বেন।

১৫৯ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) তাই কোর্ট সম্বন্ধে দাবীর পূর্ব-
ভূমিধিকারী ও প্রজার যে-উক্ত অকুশলজনক এই-
মোকদ্দমার বক্তৃতিতে রূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন
হইল দেওয়ানী মোক- করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী
দ্দমার কার্যপ্রণালী বি- মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
ষয়ক আইন পরি- যক আইনের বিশেষ কোন অংশ
বর্ত্তিত করিবার কথার ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে
কথা।

কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদী এরূপ বিশেষ কোন জেনার
মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দিষ্ট
পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলী এবং এই
আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলী, দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল
মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে
আইনমত আবৃত্তিকৃত ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ
কার্যে বিচারবিপত্ত্য থাকে, তাহার দখল পাইবার
কথা।
মোকদ্দমা প্রণয়ন করিতে যে
দেওয়ানী আদালতের কথন
থাকে, প্রজা ও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্যীয় স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমালিকারী বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা করিতে ক্ষমতা পাইবে, যে যোতের মতল পাইবার মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালত প্রার্থনা করিতে হইবে।

১১১ ধারা। কোন ভূমালিকারী যে কোন ন্যায়বাহকের বা মোমতামের বিরুদ্ধে মোস্তাফ হইবার কথা। বা মোমতাম ভূমালিকারীর আ-করিত ক্ষমতাপূরকরূপে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত জন, তিনি একরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমালিকারীর স্বীকৃত মোস্তাফ বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচার্য্যীয় স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমালিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিধে মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিধেয় রূপে উক্ত স্থানী নিম্নলিখিত দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে সমস্ত যে পাঠ নিদেশ করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টারে রাখিবে।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় কার্যের মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা। ১২ মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারা এরূপ কোন মোকদ্দমায় থাকিবে না।

(খ) আরোপপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ রূপের অন্তর্ভুক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও নীমা লিখিতে হইবে, অথবা স্থানীয় পরিমাণ বা নীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণন দিতে হইবে।

(গ) কেবল তম্বু মাথা করিবার নিমিত্ত মনস দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, একরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত মনস দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর মনস জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন একত্রে জারী করিবার অন্তরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদির নামে শিরোমোহা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩৭ ধারায় রেজিস্ট্রারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে মনস পাঠাইয়া তাহা জারী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিধা বর্ণনাপত্র দাখিল করা হইবে না।

(চ) আদালতের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১৯ ধারার মোকদ্দমার মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(ছ) দাবীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছন্ন করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে দিক্রীকারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী করিবার আত্মা দিতে পারিবে।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০০ ধারা প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূমালিকারী দাবীখাজানার যে ডিক্রী পান সেই ডিক্রী দাবীখাজানার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমালিকারীর স্বমিত্ত স্বার্থ বক্ষিণ না থাকিলে তিনি এই ডিক্রীখাজানার বিচার করিবার করিবে না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে দাবী পাঠানো আছে, কিন্তু উক্তর দেয় যে দাবীর মোট মূল্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির বিমতে এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত দাবী প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মনস দিক্রী স্বীকৃত টীকা না দেয়, তাহা এই উক্তর প্রাক করিতে অস্বীকার করিবে, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এরূপ টীকা দেওয়া গেলে আদালত এই টীকা দিবার মোটের আশয়ে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করা হইবে।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি নোউন প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে দাবীর মোট মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া টীকা প্রদান বিষয়ে করণার্থ আত্মা না পাঠিলে, দাবীর প্রার্থনামতে এই টীকা টীকাকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) দাবীকে (১) প্রকরণমতে যে টীকা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে টীকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই হস্তান্তর কোন রূপক্রমে এই ক্ষেত্রে স্থির হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার ব্যবস তাহার স্থানে দাবীর ভূমালিকারী পাঠানো টীকা পাঠানো আছে, কিন্তু উক্তর দাবীর মোট টীকা দেয় যে পাঠানো টীকা অপেক্ষা অধিক টীকার পাঠানো হইয়াছে,

তবে আদালত, দাবী প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মনস বলিয়া স্বীকৃত টীকা না দেয়, তাহা এই উক্তর প্রাক করিতে অস্বীকার করিবে, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবে।

১৬৬ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন কিস্তিকমে টীকা দিতে দাবী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই

টীকা কিস্তিকমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টীকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্তর প্রাক করিতে পারিবে।

১৬৭ খ্রীঃ। উক্ত দুই খারার কোন খারাবে কোন
আদালতের রণীক প্রতিবাদী আদালত টাকা
দিবার কথা। মিল, আদালত প্রতিবাদীকে

বা কলকাতায় ফকীর বাজি ইলীম মিল, তাহাতে যে
প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত গানী খাজনার নিষিদ্ধ
মিকুতি হইত, ঐরূপে যে ইলীম দেওয়া যায়, তাহাতেও
সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে মিকুতি হইবে।

১৬৮ নম্বর। কোম
 বাজারের যৌক্তিকতার
 আলোচনের কথা।

কোন প্রাণের কিম্বা কোন প্রজাতির খাদ্যের পরিবর্তন করবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রাণের নিষ্পত্তি না হইবে ;

(ক) যে ভুলে ডিগ্রীর কাজ হয়েছে তাই তাড়াতাড়ি জরুরি কাজে সনাক্ত করে এবং ডিগ্রীর বা অন্য কোনও, এবং মোকদ্দমার দায়িত্বের দায়িত্ব একজন ডায়ালগ (বিশেষ) এর দায়িত্ব।

(খ) যেখানে এই মাসেই চুক্তির বিচারবি-
পক্ষাভ্যে কাল কলিকাতা স্থানীয় সংসদেই স্থা-
বিশেষ করতঃ প্রাপ্ত হইয়া যে বিচার সম্মেলনের কাল-
কালক ডিউরী ও প্রাপ্ত হইয়া, এবং যাক্ষর দণ্ডের
টাকা প্রাপ্ত হইয়া, এবং যাক্ষর দণ্ডের

সেই কালে ঝাংনা পাড়ার নিমিত্ত কুম্ভ-
কাঠী বোকায়া ওপাঙে কামেল, এ ব কুম্ভার
একমতঃ বা অগুনিলে যে তুকী ব, অগুন বর, জাহার
উপর জাগিল চলেব বা ।

কিছু যদি দুঃখ হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য-
কার্যের আশ্রমভে যে ক্ষমতা নাই, তিনি যে
ক্ষমতা প্রাপ্ত তাহা করিয়াছেন, কিন্তু উক্তর যে
ক্ষমতা আছে তদনুসারে কাহা করিতে ক্রটি করিয়া
ছেন, কিন্তু আপন ক্ষমতানুসারে কাহা করিতে চিত্ত
বৈশিষ্ট্যমতে এ উক্তর অনিগ্রহকারে কাহা
করিয়াছেন, তবে যে উক্তী বা আত্মা সম্বন্ধে এই ধার
থাকে, কোন যো-সম্মত পূর্বোক্তর কোন বিচার
সম্পর্কীয় কার্যকরক উক্তর উক্তী বা আত্মা দিলে
জিলার জজ সাক্ষ্যে এ নোক্তর নথী জলদ করিতে
পারিবে; এবং এরূপ আত্মা উচিত নোক্তর কয়েক
করিতে পারিবে।

৯৯ বাত্মা । কৃষি-সময়ের প্রথম পাটমাস বয়ে যে
 বাত্মানারক্তিঃ ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়
 যে ডাক্ষিণ অবাধিকস- সেই মোকদ্দমার এই পাটমাস
 বৎ বইয়ে তাৎপর্য কথা। নতে বাত্মানারক্তিঃ কল্পিত

ভিক্রী হইলে, সমান্যাত: পর
বর্ষী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলং হইবে
এব: কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মৌক
করা উপস্থিত হই, তাহাতে একপ ডিক্রী হইলে, সে
ডিক্রী নামান্যাত: আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী
বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলং হইবে। কিন্তু যে চারি
অবধি ডিক্রী কলং হইবে, বিশেষ কারণে ইহার
পরেও সেই চারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই খারার কোন
করাক্রমে আদানপদের বাধা হইবে না।

୨୭୦ ଧାରା । (୨) କୌଣ ଏକା ଏକତ୍ତେ ହୁଏ ବାବଦୀ
 କରିପାରେ, ଯାହାକି ତାହା ଏକା-
 ସହସ-କାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁ-
 ଶୋଧୀ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ତେ କୌଣ

নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, বাণিজ্য
হইলে, ভূমিাধিকারির সন্ধি ভাঙার, বা চুক্তি থাকে,
সেই চুক্তির লঙ্ঘন করুণার ভাঙার উচ্ছেদ করা যাইতে
পারে, এই প্রেড হরিয়া কোন প্রজাতিকে উচ্ছেদ
করিবার ন্যায়কর্ম্যে উপস্থিত করা গেলে, যে জানি বা
নিয়ম ভঙ্গ করে, ভাঙার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে
যদি ভূমিাধিকারী ও প্রতিয়ার করিবার নিষিদ্ধ প্রজাতিকে
আগেই দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থানে উক্ত জানি
বা নিয়ম ভঙ্গে বৃত্তিমিত্ত অধিপূরণ দিবার আদেশ
করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজাতি বৃত্তিমিত্ত নব্বের
মধ্যে এই আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত
ন্যায়কর্ম্যে এই করা যাইতে সমর্থ্য আছে।

(২) এটরপল কোম বে একবার তুমি গারীর অনু-
করণে যে চিকী দণ্ডে বার, তাহাতে আমি বা নিরনতর
অন্য হুগি কিংকে বাদীনে যে তা মপূরণ দেয় হয়,
আবার চাকো পরিমাণ এ হ তাপালভের বিবেচনার
উপাশি পু মিয়র এক প্রতিকারযোগ্য চিনা এই কথা
একটি শ্রমাকার কণ প্রাণবানী যে পন মর যথো এই
চাক বাদীনে নিজে পরিবেশ, ও উক্ত চাকি বা নিরন-
তর প্রতিকারযোগ্য বসিগা একাশ কণ সেজে যে
সময়ের মধ্যে চাকি প্রতিকার পাইতে পারিবেন, তৎক
দিরীয়ে পেক সমর পাইছি, তাহাও

(১) (২) প্রকল্পগুলিতে অর্থায়ন করে সরকারি
কর্মসূচী, প্রকল্প হিসেবে পরিচালনা করে এবং
শাখাগুলিকে

(১) এই ধারার অধীন লজ কল্লুকে বিক্রি করিয়া
 দেওয়া (বা) রাখা হইলে) বিক্রিত সময়ের মধ্যে বাৎসরিক
 নদী তীর পরিষ্কার, নিষ্কাশন, উৎস্রাণ এবং
 হানি বা ক্ষতিজনক প্রতিকারণেরা; বলিয়া আদালত
 প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের কার্যক্রমে
 যেই হানি বা ক্ষতিজনক সময় প্রভাব লাগ করিয়া, এবং উক্ত
 ডিক্রী জারী করা হইবে না।

১৯৩৭ খ্রিঃ : এই সন্থা অনুযায়ী প্রথমবারের মত হাইড্রো-
ডক্ট্রিন নামে একটি নতুন ধরনের জাহাজ তৈরি করা হয়।

যে ব্যক্তি নিজকে
উচ্চৈশ্বর্য বাহ্যিক
বাস্তব্যে প্রবৃত্তি
নহয় তাহাদের মধ্যে
কথা।

କନ୍ୟା ବାଳକ ୨୩ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ ।
 ଶାନ୍ତିରେ, ଡିମି ଭୁଷାଧିକାରୀର ହସ୍ତାନ୍ତେ, ତର ଓଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ
 ରକ୍ଷା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ବ୍ୟାପ୍ତେ ଗାଧିତା ବାବଦର
 କରିତେ ପାରିବେନ, ନର ଓଜ୍ଜ୍ୱଳର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକାରୀ
 ଆମାଳତର ଆକାଶର ଓ ମନୋର ମୁଖା ଦୁଇ ଦିକାରୀ
 ହାତେ ପାହିତେ ପାରିବେନ ।

(খ) বার্তা আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে
আপন ঘোড়ের অন্তর্গত কোন ভূমি বণমার্গ প্রস্তুত
করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বণম বা
চৌপন না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী
আদালতের আদ্বাজমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিচয় ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল ও এই মূল্যের বৃত্তিসিদ্ধ হইলে তিনি উক্ত ভূস্বামিকারীর নামে পাঠিতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূস্বামিকারী কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাষ্ট্রতালিমীর রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি জবাব বা প্রত্যুত্তর দিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তৎক্ষণাত্ টাকা পাঠিতে অসম্মত হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারামতে কোন রাষ্ট্রতালিমী ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পারেন, তত কাল উক্ত ভূমি বাবতার ও দখলকর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যে ডিক্রীজারীকারী আদালতেরূপ খাজানা বৃত্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাষ্ট্রতালিমী ভূস্বামিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উদ্দেশ্য পরিবার সমুদয় মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে এই আইনমতে প্রজ্ঞা ও ভূস্বামিকারী বলিয়া প্রচার বিক্রেত ভূস্বামিকারীর কিম্বা ভূস্বামিকারীর বিক্রেত প্রচার যে সকল লাগু থাকে, আদালত তাহার অনুমোদন লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পারেন, যে প্রজ্ঞা বলিয়া প্রচারে ভূস্বামিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেট টাকা ভূস্বামিকারী বলিয়া ভূস্বামিকারীকে প্রচার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উদ্দেশ্যের ডিক্রী বা প্রজ্ঞা হইলে, ও এই আইনমতে টাকা দিবার সময়ে ভূস্বামিকারী ও প্রচার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা প্রচার সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজ্ঞাকে উদ্দেশ্য করিবেন; এবং উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজ্ঞাকে উদ্দেশ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাকী কোন অস্বীকারপ্রবন্ধকারীকে উদ্দেশ্য করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিয়ম উপযুক্ত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রচার ভোগকৃত ভূমির দখল করিয়া পাঠিবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূস্বামিকারীর বা প্রচার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজ্ঞা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজ্ঞা, অর্থাৎ, তিনি ভাঙ্গুকদার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রাষ্ট্র কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্র কি দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্র কি কোকী রাষ্ট্র, এবং ভাঙ্গুকদার হইলে, তাহার খাজানা বৃত্তি করা যাওতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় তাহা।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইচ্ছা হয় যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত দ্বারা সম্ভাবজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই প্রজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় নবন্যমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কমচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কাহা প্রণালী বিবরণ আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে প্রজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর দ্বারা কলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষ্পত্তি ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বা তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে দায় অসিদ্ধ করণ বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত সময়ের মধ্যে" দায় অসিদ্ধ করা যায়।

যেই অর্থ নির্দেশ করা গেলে সেইই অর্থ দায় অসিদ্ধ এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই অর্থ নির্দেশ করা গেলে, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, কেতা প্রযোজ্য গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থানের উল্লেখ করা গেলে সেই স্থান না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় এরূপে অসিদ্ধ করা যাইতে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে করা করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত সংরক্ষিত দায়ের কথা। অর্থনিষ্ঠ এই অধ্যায়ের অর্থমতে সংরক্ষিত অর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাতালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাতালুক কোন চলিত ডিক্রীকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পণ্ডিত অবস্থারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কাঠখানা, কিম্বা অন্যান্য স্থায়ী ইमारতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুর, খাল, তৎক্ষণাত্, শুল্ক বা গোরহান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাঠাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাচা মাফা ও ব্যক্তিস্বত্ব খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বসিকারী বাহা সক্তি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনু-বর্ত্তি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব এ স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে,

“দায়” ও “রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সংক্রান্ত করিয়া যে কোন দায়, পেটী ও প্রজাস্বত্ব, স্বত্বস্ব-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সক্তি করিয়া থাকেন, ও বাহা পূর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) মেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীকৃত যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করা গিয়াছে, এবং যাচার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস পাকিতে পাঠানো হইয়াছে, তাহার উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রকে যে কোন দায় সক্তি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, যোতের নীলাম হই-
বার প্রার্থনাপত্রের কথা। এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপণালী বিষয়ক আইনের ২০৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকৃত উক্ত যোতের বাকী ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বাকী খাজানার প্রার্থনাপত্র ও উক্ত যোতের চির-স্থায়ী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রীর যে অংশে উক্ত তালুক বর্ণিত হয়, সেই অংশের নকল রাখিল করিলেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-
নীলাম হইবার বিজ্ঞা-
পনপত্রের ঘোষণাপত্রের
কথা।
পত্রকে কোন যোতের নীলাম
হইবার আদেশ হইলে, দে-
ওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপণালী
বিষয়ক আইনের ১৮৭ ধারা-
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত
তালুক প্রথমে রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত
নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত বিক্রীত
হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের মোটামুটি সংখ্যা বিধি দিতে
হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ১৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
এতদর্থে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার
সম্বন্ধে ইচ্ছা করা ও
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত
তালুক বিক্রয়ের ও তাহার
কলের কথা।

জিলাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া
গেলে, উহা রেজিস্ট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের
খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার
টাকা দিতে যাচাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের
উপর রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় বিষয়ে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮২ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত
যত টাকা পণ্য ডাক হয়,
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং উক্তন্য যদি

ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম স্বগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারামতে নতুন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান
হইবে, যে নীলাম স্বগিত করিবার তারিখ অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা
অবধারিত স্বত্বের যো-
তের প্রতি পুরু কএক
ধারার বিধান বস্তিবার
কথা।
খাজানার হার থাকে, তাহা
তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব
কএক ধারা যেরূপ বস্তিত
সেইরূপ বস্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট যোতের নীলাম হই-
বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন ধরিতার পূর্ক কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মন্তব্যের মোটিন দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদ্ব্যতীত রেভিনিউ বোর্ড যে কী ধার্য্য করেন, উক্ত মোটিন জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন মোটিন জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নিষিদ্ধিতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেল, তিনি তদনুসারে মোটিন জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই মোটিন জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিহীন যোতের কিস্তি বিশেষ কোন প্রেণীর দখলী-স্বত্ববিহীন যোতের দেনা খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে ভাড়া নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসিদ্ধ নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান হইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী-স্বত্ববিহীন যোত কিস্তি, ভূ-নির্দেশে, উক্ত বিশেষ প্রেণীর দখলী-স্বত্ববিহীন যোত এই অধ্যায়ের পূর্ক কএক ধারামত নীলামের কাছাপক্ষে সর্বত্রোভাবে তালুকের নায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ডিক্রীয়েংপর টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাণ্ড প্রণালীবিশয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নিষিদ্ধ বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি প্রাধান্য করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খেত হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খেতের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাঁহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত কিন্তু মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম চূড় করণাবধি ছয় মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাজকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাজক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবিন্ন উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রী তুলা বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী থাকা সময়ে ডিক্রী খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে এই যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাণ্ড প্রণালী বিহয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম প্রদানের ডাক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সম্বন্ধে ডিক্রী টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রী টাকা শোধ করা হইয়াছে, এক চেষ্টা দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন মতে উক্ত যোতের বন্ধকী হইবার কথা।

(২) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা এরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শ্রদ্ধ করা হইবে, এবং উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজনার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা মুদনমতে শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও উক্ত দখলে রাখিতে স্বত্বান্বিত হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রী-
হারীকমে এই অধ্যায়মতে
অবস্থান প্রমাণাদিতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
সইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

কোন যোক্ত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অবস্থান
প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অবস্থান প্রমাণ নীলাম নিয়ন্ত্রণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিষিদ্ধ আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রস্তুত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমিকার বাকীদার না
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পরিশোধ না পাইছে
এবং এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪

নীলাম ডিক্রীদারের
তা হইতে পারিবার ও
ডিক্রীমত খাতকের বা
পারিবার কথা।
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে খাটিবে না।

(২) এরূপে যে যোক্ত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক
তাহা তাকিবেল না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোক্তের উপর যাহাতে দায়
স্থিতি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রণীত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রণীত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগজ-
কারকের নিকট রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত
গৃহীত হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য মোক্তার প্রজার

ভূমিকারীকে দায়ের
নোটিস দিবার কথা।
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
উক্ত যোক্তের উপর কোন দায়
স্থিতি হয়, কোন কার্যাকারক এই
আইন নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় স্থিতি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় শ্রবণমতে এওদখে যে ফী দাখ্য
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন
জারী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবে।

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ভালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূমিকার স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ভালুকের পাওনা খাজানা
দিতে ক্রটি হইলে, ভূমিকার
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারার যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ভালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা।
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূমিকার কাল-
ক্রমের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারার যে ২ ভালুকের উল্লেখ ছিল,
তাহার সমুদয় বা কোন ভালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
কিসাবে ভূমিকার যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ
দরখাস্তে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া
হয়, তাহা ঐ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের ভালুক ঐ টাকা শে-
করণার্থ উক্ত তারিখে একাংশ নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূমিকারী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবে, এবং স্থলবিধে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ ভালুকের প্রথম কা-
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ভালুকের
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূমিকার দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) মফঃসলে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা একজন
নোটিস জারী করিবার
পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে।

এ পেয়াদা তদ্বিমিত্ত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কাছারীকে রসীদ লইয়া
আসিবে; অথবা তাহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস
ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-
ৎরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন ভাড়া-
দারের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকের স্বাক্ষররূপ কাগপ-
নাংদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরাদী নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে
কিন্তু মুনসেফ নী থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায়
যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।
এই মর্মে এক সার্টিফিকেটে উক্ত কাছাকাছের স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া ঐ পেরাদীকে দিবে।

(৩) উক্ত রণীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নিম্নলিখিত
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ খার। বৎসরের মাগাখান কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাগাখান নী- মাসের শেষপক্ষ চলিত মাসের
মাগাখান দরখাস্তের কথা খজানার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারবেন, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করাইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কাঙ্ক্ষিত
মাসের ওলমসময়ে ঐ টাকার মতো এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্য্যন্ত কিস্তিদানী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ খার। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজান পাওনা আছে কিরূপে
তালুকদার ওলমসময়ে আপত্তি করিলে কাছাকাছ
প্রণালীর কথা।
কথিত হইলে, তৎসময় পূর্ব
কএক দারামতে নোটিস দেওয়া
গেল, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধায়া থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিবে; কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) একত্র মতে দরখাস্ত পাঠিলে,
ভূস্বামীর নিকট সম্মত দিবে, তাহাতে সম্মত
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
তলে উক্ত পক্ষের কথা কিন্ত ভূস্বামীর যাহার উপস্থিত
থাকেন, তাহাদের কথা শ্রবণে, ও তাহাদের মনে যো
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর একরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে ওলম কমাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়ের কাছাকাছ পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) একত্র
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ যৌকদ্দমী
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন দ্বন্দ্ব হইবে না।

১৯৯ খার। পূর্ব খারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আদায় করা না গেলে তালুক
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;
কিন্তু পূর্ব দিনের সুযোগ হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব দার মতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূস্বামীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছাকাছতে আদায়
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ খার। (১) পূর্ব কাছাকাছতে যে নোটিস
নীলাম হইলে, যে
নিম্ন মনিতে হইবে, তাহার কথা।
লগাৎ দেওয়া যায়, নীলামের
সময়ে তাহা নীলামের ফেলিতে
হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে
যে ক্রমে দেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পরে টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সার্টিফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দেখা না গিয়া যায় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকা নিয়ত করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রবকারী করিয়া সেই রবকারীতে
এই সকল বিষয় পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিন যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিদানীও
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) একরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে পাণ্ডারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নাগা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে ঐ অঙ্গায়ে যো বিনি নিদেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ খার। (১) এই
নীলামের কার্য যে-
রূপে চালাইতে হইবে
তাঁহার কথা।
অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত
নীলাম সরকারী কাছাকাছতে
হইবে।

(১) যে ব্যক্তির সন্নিবেশ উক্ত তালিকায়, ভূমি
উপহার দিতে বিরত করা যাইবে, এবং বাণিজ্য
হাট প্রভৃতি বাকি অবশিষ্ট থাকিতে পারিবে।

(৩) মাটির ডাক বজুর তত্ত্বাবধায় ক্রয়ের টাকার
শতকরা ১৫ টাকা দিতে হবে।

(৪) যে কায়কাক্ষর নীচের কণা চালাই, তাঁহাৎ
 ক্ষেত্রক্ষেত্রে বান্ধে প্রত্যয় না জগে যে, যত টাকার আঁকা
 নকশিতে ততবে তাহা তদর্থে হাতে কাটে কিম্বা চুপ
 যন্ত্রের বসে দাখিল করা বাইবে, তাহাও তিনি কোন ডাক
 প্রাপ্ত করিতে কিম্বা গিবি ডাকের একপ কোন ব্যক্তির
 নামে কোন লাই ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবন।

(৫) নীলাম কঠোর পর তুই ঘাটীর বহু; অন্তর
পনের টাঁকা লগন - দওয়া - গেলেন নিশী তত্ব
মূলায় গদগদে-মি ক্রিয়ারী মণি-বরা ল গেলেন, দত্ত
লাট ও মিলেই পুনরায় নীলাম করা হইবে।

(১) জাহার চাকার কবলিশিংশ অষ্টম দিবসের
উক্ত জাহারের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সমস্ত বো-
মের দাখলারে টেঙরা গিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর
দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অগ্নি অবসানদিকে পুনর্বার
নীলাম জাহার নোটিস দেওয়া হইবে।

[illegible]

(৮) অস্বাভাবিকতা যে টাকার ক্ষতি হয়, তাই চাইতে
শীলা মর প্রত্যেকেরই চাইতে; এবং তাই বৈধ
যাকে টাকার জন্য মতে জমা দেওয়া চাইতে।

১০০ পূরা। (১) এই অধ্যায়েতে পৌন তালুকদার
খ'রপার ক্রয়ের সমস্ত টিকা
খরিদারের ক্ষেত্রে কথ্য। মিলে, কালের ইচ্ছাকে এই
৭৭৭ দি.র মার্টিকিটে নিবেদন।

১) ভাড়া হটলে তালুকদার কিস্তি তাঁদের স্বাধীনতা
স্বত্বাধিকারীদের মত করে কিস্তি তাঁদের বা ইচ্ছামত
কোন কোন পদ্ধতির এই তালুকদার উপর যত্নসহ
দায়, দায়ী, পেটাইং, মজাদার, পাঙ্ক মজাদার, কড়
দায়, জলদায়, স্বত্ব বা স্বাধীনতা - রিয়া-চল, ভাড়া
মিস্ত্রি করণার্থে চাও দায়ের যে কোনো নিয়ম
হয়তো, সেও প্রণালীমত লক্ষ্যে করিবার যত্ন
কিও খরিদার উক্ত তালুক প্রাপ্ত হইবে। অন্য
লি. ড. কলকটী স্বত্বসমূহে এভাবে থাকিবে।

(क) मन्त्री पञ्च :

খ) সে সময়কে শুদ্ধ দেশে যাঁহা, সেই সময়ে যাঁহা
যা যা শুদ্ধ জাতিতে থাকিত। তখন, সেই রাজ্যে যিনি
কাজ করিতেন যে আর লক্ষ্যীয়া দ্বিগুণ কোন প্রকার
ক দেশে যাঁহা, সে শুদ্ধ জাতি।

(গ) যে স্থিতি নিশ্চিন্ত হইতে পারে তাহাকেই সন্তি
হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্য যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই
ক্ষমতাক্রমে সন্তি কোন দ্রব্য বা স্থান।

২০১১ খ্রিঃ। এও অধ্যক্ষত কলিঙ্গ জলুকের খনিদার
খনিদারকেও খনিদার তৎসম্বন্ধে পূর্ণ খনিমত সঠি-
করণ। কিংওট পাইলে, এও এও

অসমায়বর্তে তাঁহার এমি তাঁবুক
 হস্তাণ্ডের উদ্যোগ কথায় বর্ণিত করি। গেলে, তাঁহার
 তাঁবুক দপল দিবার নিমিত্ত তিনি কামেট্টেরের কিনট
 প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাঁহার হটলে কামেট্টের
 তাঁহারে তাঁবুক দপল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-
 জারীক্রমে নীলাম হটলে যে দেওয়ানী অনালত খরি-
 দারকে দপল দে, সেই অনালতের প্রতি দেওয়ানী
 মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিস্তর আইনে যেহ ক্ষমতা
 অর্পিত হইয়াছে, কামেট্টের সেই সেই ক্ষমতামুসারে
 কার্য করিবেন।

২০৪ খার। এই অধ্যায়টুকু কোন দাঁতুর নীলাম
 নীলাম বন্ধ করিতে
 সে ব্যক্তির আর্থ লাভকে
 সেই ব্যক্তির তাহানত
 করাটক আদায় করি
 বাদ কর।

১৯৯১ সাল পর্যন্ত আ. জা. ও ট. প.
কাং উন্নীত করাতে আদানিত করেন তবে ১৯৮৮ সাল
খান পরিষদ; এবং যদিও বঙ্গ ভারতবাসীর
সম্মুখীন প্রজাতি জন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যে
নীতিম কংসার বিচার্যকরণে যাও, উক্ত প্রান্তক সেই
কোম হইল এবং নীতিম বিচার্যার্থে উক্ত টা
অধ্যায়মতে দেখা গেলে, ১৯৯১ সালের বি. প. ম. পেরূপে
হিত, সেইরূপে বহির্বিবে।

১৯২২ সাল। ১. এই সম্বন্ধে আরও বিশদে জানা যাইবে
যেমন আর্থিক নীতির দ্বারা যেমন
কিছু উক্ত নীতিম এই কল
বিশেষকর্যে সিদ্ধ না হইলে
কাজে যে কোন ব্যক্তি সন্তোষিত হন, তিনি নীতিম
অঙ্গীকার করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে কোন
স্বার্থ অঙ্গীকার করিবার নিমিত্ত, যে ছাড়াবীর প্রার্থ
মত নীতিম হয় তাঁহর বিরুদ্ধে যেকোন উপায়ে
করিতে পারেন না।

১০. কালিকাতার অধিনায়ক মোকদ্দার এক পক্ষ কর্তৃক হত্যা :- এস. শীলায় অসিদ্ধ হইলে তাঁহান্নয়ে কোন ফলি হয়, অন্তা তিনি উক্ত মোকদ্দার ভূখণীর জন্যে অধিগৃহণ কারার অপকারী হইবেন।

২০৬ খারা। এই অশ্রমঘরে কোন ভালুক বিষয়
করা গলে, ইতালুকে যে কোন
বজির এরূপ মাংস পাবে-যা
খারবার ২০০ পারসাত আ
করিতে পারুক, তিনি নীলম
হারী তাঁহার এই কামি ক
প্রকার অশ্রমগে পাইবে
নিষিদ্ধ নীলমের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে যার
খারের কামি মো ১০০ টকা।

কিন্তু বাণীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্বাস্থ্যে মীনা-
মের সময়ে কোন বাণী প্রজাণ পাওয়া থাকিলে, এই
প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ খাতা। (১) এই জখায়মত নীলামের
নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্ন-
লইয়া ব্যয় করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে
হইবে, ভাষার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলবে করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যিক হয়, তাহার প্রচলন কুলংবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণ-মেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইরাছে তাহা (মুদনমত ও তালুক নীলাম করাইতে দে মকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূমি-কারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা
দেওয়া গেলে পর উক্ত স্থানিলে, যে কথাসমূহ নীলাম
কাছা চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কাপ্টেই লাহোরের
খাজানাকানায় পাঠাইলেন। ১৯৬ খাবাতে কাছার
কতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহানের দাওয়া মোদ
করিবার নিমিত্ত এই উক্ত টাকা নীলামের তারিখ অসি
ছুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাকানায়
আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কাপ্টে
মতো এই খাবাতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে
যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাহা
উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বৃত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যাহ, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ খারানিতে বাণীনাথের বিকেছে ডিক্রী চড়াই থাকিলে, এ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এ টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাহাব।

(ঙ) উক্ত উদ্ভূট টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে,
তাছাড়া বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (৭) প্রবরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোম ব্যস্তর ভাণ্ডারে স্থাপন থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিচালিত যাহার সুদ চলে, এরূপ মননমতে সিকুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোম অংশ কিরাইরা লইতে পারিবেন। শেষ যে মদনমতে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্লোরেশনের বা প্রিমিয়মের দার দেখা যায়, সেই দারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধিতে কোন দিন
রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে,
এ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা
কিছু করিবার আদেশ বা
নিষেধ থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা
বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

ଅସୀଷା ତାମ୍ବୁଳ ନୀଳାଦେବ କଥା ।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারাবলিতে যে সকল ফালুক নীলাময় করা যাইতে পারে, তদ্বিত্ত কোল ফালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টরী করিবার বিধান জারী হইতে পারে।

গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে অবগতঃ
যে রূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন
সহকারে এই সকল খারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক
সহজে পাটিবে।

১৭ খ অধ্যায় ।

হুজি ও দেখাটার বিষয়ক বিধি ।

২১০ খাতা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্ন-
চুক্তির বিরুদ্ধে যেহেতু নিষিদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে এই আর্ট-
বিধান ফলবৎ হইবে, সেহেতু বের বিধান ফলবৎ হইবে,
তাৎপর্য কথ্য।
বর্ণা,—

(ক) বাৎসরিক ব্যয়ভের ও সম্বলীভববিশিষ্ট ব্যয়-
(ভের সম্বলীভব (২৪, ২১ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩. ধারার সিদ্ধিটো দখলী স্বত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) ৫১ ধারামতে সংশ্লিষ্ট বিধি-১৮৩-এ বর্ণিত
খাজানার কষতিবার নাওয়া করিবার অর্থ ।

(ঘ) ৫২ হারামিতে কালী থাকায় পরিবর্তনের
সাওয়া করিতে সুদাধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(৬) বিজিট চেতু দিন। মখলীষভূতনা রায়তকে ও কোকী রায়তকে উদ্ধেদ করণ বিয়াই আটমমভে প্রমভ সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা) ।

(চ) শোভের ভূমি কসিরা যাওরাতে প্রচার
খাজানা কমাউনার অফ (১৬ ধারা)।

(ক) রায়েভের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(କ) ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସଂଗ୍ରହ (୧୫ ବାର) ।

২১১ নং। যে স্থানের চিরতায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে কৃষাধিকারী ও জমিদার মধ্যে যে কোন মিশ্রন হয়, সেই মিশ্রমাণুসারে কায়দারী নকররী পাতি দিতে কৃষাধিকারীর সাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২২২ খাতা। এই জাইনের কোম কথা কয়ে পড়িত
কৃষিকার্যোগবোণী কর-
ত চুক্তি কথা।
তুমি কৃষিকার্যোগবোণী কর-
পার্থ কোম চুক্তির ব্যাঘাত
কইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তর কথায় থাকিলেও, যে প্রকারের ভূমী চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত তথা : অর্থাৎ সামান্যতঃ ইনাম দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, দেয়াড় ও সেই ভূমি ভোগ করে, সেইরায় ও তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলী স্বত্ব লাভ না করে, জানৎ তাহার ও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দ্বিবার নিয়মচর, সাধারণ যোড়ের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) নিম্ন কৃষাধিকারীর বা প্রচার প্রাধিকারমতে
আদালত নিদেপ করিতে পারি, যেন যে কোন ভরী এই
ধারার অধক্ষ ৩০ দা দেয়াদ ভরী বলিহা আর পযা
করবে ন। তাহ হইলে, এই আধনের সনু য বিধান হক্ক
ভরী সনুকে খাটিবে ।

১৯৪৭খ্রিঃ। 'উঠানকী' প্রাণালী ও 'হাল হামিলন' প্রাণালী নামে খ্যাত প্রাণালী-
উঠানকী ও হাল হামিলন' যতে কোন ভূমি লোগ কণা
প্রাণালীর কথা। গেলে, দেশাচরাতুগত বা
প্রকারায়বেরে যে সকল নিয়মে
ভূমি লোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন মাপ-
 চাকরান ভালুক লহকে ওয়ালী বা অন্য চাবরণ ভালু-
 কের কোন অনুযয়ের বাধ্যত।
 হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
 বিধিত হইবার পূর্বে যে চাকরান ভালুক হস্তান্তর
 করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পাবে বাধ্যতনা, তাহা
 হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত
 হইবে না।

২০৬ ধারা : কোন রাস্তা রাস্তাস্বরূপ আশ্রয় যোগ্য
অংশ না হইয়া বাল্লভূমি
বাগ্গ ভূমির কথা । ভোগ করিলে, ঐ বাল্লভূমির
এজারদেহের অনুবঙ্গ দেশাচার
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

১৩৭ খার্ডা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংরক্ষণের স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গজ্ঞত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
লক্ষ্যভঃ বা আদেশাক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
হিষ্ট না হইলে, এই আইনের কোন কথার ডাহার কোন
ভিত্তিক হইবে না।

ਭੰਨਾਭਾਗ ।

কোর্কী রাস্তা কোবর অবস্থায় দখলী যন্ত্র প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সচিৎ অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্ট্রাক: ২৭ আংশিক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা বহিষ্কৃত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোব
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা ডাক্তার কোব ব্যতিক্রম
হইবে না।

१८ अ अध्याय !

मिह्राद दा तामाणि वितयक विधि ।

২:৮ ধারা। (১) এই আইনের অর্থ ডকুমেন্টের
নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্ত উত্তর জন্য
এ ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতেও করিতে
হইবে; এবং এরূপ নিয়ম
কালের পর উক্তরূপ যে
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিরাদ উদ্ভীর্ণ হইবার কথা না হোলেও
গোলেও অস্বাভাবিক হইবে।

(২) হট বা জিন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা মন-
হাস্ত প্রদর্শিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বার্তত হইত এত দূরার কোন কথা কোন সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা মনহাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনরুজ্জীভ হইবে না।

২৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
বিষয়ক আইনের ১৮৭ সালের
১৮৭ ও ১৯ ধারা
২০৮ ধারা লিখিত নোংরা
এবং অন্যান্য সমস্ত খাতিয়ে নং।

১০ম অধ্যায় ।

ଅତିରିକ୍ତ ବିଷ ।

ମୃତ୍ୟୁର ନିଷ୍ଠା ।

১০০ শ্রাব্য (১০) এই আইন অনুসারে কিছা' অম।
 মসাদল বে-আইনিভাবে সে কোন আইন সংকালে নতবে
 প্রকাশিত হইলে দণ্ডে থাকে। সেই আইন অনুসারে
 কণা। শ্রাব্য আইন কোন ব্যক্তি

১৩। কোন প্রকার ঘোড়ের ফল ক্রোক করে
কিছু ক্রোক প্রকার উদ্যোগ করে, কিম্বা

খ) এই আন্দোলনে নির্দিষ্টরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাস্তবতা, কিম্বা এই আন্দোলনে নিয়মিতরূপে যে কোন সশক্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, বিদ্যা

(গ) প্রজাতির অধিকার বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যৌতের কসম কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সরিষা কাতে, স্থানান্তর করিতে বা অন্য প্রকারান্তরে এ.এ.এ. লঙ্ঘন করা করিতে বাধ্য দেয়, বা দিবার ডমোগ বহে,

তবে তিনি ভারতবর্ষী মণ্ডলীর আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় মণ্ডলীর আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকৃতির লিখিত কোন কাগজ দ্বারা সচায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিবেদনকথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষ একট্রে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিতি দ্বারা কার্য করিবার কথা। ইহা বাদে, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাগজ দ্বারা আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাক্ষের আদেশ না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত কর্মকারককে একমাত্র কর্মতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারককে এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক লেটিস ভূম্যধিকারীর উপর জরী করবার বা তাঁহাকে দিয়ার আদেশ আছে, তাহার জরী দীকার করিতে বা তাহা লঙ্ঘন প্রত্যেক্ষমতে কর্মতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জরী করা গেলে, তদ্বারা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি কোন ভূম্যধিকারীর উপর জরী জারী করা নাহিও কিংবা তাঁহাকে দেওয়া যায় না, তাহা হইলে যে কোন কর্ম ইহা, এই আইনের কাগজকে সেইরূপ করা যাইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার নিয়ম, যদিও কর্মতা দিয়ার নিয়ম, নথি চাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকে প্রদত্ত বা সর্টফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা এই যে কর্মতা প্রাপ্ত লেটিস কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষর বা সর্টফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উক্ত আইনমতে বর্ণিত প্রথম ভূম্যধিকারী কর্তৃক, বা তাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহার উত্তরে বা সকলে একত্র করিয়া করিবেন কিংবা তাহার উপরে বা সকলের পক্ষে কর্মকারকে কর্মতা প্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মকারীদের কর্মতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মকারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কার্যের ভার আপত্তি হয়, সেও কর্ম সম্পাদনায় দিয়ার উপর যে কার্যক্রমাদি অর্পণ করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় পাল্লমেন্ট সময়ে রাজস্ব গেজেটে প্রকাশিত হইয়া এই আইনমতে বর্ণিত প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা প্রকৃত কোন কর্মকারী প্রাপ্ত

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন মোকদ্দমার আদালত যে কোন কর্মতারূপে কার্য করিতে পারে, ন প্রকৃত কোন কর্মতা, ও

(২) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি স্থানীয় দেহিয়ার নিষিদ্ধ কোন ভূমির কল কাটিবার ও মাটিয়ার ও উপর শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বর্ণিত প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃষ্ট করিবার কার্যক্রমাদি বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পক্ষে প্রত্যাহিত বিধির পাণ্ডুলেখ, যে ব্যক্তি দরতদ্বারা সর্টফিকেটের সমস্ত বা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় পাল্লমেন্টের বা তাহা কোর্টের প্রণীত বিধি কর্তৃক, উক্ত পাল্লমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্প্রদত্ত বা তদ্বিধিগত সমস্ত দিয়ার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি কর্তৃক, তাহা নিমিত্ত প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু প্রকৃত পাল্লমেন্ট বা তাহার জরীর গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখের সর্টিং একটি নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করিলে তারিখের পরে এ-নামকতীকরণের পাণ্ডুলেখ, উক্ত পাণ্ডুলেখ একত্র যে তারিখে বা তাহারিখের পরে চলাকিয়া যাইবে, তাহা প্রকৃতিতে সেই তারিখ নিমিত্ত থাকিবে।

(৪) এ নিমিত্ত তারিখের পক্ষে উক্ত পাণ্ডুলেখ নথি কল বর্তমান কোন আওতা বা প্রাপ্ত কর্তৃক, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা যত্ন করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগত দৃষ্ট বিধি যথাসময়ে প্রণীত হইবার সম্ভাতি এমাল হইবে।

২২৫ ধারা। রাজস্ব কর্মকারীদের কর্মতার কথা।

২২৬ ধারা। যে সকলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন প্রণীত, কোন ভূমির জমীর পক্ষ দ্বারা সেও বন্দোবস্তের মধ্যে পালিলে, এই আইনের কোন প্রকারে, রাজস্বের বিধান কালীন বন্দোবস্তের বিধান করা যাইবে, যাহা তাহা রক্ষিত বাধ্য হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ পাল্লমেন্টের

জােন চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তে কার্যসূচী হইল। বন্দোবস্তের বিষয় সম্বন্ধে তৎকালীন পত্র-অবস্থার দ্বারা জানা যায়; তৎকালে কলিকাতার অল্পসংখ্য বাঙালী-সমাজের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল।

২২৬ খার। বাহা চিত্র রী বন্দোস্তী কুমির
অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন
কুমি বিনা প. আনার কিংবা
অবধারিত খাজানায় ভোগ
করিবার অর্থ এ কুমির একাধিক
মেওরা গেল বলিয়া ভূতাহি-
কারী পাঠা দিলে কিংবা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং
পাঠা বা চুক্তি লেবৎ থাকিবে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত সুনির সম্বন্ধে প্রথম দেয়
হইলে, কিংবা

খ। তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্বে দহ হইয়া থাকিলেও ভূমির রাজস্বের সুতন বন্দোবস্ত করা যেনে।

উক্ত পাকের মধ্যে চুক্তিতে একারাসুরের কথা
সম্বন্ধে কোন রাজ্য কখনও কুদামিনাতির বা এজার
এবং নারতে জাফা ক্রমে এই ভারতের বিধান অনুসারে
উক্ত সুমির উপযুক্ত ও ন্যায্য স্বাক্ষার শীঘ্র করিতে
পারিবে।

খালকর প্রকৃতি সচেন্দ্ৰ কথ। :

২২৭ খারি। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ যোগ্য
কমার এফ জাউদীর পোষকতা
দান করা বনকর প্রকৃতি
বিধান খাতি, কোন দায়িত্ব
বহনকর, জালদার প্রকৃতি অর্থ
সম্বন্ধে বাত। কিছু দিতে বা অংশ দিতে হয়, তাহ
আদায় করবার মোকদ্দমাই বত দূর সম্ভব লেট কর
খিান খাতিহ।

ବିଦେଶୀୟ ଆଦିନିଆର ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା

১৯৮৪ সারা। এই আইনের কোন ব্যক্তি—
(১) এই আইনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া যে কোন আউট-
রিচিভ করা হবে নাহি, সে
কোনও আইন নং
আইনের মিন্দিউ বলাবদ
যতনে কথা।
কা। কারকদের সমস্তার
কম্পেন্স,

১৭। গণপরিষদের সভাকক্ষ স্থিতি। কাটি অরুণ দেশ
বা রাজ্য প্রকৃতিভাষ্যের অধ্যায়ঃ ১০১ নং অধ্যায়ের ১৭
অধ্যায়ঃ ১০১ নং অধ্যায়ের ১৭ অধ্যায়ঃ ১০১ নং অধ্যায়ের ১৭

(গ) প্রবণমোশের বাকী প্রজন্মের মোট নীল,
 দ্বিতীয় প্রজন্মের জলিকরণ সংক্রান্ত কোন ডায়নামো,

(ঘ) সনাতন-অগ্নী সনাতনের প্রতি প্রতিষ্ঠা সনাতন-অগ্নী
আইন-সনাতন।

(୫) ଏହି କାହିଁକିର ଛାତ୍ରୀ ସମାଜରେ ବାସନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ
 ବାସନୀମାନେ ଯେତିକି ସଦା ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣା ଅଟେ ତାହା
 କରା ନା ଯାଏ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ବାସନୀକର ହେବା ଲା ।

ଅଥବା ଡକ୍ଟରମାନ ।

(২. স্বাক্ষর দেখ)

যেই আইন দ্বিগুণ হউল।

২৯৯৯-২০০০ আইন।

[illegible]

| | | |
|-----------------------|--|---|
| সাল ও
নম্বর। | যে বিষয়ের আইন। | যতদূর সম্ভব
করা গেল। |
| ১৮২০ সালের
১ আইন। | বদি জমীদারের স্বাকী তাহার ডা-
লুকদারের বিরুদ্ধে লড়ে ও সে
নিষিদ্ধ জমীদার ডালুক নীলাম
করাইবার ক্ষমতা পায়। তবে
সেই নীলামই কাজী ১৮১৯
সালের ৮ আইনের নীতিমত
নড়ে চলিবার নিষিদ্ধ আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮২৫ সালের
১১ আইন। | ১৮২৫ সালের ১১ আইন।
যদি কোন ডালা কারা প্রকৃষ্ট
কৃত পণ্যের ২০ শতাংশ জমির
দাওয়ার নিষিদ্ধ হয় ও জমি
মধ্যে দৃষ্টি রাখা করিতে
কোনও লোকই প্রকৃষ্ট
করবার নিষিদ্ধ আইন। | ১৮২৫ সালের ১১
করনে ২০ শতাংশ
এই প্রকৃষ্ট হওয়া
জমি যত
কোন প্রকৃষ্ট
মহীলারদের
পেট্রার কোন
মহীলারদের
মহীলার ডা-
লিতে লাল
২০ শতাংশ
করা কর্তব্য
করনে ২০ শতাংশ
পণ্য। |

বঙ্গদেশের স্বাধীনতা প্রদীপ জ্বলিত।

[illegible]

মন্ত্রিসভাধিষ্টি ৫ অনুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের
প্রণীত আদেশ।

| সাল ও
সংখ্যা। | যে বিধেয়ের আইন। | যতদূর বিস্তৃত
করা গেল। |
|-----------------------|--|--|
| ১৮৫০ সালের
২৪ আইন। | ১৮১২ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬
সালের ৪ আইন অনুসারে
যে কুমিল মীলাম সম্পূর্ণ না
হয় তাহাতে বাখনার টাকা
সংকালে তক করণের আইন। | যে পর্যন্ত য
ছিত হইয়াই
গেই পর্যন্ত। |
| ১৮৫০ সালের
৬৩ আইন। | বাজলদেশে গভর্নর জেনারেল
মীলামের নিমিত্তে যে মী-
লামের আদালত আছে তাহা
সুধারবার আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৫০ সালে-
৩ আইন। | মীলামের বাকী বিদেশে
সরকারী মৌজদার এবং
ভদ্রীও লুপ ও বিক্রাযোগ্য
অন্যান্য অধিকারের মীলাম
এবং খাজনার বিধেয় সর-
কারী মৌজদার করণের
কুমিল মীলামের বিধি আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |
| ১৮৫২ সালের
১০ আইন। | কোর্ট ইন্ডিস্ট্রিয়াল মীলামের অ-
ধীন বাজলদেশে খাজনা
আদায় করিবার আইন এবং
শেখান করিবার আইন। | সম্পূর্ণ আইন। |

ସିଂହ ଓ ଉଷାମାଳ ।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৯৩১ সালের ৮ অক্টোবর কেডুয়ান কন্ট্রি ডেউক্‌ড
‘মঙ্গলসালা বন্দে, বাক্তর তালুকদারেরী আপনাদিগের
জাণী ইত্যাদি দিতে কল্যাণকর কৰ্মতা আছে
শ্রী. নূতন কল্যাণসম্পদের সক্তি কারবারে ও প্রদেয়
জা. জীবনের রাজ্যে জীবনীমতে প্রকাশ করবার
কলমে অন্য স্থানেও বই-লেখ ও এ অধিকারের প্রকাশ
যে জনীপার কোন ব্যক্তিও প্রদত্তরাণি জনীভ
কি দেয় ও জাহার কল্যাণ যে ব্যক্তি তাণী লয়
জাহার ও জাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওন সমকা-
র নিমিত্তে প্রিয়া দেয় ও তালুকদারের কালে বাল
মিল ও কোলাস জীবন প্রদায় ও নী লওয়ার কৰ্মতা
পশি রাখে কেন নী বসিতালুকদারকে জীবন দেওন
মতে সাক করে তবে তাকর পরে এই তালুক বিক্রয়-
র জাহা যে ব্যক্তির হাতে বার সে এড়াতে পারে নী
যে জাহার স্থানে লগিতে পারে ও ইহা এইকলকার
ব. ক. পর্জাৎ চলনমতে আণী গেল।

“একাত্তর দশাব্দজুড়ে নিয়ন্ত্রিত নথো ইত্যাদি লেখ
কেন্দ্রে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্ত জমীদার তাঁর
কর্তৃত্বের পরিচয় ও যদি বিদ্রোহের পল বাকী
থাকত তহু না হইত তবে যাহা বাকী থাকত তাহা
স্বতন্ত্রভাবে শিল্পে থাকিলে সে সে নিমিত্ত জাহার
পল আনন্দবাকী হইত তহু পড়িলে।

“এ সকল এপারী অর্থাৎ অধিকাংক পত্ন নতানুক
বলে ও হাফী স্মৃতির অন্তর্গত মোকদ্দমায় নব্বু ও
নির্মিত্তে ডাকা জারি মোকদ্দমায় দেয় ও তাহার দর
পত্নীনার করণীয় ও পরাপ্রতীকার অন্তরে দেয় ও
ফরমে এইমত। ও ইচ্ছারিগের প্রত্যেকের দখল এক
নকসনে হয়।”

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ ।)

कवयेन्द्र
नार्थ ।

- | | | | |
|----|--|-------|---------|
| ১। | নব্ব্ব | _____ | _____ |
| ২। | সাল | _____ | _____ |
| ৩। | ক্রমেয় কার | _____ | খাল |
| ৪। | এজার নাম | _____ | _____ |
| ৫। | তাৎপর্য মোতক্কর বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) | _____ | _____ |
| | নগরী বিষয় | _____ | টাকা |
| | ভাঙলী বিষয় | _____ | নগ |
| | | _____ | বা টাকা |

अतएव नैद कय
नभकय
नृकयार्थ कय

- ৬। স্বাক্ষর কারিকায় লেখায় গোল
- ৭। নিম্নের আঁখি
- ৮। বড় হাত। লেখায় গোল (পাঁকি বিরহণ) — হাঁক।
- ৯। তুম্বানীর ব। অথবা; আঙুলের লেখায়

কবজেন পাঠ

- [illegible]

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ez Ez Ez Ez} \\ \text{Ez Ez} \end{array} \right\} \dots \text{Ez Ez Ez Ez Ez Ez}$

- १। वाकीर नाटकाटक नमः गेल
२। जिनाइ उ'दुष
३। गळ होना जे उअ (गेल) आटे दिवटन ; होना
४। दुयानिउ वः जमना कोळ कर्षका टटकर बाकन

— १९५४-५५ का आँकड़ा

“ ৩৯ খৃঃ।। (১) শোলজী খজানার হিসাব হোল টাকার মিল, যে ২২২২২২ কক্ষ। সে ২২২২২২২ যে কিভাবে উৎ। অন্য নিত্য চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে
 ৩৯ খৃঃ।। (১) শোলজী খজানার হিসাব হোল টাকার মিল, যে ২২২২২২ কক্ষ। সে ২২২২২২২ যে কিভাবে উৎ। অন্য নিত্য চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে

“(২) এক্ষা একশ লেন টিকিণ ল। করিলে, দুঃখিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করুন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিচাবে টাক। জমা দিতে
পারিবেন।”

হিসাবের পাঠ ।

| | | | | | |
|--|-----------------|-----|--|-------|--|
| ১। মাল | | | | | |
| ২। প্রজার নাম | | | | | |
| ৩। যোগ্যতার বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) | | | | | |
| | বিষয় | হার | | টাকা। | |
| | মগলী | | | | |
| | গবর্ণমেন্টের কর | | | | |
| | ভাণ্ডারী | | | | |
| | জলকর | ... | | | |
| | দলকর | ... | | | |
| | যলকর | ... | | | |
| | | | | | |
| ৪। বৎসরের তালব | ... | | | | |
| ৫। পূর্ববৎসরের বাকী (বকেয়া) | ... | | | | |
| | | | | | |
| ৬। মোট তালব (ছাল ও বকেয়া) | ... | | | | |
| | | | | | |
| ৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল | { ছাল তালব | ... | | | |
| | { বকেয়া তালব | ... | | | |
| | | মূল | | | |
| ৮। শস্যে দেওয়া গেল | ... | | | | |
| | | | | | |
| ৯। বৎসরের শেষে বাকী | | | | | |
| ১০। কৃষাণীর স্বাক্ষর | | | | | |

চতুর্থ শুকসীল।

নিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

| মোকদ্দমার বর্ণনা। | মিয়াদ। | যে অবধি মিয়াদ চলে। |
|--|----------|--|
| ১। যে নিয়ম সংকেত এক বৎসর নিয়মভঙ্গের তারিখ স্পষ্ট বিধানাঙ্ক চুক্তি আছে যে এই নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে। সেই নিয়মভঙ্গ হেতু ভালুকদার বা রায় ভণ্ডে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা। | | নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি। |
| ২। বাকী খাজানা জাদায়ের মোকদ্দমা— | | |
| (ক) ৩৩ ধারামতে এই মোকদ্দমার বিধানাঙ্ক জাদায় করিবার পক্ষে বাকী পড়িয়া থাকিলে। | ছয় মাস | আদালতের তারিখ অবধি। |
| (খ) স্থলাভিষে | তিন বৎসর | বাকী লাগুন যে স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাকী লাগুন শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আদালত কসলী সম দেহ স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে তৈজস মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি। |
| ৩। বাকী দখলীসহ বিশেষ রায়ভঙ্গরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল কিংবা সাইবার মোকদ্দমা। | তই বৎসর | বে-দখল হইবার তারিখ অবধি। |

২ খণ্ড।—আপীল।

| আপীলের বর্ণনা। | মিয়াদ। | যে অবধি মিয়াদ চলে। |
|---|-----------|--|
| ৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে। | ত্রিশ দিন | যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি। |
| ৫। এই আইনমত কালেক্টরে কোন আজার উপর কমিশ্যার সাহেবের নিকট আপীল হইলে। | ত্রিশ দিন | যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি। |

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

| প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা। | মিয়াদ। | যে অবধি মিয়াদ চলে। |
|---|----------|---|
| ৬। যে স্থলে ডিক্রীর বা আজার উপর আপীল করা হইতে দেন নাই সেই স্থলভিত্তিক এই আইনমত কিংবা এই আইনমত দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার উপর আপীল করা হইবে; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে ক্ষদ জনে ডাকার বাদেকিন্দ এই ডিক্রী জারী করিবার পর ৩০ দিনের মধ্যে অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়। | তিন বৎসর | (১) ডিক্রী বা আজার তারিখ অবধি; কিংবা
(২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিংবা
(৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি। |

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের জাতীয়তাবাদক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ১৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫! পর্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নতুন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য বাকী ছিল ও সিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেরই যে অনবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারি। এক্ষণে বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের অভিযোগের প্রতিই অব্যাহতি করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকেই প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কতবা বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোৎপাদক হয় নাই। ইহা অসম্মত স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এক্ষণে অসম্মত স্বত্ব দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্রুটি করা হইয়াছিল। এক্ষণে ত্রুটি অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর প্রত্যাহার প্রণেয় কমতি থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই কমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মানবের জীবিত লেটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শনিত পোটো বিল সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল মত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোনও বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তদনুযায়ী জমীদারদিগের অবস্থা অবিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও দায়িত্ব উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে ভূমালিক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উক্তন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথাই প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কঠোরলিঙ্গত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যতিক্রমী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সংহের যেরূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণহীন ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সূক্ষ্ম হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূমালিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্মত উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্রাণিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষক (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উত্তর সিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয় করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধা করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর ভাব বন্ধন করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এক্ষণে প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মত ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাই।

তালুকদার ।

বাছারা একত্রে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুওন জেণীর তালুকদার সম্মিলিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত ভাড়াদেব যোতের অধিকার অংশ কোর্সি বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা ভিন্নদংশ কোর্সি বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব ভাড়াতে বর্জিত। শেষোক্ত জেণীর প্রজ্ঞা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম জেণী সম্বন্ধে কোন বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হস্তান্তর করিয়া অধিকার অংশ কোর্সি বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজ্ঞার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য মাসারগত জমীদারকে বিলকণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উৎসাহিকাংগোপ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্রকৃত স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূম্যমী জেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামথুরিদার কাদায় করিলে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “ যক্ষসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার ভাড়াই মত অন্য ভূমির খাজানার হারে ৫০ শতাংশ হইলে সে ভাড়াইয়ের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতদ্বারা ভূমির উৎপাদনের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা বহন উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা এই যক্ষসলী তালুকদারের জন্য ঠাহরিকৈক ”। ১৮২৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকটবর্তী তৎসদৃশ তালুকদার অধিকারী কতক প্রদেশে চলিত হারের সাধা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না হার এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে (ফিল্ড সাহেবের ডিক্শনারি দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সম্মিলিত করা হইয়াছে, কিন্তু পারবন্দন ও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পারবর্তে “ দেশাচারান্তরিত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্ত সীমার অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লাভ শতকরা ১০৭ টাকার নূন হইবে না। এই শতকরা দশ টাকা আদায় আদায়ের নহে। আদায় বন্দিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝা। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আমার ভাড়া উপর আদায়ের বৃদ্ধিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ নূন হইবে না। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের বৃদ্ধির জন্য বাদ পড়ে একথা আরও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পাবলিক ওয়াক সিস ও রোড সিসের হিসাবে প্রজ্ঞাদের নিকট হইতে অন্যান্য টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহার নহে। তাঁহার বিনা বেতনে গবর্ণমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সচিত্র তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁদের খাজানা পূর্ববর্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না। বর্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ৫০ শতাংশ অপেক্ষে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত ভিন্নতর বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহা দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাকন সূর্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রাপ্ত নহে।

অবশ্যিক হারের রায়ত ।

১৮২৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মর্মের একটি আইনমত অনুমান সম্মিলিত হয় যে, কোন মৌকদম্য আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রজ্ঞার খাজানা অপরিবর্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

(৫) কোন জমী ভূমি বা ভদমিক অংশীদার রায়তী যোগ্যস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে গতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ মারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (১) প্রকরণে যে রূপ বিধি হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বায় বৎসর হইতে কমাল জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ভূমি বা ভদমিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার মোত চাঁড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভোগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং দাপ্তরিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তি যে স্টেট ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং উক্তরূপ হইলেও পরে সে যে ভূমীর উজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমাদিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও উজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমাদিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারিবার করিয়া দেখিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা অশেষা ও ব্যক্তিগত বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাক্ষসপূর্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রাথমিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বমাত্র খাজ কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ দায়বা অনোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষিকর্মবর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পাসবর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হইবে, অল্পপাতিই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক বাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে তাহার উপর উক্ত স্বত্ব বস্ত্রিরাছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমাদিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার চীকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এক তর করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে একাবলীর পুনরাবর্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটি মূল্যবান স্বত্ব অনায়স্রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যে রূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের আসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বন্দোবস্তের গর্ভমন্টে যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

এদানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোনিয়েশনকে আস্থা দিয়া করা হয় এবং উক্ত আসোনিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকার শোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমিদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতঃ এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুর ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিশ্রুত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিধান এই যে এরূপ হস্তান্তর দ্বারা জমিদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমিদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর কষতা প্রদানের অভ্যাস বিরোধী; এবং মস্ত্রি সভাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিধান এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমিদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসর করিয়া বিতর্ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিাবাসায়ী বা দাঁওঅস্থায়ী লোকের জমিদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমিদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভরস্বর যে কাঁচা কালে তাহা সারবস্ত্র না হইয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমিদার যে জমীর ভূস্বামী ও বাহা আইন অনুযায়ী কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে চাহেন। তাহার পর অন্যায় খাজনার মত ডাকাডাকি করিতে চাহেন এবং যদি মূল্য সম্মত হইত তবে তাঁহার না বলিয়া উঠ তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া গালিগের জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমিদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিক্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমিদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারের টাকার থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তে গিয়া কখন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহার কাছাৎ জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এতলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমিদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্মত আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৩৩ ধারার ও এরূপে বলে যে যখন জমিদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে নিরত হইবেন নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমিাদিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্জিত নহে ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকারের অধিক কোর্স বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার দ্বিত্বদংশ কোর্স বিলি করে, তাহারা তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা রক্ষা।

তালুকদারদিগের খাজানা রক্ষার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমিদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্তশাস্ত্রী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫২ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানারক্ষা সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা রক্ষা করা একপ্রকার ভণিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে জমিদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াও নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কনিষ্ঠ যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি সুবিচার নাই হইয়া এখন যে অংশটা আছে সেই অবস্থা বহুদূর হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমিদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা রক্ষা সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত চাহে সে স্থলে চারি আনার অধিক রক্ষা হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক রক্ষা হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অধিক রক্ষা হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য রক্ষা হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় একপ অমুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়ভদ্রগির বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা রক্ষির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্বস্বাধীন হইয়াছে। মাল্যবর জীযুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাল্লিপিসম্মুখে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক শোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে “ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “মৌলান খরিদারের পক্ষে উচ্চাভিমান অত্যন্ত কম হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমীদারের জমীদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান অতি অস্পষ্ট আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভ্রম্য-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইবে এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি মৌলান খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান উচ্চাভিমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ উদ্ভিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত”। এ অনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে? না ন্যায়ালয়ে প্রকারে যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই সে প্রকার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছেন কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে এই নিয়ম পদবিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীযুত রেনল্ডস সাহেব তাঁহারমত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি তাহার মত পূর্ণরূপে গ্ৰহণ করা যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও ভেদনিষ্ঠ আছে। এ মতের উপর নির্ভর করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব পূর্ণরূপে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কান্টীর অধিকাংশমত জামার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এত প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উচ্চাভিমান উপস্থিত পাল্লিপিস পাস হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাল্লিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের অনুমতিও নিম্নলিখিত মতসমূহের উল্লেখ আছে।

১১ ধারা।— অবস্থারিত খাজানায় বা অবস্থারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হয়, তাহাও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সন্তান তদীয় ভূমিধিকারী যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির মতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা হইতে পারে, সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে, এই যেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সঙ্গিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সত্যি এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবস্থারিত হারদারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এক্ষণে জমীদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দম খরচাত্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রাণ এই ছিল যে, ইহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কোচনাষ্ট তাহার গেম আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়ভদ্রগির খাজানা না দাঁড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক আপটে সমস্ত মধ্যলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এত বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রযুক্ত বিশবৎসর দরিয়া খাজানা রক্ষি করেন নাই, তাহার যে রায়ভেদা যতপূর্বক দাখিল তালি রক্ষণ করিয়াছে তাহার অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদিকে যে জমীদার কখনও একপ আশ্রয় ও সদয়তাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েই খাজানা রক্ষি করিয়া প্রভাকে জ্বালাতন করিতে ও উচ্চাভিমান করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার নিঃস্বার্থই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাস্তববাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাদেশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা নাযা বা বিচার-মত নহে । এ বিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা দিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে যুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিনা স্বত্ব ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বা বৎসর পরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বদান হইবে, এ নিয়ম যে নিরর্থক এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিনেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্বন্ধেই কাণ্ড করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন বাসেন্দার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বদেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিকল্প এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ১০ক সেটেকপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে শুভতর দণ্ডে বিধান দ্বারা এরূপ কাষের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহাসম্মেলনের জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাঁহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এতদূর আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীবিত স্টেট সেক্রেটারীর সীমানায় যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিপিও বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ইচ্ছাকৃত উক্ত কাল অতীত হইলে পরে ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবদি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পরে ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমতে কোন কার্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রকাশিত বা প্রদীক্ষিত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যখন বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তখন এই ধারার কাগ্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কাগ্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার কাগ্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জব্দীদারের উপর বিষম অকমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মৌকদ্দমা তাঁরা খাজানা রক্তি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রক্তির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভেরা নিকটস্থ সেই প্রদেশের ও তদ্রূপ স্বত্ববিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ভ তদনুসারে কন হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রদান কথাম খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রক্তি করিয়াছে।

(গ) জমাখিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়ভের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়ভের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাপ্রতি লক্ষ্য হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত সীমাধারীতে খাজানা রক্তি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতহার” পরিহার করা যায় না এবং এখন এমনিভাবে যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুটা দূর হয় নাট। এত বিষয় বিচার করার জন্যে প্রচেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আসার ভয় এই যে দ্বিতীয় শাসন অধীক এমনি রক্তিপর্য হইবে। কারণ গবর্নমেন্ট কাম্বাকারেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। ইংল্যান্ডে জানিয়া শুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিত্যমাত্র কষ্টকটিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজারে কে কিনে কে বিক্রি আভ্যন্তর হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য হয়, তথাপি উহা কখনও কখনও সফল হইবে না।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব আয়কারক কল্পিত খাজানা রক্তি সমস্যা তদারক হইবার সিদ্ধান্ত আছে তাহাতে কাহাতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কাশ্যকারকের সমবেদনাতঃ সম্মত হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্ব আয়কারকের উপর তত্ত্ববশে তদারক উপদেশ আছে; কিন্তু অল্প পরিমাণে প্রচলিত হার নির্ণয় করিবে তাহার কিছুটা বলিয়া বেওয়া হয় নাট। কন এই কারণে যে ভিত্তি ভিন্ন ন্যায়কারক ভিত্তি ভিন্ন সীমিত্তে কার্য করিবেন। মূল্য রক্তিভুক্ত খাজানা রক্তি করিবার এই নিয়ম আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্নমেন্টের আয়ক্রমে নিম্নলিখিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় তাহানত উৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মৌকদ্দমা উপস্থিত হইবার অবধিক পূর্বসূচী পীচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পীচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া যায় ও কাহাতঃ হার হয়, সেই পীচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) তাহানত এইরূপে খাজানা রক্তি করিবেন না যে বর্ত্তিত খাজানা সংবেদ খাজানা লগণকা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পীচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পীচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পীচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত পাঠে, পূর্বসূচী নিয়মাবলীতে ও নত্বাধীন নিয়মাবলীতে যাহাকে খাজানার সহিত বৃদ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিষয় অনুসারে কার্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা চিহ্নিত করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বের বলিয়াছি গবর্নমেন্ট কতক কমিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গোলাসে উচ্চবিবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে এবসরে বড় মডক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সমসদাই থাকে ও খুজা বিকরের দর সম্মিত থাকায় উহা হইতে ন্যায়রূপ গড় হিসাব করা যায় না সে এখনা ধরিলেও গোল দায়িত্বাবশতঃ লেভেলার তাহার সীকা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ সত্বপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতি বক্তিত) — এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃত ও সিন্ধু অমান বলিয়া প্রকৃত হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্বের মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দর্শিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার, রচাভেরা ও রোয়াং ভূটী, যব ও গমের মূল্য; পরিণত করিতে হইবে। প্রদান কথাম শস্যের নামোন্মোণ করার ও র স্থানীয় গবর্নমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্নমেন্ট বিবেচনামত সময়ের ভিতর শস্যের মূল্য ভ্রমের করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁড়, আম্র, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রবোয় বিষয় কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের চাইবল কমুটেশন আক্ট মে মূল দ্বারা প্রথিত এ নিয়মও সেই দ্বারা দৃষ্ট। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে দিল্লীর চাইবল সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্ত কন-লের নিষ্কৃতি অর্থাৎ মূল্য ভ্রম, আর শেষোক্ত সী উৎপন্নের অংশ মূল্য হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী চাইবল কন রক্তি হয় না; কিন্তু আংলোই বাজারের টাকার দের

খাজানা রুজিগোণ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাউক পারে যে, যে মূল মূল টাইমকে মুজায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার হের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল মূল কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি স্বতন্ত্র রুজিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই মূল মূল করিয়া কার্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূমিধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্রে এক সমীচীন করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রাখা হইবে না। এই কারণবশতঃ রুজির আত্মা দিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৯ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উক্তর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন কালেই বর্তমান খাজানা হিচনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে বশতঃ রুজির চেতা হয় সেখানে খাজানা টাকার ওয়াটআনার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেতা হয় সে স্থলে বদ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিখানা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, তাঁর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিংগণ এখনই চূড়ান্ত কর না। জমিদারেরা বড়ই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সকলই বুঝা যায় যে যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার ক্রমান্বয়ে বশতঃ রুজি করিবার চেতা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পর্যান্ত বদ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এক্ষণে অনেক শত করা পঞ্চাশ টাকা উদ্ধৃতন নীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যায় হইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জমা চেতা করা হয় এবং অনুপাত দ্বারা রুজি দিতে হইবে, সেস্থলে শত করা পঁচিশ টাকা উদ্ধৃতন নীমা নির্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

অসো দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেগারের অধিক খাটে; এবং আমার মানাবর সহযোগী মহানিষিদ্ধ দ্বারভঙ্গার মারাত্মক নিষেধঃ এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। বাহাট হউক আমায় কথা এই যে মূল মূল মূল পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি মূল এই—

(ক) দখলী মূল (বিশিষ্ট) রাইতের নিকটবর্তী সের প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে দুইরূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্বে মূল বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎপাদিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীমূলদ্বারা রাইত।

চিরন্তন বন্দোবস্তের আইন এ. ১৮৮৯ সালের ১০ আইন এ উক্তর মতেই দখলীমূলদ্বারা রাইতের সহিত কারবারে জমিদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীমূলদ্বারা প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা দ্বিগুণ আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমিধিকারী ও দখলীমূলদ্বারা প্রজার সম্বন্ধ বর্তল পরিসরে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীমূলদ্বারা প্রজা কোনমতে এখনও ভূমির উপর এক মুঠা বীজ চড়াইবার যোগ্যতা করিতে পারে তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীমূলদ্বারা বদ্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে দরপ বলিয়াছি নীমিত্ত রাইত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আমদিতে তখন অধিনায়ক সহিত তাহার বেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাট দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মগত ব্যক্তি খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমীদার রাইতকে এক্ষণে নিয়মগত মতে গাইবেল সে উক্ত জমীদার করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য যৌকলম কর্তৃক করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোক্তের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিবার নিবেদন এবং আদালতের হুজুমত জমীদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার বিধান লভিত হইবার পূর্বেই রাইতের দখলীমূলদ্বারা অথবা তাহা হইলে সে দখলীমূলদ্বারা প্রজার সমস্ত স্বত্বও অধিকার পাঠতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলীমূলদ্বারা প্রজা নাম নাটকটি পর্যাবসিত হইবে। এই প্রকার রাইতের নতিত আগনার ইচ্ছাশক্ত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া গিয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আঙ্গাজমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের কতিপয় সম্বন্ধীয়

প্রথমতঃ বিধান সনদ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সনদ বিধানে এমন অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এপাতুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিধানের মূল ভেঁদ। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিচারাদেশ পাঠ বৎসরের পাঠ্য প্রবর্তিত করার জমীনারের প্রতিবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমীনারের চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের কৃত পক্ষ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়ের সুবিধার জন্য বিচারাদেশ পাঠ্য হুজুর দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মূল পরামর্শ দিয়া চতুর্পাশ্বর্য়ী প্রচার পালক কোর্টাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হরত জমিদার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে তাঁহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাঠিতে পারিতেন এবং চন্দ্র খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভা পাঠিতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদেশ পাঠ্য উচ্চার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধে বিধান সনদে জমীনারের ভূমানী অস্ত্রের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রবীররায়ের সুবিধার জন্য একপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু যাত্র মারা নাই সুতরাং জমীনারের অসুখই পাঠিতে তাহাদের কিছু নাত্র ধর্মত: নাবী নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত।

যে পাটুলিপি প্রথম উপস্থিত কী হয় তাহার এক প্রকায় শেষ এই যে, যদিও উক্ত জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে স্বীকৃত করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাব ভূমিকরক, তাহার পরিচয় নীচ দেখে যন-
 গম হয় ও সাধারণের প্রতিবিশেষরূপে গবর্নমেন্ট ও ভূমানী ও পোট্টো ভূমানীর দল আচার প্রাপ্ত জন, তাহার কাহাড: অল্পই উপকার করা হয়। সম্ভাব্যতা কোর্কা রায়ত বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্তন করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সম্ভাব্যতা কোর্কার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেমন উত্তরদেশের করা হয় কম্বী তাহা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিলেন, এবং তাহার কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিপিতে কোর্কা বিল নিম্নলিখিত ক্রমের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এট যে, একজন বিধান কাগজ পরিণত হইতে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত তাহার যৌতের অধিকারকর ভূমিক কোর্কা বিল করে সে, উচ্চ রেজিষ্টারী হইয়া মাত্র, ভূমিকদাররূপে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তাহার অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব তাহাতে কোর্কা বিল বন্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উচ্চ পক্ষের দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিল করে, তাহা হইলে কোর্কা পাঠ্য পাঠ দেওয়ার অধিক কাগজের জন্য কিছু হইবে না, এবং উচ্চ ভূতকালেও ফলবৎ হইবে। সে কোর্কা পাঠ্য দিয়া তাহার অধিকাংশ ইচ্ছাশক্তি কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাঠ্য দিয়া যত অল্প হইবে তাহার পাঠ্য অত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের ভূমিকদারীর কীরী দ্বারা পাঠ্য হইলে দিলে পাঠ্য দিয়া পাঠ্য তাহার উপর পাঠ্য ৫০ টাকা অধিক খাজানা আচার করা যাবে না এবং অন্য স্থলে লভ্যতা ২৫ টাকার অধিক পাঠ্য হইবে না। অধিক বুঝিতে পারিতেছি না যে তাহলে পরা পক্ষসংখ্যক সম্ভাব্যতা কোর্কা অর্থে, (১) ১০ প্রবীর রায়তী লোক আছে) দৈনিক স্থলে দিলে এই বিধানে কাহা চলিবে। প্রত্যেক সম্ভাব্যতা কোর্কা রায়তের নিম্নে হইতে তিনি আদালত ভূমিকদারীর দ্বারা দিয়া পাঠ্য তাহা অপেক্ষা লভ্যতা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে স্বত্বাধীন হইবেন। তাহা হইলে এই সনের সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অর্থে তাহা করে তাহার, কথ্য হইবে? চতুর্থতঃ ভূমিকদারী কোর্কা রায়ত কৃষি সম্প্রদায়ের শেষে ভিন্ন ও প্রবীর শেষে প্রবীর হুজুর পুত্র উত্তরাধিকার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন উচ্চ হইতে পারিবেন না। প্যামর দ্বারা এই যে উচ্চতম রায়ত অধিকারকর ভূমিক কোর্কা বিল করিয়াছে কিনা তাহা হইলে উচ্চতম রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সমস্ত বিধান হইবে। ফল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত বিশেষে অধিকারকর লভ্যতা যাইবে, তাহা হইলে কোর্কা রায়ত মানস হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উচ্চতম রায়ত তাহার যৌতের অধিকারকর অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ২৫ টাকা তাহা তাহার দীর্ঘ নিষ্কাশন কাহা করা হইবে। এট ভাবা সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অধিকার আপনাকে সাধন এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উচ্চতম রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আদালত করিয়া আদালত করিয়া লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিই বিধান নাই। উচ্চতম রায়ত যে রায়ত তাহার নিজের শাস্তিও জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়া ইচ্ছা করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শাস্তি স্বীকার করে সে আর আইনপ্রত্যয় উপকারের প্রকায়ী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নিম্নে শাস্তি জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু যদি উচ্চতম রায়ত তাহাকে প্রকায়ী না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের আশে। অতএব কোর্কা বিল নিম্নলিখিত নীচের অনুসারে করা হইবে, তাহা অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা মানস উপাদান করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ ভূমিকদারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময় ভূমিকদারী আইন প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমিকদারীর সম্বন্ধে ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবস্থারিত খাজনার ভবিষ্যৎ

করে সে আপন যৌত সন্তুষ্টি কোমরুণ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমাদিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না । (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমাদিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যৌত সন্তুষ্টি কোন কতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অত্র স্বত্ব থাকিবে । (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশ্রী রায়ত আপন যৌত কোমরুণ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা কমিয়া দিবার জন্য ভূমাদিকারীর উপর এক নোটিস দিবে । যদি ভূমাদিকারী তাহার অমুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজের উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে । এই বিধান সমুদায় নর্থ এই যে উচ্চাঙ্গে ভূমাদিকারীর ভূমাদী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের যীমানসীমতার কালেক্টরের সঙ্গে অর্পণ করা হইয়াছে । যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমাদিকারীকে উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত । অর্থ নীতি-মতে দেখিলে সেলে ভূমাদিকারীর আনন্ড বৃদ্ধি হইয়া যিনি উৎকর্ষসাধনে অধিকতর মনোযোগ । কিন্তু এ বিষয়ে লোভার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না । তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা যদি কমিয়া তাহার ঘুনালা কলিবা লইবেন ও আশ্রয়িত তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজনারূপে দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এই ভূমি খাজানা রূপে দিতে অর্থ্য তাহেই রক্ষিত করিবেন করিবেন । অত্যাচার আদালত এই সকল বিষয়ের অপরিহার্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে । রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার সাহায্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা এক অসম্ভব সাধারণ কার্য তাহাদের প্রাণবন্ত দেওয়া যে করণ পাশা রাজনীতি তাহা আবার রক্ষিত অসম্ভব । আসি প্রস্তাব করিয়াছিল যে কমিশনিসকল পক্ষীকা, ভাণ্ডারের প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমি বিকায়ীরা সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আসিরা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই । আসিতে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন প্রেরণা প্রেরিত হইয়াছে ।

অনিত ১১ জুলাই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে সমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি ভূমিতে ভাড়া দিয়া বা থাকিলেও, অত্যাচার করিলে যদি উক্তির কোন হয় যে (ক) সাধারণের অসুবিধা বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের অসুবিধা করিয়া দিয়াছে তাহা হইবার সম্ভাবনা, কোন সমাল বা ভাড়া দের সহাদিকারীদিগকে তাহার তদারক্যের পর অসুবিধা হইতে বাধিত করিতে পারিবেন । এই শেষ বিষয়ের কথাই গ্রহণে বলিবে । সহাদিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অপর সাধারণ কার্যাদির ন্যায় এখানে বাস্তবিকের একটু ও বিবর্তিত হইতে পারে এ কথা আসি স্বীকার করি, কিন্তু কনস্টেবল, জজ, অফিসার, ইত্যাদি বিবাদ করিয়া এ কমিশনার প্রতিস্থাপন করিয়াছেন । ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের মধ্যে হইতে খাজনা গ্রহণের সময় বিবাদ কোন ব্যক্তি নিবৃত্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত ভূমাদিকারীগণের একযোগে সমস্ত পাওরার আদায় হইতে পারে হইতে পারে । উক্ত প্রজা খাজনা আদায় করিয়া দিতে পারিবে । আরও যদি সাধারণের, ভূমাদিকারী অথবা সাধারণের স্বার্থের দ্বারা সাধারণ বা মৌকদ্দমা কল্পনা করে তাহা হইলে সহাদিকারীরা জোঁকের দরখাস্ত অথবা বাস্তবিক খাজনার জন্য নৌকদ্দমা করতে পারিবেন । এতদ্বারা দুই হইতে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অধিকতর সমালের ব্যয়তিনিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কঠোর কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে । অবশেষে তখন কোন সমালের তদারক্য হইলে সাধারণের যে কি কতি হইতে পারে তাহা যদি পরিকল্পনা করিয়া দিতে পারিতেছি না । চূড়ান্তরূপে বলিতেছি, যদি সহাদিকারীরা রাজস্ব দিতে কতি করে, তাহাদের অংশ নীলাম হইতে পারিবে । যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে কালেক্টর সাধারণের কথা বসনের পরে প্রজা দ্বারা বিবর্তিত আদায় করা হইতে পারিবে এবং তাহাদের লাভ হইতে পারে । এতদ্বারা কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের কতি বিবাদ হইতে মনে করিলেই সহাদিকারীরা আপন সম্পত্তি তদারক্য হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিকার হইয়া যাইবে না । অত্যাচার নিবারণ এই যে সকল কারণের কখনই অভিযুক্ত নাই, তাহা হইতে বঞ্চিত ভূমাদী ও পক্ষীদিগের সম্পত্তির তদারক্যের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া, তাহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছাকৃত কারণ অপনোদন করা, প্রত্যেক রাজনীতির একান্ত বিরোধী ।

হত্বেন লিপি, খাজনার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূমাদারী নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ ।

হার এবং হারের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সম্পত্তি বসিয়াছে, ভূমির বন্দোবস্ত হয় ও বাধা অধুনা যে তাহা ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে অধ্যায়গুলিতে সেই ভাবে লিপিত হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন সম্পত্তির স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ঃ উত্তররূপে নির্দিষ্ট হইতে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সমুদ্রে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূমাদিকারীতে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কিত সম্পত্তির নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কতি নির্ভর করিতে দেওয়াই সংজ্ঞাসম্মত । কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম এই যে, একদিকে ভূমাদিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের কতি দিতে উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গণনমতে কোনজের তদারক্য সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কাথ্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আবার ভয় হয় যে দেশে যৌকদ্দমা সাধারণে ভূমি দিয়া যাইবে, ভূমাদিকারী ও প্রজার কুপ্রভৃতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, বিবাদ সাধারণ ও জাল করণের দ্বারা একাধিকরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে লভ্য প্রত্যাশা হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবীরা ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই লিফট প্রদান করিতাহিল। যখন লোকের নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্ট খাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাউতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিদ কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্তাধিত ক্ষত বর্জিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিতরণে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাছজ পায় না, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়ভেরা ধর্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়ভদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য বাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিস্ট্রী করা হয়; নেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা নাগা ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অসীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলি যাঁহতে পারি যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নগর হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যিক পুরণা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার পরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মাড়ে চাপান হইবে। যে কাষা প্রাণী অলম্বন করিলে ভূমিবিধিগত শ্রমীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নুতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদর্শে নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহিত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কক্ষচারী নিম্নলিখিত জমী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূম্যধিকারী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিগত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রামাচারক্বে ভূম্যধিকারী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কক্ষচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূম্যধিকারী নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী মনে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেশীয় আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কক্ষচারীদের কাষা পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আনবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের বালিকানা জমীর এবং সুবে বাঙ্গালা ও যোদনৌপরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদের নিজের লানকার ও খামার ও নিজ যোত ও গরুর ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভেরাজ ভূমির বহিকরণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের তাহার সহিত পাণ্ডুলিপি তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধারি চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূম্যধিকারী একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজানা ধায়া করার জমিদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কোঁক।

বাজানী আদারের সম্বন্ধে কোঁকর আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কাষাকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি যেহেতু ইহার সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান কোঁক আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থপ্রণীত হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব লগিত থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড প্রদত্ত করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে এত আদালতের

হারা করিতে হইবে, তাঁহার প্রতিপদে খাণ্ডা প্রকার নিবেদন আদে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হস্ত নাট হইতে শস্য অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উক্ত কার্য আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সমস্ত প্রতীকারই ক্রোড় আইনের মর্মে চণ্ডা উচিত। আবার ক্রোড় করিতে গেলে ভূস্বামিকারীর এক বার করিতে ও এত বিরক্ত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেতদূর ক্রোড়ী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে অসীমারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বারং প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধি আদালত পর্ষদে এবিষয়ে আপনাদের কল্পিত গবর্ণমেন্টে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদামুবাণের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদামুবাণের কল কার্যতঃ আমানিকে নিরাস করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাজারূপালিচ মহালে এক্ষণে যে কার্য প্রণালী চলিতেছে ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানা প্রতীকী অংশীদারী বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপীতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্তব্যের একটি বিধান ক্রমে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির মাঝে হয় ‘নজ উৎসাহ’ দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোন কারণ বলতঃ নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে আমি এই ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নবতঃ বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। এই ভূমির মালকাজীতে, অথবা যে ভূমির অন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তদুপস্থিত অন্য কোন সদর আয়গার অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে এই ভূমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুপ্রাণত্যাগ লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাউতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, বা গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, লম্বা গ্রাম সব-রেজিষ্টারীর নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্তলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্তঃস্থ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিসঙ্গত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে, এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দায়ীর টাকা জমা আদালত ডিক্রী দিবে এবং তৎক্ষণাত্ জারী হুকুম দিবে। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবে। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাত্ নিষ্পত্তি করা যাউতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদী হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই উহা ধার্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য করিয়া দিবে। এই দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা দখলী যত্নবিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার ডালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলদার না রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবেন। খাজানা প্রতীকী ভিত্তিতে প্রতিবাদী দিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটিতে আমার অনেক মহানার্য সভ্যসদস্যের আমার পরামর্শমত উপায় লম্বাহুত্বিত আছে বলিয়া বোধ হইলকিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি সম্প্রদায় ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাঁহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুরিচারের বাধাত ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকাৰ্য্য ও ঐ কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি তখন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটি নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা মন্থর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্টে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার আদেশ এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে প্রজ্ঞা না পাঠিলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র অনেক মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রহাণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইল, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটি যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্য স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে আর; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলম্ব বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কাগজপত্রালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটি হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার ধারণা হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহা। যে ব্যবস্থাপক সভা কাগজপত্রালী বিষয়ক আইন বিধিদ্ধ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে স মর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যরা খাজানা আদায়ের বর্তমান কাগজপত্রালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ১১৫ খাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিতেন। আর খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্বানন্দ হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাগ্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা এইরূপে নিষ্কণ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নিষ্কিট দখলী স্বত্বের অনুসঙ্গ
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তিন্ন দখলী স্বত্বানা রায়তকে ও কোর্কা রায়তকে উদ্বেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্ছন্ন্য কতি পুরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) তিক্তোভারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছন্ন্য বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতীবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমুহে যে কোন চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত্র

খোলা বিক্রয় বা বন্ধ দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রের উপর বিক্রয় করিবার সময়, বন্ধ বিক্রয় করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূমিকারীসহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কোন অসমর্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আদি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিভার্য্যপিতা বিভায হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অন্তর্গত, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে তারতবর্ষের উত্তরাংশে যেসকল সব একসমান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাযাহী এই অঞ্চলে মূল্য নব কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রসবন শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজারায় ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইল, সম্ভারত এই বোদ। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আরও বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যের খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তনই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজনার বন্দোবস্তই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, কতিমত মাণের কাটি নির্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগুণ অট্টালিকার আধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দু উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্যনির্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে দিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসনকার্য্যনির্বাহক গবর্ণমেন্টের ইচ্ছিতমতে চলিবে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯০ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের চেত্বান্দে লর্ড ক্যান্টালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় এরকারের সহিত ভূমিকারিদিগের যেখানে বসবাস এবং যাহাভীয় ভূমিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দায়িত্ব ও বারোদের যোগদান অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহারাজের মতে মাল আদালতে বলিয়া যে সকল মোকদ্দমের বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রিভিনিউতে ও তথা হইতে জিযুঃ গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিমা থাকিলে মাল আদালতের সেবাস্থায়ী দীক্ষিত-মান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূমিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হুকু অর্থাৎ যে সকল বস্ততে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিঃশঙ্কিত মনস্থির রাখিবেন না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অত্রভাষে এতদভাবিনা খাজিরিতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাংশে মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথস্থি থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দাবা ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অনাধার ভ্রম হইলে অন্যায়প্রস্তরের আশা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বলিয়া যে ত্রুটি দেন তাহাতে যে অন্যায়প্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাতল্য ও ভূমিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের ভাবের প্রজ্ঞা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাঁসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারী ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্বের টঙ্কর কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেণাধিপতির কর্তব্য এই যে ভূমিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অনাথা করণের শক্তি জাগ করেন এবং কালেক্টর সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা লগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হইত তাহা যে সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে একারে আদালতের শাস্ত সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুঃ গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোন্সলের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কংগার যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের প্রেচ্ছাময়ের বিষয় না থাকে এবং সরকারের সহিত ভূমিকারীদিগের ও ভূমিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের ভাবের প্রজ্ঞাবর্ণাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিলা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত বাবৎ কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অণ্ডর আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রজ্ঞাবা ছাড়া কার্য্য স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দ্বায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা; কিম্বা ভূমির মহাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্ত হইতে ভূমির অধিকারী হুকুম হইবেক এবং যে চাঁসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় ত্রিবিধ সকল সোপাই প্রস ও চেষ্টা যথোচিত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহা ১৮৮৩ সালে মনস্তত্ত্ব অধিক পাঠে।
পত্নী তালুক।

ভবানীদেবী এই পাতুলিপিতে পত্নী আইনের সম্বন্ধে আলোচনা করেন : এতদ্বারা কল্পিত যে কারণ নাই
কাজ নাই। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষাট বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার
অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থই চলিয়া আসিতেছে; ভবানীদেবী, পত্নীদেবী, আদালত ও আমলা সকলেই উচ্চ
বেশ বুঝে ; উহার ভাষায় অধিকার সম্পাদন করিতে গেলে যাঁহি বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও
পরম্পরাগত কথা লোপ করিবে, অতএব তাহা না হিলে ভাল, এত বচনান্তসারে পত্নী আইনের দাও ও বাঁধা
সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আরও এই মতের অনুমোদন করি
এবং আমার কছা যে পত্নী অধিকার এই পাতুলিপির দ্বারা পরিষ্কার দেওয়া হয়।

যে সকল পুত্র ধাররা এই পাতুলিপি গ্রহণঃ লিখিত প্রস্তাব উপর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিকাল
আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিয়াছি। বংশধরের পক্ষে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী
সংসদে যখন বিধির অধিবেশন হবে, তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিয়া দাওয়া করিব।

১৮৮৫ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাপ্রতিবন্ধক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সিজার হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভুলক্রমের যোগে বিধানের নিয়মাদীন থাকিলে, যোড়ের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাদীন থাকবে, এবং

(খ) তাহার সতি তদীয় ভূমিস্বত্বকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে মফলীব্রহ্মবিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোড় সম্বন্ধে সাধারণ মফলীব্রহ্মবিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তদীয় ব্যক্তিকে নিজ যোড় হস্তান্তর করে তাহা হইলে ভূমিস্বত্বকারী অগ্রাধিকার করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অমী একপে ব্যবহার করে যে উপা প্রজাপ্রতিবন্ধক কাগজের সম্পূর্ণতা অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও মফল হস্তান্তর উচ্ছেদের দায়ী হইবেন না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মফলীব্রহ্মবিশিষ্ট যোড়ের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুমত সাধারণ মফলীব্রহ্মবিশিষ্ট যোড়ের অনুমত হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অনুরূপ।

যদি একস্থলে ভূমি মিস্ত্রীকে অগ্রাধিকার স্বত্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহার স্বত্ব দেওয়া উচিত। যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কাগজের অনুপযোগ্য করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হস্তান্তর অনুমত বন্ধ কর্তৃক উৎখাত করা যায়, অন্যস্থলেও তাহা সম্ভব হইতে পারে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রাধিকার স্বত্ব মফলীব্রহ্মবিশিষ্ট আইনের শাখা। যেকারের চিহ্নেরা পূর্ণ ক্রমের স্বত্বের দাবী করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূমিস্বত্বকারীর অধিকার পরিহার অভিপ্রায়ে মফলীব্রহ্ম অবধারিত হারে খাজানা দিয়া তাহার মত হইতে ভূমিস্বত্বকারীকে অগ্রাধিকার উপাধি করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এক সম্মেলন ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ণক্রমের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানের সাহায্যে হইল।

একস্থলে লক্ষণকর ক্রেতা ভূমিস্বত্বকারীকে যেরূপ ভরসাক অনুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সে রূপ ক্ষেত্র সত্ত্ব করা সম্বন্ধেও সেরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যেরূপ অসমর্থ হইবে অপর স্থলেও সে রূপ অসমর্থ হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সতি যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূমিস্বত্বকারী উৎসাহ যাহবে।

যখনই ভূমিস্বত্বকারী পূর্ণক্রমের স্বত্ব অনুসারে কার্য করিতে হইয়া করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব থাকা করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের মোত বলিয়া আশ্রয় যোড় হস্তান্তর করিতে না পারে অথবা যদিও ভূমিস্বত্বকারী পূর্ণ ক্রম করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রাপ্ত পূর্ণক্রম পূর্ণক্রমের তর কার্য সম্বন্ধে আইনের চক্রে স্থল দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূমিস্বত্বকারীকে বাগ হইয়া হস্তান্তরে আশ্রিত করিতে হইবে। কারণ তর আছে যে যিনি তৎসম্পত্তি আশ্রিত না করেন, তাহা হইলে সেও লোকের হস্তান্তরপ্রাপ্ত হওয়ার অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব অধিকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পারিতেন এবং এই অধ্যায়ের কাগজ বোঝার পাঠ্যাদীন যোড় অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের চিহ্নদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূমিস্বত্বকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ হইত না, তথাপি অনুমান থাকা করিয়া আইনের চক্রে স্থল প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হানি-ত ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকাবিল নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটি অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিচিরা।

কোকাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মফলীব্রহ্মবিশিষ্ট রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে ভূমিস্বত্বকারী অপেক্ষা পরিণত করিলে ভূমিস্বত্বকারীদের বিশিষ্ট অধিকার হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতটা মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাস্তাঘাটের কথা করিবার জন্য বিশেষঃ রাস্তাঘাটের মধ্যে অতি কমই প্রণী অর্থাৎ রাইডের রাস্তাঘাটের কথা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে ভাণ্ডারগণীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোণী বিলির ক্ষমতা রাস্তাঘাটের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রাস্তাঘাট হইতে নেমার অর্থাৎ গাড়ীতে চড়াবার সে সেই দাঁড় করিতে হইবার পাঠ্যে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিষ্কারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহার ক্ষমতা অধিকতর করিতে পারে।

৪ম আশঙ্ক্য। এতদিন কোণী বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোণী বিলি পারিত্যক্ত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দাঁড়ি এবং এক প্রণীত লোক ভূমি পাঠ্যের জন্য তাঁ করিবার থাকিবে, যতদিন যাহা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপে বাধ্যকারিতা পাঠ্যে এক্ষণে এক প্রণীত লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগ্য হইতে কোণী পাঠ্যের বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রকটিত করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোণী বিলি চলিতে থাকিবে।

কোণী পাঠ্যের পক্ষে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এক্ষণ লীকে কোন না কোন রূপে জব্দার্থে আনিতে হইবে।

৫ম বিষয় শীঘ্রই এমনতর এক গবর্নমেন্টের গোচর আসিবে উপস্থিত হইতে পারে যে তাহার সীমানা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৬। ৫ম অধ্যায়—খাজানা রূদ্ধি।

সিলেক্ট কমিটির লোকের বিশেষভাবে মনোযোগিতা প্রদান হইয়াছিল, তাহার প্রধান অনুসারে বৃদ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বকালের পর টাকার তরফায়া পয়সা বৃদ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য কৃষককে প্ররোচিত করা হইবে।

অধিকতর যে কয় প্রকারের খাজানা নিশ্চিত স্থানের প্রচলিত হইবে তাহা অপেক্ষা কম হইবে। প্রথম দ্বারা তাহা হইবে ভূমি-উৎপাদন লক্ষ্য বৃদ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীভাবে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূমি দারী খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বৃদ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন ক্ষেত্রে পূর্বকাল খাজানার হ্রাসের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রূদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রূদ্ধি উৎপন্ন হইবে বৃদ্ধিত খাজানা মূল্যের সমস্ত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেক্ট কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে বৃদ্ধিত খাজানা-রূদ্ধি কোন ক্ষেত্রেই টাকার চাহি আশার অধিক হইবে না।

তু আশার কম বা তু আশা পর্যন্ত হইলে উহা সত্য বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, তু আশার অধিক হইলে পূর্বকাল পর্যন্ত পয়সা।

কোন যেতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হইবে অপেক্ষা অল্প এবং কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রূদ্ধি হইলে উহা পূর্বকাল হইবার উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত রূদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী হ্রাসপতন হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে রূদ্ধি হইবে আর নাই হইবে, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উৎপন্ন হইবে পঞ্চমাংশের সীমা পরিভাষ্য হইয়াছে।

আর্থনৈতিক রকমের আশঙ্ক্য খাজানা রূদ্ধি করা এক্ষণে আশঙ্ক্যের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আশা নিশ্চিতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এক কথা আকার করিয়া খাজানা রূদ্ধির সীমা পরিভাষ্য করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সচোচ ও সমস্ত রূদ্ধি করিয়া কমিটির আশঙ্ক্য সত্য খাজানা রূদ্ধির উপর যে বাধ্যজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই সত্য হইতে হইবে যে, যে প্রণালীকে যোত ভোগ করিবার অধিকারীভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহার যখন জানে যে, ভূমিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহার আদালতের ব্যতিরেকে অন্যায়সেই খাজানা রূদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূমিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎসাহিত বা বাধ্য করিয়া লইতে পারে, যে প্রণালীতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠ করা হয় তাহা নিজে রাখা নাই।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুজিৎকালে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা রুজি রেজিষ্টারী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইচ্ছা দেখিতে হইবে যে প্রমাণ ভাৱাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাণ্ড করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর ফলেই পঞ্চদশ বৎসর নীমা নির্দিষ্ট করার ভূমিাধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াও অমায় করিয়া লইতে চাহিতেন না। আমরা একা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে বিচারী প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিম্নোক্ত স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যৌত ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজিৎ যে প্রকৃত নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবলমাত্র আমায় আভ্যাস ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আমালতের বিবেচনার উপর কলিবা রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজিৎ করিয়া দিবার কসড়া আমালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আমালতের হস্ত পদ বন্ধন না করা উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—মখলী স্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অস্ত্রের কথা।

৬৪ ধার। (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রাষ্ট্রের খাজানা পরিবর্তিত হয়
 ৬৫ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রাষ্ট্র ভূমি ভোগ করিতে
 ৬৬ " (৩) } পারবে অধমতীর এই মর্মে।

বিচারীর মর্ম এই যে, যিগত ২৫০০ লক্ষ পাণ্ডার গেল যে রাষ্ট্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিত্বা এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

ডাক্তারী দ্বারা প্রদত্ত মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাভোগ পাটবে।

এই পাটুলিগির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মধ্যমা রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাটুলিগিরে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাংক্য় কিছুই নহে।

কর্মীতে এই বিষয় বাদামুদারের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এটী সকল কথা কোন গুলীত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করা হয় নাই; উক্ত দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শব্দের অভিধা কর হইয়াছে, এ উক্তির প্রভাবের দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাও বলা হয় নাই যাতে আমি আমার মন্তব্য যে যত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাটুলিগিরে উহা রাখিবার ওজর এই যে উক্ত বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনকার্য কর্মীকে প্ররক্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণপত্র প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শব্দের ব্যৱহৃত ভূমির মখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিাধিকারী পক্ষে যত কঠিন ব্যৱহৃত পক্ষে অসম্ভাব্য হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখায়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুমানিক আইনাবলীর কখনও এমন অভিধা ছিল না যে মোকদ্দমাদ্বারা ও ইন্সপেক্টরাদ্বারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যৱহৃত অধিকার ও অপরিবর্তনীয় হারে চিহ্ন দিলে অন্য ভূমি ভোগ করে।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোন প্রকার যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনও এমন অভিধা ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা প্রকার ক্ষমতা করিয়া জমিদারসমূহের ভূম্যধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং ব্যৱহৃতপক্ষে চিহ্নদিলে অন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূম্যধিকারকে আপন আপন মতানুসারে ব্যৱহৃত রুজিৎকালী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা কর হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছায়া ক্রমাগতই ততন অধিক হইয়া গিয়াছে।

এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা ব্যৱহৃতের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আইনের পাটুলিগিরে সন্নিবেশিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ অভিধা হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিত্তেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন ব্যৱহৃত করা সুবিচারসম্বন্ধে হয় নাও স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব ক্ষয়গাহে তাহা উদ্বেগ করাও অসম্ভৱ ও কঠিনতম হইবে স্বীকার করি।

যে সকল ব্যৱহৃত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অভিধা নাই হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, একদিকার দ্বারা মোকদ্দমা কর করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কাঁচী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল ব্যৱহৃত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং "জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিন্তু সুবিচার প্রদত্ত হইত। তবিশায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসামর্থ্যতায় এ নিজের কাছা দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, তবিশায়ে যাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অস্বতঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল যাত্র মোকররীদার ও ইন্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিধি দ্বারা তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সাল বন্দোবস্তের দার বৎসর পূর্ক পর্যন্ত তাহার স্বত্ব সাবাস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষক্রেতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা ভাস্করদার বাসেন্দা রায়ত, ইজারার দীপকাল দখলজন্ম অর্থাৎ জমিদারি, আর পাইকদার রায়ত বা ইজাদীন প্রজা। ৬৭ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের সর্ব প্রথম পাইকদার রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য; এই আইনে এই সকল বিধান বিদ্যমান হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশায়ুকৃতিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাইক পাইতে স্বত্বান্বিত হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের মত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবুত মোক সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাস্তববাদ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উক্তের ও সুগমতর বৃত্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এরূপ অনুমান করার তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা পুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী ভালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টী কাযা চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমরা নিবেদন এই যে, যদি কেবল বা বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে বেক্রপ গিয়াছি সেজন্য বর্তমান আইন ছাড়িয়া যাইয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বল হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়তের পক্ষে স্বত্বসাবাস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই যাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন ছদ্মবোধই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ বা পার নহে। বড় পুরান আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অন্তর্কুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কঠিন বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অন্তর্কুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কঠিন করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়তের টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম মুজারপে পরিণত খাজানারও বাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রত্যবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আদালতের বড় দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আদালত এ বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছে ।
একত্রণ বিধিবদ্ধ করাও বাহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও একত্রে টাকার খাজানা
দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই তা এই সকল বিধান ভূমিধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা
আর দৃঢ়তর অধিক কঠোর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক বহিল না, তখন রায়ত বা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।
স্বত্বের নিম্নে প্রাপ্তকরণ ও হারের বন্ধোবদ্ধ করণের অধার অমূল্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল যোকদ্দার যোকদ্দার প্রাতিত হইয়া যাইবে ও জমী
দারেরা উৎসন্ন হইবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা সুত্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অমূল্যের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুকলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রকের সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অবস্তুর বিভাগ ।

পাট্টানিগিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিধিও যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া মাধ্য কার্য্যই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে অনিচ্ছ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধিও যোতের অমূল্যের মধ্যে ছিল না । অসংখ্য স্থলে আদা-
লত ভূমিভোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূমিধিকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরপ্রার্থীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরপ্রার্থীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিক্র হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীসম্মত বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলার ইহা প্রাপ্ত অবধারিত হইয়াছে, আইনসিদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে,
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে ।

আইনসিদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

এক্টে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে হইলে আইনসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূমিধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের ধর্ম ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে অনিচ্ছ এবং তাহার নিজের
বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্টে যে
কার্য্যপ্রণালীর শিক্ষা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে অনিচ্ছ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের যেমন টানাটানি তাইবে ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অনিচ্ছ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে
তাচার যোতের একত্রে খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের খণ্ডণঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমিধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অনিচ্ছ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূমিধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অসুবিধিত দেওয়া ।

ভূমিধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অমূল্যে বেরূপ শর্ত তদ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত তদ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া আমি উহারই অমূল্যে মুক্তিবিশ্বাস করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অমূল্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূমিধিকারীর অসুযোগে, বহুসংখ্যক রায়তের অসুযোগে, অথবা
বিবাদ দিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্ধোবদ্ধ করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে শুধুমূল্যে মহালের অসাবধী দ্বিধ বা নিষ্কর করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জমা ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূমিধিকারীর খাজানা রুজি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেস্থলে ভূমিধিকারী খাজানা রুজির জন্য দরখাস্ত করেন ও রুজির অসুবিধিত হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

- ৩। যেহুনে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন বাই, তথায় ইহা থাকিবে।
- ৪। যেহুনে কিয়ৎসংখ্যক রায়ভেদে অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা থাকিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রাযভেদে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জনী-
দার বাধ্য হইবেন, না তন্ন, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়ভেদে পক্ষেই থাকিবে। অতএব ইহার
এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়ভেদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী
করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেসকল সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ মল বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল হুলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা
সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল হুলেই থাকা উচিত।

ইহার হারায় দখলীস্বত্বহীন রায়ভেদে দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিলে
একটি অভ্যন্তরীণ অধ্যায় অত্যাচারের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১ম অধ্যায়—দায়।

অবশ্যে যে বিষয়ে আমি কমিটির সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত তির বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা
করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়ভেদে পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে বখশ বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন ভালুক বিক্রয় হয়,
তখন প্রথমতঃ তাহা রেজিষ্টারী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট
যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিওতে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডু-
লিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া
আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

ভালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটির এইরূপ বিবেচনা।
আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়ভেদে ভালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, যোকদ-
দার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান থাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় দানঞ্জুর
করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলী-
স্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, মেলাদারের, বা ক্রেতার কাহার
কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন কতি হয়, কে কতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একজনংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ
করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাজারমন্ত্বের কতি করা হইয়াছে। যে
হুলে সে অল্প হুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে হুলে তাহাকে অধিক দুঃ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবস।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপি কলকাত্তা বিধানসভার উপর সিন্ধুট কমিটির অধিকাংশ সভার ন্যায়
সভার সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসভার একমুখ্যেয় সংশোধিত হইয়াছে, সিন্ধুট কমিটির অধিকাংশ সভার ন্যায়
আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যিক যে আমার বিবেচনার
কয়েকটি বিষয়ে প্রচার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার
যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন হইবার মূল্যরক্ষির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল,
তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র সরাসরি প্রযুক্ত রক্ষি প্রস্তাব করার আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকারী এই বিষয়ে
অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার শাসননীতি ভুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রাইডের সময়
খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা বৃদ্ধি এই কথা খাজানারক্ষির একটি ত্রুটি বালিয়া রাখা হইয়াছে :
এবং বাসেক্ষা রায়ত তিন্ন অর্থাৎ রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকারী কত খাজানার
দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেক্ষা রায়ডের সময়েও ভূমিকারী
পূর্নতম খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষি দাবী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা জমীনা চাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা
রক্ষি দিতে পারে তাহার চার সীমা পর্যন্ত খাজানা বাড়িয়া লইতে পারেন এমন বিষয় আমি এই সকল ধারার
ভূমিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিযাচ নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূমিকারীর হাতে
পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল সোঁত বিলি করিবার সময় আসবে তত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন
সিন্ধুট বোম্ব হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল হুতন বলাই গাঙ্গ-
দিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে একটা নহে, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় যাহারাই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই
কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলকল বার দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশ্যন
বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠিয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেহেতু ভূমিকারী শাসন অপেক্ষে খাজানা মুদ্রারূপে খাজানায় পরিণত করি-
বার আবেদন করেন সেহেতু প্রচার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারার উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই।
এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপে খাজানা ভূমিকারীর পথকর বিধানে
এ সোঁতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ভূমিকারী সন্তোষের
ধরিতা যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার সমস্ত দাবী করিয়া যদি মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া হয়, তাহা হইলে
চামকাযের সমস্ত স্বার্থ প্রজ্ঞা প্রচল করে এবং বিবেচনার তাহা হইতে বিলকল বার দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশ্যন
যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে একটা বাঁধ
দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেভাবে কথা লেখা করা হইয়াছে,
তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলকলরূপে উল্লেখিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিত্যাগ
করিয়াছে এই ওতরে তাহাকে তাহার বোঁ হইতে বন্ধিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা
কল্প করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল জতি অংশই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার
কাগজালম দখলীস্বত্বশূন্য রায়ডের দখলত সোঁতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট সোঁতে উহা বিক্রয়
করার জতি অংশমাত্রও কারণ নাই, কারণ এত সকল স্থলে বাকী খাজানার নির্দিষ্ট বোঁ বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা
ভূমিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ড্‌স।

এই প্রস্তাবে প্রকাশ করে যে, "রাইডেরা কালের সময় যে মূল্যে বক্রত কবে সেই মূল্যে দিয়া প্রথম অলাবোণে
ভূমির মেট উপর হইবে আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, বক্রিত খাজানা কোন স্থলে তাহা পঞ্চাশের অধিক হইবে না।"

প্রভাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত করিবার অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রণয়ন হেতুমূলে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের জমিদারসংক্রান্ত

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নীর ২১ প্রকরণ ।

আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা
তদনুযায়ী দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্ব্যবহার সন্নিবিষ্ট করিতে সক্ষম একরূপ সজ্জিত-
পত্র কুমকদের হস্তে ভূমির চাষকাণ্ডা রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশ্বস্ত-

তার সুন্দররূপ রক্ষি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না । আর যে
অভিপ্রায়েই লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেই অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না একরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে বাইতেছে হই-

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নীর ২১ প্রকরণ ।

তেছে । উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ একরূপ
প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনীয় নহে বলিয়া নিম্না করিয়াছেন ।

ভূমাদিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও চেষ্টার মধ্যে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসমতার
সভ্যদের নিকটে পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
আকার করা যায়, তথাপি কোনও প্রকৃত বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেহারে প্রতিযোগিতার
অভাবহারে রাইসদের স্থানে খাজানা দেওয়া হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃক অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্বে খাজানার
জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাইতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাইসদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য ।

ঈষদ ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৮২ সালের ১০ আইনের মূল প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান বাইতে পারে (কিন্তু আমি দেখার সম্বন্ধে নির্ভরসহকারে একথা স্বীকার করি, এবং আমি
এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই) তাহা হইলে প্রভাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমাদিকারী বা রাইস তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না
এবং জমিদারদের ন্যায় আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে
ইহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যপ্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অভাব্য বিপ্লবজনকতাবের প্রকরণপত্রসমূহ
সংবিধিত হওয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমাদিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে । সভা বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমাদিকারীদিগকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা নিরন্তর
নির্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমাদিকারীদিগকে যে নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধেয়
হইলে, কাহাতঃ এই নির্দেশ বাতাব্য করা হইবে ।

কতিপয় ন্যায় এক শ্রেণীকে তদীয় নিষ্কারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য একরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ হইয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি
যে একরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই । একরূপ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে একরূপ কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অদ্যাবধি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এবিষয়ে মিলন মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও ফোর্ট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপ
সম্পত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নিষ্কারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
ভিত্তিতন্ত্রণ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রভাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব্য ও
অস্থিরতা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পত্তী কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত ভায়ে নাই ।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রভাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে সুত্রানুসারে ব্যবস্থাপনকাণ্ডা করি বলিয়া অনুমান হয়,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই সুত্রের বিচ্ছিন্ন । আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ বঞ্চিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্রে গ্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহায়ে অবস্থান ও অবস্থার অধিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রকার নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথাই উপর অধিক নির্ভর করে। এমনকি তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে আরও অধিক-তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এমনে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়চন্দ্রের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত প্রতিকারসূত্রে প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তিনি কেহই যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত নতুন পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নিষ্কারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তর, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে গাহানের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক প্রার্থী; এবং স্বতাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহই বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূমাসিকারীর স্বত্ব জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূমাসিকারীদিগকে “ উপস্থিত অন্য কতিপয় পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের ১০ পত্র ভূমাসিকারীদের স্বত্ব সম্পর্কীয় প্রস্তাব তাহা করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহার মিলেই কমিশ্যার বিবেচনা কালে বিবেচ্য হইবে; স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অবস্থাপাত অনুসন্ধানের মূল বলিয়া উক্ত কমিশ্যার সমুদ্রে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং টিক ৬টি মাত্র যে মূল্য লিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে ন্যায় বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার কামনা মনে হইয়াছিল যখন বক্তৃত হইয়াছে তখনদি এতদর জমিদারেরা মনোভাৱে ইহার সম্বন্ধে অস্বস্তি করিয়াছেন। কেহও ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপি বিপ্লবজনক প্রকরণগুলির উপর বোম্বারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার প্রদেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রণীত আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ মাসে যখন রাজা দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিকের মতে যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রভাব বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূমাসিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দেশী প্রভাবশালী রায়চন্দ্রের সহিত যেদিন কোন মূল্য জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দেশীয় স্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে মূল্য সুবিধা করিয়া দাখিল প্রদান করিবার স্বত্ব সম্পর্ক রায়চন্দ্রের অন্তর্গত প্রথম এইবার নিয়মাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূমাসিকারীকে স্বাধীনতার স্বার্থে সুবিধা করিয়া দেওয়ার পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শক্তকরা পাঁচশ টকা স্বাধীনতার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে হাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নিষ্কারিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমিদারদের বিশেষতঃ এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি শ্রী বসিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও কোমার জমিদারের জীমতী মতের নীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রক্ততত্ত্ব এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রভাব স্থাপন করিয়া তাহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট উক্ত দিগকে তাহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চিন্তা তাহাদের স্বার্থ বিধি হইতে চাহিবেন না অথবা ইচ্ছা করেনও করিবেন না।

এরূপ অবস্থার যাহা হইবে আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারী স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমিদারদের স্বত্বাভাব তাহা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্র ৭০ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অবলম্বন করিবার পূর্বে জমিদারদের স্বত্ব সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমিদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাহারা এরূপ ব্যবস্থারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট উক্ত দিগকে বঙ্গদেশের অর্থগত ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগত ও বিবেক শূন্য যদি তাহা হয়, তবে হঠাৎ প্রায় দেশীয়ায় রক্ত কোমার আমাদের লিখিত কি এমন কোন স্থিতিস্থাপিত বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে ঐতিহাসিকভাবে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন বিতর্কিত ঘটনা বিরল আছে কি বাহ্যতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উজ্জ্বল আমলের ব্যবস্থাপক সভার উপদ্রব জন্ম কতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ান্তগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেয়ীরা ইহার কথা স্বপ্নেও তাবেন না? বঙ্গগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহাৱে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হারে থাকিলা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে উজ্জ্বল ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা চাইযে, কিছু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের উল্লিখিতগত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, অমিত্যেরো বাস্তবিক সংস্কার অত্যাচারী ইচ্ছা দেখা দবার ক্ষিত্রীতি ঘটক দিবণে প্রাণ বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাও। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে আরম্ভের সমুদয় সমীচীন রাসতনের মতলীষই থাকিও এবং জবাবদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তন্মিত্র কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিনেট কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাতিল হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে২ বিষয়ে
আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন২ দলসমূহে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই২ বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

খাদ্যের সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিগুলির দানকুবানে আদালত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরত প্রমাণ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে অধিবাসনগণকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণ-মন্ডের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিসের অধীনস্থ ও রায়ত ও গণ-মন্ড সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তিকল্পিত হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিসের অনেক মতভেদ আছে। যদিও আদি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাণ্ডা অতি পরিষ্কার, এবং তাঁহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে অধিবাসনের প্রকৃত-পক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যে রূপ কামনা করেন তাহা হয় কোনরূপ খাদ্য-সংক্রান্ত নথি নহেন।

আরো কেক কেক আছেন যাহারা ইচ্ছা হাড়াইয়া শান ও বনেন যে স্ত্রিকারী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে
জীবনের প্রেরণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে ভাংরা কেবল গবর্ণমেন্টের আশ্রয় আশ্রয় করিতেন। এই সকল
কথার উত্তরস্বরূপ আমি ইচ্ছা করে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খণ্ড সময়ে অনুবাদ দিলাম।
মুসলমান সম্রাটের সৈন্যদের ৩৬টি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময়ে দিবাভিলেব। এই দুইখণ্ডের মধ্যে এক
খান ভোমশ্বরের বা ভোমরাটের রাজবংশকে ও অন্যখান দ্বিতীয় রাজবংশকে দেন; ইহ ইহা স্পষ্ট প্রমাণ
কর্তব্যে যে, অন্ততঃ দেশের কোন অংশে বা দেশের কোন অংশে যে স্ত্রিকারী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নাহ,
ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

১৯৪৭ খ্রিঃ সালের ২০ জুন তারিখে আইন নং ৩৬ প্রণয়িত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণে আইন চুক্তিতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা ইংকুটে ওর উপায় লোভতে পারিতোহিন। এ অংশটি এই রূপ।—

[illegible]

সার জন শোর সাহেব জাপানার বহুদালিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন ।—

‘‘আমি জমীদারদিগকে ভূস্বত্বমালিক বা স্বামী জানি করি। তাঁরাই আপনাদের যত্নে বা বন্ধনুগণের উত্তরাধিকার স্বত্ব এই জমি রাখিবে পাঁচ বৎসর এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিবে। রাজা নান্যরূপে তাঁরা দগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে চাহেন না। কিন্তু উত্তরাধিকার পরবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকক্রমে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই দশ বৎসর মধ্যে উক্ত ভূস্বত্ব জমিদার দেওয়ানী শাস্ত্র চইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমীদারেরা কার্য্য করিতে ন।’’

চিরজীবী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শেরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। জাতির যে সেলোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি জীযুত ডগ্লাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পক্ষ দিরাই বলেন।—

"অমি ইহা নিত্য জীবনক বিবেচনা করিয়া য়ে, যোঁই সব কষ্টের সহিতে এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হইয়া উঠিত, আর এখন জন্মের ও বিবাহের ব্যবস্থার সুখের বিবেচনা কালে পাটলাঘরকে জাহা, অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি যয় জামার সহিত উনবৎসর দশ দিন এক থাকিয়া কেবল এই কাঁচের আঁত মনোযোগ দিতে লগ্ন হইলেন। এই সময়ের অনেক

কাংগ্রেস চার্লস ওয়ার্ট সাহেব আশীর্বাদে সজ্জা ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথোযথোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আশীর্বাদে সজ্জা একমত হইলেন। দেখিয়া আশীর্বাদ হইল। এই নিমিত্ত আশীর্বাদে বেরণ ধারণা হই-
রাছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী ছিঁড় করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাইল। ”

রায়ভদ্রের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-
তেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহার। যে স্বত্বভোগ করিত, সেই স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ
বখার্ব কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহার। আপন-যে হস্তান্তর
করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবদারিত হারে
রায়ভদ্রের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্বাতিত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-
দেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম বা অন্য সমস্ত খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া
সংজ্ঞাতি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাদ্যাদির হার নিয়মিত হইত।

আমি এখানে এই বিষয়ে সার ভন শোরের লেখা চাইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়ভদ্র বহুলাংশ দখল করিলে ভূমিতে মধ্যমীয়াশ্রেণী হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া
দেওয়া বাইতে পাবে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহার। ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পদ্ধতি-
নামে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব চাইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্ট চাহার। রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমিদার-
দের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়ভদ্রের স্থানে এই বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাহার। কার্য্য করিয়াছেন। ভূমি
মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়ভদ্র এই স্বত্ব ভূমিীর স্থানে প্রাপ্ত
না হইলে, রায়ভদ্রের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিলার বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনার খাজানা গ্রহণ করা হয়, তদ্বার ভূমির খাজানা জানা হইয়াছে।
নির্যাসিত হইয়াছে, এবং কোন জিলার প্রত্যেক গ্রামের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন হয়। এই সকল হার দ্বারা হয়।
কোন ভূমিতে বৎসরে দুই কলস, কোন ভূমিতে তিন কলস অথবা চার কলস, পান, তামাক ও আদ্য প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক
ক্রম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং
চৌদল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসলের উপর আবহাওয়া বোঝা করা হয়, পরে মূল্য
নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে বেরণ মাপ হইয়াছে তদনুসারে হারভেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সাধারণতঃ
কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি লব্ধি চলে যায় দৃঢ় করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সমস্ত খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শস্যদের
এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা দাঁড়িতে যে তৎকালে তাহারা তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান
উৎপন্ন ব্যবহার মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা চাইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম।
তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাল্‌সের উল্লেখ করিতেছি।
ইহা সুবিধিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা
হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকী-
স্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূমিীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি
বিবেচনা করি, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা একটা বিষয় ত্রুটি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সৃষ্টি
করিয়া ও তাহাদিগকে ভূমিীর বলিয়া নির্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমি গবর্নমেন্টের পক্ষ রক্ষাকরণমতর যে সকল
মালিকী স্বত্ব দিবার অধিকার ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পক্ষে তাহার ছিল না, সেই সকল আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি।
পূর্বে হইতে অনেকের যে আশঙ্কা ছিল, আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূমিীর সৃষ্টি দ্বারা নিমিত্ত সেই আশঙ্কা নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের
ছিল না। যদি পূর্বে অনেকের ছিল এমন একটা ক্ষেত্রও তাহাদিগকে আইনমতে বা বাধ্যপন্থে নিতে আমাদের অধিকার ছিল না।
কিন্তু তাহাদের জমিদারীর অন্তর্গত প্ৰত্যেক ক্ষেত্রে গবর্নমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, তাহাদিগকে সেই স্বত্ব নিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম।
এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে তাহাদের অনেকের স্বত্ব হারা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলাম।
এইরূপ করিতে পুরাতন চৌদলীমালিক ও মালিকদের যে সকল স্বত্ব ছিল যদি ও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হই
বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করিতে আমাদের আপনা আপনি সজ্জিত হইয়া উঠিত, তথাপি আমাদের এই ভূমিীর নিজ
স্বত্ব বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাহা বলাইয়াছেন সেই চাহা ও ভূমিীর পরস্পর যে
নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মতি হইতে
আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূমিীকে তাহার সমুদয় ব্যয়সহ দিতে চাই। আমি, যখন
ভূমিীর দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা তিনভাগ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ
অতিরিক্ত আদায় হইবে না। এরূপ অতিরিক্ত ছিল যে, তাহারা প্রকৃত ভূমিী হইবেন এবং যে স্থলে অনেকের পূর্বে স্বত্ব
হয়, সেই স্থলে তাহারা ভূমিীর অধিকার ও তাহাদের ভূমিীর লোকই উচিত। কিন্তু যখন অনেকের স্বত্বের কারণ অধিকার, অর্থাৎ
আইনমত অধিকার আমাদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূমিীর দিগকে দিই নাই, এবং আমাদের সৃষ্ট ভূমিী-
দের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূমিীর দিগকে ও স্থায়ী স্বত্বভোগাদিগকে রক্ষা করিতে পারি।”

আইনমত এইরূপ বিধানীর প্রশ্ন সম্বন্ধে চাই কোর্টের অজ্ঞার, আডবোকেট জেনারেল সাহেবের ও গবর্ন-
মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আদালত বাবাসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল
হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেকোন স্থিতিরূপে বিষয়ে, উক্ত এই
বিষয়েও বিশেষরূপ সম্মতিভাব দেখিতে পাঠ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটা প্রধান চাহা দিবার স্থল,
এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যায় তাহাতে পারে, সিলেট কমিটির তাহা পাওয়া
নিষ্ঠার্ত্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোন মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগণ্য হইল। বালিকী স্বার্থের একাংশমাত্র নিবন্ধ। প্রকৃত ভালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আবিষ্কার বিশেষ প্রয়োজন দেখিয়া। তাহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি জমীদারপত্তীর্ণ অস্থিত: আপনাদের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ভালুক ও পেটীও ভালুক সম্বন্ধে ১৮৩৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের দ্বারা ব্রীতিমত পুষ্করিণী করণ অধিকারকে পারিভাষ্য; কিন্তু এত বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায় তা বুঝিতে পারা হইল না। আমার ন্যে সমস্ত ভূমির অধিকারটি লুপ্ত করিয়া লেখা উচিত, ১৮৩৯ সালের ৮ আইনের দ্বারা অধিকারকারের দ্বারা উচিত এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাথমিক বিধানগুলি উক্ত ভূমি লুপ্ত হইয়া উচিত।

দখলীস্বত্ববিধি কৌল কোল রায়তকে (অর্থাৎ যাহার কৌলী দিলকরে ও যাহাদের দখলে একগত বিহার অধিক জমা থাকে তাহাদেরকে) ভালুকদারের পক্ষে, সাফায়ে বা পরস্পরাভাবে উন্নীত করার, আমার মানবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যে মূল ব্যবস্থা স্বীকৃত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রায়তেরা জবদারী হইতে ভূমি ভাগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের ন্যূনতম কর নিষ্কারণ অধিকার বাণী থাকিলে। আদায়ের সুবিধা করা ভূমিধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিজ নিজ দপ্তরে থাকিলে যত্ন সহজে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া শ্রেণীবিশেষের ভূমিধিকারীরা যত কেন অভিযোগ করিলে কল কল না। আমি এলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গলের জমীদারেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে এক মত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাহারা বরং বর্তমান অধিবেশ: ও কতি ভোগ করিতেও সক্ষম। কিন্তু যদি আটন পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইচ্ছা নাহি ও বিচার সিদ্ধ যে, ১৮৩৯ সালের ১০ আইনের ন্যূনতম যে দেবিধানে উক্ত মত কল্পনামাত্র। তাহা করিয়াছেন জমীদারদের অন্যের ক্ষতি করিয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত কর উচিত। প্রজ্ঞাপন এইরূপ হইলে বিশ বৎসর ভাগ করিলে জমীদার অনুমতি দে অসম্মত হয় তাহা উদ্দেশ্য হইতে সক্ষম হইতে পারে; কারণ যে কোন প্রজ্ঞা ইহার প্রাক্তন দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর পরিবর্তন করিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও এইরূপ হইলেও মত কাল একরূপ থাকিলে দিলে এইরূপ অনুমান হইবে যেই কাল রক্ষা করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন এই কারণে অসম্মত আশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমানে আকারে এই অনুমান বর্তমান জমীদারের নিশ্চিত ও অনুচিত ক্ষতি হইতেছে।

১৮৩৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৪ ধারা দেখ।

মানবর জীবিত বেনগল সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন দপ্তরালিপি ত যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মানবর দায় দায়দার তাহার লিখিত ভিতরতে পুষ্করিণী তৎপতি হইলেও আকরণ করিয়াছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজনা সংক্রান্ত কমিশনারের সভাপতি জীবিত ডাম্পির সাহেবও তাহার ১৮৮১ সালের ১৯ মে তারিখের অন্তিমো ভ্রমণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যদিও মানবর জীবিত বেনগল সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পির সাহেব যে মতল বুঝি উৎপাদন করেন, তাহা অসম্মত নাহি। এইরূপ আইনমত অনুমতের প্রকৃত কাল রক্ষা করা হয় নাহি, অসম্মত হইয়াছে, অর্থাৎ সে সকল প্রকৃত

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা সাংসদ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সহজে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিবেচনার ১ বাণ. মের ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

আছে কিন্তু যাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপে জমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাবাস্ত না করিয়া অধিগতন স্থান ন্যূনতম স্বত্ব স্ফুটি হইয়াছে। মানবর জীবিত বেনগল সাহেব এই যে চেতু ভ্রমণ করেন কোন

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা সাংসদ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সহজে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিবেচনার ১ বাণ. মের ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

যে তাহা পরিষ্কার জীবিত ডাম্পির সাহেব অনুমান স্বীকৃত পাঠটি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ বাণীতি স্বীকৃত এই চেতু পরিষ্কার। ছেল যে, "বঙ্গপুষ্করী নীলাম দ্বারা বিক্রয়ী বিক্রয়ী নিকট হইতে কোন খরচের কোন মজদার পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরচের জমীদারী কাগজপত্র কাগজপত্রে না বসিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কাগজ: ৩০ টি নিদেয় করা হয় সে, কোন প্রজ্ঞা থাকিলে পরিষ্কার দিলে বিশ বৎসর ভাগ করিলে অবশ্যিক হইতে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।" জীবিত ডাম্পির সাহেব সাধারণ বাণীতি স্বীকৃত চেতু পরিষ্কার এইরূপ আর একটা স্ফুটি দাখিল যে "চল করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাচে চাপিয়া যায়" এত ভয়ে উক্ত বিধান হেতুক ভূমিধিকারীদের বিশ বৎসর অন্তর থাকিলে হুজি করিবার সৌকর্য্য উপস্থিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—দখলীস্বত্ববিধি রায়তদের সম্বন্ধীয় বিবি।

এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রকৃত ৩০০, প্রকৃত চাষী ও ম. বর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে আশ্রয় প্রাপ্ত আছে, ইচ্ছা তাহাদের মনে রাখা আবশ্যক। তাহাতে কৃষকের স্ফুটি হইতে হয়, তাহাতে জমীদার সম্বন্ধিত ও সত্য হইত। কিন্তু চাষীকে নিস্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা দ্বারা আশ্রয় করিতে পারেন, তাহাই উপর তাহাদের স্ফুটি মিতর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অনাবশ্যক অভ্যন্তর এবং তিনি থাকিতে কেবল অবশ্যগত অসুবিধা হইত। প্রাচীন মেণ্ডার কিংবা পূর্বে কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা কৃষকদের নিমন্ত্রণ ভূমি দখল করিয়া কৃষক ভূমি হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কাগজপত্রে জমীদারী প্রণালীর বত কিছু দেখা ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের শারসংগ্রহ দেখাটিকা থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ইচ্ছা দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের নীতিক পাবকন কমিতে হয়, তবে আমাদেব কুমিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে দণ্ডিত দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্বৎসব সহ্য করুন সক্ষম, এরূপ যে সক্ষম এর কৃশকল” নৃতি-বিবাহ ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎসাহিত সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের হইত্তর প্রভাবকক। কোনও বিশেষ তল কোর্সী লোকসকল হইতে দ্বিবার আশ্রয়তা স্বীকার করিও আমি বিলক্ষণ সম্মত থাকি, কিন্তু সেই শ্রেণীর বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থান কৃষিকার্য্যে ভূমির দখল দেখয়া থাকে, সেই সকল স্থানে প্রজাতি দুই বা ততোধিক বজুর দ্বারা একত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, তৎপ্রস্তাব এইরূপ নিয়মাবলী থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা ব্যয়ত ছাড়া অন্য কাছাকাড় ইচ্ছা নহে, কিন্তু দ্বিবার আশ্রয়তা প্রদে চাহি না। আমি করিণীতে যে সমস্ত শ্রমের প্রস্তাব করি, তৎপ্রস্তাব দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রীলিতেও নাবালগ প্রভৃতির বেশী সমুদয় যোগ্য কোর্সী শিল্প করিবার অগ্রমতি দান স্বতন্ত্র সংশোধননী বিচিত্র কইবা হইত, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এরূপ চেষ্টা করিয়া দিতে হইবে, এই সমুদয় অন্য সংশোধননী প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ কথাই উত্তম প্রমাণ যাঁহকে যে কোকো দিলি এবং কখনো সারনাথ হইয়াছে, এবং ক্রিস্টিয়ানীত্ব আনয়ন।

The Zemindari Settlement of
Bengal বাম্বক জমিদারীতে জমীন্দারদের
বিরুদ্ধে সংকল্পিত পত্রিকার ১ বাসিমা:
৩৫৭-৬০, ও ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় ইহা এককী
ভাষায় উদাহরণ দৃষ্ট করুন, তাহাতে
অনেক সরকাণী ও বে-সরকাণী লেখা
উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলমেগ সম্বন্ধে মধ্যাঞ্চলীয় প্রজারা সমাপেক্ষা দারী এবং যে রায়ত জমিদারের অধীনস্থিত স্থানে জাহাজ, তেলের অথবা চোকা বা কলারত রায়তের কণেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অপরায় মধ্যাঞ্চলীয়রাই রায়তের চলকো চালকায়র ও শাভানায্যৌর পক্ষে উত্তর করিলে, এবং কুবক ছাড়া অন্য লোকদিগকে মধ্যলক্ষ্যে বা প্রকার দ্বয়ে মধ্যাঞ্চলীয় লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বক্তৃতা মনঃসংযোগ প্রদর্শন করিবার চাইবে মাত্র। বরষা কোন এক্ষণে সুবিধে মধ্যাঞ্চলীয় লাভ করে না পারে, এই নিমিত্ত বঙ্গীদার জাহাজকে ইচ্ছাপূর্বক একতরফী করিতে থানা জমীতে চালান

করে। আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের যে ক্ষাতির হ্রাসে রায়চৌর রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া মিলেটে কমিশনী বরাতের প্রকৃত্ত্বের এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেথেন্তে এক্ষণে ভাংরা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাংরাই অবশ্যতঃ ১০ বছরের প্রকৃত্ত্ব ভোগ করিয়া থাকবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত্ত্ব অবস্থার বিকল্প সংশয় নাথায় উপায় জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই। এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এষ্ট প্রদেশে বর ১০ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিম্নতর শিকস্তী ও পরস্তী বিস্তৃত। এঃ প্রদেশের সীমা এমন স্থানে সর্বত্র পরিষ্কারি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করার প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থত জিন্মা সমূহে ভূমির উপর নৌক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসময় জমীর উপর দামের আক্রমণ হইতেছে ও প্রায় হইতেছে; একপ দলসংখ্যার পাটকল কৃষক জাহাজ দ্বারা প্রসিক্ত যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বসবাস করিয়া থাকেন সকল দিকে আগুনাদির ভাণ্ডা পত্তীর্ণ করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপায়ক হেতুতে পুরাতন রাজতত্ত্ব ইচ্ছাপূর্বক আগুনাদির দ্বারা বহুক্ষয় করে; এই সকল কারণে প্রতি বৎসর অনুমান ১০০০০ একর জমি হারিয়া যায়। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত চিারক, নৌকদমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রকৃত্ত্ব অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে কেবল তথা চাহে (এইরূপ অনুমান করিতে কোন নাকে বাধা বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রদেশে এক সমস্ত ভূমিখণ্ড কিয়া অনুমান তাহার কিরূপে প্রকৃত্ত্ব ১০ বছরের দখল করিয়াছে।

সকল ব্যয়ের দায়ী হইত অর্থাৎ, এই প্রভাবিত অনুমান বৃদ্ধি, আদি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিয়া, সেই স্থলে ব্যয়ের দায়ী হইত না তাহা সলভ দীর্ঘকালের বা টিকানালের মধ্যে প্রাপ্ত অনুমান ঘটন করা আমার প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া দি বলা করি।—

[illegible]

୧୪-ଏହାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ନଗର ନିକଟରେ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ନଗର ନିକଟରେ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

কেন দা'পীন্দ্র বাগীচের রিভেল হো'তে পরিধান প্রাপ্ত হইয়া
 ডাক্তার সাহেব প্রত্যক্ষ করিয়া শুধু একবার মাত্র তাহা দেখিয়া
 প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া
 তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া
 তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া
 তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া তাহা দেখিয়া

[illegible]

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্রে ক্রয় করিবার অধিকার কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জাঃ সাইন্সভে যে, এ দেশের সুমি সংক্রান্ত চীনের ব্যবস্থাক্রমে, কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি

“ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রাষ্ট্রেরা বহু কাল দখল করিলে ক্রমশঃ দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় ও তাহা নিশ্চয় উঠাইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার বা বহুত্ব দিবার সম্ভাবনা হয় না।” শেং সাইয়েবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মন্তব্যানুসারে; হারিফটম সাইয়েবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

উক্ত বর্ণনা শুদ্ধ, তাহা পায়ত খাপ বিক্রয় করিবার বা বহুত্ব দিবার ক্ষমতা ছিল না। শেং সাইয়েবের মত হইলে তাহা চীনের চক্রের বিক্রয়ে খসীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইত পারে না। এই কথা বলিয়া বোধোপদেশ দিয়া গিয়াছে যে এই বিষয় মান্য করিয়াছেন। গবর্নমেন্টের অনেক কথা এখানে বর্ণিত। এখানে বর্ণনা দেয়া চার

সকল চলিতেছে, কিন্তু যে প্রতিদ্বন্দ্বিগত বিরোধের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রাসঙ্গিক নহে, কারণ তাহাতে দেখা যায় যে কত দূরে হস্তান্তর হইয়া পূর্বে বা পরে জমীদারী সমষ্টি দিয়াছেন।

একবার কোন দেশাচারে এক প্রস্তাব হইবে যে, সকল জমীর ও স্বার্থের সমুদায় জমীদারী বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু এই উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সম্প্রদায়ীকৃত হয়, তাহার বিশেষ উৎপাদক বাণী না থাকে, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রচল আছে, তাহার প্রয়োগ দিতে বহুদূরারম্ভের অক্ষমতা হইতে দেখানো আদালতে অতিরিক্ত সচিবের বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকিলে, হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অন্যতরক দলিলে বাহ্যিক বিবেচনা করা। এক্ষণে যে এক কল্পনা হইতে, তদনুসারে সর্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা হইলে, দুইখানী ও প্রায়শঃ উক্ত প্রকারে অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শাস্ত্র ও মৈত্রীভাষাপত্র রাস্তাঘাটকে বাধা জুগ্মাধীর পূর্বে, আপন ভূমিতে তাহা নিগদে রাখিবার ক্ষমতা হইতে আর তাঁহা থাকিতে ছাড়া, এবং যে মতাজনেবা বা মতাজনেবা জমীদারেরা রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের অধীনে ক্রয়/জমীর লোকবসতিয়া গ্রামে বিধান, মাৎসর্য ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মতাজন বা জমীদারদের দ্বারা রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইবার আর উল্লেখিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাই যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃত হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে প্রাচীন সমাজের নির্দিষ্টতা ও সঙ্গত হইয়া বিশেষরূপে সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে শাসনের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তত্ত্ব বহুপুঙ্খক প্রবেশ করা এবং শাসনক্রমে এই সমাজের ও জমীদারদের বিক্রয় স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারে বহু প্রমাণে প্রদর্শিত হইতেছে।

দক্ষিণাংশের শাসনের মধ্যে হস্তান্তরকরণের স্বীকৃত হওয়ায় যে অনিষ্টজনক ফল ফলিয়াছে; এবং সেজন্য জনদের হাঙ্গামা ও গোলযোগ, পণ্ড, প্রাণহানি; প্রাচীনরা অগোচরিত হইয়া সীমিতালয়ের মধ্যে যে শান্তিভাষা হইত আবার নতুন প্রতিপোধনাথ আদি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিদ্রোহ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারী বায়তিগকে মতাজন ও অন্য ভূমিদারস্বত্বীদের ককণার উপর সেনা যে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তাহা কল্পনা আমি পাপিত করিতে চাই।

সত্য বটে, বৃহত্তম হস্তান্তরস্বত্বদানের কতিপয়স্বরূপ চরমীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূমীর নিজের আদে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে নাহা হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ অর্থে ভূমীর সম্পদ উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়া হইত, তবে উত্তরাধিকার করেন না হইয়া বাবদী প্রাপ্ত যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব হস্তান্তর হইত। অধিকতর কায়দার করা উচিত; এবং “তালুক” স্বত্বক্রমে উক্ত স্বত্ব বহুদূরিতে পারিলে মতাজন প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি সমস্ত কায়দার বাস্তব বিধান করা হইত। উক্ত সমস্ত পণ্ডের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার আদিক স্বত্বাধীনে, শাসন আইন বিক্রয় করা বা স্বত্ব অংশের প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকদের নিকট বাসীন ভাবে বিক্রয় এবং আবার নিকট উৎসাহিত বোধ হয়। লেহা স্বত্বদানের করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেচারের নীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি ইহাদের হইয়া এমন অনেক লোককে জানি, বাহার এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং দখলীস্বত্ব নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে পোত বিরোধী।

খাজানা মুদ্রা রূপে পরিবর্তন করুন।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা শ্রবণ বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার সত্য বলিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে যে দেশাচারীভি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা স্বত্ব হইত। খাজানা দেওয়ার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইত। কিন্তু বেচারে এমন অনেক জানা যাচ্ছে যে প্রায়শঃ হস্তান্তর চলিত ও টাকায় খাজানা কদাচ কথায় দেওয়া যায়। এই সকল বিষয় অবশ্য বিবেচ্য এবং নতুন বিষয়ে সেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণের দ্বারা উচিত মঙ্গল জেনীরট বিশেষ করে হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করে উক্ত বিষয়। আমার অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির কারণ উল্লেখিত সমস্ত প্রমাণরূপে দেশাচারের স্বত্ব বা প্রমাণ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব চীনে লম্বার এক প্রবিধান পাতি করা কঠিন হইতে পারে।

এ বিষয়ে আমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে দেশাচার জমীদারদের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাঁহাদের নতুন প্রণয় কর। আমার নিম্নে লিখিত এই সকল স্বত্ব বিশেষ বিবেচনা হইবে।

খাজানা রুজি ।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিগ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণে খাজানা হার খাজানা রুজি করার অধিকার আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের বায় বা পরিচয় বাতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই দ্রব্য রুজি দেওয়া নাগা, কিন্তু কার্যকালে দুই হইয়াছে যে এরূপ "রুজি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা রুজি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার দ্বারাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অগ্নিবায়সমূহ বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কে সক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা রুজি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বাণাহটক, যে অবদি গবর্ণমেন্ট গেজেট প্রত্যেক জিলার খাজানা শস্যের সাংখ্যিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেন তদনুযায়ী মূল্য রুজি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রুজি হয় এবং এক্ষণে খাজানা রুজির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সম্পাদনা করা হইয়াছে অনেকগুলি তদ্বিষয় অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও তরত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই রুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুগন্ধ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আদার মধ্যে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরান আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশান্তর প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও যাহাউ করা হয়। অন্যান্য জিনিসও যে সকল ক্ষেত্রে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল ক্ষেত্রে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার তার সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যেক দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আদার "নতুন কর" পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাসিন্দার দেশান্তর পরিত্যাগ করিয়া দেওয়া হইল।"

বিধানীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার মূল্য ও উপযুক্ত হার নির্ধারণের যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু ঢেলে করিবার আবশ্যকতা দেখিতে চই না এবং খাজানারুজির তার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আদেশ করা দখিত পাঠ না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অসুসঙ্গীত লগতে চইত, তাহাতে কান্ধার মূল্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা চইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপায় কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না এবং উক্ত হার দেওয়া উচিত আদালতের স্বাধীনতা এই বিধান জড়িলেও টাকায় চারিজনার উক্ত হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বারা খাজানারুজি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা চইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যখন বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রুজি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তদ্বিষয়ে বিচারের জন্য কোনরূপ ত্রুটি থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ বৈধিষ্ঠী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোন্দোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ২ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

বহিস্কারিত উত্থাপিত আদার পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনায় ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জাগিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাগ্যাদিক নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাগ্য করা দুর্ভট হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরান আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির দাবত্বের শাস্তিত্বের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই সম্পত্তির অন্য কার্যাদিক নিয়োগের কর্তব্য গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন কোজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে শাস্তিভঙ্গ ওক্তর কোজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শাস্তিভঙ্গ এককালে কোজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কার্যকারকেরা ও অভিযোজ্যগণ প্রকৃতপক্ষে গত ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এ বিষয় অসুসঙ্গীত করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অসুসঙ্গীত করা বাইবে এবং

জমাদানি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত একাধারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিগত বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র ক্ষুণ্ণ বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও জ্ঞেয়ীকৃত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁহাতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রাহতদিগের উপকারার্থ গবর্ণমেন্টের পিতৃহানীয়া ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহান ও তালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপি রুচী নূতন তালুকদারেরাও ভাগদারদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলায় জাজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ হলে জজ সাহেবের তুল্য ক্ষমতা করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার ক্ষমতাই চূড়ান্ত হইবে? অথবা জজরূপে তাঁহার অন্যান্য বেনাশী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে কি ভরপেকা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ভার ও তত্ত্বাবধান-রক্ষার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থানেই তত্ত্বাবধানের খরচ মালিকের মাটি আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্ণমেন্টের অধীন কোর্টজব ওয়ার্ডশিপের তত্ত্বাবধানের ভার মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“সেবাথেন্দে দেশথেন্দে হাব ভর ভি। রাহতদারী ও কুহরিগের শতকরা ১৫ টানা চইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধানের প্রণীতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য নিশ্চয়রূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কারাও আরম্ভ হইয়াছে) উদ্ভিয়ার শতকরা ৫.১ টানা বজমেরের দারিক বিজ্ঞাপন ১৮৭৯-৮০ সাল, ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠা।”

অতঃপর আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অসত্য প্রচারা ভূস্বামী আবেদন না করিলে কার্যাব্যাহত কাযাদাক নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদেবের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহাল ও বহুল খাজানা জমাদারকে দিল্লী জমাদারদের জন্য পৌজদারী মোকদ্দমা কর্তৃক করিয়া দিয়া গিয়াছে সেহ সকল স্থলে প্রজ্ঞাপন এজমালী কার্যাদাক দিল্লী জমাদারদের জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত আপেকা কৌজদারী কার্যাদাক সুী কর্তৃক কাযাদাক দিল্লী জমাদারদের আবেদন করে। এরূপ নিয়মাদাক ফৌজদারী কার্যাদাক উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইতে পারে সেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিব তাহা হইতেও ওয়া আপেকা অনেক তরিক পরিমাণে কার্যকর।

সিলেট কমিটিতে আমি তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্যাদাক সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তিরকে কোনমতে সামান্য কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, গ্রামে কার্যাদাকের সার্ব ক্রিয়াকালের সম্বন্ধে হইবে যে গবর্ণমেন্ট কার্যাদাক তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কায। এত অধিক যে এবিষয়ে তত্ত্বাবধানের মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রাহতের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমাদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রাহতদিগের নিকট কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উন্নয়ন করিবার পক্ষে কার্যাদাকের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ ভাড়া নহে, বীহারী কিম্বদন্তু করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তুমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে বীহারদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আঁত এবং বীহারী এবিষয়ে নিজপুত্র-দিগের মত প্রচণ্ড দরিতে বশা হইল নাহি, তাহারাও আমার মতিত প্রবৃত্ত হইবেন। এরূপ স্থলে যখনমত কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্যাদাক সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে প্রদান হইবে যে প্রণী হইতে জমীন ও পুলিস ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেট প্রণী হইতেই কার্যাদাক নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানেন যে জমীন ও পুলিস ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালি? এরূপ চাকরিতে যেরূপ বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্ট কার্যাদাক করিবার জন্য উক্ত জমীদার দেওয়ানী হস্তলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আর ক্ষতি অল্প; আর আজি কালি পাণ্ডিত্য ও পরামর্শের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জম ক কার্যাদাক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবে এবং সর্বদা বিদ্যাপী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্যাদাকের ক্ষমতা ও তাঁহার সেবাস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি তাঁহাতে সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অন্যতর অবশ্যকতা নাই। এই বিষয়ে আমি মত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে তাই কোর্টকে এসম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু আমি জমীদার, আমদার বলি যে কার্যাদাকের ক্ষমতা অনিশ্চিত পাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্বেচ্ছাধীন ভাষা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি মত মতাই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে ছাতি কোর্ট বানস্কাগক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিষ্কলরূপে জমীদারদিগকে প্রস্তুত আইনসম্বন্ধে অল্প সময়ের ইচ্ছা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে ছাতি কোর্টের সঙ্গে মিলিয়া করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায় ।—অভ্যর্থন লিপি ।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমীদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখেন না । যদি এত রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমীদারীতে জরীপ ও অভ্যর্থন তালুক লিপি আবশ্যক হইতে পারে । কিন্তু তাহা বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নিদোষ এবং যেখানে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট সকল লোকেরই জমীদারের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্টি, সেখানেও কেন যে জমীদার ও প্রজাকে জরীপের হাজির সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না ।

মাগের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপকরেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার নী এক প্রকারের মোটা মোটা মাগের কাগজ আছে ; অনেক আবার ইচ্ছা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইচ্ছা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন । তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের মোতের মুক্য পরিমাণ ও ঠিক জায়গা ও জমীর ওণ ও দেয় খাজানার হার দেখা গিয়া দেয় ।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমীদার তাঁহাদের ইচ্ছা অপেক্ষাও অধিক করেন । তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইচ্ছা নিয়মিতরূপে দিয়া থাকে এবং তাহা দেখিতে অস্বস্তি করিয়া থাকেন । জমীদারের পক্ষে ইচ্ছা বড় সমস্ত ব্যাপার নাকি খালি সমস্ত গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকের যেরূপ চাফির করণের কমতা আছে, তাহার সে কমতা নাই ; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর সময় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে ইরজা থাকে না ।

এরূপ অস্বস্তি কি বলা যায় তাহাতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আশঙ্কায় তাহা ? অন্ততঃ যে সকল জমীদারের নিদোষ কাগজপত্র আছে তাহা নিদোষ কাগজপত্র বিবেচনায় আসা, তাহা দেখিয়া উচিত ।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমীদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ করিয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উচ্চতর তত্ত্ব দেখিয়া উচ্চতর নিয়মে যে মাগের প্রস্তুত করিয়া তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আদি তাহা বুঝিতে পারিয়া । জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনন্ত মানসা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইতে ।

১৮৭৬ সালে জমীদারদিগকে অল্প রেজিট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয় । ইচ্ছা যে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা জানিয়া কানাই প্রসাদ । সে সকল লোকের কিছুমান অল্প ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে অল্প সাহায্য করিয়াই অন্য অগ্রহণ করিয়া, তাহারা বল এই হইয়াছে যে যদিও এটা আইন পাস হওয়ার পর আট মাসের ভাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই । এমন অনেক জমীদার আছেন যি তাহাদের সম্পূর্ণ মত সহস্র সমস্ত উৎকৃষ্ট অল্প থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমার তুষ্টিপ্রসূত চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে ।

জমীদারেরা সমস্ত অস্বস্তির ভিতর এক জন ও নাক, তাহাদের অল্প রেজিট্রী করিতে গিয়াই এই হইল ।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের অল্প রেজিট্রী করিতে আট মাসের কল ও অল্প সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রজার অল্প রেজিট্রী করিতে কি তাহার নকশা অধিক সময় লাগিতে না ? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই প্রজা । এবিষয়ে যেরূপ অসুস্থতার প্রয়োজন তাহাতে যে চীৎকার লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, দায়, চর্যাণ ও চুক্তিলাই কি সকল শ্রেণীর লোকেরই কতি হইতে না ?

এই সবল কারণে আমার পোষ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পূর্ণ বিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তাহদের অন্য গ্রামে জরীপ প্রস্তুত করা আবশ্যক ।

জমীদারের রেজিট্রী ।—খামার বা নিজজমী ।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতে সম্পূর্ণকাল একটা দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই । আমি কেবলমাত্র বলি যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক ।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায় ।—ক্রমিক ও খাজানা জায়গা ।

চারিদিক চেষ্টে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা জায়গার পক্ষে এখন অবস্থার নিমিত্ত যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শোধক ও অর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা সম্মত করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর । আর জেডম কেয়ার্টের লায় প্রদান প্রাথমিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে “খাজানা দিয়া ন” বলিয়া চীৎকার এতদূর উঠে তাহার জমীদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বেঙ্গলেশের গবর্ণমেন্টের গত জারুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ প্রস্তাবের কথা স্বীকার করা হইয়াছে ।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) অভিযুক্ত ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা দান-য়ের পক্ষে অধিকতর আশা করিয়া দেওয়া হইবে । কিন্তু তাহারা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছে, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা জমীদারের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদেৱ আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও সাহায্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কাৰ্য্যতঃ কেবল একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসমূহ ও ব্যৱস্থা কাৰ্য্যপ্রণালী আমাদেৱ এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বৰ্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়ভেদ খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদে বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ফ্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারগণের মধ্যে অনেকই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এজন্য সৰ্ব্বোচ্চ ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিধিতা অতিক্রম করিতে পারে এবং পুণিয়া জিলার অন্তৰ্গত কুশী দিয়াড়ার নত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রজারা অৰ্দ্ধ যাবতীর অদ্বার থাকে এবং এক কলনের অধিক কান এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্ব দিষ্ট হইয়া যায়। যদি রায়ভেদ খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ফ্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু কলস কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহারা সিনিমের নত গ্রাম ভাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাতুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিষাতে ভূমিক, সীমণের প্রত্যেক স্থানে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ফ্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কন্সটারী ফ্রোক করণার্থ সেইস্থানে পহুঁছবার পূর্বে রায়ভেদে কলস কাটিয়া লইয়া শস্যের কবিতার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কাৰ্য্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকা ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য কৃষ্ণ ও অতিরিক্ত খরচের ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কল এই হইবে যে এই যে সকল অৰ্দ্ধ যাবতীর প্রজা শস্য কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ভাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কলস কাটাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়ভেদ বিকল্পে মোকদ্দমা করিতে চাইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অভ্যস্ত আশঙ্ক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাতুলিপির একটি প্রকাশ উদ্দেশ্য, সিলেট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাতুলিপি এমন আকারে বাতির হইল যে এরূপ করা হইবে থাকুক এখনও যে কথ আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটা উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে। ইহা আমাদেৱ অভ্যস্ত আশঙ্কা বোধ হয়।

জমিদারেরা তাহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়ভেদ নিকট ইংরাজ আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে ক্ষুদ্র গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে রায়ভেদের নিকট হইতে রায়ভেদের কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কত আদায় করিতে হইতেছে এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবশ্যপূৰ্ণ নিবন্ধের সুযোগের পূর্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নোটিসের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিক্রীত হইবে। অতঃ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনের অনাথা হইলে দাখল করা এও গুরুতর শাস্ত্র অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়ভেদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাউশার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একনে আইনের যে অবস্থা তাহার কাৰ্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বৰ্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূমিদা তাহার রায়ভেদ নিকট হইতে আইনসমূহ খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়া তাহা নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে ডাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অতঃ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাতুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

দে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়িয়া বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের অবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমাদেৱ এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে উদ্ভাস করি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের কলসে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়ভেদ নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেণ্টে নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকাঙ্ক্ষিত স্বীকার করেন; তাঁর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রযোজন হয়, তাহা হইলে নিজের মত সেইরূপ নিয়ম আদালতের পক্ষেও প্রযোজন। আমার একমাত্র ভাষা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পরাবেক্ষণ করা কৰ্ত্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারত জমিদারগণের অধিকাংশেরই অতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির আধীনতা।

জমিদার ও রায়ভেদ মধ্যে চুক্তির আধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অদুনা বৰ্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বৰ্ত্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমূহ করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুটা প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমিদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অবশ্য ব্যবহার দ্বারা অসম্মান কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ একটা অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ গবর্ণমেন্টের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে ব্যবস্থা লামারূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার একটা ভয়ানক ত্রুটিচূরা করা না হয়।

জমিদার ও রাইতের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রাখাের ক্ষতি হইতেছে এটা সিদ্ধান্তই যদিও লইয়াও প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনকালী আয়ুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রমাণকাল পর্যন্ত অনেক দূর চুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই রাইতের সুবিধা হয়। রাইত জমিদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকারী প্রাপ্ত হয়। একটা চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাও এতদিনে বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এটা সিদ্ধান্ত কয়টী জমিদারের আশায় যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি নিশ্চয়ই করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমিও বিবেচনায় একটা গুরুতর বিষয়ে যোগাধারা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায় আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, তাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিবিষয়ের স্থানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাটী আবশ্যক তাহা নহে, তাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আইনের সভাসদ উৎপাদিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে একটা এক মূল্য কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার প্রেকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এটা পাতুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর একবার সমস্ত দেশটাকে আকোলন ও কন্ট্রোল করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমিও দেয় নিকট পরিচার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নিশ্চয়ই সম্ভাব্যে বক্তৃত্য চাহি যে যদি ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে নির্ণয় ও তৎপরিষের সুব্যবস্থা করাটী পাতুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এ পাতুলিপি একটা তেও সম্পন্ন করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে তাৎক্ষণিক কোন কোন উৎপন্ন করিয়া বিরুদ্ধের ২৫ অবসর জমিদার করিয়া দেয়।

আরও আমরা যত এটা যে অধিবাসন নিয়ে প্রমাণ গ্রহণ থাকিতেই সমস্তই কমিটিতে প্রস্তাবিত পাতুলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রমাণ ন দেওয়ার এবং চিত্রিত বিষয়ক সম্বন্ধে সংবাদ জমিদারের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদের বানানুবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য হয় নাই এবং যে জমিদারের উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৯৪৪ সাল ১ জুলাই।

জাতিসংঘ।

সম্পাদক অক্ষয় কুমার।



যশ বেচারের বক্তব্য ও ভবিষ্যতের সমস্ত আশা, কারগীরদার, ক্রোড়ী কাষাকারক ও নিম্নবর্ণন বিধিত হইল। সমস্ত লোক রাষ্ট্রের আত্মকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞামতে উক্ত বেহার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত মুজের সরকারের বরষপুত্র পরগনা ও ত্রিভুজ সরকারের দেহান পরগনা আত্মযুক্ত ইলম রত্নব প্রভৃতি স্বতন্ত্র সহিত রাজ্য মধ্য নিঃসৃতক দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। রাজা মধ্য সিংহের জমিদারী উত্তরাধিকারস্থত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ার, তাহা একটা ভয়ানক ভয়ানক প্রকাশ করা গেল। নিম্নবর্ণনের কারণবশত ও কাষাকারকগণ এই রাজ্যকে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভুক্তি যতদিন থাকে চিত্রিত জমিদার স্বীকার করে, তাহাকে জমিদারী স্বত্ব বজায় রাখে তাহার সমস্ত ভস্মবে চীকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যেন তিনি রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ হইয়া কাষ্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহামান্য সমস্তের অনুমতি হইয়া তাহারা ইহার আজ্ঞামতে ঠিক ঠিক কাষ্য করিবে এবং বৎসরান্তর স্বীকৃত সমস্ত দাখিল করিয়া ভন আজ্ঞামত করিবে না।

অভিষেকের ১৭ বৎসরের ২৯ শাওর।

ডি. সিংহপাট্রীক.
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

DR. KRISHNA MUKHOPADHYAY, M.A. and B.L.
English Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

CONTENTS.

| | PAGE. | নিবন্ধ। | পৃষ্ঠা। |
|---|---------|--|---------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India | Nil. | প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞপত্র | বাই। |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal .. | 471—491 | দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞপত্র | ৪৭১—৪৯১ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India | Nil. | তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন | বাই। |
| PART IV.—Bills of the Legislative Council of India | Nil. | চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা | বাই। |
| PART V.—Acts of the Bengal Council | 5—6 | পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন | ৫—৬ |
| PART VI.—Bills of the Bengal Council | Nil. | ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা | বাই। |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue | Nil. | সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশ | বাই। |
| PART VIII.—Advertisements | 479—488 | অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাৎ প্রভৃতি | ৪৭৯—৪৮৮ |
| SUPPLEMENT | Nil. | পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট | বাই। |

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞপত্র প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

GENERAL.—*The 3rd April 1884.*—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

The 30th April 1884.—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kairbad-Roopnaraipore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunkoo Behari Buxee, Sub Deputy Collector, Pakour, Southal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 21st March 1884.

The 1st May 1884.—Mr. L. J. R. Bruce, Curator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gamble, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Dargeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 10 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajom Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozuffarpore, on leave, is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

The 5th May 1884.—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller

| Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G. M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৯২৭ A নম্বর ।

সাঁওতাল ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—মুর্শিদাবাদের একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত জি, সি, বীট সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—পুরীর অন্তর্গত খুর্দার একটি সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত সি, এ, ডবলিউ কলিওল সাহেব কয়রাবাদ-রূপনারায়ণপুর রেলওয়ের নিমিত্ত দুনি এহগার্থে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞানীনে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

জীবিত কর্ডাইস সাহেব বর্জমান জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন ।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত মোলবী আবদুল জব্বার ১০ মে অবধি অথবা তারপর পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু বর্জনারী বক্শী ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চের আজ্ঞামতে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—ডাক্তার জীবিত জি, কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়ল বটানিচাল উদ্যানের ছেবেরিয়নের কিউরেটর জীবিত এল. চেন, আর, ব্রেগ সাহেব আপন কর্মসম্বন্ধিত রয়ল বটানিচাল উদ্যানের বাগের ভার এহগার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

ডাক্তার জীবিত জি, কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট গবর্নমেন্টের সিনকো-টাষের প্রধান গাউনর জীবিত জে, গান্ধাই সাহেব আপন কর্মসম্বন্ধিত সিনকো-টাষানের কার্যের ভার এহগার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

হুগলীর একটি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বি, ডে সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন ।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার ক্রিয়াকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু বলমানী পরামানিক অনেক প্রতি কথের ভাষণ করিয়াও তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারায় মতে ৬ মাস এগার দিনের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত বাবু বলমানী পরামানিকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলায় অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ছুটি প্রাপ্ত মফস্বতীর ক্রিয়াকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু হারকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলায় সদর থোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

চৌটনাগপুর ইন্সট্রেক্টর কার্যাকাল জীবিত বাবু রাধানাথ হালদার সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারায় মতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত কর্মসম্বন্ধিত নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আশ্বিনে তারিখের মধ্যে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন ।—

জীবিত আর. এম, ওয়াশিং সাহেব ।

জীবিত এচ, এ, ডি কিলিপ সাহেব ।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শীতলনাথ বসু গত সপ্তম্বর, মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারায় মতে চারি দিনের ছুটি পাইলেন ।

ছুটি প্রাপ্ত বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শীতলনাথ বসু বালেশ্বরের জিলায় থেরিও হুগলী সদর জিলায় সদর থোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আদকারী রাজেশ্বর সুপরিচেণ্টে জীবিত জি, এম, ওড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তারপর পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারায় মতে নিজ কার্যের নিমিত্ত ছয় মাসের ছুটি পাইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say :—

- (1) In the district of Calcutta ;
- (2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta ; and
- (3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

The 7th May 1884.—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr. F. R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

The 12th May 1884—Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

POLICE.—*The 24th April 1884.*—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th April 1884—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. F. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. F. Crouch.

কলিকাতা শাশানগর মুনিসিপালিটির প্রতিনিধি সভাপতি জীযুত আর, সি, স্টার্ডেল সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর : ও নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আদকারী রাজস্বের সুপারিটেণ্ডেণ্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

(১) কলিকাতা জিলায়,

(২) ২৪ পদগাণী জিলার যে অংশ কলিকাতার পোলী : কমিশনারের বিচারাপ্রতিভার মধ্যে আছে সেই অংশে ;

(৩) হুগলী জিলার যে অংশ হাংড়া মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে আছে সেই অংশে ।

জীযুত স্টার্ডেল সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আক্টোবর ৩ ধারামতে কলিকাতার ইন্সপেক্টর রাজস্বের কালেক্টর হইয়া বঙ্গদেশের লাইসেন্স রাজ বিধায়ক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার কালেক্টরের কন্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত জে. এম. ডব্লিউ. সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জীযুত স্টার্ডেল সাহেব এই সকলের কন্ম করিবেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে. — কলিকাতার কন্ট্রোল কালেক্টর জীযুত জে. স্টার্ডেল সাহেব সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটি বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মানের ৩১ তারিখ অবধি তিন মানের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত জে. স্টার্ডেল সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলী ও অন্যান্য নদীমধ্যস্থ : ও এন্ট্রি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এক, আর, এম, কলিয়ার সাহেব কলিকাতার কন্ট্রোল কালেক্টরের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী শাশানগর জীযুত এক, আর, এম, কলিয়ার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সেনানীপুত্রের অধীন কলিকাতার একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এক, এ. সু. কলাহেব হুগলী জিলার অন্যান্য জিলায় নতুনকার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী শাশানগর জীযুত এক, এ. সু. কলাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের অন্যান্য নদীমধ্যস্থ : ও এন্ট্রি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মৌলবী আবদুল কাদের মৌলবী জিলায় অন্যান্য কলিকাতার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮২ সাল ১২ মে. — এন্ট্রি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের জিলায় সদর মৌলবী : অবস্থাপিত হইলেন ।

জীযুত বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণবিদ্যা জিলার সদর মৌলবী : অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মানের ২৯ তারিখের আজ্ঞা দ্বিত্ব করা গেল ।

পোলীস বিধায়ক : — ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল । — গুলনার পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট জীযুত সি, বেনাল সাহেব আগামি মে মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তারপর পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন ওদবি সিভিল কার্যকারকের ছুটি বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মানের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮২ সাল ২২ আপ্রিল — কর্ণেল সি. টি. ডি'চেস সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে ভারতজা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জীযুত সি, ওমান সাহেব গত মানের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণী : কর্তৃক হইলেন ।

কর্ণেল জীযুত সি, ওমান সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, ওমান সাহেব গত মানের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণী : কর্তৃক হইলেন ।

জীযুত কর্ণেল সি, ওমান সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, ওমান সাহেব গত মানের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণী : কর্তৃক হইলেন ।

জীযুত কর্ণেল সি, ওমান সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, ওমান সাহেব গত মানের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণী : কর্তৃক হইলেন ।

জীযুত সি, ওমান সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, ওমান সাহেব গত মানের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণী : কর্তৃক হইলেন ।

[গণপত্রেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে.]

[Government Gazette, 20th May 1884.]

ক্রীযুক্ত ডবলউ, এক, শ্রম সাংস্কেবের পরিবর্তে পোলীসের প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন আসিফাঁট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রীযুক্ত এচ, এস, শর, সাংস্কেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুক্ত এচ, এস, শর, সাংস্কেবের পরিবর্তে আসামের পোলীসের আসিফাঁট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রীযুক্ত জে, টি, রিনেট-কার্ণাক সাংস্কেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি ক্রিয়াকালীন নিম্নে পোলীসের আসিফাঁট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুক্ত এচ, এস, শর, সাংস্কেবের পরিবর্তে পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন আসিফাঁট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রীযুক্ত জে, সি, ফ্র্যাঙ্ক সাংস্কেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুক্ত জে, সি, ফ্র্যাঙ্ক সাংস্কেবের পরিবর্তে ময়মনসিংহের পোলীসের আসিফাঁট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রীযুক্ত এচ সি, ক্লগফেল সাংস্কেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি ক্রিয়াকালীন নিম্নে পোলীসের আসিফাঁট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—পত্রীকার্ণ হেনোফেরের বিশেষ সব-রেজিস্ট্রীর ক্রীযুক্ত মৌলবী টেময়দ আনু-রু-র সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ জুলাই ।—ক্রীযুক্ত বাবু কেদারমোহন ত্রি রঙ্গপুর জিলাহট্টে গমন করায় রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর জিলা স্কুল কমিটির মেম্বর ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলায় কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

ক্রীযুক্ত বাবু দেবীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃত্বাধীনে হাবড়ার সিভিল চিকিৎসক সজন মেজর ক্রীযুক্ত জে, জি, গিলব্রাইড সাংস্কেব ।

„ জে, এচ হাটলী সাংস্কেবের পরিবর্তে হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল ক্রীযুক্ত এস, এক, ভোর্সিং সাংস্কেব ।

কুমার বিজয়কুমার সাংস্কেবের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্মোপদেশক পাদরী ক্রীযুক্ত এ, এল, মিচেল সাংস্কেব ।

বাবু অক্ষয়চরণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিত ক্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নায়ডু, সি, ও.ই, ই, ।

বাবু বাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্রীযুক্ত বাবু হিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

আফীম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ জুলাই ।—মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীনের সব-ডেপুটী এজেন্ট ক্রীযুক্ত এন, টি, রাইস সাংস্কেব সিল কাগাকারদের দুটীর বিবির ও অফায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অ. সি এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

ক্রীযুক্ত এন, টি, রাইস সাংস্কেবের দুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিবশতঃ কয়েক মাসের অধিক আফীম না হয়, হাজিপুরের আফীনের আসিফাঁট সব-ডেপুটী এজেন্ট ক্রীযুক্ত ডবলউ, সি, রাইস সাংস্কেব মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীনের সব-ডেপুটী এজেন্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—হাবড়ার আফীনের আসিফাঁট সব-ডেপুটী এজেন্ট ক্রীযুক্ত ডবলউ, এস, এল, হাট সাংস্কেব সিল কাগাকারদের দুটীর বিবির ও অফায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাতাহাঙ্গা মিমের ছুটি পাইলেন ।

চি কংসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২ মে ।—ময়মনসিংহের সিভিল চিকিৎসক সজন ক্রীযুক্ত জে, মুরহেড সাংস্কেব নিয়মিত দুটী লওয়া গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে ভারতবর্ষহট্টে খীর গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী জিলায় অন্তর্গত বন্দীপুরের স্বধর্মালয়ের কাছািন্দাংক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

| | |
|--|---------------------------------|
| ক্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী । | ক্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক । |
| „ „ বেনীমাধব ঘটক । | „ „ ব্রজনাথ মিত্র । |
| „ „ গিরীশচন্দ্র রায় । | „ „ কেশনাথ ঘোষ । |

[সবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

The 13th May 1884.—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khoorna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

SANITATION.—*The 28th April 1884.*—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Sonthal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Meekerjee to be Superintendent of Vaccination, Sonthal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 2nd May 1884.*—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

The 13th May 1884.—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 1th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Mohendra Lall Ghose, Munsif, to be their Vice Chairman.

The 9th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjee to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 5th May 1884.*—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Poojee District Road Committee.

Mr. Patrick Duff, Sub-Manager of Narcinger, is appointed to be a member of the Sonepur District Road Committee, in the district of Bhagalpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee:—

Baboo Jagan Nandan Sen. | Mr. F. A. Lang.

Munshi Fazlur Rahman, Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Jyoti District Road Committee.

Moulvie Lesau Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice Chairman of the Nattore District Road Committee.

The 11th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Barrackpore District Road Committee:—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Steekant Kur.

Baboo Damodar Chowdhury

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee:—

Lala Jadunath Roy. | Baboo Radharaman Das.
Rajan Shyamchand De. | „ Bhugwan Chunder Das.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

[৭. গ্লোবাল সেক্টর । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant Commissioner, second grade, on the 7th November 1883.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

Bye-laws.

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road or side-road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity, or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within 100 feet from the bottom of any road or slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole, pit, &c. shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one stepping jute in any road-side drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cut

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটতে উদ্ধৃত করা গেল ।—

১৯৭ নম্বর ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আগস্ট ।—অতীত প্রেরণ একটি ডেপুটি কমিশনার জীযুত জে. জে. এস. ডিউরন সাহেব ও দ্বিতীয় প্রেরণ একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অর্থাৎ ৬ নবেম্বর পর্যন্ত সময়ের আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রেরণ দ্বিবিধান দাবী করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রেরণ পদে প্রত্যাপন করিলেন ।

জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অর্থাৎ ৬ নবেম্বর পর্যন্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম প্রেরণে কক্ষ কার্য ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় প্রেরণ একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের পদে প্রত্যাপন করিলেন ।

এক, বি, পীতক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আগস্ট ।—সাপোর্টের অধীন ৩০০০ একরার এই সংবাদ দেওয়া যাউতে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তাৎক্ষণিক অর্থ এক মাসের মধ্যে যুক্তিসূচক বিবরণ দাখিল না গেলে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বর্তমান ২ আগস্টের ১৮০ খরচাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি, সময়সিদ্ধ জিনিসের মতগত পথ কমিটির প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।—

উপবিধি ।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নদীমার্গ উপর কোন কাটা কি ঢালা করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারে যেরূপ যেরূপ কোন পথে কি পার্শ্বস্থ নদীমার্গ দখলিয়া দিয়া অথবা যথার্থ হইতে তথ্য যাহাতে পারে এমন স্থানে দাঁড়িয়া দিয়া কিম্বা যাহাতে সাধারণের বা কোন ব্যক্তির অধিকার বা বিবাদ হইতে পারে এমন ভাবে গাছওয়ান দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বা গরীব পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কিম্বা খড় কি পাট দাঁড় করিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে দাঁড় করিয়া কিম্বা অজ্ঞানতার জন্ম করিয়া পথে বাধা করিলে বা ভগাইলে তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২০ হুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পাশে গাছ কোন জল পথের ত্রি নদীমার্গ কি খালের বাধা কিম্বা পথ করের কোন পথে যে মেছু কি না কা প্রস্তুত হইয়াছে কি হইতেছে সেই গাছনীর কি পথের দানি করিয়া বা যাহাতে তাহার দানি হইতে পারে এমন ভাবে তাহার আড়ালি টেনে দানি স্থানের দানি করিলে বা ভগাইলে তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২০ হুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটির রোপিত বা তৎপার্শ্বস্থ গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের পাশের বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথ বা তাহার অতি নিকটে স্থান দিয়া তৎপার্শ্বস্থ কোন পথে কিম্বা কোন মাসের নীচ মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২০ হুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

৫। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময় কিম্বা কমিটির নিকটে প্রাপ্তি কালে দ্বিতীয় ইন্ট্রিনিয়র কর্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইলে সেখানে যেখানে না গেলে, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন যান কি গবাদি কি হুতী বা হইল তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কাঠময় সীকোর উপর দিয়া হুতী লইয়া গেলে তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

৬। জিলার কোন পথ বা মাসের মরামত করিবার সময়ে, মেরামৎকরণ কাণ্ডের অধিকতা ভাঙ্গা প্রাপ্ত ব্যক্তি পথের সমস্ত মেরামত করা যাতেছে তাহার উপর দিয়া বাগিয়া করা লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে, কিম্বা বাজা করা লইয়া বাইবার অন্য প্রকারে কিয়দংশ রাখিয়া দিবে । কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করলে তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

৭। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্বস্থ পথ-মিটার কোন নদীমার্গ পাট ভিজাইয়া রাখিলে তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২০ হুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

৮। কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নদীমার্গ বা ঢালু স্থানের উপর জুলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের বা বাগের কি বেড়ার দখলকারের কিম্বা তাহার উপর যাহার ক্ষতি থাকে

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে]

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, paliki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1881.—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Puhua and Nalupara on the other, which was hitherto known by the name of Kungunjer ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 2nd May 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Poores Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Doleman Road and Doleman-dapsahi, within the limits of the Poores Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunta 5 biswas and 5 guntas of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by the Boursang tree and the mud wall enclosing the garden known as belonging to the said Gangadhar Mahapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to the person named Padman, on which the house of Ram Swamee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act V of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

20 May

B

This land is required to be taken up by Government for the widening of the Narain-gunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Pakpara, pergunnah N. S. of the district of Dacca, and for a reason it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 kintars 9 cottans 6 guntars of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Pakpara road; on the south by the houses of Amir, Keesadibux, Kazim and Kazim Bhaba; on the west by a ditch called the said Sadat's ditch; and on the east by the low land west of Sadat's house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act V of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

তাঁহাদের প্রতি এই গাছাদি কাটিয়া কেলিবার কি হুঁদিয়া নিবার কি প্রকাণ্ড গুহের ক অববোধক জব্দা স্থানীয় হুদ্র করিবার আদেশ হইলে তিনি বাগানের ঘন্টার মধ্যে এই আদেশমতে কাছা করিবেন, না করিলে পথকমিটী অত্যধিক ১০০ দশ টকা পর্যন্ত স্থানীয় খরচে এই অববোধক জব্দা স্থানীয় হুদ্র করিয়া অর্থদণ্ডের ন্যায় নৈই টাকা আদায় করিতে পারিবেন ।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়িওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী খাওয়ার জিহ্ম্য থাকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জিহ্ম্য পথ দিয়া যাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আনিতেছে দেখিলে আপন বাম দিক দিয়া যাইবে । এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাই টাকার অনধিক দণ্ড ।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাঁহাতে দুই উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটী উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে । এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাই টাকার অনধিক দণ্ড ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—সাদারনের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জিহ্ম্য লেন্ডেনেন্টে গবর্নর সাহেব টাকার জিলায় অন্তর্গত পদ্মা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেয়াঘাট নামক যে খেয়াঘাটে অদর্শিত খেয়া চলিতেছে সেই ঘাট ১৮৯৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেয়াঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত দোল-মণ্ডপশাহিতে দোলমণ্ডপ নামে খ্যাত পথ পরিষ্কার করণার্থে পুরী মুনিসিপালিটীর অর্থদ্বারা গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আশ্রয়, বঙ্গদেশের জিহ্ম্য লেন্ডেনেন্টে গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পুরী মুনিসিপালিটীর নিমিত্তে কতিয়তে স্থানাদিক ১ গুণ ৪ বিস্তারিত গণ্ডা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাণের ১৭৪২ বাগান, পূর্ব সীমা ভুরমঙ্গ গাছ, এবং উক্ত গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁটা প্রচীর, তাহার মাণের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপীনাথ পাঁহাড়ির বলিয়া খ্যাত মাণের ১৯২২ জমি, এই জমিতে রাম শ্রামির বাড়ী আছে ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ তাহার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ নগরস্থ নন্দর-শাহী পরগণার পাঁহাড়পাড়ী গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থদ্বারা গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আশ্রয়, বঙ্গদেশের জিহ্ম্য লেন্ডেনেন্টে গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পুরী মুনিসিপালিটীর নিমিত্তে কতিয়তে স্থানাদিক ৪৪ পাঠা ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাঁহাড়পাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা কানির, খোন্দাবজা, নাজম ও কাজিম ভুইয়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আরও সন্দারের বাড়ীর পূর্ব দিকের গাছ এবং পূর্ব সীমা নন্দারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Panchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, $5\frac{1}{2}$ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Panchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoores of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the ditch and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 16th May 1884.

| | |
|-------------------------|--------------|
| From—Bombay. | To—Calcutta. |
| From—General Secretary. | To—Bengal. |

My telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

| | |
|-------------------------|-------------|
| From—Bombay. | To—Calcutta |
| From—General Secretary. | To—Bengal. |

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim.

Dated 3rd May 1884.

| | |
|----------------|-------------|
| To—Darjeeling. | From—Simla. |
| To—Bengal. | From—Home. |

FOLLOWING telegram received from Secretary of State. Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION

The 7th May 1884.—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চায়ত গ্রামের তবানীপুর চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার শাখানগর মুনিমিণালিটির অর্থবায়ের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে স্থানান্তরিত। পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২৩১৫ নং মোড়, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চায়ত গ্রামের ৬ খণ্ডের J উপখণ্ডের ২৩৬নং মোড়, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

১। ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিজিরপুর পরগনার ঝাঁপুর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে মাঠারগঞ্জ মুনিমিণালিটির অর্থবায়ের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে স্থানান্তরিত ২৪ কাঠা ও ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মিলি টাঁড়ির কর্ণভূমি, দক্ষিণ সীমা ঢাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেগিয়ার বাগুর পূর্বদিকের গর্ত, এবং পূর্ব সীমা বিল ও হিরেমন কামারের বাগুর পশ্চিম দিকের গর্ত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইয়
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আমার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেহেতু বঙ্গদেশের লায় উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এদনে ১১ চিকিৎসা দ্বারা টাইল বিধি অবলম্বন করিবার অনুমতি প্রদান।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইয়
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর যোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজান্ডার হাইতে নিম্নলিখিত বর্ণের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—“ভারতবর্ষ ও সেগনের বিরুদ্ধে ক্যান্টনমেন্ট দাখিল করিতে হইবে বলিয়া পেরিমকে সাবধান করিয়া দাও; নতুনা পেরিম হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহা নিগণে কারা টাইলের নিয়মাধীন করা যাইবে”।—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—“পেরিমকে ৩৫১ তারিখ প্রথম স্তরে সাবধান করা গিয়াছে”।—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এদনে ক্যান্টনমেন্টের যে সকল নিয়ম দাখিল করা গিয়াছে, পেরিমে তাহাই অবলম্বন করা যাইবে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
দাউলিজে

সিমনাইতে
হোম ডিপার্টমেন্টে টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

জিহুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বঙ্গের জাহাজ পৌঁছিলে ক্যান্টনমেন্টের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

এ. পি. মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাজান গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগস্টের বিজ্ঞাপনে জিহুত ও পর্তুগীজ ত্রিপুরা জিলার সঙ্গাত সীমা ভ্রমক্রমে ছত্রচূড়া বা করলালিয়ন পাছাড় ফোননে শেষ হয় বর্ণিত লিখিত হইয়া

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২০ মে।]

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khueajuri nuddee, and from that river to Iktarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1860-65, and marked on the ground by *pacca* pillars ordered by Government letter No. 1265, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MacDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 8th May 1884—In supersession of the notification of the 19th April 1884, published in the Gazette of the 22nd Idem, Part I, page 512, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35 Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or sub-divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heming, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singhbhum Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lallingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heming, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singhbhum Sub-Division.

A. P. MacDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

The 12th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mead, Deputy Conservator of Forests of the third grade in Assam, with effect from the date on which the leave granted to him of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MacDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—In continuation of the Notification dated the 28th March 1882 published in the *Gazette of the 29th Idem*, Part I, page 314, and in exercise of the powers vested in him by section 16 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MacDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Government Gazette, 20th May 1884.]

ছিল। জীবুত সেন্টেমেন্টে গবর্ণর সাহেব এই ক্রম সংশোধনার্থে জিহটে ও পূর্বতীয় ত্রিপুরা জিলার অধ্যাপক নিম্নলিখিত পুস্তক সীমা এইকণে প্রকাশ করিলেন।—

জিহটে ও পূর্বতীয় ত্রিপুরার অধ্যাপক সীমা খেজুরী মদীতে পশ্চিম যুগে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্যের এই ২ সালের মাসচিহ্নে লিখিত এই মদী হইতে এজিয়ারপুরের পাণ্ডা ভক্ত পর্ষাদ যার। তথাহইতে এই সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মাসচিহ্নের মিহিটে ও তারতবর্ষের সব্বরের জেনারেল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৫ সালের ৩১ মার্চের ১২৬৫ নং গবর্ণমেন্টের পত্রাভূসারে আদিতে পাণ্ডা ভক্ত দ্বারা জমিতে চিহ্নিত হইয়া হুজুড়া বা করলা-নিয়ম পাহাড় ক্রেশনের খাড়া পশ্চিম লম্বাই মদীর ভেতর বিশেষ স্থান পর্যন্ত পূর্বযুগে যার। তথা-হইতে এই মদীর এদিকে জিহটের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মাসচিহ্নের মিহিটে হুজুড়া বা করলানিয়ম পাহাড় ক্রেশন পর্যন্ত পূর্বযুগে যার।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের বা উপখণ্ডের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একনেকিটিব ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল সোপচকের খালেরকর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারায় মিহিটে কার্য-পক্ষে অর্থাৎপাটওয়ারীমের উপস্থিত প্রকৃতি হইবার ও খালের স্রেট ধারা বা খালের স্রেট আদায়করণ সংক্রান্ত আইনের কার্যসম্পন্ন রাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীবুত সেন্টেমেন্টে গবর্ণর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের খিটোর খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মাসের ১১ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে উদ্ভাষিককে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেন্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্যার্থে বঙ্গ-রক্ষকের আত্মাধীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বঙ্গরক্ষক জীবুত এক, বি, মাজন সাহেব, একটিং আসিষ্টাণ্ট বঙ্গরক্ষক জীবুত আর, এল, হেনিগ সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারী-বাগ বঙ্গখণ্ডের কলেক্টর ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্যকারকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি অবস্থাপিত হইল, উক্ত তারিখ অবধি পালানো হাজারীবাগ ও লিংহুদ নামে এতাবৎ খাঁত বনখণ্ড একত্র করিয়া ছোট লাং-পুত্র বনখণ্ড করা যাইবে।

ডেপুটী বঙ্গরক্ষক জীবুত এক, বি, মাজন সাহেব ছোটলাংপুত্রের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্যভারও প্রাপ্ত থাকিবেন।

আসিষ্টাণ্ট বঙ্গ রক্ষক জীবুত সি, এ, জি, লিলিংটন সাহেব পালানো উপ খণ্ডের কার্যের ভার পাইবেন।

একটিং আসিষ্টাণ্ট বঙ্গ রক্ষক জীবুত আর, এল, হেনিগ সাহেব লিংহুদ উপ খণ্ডের কার্যভার প্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসিষ্টেণ্ট জুডীয়ার জেনারেল ডেপুটী বঙ্গরক্ষক জীবুত এ, জে, বেন সাহেবের নিয়মিত দুইপ্রকৃ অধুপস্থিতিকালে অর্থাৎ আসিষ্টেণ্ট জেনারেল জমিদার সাহেবের দত্ত একবৎসরের নিয়মিত দুই এই কার্যকারক যে তারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ জেনারেল ডেপুটী বঙ্গরক্ষক জীবুত এক, বি, মাজন সাহেব ডেপুটী বঙ্গ রক্ষকের জুডীয়ার জেনারেল কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আগ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের খিটোর খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চের বিজ্ঞাপনানুসারে এবং জীবুত সেন্টেমেন্টে গবর্ণর সাহেবের ক্রটি ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি কলিকাতা বঙ্গের প্রবেশকারি সকল আর্দ্র বঙ্গীয় মাসুল দেওন হইতে মুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

The 29th April 1884.—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorsshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chandr Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 30th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Shoshi Bausun Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prasad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kari Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossama, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Hari Prasad Das.

Baboo Okhey Goudar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Mohendro Lal Gossama.

Baboo Uday Mohan Chatterjee, Munsif of Madhye Bazar in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs during the absence, on deputation, of Moulaya Hatai A.C. Khanom.

Baboo Sri Gopal Chatterjee, Munsif of Choudah in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Uday Mohan Chatterjee.

Baboo Kabi Prasad Mookerjee, Second Munsif of Habiganj, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo Kabi Prasad Das, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, *vice* Baboo Kabi Prasad Mookerjee.

The 1st May 1884.—Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Sargi Kant Bhattacharjee to be an Honorary Magistrate for the Kanchi-pore Bench in the district of Mooghly, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dwarka Nath Ghosh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 2nd May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Banendras Chatterjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X. of 1882 the Lieutenant-Governor empowers Baboo Prasanna Kumar Dutta, Temporary Deputy Magistrate, Calcutting, to take down evidence in criminal cases in the District Magistrate's office.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kaladas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the Panchayet Choudanbari Bench in the Jalpaiguri district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th May 1884.*—Baboo Koylash Chandra Mezoomdar, Munsif of Bagairah and Khoorna in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 75, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt of Bengal

२२९८ A अक्षय ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 13th May 1884.

No. 204.—Transfer.—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanaddy Division.

No. 205.—Notifications.—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

No. 206.—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant :—

| Name. | Rank. |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Mr. E. T. Faulkner | Assistant Engineer, second grade. |
| „ C. A. White | Ditto ditto. |

No. 207.—Promotion.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

| Name. | From | To | Date. | Nature of promotion. |
|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Mr. C. Taylor ... | Assistant Engineer, first grade, on furlough. | Executive Engineer, fourth grade. | 1st May 1883* ... | Permanent. |
| „ G. A. G. Shawe ... | Executive Engineer, fourth grade (temporary). | Ditto ... | Ditto ... | Ditto. |
| „ M. J. Monckton ... | Assistant Engineer, first grade (on deputation). | Ditto ... | Ditto ... | Ditto. |
| „ C. J. K. Watson... | Executive Engineer, fourth grade (temporary). | Ditto ... | Ditto ... | Ditto. |
| „ A. Monies ... | Ditto ... | Ditto ... | Ditto ... | Ditto. |
| „ A. Hayes ... | Ditto ... | Ditto ... | Ditto ... | Ditto. |
| „ A. E. Behrmann... | Ditto ... | Ditto ... | 25th November 1883. | Ditto. |

* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 26th February 1884.

IRRIGATION.

The 13th May 1884.

No. 210.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

২০৪ নম্বর।—স্বাধীনতার প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর জ.সি.ফা.ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত টি. এচ. ক্রোম
সাহেন রাজকোণ্ডের আর্থের নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-দেবতারিণী গণ্ড হইতে সভানন্দী গণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

২০৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীমতী-কটক স্টেলওয়ার্থ সড়কের দ্বিতীয় অংশের আমসিকাট উল্লিখিত
কম্পানী, ডিউটি সাইট এট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

১৯৬ নম্বর।—নিম্নলিখিত প্রজ্ঞাপনদ্বয়েরা এত মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষা-
কৃত। কলকাতা।

नः यः ।

१५ ।

क्रि.शु. ७६, वि. सं. २००२ म. ३६

‘‘ହତ୍ୟା ହେବାର ଡରା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାହିଁ ।

.. मि. ए. अयादिटे मातक

111

২০৭ নম্বর।—পদতুচ্ছ।—জীয়াত পেণ্টেনেট গবর্ণর সাহেব পালিক ওকস ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর
সিটিংরায় নিম্নলিখিত পদতুচ্ছ করিবেন।

| নাম। | যে পদেইতে। | যে পদে। | তারিখ। | পদ হইতে নাম। |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| শ্রীযুক্ত সি. টেলর সাহেব ... | নিয়ন্ত্রক কুটিল প্রাথম শ্রেণী। | চূড়ান্ত শ্রেণী। একমস। | ১৮৮৩ সাল ১ মে | স্থায়ী। |
| .. জি. এ. জি. সাহা সাহেব | অফিসিং কলিকাতার | কিটিব ইঞ্জিনিয়ার। | | |
| .. জি. এ. জি. সাহা সাহেব | কলিকাতার চূড়ান্ত শ্রেণীর এক- | এ | এ | এ |
| .. এম. জে. ককটন সাহেব | সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার। | | | |
| .. এম. জে. ককটন সাহেব | অফিসিং কলিকাতার | এ | এ | এ |
| .. এম. জে. ককটন সাহেব | কলিকাতার চূড়ান্ত শ্রেণীর | এ | এ | এ |
| .. সি. জে. কে. গুয়াটিলন | কলিকাতার চূড়ান্ত শ্রেণীর এক- | এ | এ | এ |
| .. সি. জে. কে. গুয়াটিলন | সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার। | | | |
| .. এ. মনিং সাহেব | এ | এ | এ | এ |
| .. এ. মনিং সাহেব | এ | এ | এ | এ |
| .. এ. ই. বেহরান সাহেব | এ | এ | ১৮৮৩ সাল ২৮ | এ |

অবেদন

* বঙ্গদেশের সর্বশেষে: ১৮৮৪ খ্রিঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ খ্রিঃ দিৱসে প্রকাশিত তারিখ বহিষ্ঠক।

ଅନାମସହନ ବିସୟକ ।

১৮৫৫ খ্রিঃ ১৩ মে ।

১১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কাছের নং ১৩৭৭/১৯৩৬ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত করণ সংক্রান্ত
বিশেষ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থদপ্তরে গবর্ণমেন্ট কলেক্টর ডায়াল ওয়ালা, বজ্রদেশের জৈবৃত
লেক্টোনেট গবর্ণর সাহেবের নিকট এক কপি প্রকাশ করা হইতে। এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল।
পূর্বোক্ত কাছের নিমিত্ত ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ক্রমক্রমে বুগ ও মফরাজপুর পরগনার জেল
পাড়া খালের পশ্চিম তটের কইজুর ও গণৌলী গ্রামে প্রায় ১১৪- ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ ব. বর্ধি ৩১০ ফুট পয্যন্ত
এক অর্ধাৎ ১৫০০। ৬/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির আশোজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা
জেল পাড়া খাল, পশ্চিম সীমা ৬-১২ ব. টে ডিহি বৈকরির কইজুর গ্রাম, দক্ষিণ সীমা গণৌলী
গ্রাম এবং পূর্ব সীমা বৈকরি বাওঁর।

এ ক্ষেত্রে আরো প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, উক্ত কাঁচার নিমিত্তে খুশনা জিলার অন্তর্গত জেলেপাড়া থানার পূর্ব ও উত্তর দিকের পাহারার কাঞ্চিলী গ্রামে তার এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমি প্রায় ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অর্থাৎ ৭৪ ফুট প্রস্থ এবং ১১০০ বর্গ ফুট পরিমিত। এই ভূমির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা কাঞ্চিলী গ্রাম এবং পশ্চিম সীমা জেলেপাড়া থান।

ইছাতে যাত্রীদের সন্ধ্যাক থাকে ত্রিহাদিগকে ১৮৩০ সালের ১০ জাইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই জিজ্ঞাসা দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এগ, বীণ, মেজর, এম, এস, সি.

ନବନିକ ସ୍ୱର୍ଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ,

বঙ্গদেশের গদ্যশৈলীর হোটে গেলেকটরী !

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৬৫ । ২০ মে']



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাষিদ্ধিত বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মাল্যব সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আশ্বিন তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আশ্বিন তারিখে মাহমুদ-বর জীয়ুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদিত এইধা সম্রাটের অধ্যাদেশ নিম্নলিখিত প্রকারে প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৪ আইন ।

৩৮৮৪ মুন্সিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুন্সিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুন্সিপালিটির মুন্সিপাল কমিশনার-সিগকে ক্ষমতা দিবার আইন ।

হাওড়া মুন্সিপালিটির ও কলিকাতার শাখানগর মুন্সিপালিটির সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুন্সিপাল কণ্ড হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয় ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন “ হাওড়া ও শাখানগরের মুন্সিপাল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

এই আইন হাওড়া মুন্সিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুন্সিপালিটিতে বাস্তবে ।

আর ১৮৮৪ সালের দ্বিতীয় মুন্সিপাল আইন যে তারিখে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে ।

২ ধারা । হাওড়া মুন্সিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুন্সিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুন্সিপালিটির মুন্সিপাল কণ্ড এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

৩ ধারা । উক্ত দুই মুন্সিপালিটিতে নিযুক্ত বা কর্মকারী সমুদয় পোলীস কর্মচারী ১৮৮৩ সালের ৫ আইনের বিধানমতে, কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলীস সেবাস্থার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন ।

৪ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই পাঠে পূর্বোক্ত প্রত্যেক মুন্সিপালিটির আয়বায়ের অনুমানত্র ও, তা প্রস্তুত করিবার পর বৎসরের অন্তঃ প্রস্তুত কর, যাইবে, এবং ঐ অনুমানত্র যে বৎসরের লক্ষ্য হয় সেই বৎসরান্ত হইবার অন্তঃ তিন মাস পূর্বে তাহা মুন্সিপাল কমিশনারদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে ।

৫ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিরেক্টর
অনুমোদনের মাধ্যমে
লিখিত হইবে তাহার
কথা।
কলিকাতার শাখানগরের অনু-
মানপত্র কলিকাতা নগরের
পোলীসের কমিশনার সাহেবের
প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীতে
যে পোলীস দল রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা, গঠন ও
বেতন এই অনুমানপত্রে লিখিত হইবে।

৬ ধারা। মুনিসিপাল কমিশনারগণ সভাগত হইয়া
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের
ও প্রচুর কমিশনার
সাহেবের নিকট কমিশনা-
রদের অনুমানপত্র বি-
বেচনা করিয়া দেখিয়া
পাঠাইবার কথা।
জিলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।
কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্নমেন্টে
পাঠাইবেন।

৭ ধারা। প্রকৃপে যে অনুমানপত্র প্রেরিত হয় স্থানীয়
গবর্নমেন্টে তাঁহা বিবেচনা করিয়া
অনুমোদনপত্র
নয় গবর্নমেন্টের দ্বারা
করিবে হইবার কথা।
কোন কারণ অনুমোদন বা পরি-
বর্তন করিতে পারিবেন। এই
অনুমোদনপত্রে পোলীসের যে প্রচুরের বিবরণ থাকে
তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের দ্বারা শুধু মুনিসিপা-
লিটীর দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্টে ইচ্ছা শুধু দ্বিতীয়
করিবেন।

কিন্তু প্রকৃপে যে প্রচুর দিতে হইবে তাহা মুনিসিপা-
লিটীর অন্তর্গত হোতাশ্বতের মোট মূল্যের অধিকতর দুই
টাকার অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমো-

দিত অনুমানপত্র মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক
হইবে না।

৮ ধারা। পূর্বে প্রকৃপে মুনিসিপালিটীর দিতে
হইবে ন্যায় স্থানীয় গবর্নমেন্ট
গত টাকার দ্বিতীয় করিয়া দেন।
তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনি-
সিপাল আইনের ৭০ ধারামতে
প্রস্তুত প্রচুরের মুনিসিপাল অনু-
মানপত্রে লিখিত হইবে, এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে
তারিখ নির্দেশ করুন সেটা তারিখে ত্রৈমাসিক কন্টি-
কমে মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে কমিশনারগণের দিতে হইবে।

৯ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের
মুনিয়ান করিবার) ১৮৬৪ স-
নের বঙ্গীয় আইন কলি-
কাতার শাখানগরের পোলী-
সের উপর যে কোন ক্ষমতা বা
শক্তি কলিকাতা নগরের পো-
লীস কমিশনার সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই
আইনের কোন কথায় তিনি সেই ক্ষমতা বা শক্তিকে
বিস্তৃত হইবেন না।

১০ ধারা। ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের
উন্নয়নের জেনারেল সাহেবের প্রতি যে কোন ক্ষমতা
বা শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, তিনি উক্ত শাখানগরের
অনুগত পোলীসের উপর সেই ক্ষমতা ও শক্তি ঢালাওতে
পারিবেন না।

সি. এচ. বাহাদুরী

সংস্করণের দায়িত্বভার

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সন্মতিক্রমে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Banga's Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

PART VIII. ADVERTISEMENTS.

অক্ষয় ধর্ম ।
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি ।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার

নিলামের নোটিস ।

এস্তেটকারীরা সাধারণি কান্ট্রী জেলা ১২ পরগনা :

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৮ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাউতেছে । জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ বিস্তার বাকী রহিত হইবে । সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাজনা সন ১৮৯১ সাল ১২ আগস্ট শুক্রবার ঐ জেলার কান্ট্রীতে বিনা ওজর নিলাম ধরা হইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৩৯ এপ্রিল ।

প্রথম শ্রেণীর একমুদ্রার জমা শাব করিয়া মহাল ।

২ নং পরগনে অগ্রণীকং কান্ট্রী বাজনা ওগরহ লিখিত মালিক

দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগরহ সদর জমা

৩৮৩৩ ১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৩১২ ১ দহিয়ার মধ্যে আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমুদ্রার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগরহ নামে ১৪৭৭ দহী ১৮১১৮৮৮৮— আনার কাণ্ড সদর জমা ২৪৩১১০ টাকার তাহার সন ১৮৯০ সালে লাই কান্ট্রী বিস্তার সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল ।

১৪৫ নং পরগনে কলিবাড়া বিঃ সদরসা বনভূগলি ওগরহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিদ্যাস ওগরহ সদর জমা

২১১৬৮ ৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমুদ্রার কৈবল্যনাথ বিদ্যাস ওগরহ নামে ১০ আনার কাণ্ড সদর জমা ১১১৮ টাকার তাহার সন ১৮৯০ সালের ৩১ আগস্ট বিস্তার সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে ৭২৯ ১/২ টাকার বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক
কৈবলানাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/৯ টাকা মতো

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইন্সের ১০ খারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমা-
লিতে কৈবলানাথ বিখাস ওগররহ নায়ে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬/১০ ৥ টাকা ভাহার
সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫৬/৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যদুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও গররহ সদর জমা মার পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫/৩ টাকা মতো

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ খারামতে ১/৬ ৥ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
একমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নায়ে ১০/১০ - আনার কাত সদর জমা মার পুলিশ
থানাদারি ৫৮১/১০ টাকা ভাহার সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২/১০ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪১.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ খারার বিধানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলার
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আদায়
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাধা
নিলামে নিরবলম্বে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

তফসীল।

| ভৌগোলিক
নম্বর। | সংখ্যক
নম্বর। | সংখ্যক
নম্বর। | নাম মহাল। | মালিকের নাম। | সদর জমা। | বাকী কিং
আদায়। | কৈফিয়ত। |
|-------------------|------------------|------------------|--|---|----------|--------------------|--|
| ১৯৩০ | ৭২ | ১৮৯ | টামটা পুটীয়া জো-
হার পাং বরদাখাত
হিং ১১৩১-ক্রান্ত | গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেশ-
চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র
দাস উমা সেন রজ-
নীকান্ত সেন।

জীমতী উমাতারা জ' মৃত
সরুপচন্দ্র রায় শিং মৃত
গোলোকচন্দ্র দেব।

জীমতী উমাতারা গুণী
জ' মৃত সরুপচন্দ্র
রায় শিং মৃত কৃষ্ণমো-
হন সেন সাং দারডা
পাং বরদাখাত থানে
খোজা। | ১৭০৮ | ৫৩৪ | একাল থাকে যে
এই মালিকের শেষ
পুনঃবন্দোবস্তে
সরকারি রাজস্ব
২০৯০ টাকা ধায়া
হওয়াছে এই জমা
খরিদারের ১৯৯১
দন হইতে দিতে
হইবে। |
| ১৯৩১ | | ১৮৯ | তিলচিঠা জোয়ার
পাং বরদাখাত
হিং ১১৩১-
ক্রান্ত। | জগীচরণ দাস মজুমদার
সাং নৈয়াইর পাং
জীচাইল, রামকির
রায় সাং চান্দরাই একাধা আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং
তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর
পাং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং
তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা। | ৬৬৩৫৩ | ২০৬/১০ | |

7-5-৪১.

J. A. HOPKINS, Collector.

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতীল। ১২৯১ সালের ৬ আর্টার রহস্যভিয়ার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কারিগরি প্রকারণ নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

| সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতীল। ১২৯১ সালের ৬ আর্টার রহস্যভিয়ার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কারিগরি প্রকারণ নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে। | মহাল ও পরগনার নাম। | বাকীদান মালিকের নাম। | সদর জমার ডাইন। | বাকীর পরিমাণ। | টেকসিয়ৎ। |
|---|--|---|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| ৯ | প্রথম প্রণী ইন্ডিয়ান বন্দ-বন্দী মহাল।
দৌলতপুর পরগনা। | সৈয়দ মজল রহমান ওরফে আজী-রাখা দিগর।
বাদ গজাধর কর মোজা সিংহা তৎ-সামিল পটী বাগান ও গির-পাড়া রকম /১২। আনার সদর জমা বিঃ
কুমারমারী দাসী ১৫।।০ দিঘা
জমির জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী সৈয়দ মজল রহমান ওরফে আজী রাখা দিগর সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ১১৩০/১
৪২৫০/০
৫।০
৪০০/০ | | |
| ১০ | রাধাকান্তদাসী পরগনা। | কচিমদী মিস্ত্রী দিগর ...
বাদ কাজি আজিমদী মিস্ত্রী ৪০৫১
বিঘা জমির জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী কচিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৬২৪।।০১১
২৪৫০/০
৫৯৯৫/১১ | ১২২।।০১ | এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাম হইবে। |
| ২১ | সমুদ্রপুর পরগনা। | সেখ হাকিমদীন আহমদ দিগর
সদর জমা।
এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ লরতকুমারী দাসী রকম ১।।০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার রকম ০৪ আনার সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১১৮৮১
২৪২৪।।৩ | ৪২৯।।৩ | এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাম হইবেক। |
| ৩৫ | মণ্ডলঘাট পরগনা। | জগদীশ্বর লাহা দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ লরতকুমারী দাসী ০১১।০৪ আনার সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২২৩৭২৮৫/
(৮)
৩৮০২/১ | ১২২৬০২ | এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাম হইবেক। |
| ৩৮ | সাঁখালি পরগনা। | মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেকার ইফেট গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০১৪৮৮
১০১৪৫/০ | ৫০ | এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাম হইবেক। |

| ক্রমিক
সংখ্যা | মহাল ও পর-
গণের নাম। | বাণীদার মহালদেবের নাম। | সদর জমার
ডাইন। | বাণীদার
পরিমাণ। | টেকিয়াং। |
|------------------|---|---|--|--------------------|--|
| | প্রথম শ্রেণী
ইস্তমুরারি বন্দ-
বস্তী মহাল। | | | | |
| ৫৫ | চাপাছাতি পাং | মজুমদার মহালদেব | ... | ৫৮১০/০ | ৩৫১/০ |
| ৫৬ | এ এ এ | মজুমদার মহালদেব | ... | ৬০৬১০/০ | ১১৩১১/০ |
| ৫৭ | মাথাপাড়ি
পাং পাড়িয়া | সমসদ আবদুল মজুমদার দিগর
দাম আল-হুসাইন নবী রুম ১২৪৬
আবদুল মদর জমা এঃ
উপস্থানায়ন নবী দিগর রুম
১২৮০ আদায় জমা দিঃ
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
দামী সমসদ আবদুল মজুমদার দিগর ...
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৭০০৬১/০
৩২৮.০
৩১৪.০
৫৮০০.০
২২৬৬/০ | ৩১৪ | এই বাণীদার জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৫৮ | এ
রামজান পাং
মওলিয়াতি। | কানাইলাল দিগর
এই অংশের মধ্যে মালিক লাল দিগর
দাম লোকের ভরক পরকুমারী
দামী রুম ৫৫ আদায় মদর জমা
উঃ এঃ
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০৩৭৫৬২/০
২৭২৫.০ | ২৩২/০ | এই বাণীদার জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৫৯ | এ
গুড়দাতি
পাং চৌহাতি। | মিঃ চিত্তরাম দিগর
এই অংশের মধ্যে মৌলানা
মৌলানা গুড়দাতি ও মৌলানা পুর
মৌলানা মৌলানা মদর জমা
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২০২৫৬/০
৬২০৬২ | ৫৭২৬/০ | এই বাণীদার জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৬০ | এ
সেপ্তর
পাং বাণীদার। | মৌলানা মদর দিগর
এই অংশের মধ্যে মৌলানা মদর
দামী রুম ১১/ আদায় মদর জমা
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০৩১১/০
৫৮০০০/০ | ২০১৩১/০ | এই বাণীদার জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৬১ | এ
খালু
পাং খালু। | মৌলানা মদর দিগর
দাম লোকের ভরক মৌলানা
দামী রুম ৫০ আদায় মদর জমা
উদয়চাঁদ মৌলানা মদর রুম ১০
আদায় মদর জমা
মৌলানা মদর দিগর মৌলানা মদর রুম
৫০ আদায় মদর জমা
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
দামী মৌলানা মদর দিগর ১০ আদায়
মদর জমা
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০৩১১/০
৭৭২০
৬৫২/০
১০৮৬/০
৫১০০.০
৬৫১০/০ | ১১১১/০ | এই বাণীদার জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |

| ক্রমিক
সংখ্যা | বহাল ও পরগনার
নাম। | বাঁকীদার বালিকের নাম। | সদর জমার
ভাইন। | বাঁকীর
পরিমাণ। | টেকিরং। |
|------------------|---|--|--|-------------------|--|
| ১১৭ | প্রথম প্রোগী ই-
জুরারি বন্দ-
বস্তা মহল।
রাজহাট পঃ
খোশালপুর। | জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ...
বাম আনন্দমণী দেবী একত্বিকিউটর
ইউটেট রুদ্দামস্বর রার রকম ১০
আনা সদর জমা।
হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত মণি
পুর ও বৈদ্যবাণী ও অভিরামবাণী
তিন মোজায় রকম ১/১০ আনার
মধ্যে ৮/১০ আনা সদর জমা।
প্রমাদদাস গোস্বামি রকম ৮১১ =
আনার জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭২৬৬৩
২২৬৭০
৮২৬০
১৫১১০
৪৬০১/০
২৬৫১১০ | | |
| ১১৮ | মল্লিকহাটী পঃ
গৌর। | প্রমাদ দাস গোস্বামি দিগর ...
বাম রাধিকাপ্রমাদ গোস্বামি দিগর
রকম ১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী প্রমাদদাস গোস্বামি দিগর
রকম ৭০ আনা জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ২২৬৮২
৭৬০
২২২৬২ | ৩১০/০ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ১১৯ | চাতরাবাসে
পঃ বোর। | রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...
বাম বাঁমাসুন্দরী দেবী রকম ৮১০
আনার সদর জমা।
নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১৫ আনার
সদর জমা।
দিননথ চৌধুরী রকম ১/২০/১০ আ-
নার সদর জমা।
অকালীন্দ্র মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১২
আনা সদর জমা।
কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১০৭২
গণ্ডা সদর জমা।
লালজী চৌধুরী বাঁম চাতরা বাসে
দেবপুর, বেলেড ও মোজা রকম
৮৮১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর
জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭৪০১/৫
১৪৯১/০
৬৬
৫১৫০
৮৮১১/০
৩১১০
১১৭৫০
৫১৫১
২০৫১১/৫ | ১৬৯/৪ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ২০৩৪ | মোদীমি বন্দ-
বস্তা।
মুলতানপুরচর
পঃ পাটমহল। | অমৃতলাল গেম দিগর ...
বাম পূর্ণচন্দ্র রার রকম ১১০ আনা
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২২২৬০
৮০৬৩২১২
৪৬৫১১/৬
৪১০৪১১ | ৭৫/০ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |

| মহালের
নম্বর। | মহাল ও পর্ব-
নার নাম। | বাণীকার মালিকের নাম। | সদর অমার
ভাইস। | বাণী
পরিমাণ। | টিকিফর। |
|------------------|--|--|--|--|--|
| ২১৫৮ | মোদামিবন্দবস্ত
অপূর্বপুর চাক-
রানপাং সিংহ | বাণী অমৃতলাল সেন দিগর রকম
১১০ আনা সদর অমার
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।
মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ
শরতকুমারী দাসী দিগর।
বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/১২
আনার অমার এঃ
গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা
অমার বিঃ।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৫৩৪১/৬
চৌড ফণ্ড
৪১১৪/১
৬৫৬১/৫
৩৯৩৫/০
১৩১১/০
৫২৫০/০ | ২১১ | এই বাণীর অমার
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৩১৩৩ | প্রথম জ্যোতি উ-
স্তাদারি বন্দ-
বস্তী মহাল।
ছুটিপুরের সা-
বিল অমার
পূর্ব পাং ছুটি-
পুর। | বাণী মানিকলাল শীল নাথালগের
তরফ শরতকুমারী দাসী
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।
যতনাথ ঘোষ দিগর ...
এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব রাই
১০ আনাকে যোন আনা করিয়া
তাঁহার রকম ১/৬১ = আনার সদর
অমার এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১৩১১/৫
৭০৬১/৮
৪৮৫০/০ | ৪২১০ | এই বাণীর অমার
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৩১৩৭ | জো-কুল পাং
ছুটিপুর। | চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিগর ... | ৫১০১/৬৭ | ৯২৫০/৩ | |
| ৩১৪৯ | মামদপুর বাটে
পাং ছুটিপুর। | যতনাথ দে দিগর ...
এই মহালের মধ্যে বিনাংশক্র শীল
রকম ১০ আনা অমার এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৮২৫৫/১১
১৫৪১/০ | ৩৯১/৬ | এই বাণীর অমার
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৩১৯৩ | মোদামিবন্দবস্ত
হাওড়ার পা-
র। | বাণী লালনমাণ দিগর ...
বাদ ব্রজনাথ আনি রকম ১/ আনা
সদর অমার।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৭২৬১/৮
২০৭/০ | | |
| ৪০৮৬ | প্রথম জ্যোতি উ-
স্তাদারি বন্দ-
বস্তী মহাল।
গোবিন্দপুর পাং
আনা দি।
মোদামিবন্দবস্ত | বাণী বাণী লালনমাণ দিগর রকম
১০ আনা সদর অমার।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।
মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ
শরতকুমারী দাসী। | ৪৯৯৫/৮
১০৪০/৭৭ | ৬২১১/৮
৩৫২৬/৯ | এই বাণীর অমার
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ১৭৯২ | গুণিলাড়া
পাং মণ্ডলঘাট | কালিদাস দেব মেজেকার কানট-
গিরজানাথ রাই চৌধুরী দিগর
এই মহালের মধ্যে রকম ১৮ আনার
মানিক গুণীনাথদেব সেন সদর অমার
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।

রকম ১/১০ আনার মানিক অমৃতনাথ
সেন সদর অমার।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭৬৫৭
৩০৬৭
৭৬১/০ | ৩৮ মাঠ কি-
স্তার বাণী
১০৫১/০
১০ কাকুরাতি
কান্টা বাণী
৮৯১/৬
১৯৩৫/৯
৩৮ মাঠ
কিষ্ঠা
১৬/৯
১০ কাকুরাতি
১০/০৩
৮৮১/০ | এই অংশ ১৮৮৪
২৮ মাঠ নিলাস
চন্দ্রনাথ খরদার
কেবল বায়নার
টকা দিয়া সব-
শিষ্ট টাকা না
দেওয়ায় এই বাণী
নার টানা অমার
করা গিয়াছে অম-
না ও প্রথমখার
দারের পারিষে
ও ক্রিকে এই
অংশ পূর্বপ্রাণ
নিলাম হইবেক। |

জিলা খুলনা ।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩ । ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন হোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওক্রে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ।

| ক্রমিক
নং । | মহাল ও পর-
গনার নাম । | মালিকের নাম । | ঘোট সদর
জমা । | যে অংশ বিক্রী হইবে । | বাকী পড়া
অংশের
সদর জমা । | ১৮৮৩ । ৮৪
সালের মার্চ
কিস্তির বাকী । |
|----------------|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|--|
| ৬ | পরগনে আগর-
পাড়া কিসমত
অগরপাড়া । | গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী
দিগর । | ১৩৬২।৬ | ১৮৫৯ সালের ১১ অস-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অকল্প হিসাবে ১ হি-
স্যা মতেন্দ্রনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/আনা । | ১৩৫৬।২ | ৩।০ |
| ২৮ | পং বিলকি কিং রাজমোহন রায় চৌধুরী
কেড়গাছা । | ... | ৫৮০।৪ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ৫৮০।৪ | ১৭৩।০৬ |
| ২৯ | পং খলিশখালি ইবলাসকাছিনী দেবতা
কিং খলিশখালি দিগর । | ... | ৮২৭৬।১ | ২ ... | ৮২৭৬।১ | ১০০৬।১ |
| ৩৪ | পং বিলকি কং মতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
গন্ধকপুর । | দিগর । | ১২৬১।৪ | ৫ হিস্যা আনন্দমোহন
ঘোষ রকম ১২ গড়া । | ১২৬১।০ | ৩৩।১/১ |
| ৬৭ | পং তালিবপুর কিং
তালিবপুর । | গাংদাসমোহন বসু দি-
গর । | ৫৩২।৬ | ১ হিস্যা ... | ৪৭৪।১ | ১১০।৪ |
| ৭২ | পং দাতিয়া কিং চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...
দাতিয়া । | ... | ৪৭৩২।৩৬ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ৪৭৩২।৩৬ | ১২০৬।২১ |
| ১০৮ | পং বৃন্দন কিং বৃন্দাচরণ লাহা দিগর ...
বাবুলিয়া । | ... | ৫১১৫।১ | ৩ হিস্যা মুনশী আগা-
বদৌল আহম্মদ রকম
১২ গড়া । | ৫১১।০ | ৩৬।৫ |
| ১১১ | পং বাজিতপুর লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী
কিং বাজিতপুর দিগর । | ... | ২১২১।১১ | ২ হিস্যা লোকনাথ ভক্ত
চৌধুরী রকম ৮৬৭ দণ্ডি । | ৫৮২।৮ | ১।৫ |
| ১২৫ | পং বৃন্দন কিং খাকমনি চৌধুরী দিগর
ইবরাহী । | ... | ৭২২।১১৬ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ৭২২।১১৬ | ৩৩।৬৭৬ |
| ১২৭ | পং তালুক কিং
তালুকা । | কাকুমার ঘোষ দিগর ... | ১১২৪৩৭।৮ | ১ হিস্যা মেহেরউল্লা
চৌধুরী দিগর রকম
১৮৬/১১/১৫ | ৮০১।৮ | ২৫৬।৭। |
| ১৫২ | পং বৃন্দন কিং বৃন্দাচরণ লাহা দিগর ...
ডাঃ ডিঃ । | ... | ২০৩২।৩ | ২ হিস্যা ১০ আনা ... | ১০১৫।২ | ১৫৬ |
| ১৫২ | পং মঙ্গল কিং
মলই । | পাকডীনাম রায় চৌধুরী
দিগর । | ২২৭২।১১। | ২ হিস্যা মতেন্দ্রনাথ রায়
চৌধুরী দিগর । | ২২৭৭।৩ | ৮৭৬।৬৪ |
| ১৫৯ | পং সর্পাকপুর
কিং রামজালা । | ভুবনমোহন মজুমদার
দিগর । | ৫৪২৬।৮ | ১ হিস্যা ভুবনমোহন
মজুমদার ১০ আনা । | ১৩৭।৫ | ৩১।০। |
| ১৬৬ | পং জুয়ারদান কিং
১৬৫ নং লটি
আত্মনিরুপণ
নগর । | জহিরদি সবদার দিগর | ১৮৮৪ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ১৮৮৪ | ১৪০০।৬ |
| ১৭১ | পং মলট কিং
জরাবাতি । | পাকডীনাম রায় চৌধুরী
দিগর । | ৮২০।১০ | ৪ হিস্যা বাজেন্দ্রনাথ
রায় চৌধুরী দিগর
সাং সাংখিরা । | ৮২৪ | ৩২।০। |

KHOOONA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1881.

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া মহিওতে যে সন ১৮১৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খ্রিষ্টাব্দে জেলা মুরশিদাবাদ সংজ্ঞার নিম্নলিখিত মাভান সন ১২৯০ সালের লাহকী কালগুজর বাকী রাজস্ব জারি
 জনা সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯০ সালের ১১ অক্টোবর মক্কনবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছিত্রে একাধা নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সন
 ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।

| খোঁস
নং। | মাভানের একাধ। | ডেইর
নং। | নাম মহাল ও পরগনা। | নাম ভানুকর। | সনর জমা। | বৈকির্য। |
|-------------|-----------------|-------------|---|---|----------|---|
| ১ | এইখ খোঁসের মহাল | ৪৫ | ওরফ কানুয়া ৭৭০০০০
বক পুর। | কৃষ্ণকিহর রায় কল্যাণকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় এতা-
দী দাস। মাতা জলি কৃষ্ণকান্ত রায় দাবালগ। | ৩২৪৮১৭ | এই মহাল মধ্যে এতাবতী দাসা ও কল্যাণকান্ত রায়ের
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাটল কৃষ্ণকিহর
রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এতাবতী অংশ ১০ আনার
কাক সনর জমা ১৫৪৭/৪ টাকা নিলাম হইবেক।
বাকী ৭১১৫/০ টাকা। |
| ২ | এই | ৪৬ | ওরফ কানুয়া ৭৭০০০০
বক পুর। | এই | ৩২৪৮১৭ | এই মহাল মধ্যে এতাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া
অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকিহর রায় গোপীকান্ত রায়ের
এতাবতী অংশ ১০ আনা বাটে কল্যাণকান্ত রায়ের
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাক সনর
জমা ১২৩১/৭ টাকা নিলাম হইবেক।
বাকী ৫৫৮০/৫ টাকা। |
| ৩ | এই | ৪৭ | ওরফ কানুয়া ৭৭০০০০
বক পুর। | রায় দেউবাটী লতার দালাতুর | ১১৪২/১০ | রাজস্ব বাকী ৪৪০০/১০ টাকার জন্য সন ১২৯০ সালের
মহিওতে হইবেক। |
| ৪ | এই | ২২৩ | কিম্বত মোজগান-
ডাউন পরগনে বার-
বক সিংহ। | হিরাম চৌধুরী দামদাস চৌধুরী অখিনীন্দার
মুত্তকী বটুকান মুত্তকী দারাদন গোয়াসী। | ৭২৯১ | সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য সন ১২৯০
মহিওতে হইবেক। |

[illegible]

১৯১৫৮১ সনকারি বালী রাজ্য ৩০১১১১ টাকার জন্য মঙ্গল
নাফা লাভ হইবেক।

১০৪। ১। এই নাজাল মধ্যে কোনরূপ ত্রিভাঙ্গের বহুমান প্রাপ্তির
 বিধি বাল্য বিবাহি হিরালাল মননাম চৌধুরী ও রাণা
 দিনল চৌধুরী ও রতনসিংহ মুক্তা ও মাধবচন্দ্র
 চৌধুরী প্রমুখ কর্তৃক লওয়া জমা ৭৮৮০। নীল
 হিজলের কাকি মানবজমা ৫৬৭ টকা বাদে রানীগো-
 দাল চৌধুরী গিরেব এজন্যী অংশ ৬২ গোড়া ৪।
 উপ ১৫ হিজের কাকি মানবজমা ১৫৮০১১ টকা
 নীলান কর্তৃক।

১৫৫৫ খ্রিঃ

১৯৭৬
এই সমিতির মধ্যে সাতিকড়ী সোমসহুসমার দ্বি বেরপঞ্চক
কিংকরমা হাশদাং দিহালাল হাশা গকদিগা-
বের হজ্বানিঃ হজ্বাঃ ১০১৮ তিলেৎ কা হসমর জমা
১৭৭০.১ টাকা নিলাম হংবেক দাঁচী হজ্বাব
১৯৭৬ খাই।

| ক্রমিক
নম্বর। | মহালের
নাম। | ভোগ
দেয়। | নাম
ভোগদার। | নাম
ভোগদার। | সংরক্ষণ। | বৈশিষ্ট্য। |
|------------------|----------------|--------------|---|--|---|---|
| ১ | এমের
মহাল। | ৫৩৮ | ক্রিমত পরগনেনা-
জাতিপুর
সাইজাপুর। | বিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুকুললাল
রামচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল শ্রীমন্ত নলিন্দ্র
মোক্তন বৈদ্যনাথ গুরুদাস অভয়নন্দন গণেশচন্দ্র
গজানন্দারাম কলকাতাসার গোপেশ্বর সেন মনমসখী
দাসা কামদাকিকর মুখোপাধ্যায়। | ৩৩৫১/৭ | এই মহাল মধ্যে মনমসখী দাসার ও কামদাকিকর
মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দাঁত
গোপেশ্বর সেন সিগরের একমালী অংশ ১১/২২
গোপেশ্বর কান্ত সনর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলায়
হইবেক রাজস্বর বাকী ৭৩৬/১১। |
| ২ | | ৫৩৮ | ক্রিমত পরগনেনা-
খালী পরগনেনা-
খালী। | বীরচন্দ্র নন্দীয়াবিনয় চৌধুরি আনন্দমুন্দরী দাসা।
মোদামিনী দাসী কৃষ্ণমুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী
অনন্তমরী দাসী ব্রজমরী চৌধুরী। | ১১৭৭/২ | এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ দাঁত আনন্দমুন্দরী দাসা সিগরের এক-
মালী অংশ ৭/১১/০ কাঠ সনর জমা ৫৫৬/১১ টাকা
নিলায় হইবেক রাজস্বর বাকী ১১৩ আনা। |
| ৩ | | ৭০৪ | ক্রিমত
জিহা
সেরপুর। | চন্দ্রমহিনী দাসা থাকমণী দাসা আলি মাতা বিবেকেশ্বর
বোম প্রমথনাথ বোম কান্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীমু-
ন্দরী দাসা। | ৩৪২১/১-
১১
পুলিস
২৬/০৭
৩৪৭২/৭ | এই মহাল মধ্যে থাকমণী দাসী সিগরের পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ ১০ আনা দাঁত চন্দ্রমহিনী দাসার এক-
মালী অংশ ১০ আনার কাঠ সনর জমা ১৭২৬/০
টাকা ও পুলিস ১০৪ টাকা নিলায় হইবেক।
বাকী ... ৫৭৪/০
পুলিস ... ৩১০
৫৭৭/০১০ |
| ৪ | | ৫০০ | ক্রিমত
পং
জিহা
সেরপুর। | বৈলোক্যনাথ রায় কলীচন্দ্র ও ভাইকরায় ভট্টাচার্য
নরচন্দ্র ও প্রিয়দাস পাল চৌধুরী গোলাপমণী
যেবা অগজ পণ্ডিত কল্লিমণী দেবা গোহুলচন্দ্র
ভোগ্যরী হরিদ্রাধ সেন গণেশলাল কৃষ্ণদাস
রায়। | ১১৮৩/৬ | এই মহাল মধ্যে হরিদ্রাধ সেনের পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ ১০৭৩ দাঁত দাঁত সনর জমা ৪৭১/১০ টাকা
নিলায় হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা। |

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহকর দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থতী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালজুকারি এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নির্মিত ১৮৮৮ সাল ২১ মে ১৮৮৯ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তে বিনা গুরুত্রে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৯। ৭ এপ্রিল।

| নং
ডেপুটি। | নাম মহাল। | নাম মালিক। | সদ্য জমা। | বাকী। | কৈফিয়ত |
|---------------|---|---|-----------|-------|--------------------------------|
| ২৬ নং | পং নসিরুজ্জওয়াল আমিনাতি চিমা।
১০ আনা; ময়বেলাবেতা ও জুক
১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে
খারিজ বাদে একমালি। | গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিন্নি-
জামাতন চৌধুরী গিন্নি-
৩৪। | ৭১২৭২ | ১০২৭২ | একমালি
মহাল মালিক
হইবেক। |
| এ | এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০
ধারামতে কিং চান্দী নাকান্দী
(১৮৮৭ কংগ হিসাব)। | জামদার চন্দ্র চক্রবর্তী গিন্নি-
৩৪। | ১৫৭০ | ০ | • |
| এ | এ এ কি চান্দী নাকান্দী
হিসাব (১০০০ টোল)
উপে চাকরাদী। | জামদার চন্দ্র চক্রবর্তী গিন্নি-
৩৪। | ৫০ | ০ | • |
| ১৮ নং | উপে চাকরাদী চিমা। ১০ আনা
১৮৭২ সালের ১১ আইনমতে
খারিজ বাদে একমালি চিমা।
এ ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে বনাম ওয়াগ গয়া ৩৩
মেজার • অন্যান্য চিমা। | নীননাথ চক্রবর্তী চক্রবর্তী
৩৪। | ১৩৭১৭০ | ১০৫৫০ | একমালি
মহাল মালিক
হইবেক। |
| এ | এ | পদমচন্দ্র চক্রবর্তী | ১০১৫০০ | ০ | • |
| এ | এ | হাকিম চন্দ্র চক্রবর্তী | ১০১৫০ | ০ | • |
| এ | এ | মোলদা চন্দ্র চক্রবর্তী | ৩০১৫০০ | ০ | • |
| উপে চাকরাদী। | | | | | |
| ১২ নং | পাওয়ালা চিমা। ১০ আনা
১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে খারিজ বাদে একমালি
এ ১৮৭২ সালের ১১
আইনের ১১ ধারামতে চাকরাদী
পাওয়ালা চিমা ১০ আনা নগর
হাওর ১০১৩ গয়া | মতিমোহন চন্দ্র চক্রবর্তী
নীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গয়া ৩৪।
করমোহন চন্দ্র চক্রবর্তী চৌধুরী
হাওর ১০১৩ গয়া | ৩৩৩৫০ | ১০১৩ | একমালি
মহাল মালিক
হইবেক। |
| এ | এ চাকরাদী চিমা। ১০ আনা
গয়া ৩৪ নগর হাওর ১০১৩
গয়া ৩৪ নগর হাওর ১০১৩
উপে চাকরাদী চিমা। ১০ আনা
১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে খারিজ বাদে একমালি। | মতিমোহন চন্দ্র চক্রবর্তী
নীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গয়া ৩৪।
করমোহন চন্দ্র চক্রবর্তী চৌধুরী
হাওর ১০১৩ গয়া | ১৩৫৫০ | ০ | • |
| ২১২২ নং | উপে চাকরাদী চিমা। ১০ আনা
১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১
ধারামতে খারিজ বাদে একমালি। | নীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী
গয়া ৩৪। | ৩৩৩৫০ | ০ | • |
| এ | এ ১৮৭২ সালের ১১ আইনমতে
খারিজ চিমা ১০ আনা। | মতিমোহন চন্দ্র চক্রবর্তী
গয়া ৩৪। | ১০১৫০ | ০ | • |
| এ | এ ১৮৭২ সালের ১১ আইনমতে
১০। ১১ ধারামতে খারিজ। | মতিমোহন চন্দ্র চক্রবর্তী
গয়া ৩৪। | ১০১৫০ | ০ | • |

| নং
ভৌমি। | নাম মজান। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাঁকী। | টেকিয়ায়। |
|-------------|-----------|------------|----------|--------|------------|
|-------------|-----------|------------|----------|--------|------------|

দ্বিতীয় জেনীর মজান।

| | | | | | |
|---------|---|---|------------------------------------|---------------|--|
| ১৭১ নং | ভগ্নে রণভাঙ্গিয়ান
৮৪ চারিপাড়া স্বপ্নপুত্র ওরফে
কামাধিয়া। | গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গহ-
রহ। | ৭৪৭৮০ পাউ | ১১৭৮০ | সম্পূর্ণ মজান
নিলাম চক্র-
বর্তী। |
| ১০৮৫ নং | পং মহম্মদসিৎ দীল চন্দ্রী | প্রজা চন্দ্র চৌধুরী
গয়হ। | ৫৮৩২ | ২০৭৮০ | ৪ |
| ১০৮৬ নং | পা ভগ্নেবল্লভী চর ভেলুগোমারি। | মনিলাথ চন্দ্রবর্তী চৌধুরী
গয়হ। | ৮৭৭২ | ২২৭২ | ৪ |
| ১০৮৭ নং | পংগলৈ চুরিচি চ গাবরহা | মহম্মদ চন্দ্র চৌধুরী
পতিত নং দুলালসামন্ত
৪ মজান চর ভেলুগোমারি
মেদী গয়হ। | ৭২১৮৮০
মালিকানা মালিকনা
৬৪৮২ | ১৪২৭০
১৩৭২ | ৪ |

G. E. MANLEY

Offg. Collector.

ভি-৭ চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তনামা কাচারি কা-৭ টি ভি-৭ চট্টগ্রাম।

উক্ত দ্বিতীয় জেনীর ভি-৭ ৮৮৮ সালের ৭ আইন ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১ আইন ৬ সালের মজানসারে নিম্নলিখিত তালুমা ১৮৮৪ ইং ২৫ ক্রমিক নং স্থানান্তর পয়সা দানী পাড়া পাঞ্জায় ও বেড পাবলিক স্বাক্ষর মেস আদায়র নিমিত্ত ১৮৭৪-১৮৭৫ সালে ১০৯১ পাঞ্জালা ও আম চুরিচি গোমবার জে ১ চট্টগ্রাম মর কলেটরি কাচারিতে বিনা ওকলে প্রকাশ্য নিলামে ধনী পাবেক হতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ রে।

মজান মজাবান।

| নং | নাম | নাম ভাষিক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাঁকী | মজাবান। |
|-----|--------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| ৭৭৩ | ১৩১
২০৪৭৮ | মো.জ. নওয়াজগর নিঃ অখিল
চলুক রণুগোমারি। | চন্দ্র রায়
গং। | ৮২০৮৮ ১৮৮৮ ৩৩৮২ ৪২৭০ ৮৩৭০ | সম্পূর্ণ তালুক
নিলাম
ইং। | |

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪ ২০ মে।]

C. E. MANLEY,

Offg. Collector.

আগেও এই পত্রের প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলেও এই পত্রের প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলেও এই পত্রের প্রকাশিত হইয়াছে।

क. १५ ग. ३५ ६ मय-डि. वि. म. न. ड. एल. क. प्र. न. ।

[illegible]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিমাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা দিমাঙ্গপুরের সম্ভাব্য বিলুপিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রায় বাকী মালিকজারী এবং অযায়্য দাওয়া চলিত আইন এবং আটের অনুসারে বাকী রাজস্বের মায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় সম্বন্ধে ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিষয় ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে করা যাইবে।

প্রথম সেনীঃ ইন্সপেক্টর কমিশনারী ওয়াং মংলা।

| নম্বর
ভৌজিঃ। | নাম মহাল ও
পরগণা। | নাম মালিক। | সদর জমা। | যে বাকী জমা
নীলাম হইবেক। | মন্তব্যঃ |
|-----------------|---|---|----------|-----------------------------|---|
| ১১০ নং | মৌজে চারখণ্ড
গররখ পরগণা
মিল্যাবাড়ী। | কাজীমী দেবা
জয়কিশোর চৌধু-
রীপ্রভৃতি। | ১৬৯৬৮৮ | ৯৯৯৮৯ | পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক। |
| ১১১ নং | মৌজে মৌলপুর
গররখ পরগণা
রাজমঙ্গল। | ভরকমাল চৌধুরী,
জয়েশ্বরী চৌধু-
রানী উচ্চ পক্ষে
সোহনলাল চৌধু-
রীপ্রভৃতি। | ৪১০০১১ | ৪৮০১৮ | এই মহালের মধ্যে কালকোচ
চৌধুরীর ৫০ আনা অংশ
১৮৮১/৮২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী তাহার হিসাব ১৮৫৯
সালের ১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী পূর্ণকাজে তাহা বাদে
বাকী ৮০০ আনা অংশ ১৮৮১/৮২
সালের ১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী তাহা বাকী পূর্ণকাজে
তাহা নীলাম হইবেক। |
| ১১২ নং | মৌজে গাঙ্গি-
পুর মহাল ও গর-
রখ পরগণা
মৌজে মৌলপুর | মহেশ্বরী মজুমদার
ও মৌলিকমল
মজুমদার প্রভৃতি। | ১০৯৬৮৮ | ১০৯৬৮ | মৌজে মৌলপুর ও গাঙ্গিপুর
বাদে এই মহালের মৌলিকমল
মজুমদারের ৮০ আনা অংশ
১৮৮১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী তাহার পূর্ণকাজে
১৮৮১/৮২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী তাহা বাকী পূর্ণকাজে
নীলাম হইবেক। |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০৯৬৮ | ঐ মহাল দিমাঙ্গল মজুমদারের
৮০ আনা অংশ ৮০/৮১ সালের
১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী তাহা বাকী পূর্ণকাজে
নীলাম হইবেক। |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০৯৬৮ | ঐ মহাল কালীকমলী, বাগমণ্ড
কালীকমলী পূর্ণকাজে
৮০/৮১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা
অনুযায়ী তাহা বাকী পূর্ণকাজে
নীলাম হইবেক। |
| ১১৩ নং | মৌজে মৌলপুর
গররখ পরগণা
মৌলপুর | জয়কমল মজুমদার
কালকমল মজুমদার
প্রভৃতি। | ১০৯৬৮৮ | ১০৯৬৮ | পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক। |
| ১১৪ নং | মৌজে মৌলপুর
গররখ পরগণা
মৌলপুর | মৌলিকমল চৌধুরী | ১০৯৬৮৮ | ১০৯৬৮ | পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক। |

DIMAUNGPORE COLLECTORATE.

The 6th May 1884

[Government Gazette, 20th May 1884]

A. C. TITL.

Offg. Collector

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুটনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কন্সল্টারিগণ সাধারণ ও দাভর্য কাষের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি অগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্বাছাড়া সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাফুল দিতে কইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

লাল সিন্‌কোনা ছাট হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার দাম্য বাঞ্ছনীয়, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুটনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কন্সল্টারিগণ সাধারণ ও দাভর্য কাষের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি অগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে অগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাফুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtoleh Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮। ৪। ২০ মে ।]

† १५५५/१५५५ ।

১৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গার্লস স্কুলে গোল্ডমেডেল মূল্য ৬ ডাকমানুষ এই অবধি নিম্নলিখিত ছাত্রের অগ্রিম দিতে চাইবে :—

दुकःमहल ।

| | | | টাকা |
|---|-----|-----|------|
| সম্পূর্ণ মোট | ... | ... | ১৭৮ |
| উপকরণ | ... | ... | ২১০ |
| একটি প্রকল্প (মাসিক - প্রতি মাসিক ও বার-
মাসিক) (মাসিক সাক্ষর আইন ও আইনের
পাঠ্যক্রম থেকে) | ... | ... | ১২ |
| উপকরণ | ... | ... | ১২ |
| সম্পূর্ণ এক প্রকল্প (মাসিক সাক্ষর আইন -
উপকরণ) | ... | ... | ১০ |
| উপকরণ | ... | ... | ১০ |
| একটি প্রকল্প (মাসিক ও বার-
মাসিক) (মাসিক সাক্ষর আইন ও আইনের
পাঠ্যক্রম থেকে) | ... | ... | ১০ |

• 1947-1948 •

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

ਸ੍ਰੀ, ਏਨ, ੨੨.੧੨.

১৯৭৭ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে

no other copies of the *benzene Gazette* will be supplied unless the subscription to the 18th year has been paid.

NOTICE is further hereby given that the Presses of publications, books and for all works done in the Bengal Secretariat Presses, and that Government offices under the control of Government, officers and

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the objects mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances and postage stamps should be accounted for separately, and the balance in the Rupee on account of discount.

1040 - 1

NOTK—Nat

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Full page per issue | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 68. |
| Half " | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29 |
| Casual advertisements.—1 annus per line. | | | | | | | 10 |

গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৫ । ২০ মে । ১৭

B 362- 17-5-84-800



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে.

CONTENTS

| | PAGE. | নিবন্ধ. | পৃষ্ঠা. |
|--|---------|---|---------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India... | 61—63 | প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৩১—৩৩ |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ... | 493—537 | দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৪৯৩—৫৩৭ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India ... | Nil. | তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ... | Nil. | চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | নাই। |
| PART V.—Acts of the Bengal Council ... | Nil. | পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART VI.—Bills of the Bengal Council ... | Nil. | ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | নাই। |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ... | Nil. | সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ... | নাই। |
| PART VIII.—Advertisements ... | 499—530 | অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাদ প্রভৃতি ... | ৪৯৯—৫৩০ |
| SUPPLEMENT ... | Nil. | পরিমিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট ... | নাই। |

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—ESTABLISHMENTS.

Simla, the 16th May 1884.

No. 112.—Mr. A. C. Mangles is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

JUDICIAL.

The 14th May 1884.

No. 670.—The Honourable W. F. McDonell, c.b., v.c., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

The 15th May 1884.

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lakhiserai in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. MACKENZIE,

Secy. to the Govt. of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.

No. 116.—Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class 'II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S. TREVOR, Col. R.E.

Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

সিরিগতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১০ নম্বর।—জ্যেষ্ঠ এ. সি. মাক্লেম সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৫ মে অবধি জিঞ্জিমতীর বঙ্গদেশের সিলেট সার্কিস ভাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

৬৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়াম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ শানাবর জ্যেষ্ঠ ডবলিউ. এফ. মাকডলেন সাহেব. সি. এম, ও বি, সি. আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে দুটি অফিসারের তদবধি তিন মাসের অফুআহের দুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

৬৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাবিধিভিত্তি জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনরল সাহেব ফ্রেজ বিজ্ঞেয় নিবর্ণনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে যুদ্ধের জিলায় অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরাইর গ্রাম্য সব-রেজি-ফার জ্যেষ্ঠ মৌলবী আলি কাগিম খাঁকে উক্ত আইনমতে নোটেরি পাবলিকের ক্ষমতা ক্রমে কায়া করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ. মাক্লেজ,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জ্যেষ্ঠ এচ. বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ অক্টোবরের তারিখ অবধি ত্রিভুজ টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের ও একটি কামাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ. এম. ট্রেবর, কর্নেল, আর, ই,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিক্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

GENERAL.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G. Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

The 6th May 1884.—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the power of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

The 10th May 1884.—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the dates mentioned opposite their names:—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the District of Nuddea, and is posted to the sub-division station of that district.

The 13th May 1884.—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Keliher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Kloodna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Redford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has been granted by the Right Honble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Bhumbwah sub-division of that district.

The 17th May 1884.—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১০০৩ A নম্বর ।

সাদারণ ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল ।—ত্রিপুরার একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জে, এ. হপকিন্স সাহেব বিবিলা কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ১১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবদি ছর মাসের বিশেষ ছুটি পাঠলেন ।

রাজকাযোপালকে জীয়ুত এক, জোন্স সাহেবের অনুশাসিতিকালে অধনা যাবৎ অন্য আদালত কর মওরাখালীর একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, জি, কুক সাহেব ত্রিপুরার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জীয়ুত এ, আর, মাদডোন্সালড সাহেব বঙ্গদেশের উক্ত দিকের স্টেট রেল-ওয়ের বলন্টিয়র রাইকলদলের লেপ্টেনেন্ট স্করণ জীয় কমিশান ভাগ করণার্থে পত্র পাঠান জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।—সাঁওতাল পদগনার একটিং ডেপুটী কমিশানর জীয়ুত এন, আর, ফর্কস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বন্দোবস্তের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—পাটনা ও গয়ায় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু হরসচায সিংহ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি বিবিলা কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারামতে তিন সপ্তাহের ছুটি পাঠলেন ।

নিম্নলিখিত কাযাকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া আপন২ মাসের পান্থলিখিত তারিখে তারতবর্ষ ১৮৮৪ সালে গমন করিচ্ছিলেন রিপোর্ট করেন ।—

জীয়ুত ডবলিউ, এম ক্লে সাহেব, ১৮৮৪ সালের ১১ আপ্রিল । | জীয়ুত এ, ডবলিউ, বি. পৌয়র সাহেব, ১৮৮৪ সালের ১৫ আপ্রিল ।

বগুড়ার অসিস্টেট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত পি, এচ, ওব্রাইন সাহেব মদৌয়া জিলার প্রেবির হইয়া সেই জিলার সদর মৌকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ডি, আর মিলসন্ সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ১৫ আপ্রিলে তারতবর্ষ ১৮৮৪ সালে গমনের রিপোর্ট করেন ।

জীয়ুত জে, কালেক্টর সাহেবের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এক, এচ, বারো সাহেব গত মাস মাসের ২২ তারিখ অবদি সেই পদে স্থায়িকপে নিযুক্ত হইলেন ।

জীয়ুত বারো সাহেব যাবৎ অন্য আদালত কর খুলনার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন ।

জীয়ুত এক, এচ, বারো সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব গত মাস মাসের ২২ তারিখ অবদি সেই শ্রেণীতে স্থায়িকপে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রামের পান্থতরী প্রদেশের ডেপুটী কমিশানর কর্মক্ষমার্থে জীয়ুত সি, এ, এস বেডফোর্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয় গত মাস মাসের ৮ তারিখের যে আঞ্জা এই মাসের ২২ তারিখের বাজল গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল ।

তাতিবর্ষের পক্ষে মৌসুমের জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রেজেন্টরী করণ সাহেব ইনস্পেক্টর জেনারল জীয়ুত জে, এ, হুডিং সাহেবকে আর চয় মাসের নিয়মিত ছুটি লইয়া দেন ।

পাটনায় বঙ্গদেশের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কিয়েকালীন নিমিত্তে এই জিলার অধগত ভূদায় মাকুমায় নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জীয়ুত বাবু পীত স্বর বন্দোপাধ্যায়ের ছুটি প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষিত কাল অধনা যাবৎ অন্য আদালত কর জীয়ুত বাবু ভগবান চন্দ্র স্বর মদনমিহনের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

POLICE.—*The 5th May 1884.*—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

The 6th May 1884.—Mr. E. Muspratt Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

The 9th May 1884.—The services of Mr. V. W. Bertelsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 21st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singbhoom, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. C. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoorna, during the absence, on leave, of Mr. C. Raban, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Anley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinapore, is transferred to Cuttack.

The 12th May 1884.—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

The 19th May 1884.—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigorce, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinapore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

পোলীস বিবরণক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—মোহরডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব পলিম কাগজকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বশোতরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব মোহরডগার প্রেরিত হইলেন।

নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব বশোতরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তৎকালীন পলিম কাগজকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তই দিনের ছুটি পাইলেন।

জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ও জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবকে ১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব হাম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেন্টে সংস্থাপন করণ বিবরণ গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা বহিত করা গেল।

মুর্শিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

আমপুতুর পোলীসের আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব অন্য আজ্ঞা না হয়, মুর্শিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ও জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তৎকালীন পলিম কাগজকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তই দিনের ছুটি পাইলেন।

রাজকায়াপলকে জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মোদনৌপুরের পোলীসের আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গুপালহরি মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব ও জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তৎকালীন পলিম কাগজকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তই দিনের ছুটি পাইলেন।

বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব লাহোনে প্রেরিত হইলেন।

দিনাজপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটিং আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব বর্দ্ধমান জিলার কন্ম এংগের ভারি অবধি সেই জিলার অস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের পদস্থিতি হওয়াতে জলপাইগুড়ির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেফটেনেন্ট কর্নেল জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পলিম কাগজকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তই দিনের ছুটি পাইলেন।

লেফটেনেন্ট কর্নেল জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেবের পরিবর্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ. এম. হারিস সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jenkins, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

ECCLESIASTICAL.—*The 5th May 1884.*—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Wesleyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

REGISTRATION.—*The 8th May 1884.*—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder subdivision of that district, with effect from the 14th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

The 12th May 1884.—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

EDUCATION.—*The 13th May 1884.*—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

The 14th May 1884.—The services of Dr George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

জীযুত আর, এচ, জি, অর্জিন সাহেবের পরিবর্তে হাজারিবাগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত জে, বি, গোড সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত জে, বি, গোড সাহেবের পরিবর্তে তগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত সি, জেনিঙ্গ সাহেব দুর্গীলগুয়াতে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, বি, মাকগুয়েল সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডবলিউ, সি, মাকগুয়েল সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত সি, এ, গিলশার সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাজারিবাগ লক্ষে পেনেটেন্ট কর্ণেল জীযুত ডবলিউ, এচ, গ্রীন নিবেট সাহেবের পরিবর্তে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এ, এ, জে, গিলশার সাহেব গত মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এচ, ডবলিউ, জে, গিলশার সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত জে, মার্টিন সাহেব গত মার্চ মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত জে, মার্টিন সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট-জেনরল সাহেবের স্বকীয় অফিস-স্ট্যান্ট জীযুত এ, বি, নিবেট সাহেব গত মার্চ মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এ, বি, নিবেট সাহেবের পরিবর্তে হাজারিবাগ পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এফ, এ, ডালন সাহেব গত মার্চ মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল জীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব দুর্গীলগুয়াতে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, এচ, কামিস সাহেব গত মার্চ মাসের ২২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডবলিউ, এচ, কামিস সাহেবের পরিবর্তে গাজীপুর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত বি, রাষ্ট্র সাহেব গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বি, রাষ্ট্র সাহেবের পরিবর্তে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এচ, বি, এচ, রবার্টস সাহেব গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্মকাহ্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার গয়েস'লয়ন মেথডিস্ট গির্জার ধর্মোপদেশক পাদরী জীযুত প্রেমচাঁদ নাথ, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—জীযুত বাবু মহেন্দ্র নাথ যুথোপাধ্যায়ের পরিবর্তে লোহারডগার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৪ এপ্রিল অবধি উক্ত জিলায় সদর মহকুমার সব-রেজিস্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—জীযুত বাবু হরিচরণ গজোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জিলায় অন্তর্গত বাহুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিষের জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কলিকাতার আট স্কুলের প্রিন্সিপাল জীযুত এচ, এচ, লক সাহেবকে ভারতীয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কাহো সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তর জীযুত জর্জ ওয়াট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি কিয়ৎকালের জন্যে রাজস্ব ও কৃষিকাহ্যসম্পর্কীয় কাছাকাছিগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আফিসীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 17th May 1884.—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collie, on leave.

Baboo Chunder Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendro Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhadrakere Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Sukrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhattacharjee, Deputy Inspector of Schools, Sentral Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Bhoban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umabrosad De, Deputy Inspector of Schools, Bogra, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhattacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Munshi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dana Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত এচ, কালী সাহেব ছুট লওয়াতে ভাবড়ার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বনৌয়াধন দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বনৌয়াধন দে পরিবর্তে চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদারের পরিবর্তে সংক্রান্ত কালেক্টরের অতিরিক্ত উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর কুমার গুপ্ত ছুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে কালেক্টরের স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন দুই লওয়াতে তৎপরিবর্তে বাবুদের স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্র ১৮৮৪ সালের ১০ অপ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন দুই লওয়াতে তৎপরিবর্তে ভাগনপুর থানের স্কুল সমূহের আদিস্টা ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু মণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাগনপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে শ্রীযুত বাবু মণীন্দ্র নাথ ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ভবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে অধ্যক্ষ বাবু অন্য আদিস্টা নাথ, সাওদাল পরগনা স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য ১৮৮৪ সালের ১৮ অপ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাবড়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু ভবেন্দ্র নাথ দে, ১৮৮৪ সালের ১৮ অপ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ. জে. সি. বোরের সাহেবের ছুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে কালেক্টরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত এ. এস. কলিঙ্গ সাহেব বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ. এস. কলিঙ্গ সাহেবের পরিবর্তে কটকের রেবানশা কালেক্টরের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু কলিঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কলিঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাগলীর স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্তে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ মজুমদার বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনসী আবদুল রহিম ছুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে বাবুদের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে দেড় মাস কর্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবানশা কালেক্টরের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এম. এগর, সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ অপ্রিল অবধি বাবু অন্য আদিস্টা নাথ, বঙ্গদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এম. এগর সাহেবের পরিবর্তে ঢাকা চকের স্কুল সমূহের জাইন্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools, Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

FORESTS.—*The 13th May 1884.*—Mr. G. W. Stretzell, Deputy Conservator of Forests, Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

The 17th May 1884.—Mr. R. L. Hemig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singhbhum Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singhbhum Forest sub-division, in addition to his other duties, during the absence of Mr. Hemig, on leave, or until further orders.

MEDICAL.—*The 1st May 1884.*—Assistant Surgeon, Grish Chunder Bhowa, Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

The 7th May 1884.—Assistant Surgeon, Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnas.

Surgeon W. Beaton, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

The 9th May 1884.—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah, is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneskyam Gupta, Munsif of Mulehpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

The 10th May 1884.—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Malhab, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

শ্রীযুত বাবু জীমনাথ সেনের পরিবার্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিস্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার্ত্তে চট্টগ্রাম কালেক্টর এদান শিক্ষা শ্রীযুত বাবু চক্রমোহন বসুসদায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু চক্রমোহন বসুসদায়ের পরিবার্ত্তে সংস্কৃত কালেক্টর উপদেশক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী চক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত জি. বেংগট সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মা. চ. তারিখ পর্যন্ত ছুটি পাইলেন ।

বঙ্গবিহারিক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—সুন্দর বনখণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত জি. ডবলিউ. ফ্রিটেল সাহেব এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন ।

একটি ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ. এম. গ্রিন সাহেব চট্টগ্রাম হইতে সুন্দর বন খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

নিয়মিত ছুটী গ্রহণ ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত আর. এচ. এম. এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বন খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—সিহভূম মের উপখণ্ডের একটি সহকারি বনরক্ষক শ্রীযু. আর. এল. জেনিংস সাহেব ১৮৮২ সালের ১৫ মে অ. দি. অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি মিডিল কার্যকারীদের ছুটী বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে তিন মাসের অনুরূপের ছুটী পাইলেন ।

শ্রীযুত জেনিংস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঙ্গা না হয়, ছোট নাগপুর বন খণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এক. বি. ম্যান্ন সাহেব অথবা অন্যান্য কর্ম্মাভির্ভুক্ত সিহভূম মের উপখণ্ডের কাঁচ ভার গ্রহণ করিবেন ।

চিকিৎসক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—বীরভূমের অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহেবের ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি মিডিল কার্যকারীদের ছুটী বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন ।

শ্রীযুত এক. জে. মনি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঙ্গা না হয়, রাজশাহীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বসু, গড়াইগারের চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—আগুত অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পরকাইত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কল্যাণী মহকুমায় ও ঊষধাজয়ের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

কল্যাণীর মেডিক্যাল স্কুলে ইন্স্পেক্টরের একটিং রেজিডেন্ট সার্জন, গড়ান শ্রীযুত ডবলিউ বীটল সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩ তারিখ পয্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেনরল ইন্স্পেক্টরের প্রথম রেজিডেন্ট সার্জনের কর্ম্ম করিয়াছেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—সর্জন মেজর শ্রীযুত কে. মাকলোড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঙ্গা না হয়, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে বাব. ফ্রেন্স ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক সর্জন মেজর এ. জি. ও'কনল বেসাহেব উক্ত কলেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কলেজ ইন্স্পেক্টরের প্রথম সর্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী গোপালচন্দ্র সর্জন মেজর শ্রীযুত ডি. প্রকলেন বেসাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঙ্গা না হয়, বিপুয়ার মিডিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে. ওয়াটস সাহেব কলিকাতার মেডিক্যাল স্কুলে বাব. ফ্রেন্স ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের এবং কলেজ ইন্স্পেক্টরের দ্বিতীয় সর্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মহোপুরের ম্যাসেক শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত সাহেবের মাতব্য কর্ম্মালয়ের কার্যাবল্যকর কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—ডাক্তার শ্রীযুত এচ. আর. মেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আঙ্গা না হয়, বালদেহের একটিং মিডিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে. উইলসন সাহেব মোহারডগার মিডিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 12th May 1884.—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

VACCINATION.—*The 6th May 1884.*—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Ranchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The 8th May 1884.—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 18th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

The 20th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea :—

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| Baboo Gopi Churn Nandi. | | Baboo Krishna Bihary Mookerjee. |
| „ Shurat Chunder Roy. | | Pandit Madanogopal Gossami |

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| Baboo Haridas Roy. | | Baboo Kasi Chunder Banerjee. |
| „ Srimam Chunder Ganguli. | | „ Medha Shudan Pramanik. |
| Baboo Paramartha Ganguli. | | |

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Barsoora Municipality of Baboo Benode Behari Mandal to be their Vice-Chairman.

The 4th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tundlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality, in the district of Rajshahye.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chitragong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorna Chunder Mittra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

The 11th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chandra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Baboo Bhupendra Narain Dutta. | | Baboo Haridas Dutt. |
| Baboo Romanath Banerjee | | |

[Government Gazette 27th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—বশোভরের সিভিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কম্বিন্স সাহেব নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে স্বীয় গবর্ণরের রিপোর্ট করেন ।

টিকানান বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে ।—সিদ্ধি চক্রে টিকানান কার্যের একটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সর্জন জীযুত ডবলিউ, ওয়েন সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—সার্জিন্স চক্রে টিকানান কার্যের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত মৌলবী তজমল হুসেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৮ অক্টোবর ।—মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা জীযুত জি, ডামস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২০ অক্টোবর ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মদীরা জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| জীযুত বাবু গোপীচরণ জম্মী | জীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় । |
| “ বাবু শরচ্চন্দ্র রায় । | “ পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী । |

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।—

| | |
|------------------------------------|---|
| জীযুত বাবু হরিদাস বাগ । | জীযুত বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । |
| “ বাবু জীরাধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । | “ বাবু মদনচন্দ্র প্রামাণিক । |

জীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ।

ঐকুড়া মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা জীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ মে ।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা জীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—জীযুত মৌলবী সাহজাদুল হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রাঙ্গাপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা সিভিল চিকিৎসক ডাক্তর জীযুত ই, সাওদ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

সীমান্ত সেরাজগঞ্জ ডুট কোম্পানির চেভ আফিসট্যান্ট জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ মে ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা জীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।—

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| জীযুত বাবু ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত । | জীযুত বাবু হরিদাস দত্ত । |
| জীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । | |

The 12th May 1884—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syrd Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanund, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

The 13th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mitra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabin Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The 14th May 1884.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moorabani Municipality, in the district of Durganga, of Baboo Judunnath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Garwa Municipality, in the district of Bardwan, of Baboo Brajendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gaya Municipality of Baboo Bhagoo Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dajalpur Municipality of Mr. E. A. Parsick, C.E., to be their Vice-Chairman.

The 15th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Ray, Professor Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Mahanpore Municipality of Baboo Upm Banary Dutt to be their Vice-Chairman.

Road Cess.—*The 11th May 1884*.—Baboo Shamsoo Koomud Mukherjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, *vice* Mr. C. R. Merritt, translated.

The Hon'ble Kumar Paikernathanath Deo is appointed to be Vice-Chairman of the Jaisore District Road Committee.

The following notifications are registered in the *Assam Gazette* :—

No. 9.—*The 8th May 1884*.—Mr. H. Lattimore-Johnson, Deputy Commissioner, registered his return from a leave of absence in the afternoon of the 28th April 1884.

No. 10.—Mr. C. J. Lytle, Deputy Collector of the Jaintia District and Commissioner, Assam Valley District, to Mr. H. Lattimore-Johnson, and at the same time of such duty leave, preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

E. D. PRYCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত সভাপতির মতামতের মতামতের মতামতের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন ।—

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.সু. বাবু গৌরীশঙ্কর বিখ্যাস ।

জি.সু. হাজি মৈয়দ মদন ও কীর্ষী ।

জি.সু. ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.সু. বাবু গৌরীশঙ্কর বিখ্যাস ।

স্কুল সমিতির ডেপুটী ইনস্পেক্টর জি.সু. বাবু গৌরীশঙ্কর বিখ্যাস ।

জি.সু. হাজি মৈয়দ মদন ও কীর্ষী ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদমার মুন্সিপালিটির কমিশনারের জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে ১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমদমার মুন্সিপালিটির কমিশনারের পক্ষে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে ।—দারিদ্র-অতি-লা জি.সু. ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মদন ও কীর্ষী জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

দারিদ্র জিলার অন্তর্গত মদন জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

দক্ষিণ জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

দক্ষিণ জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

দক্ষিণ জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে ।—ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশনারের জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

মদিনীপুর মুন্সিপালিটির কমিশনারের জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

পঞ্চকর বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে ।—জি.সু. ম. জি. মেরিট সাহেব স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

মানব জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আদায় গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল ।—

১ নম্বর ।—১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—ডেপুটী কমিশনার জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

২ নম্বর ।—জি.সু. ম. জি. মেরিট সাহেব স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জি.সু. বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে পুনরায় মনোনীত করার জি.সু. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাকে অনুমোদন করিলেন ।

এফ. বি. পীকক,
কমিশনারের গদাধিকারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

NOTIFICATION.

The 30th March 1884.—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

BYE-LAWS OF THE NARAINGUNGE MUNICIPALITY.

For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.
2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.
3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.
4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.
5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.
6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.
7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.
8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.
9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.
10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.
11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.
12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.
13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.
14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জিযুক্ত মেম্বার-মেম্বার গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-মুতাবেক কার্য করিয়া তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলম্যান হেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভায় কার্য চালাইবার বিধান।

- ১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পার্শ্বিক অধিবেশন হইবে।
- ২। সভানিবেশনের দিনেব অন্তর তিন দিন পূর্বে সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাস্থান করিবেন।
- ৩। সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি স্থলনিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্বে কমিশ্যনর দিগকে নোটিস দিতে হইবে।
- ৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি-সভাপতি অন্তর তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবপত্র অনুমারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।
- ৫। সভায় যেহে কার্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ধারণ সভাস্থানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।
- ৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত অতিপ্রায় থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যেহে কার্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ধারণের মধ্যে এই কার্য ধরিবেন।
- ৭। নির্ধারণের লিখিত কার্য সমাপ্ত না হইলে কাঁছের নির্ধারণের যে কার্য বা প্রস্তাব ধরা যায় নাই কোন সভায় সেই কার্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।
- ৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নির্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্ধারণ প্রস্তাবপত্রের ব্যবহৃত শব্দ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া দ্বির করা গেলে যিনি এই বিধিতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভার কার্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্যাবলী হইবে।
- ৯। উক্ত নির্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এমত বোধ হইলে তিনি আপনাকে সেই মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্ধারণের আসল পাটুলি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা করিবেন। তাহা অশুদ্ধ দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই মিনিট বইতে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্ধারণের শুচিতা নোটিচা বিষয়ে বাসানুবাদ করিবার অনুমতি হইবে না।
- ১০। সভায় যে পর্য্যন্ত যজ্ঞের মান্য বিষয়ের বাসানুবাদ করিতে হইবে, সভাপতির নির্ধারণের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে তাহা দ্বির করা যাইবে।
- ১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটারী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি মত জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সম্বোধন করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর তদ্বিষয়ে কথা না কহ।
- ১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকতাঁ তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।
- ১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকতার লিখিত প্রস্তাবের পাটুলিতে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আদ্যাক্ষর লিখিবেন।
- ১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সম্বোধন করিয়া কহেন তাঁহারই কথা অগ্রে শুনা যাইবে; একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে কাহার কথা অগ্রে শুনা যাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition originally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

For regulating the mode of collecting taxes.

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

১৫। কোন কমিশনার তৎকালীন সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন তৎকালেও অন্য কমিশনার নিয়মবাহিতক্রমে প্রতি সভাপতির মনোনীতবেশ করাষ্টতে পারিবেন।

১৬। কোন কমিশনার মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথার পরিবর্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংশোধন করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাঙ্গালীবাদ হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৭। মান্য সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাঙ্গালীবাদ সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৮। কোন কমিশনার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাধীনে প্রতিনিধি দ্বারা মত জানাইবার অনুমতি পাইবেন না।

১৯। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

২০। ভোটাভোলনপূর্বক মত জানাইতে হইবে।

২১। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে অস্বার্থভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২২। কোন কমিশনার কোন বিষয়ে মত না দিবার যুক্তি না দিয়াও স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২৩। কোন কমিশনার সভাপতির অনুমতিক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় জুগিত থাকে, অথবা নিরূপিত অন্য দিন পর্য্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৪। কোন কমিশনার বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার নির্দ্ধারনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশনার তৎকালে সেই কমিটীর মেম্বরের নামের ও প্রস্তাব করিবেন।

২৫। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটীর মেম্বরেরা সেই কমিটীর রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাধারণ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৬। উক্তকমিটি যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশনার আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্বিষয়ে উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা সেই কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্বসত্তাভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৭। কোন সভায় বিধিযুক্ত গৃহীত নির্দ্ধারণক্রমে কোন বিষয় একবার চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিষয়ের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিতাগের ভিন্ন ভাগ কমিশনারেরা সেই বিষয় পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ জুগিত করিবার নির্দ্ধারণ নিয়মিত নোটিস দিবার পর কোন সভায় পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৮। সকল সভার কার্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও যে স্থলে মত গ্রহণ হয়, লক্ষ্য ও বিপক্ষ মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

ট.ক্স আদায় করিবার নিয়মের বিধান।

২৯। আদায় করিবার কয়তাপন্ন প্রত্যেক কর্মকারক ট.ক্স আদায় করিবার কয়তাপূর্বক সার্টিফিকেট পাইবেন ও প্রত্যেক সার্টিফিকেটে মুনিসিপালিটীর মেম্বর ও সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। ট.ক্স আদায়কারি কার্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার ঐ সার্টিফিকেট দেখাইবার আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

৩০। আদায়কারি কর্মচারী কোন মাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবেন।

কমিশনারদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩১। কমিশনারেরা বাহাদিগকে কর্ম্ম দেশ তাঁহাদের কর্ম্মের আর প্রয়োজন না থাকিলে এক মাস থাকিতে নোটিস দিয়া কিম্বা এক মাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্ম্মকারক এক মাস থাকিতে নোটিস না দিয়া আপন পদের কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাহার এক মাসের বেতন কর্ত্তন হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

For the regulation and management of privies.

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37. No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a *tolla mehter's* depot, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

For regulating burning ghauts and burying-grounds.

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৩২। যাঁচারা একত্রে কমিশ্যনরদের অধীন কোন পক্ষে আবেদন বা পক্ষীয় নিযুক্ত হন, কমিশ্যনরদের সময়সীমা বৃদ্ধি টাকার আধার নির্ধারণ করেন, আবেদন হইলেই তাঁচাদের তত টাকার উত্তম আধার দিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশ্যনরদের যে সময় নির্ধারণ করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে আধার না দিলে তাঁহার সেই পক্ষে থাকিবার আর অধিকার নাট আনিতে হইবে, ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক লৈখিকা করিলে, তাঁহারী তাঁচার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্যাবলীর কথা।

৩৪। কোন ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি দখলকার তথা হইতে দুর্গজজনক বিষয় স্থানান্তর করাটুকু না দিলে, উক্ত ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর যে অংশে দিষ্টা বা ময়লা থাকে মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই দিষ্টা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্যে মুনিসিপালিটীর চাকরদিগকে তথায় অবত্থা যাইতে দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটির উপর ভাগে আপনীর পাইখানা করিবেন ও যাহা সরাইয়া লয়। যাইতে পারে পাইখানার কি বাড়ীর মধ্যে কোন দ্রব্য কি মাটির এমন আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি দখলকারের ঘরের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমা, কল প্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করীতে, গর্ত বা খাতে কিম্বা যাহাতে অক্ষয় ময়লা জল দাঁড়ায় এমন কোন স্থানে সেই পাইখানার দিষ্টা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি দিষ্টার কি নর্দমার ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলি কূলের জব্য কোন নদীতে কি পুষ্করীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়ে দিবেন না, কিম্বা পুর্বেক দুর্গজজনক জব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সময়সীমা আদেশ করেন তদ্বিধি অন্যতরে করা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৮। মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সময়সীমা বৃদ্ধি করিয়া প্রকারের ও সেতুর আধারের অনুমতি করেন তদ্বিধি অন্য আধারে এত সভ্যগত কমিশ্যনরদের সময়সীমা বৃদ্ধি আদেশ করেন তদ্বিধি অন্য আধার কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া দিষ্টা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৯। কোন মেহর, কাপড় বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া দিষ্টা লইয়া যাইবার সময় সত্কারী কোন রাস্তায় বা পথে বা তৎপাশে বিষ্ঠাস্তব্ধ বিষ্ঠাদাংনাইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪০। মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের স্থানে লাঠি সজ্জাপত্র না পাইলে কোন স্থান দিষ্টা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্বাভাবিক কি টোলার মেহরর চেপেটরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪১। কমিশ্যনরদের সত্কারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময়ে সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও এই পাইখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টারী করিবার জন্যে যে নিয়ম করা আদেশ করিয়া তাহা করিতে পারিবেন এবং এই নিয়মও করিতে পারিবেন যে এই নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র গির হীনা লগুয়া যাইবে।

শবদাহ ঘাঁড়ের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পাশে কবর কোন শব পুতিলে বা জের উপরিভাগ কিম্বা বন্ধ না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এমন করে পুতিবেন কি পোড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুতিলে কি পোড়াইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর খাখিলে কি খুড়িলে কি গাঁথাটলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে দুই ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

General Bye-laws.

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Re. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

৪৫। কমিশ্যনরেরা কবর স্থানে যে রেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি সেই রেখার চান না মানিয়া কবর গাঁথাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি গাঁথাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধান লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশ্যনরের অমুখতি বিনা অন্য শব দিবার জন্যে কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিবে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, সেই স্থানে আনিবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা যায় ততক্ষণ তাহা কি তাহার কোন অংশ ভাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাগজ কি অন্য দ্রব্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তন্নিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্তু বা অন্য যে দ্রব্য কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে ভাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজপথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিয়মিতরূপে বিশ্রাম ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজপথে বা তন্নিকটে নীমাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ ব্যবচ্ছেদ কাঁচের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকালে ব্যবহৃত হইল তাহা বন্ধ আধারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সংধারণ উপাদান।

৫৩। জ্ঞান ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে রাজপথের বা নদীর ছানি হয় কিম্বা ছানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীতে এমন নল কি জল যাওয়ার ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইরূপে যে বা যে নল দিয়া পড়িয়া কোন পথের বা নদীর ছানি করিতেছে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণিক মাত্ৰ দিনের মধ্যে তাহার আদেশমত ঐ নল ভুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিতমত কৰ্ম করিতে ক্রটি করিলে তাহার ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য যত দিন না করা যায় তাহার দিন প্রতি তাহার ২৭ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের লিখিত অমুখতি না পাঠলে সরকারী কোন নদীর উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ঘর কিম্বা কোন প্রকারের গাঁথনী নিৰ্মাণ করিবেন না। অমুখতি পাঠনোপায়ে তাহারো সেরূপে আচ্ছাদন কেবল সেইরূপে গাঁথিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। অসমাপ্ত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৭ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন নদীর উপর দোকান করিবে না কিম্বা সরকারী নদীর উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[সর্বপ্রথম গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 ; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *muluk* or water-course ; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners ; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall pocket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or pocket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50

৫৭। কোন যর কি দেওয়ান কি অন্য সাধনী কি তাহার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নদীয়ার পড়িয়া গেলে, মুন্সিপাল কমিশানরেরা নোটিস দিয়া যে সময় নির্দ্ধা করেন এই যরের কি দেওয়ানের কি সাধনের আমি সেই সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনীয় কোন পথ কাটিয়া নালা করিতে কি ঐ নালা নিরাপত্তা চালাইতে চাহিলে কমিশানরেরা যেরূপে অনুমোদন করেন কেবল সেইরূপে তাহা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি মুন্সিপাল সীমার অন্তর্গত কোন নদীতে কি খালে কি পুকুরিতে কি গর্তে পাট বা শণ কি বীজ কিম্বা উদ্ভিজ্জ অন্য জব্য তিজাইয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুকুরিণীর উপর কোন গাছ বা গুল্ম বুলিয়া পড়াতে তাহার জল নষ্ট হইতে পারে বলিয়া কমিশানরেরা ঐ গাছাদি যাহাতে পুকুরিণীর উপর বুলিয়া না থাকে এমতে তাহা কাটিবার বা ছাটিবার নিষিদ্ধ ঐ গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি ঐ আদেশমত কন্ম করিতে ত্রুটি করেন তাঁহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কন্ম যতদিন না করা যায় দিন প্রতি তাহার ২০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশানরেরা লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নানায় কি জল পুনালীভে ব্যবহারক কোন বস্তু রাখিবেন না, রাখিলে কমিশানরের সাধারণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ চারি টাকার অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূকর আলু চাড়িয়া দিবে না কিম্বা বক্স খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশানরেরা যে স্থানের নির্দ্ধা কমিয়াছেন তন্নির ব্যতিবিশেষের বাটীর সহিত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মল ভাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশানরেরা তদ্রূপ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে চাহবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে বা যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এবং স্থানে কোন কন্ম বা জীবাশ্ম ছাড়িয়া দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশানরেরা অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু রাখিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তাসু কেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নদীয়ার পাশে গবাদি বাধিয়া দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশানরেরা অনুমতি বিলা এইরূপে পুকুরিণী আছে তাহা কি অন্য পাত বন্ধ বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[প্রবর্তন-৩১ নং। ২৭ নং।]

68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly re- with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any By-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, lane or thoroughfare, or in or upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage, horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, lane or thoroughfare, or in or upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purpose, or the man or skin of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

For regulating the disposal of offensive matter, and the deposit of carcasses of animals

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নদীমা হইতে ঘাসের চাপড়া বা ঘাস কাটিতে না কিম্বা মাটি তুলিবে না কি ঘাস তুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা কোন নদীমা হইতে মাটি লইবেন না কিম্বা মাটি বা অন্য দ্রব্য তাহাতে ফেলিবেন না, অথবা তাহার অন্য কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নদীমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নদীমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নদীমার উপর স্থলীয় পড়া কোন বেড়া ছাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও ছাটিবার নিষিদ্ধ কমিশ্যনরের কোন ভূমির স্বামী কি দখলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য করিতে প্রতি করিলে তাহার ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন চাল্য ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, সরষা কিম্বা আশুজলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় স্ত্রেন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে ঘেরামত করে, তাহার ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরের উক্ত চাল্য বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা তাজিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া তাজিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে ঐ নোটিসের লিখিত-মত কার্য করিতে প্রতি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরের লিখিত উপযুক্তমতে যি হাকে সমতা দেন তাহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি জলের অন্য কাব্য নগরবাসিনের গৃহ কাছের নিমিত্ত করিয়া নেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ঘান, গরুর গাড়ী, কুকুর ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর বা ধুইবেন কি ধোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি দোড়া কল কি জলের অন্য কাব্য নগরবাসিনের গৃহ কাছের নিমিত্ত করিয়া নেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশন কি কাপড় কি পরিবেশ বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের কি অন্য উচ্ছিষ্ট বাগন কি চর্ম কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় ধুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা ধোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অধিকৃত কোন স্থানের স্থানে স্থান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও অঞ্জাল ও মরা জন্তু স্তানাস্তর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরের সময়ে মরা জন্তু ফেলিবার স্থান বন্ধ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তন্নিমিত্ত অন্য স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্ধ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরাজন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৯ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating traffic in the streets.

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তায় বা পথে কাঁচ, বোতল কি ইতি কঁড়ি তাক ফেলিবেন না কিবা আপন চাকরদিগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। তদ্রূপ আবর্জনা একেবারে ময়লা গাড়ীতে নিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৭৮। ভূমির কোন স্বামী কি দখলকার আপন ভূমিতে কোন আবর্জনা, গোবর, ছাড়, নিষ্ঠা কি ভূগর্ভস্থ অন্যান্য সর্কস ফেলাইয়া তাক ময়লা করিতে দিবেন না। কিন্তু অনুপস্থিত স্বামির কি দখলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ ভূমি পরিষ্কার করিবার নোটিস দেওয়া না গেলে এই উপবিধিতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, ঐ ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে, কিবা রাত্রে মরিলে প্রভাতের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনাই খরচে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ী যে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিয়রের নিকট ঐ জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেষোক্ত স্থানে কমিশ্যনরের যে হার করেন ঐ ব্যক্তি ওবরসিয়রকে সেই হারে ঐ মরা জন্তু হারাইয়া দিবার খরচ দিবেন। ঐ মরা জন্তু ঐ বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই ঐ খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরের প্রাপ্য খণের ন্যায় তাঁহার স্থানে ঐ খরচ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়রকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে প্রতীক্ষা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত সময়ে যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন তদ্বিত্ত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন বা ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

রাস্তায় গাড়ী প্রভৃতি চালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরের হস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন তদ্বিত্ত মুন্সিপালি-টার অধীনে কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা হস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না। এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড, নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০২ দশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুন্সিপাল কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে কিবা কমিশ্যনরের বিরুদ্ধে আবেদন করেন তদ্বিত্ত অগত্যা রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নি বেলুন কি আতশবাজী কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে ঘুড়ি উড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ দশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা কোন পথে কোন অতিপ্রায়ে কোন দ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৬। সূর্যাস্ত অবধি সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়াগাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান তাল আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৭। বাঁশ, বাঁচাচুরী কাঠ, রেল কিবা তদ্রূপ অন্য দ্রব্য বাসোই গরুর গাড়ীর কোন গাড়ওয়ান গাড়ীর অগ্র কি পশ্চাৎভাগে তিন ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা ঐ দ্রব্য লইয়া গেলে গাড়ওয়ান ভিন্ন অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে ঐ গাড়ওয়ানের ১০ দশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড হইতে পারিবে।

[পর্বমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

Markets.

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Narain-gunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

৮৮। কমিশনারের বা মুনিসিপালিটির যে অংশে ১৮৭৮ সালের নভেম্বর ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশনারদের দ্বারা উপযুক্তভাবে লাইসেন্স না পাইয়া মেতরের কন্ম করিতেছে এমন কোন খেতরকে দেখা গেলে, সে লাইসেন্স না লইয়া যতদিন সেই কন্ম করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাহার ৫ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি।

৮৯। বাবায়গঞ্জ মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিজন্য কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিন টাকার অনধিক দণ্ড এবং উপযুক্তভাবে যতদিন না রাখা যায় তাহার দিন প্রতি ৫ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানায় চকিশ ঘন্টার মধ্যে যে গলিজন্য কি পচা কি দুর্গন্ধজনক দ্রব্য জমে, এ বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার তাহা চকিশ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিন টাকার অনধিক দণ্ড ও যতদিন কায়া না করা যায় তাহার দিন প্রতি ৫ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসিন্দা কি স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যে গলিগথে কি হাঁটিয়া গাইবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিয়া বা জমা করিয়া কি দ্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া এ পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড, ও দিন প্রতি ২৭ চুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৯২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যভাবে রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তাভাগ করিবার যে স্থান না পাইখানা কমিশনারদের বিবেচনায় আদ্যক হয়, কমিশনারের বা কোন বাজারের স্বামিকে কি দখলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এ স্বামী প্রভৃতির তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশনারদের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিন টাকার অনধিক দণ্ড ও দিন প্রতি ৫৭ পঁচ টাকার দণ্ড।

৯৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির মলমূত্র ভাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পূর্ব দ্বারা বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি মূত্র ভাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে বাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কি দ্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, তৎবা বাজারের কি দোকানের আশ্রিতে কি দ্বা কিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশনারের যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগোণেত এ মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৫। কমিশনারের বা কোন বাজারের কি দোকানের গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিষক্ত করিলে সূচ্য উন্নয় ও অন্ত হইবার মধ্য কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহার ভায়ায় গিয়া দেখিবার বাধা দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সামান্যের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সত্কার ভারিখ অবধি দিন মধ্যাহ্নের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুসারে এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ জিলার অন্তর্গত [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

| | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Fenny. | 9. Sungoo. |
| 2. Dhroong. | 10. Doloo. |
| 3. Haldah. | 11. Hangar. |
| 4. Kalapania. | 12. Tak, or Tonkawati. |
| 5. Sartah. | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti. | 14. Eadgong. |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali. |
| 8. Sylock. | 16. Rezoo. |

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salvaged by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be salvaged by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884 :—

| Name of river. | No. | Name and locality of depôt. |
|--------------------|-----|---|
| Fenny | 1 | Fenny revenue station at the Amlighat. |
| Dhroong | 2 | Dhroong ditto. |
| Haldah | 3 | Fatakercherry ditto. |
| Kalapania | 4 | Haldah ditto. |
| Sartah | 5 | Kalapania ditto. |
| Ishamatti | 6 | Sartah ditto. |
| | 7 | Ishamatti ditto. |
| | 8 | Rajashat ditto. |
| | 9 | Sialbukha ditto. |
| | 10 | Karnafulli ditto at Chandraghona thana. |
| Karnafulli | 11 | Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti). |
| | 12 | Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road). |
| | 13 | Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt). |
| Sylock | 14 | Sylock revenue station. |
| | 15 | Sungoo ditto. |
| Sungoo | 16 | Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road). |
| | 17 | Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers). |
| Doloo | 18 | Doloo revenue station. |
| Hangar | 19 | Hangar ditto. |
| Tak, or Tonkawati | 20 | Tonkawati ditto. |
| Matamori or Mamori | 21 | Matamori ditto (at Manikpur village). |
| | 22 | Chakaria drift depôt (at Chakaria thana). |
| | 23 | Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang). |
| Eadgong | 24 | Eadgong revenue station (at Bhomeriaghona village). |
| Bagkhali | 25 | Bagkhali ditto (at Ramoo thana). |
| Rezoo | 26 | Rezoo ditto. |

যেহ জনের মধ্যে অচিরকাল কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও উদ্দেশ্যের প্রণীত বিধির বিশদক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাঁহা গণপরিষদের সম্পত্তি হইবে, সেইজন্য নিম্নলিখিত মত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ত্রিটিয় অধিকারের মধ্য দিয়া বহু দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

| | | |
|-----------------|------------|-----------------------|
| ১। ফেনী। | ৭। কনকুলা। | ১২। ডাক বা ভোকাবতী। |
| ২। সঙ্গ। | ৮। মৈলোকা। | ১৩। মাতামুড়ির মামোদি |
| ৩। হলদা। | ৯। সঙ্গ। | ১৪। ইদগোজ। |
| ৪। বালাপানিয়া। | ১০। দলু। | ১৫। বাগখালি। |
| ৫। সাতা। | ১১। বাকরা। | ১৬। রেজু। |
| ৬। ইচ্ছামতী। | | |

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাঠেরও উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত স্থানার বিশদ হইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলায় ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাহাদুরী কাঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ শোণ ব্যক্তির রাধিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ জিলায় যেহ স্থানে ভারতীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮০ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে প্রচলিত করা গিয়াছে সেইহ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অন্তর্গত সকল বাহাদুরী কাঠ ২০২ পাণ্ডিক একত্র করিয়া বাধা সকল বাধা ভাসিয়া গেলে, বা কুল লাগলে বা ডেকিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহার রক্ষা করিতে পারিবে।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আচ্ছাদন লইয়া রাধিবার কথা।—উপরোক্ত মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান কাঠ রাধিবার কোং আচ্ছাদন কিম্বা ১৮৮১ সালের ১৭ আইনের ৩৭ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে বনের যে কোন রাজস্ব টেনশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কার্যের অধক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বনের নথিপত্রের নিকট রক্ষক এই বাহাদুরী কাঠ ও বাধা দিবে। এই বিধিমতে উক্ত সকল রাজস্ব টেনশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আচ্ছাদন হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার এতৎ আচ্ছাদন হইবে।—

নদীর নাম।

নং

আচ্ছাদন নাম ও ভাষা যেখানে আছে।

| | | |
|---------------------|----|---|
| ফেনী | ১ | আমলিয়াটে ফেনী রাজস্ব টেনশন।— |
| সঙ্গ | ২ | সঙ্গ |
| হলদা | ৩ | ফাকচেরি |
| বালাপানিয়া | ৪ | হলদা |
| সাতা | ৫ | বালাপানিয়া |
| | ৬ | সাতা |
| | ৭ | ইচ্ছামতী |
| ইচ্ছামতী | ৮ | বাকরা |
| | ৯ | নিহালবক |
| | ১০ | ভোকাবতী বা বাধা কনকুলা |
| কনকুলা | ১১ | (কনকুলা ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী দ্বারা ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আচ্ছাদন। |
| | ১২ | (চট্টগ্রাম নগর পথে) কনকুলা ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আচ্ছাদন। |
| | ১৩ | চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আচ্ছাদন চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠ রাধিবার আচ্ছাদন। |
| মৈলোকা | ১৪ | মৈলোকা রাজস্ব টেনশন। |
| | ১৫ | সঙ্গ |
| সঙ্গ | ১৬ | (আমলিয়াটে পাণ্ডিক হইবার স্থানে) ইচ্ছামতী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আচ্ছাদন। |
| | ১৭ | (সঙ্গ ও দোলা নদীর সংযোগ স্থানে) দলু |
| দোলা | ১৮ | দোলা রাজস্ব টেনশন। |
| বাকরা | ১৯ | বাকরা |
| ডাক বা ভোকাবতী | ২০ | ভোকাবতী |
| | ২১ | (দাক বা ভোকাবতীর) মাতামুড়ি রাজস্ব টেনশন। |
| মাতামুড়ি বা মামোদি | ২২ | (মাতামুড়ি বা মামোদি) মাতামুড়ি ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আচ্ছাদন। |
| | ২৩ | (মাতামুড়ি ও মামোদির সংযোগ স্থানে) ইদগোজ |
| ইদগোজ | ২৪ | (ভোকাবতী বা মামোদি) ইদগোজ রাজস্ব টেনশন। |
| বাগখালি | ২৫ | (বাগখালি) বাগখালি |
| রেজু | ২৬ | রেজু রাজস্ব টেনশন। |

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13th May 1884.—In the notification, dated the 28th March 1884, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880 for the words “trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road,” read “trees or hedges obstructing or overhanging any road.”

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 14th May 1884.—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moleshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, for “Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry,” read “Baboo Gangesh Chandra Roy Chowdhry.”

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION

The 23d May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansberia, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তভাবে বাঁহাড়ুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাঁহাড়ুরী কাঠের আচ্ছাদন লইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে কিম্বা ইহার পর তৎকালে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য প্রদর্শিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাড়ুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য পরিমাপ করিয়া শতকরা ৫০২ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার আদান হইবে।

৪। ভাসমান বাঁহাড়ুরী কাঠ দাওয়ারদারের সম্পত্তি কেমন গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৯৭ ধারামতে কোন দাওয়ারদারকে স্থানীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে দার উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা মজুত ডিপ্লিট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না দেন তাহাও তাঁহাকে উক্ত বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাড়ুরী বাঁশ গবর্নমেন্টের প্রতি দরজি তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাসমান যে সকল বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাঁশ হার ভদ্রসীম বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্নমেন্টের প্রতি বর্জিত, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতিক্রম হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর মেই সকল বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টারী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাঁহাড়ুরী কাঠের উপর দাওয়ার স্থাপনের সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুসঙ্গশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—করদায়ক ১৮৮০ সালের দ্বিতীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে আচ্ছাদন জিলার পথ কমিটির প্রণীত উপবিধি দৃঢ় করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৪ অপ্রিলের বাঁজলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর স্থাপিত বা ভাঙা স্থাপনকারি কোন রকমের বা বেড়ার” এইরূপ কথার পরিবর্তে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর স্থাপিত বা ভাঙা রক্ষা বা বেড়ার” এইরূপ কথা পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুসঙ্গশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বাংলাহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনারের পক্ষে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঁজলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “ক্রিয়ত বাবু গণেশ-চন্দ্র রায় চৌধুরী” এই নামের পরিবর্তে “ক্রিয়ত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অর্থাৎ একমাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে ক্রিয়ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আজ ১৮৭৩ সালের দ্বিতীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি অথ রেজিষ্টারী করণের সঙ্গে যে পয়সার সম্পর্ক রাখে সেই পয়সার উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কামনা করিয়াছেন।

ই, এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 11th May 1884.—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.

| Names. | Attached to— |
|---------------------------------|--|
| Third Class, Kady Prosunno Sen | Jail and Police Hospitals. |
| Ditto, Jeyan Krishna Dutta | Central Jail Hospital, Monapore. |
| Ditto, Banka Behary Ghose | District Dispensary, Curbetta. |
| Ditto, Juggobundho Gupta | Police Hospital, Bardwan. |
| Ditto, Annulo Moy Sen | Jail Hospital, Damagedee, officiating. |
| Ditto, Rojean Canto Ganguly | Ditto, Ranam. |
| Ditto, Keshub Chunder Mohapatra | Central Irrigation Hospital, Cuttack. |
| Ditto, Chuskrishbur Dass | Police Hospital, Cuttack. |
| Ditto, Shub Chunder Sen Gupta | Orissa Medical School, Cuttack. |
| Ditto, Din Nath Banerjee | District Dispensary, Tickerpara. |

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.

Attached to—

Civil Hospital Assistants.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| First class, Raj Cosmar Sen | Jail Hospital, Hooghly. |
| Second class, Kumode Behary Samanto | Central Jail Hospital, Bhagulpore. |
| Ditto, Bhoobun Mohun Dutt | Supernumerary, on leave. |

Names of Candidates who have passed the Professional Examination.

Names of Candidates.

| Names of Candidates. | Examination held on. | Class. | Date of Examination. | Result. |
|------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Third class, Rajon Kanto Ghose | 15th Sept. 1883 | 2nd | Ditto. | |
| Third class, Kumode Behary Samanto | 22nd July 1883 | 2nd | Ditto. | 15th April 1884 |
| Third class, Bhoobun Mohun Dutt | 15th July 1883 | 2nd | Ditto. | Ditto. |
| Third class, Din Nath Banerjee | 15th July 1883 | 2nd | Ditto. | Ditto. |

E. N. BAKER.

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৭ সাল ১১ মে।—১৮৮৭ সালের ১৫ আগ্রিল ইংরেজি তারিখ ও চিকিৎসা ব্যবসায় সহকারী মে
পরীক্ষা হয় তাহাতে, ১৮৮৭ সাল ১৫ আগ্রিল ইংরেজি তারিখ ও চিকিৎসা ব্যবসায় সহকারী মে
১৮৮৭ সাল ১১ মে।—১৮৮৭ সালের ১৫ আগ্রিল ইংরেজি তারিখ ও চিকিৎসা ব্যবসায় সহকারী মে

| নাম । | যে স্থানে নিযুক্ত । |
|--|--|
| তৃতীয় জ্যেষ্ঠ, জয়ন্ত কালীপ্রসন্ন সেন ... | মালদহের জেলে ও পোষ্টীস ইন্স্পেক্টর । |
| এ " জীবনকৃষ্ণ দত্ত ... | মেদিনীপুরের সদর জেল ইন্স্পেক্টর । |
| এ " দক্ষবিহারী ঘোষ ... | গড়বেড়ার ডিসপালয়ে । |
| এ " অগাধু গুপ্ত ... | বন্দ্রাবানের পোষ্টীস ইন্স্পেক্টর । |
| এ " আনন্দময় সেন ... | দিমাপুর জেল ইন্স্পেক্টর । একটীঃ কর্মকারী । |
| এ " বজ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... | রাণি ... |
| এ " কেশবচন্দ্র মহাপাত্র ... | কটকের সদর ইতিহাস-সন ইন্স্পেক্টর । |
| এ " চন্দ্রদাস দাস ... | কটকের পোষ্টীস ইন্স্পেক্টর । |
| এ " শিবচন্দ্র সেন গুপ্ত ... | কটকের অন্তর্গত উড়িয়ার মোড়তাল কুলে । |
| এ " দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... | টিকের ... ডিসপালয়ে । |

| নাম। | যেখানে নিবৃত্ত। |
|--|---------------------------------|
| মিঃ লিঃ কাম্পাংল - পিঃ টি। | কলকাতা জেঃ কাম্পাংল। |
| প্রথম প্রোগ্রাম, জয়ন্ত রায় - ১০৮ নং | বাংলাবাজারের মধ্য জেঃ কাম্পাংল। |
| দ্বিতীয় প্রোগ্রাম, জয়ন্ত কুমার লাল বোস - ১২০ | ভূটীপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত। |
| ৩য় প্রোগ্রাম, জয়ন্ত কুমার লাল বোস - ১২০ | |

[illegible]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette*.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B.C.) of 1878 to the Shahagunge mohulla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 119, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohulla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohulla of that municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2504 A.

The 1st May 1884.—Baboo Gobind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee.

The 3rd May 1884.—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 6th May 1884.—Baboo Poresb Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresb Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাঁধারনের অন্তর্গত এতদ্বারা এই সংশ্লিষ্ট দেওয়া যাউক যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে মুদ্রাসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোপীজৈ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিগিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—ভূগলী ও চুঁচড়া মুনিগিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধান প্রণীত করণার্থে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের প্রকৃতি বিধিমালায় ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল যে উক্ত মহল্লায় উক্ত আদল প্রচলিত করণ প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত হইয়া না যাওয়ায় সাধারণের আগতারা এই সংশ্লিষ্ট দেওয়া যাউক যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া এবং ভূগলী ও চুঁচড়া মুনিগিপালিটির অন্তর্গত কলিগঞ্জের অধিবাসকদের তিন এই আইন প্রণয়ন করিলেন যে উক্ত মুনিগিপালিটির বিধানবোধ উক্ত মুনিগিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় দীর্ঘায় মনোজ্ঞ ও সর্বস্বামী বা বক্তৃতি শ্রমের পাইখানা প্রদান করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ আগস্ট অবধি নির্দিষ্ট করা যেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাঁধারনের অন্তর্গত এতদ্বারা এই সংশ্লিষ্ট দেওয়া যাউক যে, ছাবড়া জিলায় অন্তর্গত ঐল মুনিগিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে মুদ্রাসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোপীজৈ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিগিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

২০০৭ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের পরিবর্তে জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ তালিকাভুক্ত অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাংলাগঞ্জের অগিস্টাইট মার্জিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এল, সি, শিয়ার্স সাহেব কোজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবারডিনেন্ট জজ এল, মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ জীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে দুটি অধিক করেন তদবধি দিবস কার্যকারকদের ছুটির বিপর ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কাল অথবা যাহা অন্য আদালত হয়, সারনের দ্বিতীয় সবারডিনেন্ট জজ জীযুত বাবু অমৃতলাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবারডিনেন্ট জজের এবং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কক্ষ কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 9th May 1884—The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Fgra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.

Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Ram Chunder Bose of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree Boda, in the district of Julpigoree.

The 12th May 1884—Mr. J. R. Hall, Deputy Magistrate, Shahabad, is vested with powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the powers of a Deputy Collector under Act I (B.C.) of 1879, is vested, under section 146 of that Act, with the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Meherpore, during the absence, on leave, of Baboo Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

The 17th May 1884—Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoolna, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge Sarun, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madan Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinagepore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th May 1884—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

লোহারডগার একটীং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ ঙ্গ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—নিম্নলিখিত বর্ণনায়েরা বেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত এড়া বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

শ্রীযুত বাবু জীনাথচন্দ্র দাস মহাপাত্র । | শ্রীযুত বাবু ভাগবতচন্দ্র বাটভি ।

শ্রীযুত বাবু ব্রজেনচন্দ্র দাস মহাপাত্র ।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জিলার অন্তর্গত চন্দনবাড়ী বোর্ড বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—শালাদানের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত জে. আর. হাও সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৭২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্মকারী লোহারডগার মুন্সেফ শ্রীযুত মুন্সী হরিহরচরণ লাল শ্রী মুন্সেফীর বিচারাপত্যের স্থানসীমার মধ্যে মোকদ্দমার বেতু উল্লিখিত হইলে উক্ত আইনমতে মোকদ্দমার আরজী গ্রহণ করিতে এই আইনের ১৪৬ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

শ্রীযুত বাবু নরেশচন্দ্র ঘোষের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্তী, বি, এল, নদীয়া জিলার মুন্সেফের কর্ম কারিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—শ্রীযুত ডবলিউ. রাইট সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে শুলনার সবডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তী সবডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে ২৪ পরগনার প্রথম সবডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সবডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে সারনের প্রথম সবডিনেট জজ শ্রীযুত মাতাঙ্গিন বাবু সবডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর একটীং সবডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত মাতাঙ্গিন বাবুর পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু কাণাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে দিনাজপুরের একটীং সবডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু অগদ্রু গঙ্গোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু কাণাইলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরার একটীং আডিদালত সবডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দারকানাথ ভট্টাচার্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য দ্বাতক্রীড়ার ও সাধারণ দ্বাতগ্রহ রাধিব্যার দণ্ড বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ব্রজপুর জিলার অন্তর্গত ব্রজপুর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kansapatee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 14 cottabs 7½ dhoores, bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kansapatee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Motihari Jail, in the village of Motihari, taluk Balawoh, Tehsil Madhwal, pergunnah Majhawoh, zillah Champaran, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Goorsahay's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail; and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT, BENGAL.

The 20th May 1884.

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr. J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

IRRIGATION.

The 20th May 1884.

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of the Aron Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about 3600 feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of 2 acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

(Government Gazette, 27th May 1884.)

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জন্মর প্রতি নৃপংস বাব্বার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জন্মর প্রতি নির্দিষ্টাচারের অপরাধদিগকে বিনা পরওয়ানার প্রৱন্ধ করণার্থে পুলিশের কর্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্বদেহ মগো কোনও স্পর্শসংঘাতী ও সংকায়ক রোগের ক্ষার নিবারণের বিধান করণার্থ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান হুগলী নদীর হাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সরহঙ্গে প্রচলিত করিলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সবিয়া মৌজার সামিল কামপটী গ্রামে ময়াজপুর কাঁড়ির কোটাগরের জন্যে রাজকীয় অর্থ দ্বারা গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ভোজপুর পরগনার সবিয়া মৌজার সামিল কামপটী গ্রামে স্থানাদিক ১১৪ কায়া ৭১১ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তর সীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত এবং দক্ষিণসীমা বামগোলাম ভারতীর ক্ষেত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মামনয়া পরগনার মাদেল ওপ্পের বলাও টোলার মিহিয়ারী গ্রামে মিহিয়ারী জেলের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মিহিয়ারী গ্রামে স্থানাদিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুরুসতায়ের জমি, পশ্চিম সীমা জেলের আটীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জলে হাটবার শাখা এবং পূর্ব সীমা নড়বাড়।

১৮৭৫ সালের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে ১০৭ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। নাগপুর রেলওয়ার প্রথম শ্রেণীর একমৌকটিক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে. রামসে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তদতিরিক্ত শ্রীযুত ফে টমসেক্রেটারী সাহেব তাহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট ক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জলমেচন হিসসক।

১৮৮৭ সাল ১৫ মে।

২১২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের অর্থাৎ এরিয়ন জল নিতরণার্থ নালার বজ্রি গ্রামের রাজি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলহারি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বজ্রিতাংশের উভয় ধারের সমান্তরালগামি ও উভয় ধারের দ্বিত ও প্রত্যেক খণ্ড ৩৬০০ ফুট। দীর্ঘ ও ১২১১ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ মোটে স্থানাদিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 20th May 1884.

No. 214.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Basitol, Koopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Goorga Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 646½ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বজ্জাদি বিষয়ক ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।

২১৪ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গুজের জিলার অন্তর্গত মুনশী, কুটিয়া, মৈদপুর, বরুহিয়া, কোলাকোহ, বাদলা, ধরা, বসিহিভোল, কুণেরা, মালভা, মালকুয়া, মবারকপুর, গুরগা, গাঁঙ্গোয়ারী ও বক্তিরপুর গ্রামে মীনশাই অবধি ক্তিরপুর পর্যন্ত পথ করিবার জন্যে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুড লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের লিখিত এই কথা প্রকাশ করিয়াছে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে গঙ্গানদীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাপের অনুযায়ী ৩৪০ বিঘা অর্থাৎ কতিমতে ৬৪৬।১০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন ।

ইত্যাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর ৬ তারিখের বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের রাজকা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মাসের ১৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেডর, এম এস, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।
ইশতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

| নং । | জিলা । | ৮০ ডোনার সেরের হিসাবে | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | পয় । | | হর । | | ডাল চাউল । | | গাখাখা চাউল । | | কুণ্ড ও বাজরা | | চোলষ ও জোয়ার । | | | |
| | | এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | এই সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন |

বঙ্গদেশ । পশ্চিমবঙ্গ জিলা ।

| ০ | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১ বর্ডমান ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১১৭ | ৬২ | ১১০ | ১০৬ | ১০১ | ১২ | ৮ | ৮ | ১১৪ | ... | ... | ... |
| ২ বীরভূম ... | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ৮ | ১২ | ১০ | ১০১ | ১০১ | ১২ | ১৭ | ১৭ | ১১৮ | ... | ... | ... |
| ৩ বীরভূম ... | ১৭ | ১৬ | ১০ | ... | ... | ... | ১৮ | ১০ | ১৬ | ১০ | ১৬ | ১১০ | ... | ... | ... |
| ৪ বেদীয়াপু ... | ... | ১২ | ১৭ | ... | ১৬ | ১৬ | ... | ১৮ | ৮ | ... | ৮ | ১১৪ | ... | ... | ... |
| ৫ হুগলী ... | ১৭ | ১৭ | ১৫ | ... | ... | ... | ৮ | ৮ | ১০ | ১৮ | ১৪ | ৮ | ... | ... | ... |
| ৬ হাবড়া ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ... | ... | ... | ১২ | ১২ | ১৮ | ১০ | ১৮ | ১১০ | ... | ... | ... |

মধ্যস্থলের জিলা ।

| ০ | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ৭ কলিকাতা ... | ১৬ | ১৬ | ১৮ | ১৭ | ১২ | ১৭ | ৮ | ৮ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৭ | ৮ | ১৮ | ১৭ |
| ৮ ২৪ পরগণা ... | ১৮ | ১৮ | ১০ | ১৭ | ১০ | ১৭ | ৮ | ৮ | ৮ | ১৬ | ১৭ | ১০ | ... | ... | ... |
| ৯ মল্লিকা ... | ১৬ | ১৬ | ১৮ | ১০ | ১২ | ১০ | ১২ | ১০ | ১৮ | ১০ | ১০ | ১৭ | ... | ... | ... |
| ১০ পুলক ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১৮ | ১৮ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৪ | ... | ... | ... |
| ১১ বনোদ্র ... | ১৮ | ১৬ | ১০ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১২ | ... | ... | ... |
| ১২ মুরসিদাবাদ ... | ১০ | ১০ | ১৭ | ... | ... | ... | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৮ | ১০ | ১২ | ... | ... | ... |
| ১৩ দিবাঙ্গপু ... | ১৬ | ১০ | ১২ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৮ | ১৮ | ১৬ | ১৬ | ১৭ | ১১ | ... | ... | ... |
| ১৪ রাজশাহী ... | ১০ | ১০ | ১৭ | ৬২ | ৬২ | ৬৭ | ১১ | ১১ | ১৬ | ১৬ | ১২ | ১৭ | ... | ... | ... |
| ১৫ বঙ্গপু ... | ১৬ | ১৬ | ১০ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৬ | ... | ... | ... |
| ১৬ বগুড়া ... | ১৬ | ১২ | ১০ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৭ | ... | ... | ... |
| ১৭ পাবনা ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ... | ... | ... | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ১০ | ... | ... | ... |
| ১৮ দাঙ্গা ... | ... | ... | ৮ | ১০ | ১৬ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ১০ | ... | ... | ... |
| ১৯ জগন্নাথ ... | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ... | ... | ... |

ক। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—কালনা ১৩ সের, কাঁচিয়া ১০ সের এবং রাণীগঞ্জে ১২৬০ সের।

খ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৬ সের অবধি ১০/ সের পর্যন্ত।

ঘ। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—জিরাপু ১০ সের, জাফানাবাদে ১০/ সের।

১। এই ... —বারাগড় ও বগুড়াতে ১০ সের, ও কল্যাণীতে ১০ সের।

২। এই ... —বেহেরপুরে ১০/ সের, চুয়াডাঙ্গায় ১০ সের, এবং রাণীগঞ্জে ১২৬০ সের।

ହୋକାର ସତ୍ତା ନାହିଁ ବାରି ।

৪০ সেরের মণের
থোকে নিজের মর।

[illegible]

ড। গালাকোটায়, লবণের খুদ্রা দর টাকা ১০ পের।

| নম্বর । | জিলা । | ১০ ভোলায় সেরের হিসাবে | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | নম । | | ঘর । | | তাল চাঁউস | | শাখা চাঁউস । | | কয় ও বাঁকরা । | | চৌস ও কোয়ার । | | | | | | | |
| | | এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | গজ বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | গজ বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | গজ বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | গজ বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | গজ বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিটর্ন | গজ বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিটর্ন |

পূর্বদিকস্থ জিলা ।

| ১৮ | ঢাকা ... | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১৮ | ঢাকা ... | ১৭ | ১৭ | ১৮ | ১৬ | ১৬ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৫ | ১৫ | ১৪ | ১২ | ... | ... | ১১ | ... | ... | ১১ |
| ১৯ | করীমপুর ... | ১০ | ১১ | ১৪ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৭ | ১২ | ১৩ | ১০ | ১৫ | ১৪ | ১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২০ | বাঁকরাগঞ্জ ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১৫ | ১৫ | ১২ | ১৫ | ১৫ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২১ | ময়মনসিংহ ... | ১০ | ১০ | ১০ | ... | ... | ... | ১২ | ১০ | ১৬ | ১৪ | ১৪ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২২ | চট্টগ্রাম ... | ১২ | ১২ | ১২ | ... | ... | ... | ১২ | ১২ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৩ | মণিরামপুর ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১৬ | ১৬ | ১০ | ১৫ | ১৫ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৪ | ত্রিপুরা ... | ১৪ | ১৪ | ১০ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৫ | চট্টগ্রামের পূর্ব-দিকস্থ জিলায় পূর্ব-দিকস্থ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১২ | ১২ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

বেহার ।

| ২৬ | পাটনা ... | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ২৬ | পাটনা ... | ১০ | ১২ | ১৭ | ১৩ | ১৪ | ৫২ | ১৬ | ১৬ | ১৪ | ১০ | ১৪ | ১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৭ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৮ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৯ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩০ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩১ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩২ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৩ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৪ | মুর্শাবাদ ... | ১৩ | ১৭ | ১৭ | ১১ | ১১ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ঢ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, নারায়ণগঞ্জে ১৩ সের ও মুন্সীগঞ্জে ১০১০৬ সের।

ণ। —গোয়ালন্দ এবং বাঙ্গালীপুরে ১২ সের।

ত। —পটুয়াখালিতে ১০১০ সের, পিরোজপুরে ১০ সের ও ভোলায় ১০ সের।

থ। —কিশোরগঞ্জে ১০১০ সের, আট্টারায় ১২ সের, মেজকোণায় ১২/১ সের ও জামালপুরে ১১ সের,

ধ। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের।

ন। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১০৬ সের পর্যন্ত।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২১০ সের।

৪০ মেটের যনের
থোকে বিক্রয়ের দর।

| | |
|--|--|
| <p>এই সঞ্জাৎকে হিটন</p> <p>ইচ্ছাঃ ০০০ সঞ্জাৎকে হিটন</p> <p>সাত বৎসরপর এই সঞ্জাৎকে হিটন</p> <p>এই সঞ্জাৎকে হিটন</p> <p>ইচ্ছাঃ ০০০ সঞ্জাৎকে হিটন</p> <p>এই সঞ্জাৎকে হিটন</p> | <p>কমরা ।</p> <p>চোখ ।</p> <p>কানিবি কাঠ ।</p> <p>সবন ।</p> <p>সবন ।</p> |
|--|--|

क्रि०।

गुणनैतिक ज्ञानः ।

[illegible]

যেহাঁরি ।

[illegible]

১—শীতামাটিতে ১০ সের এবং ছাজিপুৰে ১২৭০ সের।

ম। মফঃস্বলে লবনের গুজরা দর টাকায় ১২ সের জদমি ১২। সের পর্য্যাপ্ত।

১। মহাকুমার পবনের খুজরা দর টাকায় একত্রে — বেঙুনরাইয়ের গাশের ও মধুরতা
২। এ এ — ঠাঁকায় ১২ সের, মধুরনিতে ১০ সের ও সুপোলে ১১ সের।

ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ

৮০ ডোলাৰ মেৰুৰ হিসাব

[illegible]

বেষ্টিত ।

| | সেং
মহ | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | সেং | টাকা | টাকা | টাকা |
|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| ৩৫ | পূর্বদ্বীপ .. | ১৬ | ১৬ | ১৭ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১৬ | ১৪ | ১৪ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৬ | বালিফ | ১১১ | ১০ | ৮ | ... | ... | ... | ১১১ | ১১১ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৭ | মৌলভান পর-
গয়া | ১৫ | ১৬ | ১৬ | ... | ... | ... | ১২ | ১০ | ১৬ | ১৫ | ১৬ | ১১২ | ... | ... | ... | ... | ... |

উডিয়া।।

[illegible]

ছোট নাগপুর ।

মক্ষিক-পাখিনাঞ্চলের এজেন্ট।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ৪১ | কাজিরীগি ... | ১৪ | ১৪ | ১৬ | ৬ | ১৫ | ... | ৯ | ১০ | ১০ | ১৪ | ১৪ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪২ | সোনা ডগা | ১৫ | ৬ | ১৭ | ১৮ | ১০ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১০ | ১৮ | ১৮ | ১৪ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪৩ | সিংকতুম ... | ১৮ | ১৮ | ১২ | ১৪ | ১৪ | ৫২ | ১০ | ১০ | ৫২ | ১৪ | ১৪ | ৫৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৪৪ | খাতিতুম ... | ১৬ | ১৮ | ১৮ | ... | ১৪ | ৫০ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | ১২ | ১০ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

• ରିଟାର୍‌ଗ ମାତ୍ରା ନାହିଁ ।

† মঙ্গলম্বে সাম্রাজ্য, চ. উল্লেখিত খুজরা দর টাকায় ১১৩১৬ সের অবধি ৫০৫৭ সের পর্য্যন্ত।

ঘ২। মহকুমার সদরের খুজরা দর টাঁকার এই২।—কুমুগক্ষে ১০ সের, ও মুররিয়া মহকুমার অন্তর্গত বাণীগঞ্জে ১২ সের।

১৩। —দেওঘরে ১৩ মেসর এবং গদদার ২২ মেসর

कलिकाता

১৮৮৪ সাল, ১৯ মে।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

| ক্রমিক
সংখ্যা | | বঙ্গদেশ। | ৪০ সেয়েস | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----|--|
| | | | গম্ব | | | ঘর। | | | তাল চাউল | | | শামা/চাউল। | | | কম্ব ও বাজার। | | |
| | | | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | এই সপ্তাহের হিটন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন | | | |
| | | টাকা | পয়সা | ফস | টাকা | পয়সা | ফস | টাকা | পয়সা | ফস | টাকা | পয়সা | ফস | টাকা | পয়সা | ফস | |
| ১ | বালিকাতা ... | ১১.০ | ২.০ | ২৫০ | ২.০ | ২৭ | ২০ | ৪.০ | ৪১.০ | ১৫০ | ২৭ | ৫৭ | ১১০ | ২১.০ | ২৫০ | ২৫ | |
| ২ | শেরাজগঞ্জ ... | ১.০ | ২০০ | ২৭ | ... | ... | ... | ৪.১০ | ৪.১০ | ৪৭ | ২০ | ২.০ | ২.১০ | ... | ... | ... | |
| ৩ | চাঁকা ... | ২.০ | ২.১০ | ২৫ | ২.১০ | ২.১০ | ২৭ | ৫০ | ৫০০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২৫ | ... | ... | |
| ৪ | বাগিয়গঞ্জ ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২৭ | ... | ... | ... | |
| ৫ | চট্টগ্রাম ... | ৫০০ | ৫.০ | ৫৭ | ... | ... | ... | ৫৭ | ৫০০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ৫৫০ | ... | ... | |
| ৬ | পাটনা ... | ১৫০৫ | ১.১০ | ২৫০ | ১.১০ | ১.১০ | ২৫০ | ১.১০ | ১.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ২৭ | ... | ... | ... | |
| ৭ | বালেশ্বর ... | ২.০ | ২৭ | ২৫০ | ৫০ | ৫৫০ | ... | ২.০ | ২.০ | ২.১০ | ১.৫০ | ১.৫০ | ২.১০ | ... | ... | ... | |
| ৮ | পুরী ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ৯ | কটক ... | ২.১০ | ১.৫০ | ২০০ | ... | ... | ... | ৫৭ | ৫৭ | ২.১০ | ২৭ | ১.৫০ | ১.১০ | ... | ... | ... | |

১ বটম পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২০ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলনা দি খাদ্যদ্রব্য ও জালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার হইবে।

যশোর সদর।

| চৌসম ও
জোরার । | | রাগী বা বাড়ওয়া
ও চীষা । | | অধের । | | ছোলা । | | জালানি কাঠ । | | লবণ । | | বজর । | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-----|---------------|
| এই সপ্তাহের রিটর্ন | | এই সপ্তাহের রিটর্ন | | এই সপ্তাহের রিটর্ন | | এই সপ্তাহের রিটর্ন | | এই সপ্তাহের রিটর্ন | | এই সপ্তাহের রিটর্ন | | | | |
| ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন | গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন | | | |
| টাকা | নং | টাকা | নং | টাকা | নং | টাকা | নং | টাকা | নং | টাকা | নং | | | |
| ২।০ | ২৭ | ... | ... | ... | ... | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ১/৬ ১/৬ | ১০০ | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | কলিকাতা । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | ... | ০।০ | ০।০ | ০।০ | শেরাজগঞ্জ । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২০০ | ২০০ | ২৫০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ০০০ | ০০০ | চাঁদা । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ০০০ | ০০০ | ঝারায়নগঞ্জ । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ০০০ | ০০০ | ০০০ | ১০ | ... | ০০০ | ০০০ | ০০০ | চট্টগ্রাম । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১।১০ | ১।১০ | ১।১০ | ১।০ | ১।০ | ১।০ | ০০০ | ০০০ | পাটখা । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ১।০ | ১।০ | ১।০ | ০০০ | ০০০ | বালেশ্বর । |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | পুরী । |
| ... | ... | ২।০ | ০।০ | ১।১০ | ... | ... | ... | ১।১০ | ১।১০ | ১।১০ | ১।০ | ১।০ | ১।০ | কটক । |

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেজরারি পর্য্যন্ত পর্ষ্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

| নম্বর
সাকেল তালুক। | নম্বর
নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাকী : | মন্তব্য। | | | |
|-----------------------|---------------------|--|----------|--------|----------|-------|--------|------------------------------------|
| | | | বাঁচস্ব। | সেস। | রাজস্ব। | সেস। | মোট। | |
| ৭৭৩ | ৬৩১
২৫৭৮ | খানেন কটীজুরি।
মৌজে কাঞ্চননগর নিঃ অখিল
তালুক রণু দেবী। | ৮৯০৫৮৮ | ১৪৮১১৬ | ৩৩৪ | ৪৯১১০ | ৩৮৩১১০ | সম্পূর্ণ তালুকা
নিলাম হ-
ইবে |
| | | চন্দ্র রায়
গং। | | | | | | |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd May 1884

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

নিলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজরে নিলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৩৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধরিয়া হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরী কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক

দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/২ টাকা মধো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৯ ১ দস্তি ১৪ × ১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ নামে ৮/১৪৭ দস্তি ১১/১৫৮৮/১৮৮৮ - আনার কাত সদর জমা ২৪৩১২.০ টাকা ভাটার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬৮/২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং সদরসা বনজগলি ওগয়রহ লিখিত

মালিক কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা

... ২১১৯৬৮/৪ টাকা মধো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯১১/৮ টাকা ভাটার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কি: বেওতা ওগরহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগরহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১১/৯ টাকা মতো

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইন্ডের ১০ খাঁদমতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমা-
লিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগরহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা তার
সন ১২০০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫৬১২৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬০৪ নং কি: পরগণে বালিয়া তরফ যত্নবাটী ওগরহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগরহ সদর জমা যার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫১৩ টাকা মতো

সন ১৮৫২ সালের ১১ আটকের ১০ দারামতে ১/৬১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
একমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগরহ নামে ১১/৬১ - আনার কাত সদর জমা যার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১০/১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪১.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আটকের ৬ দারামতে নিধানান্তরিত হওয়া দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জেলা
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার দিগি আছে তাহা ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাংশ
নিলামে নিবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৫ অপ্রিল।

তফসীল।

| ক্রমিক
সংখ্যা | খান
নং | নাম
মহাল | মালিকের নাম | সদর জমা | বাকী কি
আদায়
১৮৮৪। | কৈফিয়ত |
|------------------|-----------|---|---|---------|---------------------------|---|
| ১৯৩৩ | ৭২ | ১৮৯ টামটা পুটীয়া জো-
য়ার পাং বরদাখাত
হিং ১৮১৩ - ক্রান্ত | গোবিন্দচন্দ্র দাস মহন্ত-
চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র
দাস উমা-সেন রজ-
নীকান্ত সেন।

জীমতী উমা-তারী জং যুত
সরুপচন্দ্র রায় পাং যুত
গৌলোকচন্দ্র দেব।

জীমতী উমা-তারী ওণ্ডা
জং যুত সরুপচন্দ্র
রায় পাং যুত কৃষ্ণমো-
হন সেন সাং দারডা
পাং বরদাখাত খানে
থোলা। | ১৭০৮ | ৫৩৪ | প্রকাশ থাকে যে
এই মহালের শেষ
পুনঃবন্দোবস্তে
সরকারি রাজস্ব
২০৯০ টাকা ধায়া
হইয়াছে এই জমা
খরিদারের ১২৯১
সন হইতে দিতে
হইবে। |
| ১৯৩৩ | ৭০ | ১৮৯ তিলচিটা জোয়ার
পাং বরদাখাত
হিং ১৮১৩ -
ক্রান্ত। | গীতরণ দাস মজুমদার
সাং নৈয়াইর পাং
জীতাইল, রামকির
রায় সাং চান্দ্রাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং
তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর
পাং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং
তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা। | ৬৬৩৫০ | ২০৩/১০ | |

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঁদীস। ১২১১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য মিলাবে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

| সন -
বছর - | মহাল ও পরগ-
নার নাম। | বাকীদার বানিকের নাম। | সদর জমার
ডাইন। | বাকীর
পরিমাণ। | টেকিরৎ। |
|---------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|
| ৯ | প্রথম প্রণী
ইজমুরারি বন্দ-
বস্তী মহাল।
৯ মোলতপুর পঃ
পাথুরা। | সৈয়দ কজলে রহমান ওরফে আলী-
রাখা দিগর।
বাদ গজাবর কর মোজা সিতলা তৎ-
সামিল পণি বাগান ডাঙ্গা ও মির-
পাড়া রকম /১২। আদায় সদর
জমা এঃ
কুন্তকুমারী দাসী ১৫১।০ বিঘা
জমির জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।
বাকী সৈয়দ কজলে রহমান ওরফে
আলী রাখা দিগর সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ১১৩২৫২
৪২৫৫০
৫।০
৪৮৫০ | | |
| ১০ | এ
রাধাকান্তবাসী
পঃ পাথুরা। | কছিমদী মিস্ত্রী দিগর ...
বাদ হাজি আছালদী মিস্ত্রী ৫০৫১
বিঘা জমির জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।
বাকী কছিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর
জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৬২৪১১১১
২৪৫৫০
৫৯৯৫/১১ | ১২২১১১১
৪৬১/০ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ মি-
লায় হইবে।

এই বাকীর জন্য
এই অংশ মিলায়
হইবে। |
| ১১ | এ
বসন্তপুর পঃ
ভূরশীটে। | সেখ কাকেকজদীন আছাওয়দ দিগর
সদর জমা।
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী
দাসী রকম ১১/০ আদ্যকে হোল
আদায় করিয়া তাহার রকম ১৪
আদায় সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। | ১১০৮৫৫
২৪২৪১/৬ | ৪২৯১১/৬ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ মিলায়
হইবেক। |
| ১২ | এ
মণ্ডলঘাট পঃ
মণ্ডলঘাট। | হুর্গাচরণ লাহা দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী
দাসী ১১১৪৪ আদায় সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। | ২২৩৭৯৮৫/
৮১
৩১৮০৯/২ | ১২২৬৩৫২ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ মি-
লায় হইবেক। |
| ১৩ | এ
সাঁখালি পঃ
বালিয়া। | মলোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব
মেনেকার ইফেটে গিরিজালাল
রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২
আদায় সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। | ১০১৪৮৮
১০১৪৫/০ | ৫০ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ মি-
লায় হইবেক। |

| ক্রমিক
সংখ্যা | মহাল ও পর-
গনার নাম। | বাণীদার মালিকের নাম। | সদর জমার
ডাইম। | বাণীর
পরিমাণ। | টেকিয়াং। |
|------------------|--|---|---|------------------|--|
| ৫৫ | প্রথম শ্রেণী
ইন্ডিয়ান বন্দ-
বস্তী মহাল।
চাঁপাহাটি পং | গড়নাথ ধলায় দিগর ... | ৫৮১০/২ | ৩৫১০০ | |
| ৫৬ | পাণ্ডুয়া।
এ | গড়নাথ ধলায় দিগর ... | ৬০৬১/২ | ৩১৩১১০০ | |
| ৫৭ | এ
বাথালডিতি
পং পাণ্ডুয়া | সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ...
বাদ অভিযাচরণ নন্দী রকম ১২৪৫
আনার সদর জমা এঃ
উপজন্মারায়ণ নন্দী দিগর রকম
১২৫৫ আনার জমা দিঃ
হাজার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাণী সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ...
হাজার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭২২৫/১
২২৪/০
৩১৪/০
৪৮৮/০
২২৪৫/১ | ৩৬৪ | এই বাণীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৬২ | এ
রামচাঁদাল পং
মণ্ডাঘাট। | কানাইলাল শীল দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নাব লকের ভরণ করতকুমারী
দাসী রকম ৮৫ আনার সদর
জমা এঃ
হাজার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১২৩৭৪৫২।
২৭২৫১।/০ | ৯৩৯/০ | এই বাণীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৬৭ | এ
গুড়বাড়ি
পং চৌরুহা। | গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র
মোহন গুড়বাড়ি ও হরিদাসপুর ২
মেজায় মোলআলা সদর জমা
হাজার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২৬২৫৫৬
৬৯২০/৯ | ৪৭২০/৯ | এই বাণীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ৭৯ | এ
সেরপুর
পং বালিয়া। | সেখ কাদের রকম দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নাব লকের ভরণ করতকুমারী
দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা
হাজার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০৩৯১১/৯
৫৮৪৫০/১১ | ২০১৩১১/৯ | এই বাণীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |
| ১১০ | এ
খালড
পং খালড। | রাণী লালনমণি দিগর ...
বাণী লালনমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র-
বাণী দাসী রকম ৫০ আনার সদর
জমা
উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১০
আনার সদর জমা
রাণী প্রথমনাথ রায় বাঁহাটুর রকম
৫০ আনার সদর জমা
হাজার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাণী রাণী লালনমণি রকম ১০ আনার
সদর জমা
হাজার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ১০৩৯০১/৬
৭৭৯০
৬৪৯/৬
১২৯৮৫
৯৭৪১/০
৬৪৯/৬ | ১৭১১/৬ | এই বাণীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক। |

| খ্রীষ্টাব্দ -
সংখ্যা | মহাল ও পরগনার
নাম। | বাকীদার মালিকের নাম। | সদর অমার
তাইন। | বাকী
পরিমাণ। | টেকিরং। |
|-------------------------|--|--|---|-----------------|--|
| | প্রথম জেলাই-
শুসুরারি বন্দ-
বস্তী মহল। | | | | |
| ১১১ | রাজহাট পঃ
খোশালপুর। | জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ...
বাদ আনন্দময়ী দেবী এণ্ড ফিকিউট-
ইউটেট বন্দাবনজ রায় রকম ১০
আনা সদর জমা।
২৪৮৯ বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব
পুর ও বৈদ্যবাণী ও অতিরামবাণী
তিন মোজার রকম ১১০ আনার
মধ্যে ৮০ আনা সদর জমা।
প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ৮১১ =
আনার জমা।
ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে।
বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭২৬৮৩
২২৬৭০
৮২৮০
১৫১১০
৪৬০১/০
২৬১১৮০ | | |
| | মল্লিকহাটী পঃ
বোর। | প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ..
বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর
রকম ১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে।
বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর
রকম ৭০ আনা জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ২২৬৮৩
৭২২২
২২২৬৮৩ | | ৩০০ এট বাকীর জন্য
এই অংশ নি-
লাম করবেক।
১৬৯ ১/৪ এট বাকীর জন্য
এই অংশ নি-
লাম করবেক। |
| | চাওরাবান
পঃ বোর। | রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ..
বাদ রামানন্দ দেবী রকম ৬১০
আনার সদর জমা।
নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১১৫ আনা
সদর জমা।
নিমচাঁদ চৌধুরী রকম ১০১/০ আ-
নার সদর জমা।
কাকালীল সুখোপাধ্যায় রকম ১৮১
আনার সদর জমা।
কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১০৫
আনার সদর জমা।
মালজী চৌধুরী, বাদে চাতলা বাদ-
দেবপুর, দেবুড ও মোজার রকম
১১১০ আনার সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে।
বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর
জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭৪০১/৫
১৮৯১/০
৬৬২
৫১৫০
৮৮১/০
৩১৫০
১১৭৫০
৫১৫২
১০৫১/৫ | | ৭৫/০ এট বাকীর জন্য
এই অংশ নি-
লাম করবেক। |
| | মোদামি বন্দ-
বস্ত। | | | | |
| ১১১৪ | মুলতানপুর
পঃ পাটমহল। | অরুণাল দেন দিগর ...
বাদ পূর্বচন্দ্র রায় রকম ১১০ আনা
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব করিয়াছে। | ২০৯৮০
২০৯৮০
২০৯৮০
৮১ ৯/৮১ | | |

| ক্রমিক
সংখ্যা | মহাল ও পঞ্চ-
নার নাম | বাঁকীদার বালিকের নাম । | সদন জমার
ভাইন । | বাঁকীর
পরিমাণ । | টেকিয়াং । |
|------------------|---|--|----------------------------------|---|--|
| | মোদানিবন্দবস্ত | বাঁকী অমৃতলাল দেব দিগর রুকম
১০ আনা সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ২৬৪১/৬
রোড কণ
৪১১৪১। | ২১। | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক । |
| ২১৪৮ | অনুরূপপুর চাক-
রানিগংগিত্তর | মানিকলাল শীল নানালগের তরফ
শরতকুমারী দাসী দিগর ।
দাদ কানাইলাল শীল রুকম ১১/২
আনার জমা এঃ
গোবিন্দলাল শীল রুকম ৪৪ আনা
জমা বিঃ ।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ৬৫৬৮৫
৩৯৩৮০
১৩১/০
৫২৫০০ | | |
| | প্রথম প্রেনী চ-
ত্বারাণের এক
বস্তী মন্ডল । | বাঁকী মানিকলাল শীল নানালগের
তরফ শরতকুমারী দাসী
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ১৩/৪২ | ৪১। | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক । |
| ৩১৩৩ | হুতীপুরের মা-
মিল জমাব
পূর্ব পাঃ হুতী-
পুর । | যতুনাথ দেব দিগর ...
এই মহালের মধ্যে পূর্ণিমা দেব দাস
১০ আনাকে বোল আনা করিয়া
আনার রুকম ১/৬১ = আনার সদর
জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ৭০৬/৮
৫৮৮০০ | ১৫৮০ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক । |
| ৩৬৩৭ | জোঁ কুল পাঃ
হুতীপুর । | চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিগর ... | ৫১০১৮৭ | ৯০৮০০ | |
| ৩৬৪৯ | মানদপুর বাটকে
পাঃ হুতীপুর । | যতুনাথ দেব দিগর ...
এই মহালের মধ্যে অদিনাথচন্দ্র শীল
রুকম ১০ আনা জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ৮০৪৮১-১১
১২১১১০ | ৩৯/৬ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক । |
| ৩৯৯০ | মোদানিবন্দবস্ত
বাটকাত্তর পাঃ
বোর । | শীল লালমঙ্গল দিগর ...
বান ব্রজনাথ জৈনালি রুকম ১/২ আনা
সদর জমা ।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ৭২৬/৮১
২২৭.০ | | |
| | প্রথম প্রেনী চ-
ত্বারাণের বন্দ-
বস্তী মন্ডল । | বাঁকী শীল লালমঙ্গল দিগর রুকম
১/১০ আনা সদর জমা ।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ৪৯৯৮/৮ | ৬০ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নি-
লাম হইবেক । |
| ৪৮৮৬ | গোবিন্দপুর পাঃ
আহানাদিদি । | মানিকলাল শীল নানালগের তরফ
শরতকুমারী দাসী । | ১০৪৫৭ | ৩০৬৮৮ | |
| ১৭৯১ | গুস্তিপাড়া চর
পাঃ মণ্ডলঘাট । | কালিদাস দেব মোহনজার কানট-
দিগর আনাথ রাঃ চৌধুরী দিগর
এই মহালের মধ্যে রুকম ১৮ আনার
মানিক ভগ্নানারীদেব দেব সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।

রুকম ১/১২ আনার মানিক ভগ্নানার
দেব সদর জমা ।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ৭৫৫৭
৩০৬৭
৭৬১১০ | ১৮ মাঠ জি-
স্তীর চাক
১৮১৮৩
১০ আনা
কোঁতীর
৮২১। ৬
১৯৩৮০৯
২৮ মাঠ
কিষ্ঠা
২৬/৯
১০ আনা
২০-৬৩
৮১১০ | এই অংশ ১৮৮৪।
২৮ মাঠ নিলাম
১৮৫৮৩ খরিদার
কেবল বায়নার
টাকা দিয়া এবং
নিষ্ঠ টাকা না
দেওয়ার প্রকার-
নার চাক জমা
করা গিয়াছে ৩৬৬-
না এ অংশের
দাওর দায়িত্বে
ও বুকিও এই
অংশ পুরান
নিলাম ১৮৫৭০। |

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

602
 1885-1886
 1887-1888
 1889-1890
 1891-1892
 1893-1894
 1895-1896
 1897-1898
 1899-1900
 1901-1902
 1903-1904
 1905-1906
 1907-1908
 1909-1910
 1911-1912
 1913-1914
 1915-1916
 1917-1918
 1919-1920
 1921-1922
 1923-1924
 1925-1926
 1927-1928
 1929-1930
 1931-1932
 1933-1934
 1935-1936
 1937-1938
 1939-1940
 1941-1942
 1943-1944
 1945-1946
 1947-1948
 1949-1950
 1951-1952
 1953-1954
 1955-1956
 1957-1958
 1959-1960
 1961-1962
 1963-1964
 1965-1966
 1967-1968
 1969-1970
 1971-1972
 1973-1974
 1975-1976
 1977-1978
 1979-1980
 1981-1982
 1983-1984
 1985-1986
 1987-1988
 1989-1990
 1991-1992
 1993-1994
 1995-1996
 1997-1998
 1999-2000
 2001-2002
 2003-2004
 2005-2006
 2007-2008
 2009-2010
 2011-2012
 2013-2014
 2015-2016
 2017-2018
 2019-2020
 2021-2022
 2023-2024
 2025-2026
 2027-2028
 2029-2030
 2031-2032
 2033-2034
 2035-2036
 2037-2038
 2039-2040
 2041-2042
 2043-2044
 2045-2046
 2047-2048
 2049-2050
 2051-2052
 2053-2054
 2055-2056
 2057-2058
 2059-2060
 2061-2062
 2063-2064
 2065-2066
 2067-2068
 2069-2070
 2071-2072
 2073-2074
 2075-2076
 2077-2078
 2079-2080
 2081-2082
 2083-2084
 2085-2086
 2087-2088
 2089-2090
 2091-2092
 2093-2094
 2095-2096
 2097-2098
 2099-2100
 2101-2102
 2103-2104
 2105-2106
 2107-2108
 2109-2110
 2111-2112
 2113-2114
 2115-2116
 2117-2118
 2119-2120
 2121-2122
 2123-2124
 2125-2126
 2127-2128
 2129-2130
 2131-2132
 2133-2134
 2135-2136
 2137-2138
 2139-2140
 2141-2142
 2143-2144
 2145-2146
 2147-2148
 2149-2150
 2151-2152
 2153-2154
 2155-2156
 2157-2158
 2159-2160
 2161-2162
 2163-2164
 2165-2166
 2167-2168
 2169-2170
 2171-2172
 2173-2174
 2175-2176
 2177-2178
 2179-2180
 2181-2182
 2183-2184
 2185-2186
 2187-2188
 2189-2190
 2191-2192
 2193-2194
 2195-2196
 2197-2198
 2199-2200
 2201-2202
 2203-2204
 2205-2206
 2207-2208
 2209-2210
 2211-2212
 2213-2214
 2215-2216
 2217-2218
 2219-2220
 2221-2222
 2223-2224
 2225-2226
 2227-2228
 2229-2230
 2231-2232
 2233-2234
 2235-2236
 2237-2238
 2239-2240
 2241-2242
 2243-2244
 2245-2246
 2247-2248
 2249-2250
 2251-2252
 2253-2254
 2255-2256
 2257-2258
 2259-2260
 2261-2262
 2263-2264
 2265-2266
 2267-2268
 2269-2270
 2271-2272
 2273-2274
 2275-2276
 2277-2278
 2279-2280
 2281-2282
 2283-2284
 2285-2286
 2287-2288
 2289-2290
 2291-2292
 2293-2294
 2295-2296
 2297-2298
 2299-2300
 2301-2302
 2303-2304
 2305-2306
 2307-2308
 2309-2310
 2311-2312
 2313-2314
 2315-2316
 2317-2318
 2319-2320
 2321-2322
 2323-2324
 2325-2326
 2327-2328
 2329-2330
 2331-2332
 2333-2334
 2335-2336
 2337-2338
 2339-2340
 2341-2342
 2343-2344
 2345-2346
 2347-2348
 2349-2350
 2351-2352
 2353-2354
 2355-2356
 2357-2358
 2359-2360
 2361-2362
 2363-2364
 2365-2366
 2367-2368
 2369-2370
 2371-2372
 2373-2374
 2375-2376
 2377-2378
 2379-2380
 2381-2382
 2383-2384
 2385-2386
 2387-2388
 2389-2390
 2391-2392
 2393-2394
 2395-2396
 2397-2398
 2399-2400
 2401-2402
 2403-2404
 2405-2406
 2407-2408
 2409-2410
 2411-2412
 2413-2414
 2415-2416
 2417-2418
 2419-2420
 2421-2422
 2423-2424
 2425-2426
 2427-2428
 2429-2430
 2431-2432
 2433-2434
 2435-2436
 2437-2438
 2439-2440
 2441-2442
 2443-2444
 2445-2446
 2447-2448
 2449-2450
 2451-2452
 2453-2454
 2455-2456
 2457-2458
 2459-2460
 2461-2462
 2463-2464
 2465-2466
 2467-2468

७२१ ७
एतद्वाक्यं दृष्ट्वा गीतं कुरुते, तेषाम् मृत्युमाश्रयि एतद्वचनक
कथितं भवति। आत्मवृत्तिरिति शब्दानां प्रामाणिक निग
मैरुक्तं। गौतमः ७२१८। शिरोलायं कर्तुं भवति कर्म।
७२१९। उपरि लिखितं हृदयकं गीते विलिख
७२२०।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনায় জেলায় নিম্নলিখিত মতাল সকল ১৮৮৩। ১-৮৪ সা ২৮ পাঠ কিত্তির বরকারী বাকী রাখা না দায় জনা আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১৯৯১ সালের ১০ তমাত্ত তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা শুধরে প্রকাশ্য বিদ্যামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮১।

| ক্রমিক
নম্বর। | মতাল ও পর-
গনার নাম। | মালিকের নাম। | মোট মদর
জমা। | যে অংশ বিক্রী হইবে। | বাকী পড়া
অংশের
মদর জমা। | ১৮৮৩। ৮৪
সালের মতাল
কিষ্টি বাকী। |
|------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------|--|
| ১ | পাংগনে অংগর-গোবিন্দচন্দ্র দায় চে দুই
পাড়া কিসমত দিগব।
আগ পাড়া। | | ১৩৬২/৯ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অত্তর দিয়ার ১১ কি-
মা অবেশনাথ দায়
চৌধুরা দিগর র৩ম
দ/অনা। | ১৩৬৬/২ | ৩৩ |
| ২৮ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ৫৮৩/৭ | সম্পূর্ণ মতাল | ৫৮৩/৮ | ১৯৩১। ৩৬ |
| ২৯ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ৮২৭/১ | এ | ৮২৭/১ | ১৩০/১১ |
| ৩৪ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১৩৬/৭ | ৫ দিগা জয়ধন দায় চে
দুই গা দিগ। | ১৩৬/৭ | ৩৩১/১৩ |
| ৩৭ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ৫১২/৭ | ১ দিগা | ৫১২/৮ | ১৩৩/৭ |
| ৪০ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১৫২/৬ | সম্পূর্ণ মতাল | ১৫২/৬ | ১২০৬/১০ |
| ১০০ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ৩ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ৩৬/৭ |
| ১১১ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১২৫ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | সম্পূর্ণ মতাল | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১২৭ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১২৯ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩১ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩২ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৩ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৪ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৫ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৬ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৭ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৮ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৩৯ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪০ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪১ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪২ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৩ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৪ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৫ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৬ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৭ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৮ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৪৯ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |
| ১৫০ | পাং কিসকি দিগা জয়ধন দায় চে দুই
কেচু গা দিগ। | | ১১১/১১ | ১ দিগা জয়ধন দায়
চে দুই গা দিগ। | ১১১/১১ | ১৩/১৩ |

KROOLNA COLLECTOR'S OFFICE.

The 6th May 1881

P. H. BARLOW,

Offg. Collector

[Government Gazette, 27th May 1884.]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিমাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খ্রিস্টাব্দে জিলা দিমাঙ্গপুরের মহাবর্তী বিম্বলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজনারী এবং অধ্যক্ষ্য দাওয়া চলিত তা ইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাখনের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিম্বিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিম্বা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে করা যাইবে।

এখম প্রেনীর ইচ্ছুরারি জমাখায়া হওয়া মহাল।

| নম্বর
ভৌজির। | নাম মহাল ও
পরিগণনা। | নাম খালিক। | সদর জমা। | যে বাকী জমা
নীলাম হইবেক। | মন্তব্য। |
|-----------------|--|--|----------|-----------------------------|---|
| ১৩০ নং | খৌজে চারখড়া
এবং পুরুগমে
গয়রক পুরুগমে | কাত্যায়নী দেবী
জয়কিশোর চৌধুরী
প্রতি। | ১৬৯৭৬৬ | ৯৯৯৬ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২০৭ নং | খৌজে চৌধুরী
গয়রক পুরুগমে
রাজপুর। | সত্যনাথ চৌধুরী
জয়কিশোর চৌধুরী
প্রতি। | ৪১১০১১ | ৪৮০১৮ | এই খাজনার মধ্যে লোকস্বত্ব
চৌধুরীর ৭০ জনী অংশ
যাহার ৪৮২১/০ খাজনা
কমা ৩৩ ভাগের হিসাব ১৮৫৯
সালের ১১ অক্টোবর ১০ খ্রিস্টাব্দ
মুসারে প্রকৃত আদায় তাহা বাদে
বাকী ৬৯০ জনী অংশ যাহার
৪০০৬৬৮৮ পাইরকম কমা ৩৩
এ অংশ নীলাম বাকী পড়ায়
তাহা নীলাম হইবেক। |
| ২০৮ নং | খৌজে চৌধুরী
গয়রক পুরুগমে
কমে খোজপুর। | সত্যনাথ চৌধুরী
জয়কিশোর চৌধুরী
প্রতি। | ১৭০০১০৮ | ২৫১৮৮ | খৌজে চৌধুরী ও গোদিনপুর
এই মহাল দুইয়ের লোকস্বত্ব
মজুদ বাকী ৪ = কাত্যায়নী অংশ
১৮৫৯ সালের ৭ অক্টোবর ৭০
জনী অংশ প্রকৃত হিসাব হইয়া
৫১০০৫ পাইরকম কমা ৩৩
অংশ এ অংশ বাকী পড়ায়
নীলাম হইবেক। |
| এ | এ | এ | এ | ২৫১৮৮ | এ মত দিমাঙ্গপুর মজুদবাকীর
হিসাব প্রকৃত হিসাব ৪ = কাত্যায়নী
অংশের ৫১০০৫ পাইরকম
কমা ৩৩ অংশ এ অংশ বাকী
পড়ায় নীলাম হইবেক। |
| এ | এ | এ | এ | ২৫১৮৮ | এ মত কাত্যায়নী দেবীর ৪ =
কাত্যায়নী অংশ প্রকৃত হিসাব হইয়া
৫১০০৫ পাইরকম কমা ৩৩
অংশ এ অংশ বাকী পড়ায়
নীলাম হইবেক। |
| ৩৭৬ নং | খৌজে দাউনপুর
গয়রক পুরুগমে
গীল, কব'দী। | জয়কান্ত সরকার
জয়কান্ত সরকার
প্রতি। | ১৫৮০১১ | ১৫৭৮ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ৮৬১ নং | খৌজে দাউনপুর
গয়রক পুরুগমে
সজোয় | জয়কান্ত চৌধুরী | ৬৬৯১০১ | ৪৬৪৮ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |

DINAGEPORE COLLECTORATE.

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

७५३-४

[illegible]

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

२॥ कृष्ण उग्र दग्ध-उविः मेघ प्रलापनि ।

C. A. SANRELLS, Offg. Collector, Chittagong.

কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাকীর কর্দ মন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএন কিস্তী ফালগুন মৌতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মাচ স্বয্যাস্ত পর্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুকুমী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মৌতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

| ভৌজির
নম্বর। | মহালের নাম ও
পরগণা। | মালিক। | সদর জমা। | বাকীর পরি-
মাণ। | মন্তব্য। |
|-----------------|---|--|-----------|--------------------|---|
| ৫৭ | বড়বাড়ী ওগয়রহমৌজা
চাকলে কাজির হাট। | শ্রীঃমকুমার দাস, বামীজুন্দর
দাসী কুমারমোহন চাকি
ভাবামণি দাসী চক্র
গোবিন্দ দাস, | ৫১৫১০০ | ১৭১০ | বামীজুন্দর দাসী
১২৮৫৯৯ পাই সদর
জমার অংশ তাহার
পৃথক হিসাব আছে
তাৎ বাতিও অপরাপর
অংশ বাকী। |
| ১০৭ | শ্রীমদগর মৌজা চাকলে
কাজির হাট | শ্রীঃদামিনী দাসী | ১০৪১৫০/১ | ৪২০১০৪ | |
| ২২১ | খোদাপুরদপুর ওগয়রহমৌজা
মৌজা পং পরগণা | শ্রীঃমকুমার দাস, বামীজুন্দর
দাসী কুমারমোহন চাকি
ভাবামণি দাসী চক্র
গোবিন্দ দাস, | ২৪০২৫০০/১ | ৫০০১০৮ | বাকী জানকীবরত মন-
নের অংশ ১০ আনা
অংশ বাকী দেওয়া
গেল। তাহার স্ব-
তন্ত্র হিবার খোলা
গিয়াছে। |
| ২২২ | খোদাপুরদপুর ওগয়রহমৌজা
মৌজা পং পরগণা | শ্রীঃমকুমার দাস, বামীজুন্দর
দাসী কুমারমোহন চাকি
ভাবামণি দাসী চক্র
গোবিন্দ দাস, | ২০৪২৫০০/১ | ১৮২ ১০ | খোদাপুরদপুর মৌজা
র বিলম্ব ১ বছরে
তদার পৃথক হিসাব
সদর জমা ১০২৫১/৬
পাই ও অংশ বাতিও
অপরাপর অংশ বাকী। |
| ২৪১ | চক হুগলপুর ওগয়রহমৌজা
মৌজা পং পরগণা | শ্রীঃমকুমার দাস, বামীজুন্দর
দাসী কুমারমোহন চাকি
ভাবামণি দাসী চক্র
গোবিন্দ দাস, | ১৮২২৫০৮ | ১৪১০৮ | গবর্ণমেণ্টের হুকুমীনে
অংশ তাহার সদর
জমা ৪০১/৬ পাই ও
তাহার পৃথক হিসাব
খোলা হইয়াছে তদ-
বাকী অপরাপর অংশ
বাকী। |
| ৬২৭ | আলিগাঁও পং | শ্রীঃশিব দাস, গোপাল-
চন্দ্র দাস, রাজেশ্বরী
চন্দ্র দাস, জগদীশ্বর চন্দ্র
দাস, হুগলপুর চৌধুরী
হেলোকনাথ লাভাকী
মাকেন্দ্র দাস কোড়া
চন্দ্র কেশব দাস
লগ, কুমারী চৌধুরী
কুমারী সাকার। | ৫২৮১৫/১১ | ২০৫০৮ | কুমার দাসকালেক্টর
১০ দিন আনা এই
অংশ বাকী |

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন ।
জিলা পাবনা ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালার ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের আপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরির কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

| ক্র.সং.
নং | নাম মহাল ও পর-
গনা । | নাম বালিক । | সদর জমা | বাকী । | মন্তব্য । |
|---------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------|---|
| ৩ | ডিহি ফতেপুর
পং ইশক শাহী | মনমোহিনী দেব্যা
ও কালীশঙ্কর সা-
র্যাল প্রভৃতি | ২৭২০।/০
পুঃ ৩২/০ | ১৬ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন-
মত হিসাব পৃথক আছে
তন্মধ্যে মনমোহিনী দেব্যার
২৫৫।০ পুঃ ৩৭/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ
নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি । |
| ৬ | এ ... | এ ... | এ ... | ২০০।।০
পুঃ ২৭ | এই মহালের ১৮৫৯ সালের
১১ আইনমত হিসাব পৃথক
আছে তন্মধ্যে কালীশঙ্কর
সার্যাল প্রভৃতির ৩৩১।।০ পুঃ ৩৫।০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই
বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
যাইবেক ইতি । |
| ২০১ | ডিহি হাটশীরা
পং কাটারমহাল | গোলোক বিহারী
গুহ প্রভৃতি | ১১৬৪৫০
পুঃ ১১৫০ | ৩১।।০
০ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭
আইনমত হিসাব পৃথক আছে
তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ
প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৫/০ আনা একমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল
এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
যাইবেক ইতি । |
| ২৪২ | কিং ধুবিল
পং কাটারমহাল | রহিমদীন মুন্সী
প্রভৃতি | ৫৭১৮০ | ২১।।০ | সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক । |
| ২৮৫ | কিং জাবড় কোল
পং শোনা বাজু | কালীনারায়ণ চৌ-
ধুরী নৃত্যকালী
দেব্যা প্রভৃতি | ৭২৫৬৭
পুঃ ৮০।।০ | ৫৫।/০
০ | এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত
হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে
কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/
পুঃ ১।০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক
যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি । |
| ২৮৫ | এ ... | এ ... | এ ... | ১৫৫।/০
পুঃ ০ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬
।৭ আইনমত হিসাব পৃথক
আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী
দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৫।/০
আনা পুঃ ১৫।০ আনা এক
মালী সদর জমার হিসাবে এই
বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল
এই বাকীপড়া অংশ নিলাম
হইবেক যে অংশে বাকী
পড়ে নাই তাহা নিলাম
হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই-
বেক ইতি । |

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপন পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের আফ্রিতে বিদ্য ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি লন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএরি মালিক

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

| নম্বর
ভৌজ। | নম্বর
মহাল। | নাম মহাল। | সদর অংক। | বাকীর
পরিমাণ। | বর্ণনা। |
|---------------|----------------|---|----------|------------------|---|
| ২ | ২ | তরফ অগোষ্ঠারাম ... | ৭২৩৮০ | ১৮০ | সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে। |
| ১৭ | ৪১ | তরফ আবুল কজল | ৬৪৩৮৭ | ১৩২৮০ | এ |
| ২৮ | ৫৪ | তরফ আমদৌরামকাং | ৮৪৯৮২ | ১৫৮৮১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ৫নং রাসচন্দ্র
রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১২৭৯৮/৫
পাই জমার অংশে বাকী পড়ায়
কেবল তাহাই নিলাম হইবে। |
| ১৫৯ | ৮০৪ | তরফ তুল্লভরাম, কডে-
রাবাদ। | ৮১৯৭ | ১৯৬৮০ | সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে। |
| ২২৭ | ১১৪৩ | তরফ মোজ্জ হরিলা
বাং তং নজত রাম
হাজারি। | ৬৯২৮০ | ১৮৭৮৪ | এ |
| ২৪০ | ১২৪২ | তরফ ইমাম বঙ্গ ... | ৬৯৭৮/৪ | ১৫০১৮/৪ | এ |
| ৩১৭ | ১৮৯৪ | তরফ মোগল ঘন-
শ্যাম। | ৫৬০৮/০ | ২৭ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১নং মনজুদ
বিবির ১৩৫১১০ আদায় অংশে
বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম
হইবে। |
| ৫২৩ | ২৫১২ | তরফ রামচন্দ্রকাং ... | ২১৮৮৮৭ | ১৬৮৮ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০নং পীত্যা-
দ্বর কাং ৪৪৮৯ পাই জমার অংশে
বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম
হইবে। |
| ৫৩৫ | ২৫৬৫ | তরফ রামকিশোর
কাং। | ৮১৯৮৭ | ১৩৭২ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ৮নং অবশিষ্ট
মালিকের ৮৩১৮ জমার অংশে
বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম
হইবে। |
| ৫৭১ | ২৯৩৪ | তরফ সাহিরামকাং | ৮২৬৮৮৩ | ১২১৮/১০ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট
মালিকানের ৭৫১৮/১১ পাই জমার
অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই
নিলাম হইবে। |
| ৬০৮ | ৩১২৫ | তরফ জিমসুদরাম কাং | ১৭৩৭৮০ | ১১৮৩ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১নং আব-
দুল্লাহ ঠাকুর ৭৮৯৮/৬ পাই সদর
জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল
তাহাই নিলাম হইবে। |
| ৬৩৪ | ৩৮৮০ | তরফ ওবেদলা সেখ
মাহাং ওহি সেখ
মাহাংজালী। | ৬৭৮৮০ | ১০ | সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে। |

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান গাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরদ্বন্দ্বেষে বিক্রয় হইবে । সন ১৮৮৪ সাল ভারিখ ২০ মে ।

তফসীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা দায়্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌতীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগণে আসা ডিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউর গ্রাম, কাটোয়া, মলেশ্বর ও গাজুড় মালিক জীন্স অন্তর্গত সেবাউ ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি জগজ্ঞ মহেশ্বরনাথ বন্দোপাধ্যায় সবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নারায়ণ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা চন্দ্রমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় সভ্যদয়াল ও সভ্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সভ্যজীবন ও সভ্যমমন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ জীরামপুর ।

সদর জমা ৭৩১১।।/৬।।০ টাকা

বাকী ১১১।।/৭।। টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

সবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১০১৮।।/৭ টাকা রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় ১০১৮।।/৭ টাকা সভ্যদয়াল ও সভ্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭।।/৫ টাকা নারায়ণ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অনিমাড়া গ্রামত্যাগ বরমুন্দরী দেবী ১২১৮।।/৭ টাকা ।

৬০ নং ভৌতীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগণে যেহা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নারায়ণ মনিমোহনচন্দ্র চন্দ্র অলিঅছি মাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, তৈলোকা বাবচন্দ্র সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া কবেরচাঁদ গোলেচাঁদ সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশুপুত্র ভক্তচরিত্র ও বিদ্যুত চরণ চন্দ্র, পরমেশ্বর চন্দ্র ও নারায়ণ আশুতোষ চন্দ্র জীহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা জীনতা ভবতারিণী মাসা সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া কবেরচাঁদ চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৬০।।/১২ টাকা

বাকী ৪১৮।।/০ টাকা ।

এই মহালে হরিমোহন চন্দ্রনামে ৯০৫/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌতীভুক্ত মহাল মজলকোট পরগণে মজলকোট ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মলেশ্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ভোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, ওমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরমচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী শারদাপ্রসাদ ও অরুণপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী তুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃতাকালী দেবী হুজাকেশী দেবী তুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিদাসকুমারদেব ও লক্ষীভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাঃ চাঁতুলী ডিঃ কাটোয়া ফেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিকদপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁতুলী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১৭০১।।০ টাকা

বাকী ১৭৭ আনা ।

এই মহালে মনিচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌতীভুক্ত মহাল শালকুনী পরগণে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক মেধ আলিমদুলা সাঃ সীকারপুর কোন্সনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ অমিকেশ বন্দোপাধ্যায় নারায়ণের অলিঅছি কল্যাণী দেবী সাঃ ঐ জীন্স দুর্গা ঠাকুরানীর দেবীত ইন্দ্রচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমর্চান্ট ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজরুল হক সাঃ ডিবিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১৬৯৩।।৫ টাকা ।

বাকী ১১৫৬৫ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ইন্দ্রচন্দ্র ও কৈলাশচন্দ্র রায় ৩০৩৬।।২।। টাকা স্বয়ংচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১০৩৬।। টাকা ।

T. E. COXHEAD,
Collector

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WALTER GRAY AND ANOTHER (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of KISSEN CHAND GOLLECHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884 has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 20th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 20th May 1884.

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(11—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be procured by Government officers for public and charitable purposes, and by any one having *in loco wounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates: per four ounce tin, Rs. 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, Rs. 8, *ans.* 8; per pound tin, Rs. 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, Rs. 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, Rs. 10, *ans.* 8; per pound tin, Rs. 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

উক্ত কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর মাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্পোজিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি অগত্যা মূল্য একতালী ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিতে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৫।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।০ টাকা।

এহ শুধু কলিকাতার প্রধান প্রধান ইণ্ডোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ১০ বার আনা, ডাকমান্দুল দিতে কইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

অরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

লাল সিন্‌কোনা চাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ । বাহ্যিক দানাবাক্সা, এরূপ সামান্য অরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইংড়া কুণাইনের পৰিদর্ভে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্সটার্নিং সাধারণ ও দাফতর কার্যের জন্য এবং একশালীন ২০ পাউণ্ড কর্তর করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৮ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নি টেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওতে পারিবেন । ইহার অভ্যন্তর ৬০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24 · packing and postage Re. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166 Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.B., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও জিজ্ঞাসিত বঙ্গদেশের লিবিং সার্জিসে নিযুক্ত বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজিষ্টার-জেনারেল, ইন্ডিয়ান টেম্পলের জিযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি. সার্ভিসের প্রণীত বঙ্গদেশের জিযুক্ত সেক্রেটারিট গবর্ণর সাহেবের দানদারী প্রদেশের সুব্যবহারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা ।

একই খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পীচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের আকৌণ্ট্যান্টের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পীচ আনা পাঠাইবেন ।

দ্রষ্টব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে ।

[Government Gazette, 27th May 1881.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| <i>For the Mofussil.</i> | | | | Rs. | A. | P. | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------|
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 10 | 0 | 0 | per annum. |
| Postage | ... | ... | ... | 2 | 8 | 0 | " |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 | " |
| Postage | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | " |
| For a single copy— | | | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 6 | 4 | 0 | |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | for 4 sheets or under |
| with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4. | | | | | | | |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি বিব্রলিখিত হইতে আরম্ভ হইবে :—

মকঃমলে ।

| | | | টাকা |
|---|-----|-----|------|
| সম্পূর্ণ গেজেট | ... | ... | ১০/০ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ২/০ |
| ১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) | ... | ... | ৪/০ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১/০ |
| সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য | ... | ... | ১/০ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১/০ |
| ১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) | ... | ... | ১/০ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১/০ |

৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

| | |
|---|----|
| Full page, per issue | 20 |
| Half " " " " " " " " " " | 10 |
| Casual advertisements.—4 annas per line | |

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটে কিস্তি বাজালী গেজেটে মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেটে প্রেরণা পাঠিয়ে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই নথির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

সবনমেন্টের কাগজের কিস্তি গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কাগজের ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজালী গেজেটারিয়েট জাপাখানাতে পুস্তকাদি এর কারণে চাহিলে কিম্বা ঐক জাপাখানায় কোন কাজ করাইতে চাহিলে তিনিমিত্র নগর মূল্য দিতে চাইবে, এতদ্বারা এতাবজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

এক অবশিষ্ট বাজালী গেজেটারিয়েটে আকৌ-জাটের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য শেষ ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা ঐক কোন গেজেটে ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টেট বাদ দিবার জন্যে ডাকের উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে চাইবে।

সি, ডব্লিউ, বক্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী

১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইল ডিহার প্রকাশ করিবার যার এইঃ—

| | টাকা। |
|---|-------|
| পূর্ব এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের | ২০ |
| অধিক পৃষ্ঠা " " " " | ১০ |
| কখনই ইল ডিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা | ১০ |

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যালয়কে প্রজন্মের মতিসদার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংফোর্ড ওয়েস্ট টৌনশালের ডাক্তারিও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাছাবিভাগের আর্টিস্ট রেজিষ্টারের নামে প্রেরণা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে চাইবে।

চক্র সল আফিনের পুস্তক কলিকাতার সবনমেন্ট প্রেসে, থাকার সিন্ডিক কোম্পানির বাজীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

কলিকাতা প্রেসেঞ্জী জেল শ্রমালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে জিমু ও এডভান্স মার্ল পুস্তক সাইবে কতক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন

CONTENTS

বিষয় ।

| PAGE. | বিষয় । | পৃষ্ঠা । |
|---|--|----------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India. ... 65—67 | প্রথম অধ্যায় : ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশন, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ১৫—১৭ |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal. ... 559—571 | দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশন, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৫৫৯—৫৭১ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India. ... Nil. | তৃতীয় অধ্যায় : ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন ... | নাহি । |
| PART IV.—Acts of the Legislative Council of Bengal. ... Nil. | চতুর্থ অধ্যায় : ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন ... | নাহি । |
| PART V.—Acts of the High Court of Calcutta. ... 7—9 | পঞ্চম অধ্যায় : কলিকাতার হাইকোর্টের আইন ... | ৭—৯ |
| PART VI.—Acts of the High Court of Madras. ... Nil. | ষষ্ঠ অধ্যায় : মাদ্রাস হাইকোর্টের আইন ... | নাহি । |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court of Calcutta. ... Nil. | সপ্তম অধ্যায় : কলিকাতার হাইকোর্টের বৃত্তিক নির্দেশন ... | নাহি । |
| PART VIII.—Advertisements. ... 581—583 | অষ্টম অধ্যায় : বিজ্ঞাপন ... | ৫৮১—৫৮৩ |
| APPENDIX. ... Nil. | পরিব্রাজ্য গবর্ণমেণ্টের সংকলিত ... | নাহি । |

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম অধ্যায় ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশন, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

INDIAN EMPIRE.

NOTIFICATION.

Simla, the 24th May 1884.

No. 151.E.—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire :—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanhai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. GRANT,

Secretary to the Order of the Indian Empire.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—POLITICAL.

Simla, the 24th May 1884.

No. 1860I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girija Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of "Maharaja," as a personal distinction.

No. 1861I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of "Raja Bahadur" as a personal distinction.

No. 1863I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of "Raja Bahadur," as a personal distinction.

C. GRANT,

Secy. to the Govt. of India

ভারত সাম্রাজ্য

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫/ ৪ নম্বর।—নিম্নলিখিত মতায়েরা আপনাদের কার্যাবলি রাজ্যে প্রচাৰিত পাঠ্যের মধ্যে
ভাষায় ভারতবর্ষীয়ী গ্রন্থাবলী মতায়েরা তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সম্পাদনায়
নিযুক্ত করিলেন।—

অদ্যে সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের টেডরেক্টর ও শিক্ষা-ক্রান্ত কমিশ্যনের ভূতপূর্ব
মেশ্বর জ্যোত আলফ্রেড উডলী ক্রফ্ট সাহেব, এম, এ।

শিখারদহত কামেল মেডিকাল স্কুলের কিম্বী ও চিকিৎসা মেশ্বরী সাহেব বিদ্যার ভূতপূর্ব
শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের পাবলিকার্থ জটিল
জ্যোত রায় কাণাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং আইন ও সাক্ষ্য প্রণয়ন মেশ্বরী জ্যোত
রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের মজিদতার ভূতপূর্ব অতিরিক্ত মেশ্বর জ্যোত
বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

জ্যোত প্রাণ মজির সাহেবের আদেশমতে.

সি, প্রাণ.

ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী।

করিন ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/ নম্বর।—মজিদ জ্যোত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মতায়েরা
জ্যোত কামেল মেশ্বরীর দলক পুত্র জ্যোত কুমার গিরিচরণ সাহেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে
‘মতায়েরা’ উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/ নম্বর।—মজিদ জ্যোত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব মতায়েরা মজিদ
জ্যোত কুমার উদয় মতায়েরা সাহেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে ‘রাজাবাহাদুর’ উপাধি দান
করিলেন।

১৮৬৩/ নম্বর।—মজিদ জ্যোত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব মতায়েরা জ্যোত
মজিদ জ্যোত বাবু মতায়েরা সাহেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি দান
করিলেন।

সি, প্রাণ.

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

GENERAL.—*The 6th May 1881.*—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

The 13th May 1881.—Baboo Prosunno Coomarr Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

The 16th May 1881.—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 19th May 1881.—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bonmahal Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, and appointing Baboo Rajoni Kanto Mookerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

The 20th May 1881.—Mr. J. F. B. Byrne, Esq., reported his departure from India on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pabna, Backergunge, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pabna, is appointed to have charge of the Pabna sub-division of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

The 23rd May 1881.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Secretary and Member of the Board of Legal Affairs, reported his departure from India on furlough, on the 6th instant.

The 26th May 1881.—Mr. W. Kemble, Officiating Comm. Agent, Benar, is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mudge, resigned.

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. P. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June 1881.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A সন্থর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—জীয়ুত এফ, টি, বর্নর সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জীয়ুত সি, এচ, পিলাজ সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলটিয়র রাইকল দলের কাণ্ডানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীয়ুত বোলবী সজাজ্জাদি আহম্মদের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ুত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী মেদিনীপুর জিলায় অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এফ, ই, পিলাড সাহেব যে তারিখে ছুটি গৃহণ করেন তদবধি গিবিলা কাণ্ডাকরদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি গিবিলা কাণ্ডাকরদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাথরগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতাপাইলেন।

গুলনার অন্তর্গত সাংকীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু বনমালী পরামণিককে অমুগ্রহের ছুটি দেওন এবং জীয়ুত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাংকীরার সব-ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীয়ুত জে, এফ, রোয় সাহেব সি, এস, নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাথরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু শশীশেখর দত্ত অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি গিবিলা কাণ্ডাকরদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুত বাবু শশীশেখর দত্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু জনাথ ভণ্ড বাথরগঞ্জ জিলায় অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার কাণ্ডার ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাজকীর মোকদ্দমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও প্রায়জক জীয়ুত জি, সি, কিলি সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জীয়ুত এ, সি, মাকডলেন সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জিহায়েব আলীনের একটি এজেন্ট জীয়ুত ডবলিউ, কেম্বল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি চাক পদে স্থানিকভাবে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত ডবলিউ, কেম্বল সাহেবের পরিবর্তে ঢাকার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এফ, ওয়াইয়র সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এফ, ওয়াইয়র সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, বোসলী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এচ, বোসলী সাহেবের পরিবর্তে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এ, সি, মাকডলেন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুত মাকডলেন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রেভিনিউ ও জেনারেল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে থাকিবেন।

জীয়ুত এ, সি, মাকডলেন সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এফ, এচ, বি, ক্রাউন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মেহশেখরীতে স্থানিকভাবে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুত ক্রাউন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাথরগঞ্জের জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট, ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

POLICE.—*The 15th May 1884.*—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

The 16th May 1884.—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

To the First Grade.

Mr. E. Gilbert.

To the Second Grade.

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.

Munshi Khadadad Khan.

Baboo Kuldip Narain.

„ Basunta Kumar Mitra.

„ Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

The 20th May 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th May 1884.*—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Moughyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

The 16th May 1884.—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

EDUCATION.—*The 19th May 1884.*—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin.

OPIMUM.—*The 29th May 1884.*—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot.

|

Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

MEDICAL.—*The 13th May 1884.*—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

The 17th May 1884.—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furrceepore.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

যুত এফ, এচ, বি, স্ট্রাইন সাহেবের পরিবর্তে চট্টগ্রামের একটি আইন্টে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. যুত সি, জে. ও, ডোলেন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন্টে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আন্সিফোর্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জি. যুত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্স্পেক্টরদের নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে
জি. যুত ই. গিলবট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর জি. যুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জি. যুত মুনশী খোঁসানান খাঁ।

.. বাবু কুলদীপ নারায়ণ।

.. বসন্তকুমার মিত্র।

.. পেয়ারীমোহন বসুর পরিবর্তে জি. যুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মকরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আন্সিফোর্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জি. যুত জি. ডবলিউ. কেডন সাহেব আগামি জুন মাসের ১০ তারিখ অবধি অর্থাৎ তাহার পর যে তারিখে টী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—জি. যুত বাবু ই. এ. হুসেন কর্মী ভাগ করিতে যুদ্ধের জিয়ার অন্তর্গত মকরপুরের একটি গ্রাম সব-রেজিষ্টার জি. যুত মোল্লী লাহমহম্মদ ইয়াকুব সেট পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গত আশ্বিন মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা প্রস্তুত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জি. যুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারনের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. যুত বাবু রাভজনাথ রাই খাঁর পদোপলক্ষে ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলায় সব-রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি. ফারিসয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জি. যুত ই. জি. কলবিন সাহেবের পরিবর্তে ২৪ পরগনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. যুত বাবু দেবচন্দ্র মিত্র, উক্ত জিলায় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিহারের অফীনের এজেন্টের অন্তর্গত মহিষারীর আফীনের আন্সিফোর্ট সব-ডেপুটি এজেন্ট জি. যুত এফ. জে. আর, ফিল্ড সাহেব সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ে ১৩৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আশ্বিন অবধি ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

নিম্নলিখিত কায্যকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষেতে স্বয়ং গবর্নমেন্ট রিপোর্ট করেন।

জি. যুত এ. এলিয়ট সাহেব।

জি. যুত ডবলিউ, টি, রাইবল সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ১০ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। উক্ততার আফীনের আন্সিফোর্ট সব-ডেপুটি এজেন্ট জি. যুত ডবলিউ. এল, এল, রীড সাহেব সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দুই মাস পঁচিশ দিনের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বঙ্গার অতিরিক্ত আন্সিফোর্ট সর্জন জি. যুত উবেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পর্বতীয় প্রদেশ জিলায় অন্তর্গত দেমাশি কাঁড়ির চিকিৎসা কায্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আন্সিফোর্ট সর্জন জি. যুত মহেন্দ্র নাথ দাস কিয়ৎকালের জন্যে করীমপুর জিলায় অন্তর্গত মানারীপুর মহকুমার ও দাখবা ষ্টেশনালয়ের চিকিৎসা কায্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

The 19th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison.

Mr. G. B. Clark.

The 20th May 1884.—Assistant Surgeon Nundo Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

VACCINATION.—*The 20th May 1884.*—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

MUNICIPAL.—*The 16th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Sathkira Municipality, in the district of Khoolna, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjea to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullic.

Baboo Bhupendranath De.

Baboo Premmadhub De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjea.

Baboo Motilal Mukerjea.

„ Peary Lal Ghose.

„ Chandrakanta Tewari.

„ Sarada Prosad Ghose.

„ Puresnath Bhuya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ranjibnupore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjea.

Baboo Rameswar Gangooly.

„ Nibaran Chandra Bhattacharjee.

„ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Umacharan Mandul.

Baboo Pertap Chunder Banerjee.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty.

Baboo Jagesh Chunder Bagchi.

Baboo Jogunnath Bajpai.

The 19th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 22nd May 1884.—Moulvie Ikbal Ally is appointed to be a Commissioner of the Durbhunga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Durbhunga.

Hajee Mahomed Wahid Ally Khan.

The 23rd May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

The 24th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramanath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjea.

Baboo Srinibash Das.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্তব্য করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জিলিং ইডেন ম্যানিটোরায়মের কাগ্য নির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত আর, হারিসন সাহেব।

| শ্রীযুত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেক্সাস মেডিক্যাল স্কুলের ঔষধ ও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত অকলান ঘোষ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির দিহির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—দার্জিলিং চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু প্রামাণ্য রায় নওয়াখালী মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নীলমাধব মল্লিক।

| শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্র নাথ দে।

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু দেবদ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু মহিলাল মুখোপাধ্যায়।

„ „ পিয়ারিলাল ঘোষ।

„ „ চন্দ্রকান্ত ভেওয়ারি।

„ „ শ্যামপ্রসাদ ঘোষ।

„ „ প্রকাশনাথ ভূঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীন্দ্রপুর মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

„ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

„ „ রামদাস দত্ত।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু উদাচরণ মল্লিক।

| শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নারটোর মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ স্ক্রবন্তী।

| শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র বাগচী।

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাধি মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডব্লিউ. এচ. মাকেল্লি সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুত মোলবী একবল আলি হারতজা মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজহারভদ্রার কাগ্যামক লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, সি, মনি সাহেব।

শ্রীযুত হাজি মহম্মদ ওয়াহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত সুইস মিলনে সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর শ্যামকপুর মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ দেক আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু অনিবার্গ দাস।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

ROAD CRSS.—The 16th May 1884.—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Seetamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozufferpore :—

Mr. F. O. Vipani, Manager, Amua Indigo Factory.

„ W. M. Reid, Manager of Dain, Caura Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

The 19th May 1884.—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

The 21st May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Choodanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten.

Baboo Debendra Nath Mullick.

Baboo Kedar Nath Acharjee.

The 23rd May 1884.—Mr. B. Dē, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Ramola Charan Bhattacharjee.

The 24th May 1884.—Mr. J. S. Dey, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoonda Branch Road Committee in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette*.—

No. 141.—The 17th May 1884.—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India a permission to return to duty, as advised in his dated the 10th April 1884 :—

| Name. | Service. | Appointment. | Date on which permitted to return. |
|--------------------|------------|---|------------------------------------|
| H. Luttman-Johnson | Covenanted | Deputy Commissioner, District of Assam. | Within period of leave |

No. 146.—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wight, c.s., Deputy Commissioner, fourth grade Cachar, with effect from the 20th July 1884, or subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 147.—Mr. B. G. Geldt, c.s., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

No. 15.—**The 15th May 1884.**—Mr. B. G. Geldt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 15th May 1884.

No. 14.—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or a y other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, where the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date falls on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons therefor.

5. Notice of every meeting shall be given to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

তদনুসারে কার্য্য বরিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আটন উপযুক্ত-
মতে প্রবেশ করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নিকটাত্মক উক্ত আটনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের
সংস্কারকদের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার
অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের
৩৭ ধারামতে উপবিধি ।

প্রথম খণ্ড ।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী
নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা ।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও বাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক
নহেন এমন তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে ।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরের যে বার্ষিক কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎস-
রের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে যদি কি পদচ্যুত হইলে
কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয়
অন্য কার্য্যকারক হইয়াই কমিটীর মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর
অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বাঁহারা পরিচয় অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি ।

৪। স্থানীয় লব-রেজিষ্ট্রার ২৭ অর্টিকেলের মাফিষ্ট্রেট তিনি কমিটীর সভাপতি হইয়া তাঁহার আদেশ
মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে । সেই ১৫ তারিখ বরিবার
কি সন্দের দিন হইলে তৎপরে যে দিনে আকিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে । কিন্তু
সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আকাল করিতে চাহিলে
কারণ লিখিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হইবে অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন
মেম্বরের এক অধিবেশনের মোটিস প্রেরণা যাইবে ।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের তাব নিমিত্ত না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি
করা যাইবে না ।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের সভানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । সমসংখ্যক ব্যক্তিদের
মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন ।

৮। সভাপতি একখানা বহি রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ
লিখিতে হইবে ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি ।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ খাফা উদ্ভূত থাকে তাহা
মুদ্রা আগামি রাজস্ব সম্প্রদায় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমো-
দনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে
উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর ২ তাহার
সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায় ।

১১। বৎসরের মধ্যে গুলাইটা কি অন্য রোগের লক্ষ্য হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিবৃদ্ধ ও
নিশাম আমলাগন নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত
করিতে গেলে, অভাবনা - স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকার অতিরিক্ত ধরিতে হইবে ।

১২। নগর মোঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হই-
য়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্ধৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি
বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন ।
এ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বভাভাবে বদ্ধ আধার তিন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিত্ত বা
জুগুৎজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকার অতিরিক্ত দণ্ড হইতে পারিবে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury, or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a common place for cattle or carts or any beast of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws enacted on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish in a bar or bazar, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

Part V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a licence under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Urdu, Hindustani, and English the dimensions of each compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী নগরের নাম অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে যাত্ৰায় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যেখানে যে নিযুক্ত, ও আটনের ২৪ খারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে যখন ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যিক নোংরায় তাহা রংদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পক্ষীয় যে অংশের নিযুক্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শেখা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেড়া নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য জব্য পৌঁতে বা পুঁতে দেয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাটীর মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ১০৭ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের নাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড ১৫ প্রতি বর্ধিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন জব্য পুঁতেলে কমিটী সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে শেখা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৭ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেড়া নগরের সীমার মধ্যে যতদূর যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কণ্ডা করিলে বা কড়াইলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেড়া নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিত্তর স্বাস্থ্যরক্ষকে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাধা থাকিবে, ও তাহার বাড়িতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তন্নিম্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর বাসে আইনের কাণ্ড কিরণে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেতর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যকাণ্ডি এক বা অধিক জন মেতরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ খারামত নির্দিষ্ট কাণ্ডাবিবরণের বর্ষীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ খারামত নির্দিষ্ট এক কেতা ভাণ্ডা নোটিস জর্য করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ খারামত যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই কথা তক্তার উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া দেউই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া সিকটের রাখিবে; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একরূপ একই খানি টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কাণ্ডপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ খারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী

নম্বর।

মালিক (বা কার্যাব্যাহক)

ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

| Date of inspection and name of inspecting officer. | Number and name of lodging-house. | Result of inspection. | Orders by Magistrate or Health Officer. |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | |

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 311, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 3rd June 1884*]

B চিহ্নিত কোডপত ।
১৫ ধারামতে পারদর্শনের রেজিস্ট্রারের পাঠ ।

| পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী
কার্যকারকের নাম । | বাসাবাড়ীর
নম্বর ও নাম । | পরিদর্শনের বল । | যাচিঞ : বা স্থানান্তরক সাহেবের অজ্ঞা । |
|--|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | |

ই, এন, বেনার্স,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এ-টিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থ্য এতদ্বারা এই সংবাদ দিয়া যাউতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ স্পষ্ট কারণ দর্শান না গেলে, ত্রিযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের দ্বিতীয় ৫ আইনের ৩১১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামটা মুনিসিপালিটির তত্ত্বাভুক্ত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১১ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।

উপবিধি ।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারের কমিশ্যনরদের নিম্নলিখিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে ।
- ২। উক্ত আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দানকারি পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবেন ।
- ৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কয়েক টংখিলা করলে তাহার তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন ।
- ৪। কোন স্থামির কি মখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নক্ষমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুকুরিণীতে, গর্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অবস্থান মনে ভাল দাঁড়ায় এমন কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য ফাইতে কি পড়িতে পারিবে না ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নক্ষমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নদীর কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিঅকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুকুরিণীতে, খালে, কি জলপ্রোতে কি জায়গায় ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আবেদন করেন তদ্বিম অনাক্রমে কার্য্য করিবেন না ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৬। শব দাহ করিবার নিষিদ্ধ যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্ণীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪। ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩। ফুট নাটি ঢাণা দিতে হইবে ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিবে কি বহন করিলে নি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবেন কি করাইবে ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাহার শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন দ্রব্য সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ্য করাইবেন । কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ্য করিবার খরচ দিতে অপারক হন (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শব প্রোথিত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাহার সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবেন বা পোতাইবেন ।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneeunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneeunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneeunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette, 3rd June 1884 ;*

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন পশু বা আচ্ছাদন দ্বারা কখনও কোন বা কোন করিবার স্থান পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় তিন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কণ্ডার স্থান হাতে কিম্বা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শবাক শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না রাখিয়া ও গাভীর গর্ভ ভূটি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বচন করিবার সময়ে নিম্নলিখিত শিষ্টাচার্য তিন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা গ্রামিকটে গাফিলত হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাঁথনির ছাঁদের জল পড়িয়া যাওয়াতে কোন মদ্যপানী পথের বা সড়কের জানি ছয় কিম্বা জানি চত্বার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জল পড়বার বা নিষিদ্ধ স্থানের এমন নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কক্ষা অন্যকে বসাইতে দিবে ন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। মোটিল পাঁচ দণ্ড পর এনাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা সড়কের জানিজনক ছাঁদ কোন ঘরের ছাদের জল পড়িয়া এক বা অধিক বস এখন লাগান থাকিলে কমিশনারেরা প্র ঘরের জানির উপর লম্বিত হইতে পারিবার অভিপ্রায়ে কোন মতে ৭ সাত দিনের মধ্যে প্র নল তুলিয়া ফেলিবার বা পারদ্রব পরিষ্কার আকারে পরিষ্কার করিবে ন। ও কোন ব্যক্তি প্র মোটিল অন্যত্রি বস করিতে একটি কিলোমিটার ১২২ দণ্ড দণ্ডের অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশের ৭ বস করা না যায় ততদিন প্রতি টাকার ১২ এক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লঙ্ঘন যাইবার সময় তিন সরকারী কোন স্থানে শবের ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুকুরগা, সড়ক, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনারদের অনুমতি দিয়া তাহার ক্ষি ব গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সংসারী কোন সড়ক হইতে ঘরের চাপড়া কি স্থান কাটিবেন না বা মাটি বা ঘাস উঠিয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। কমিশনার কমিশনারদের অনুমতি না পাঠিলে কিম্বা কমিশনারেরা মোকদ্দমা আদেশ করণ তদ্বিধ অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তার কি রাস্তার নিকটে গুলি বেলুন কি আতশবাজি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুটিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাভীর গর্ভ তিন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুগাভী গাভী শোয়াই করিয়া মুনিমপালিীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই. এল. বেঙ্গল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি মেজেরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ঐযুক্ত মেজেরী গবর্নর সাহেবের যুক্ত ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করিয়া তিন বঙ্গীয় জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপায় মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নিম্নলিখিত এই আইনমতে নিম্নুক্ত আত্মরক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন কর্তৃক করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরের কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সফল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও আত্মরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কায্যকারককে ও যাহারা রাজকীয় কায্যকারক নহেন এমত চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

২। রাজকীয় বোম বৎসরে যেহ ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মতকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মাচ মালের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কায়া চাকারিবার নিধি ।

৪। আইনের বিধান সকল বরনকার্য্য মতকুমার কর্তৃপক্ষ ও আস্থাবক্ষক সাহেবের সভায় করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কায়া চাকারিবার নিধির ও হিসাব দেখিবার জন্য মতকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারাতে অধিবেশন করিবেন । সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বঙ্গের দিন হইলে, ৩৫শ ৪৮শ ৫০শ দিনে কাছারা খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন । কিন্তু মতকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মাসে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাষ্টতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাঁহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। উক্ত পূর্ব সভায় যে নোটিস দিবার বিধান করা আছে তদুপায় অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের নীচ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কিন্ত না থাকিলে, কোন বিষয় স্থগিত্যের কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না ।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন নীচ বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই নীচ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । মতভেদ হইলে মতকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে আস্থাবক্ষক সাহেব দ্বিতীয় সভা দিতে পারিবেন ।

৮। স্থায়ী গণনাগলকে আস্থাবক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মতকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন । সেক্রেটারী একখানি দলী রাখিয়া তৎস্থানে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কাহার বিবরণ লিখিবেন ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ পরিবার নিধি ।

৯। প্রতিবৎসর ১ অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের অন্তর্বিভ জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এই দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ৩১ তারিখ সমালোচনপত্র কমিশনার সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক ।

১১। বৎসরের মধ্যে গুলারিচী ক অন্য চৌর সম্মুখ হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ৫ বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আশ্রয় হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক হইবে তৈমিহিক খরচ বলিয়া গণ্য করা ১২ টাকার অনধিক খরচ হইবে ।

১২। নগর মেয়র ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য কর দিয়াছে জাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব ২৮ বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্ধৃত্ত হইল তাহা লিখিয়া মতকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কায়া কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষ ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন । এই রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

বিবিধ নিধি ।

১৩। যে ব্যক্তি বাসনাযুক্ত রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লয়, তিনি এই আইনের এককোডী ও ১৪ ধারার নিষ্কিন্ত এককোডী ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন । সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ফোর্ডপত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে ।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফোর্ডপত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. _____.

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate _____ Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of first visit _____ No. of visits _____ Result _____ Order of Magistrate Health Officer.

E. N. DAVEN,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 101 of Act V (1882) of 1879, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which may be sanctioned by the Commissioners of the Nussurabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nussurabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, and that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or any other animal on the "foot-path" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন বাড়ী স্বত্বাধীন থাকিতে পারে এই কথা ওক্তার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট নিখিত হইয়া সেই ২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই ওক্তার স্বাক্ষরকক সাংকেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লংগুন হইলে প্রতিদিন ২৮ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাক্ষরকক সাংকেব আঞ্জা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আগিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে প্রকৃষ্ট এক ২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফৌড়পত্র।

১৪ খারাম ও নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর
মালিক (বা কার্যধাক্ক) ক, খ।
এও জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ফৌড়পত্র।

১৫ খারাম ও পরিদর্শনের রেজিষ্টারের পাঠ।

| | | | |
|---|----------------------------|---------------|--|
| পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শন নকসি
কা কাকের নাম। | বাসাবাড়ীর
নম্বর ও নাম। | পরিদর্শনের ফল | বাঞ্ছিত বা স্বাক্ষরকক সাংকেবের
আজ্ঞা। |
|---|----------------------------|---------------|--|

ই, এন, কোর,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সাদারানের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নসিরাবাদ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কার্য দর্শান না গেলে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাংকেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতামুসাবে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩১৪ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি বৃদ্ধ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নসিরাবাদ মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশ্যনরদের। যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন তদন্ত ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কো স্থানে কোন ব্যক্তি বলমূল্য ভাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশ্যনরদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নদীর কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নদীয়া সরকারী নদীয়া পর্যন্ত যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাটখানা বা মৃত্ত ভাগের স্থান রাখিবেন বা রাখাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গব্বি জল বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “ঘোড়া দৌড়ের পথে” গবাদি বাধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আশ্রয় ছাড়িয়া দিলে কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তুসকলী কোন বড় রাস্তায় বাধিয়া দিলে না চরিতে দিবেন না, বা বাধাইবেন না, কিম্বা আশ্রয় যাইতে দিলে বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 134 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1881.—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & D.V.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, *vice* Dr. F. F. Woodcott, deceased.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Bariapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows:—

On the North.—The river Bhoyrub.

On the East.—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

On the South.—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

On the West.—The south-east of Bara Boyra, Gowaipara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of [Government Gazette, 3rd June 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের একজোক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখ অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাটবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে ।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৯ দুই টাকা কর অনধিক নও ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮২ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এডি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা করিয়া এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশানদের অরোধক্রমে তিনি, উক্ত কমিশানদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তর উপর উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে উক্ত তফসীলের নিদ্ধিষ্ট ভাৱের অনধিঃ ভাৱে চাক্স ধাৰ্য্য করিবার অমতি দিলেন । উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশানদের দ্বারা উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাহা রেজিটরী করিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৩০ ধারামতে ফী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তার এক্সেস উলকট সাহেবের মৃত্যু ভগ্নভাৱে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এডি বঙ্গদেশীয় (পশ্চিম) সংক্রাম-রোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্য্যপক্ষে ডাক্তার জীয়ুত জে, ডবলিউ, কালাইল, এম, জার, সি, বি, এম, ও এচ, এফ, বি, এম, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশ্চিম চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনানগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলায় অন্তর্গত করলাঘাট ও ছিল্যটোলা মুক্ত খুলনা, ঘাঘ লইয়া খুলনা নগর ও বগিয়া খাসাব, তুতপাড়া, ও দিখপাড়া মুক্ত গোবরচক, মুরলগর, ও চড়াবাড়ী মুক্ত শিবাড়ী এবং বরিশাপাড়া মুক্ত ছোট বয়ড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর এইঃ সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—টেলরবন্দ ।

পূর্ব সীমা।—টেলরবন্দ ও রূপসান্দী ।

দক্ষিণ সীমা।—মাটিয়াখালি খাল, লবণচোয়া খাল, নাউদরার খাল এবং বরিশা নদীর উত্তরদিক ।

পশ্চিম সীমা।—বড় বয়রার দক্ষিণ পূর্বদিক, গোলাপপাড়া এবং মকগরি ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, দাঙিলিঙ্গ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ [গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 25th May 1884.—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnagaur Municipality, in the district of Nadia:—

For Division No. II.

Baboo Nakulessur Banerjee.

For Division No. III.

Baboo Hari Mohun Chatter.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|---------------------|
| Baboo Abhoy Nundia Roy | ... | ... | For Division No. I. |
| Rai Jada Nath Rai Bahadoor | ... | ... | For Division No. V. |

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Basirhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

| No. | Name of Village. | Thak-bust number | Name of Pergunnah. |
|-----|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Gobindanga | 113 | Saestanagor. |
| | Gospur | 111 | Kooshda |
| | Gandmashpur | 112 | Ditto |
| | Khatunia | 85 | Amirpur. |
| 5 | Khoord Shahpur | 88 | Kooshda. |
| | Haridpur | 104 | Ditto |
| | Raghunathpur | 12 | Ditto |
| 8 | Bouzorg Shahpur | 105 | Ditto |

Note.—In the above list the villages given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

DECLARATION.

The 24th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Chupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhooors, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivram Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.

To—Calcutta.

From—General Secretary.

To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Grand Alje, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Second Publication
NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 15 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory:—

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Fenny. | 9. Sungoo. |
| 2. Dhroong. | 10. Doloo. |
| 3. Haldah. | 11. Hangar. |
| 4. Kalapania. | 12. Tak, or Tonkawati. |
| 5. Satalah. | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti. | 14. Eadgong. |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali. |
| 8. Sylock. | 16. Rezoo. |

provided that, under the last clause of the said section 15, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুনিসিপালিটির আত্মস্বয় চক পঞ্জীতে মুনিসিপল গবর্নর গাড়ীর পথের জন্যে ছাপরা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীয়ু ও লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্নোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১৬ ধর পরমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কালীপ্রসাদের পাড়া, দক্ষিণ সীমা শিব-রাম লালের বাড়ী, পূর্ব সীমা সীতা গোবর্দন দত্তের ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা খানুখা মালা ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, কোকর,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায় ।

বোম্বাই
সাধারণ লেক্টেটরী সার্ভিসে টেলিগ্রাফ ।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে ।

এদ্বারা বেরিয়েছে এই বক্তব্য তারিখে খবর দিয়াছেন ।—নিম্নলিখিত মর্মে এক টেলিগ্রাম আলেক্সান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশ কন্সল সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে “খানুখার উত্তর পশ্চিম বিভাগে বড় আলজী নামক স্থানে ওল্ডিচা রোণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । মিসরে প্রতিক্রমে কার্য-চালাইন ধায়া করা গিয়াছে ”—এখানে সমস্তার বিস্তারিত কার্যচালাইন ধায়া করা গিয়াছে ।

জি. পি. ম. ডবল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীয়ু ও লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাল্লিপি অনুমোদন করিবার কামনা করিয়াছেন ।

বিজ্ঞাপনের পাল্লিপি ।

জীয়ু ও লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বঙ্গ বিষয় ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭২ সালের ৩৯ নং আইনের বিজ্ঞাপনাদিরিত্ত ৩১ অধ্যায় কার্যলেন যে, পশ্চাৎলিখিত জিলার অন্তর্গত যে স্থানের মধ্যে অতিক্রান্ত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানকমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্নমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই স্থান নিম্নলিখিত হইবে ।

চট্টগ্রামের পশ্চিমী প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া যত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর —

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ১ । ফেলী । | ৯ । সঙ্গ । |
| ২ । ধুয়া । | ১০ । দলু । |
| ৩ । হুলা । | ১১ । কলার । |
| ৪ । কালীশানিরা । | ১২ । তাকু বা তোকাবতী । |
| ৫ । সাত্তা । | ১৩ । মাতামুড়ির মাঝারি । |
| ৬ । উচ্ছামতী । | ১৪ । ইদগোজ । |
| ৭ । কনফুলী । | ১৫ । বাঘখালী । |
| ৮ । সৈলোক । | ১৬ । রেজু । |

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কার্জখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

DRAFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG

HILL TRAILS.

Timber to be cut and carried by any person.—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating or rafted or tied together or banded found afloat or beched, stranded, or stuck within the limits of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 15 of the Indian Forest Act, VIII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1880 may be cut or carried by any person.

Timber to be taken to a depot.—The rules shall deliver, collect, and carry bamboo, the forest officer in charge, or any duly notified officer under him, or any of the forest revenue staffs, which may be so notified, or any person authorized under the Rules of the 17th October 1880, with such recommendations shall be made, under these rules. The draft rules will be in force, with effect from the 1st June 1881.

| | |
|--|--|
| 1. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 2. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 3. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 4. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 5. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 6. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 7. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 8. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 9. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 10. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 11. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 12. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 13. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 14. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 15. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 16. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 17. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 18. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 19. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 20. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 21. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 22. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 23. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 24. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 25. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 26. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 27. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 28. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 29. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 30. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 31. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 32. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 33. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 34. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 35. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 36. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 37. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 38. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 39. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 40. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 41. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 42. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 43. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 44. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 45. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 46. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 47. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 48. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 49. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 50. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 51. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 52. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 53. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 54. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 55. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 56. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 57. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 58. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 59. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 60. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 61. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 62. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 63. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 64. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 65. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 66. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 67. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 68. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 69. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 70. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 71. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 72. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 73. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 74. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 75. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 76. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 77. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 78. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 79. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 80. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 81. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 82. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 83. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 84. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 85. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 86. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 87. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 88. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 89. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 90. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 91. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 92. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 93. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 94. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 95. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 96. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 97. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 98. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 99. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |
| 100. The Rules shall be in force from the 1st June 1881. | |

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পূর্বতীর প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাহাদুরী কাঠ
বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পূর্বতীর প্রদেশ জিলার যেহেতু ভাসমান বাহাদুরী বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের ভাসমান বাহাদুরী গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেইহেতু লক্ষ্য হয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং বাড় কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁধ ভাসিয়া গেলে, বা কুলে লাগিলে বা চড়ায় বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবে।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞার লইয়া যাইবার কথা।—উপরোক্ত-
ধরে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাহাদুরী কাঠ রাখিবার কোন আজ্ঞার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের
মদী বিষয়ক বিধিতে বনের যে কোন রাজস্ব টেনশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে
তার কার্যের অধক্ষণে তারপ্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক ও বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধ দিবে। এই
বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব টেনশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা হইবে। ১৮৮৪ সালের
১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার এই আজ্ঞা হইবে,—

| নদীর নাম। | নম্বর। | আজ্ঞার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে। |
|---------------------|--------|--|
| ফেনী | ১ | আমলিয়াটে ফেনী রাজস্ব টেনশন। |
| ব্রহ্ম | ২ | ব্রহ্ম |
| | ৩ | কটকচেরি |
| হলদা | ৪ | হলদা |
| কালাপানিয়া | ৫ | কালাপানিয়া |
| সার্তা | ৬ | সার্তা |
| ইচ্ছামতী | ৭ | ইচ্ছামতী রাজস্ব টেনশন। |
| | ৮ | রাজশাট |
| | ৯ | শিরালবাঁকা |
| কর্ণফুলী | ১০ | চন্দ্রখোলা খানায় কর্ণফুলী |
| | ১১ | (কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাঠ
প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা। |
| | ১২ | (কোদালপুর পথে) চকরিয়া ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা। |
| | ১৩ | (চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞায়) চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠাদি রাখিবার
আজ্ঞা। |
| সৈলোজ | ১৪ | সৈলোজ রাজস্ব টেনশন। |
| সঙ্গ | ১৫ | সঙ্গ |
| | ১৬ | (আকাম পথ পার হইবার স্থানে) দোহাকারী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার
আজ্ঞা। |
| | ১৭ | (সঙ্গ ও দলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুমুখ |
| দলু | ১৮ | দলু রাজস্ব টেনশন। |
| হজার | ১৯ | হজার |
| ভোকাবতী | ২০ | ভোকাবতী |
| মাতামুড়ি বা মামোরি | ২১ | (মাতামুড়ি গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব টেনশন। |
| | ২২ | (চকরিয়া খানায়) চকরিয়া ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা। |
| | ২৩ | (মাতামুড়ি ও হরবনের সংযোগ স্থানে) হরবঙ্গ |
| ইদগোজ | ২৪ | (ভোকাবতীখোলা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব টেনশন। |
| বামখালী | ২৫ | (রামু খানায়) বামখালী |
| রেঙ্গু | ২৬ | রেঙ্গু রাজস্ব টেনশন। |

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 205A.

The 12th May 1884.—Baboo Gopal Chandra Banerjee, Munsif of Hajeepore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chandra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Gnancho Mothon Chuckerberty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Keshtra.

Baboo Upendra Nath Ghose, Munsif of Keshtra, Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahy, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maadhi, Rajshahy, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[Government Gazette, 3rd June, 1884.]

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিতে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তমতে বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাণ রক্ষা করিয়া ভাগমান বাঁহাড়ুরী কাঠের আচ্ছাদনলইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিম্বা ইহার পর তৎক্ষণে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার চেবিল অনুসারে বাঁহাড়ুরী কাঠের ও বাণের মূল্য হরিয়া শতকর ৫০২ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ কী আইনার স্বত্বান হইবে।

৪। ভাগমান বাঁহাড়ুরী কাঠ দাওরাদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টীকা দিলার আদেশের কথা।—একসময়ক আদালতের ন্যায়সময়ে কোন দাওরাদারকে আলী বন্দিয়া আঁকাপ করা গেলে, সেই দাওরাদার রক্ষার্থ যতটুকু দণ্ডায় গিয়াছে তাহা যুদ্ধ ভিত্তিতে বন্দির বর্তমানের নির্দিষ্ট অনান্য খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাদে তাহাকে উক্ত বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাণ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাড়ুরী কাঠ দাওরাদারের প্রতি বর্ষে তাহা নীলাম বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাগমান যে সকল বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাণ দাওরাদার বন্দিয়ক আইনের ৪৮ ধারামতে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আদেশের ৪৬ ধারামতে দাওরাদার সম্পত্তি প্রদর্শন যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাড়ুরী কাঠ বা বাণ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিত্রের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে বোঝাই করা সম্পত্তির চিত্র এই বিধিতে রক্ষা করা ভাগমান বাঁহাড়ুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনাত সম্পত্তির 'চিত্র' বন্দিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রবরণ।—যে ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিল তাহার হয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশাল ডিপার্টমেন্টে

২০১১ নম্বর।

১৮৮১ সাল ১২ মে।—প্রভুতের অধীনে জাজিরে মুনসেফ জিগুড বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর জেলায় ন্যায়ালয় ফের পাওয়া লিখিত বহাল সামান্যতঃ নীচায় অবস্থাপিত হইবেন।

জিগুড বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশে রাজনৈতিক কাম বিচার করণার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইবেন। ১৮৮১ সালের ১২ মে ছোট্ট আদালতের বিচার ৫০২ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট্ট আদালতের জাজিরে ক্ষমতা পাইবেন।

যশোহরের অধীন নদীয়ার মুনসেফ জিগুড বাবু জমীন্দার পাল হরিপ্রসাদ জলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কমাগাহিতে অবস্থাপিত হইবেন।

জিগুড বাবু জমীন্দার পাল কমাগাহিতে রাজনার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন। ছোট্ট আদালতের বিচার ৫০২ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট্ট আদালতের জাজিরে ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ পরগণার অধীন কল গাহার মুনসেফ জিগুড বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী নদীয়ার জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ন্যায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়ার জিলায় অধীন কুটীর মুনসেফ জিগুড বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকায়েয়াপালকে জিগুড জার. কে. সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা দাবা অন্য আদালত হয় রাজশাহীর অধীন মালদহের মুনসেফ জিগুড বাবু কল্যাণদাস বসু ২৪ পরগণা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিলালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩ জুন।]

Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajeeapore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

The 16th May 1884.—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

The 20th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

ERRATUM.—*The 23rd May 1884.*—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd May 1884.

No. 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

The 26th May 1884.

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884:—

| Name. | From | To | Date. | Nature of promotion. |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Mr A. S. Thomson... | Assistant Engineer, first grade, <i>sub. pro tem.</i> | Assistant Engineer, second grade. | 21st Sept. 1883 | Reversion. |
| „ A. S. Thomson... | Assistant Engineer, second grade. | Assistant Engineer, first grade. | 1st Oct. 1883 | <i>Sub. pro tem.</i> |
| „ A. H. Mason ... | Ditto ... | Ditto ... | 21st Oct. 1883 | Permanent. |
| „ F. Lepper ... | Ditto ... | Ditto ... | Ditto | <i>Sub. pro tem.</i> |

No. 218.—*Leave.*—Captain M. Laughtarne, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem.* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

The 27th May 1884.

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

জীবিত বাবু গোপালচন্দ্র বসুপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জীবিত বাবু শারদা প্রসাদ ঘোষ ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিনের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীবিত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মানকুম জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবিত বাবু মতিলাল হানদারের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু বেনীধাধব রায়, বি. এ. ও বি. এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জীবিত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু উমানাথ বোমাল, বি. এল, যশোহর জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সিনিমহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীবিত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পুনর্নির্ভার সময় বেঞ্চের অবৈধনিক মাজিস্ট্রেটস্বরূপ স্থির পদ ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গুলে করিলেন।

অনুজ্ঞাপ্রদ।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জীবিত কে, জি, ও শুকে কোজনারী মোকদমার কার্গি প্রণালীবিসয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারামত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিনের যে আজ্ঞা যে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি. পৌকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২:৩০ মধ্যর।—বিজ্ঞাপন।—জীবিত এ. কে, হিউজ সাহেব অনুগ্রহের ছুটি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মদীয়ার মদী খণ্ডের একসেকিটি ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

২:১৭ মধ্যর।—পদরুজি।—জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অন্তরিক্ত পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার শিরশিতার নিম্নলিখিত পদরুজি ও পদে প্রত্যাগমন অনুমোদন করিলেন।

| নাম। | যে পদ হইতে। | যে পদে। | তারিখ। | পদ স্থিতি ভাব। |
|-----------------------------|--|---|------------------------|---------------------|
| জীবিত এ, এল, ডামসন সাহেব... | কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর আর্চিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের। | দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্চিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের | ১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর | পদে প্রত্যাগমন। |
| .. এ, এল, ডামসন সাহেব... | দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্চিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের। | প্রথম শ্রেণীর আর্চিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের | ১৮৮৬ সাল ১ অক্টোবর | কিয়ৎকালীন স্থায়ী। |
| .. এ, এচ, মালন সাহেব ... | ঐ | ঐ | ১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর | স্থায়ী। |
| .. এক, লেপ্পন সাহেব ... | ঐ | ঐ | ঐ | কিয়ৎকালীন স্থায়ী। |

২:১৮ মধ্যর।—ছুটি।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবের কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটি ইঞ্জিনিয়ার কাণ্ডার জীবিত এম, লমার্গ সাহেব, আর, ই, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২:১৯ মধ্যর।—ছুটি।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্চিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত এচ, এক, বি, ফ্রস্ট সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পনের দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 27th May 1884.

No. 220.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tops, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

জাতীয় বঙ্গীদি বিষয়ক ।

১৮৪৪ সাল ২৭ মে ।

২১০ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজ্যীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলায় অন্তর্গত কাঁচালগাঁও পরগনার ঘোষা গ্রামে পথকটের ইন্স্পেক্টর বাঁজালী ঘর করিবার জন্য রাজ্যীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত পেন্সিটমেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাত্ এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ঘোষা গ্রামে কতিপয় ন্যূনতম ৩১ কাঠা ১০ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রায়সাহার সিংহের গোত, পূর্ব সীমা ইফ্ট ইঞ্জিরান রেলওয়ের ঘোষা টেশন পর্যন্ত পথ, দক্ষিণ সীমা ইফ্ট ইঞ্জিরান রেলওয়ে টেশন, এবং পশ্চিম সীমা মুখলাল সিংহ ও লালু মণ্ডলের আম্র বাগান ।

উক্ত ঘোষা গ্রামের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি, এফ, ই, এস, লীল, মেজর, এম. এল. সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মণ্ডিসভাধিকৃত বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর
সংহার প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের
৪ জুলাই তারিখে উক্ত মণ্ডিসভার সাধারণ অনুমোদন
করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১ মে তারিখে মহিমবর
জীয়ুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া
সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রত্যাশী প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৫ আইন ।

“ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিশিপাল আইন-সংগ্রহ ”
নামক আইন অধো সংশোধন করণার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করা
বিহিত । অতএব নিম্নলি-
খিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আই-
নের সচিব পঠিত ও তাহার
অধিনায়ক কর্তৃক প্রণীত হইয়া গৃহীত হইবে
ও আন্তের কথা । এবং ইহা ১৮৭৬ সালের জীয়ুত

গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা
গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, সেই তারিখ অবধি
প্রবল হইবে ।

৩০৯ ধারা ২-য় অংশ কর
ব্যবস্থা ।

২ ধারা । ৩৩৪ ধারার নিম্ন
লিখিত কথাগুলি যোগ করি-
ত হইবে ।

“ কিন্তু বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর
সাহেব মণ্ডিসভাধিকৃত জীয়ুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের
অনুমোদিত প্রাথমিক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত
আজ্ঞাধারা প্রাথমিকের অংশে না করিলে, ঐ সক
চালু হইবার বসে ও তারতম্যের লিখিত মুদ্রার দ
নইতে হইবে । ”

সংসদ কর্তৃক প্রণীত
সংশোধনের কথা ।

৩ ধারা । সপ্তম ডকুমেন্টে
৫ পঞ্জিতে “ টীকা ”
উল্লিখিত হইবে ।

মি, এচ. রাইলী,

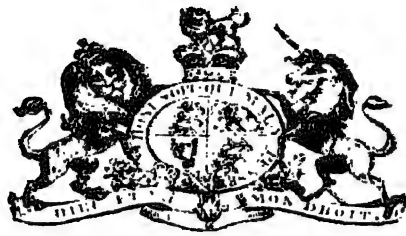
ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসে সেক্রেট

RAJ KISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Transla

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

Act No V of 1884.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মন্সায়সারে নিম্নলিখিত ভাঙ্গুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্ষদ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিকওয়ার্কসেস আইন্যের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আর্ষাট রোজ মোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতিম ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল মওয়াবাদ।

| নম্বর
নাকিল ভাঙ্গুকা। | নম্বর | নাম ভাঙ্গুকা। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকী : | | মতবা। |
|--------------------------|--------------|--|--------------------|----------|-------|---------|----------|--|
| | | | | রাজস্ব। | সেস। | রাজস্ব। | সেস। মোট | |
| ৭৭৩ | ১৩১
২০৫৭৮ | খানে ফটীজুরি।
মোজ কামুননগর মিঃ অগিল
ভাঙ্গুকা রঘু দেবী। | চন্দ্র রায়
গং। | ৮২০৭৮ | ১৪৮১৬ | ৩০২ | ৪২১১০ | ৩৮৩১০ সম্পূর্ণ ভাঙ্গুকা
নীলামে হ-
ইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

নীলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিষ্ঠের বাকী ব.ব.ত হংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা সন ১২৯১ সাল ১৪ আর্ষাট শুক্রবার এই জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজরে নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তায়ুরারি জমা খাফা হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাজনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/০ টাকা মতবা

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৮ ২ দস্তী ৮৫ × ১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৭ দস্তী ১১০১৫৮০১৮৮— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৮.০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিষ্ঠী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬ ১/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং নদরসা বনভগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ১১১৯৬৮/৪ টাকা মতবা

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ১১১৯১/৮ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিষ্ঠী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল—

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেণ্ডা ওগররহ লিখিত মালিক
টেকবল্যনাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭ ১১/১০ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১১ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে টেকবল্যনাথ বিখাস ওগররহ নামে ১১ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা
ভারি সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না
হওয়াতে ৭৫৬ ১/৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল ।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যতুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মায় পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫১/৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ ১/১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১ ১/৬ - আনার কাত সদর জমা মায় পুলিশ
থানাদারি ৫৮১ ১/১০ টাকা ভারি সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১/১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল ।

৮-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইচ্ছা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার দিবি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাধা
নীলামে নিম্নবর্ণণে বিক্রয় হইবে । ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৩ এপ্রিল ।

তফসীল ।

| জেজির
নম্বর । | মহাল
নং | ইস্তাহার
নং | নাম মহাল । | মালিকের নাম । | সদর জমা । | বাকী কিং
আনুগারি
১৮৮৪ | টেকিয়ত |
|------------------|------------|----------------|---|--|-----------|-----------------------------|---|
| ১৯৩০ | ৭২ | ১৮৯ | টামটা পুজীয়া জো-
হার পং বরদাখাত
হিং ১১/১০—ক্র.তি | গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র-
চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র
দাস উমাচন্দ্র সেন রাজ-
নীকান্ত সেন ।

ঈমতী উমাতারা জঃ মৃত
স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত
গোলোকচন্দ্র দেব ।

ঈমতী উমাতারা হুগা
জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র
রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো-
হন সেন সাং দারডা
পং বরদাখাত খানে
খোজা । | ১৭০৮ | ৫০৪ | প্রকাশ থাকে যে
এই মহালের শেষ
পুনঃবন্দোবস্তে
সরকারি রাজস্ব
২০২০ টাকা ব্যা
হইয়াছে এই জমা
খরিদারের ১০৯১
সন হইতে দিতে
হইবে । |
| ১৯৩০ | ৭০ | ১৮৯ | ভিলচিঠা জোয়ার
পং বরদাখাত
হিং ১১/১০—
ক্র.তি । | তর্গাচরণ দাস মজুমদার
সাং নৈয়াইর পং
ঈচাইল, রামকিহর
রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আনিরাবদ কাশিচন্দ্র দে সাং
তথা ঈমতী ঈমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর
পং বিক্রমপুর, জগবল্লু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং
তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা । | ৬৬৩৬০ | ২০৬/১০ | |

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জমিদারি বিক্রয় (১৮৮৪) ৩ জুন ।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইজ্ঞাহার কাহারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের সার প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আর্টার রহস্যভিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাহারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৯ সাল তারিখ ৫ যে।

| মহালের
নং | মহাল ও পরগ-
নার নাম। | বাকীদার মালিকের নাম। | সদর জমার
ডাইন। | বাকীর
পরিমাণ। | টেক্ষরৎ। |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------|---|
| ২ | প্রথম জ্রণী
ইন্দুরারি বন্দ-
বস্তী মহাল।
২ নৌলতপুর পঃ
পাড়িয়া। | টৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আঞ্জা-
রাখা দিগর।
বাদ গজাধর কর মোক্ষা মিডলা তে-
সানিল পতী বাগান ডাঙ্গা ও নির-
পাড়া ব্রহ্ম / ১২। আদার সদর
জমা বিঃ
কুমারকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা
জমির জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী টৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে
আঞ্জা রাখা দিগর সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ১১৩২৮২
৪২৬৬০
৫১০
৪৮৬০ | ১২২১৬১ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবে। |
| ১০ | ৩ রাধাকান্তবাটী
পঃ পাড়িয়া। | কতিমদী মিস্ত্রী দিগর ...
বাদ হাজি আভালদী মিস্ত্রী ৫০৬১
দিগর জমির জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী কতিমদা মিস্ত্রী দিগর সদর
জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৬২৪১১১১
২৪৬৬০
৫২৯৬১১ | ৪৬১০ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ নিলাম
হইবে। |
| ২৯ | ৩ বসন্তপুর পঃ
ভুরশীটে। | মেথ ফাফেজদীন আছাদ দিগর
সদর জমা।
এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল
নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী
দাসী ব্রহ্ম ১১/০ আদারকে ষোল
আদা করিয়া তাহার ব্রহ্ম ৬২
আদার সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১১০৮১
২৪২৪১/৬ | ৪২৯১/৬ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ নিলাম
হইবেক |
| ৩৫ | ৩ মণলঘাট পঃ
মণলঘাট। | দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল
নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী
দাসী ১১১০৪ আদার সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২২৩৭২৮৬/
৮১
৩১৮০৯/২ | ১২২৬৩১ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬ | ৩ সাঁখখালি পঃ
বালিয়া। | মলোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব
মেনেকার ইস্টেট গিরিজানাথ
রায়চৌধুরী দিগর ব্রহ্ম / ১২
আদার সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০১৪৮৮
১০.৪৬০ | ৬০ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |

| সদর
সংখ্যা | বহাল ও পর-
গনার নাম । | বাঁকীদার মালিকের নাম । | সদর জমার
ভাইদ । | বাঁকীর
পরিমাণ । | টেকিয়া । |
|---------------|--|---|--|--------------------|--|
| ৫৫ | প্রথম জেনী
ইন্ডুয়ারি বন্দ-
বস্তী মহাল ।
চাঁপাহাটি পঃ
পাণ্ডুরা । | মহুনাথ ধলা দিগর ... | ৫৮১০/২ | ৩৫১০ | |
| ৫৬ | এ | মহুনাথ ধলা দিগর ... | ৬০৬১/২ | ১১৩১১০ | |
| ৫৯ | মাথালডিহি
পঃ পাণ্ডুরা | সৈয়দ আবদুল মজফর দিগর ...
বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ১২৪৮
আনার সদর জমা এঃ
উপেক্ষানারায়ণ নন্দী দিগর রকম
১২৪৮ আনার জমা বিঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।
বাঁকী সৈয়দ আবদুল মজফর দিগর ...
ইহার পৃ.ক হিসাব হয় নাই । | ৭২২৫১/১
২১৪/০
২১৪/০
৪২৮৫/০
২৯৪৫/১ | ৩১৪ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ৬২ | রায়জালাল পঃ
মণ্ডলঘাট । | কানাইলাল শীল দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নার লগের তরফ করতুমারী
দাসী রকম ৯৫ আনার সদর
জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ১৯৩৭৪৫২।
২৭২৫১১/০ | ৯৩৯/০ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ৬৭ | গুড়বাড়ী
পঃ চৌমুহা । | গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র
মোহন গুড়বাড়ী ও তরিরামপুর ২
মেজার মৌলানা সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ২৬২৫৫৬
৬৯২০/৯ | ৪৭২০/৯ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ৭৯ | সেংপুর
পঃ বালিয়া । | মেধ কাদেরবকস দিগর ...
এই মহাল মধ্যে মানিকলাল শীল
নার লগের তরফ করতুমারী
দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ১০৩৯১১/৯
৫৮৪৫৫৬। | ২০১৩১১/৯ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ১১০ | খালড
পঃ খালড । | রাণী লালনমণি দিগর ...
বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র-
বালা দাসী রকম ৫০ আনার সদর
জমা
উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০
আনার সদর জমা
রাজা প্রথমনাথ রায় বাঁহাজুর রকম
৯০ আনার সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।
বাঁকী রাণী লালনমণি রকম /০ আনার
সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ১০৩৯০১১/৬
৭৭৯৩
৬৪৯/০
১২৯৮৫/০
৯৭৪১/০
৬৫৯/৬ | ১৭১১/৬ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |

| সংখ্যা
নং | মহাল ও পরগনার
নাম। | বাকীদার মালিকের নাম। | সদর জমার
ডাইন। | বাকীর
পরিমাণ। | টেকিয়াং |
|--------------|--|--|---|------------------|--|
| ১১৭ | প্রথম শ্রেণী ই-
ভমুরারি বন্দ-
বস্তী মহল।
রাজহাট পঃ
খোশালপুর। | জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...
বাদ আনন্দময়ী দেবী একত্বিকিউটর
ইউটেট রুদ্দাবনন্দ রায় রকম ১/০
আনা সদর জমা।
হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব
পুর ও বৈদ্যবাণী ও অভিরামবাণী
ভিন মৌজার রকম ১/১০ আনার
মধ্যে ৮/০ আনা সদর জমা।
প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ৮১১ =
আনার জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে।
বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে। | ৭২৬/৩
২২৬৭/০
৮২/০
১৫১/০
৪৬০/০
২৬৭১/০ | ৩.০/০ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১৫৩ | মল্লিকহাটী পঃ
বোর। | প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ...
বাদ কামিকাশ্রমদাস গোস্বামী দিগর
রকম ১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে।
বাকী প্রসাদদাস গোস্বামী দিগর
রকম ৭০ আনা জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে। | ২২৬৮/৩
৭৫০/০
৩৩৩৩/৩ | ১৬৯/৪ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১৫৯ | চাতরাবাদে
পঃ বোর। | রামানন্দ = দিগর ...
বাদ নামাশ্রমদেবী দেবী রকম ৭/১
আনার সদর জমা।
নিমচাঁদ লাখিড় রকম ১/১.৫ আনা
সদর জমা।
দিননথ চৌধুরী রকম ১/১০.০ ০/১
নার সদর জমা।
অকালীল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮।
আনার সদর জমা।
কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১/২৫
গণ্ড। সদর জমা।
লালজী দেবদী. বাদে চাতরা বাদে
দেবপুর, বেলাড় ও মৌজা রকম
১/১১.০০ আনার সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে।
বাকী রামানন্দ লাখিড় দিগর সদর
জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে। | ৭৪০১/১
১০৯১/০
৬৬/০
৫১৫/০
৮৮১/০
৩১/০
১০৭৫/০
৫১৭/০
১০৭১/০ | ৭৫/০ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১০৩৪ | মোনাশি বন্দ-
বস্ত।
মুলতানপুর চঃ
পঃ পাটমহল। | অম্বালাল ০ ন দিগর ...
বাদ পূর্বচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব কইয়াছে। | ৯২৯/০
৪০৬৮/১৯
৪৬৭১/৬
৪০৬ ৭৬
৪১ ৭৪১ | | |

| স্বত্বের
নম্বর। | মহাল ও পরগ-
নার নাম। | বাঁকীদার নামিকের নাম। | সদর জমার
তাইন। | বাঁকীর
পরিমাণ। | কৈফিয়ত। |
|--------------------|---|--|--|--|---|
| ১১৫৮ | মোদামিনন্দবস্ত
অনুর্দুপুর চাক-
রানপং সিংহুর | বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম
১১০ আনা সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।
মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ
শরতকুমারী দামী দিগর।
বাকী কানাইলাল শীল রকম ১১/১০
আনার জমা এঃ
গোবিন্দলাল শীল রকম ৩৪ আনা
জমা বিঃ।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী মানিকলাল শীল নাবালগের
তরফ শরতকুমারী দামী
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৫৩৪১/৬
রোড ফণ্ড
৪১১৪১।
৬৫৬১/৫
৩৯৩৫০/০
১৩১/০
৪০৫০০ | ২১০ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬৫৩ | প্রথম প্রেমী ই-
জুরারি বন্দ-
বস্তী মহাল।
ছুটিপুরের সা-
মিল জমার-
পূর্ব পাঃ ছুটি-
পুর। | যত্ননাথ দেব দিগর
এই মহালের মহলা পূর্ণেশ্বর দেব দায়
১০ আনাকে মোল ভাণ্ডা করিয়া
ভাণ্ডার রকম ১/৬১ = আনার সদর
জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর | ৭০৬।৮
৫৮৫০০
৩১০১১/৭ | ১১৫০
২২৫০০ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬৬১ | মোদামিনন্দবস্ত
পাঃ ছুটিপুর | যত্ননাথ দেব দিগর
এই মহালের মহলা পূর্ণেশ্বর দেব দায়
রকম ১/০ আনা জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
রাণী লী-নাম দিগর
১০ ব্রজনাথ জৈনানি রকম ১/০ আনা
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী রাণী লী-নাম দিগর রকম
১/০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৮০৫৫০/১১
১১৪১০
৭০৬।৮
২০৭/০
৪৯৯০/৮
১০১৭/৭ | ৩৯৭/৬
৬২।৫১
৩৫২৬/৩ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৪০৮৬ | মোদামিনন্দবস্ত
পাঃ ছুটিপুর | মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ
শরতকুমারী দামী। | ১০১৭/৭ | ৩৫২৬/৩ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১৭৯১ | মোদামিনন্দবস্ত
পাঃ মণ্ডলঘাট | কালিদাস দেব দেবেন্দ্রের কান্দে
গির্জাখা রাধোদ্যুতী দিগর।
এই মহালের মহলা রকম ১০০ আনা
মানিক ভূগোপাধ্যায় সেন সদর জমাঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
রকম ১/১২ আনার দানিক অমৃত-
সেন সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭১৫২
৩০৬৮
১০৫১০৩
১০০৫০০
১২১১০
২৬/২
১০০৫০০
১০৫১০৩
১৮১১০ | ৮ মাস্কি
২৪ মাস্কি
১০ মাস্কি
১০ মাস্কি
১০ মাস্কি
১০ মাস্কি
১০ মাস্কি
১০ মাস্কি
১০ মাস্কি | এই অংশ ১৮৮৯।
২৪ মাস্কি নীলাম
তওয়ায় খরিদার
কেবল বায়নার
টাকা দিয়া অব-
শিষ্ট টাকা না
দেওয়ার ঐ বায়-
নার টাকা অদ-
করা গিয়াছে তজ-
না ঐ প্রথম খরি-
দারের দায়িত্বে
ও বৃত্তিতে এই
অংশ পুরায়
নীলাম হইবেক। |

জিলা মুন্সিফাবাদ।

ইজ্জতীর দেওয়ানাইতেছে যে সন ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুন্সিফাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত আতাল সন ১২২০ সালের লগিকিত কালগুদার বাকী রাজস্ব আদার জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিন মুন্সিফাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আগ্রিল।

| ক্রমিক
নং: | মালিকের প্রকার। | ভৌম
নং: | নাম মহাল ও পংগন: | নাম ভলুকদার। | সরকার। | বৈকিফর। |
|---------------|--------------------|------------|---|--|---------|--|
| ১ | প্রথম শ্রেনীর মহাল | ৪৪ | ওরফ কামুখা পাটর-
দক পুর। | কৃষিকরর রায় কমলাদাস রায় গোপীকান্ত রায় প্রতা-
বতী দাস। মতি আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় শিবালগ। | ৩২৪৮/০৭ | এই মাল মথো প্রতাবতী দাস। ও কমলাকান্ত রায়
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাদে কৃষিকরর
রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার
কাজ সদর জমা ১১৪৭/৪ টাকা নিলাম হইবেক।
বাকী ৭১৬৮/০ টাকা। |
| ২ | ২ | ৪৪ | ওরফ কামুখা পাটর-
দক পুর। | ৩ | ৩২৪৮/০৭ | এই মাল মথো প্রতাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া
অংশ ১০ আনা ও কৃষিকরর রায় গোপীকান্ত রায়ের
একমালী অংশ ১০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাজ সদর
জমা ১২৩১/৭ টাকা নিলাম হইবেক।
বাকী ৩৫৮০/৩ টাকা। |
| ৩ | ৩ | ১৭ | হুদাগোপালপুর পং-
পলানী। | রায় দেতাবান লাকার বাহাদুর | ১১৪২/১০ | রাজস্বর বাকী ৪৬০৫/১ টাকা আদার মুন্সিফাবাদ
হইবেক। |
| ৪ | ৪ | ২১২ | কিসমত মোজাপাট-
ডুইল পরগনে বাট-
বক সিংহ। | হিরোল মোজাপাট চৌধুরী অম্বিকুদার
মুন্সী বাটকান মুনসী হাফথন গোদামী। | ৭২৭১/১১ | সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য মুন্সিফ
মাল নিলাম হইবে। |

| ক্রমিক
নম্বর। | প্রাপ্তি
প্রকার। | ভুক্তি
নম্বর। | নাম স্থান ও পরিমাণ। | নাম ভূমিকদার। | সংরক্ষণ। | বৈকিকৃত। |
|------------------|---------------------|------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| ৮ | প্রথম শ্রেণীর মহাল। | ৫৩৬ | কিমত পরগনানা-
জাহাঙ্গীর পঃ
মাহাজাপুর। | বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর যুদ্ধলাল
রামচন্দ্র তগদারচন্দ্র বনওয়ারী লাল দীনচন্দ্র লাল
মোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস লজয়নদাস গণেশচন্দ্র
গজানন্দারাম কলনাগ্রাম গোপেশ্বর মেন মনমথ
দাসা কামাকান্ত যুগোপাধ্যায়। | ৩৩৫৭/৭ | এই মহাল মধ্যে মনমথ দাসার ও কামনা িহার
যুগোপাধ্যায় পৃথক করিয়া লওয়া অংশ নদে
গোপেশ্বর মেন দিগবের একমালী অংশ ১১/১২
গোপার কাও সদর জমা ২০২৪/১০ টাকা লীলাধ
হইবেক রাজস্বর টাকা ৭২৬/১১ |
| ৯ | এ | ৫৩৭ | কিমত পরগনানাম-
বালী পরগনানাম-
বালী। | বীরচন্দ্র নদীয়াবিনয় চৌধুরী শামসুদ্দীন দাস
সোদামিনী দাসী কৃষ্ণকান্ত দাসী গদাধর চৌধুরী
অনন্তমণী দাসী ব্রজমণী চৌধুরী। | ৬৬৭৭/২ | এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ বালী পরগনানার দাসা দিগবের এক-
মালী অংশ ৭/১১০ কাও সদর জমা ৫৫৬/১১ টাকা
লীলাধ হইবেক রাজস্বর টাকা ১০৩ আনা। |
| ১০ | ই | ৫৩৮ | ডিহি জাহাঙ্গীর পঃ
সেরপুর। | চন্দ্রমহিনী দাসা থাকমণী দাসা আলি দাতা বিজেশ্বর
বোম প্রমথনাথ বোম কান্তিকচন্দ্র বোম গোপীকু-
ন্দী দাসা। | ৩৫৩২/১
পুলিস
২৬/১০৮
৩৪৭২/৭ | এই মহাল মধ্যে থাকমণী দাসী দিগবের পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ ১১০ আনা বালী চন্দ্রমহিনী দাসার এক-
মালী অংশ ১১০ আনার কাও সদর জমা ১৭২৬/১০
টাকা ও পুলিস ১০৮ টাকা লীলাধ হইবেক।
বালী ... ৫৭৪/০
পুলিস ... ৩/১০
৫৭৭৮/১০ |
| ১১ | এ | ৫৩৯ | কিং পঃ উজিরদার
পঃ উজিরদার | ইন্দ্রলোকনাথ বার কটকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য
নন্দচন্দ্র ও চিত্রনাথ পাতাচৌধুরী গোলাগমনি
মোহা জগজ্ঞান পাঠক কামদেব দেবা গোবিন্দচন্দ্র
ভগবতী বালী মেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ
বঃ। | ১১৮৩/৬ | এই মহাল মধ্যে বালীনাথ দেবের পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ ১১৮৩ মনুস্বরকাও সদর জমা ৪৭৮/১০ টাকা
লীলাধ হইবেক বালী ২৮/৭ টাকা। |

১০

৪৪০ মোজ এন্ডনিপুর পং
কুলদাঁড়ী।
৪৪১ চরণগাওঁ পং সমস-
খালী
৪৪২ কিং তরক ভোঁসন-
পুর পং আসন নগর
৪৪৩ তরক কাণাই পাড়া
পং আসন নগর

১০৬১/১০২

ভরকিনী ওরকে লুটমনিমসী পাক মাংসজর কামিনী
মুন্ডরীদাসী পৈনাসনাথ সিংজরার পরেশনাথ সিংহ
রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রনাথ চৌধুরী মুক্তকেশী
চৌধুরাণী রত্ননাথ মুন্ডকী পাভাপদনি চৌধুরাণী
চাকচক্স বম্ব উষেশচন্দ্র দিত্র হারাদনি চৌধুরাণী
মাণ্ডা আলি দাঁশরপী ওমভাচরণ রায়চৌধুরী নাথ-
লাগ পরেশনাথ চৌধুরী কান্তিমোহন রায়চৌধুরী
কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেম-
লাল।

এই মহাল মধ্যে হারাদনী চৌধুরাণী জমিদারী মাল-
বধী সভাচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ
১/১ গোড়া বাগে চাকচক্স বম্ব সিংহের একমালী অংশ
৫০/১০ গোড়াবাকী সমস্ত জমা ১১১/৫ টাকা নীলাম
হইবেক।
বাকী ... ১১০ পাঁই।

১১ দ্বিতীয় শ্রেণীর
মহাল

১১৭/১

বন্দবস্তদার দেবজ্ঞানারায়ণ রায় নাথালগের আলি
নাথ হিপুরাশঙ্কর দেবায় রায়লাল রায় সিভালনাথ
রায় শ্যামধর রায়।

রাজস্বর বাকী : ১৬১/১০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল
নীলাম হইবেক।

১৪ প্রথম শ্রেণীর মহাল

১১৫৫/১০

কিং তরক ভোঁসন-
পুর পং আসন নগর

১১১০ সালের লোঁৎ অগ্রহায়ণ জলবের রাজস্বর বাকী
১৫১১ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

১৫

১১৪১/১০

কিং তরক ভোঁসন-
পুর পং আসন নগর

১১১০ সালের লোঁৎ সালগুঃনর রাজস্বর বাকী ১১৫৫/১০
টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPUR,
The 13th May 1884

J. C. VEASEY,
Offy. Collector.

(১৪১)

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞপন প্রচার করা যাইতে যে এই খুলনায় জিলাক নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিংবির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন বোতাবের ১৯৯৯ সালের ১০ অর্থাৎ তারিখ সোমবার এই কলিকাতার কাছারিতে বিল ওদের প্রকাশ্য নীতির দ্বারা যাইব হক সন ১৮৮৪।

| ক্রমিক
নম্বর। | মহাল ও পর্ব-
গনর নাম। | মালিকের নাম। | মোট সদর
জমা। | যে অংশ বিক্রী হইবে। | বাকী পড়া
অংশের
সদর জমা। | ১৮৮৩। ৮৪
সালের মার্চ
কিংবির বাকী। |
|------------------|---|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---|
| ৬ | পরগণা আগর-
পাড়া নিম্নলিখিত
আগ-পাড়া। | গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী
দিগর। | ১৩৫২/৮৩ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
সকল হিসাব বর ১ বি-
ল্য অংশের নাম রায়
চৌধুরী দিগর রায়
৮/ আনা। | ১৩৫৬/৮২ | ৩১৭ |
| ২৮ | পং হিলকি নিং
কেড় গাছ। | বাজেন্দ্র রায় চৌধুরী
দিগর। | ৫৮৩/৮ | সম্পূর্ণ মহাল .. | ৫৮৩/৮ | ১৭৩৮/০৬ |
| ২৯ | পং খলিমাখাল
বিং খলিমাখাল | ইল সফাখানী দেবা
দিগর। | ৮২৭৬/১১ | ২ .. | ৮২৭৬/১১ | ১৩০৬/১১ |
| ৩৪ | পং হিলকি কং
গঙ্গাপুর .. | মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
দিগর। | ১২৩/৮ | ৫ হিসাব আনন্দমোহন
মোহনরায় ১২২ মতা।
১ হিসাব। | ১২৩/০ | ৩০১১/১ |
| ৩৭ | পং ডালপুন্ড
ডালপুন্ড .. | গাঙ্গাধর মল্লিক
গাঙ্গাধর .. | ৫৩৮/১০ | ১ হিসাব। | ৫৩৮/১০ | ১১৩৮/৮ |
| ৭২ | পং দণ্ডিয়া কিং
দণ্ডিয়া .. | চন্দ্রনাথ রায় দিগর .. | ৮৭০২২/৬৮ | সম্পূর্ণ মহাল .. | ৮৭০২২/৬৮ | ১২০৬৮/২১ |
| ১০৮ | পং বুড়ন কিং
বুড়ন .. | বুড়ন রায় দিগর .. | ৫১১/৮ | ৩ হিসাব বুড়ন রায়
বুড়ন আনন্দ মল্লিক
১২২ মতা। | ৫১১/৮ | ৩৮৫ |
| ১১১ | পং বাজেন্দ্রনাথ
নিং বাজেন্দ্রনাথ .. | মোহননাথ চন্দ্র চৌধুরী
দিগর। | ১১২১১/১১ | ২ হিসাব মোহননাথ চন্দ্র
চৌধুরী রায় ৮৬৮ মতা।
সম্পূর্ণ মহাল .. | ৫৮২১/৮ | ১১/৩ |
| ১২৫ | পং বুড়ন কিং
বুড়ন .. | বুড়ন রায় চৌধুরী দিগর
দিগর। | ৭১১৮/৮৬ | সম্পূর্ণ মহাল .. | ৭১১৮/৮৬ | ৩০১৮/৬৬ |
| ১১৭ | পং ডালুক কিং
ডালুক .. | ডালুক রায় দিগর .. | ১১২৪০/৮৮ | ১ হিসাব মোহননাথ
চৌধুরী দিগর ১৮৮
১৮৮/১১/১৮ | ৮৪০১/৮ | ২৫৬/৭১ |
| ১১৮ | এ | এ | এ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
সকল হিসাব বর ২১
হিসাবর কম ১২২ ডিগ্রি
কৈলাসচন্দ্র সরকার
দিগর | ২০১৭ | ৭৮ |
| ১৩২ | পং বুড়ন কিং
বুড়ন .. | বুড়ন রায় দিগর .. | ২০০২২/৩ | ২ হিসাব বুড়ন রায় .. | ১০১৩১/২ | ৮৫৬ |
| ১৩৩ | পং মলই কিং
মলই .. | মলই রায় চৌধুরী
দিগর। | ২২২৭২/১১ | ২ হিসাব মোহননাথ রায়
চৌধুরী দিগর। | ২২২৭২/৩ | ৮৭৬৮/৮ |
| ১৪২ | পং মলই কিং
মলই .. | মলই রায় চৌধুরী
দিগর। | ৫৮২৮/৮ | ১ হিসাব মোহননাথ
মলই রায় ১২১ আনা। | ১০৭১/৮ | ৩১/০১ |
| ১৪৬ | পং মলই কিং
মলই .. | মলই রায় চৌধুরী
দিগর। | ১৮৮৮৮ | সম্পূর্ণ মহাল .. | ১৮৮৮৮ | ১৪০০/৩ |
| ১২১ | পং মলই কিং
মলই .. | মলই রায় চৌধুরী
দিগর। | ৮২০/১০ | ৪ হিসাব মোহননাথ
রায় চৌধুরী দিগর
লাই লাভিরা। | ৮২০/৮ | ৩০০/১১ |

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector,

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাফারদারী। কাজাদি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইস্তাফারদারী দেওয়া সহিতই যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার সম্মতভাবে প্রণীত নির্দেশিত তালিকার ১৮৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর দ্বারা প্রণীত দারুণ দারুণ ও রোডহুড ও পাবলিক ওয়ার্ক হইতে ১৮৮৫ ইং ২ জুন মোতাবেক ১২২১ বাজার ২৮ ইন্ডিক্স মোতাবেক জিলা চট্টগ্রাম কালেক্টরী কাছ হইতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীতিতে প্রণীত হইল। ইতি সন ১৮৮৫ ইং ২২ ডিসেম্বর।

কালেক্টরী সন ১৮৮৫ ইং ২২ ডিসেম্বর প্রণীত।

| ক্রমিক
নং | তালিকার নাম | মালিকের নাম | সম্মত | | | মোট | মজবুত |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--------|-------|-------------------------|
| | | | সাক্ষর | চেষ্টা | পরিমাপ | | |
| ১০১ | মৌজা ইননী থানে টেকনাফ তালুক নতুনতালি চৌঃ | খান | ১২২১.০ | ২০৭৬ | ৪০৮/৬ | ৪০৮/৬ | সম্মত তালুক নীতিতে হইবে |
| ১০২ | মৌজা টেকনাফ থানে টেকনাফ তাঃ জিয়াউ খাউ চৌঃ | খান | ১২২১.০ | ৭২/০ | ৬২/০ | ৬২/০ | ৬ |
| ১০৩ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১৫৮/৭ | ৪৪/৬ | ৩৪৭/৬ | ৬ |
| ১০৪ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |
| ১০৫ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |
| ১০৬ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |
| ১০৭ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |
| ১০৮ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |
| ১০৯ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |
| ১১০ | মৌজা হাজিরদুল থানে হাজিরদুল তালুক সেবদুল খাউ | সেবদুল খাউ | ১১০১/৬ | ১১০/৬ | ৩৭/৬ | ৪৪৭/৬ | ৬ |

काठमाण्डौ जिला बसपुर ।

বাকীর কর্দম ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তনবের ২৮ মার্চ স্বর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত এবং তদনগরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালগুনীর হুতী দ্বারা আদায় হইয়া যাযা বাকী আদিত তঃঃ ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইনেক, ইতি।

[illegible]

BENGAL COLLECTORATE.

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাঁকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিমাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা লম্বাদি দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবিশেষে জিলা দিমাঙ্গপুরের সমগ্রভূমি বিস্তৃতিতে মতাল লকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী মালিকজারী এবং অমায়্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আর্ক্টের অনুসারে বাঁকী বাঁকনের ম্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলায় কালেক্টর সাহেবের বাঁহাতিতে বিমা ওজরে ও প্রকাশ্য মীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইত্তমুরারি জমাদারী হওয়া মতাল।

| সদর
ডোজির। | নাম মহাল ও
পরগণা। | নাম মালিক। | সদর জমা। | যে বাঁকী জন
নীলাম হইবেক। | মন্তব্য। |
|---------------|---|--|----------|-----------------------------|---|
| ১০০ নং | মৌজা চারখা
গয়রহ পরগণা
গীলাহাড়ী। | কাওয়ায়নী দেবী
জয়কিশোর চৌধু-
রী প্রভৃতি। | ১৬৯১৬৬৬ | ৯৯৯৬১ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২৩৭ নং | মৌজা দৌলতপুর
গয়রহ পরগণা
র জমদার। | ভরকমাগ চৌধুরী,
জয়কেশরী চৌধু-
রাণী, অর্থাৎ পক্ষে
মৌজালাল চৌধু-
রী প্রভৃতি। | ৪৬৬০১১ | ৪৮০১৮ | এই মতালের মধ্যে লালমোহন
চৌধুরীর ৭০ আশা অংশ
যাহার ৪৮২১/০ আশা সদর
জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯
সালের ১১ আইনের ১০ ধারা-
নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে
বাকী ৭০ আশা অংশ যাহার
৪০৭৭৬৬১ পাই সদর জমা হয়
এ একমালী অংশ বাঁকী পড়ার
তাহাই নীলাম হইবেক। |
| ২৬০ নং | মৌজা গোবিন্দ
পুর গয়রহ পর-
গণা বোড়াখাট | দীক্ষাথ মজুমদার
ও গোলোকনাথ
মজুমদার প্রভৃতি। | ১৭৯১১১০ | ২৫১২৭ | মৌজা বেন্দুল ও গোবিন্দপুর
বাদে এই মহালের গোলোকনাথ
মজুমদারের ১/৪ = ক্রান্তি অংশ
১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০
ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া
৫১০০৫ পাই সদর জমা হইয়া
আছে এই অংশ বাঁকী পড়ার
নীলাম হইবেক। |
| এ | এ | এ | এ | ২৫১১১ | এ মত দীক্ষাথ মজুমদারের
হিসাব পৃথক থাকার ১/৪ = ক্রান্তি
অংশের ৫১০০৫ পাই জমা
হইয়া আছে এই অংশ বাঁকী
পড়ার নীলাম হইবেক। |
| এ | এ | এ | এ | ২৫১১৩ | এ মত কালীচন্দ্র দেবীর ১/৪ =
ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই-
য়া ৫১০০৫ পাই জমা হইয়া
আছে এই অংশ বাঁকী পড়ার
নীলাম হইবেক। |
| ৩৭৬ নং | মৌজা দাউদপুর
গয়রহ পরগণা
গীলাহাড়ী। | জ্ঞানকান্ত সরকার
রুদ্রকান্ত সরকার
প্রভৃতি। | ৬৫৮০১১ | ১৭৭৭ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ৮৬১ নং | মৌজা জরপু
গয়রহ পরগণা
সমুদায় | ভাগিরথী চৌধুরাণী | ৬৬১১৬ | ৪৬৪৭ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

বিজ্ঞাপন ।

জিলা পাবনা ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালারের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মাস তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আনার চেষ্টার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবে পাবনার কালেক্টরীর কার্যারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরংশেবে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে —

| ক্রমিক
নং | নাম মহাল ও পর
নাম | নাম বালিক। | সহর জমা | বাকী। | মন্তব্য। |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------|---|
| ৬ | ডিহি ফতেপুর
পং ইশাকশাহী | মনমোহিনী দেবী
ও কালিশঙ্কর সা-
ম্মাল প্রভৃতি | ২৭২০।০
পুঃ ৩৩।০ | ১৬ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন-
মত হিসাব পৃথক আছে
তদ্বশেষে মনমোহিনী দেবীর
২৫৫।০ পুঃ ৩৭।০ আনা সহর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ
নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। |
| ৬ | এ ... | এ ... | এ ... | ২০০।০
পুঃ ২৭ | এই মহালের ১৮৫৯ সালের
১১ আইনমত হিসাব পৃথক
আছে তদ্বশেষে কালিশঙ্কর
সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।০ পুঃ ৩৬।০ আনা সহর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই
বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
যাইবেক ইতি। |
| ২০১ | ডিহি হাটশীল
পং কাটারমহাল | গোলোক বিহারী
গুহ প্রভৃতি | ১১৬৪।০
পুঃ ১২।০ | ৩১।০৬
০ | এই মহালের ১৮৫৯।১৩ ৮৭৬।৭
আইনমত হিসাব পৃথক আছে
তদ্বশেষে গোলোকবিহারীগুহ
প্রভৃতির ৩৪৬।০ পুঃ ৩৫।০ আনা একতালী সহর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল
এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
যাইবেক ইতি। |
| ২৪২ | কিং ধুবিলা
পং কাটারমহাল | রহিমদীন মুন্সী
প্রভৃতি | ৫৭১০।০ | ২১।০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২৮৩ | কিং জাবড় কোল
পং সোণ' বাজু | কালিনারায়ণ চৌ-
ধুরী নৃত্যকালী
দেবী প্রভৃতি | ৭২৫৬।
পুঃ ৮০।০ | ৪৬০।০
০ | এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত
হিসাব পৃথক আছে তদ্বশেষে
কালিনারায়ণ চৌধুরীর ২৮।০
পুঃ ১।০ আনা সহর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ
নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। |
| ২৮৪ | এ ... | এ ... | এ ... | ১৫৫।০
পুঃ ০ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬
।৭ আইনমত হিসাব পৃথক
আছে তদ্বশেষে নৃত্যকালী
দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।০
আনা পুঃ ১৫।০ আনা এক-
তালী সহর জমার হিসাবে এই
বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল
এই বাকীপড়া অংশ নীলাম
হইবেক যে অংশে বাকী
পড়ে নাই তাহা নীলাম
হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই-
বেক ইতি। |

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাঁকী থানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইচার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের সনাদত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাঁকী রাজস্বের আয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিলা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাঁকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নিলাম হইবে।

| নম্বর
ভৌক। | নম্বর
মহাল। | নাম মহাল। | সদর জমা। | বাঁকীর
পরিমাণ। | মন্তব্য। |
|---------------|----------------|--|------------------|-------------------|--|
| ২ | ২ | তরফ অগোষ্ঠারাম .. | ৭০৬৫/০ | ১৮/০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। |
| ১৭ | ৪১ | তরফ আবুল ফজল | ৬৪০৮/৭ | ১০২/০ | এ এ |
| ২৮ | ৫৪ | তরফ আলী রামকান্ত | ৮৪৯/৯৯ | ১৫৫/১ | ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০৯২/৫
রায় প্রভৃতির অংশের মধ্যে ১০৭১/৫
পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ায়
কেবল তাহাই নীলাম হইবে। |
| ১৫২ | ৮০৫ | তরফ তুল্লুতরাম, কতে-
য়.বাদ। | ৮১৯৭ | ১৯৬/০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। |
| ২২৭ | ১১৪৩ | তরফ মোজা হুসিনা
বাঃ তঃ মজত রাম
হাজারি। | ৬৯২৫/০ | ১৮৭৫/৪ | এ এ |
| ২৪০
৩১৭ | ১২৪৩
১৮৯৪ | তরফ ইমাম ...
তরফ মাগম ঘো-
ষাম। | ৬৯৭১/৪
৫৬০১/০ | ১৫০১১/৪
২৭ | এ এ
১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে জমা
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০৯২/৫
বিলির ১০৫১/০ অংশে জমার মধ্যে
বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম
হইবে। |
| ৫৩৩ | ২৫১২ | তরফ রামভক্তকান্ত .. | ৯১৮৫/৭ | ১৬৫/৮ | ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০৯২/৫
জমার মধ্যে ৮৫৫৯ পাই জমার অংশে
বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম
হইবে। |
| ৫৩৫ | ২৫৬৫ | তরফ রামকিশোর
কান্ত। | ৮১৯/৭ | ১০৭/২ | ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০৯২/৫
মালিকের ৮০১১/৮ জমার অংশে
বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম
হইবে। |
| ৫৭৩ | ২৯৩৩ | তরফ সাহিরাম কান্ত | ৮২৬৫/৩ | ১২১/১০ | ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০৯২/৫
মালিকানের ৭২৫১/১১ পাই জমার
অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই
নীলাম হইবে। |
| ৬৮৮ | ৩১২৫ | তরফ জীমসুরাম বাঃ | ১৭০৭৫/০ | ১১/৩ | ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব
পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১০৯২/৫
জমার মধ্যে ৭৮২৫/৬ পাই সদর
জমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল
তাহাই নীলাম হইবে। |
| ৬৩৫ | ২৮৮০ | তরফ ওবেদলা সেখ
মাহাঃ ও ছে সেখ
মাহাঃ আলী। | ৬৭৮১/০ | ১০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। |

C. A. SARKIS,
Offy. Collector.

জিলার রাজস্ব।—রাজ্যী খাজনার আদায়ের পীঠ।

উক্ত রাজ্যী সংবাদ দেওয়া হইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি ৬ মাসের মধ্যে রাজস্বের জমা ১৮৮৪ সালের আগষ্ট ৩১ তারিখের ত্রাণ্য বাকী মালজুকারি এবং সমানীনা অংশ) চলিত কাইল এবং আর্টিকল অনুসারে বাকী রাজস্বের মাসের আদায় করা হইতে পারে তাঁহা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সম ১৮৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি শুক্রবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কারিগরি বিনা ওজরে ও আকাশ্য নীলামের দ্বারা হইবে।

ভসগীল

| ভৌমিক
সরকার | নাম মরহুম ও পংগনা। | নাম মরহুম। | সরকার | যে বাকী জন
নীলাম হয়। | বৈশিষ্ট্য। |
|----------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| ১৮৫ | জিতি জাক্সা নোটক চক্রমনি ২ ই ত পি মতি পক্ষে গোলাবলা নিরুত রায় নায়া-
দেওয়ারিতি পং না।
হািমলপুর। | লগ. যে: এ গোলওয়াইন সাকের. গিরিশচন্দ্র সত, এতিমা-
সুন্দরী মামা, শ্যামসুন্দরী বাই। | খাজানা
৪৭৭৬৮
পুলিস ৩০০০ | ৭১১৮/০
৩৬৬০ | মাস পুলিস ৪৪০৪/০ আনা সমর জমায় তাহত লেখা দায়
উন্নতি বিদেশ মঃ ১ গিরিশচন্দ্র সত খাজানা ৫৮১১০ আনা
পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮১/০ আনা বিদেশ মঃ ২
এতিমাসুন্দরী মামা খাজানা ৫৮১১০ আনা পুলিস ৪/০
আনা একুনে ৫৮১/০ আনা বিদেশ মঃ ৩ যে: এ গোলওয়াইন
সাহেব খাজানা ১০০৪১০ আনা পুলিস ৮৮/০ আনা একুনে
১২১১৮/০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি তাহত লেখা দায়
হইয়াছে তাহাতে অবশিষ্ট এজমালী জংশ খাজানা ২০০৭/০
আনা পুলিস ১০৬৮/০ আনা একুনে ২০২০৬০ আনা সমর
জমায় বস্তু নীলাম হইবেক। |
| ১৮৬ | ফিৎ পং তাম্বুরপুর
রুমার শশিশেখরপুর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু
মেনেজর পক্ষে রুমার বিদেশ মঃ ও কালিপুর রায়। | | ৩১৪১১০ | ১০১৫ ১৮ | মোট সমর জম ৩১১১৮/০ আনা তাহাতে বিদেশ মঃ ১ কুমার
শশিশেখরপুর রায় ১০৭০৫ ১৮/০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১
জানুয়ারি তাহত লেখা দায় তাহতে অবশিষ্ট এজ-
মালী জংশ সমর জম ১০৭০৫ ১৮/০ আনা বস্তু নীলাম হইবেক। |
| ২৮৮ | জিতি মামুলপুর
পং ডোগি। | রুমার শশিশেখরপুর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ
বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিদেশ মঃ ও কালিপুর রায়। | খাজানা ১৮১০৭
পুলিস ১৮০০ | ১০
০ | মোট সমর জম ১৮১০৭ আনা তাহাতে বিদেশ মঃ
১ কুমার শশিশেখরপুর রায় খাজানা ১০০৫ ৮০ টাকা পুলিস
২৮/০ আনা একুনে ১৮৪/০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি
তাহত লেখা দায় তাহতে অবশিষ্ট এজমালী জংশ
খাজানা ১০০৫ ৮০ টাকা পুলিস ২৮/০ আনা সমর
জমায় বস্তু নীলাম হইবেক। |

১৯৮৪ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে ১১৪৮/৮০ জাতি তত্ত্বাবধায় বিশেষ
নং ১ টেকনোসেম্বরী রেডা চৌধুরীণী খান্না ১২৪৮/৮০
জাতি পুনিস ১২৪/৮০ জাতি একুনে ১২৪৮/৮০ বিশেষ নং ২
টেকনোসেম্বরী চৌধুরীণী খান্না ১২৪৮/৮০ জাতি পুনিস
১২৪/৮০ জাতি একুনে ১২৪৮/৮০ জাতি বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর
সেন মেনজুরপক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাফ খান্না
৪৩৪৮/৮০ পুনিস ৪৩৮/৮০ জাতি একুনে ৪৩৮/৮০ টাকা বিশেষ
নং ৫ জাতিমোহন টেক ও মিনবজু সান্না ১২৪৮/৮০ জাতি
১২৪৮/৮০ পুনিস ১২৪/৮০ জাতি একুনে ১২৪৮/৮০ জাতি
১২৪৮ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ-
বাস্তব বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় জাতি অধ্যক্ষপক্ষে
রাখালচাঁদ দুগড় খান্না ১২৪৮/৮০ জাতি পুনিস ১২৪/৮০
জাতি একুনে ১২৪৮/৮০ টাকা ১২৪৮ সনের ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাও একমাত্রী অংশ খান্না
১২৪৮/৮০ জাতি পুনিস ১২৪/৮০ জাতি একুনে ১২৪৮/৮০
জাতি সনদ জমায় বস্তু নীলাদ হইবেক।

সম্পূর্ণ মহাল নীলাদ হইবেক।

১৯৮৪ সনের ১১ই আগস্ট তারিখে ১২৪৮/৮০ জাতি তত্ত্বাবধায় বিশেষ নং ১ মে,
এগেল, ওয়াইস, সাংহেব সনদ জমা ১২৪৮/৮০ জাতি ১২৪৮
সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাস্তব এক-
মাত্রী অংশ নীলাদ হইবেক।

১২৪৮/৮০

৭৮০

খান্না

১২৪৮/৮০

পুনিস

১২৪৮/৮০

১২৪৮/৮০

সৈয়দ বিবি, নাবালগ রাখালচাঁদ দুগড়ের মাথা ও জাতি
স্যান্নাচন্দ্রী সান্না, মিনবজু সান্না, জাতিমোহন টেক
টেকনোসেম্বরী রেডা চৌধুরীণী, নাবালগ আবদুল হেলা-
ফের মেনজুর বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ দুগড় জাতি অধ্যাক-
পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ

৪২৮/৮০

৭২৪৮/৮০

হেলাফচন্দ্রী সোঁধুরী, হেলাফচন্দ্রী চৌধুরী, কোমরচন্দ্রী
চৌধুরী, বিবি উল্লত সনদ, সৈয়দ বহমান কোমর, সৈয়দ
জাতিমোহন কোমর বিবি, সোঁধুরীচন্দ্রী বিবি, জাতিমত-
রেডা বিবি, জাতিমতরেডা জাতি সৈয়দ সাহা আবদুল।

৪২৮/৮০

১২৪৮/৮০

মে: এগেল ওয়াইস, সাংহেব, স্যান্নাচন্দ্রী বিবি, চন্দ্রবিবি বিবি,
জাতিমতরেডা সান্না বিবি হইবেক।

কিং পং বোনাগাও
কারগীর।

তরল মহিষ কুড়ী পং
চান্না বিবি।

কিং পং হুজুরাংগ

| ভৌতির
নম্বর। | বায়ু মহান ও পত্রগণ। | বায়ু সালিক। | সময় জমা। | (যে বাক্যের জন্য)
লীলাবৎসর। | বৈজ্ঞানিক। |
|-----------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| ৪২২ | সিদ্ধান্তসহ তালিকা
চাপোন। | নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্দ্রপুরপাশ্বে ৬ বামফল্ল সেন ঠাকুর
সেবা-ইতিহাস রানী শুভদ্রা কুমারি, ৬ বামফল্ল সেন ঠাকুর ও দাঁকা-
বিহারী ঠাকুরের সেবা-ইতিহাস সহস্র প্রতিলিপিক রায়
গোবিন্দো। | খ'জানী
১৩৩০
পুনিস ৫১/০
১৩৩৭/১০ | ৩৬
০ | মোট সমস্ত জমা : ১১৭ পুনিস : ৬৩৭/০ জানি ও অমোহি ফিলাহ
৫১ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্দ্রপুরপাশ্বে ৬ বামফল্ল
সেন ঠাকুর সেবা-ইতিহাস রানী শুভদ্রা কুমারি খাজানী : ৬৩৬/০
জানি পুনিস ২১/০ জানি : ৬৫৯ সালের ১১ জানিয়ারত
বিহারী পৃথক ইতিহাসে কুমারী অমোহি ফিলাহ
৬১৬/০ জানি পুনিস ২১/০ জানি একুশে ৬১৬/০ জানি
সমস্ত জমার বস্তু লীলাবৎসর ইতিহাস। |
| ৪৭৬ | তরফ সজিন জোয়ার | নাংলগ অধিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অমি সেন কুমারি
সানী, বিহারি, সত্যনাথ কুমারি সানী, মোহনেশ্বর, বিষ্ণুপুর,
জিনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব
হোসেন চৌধুরী, সত্যনাথের ছোটপুত্র, আতাউল-
হুদা খান, মহেশচন্দ্র ভৌমিক, জগদীশচন্দ্র, রাইসর সিং
বোম, মাহাশ্বর নেজামুল আলম, তমিজউদ্দীন মিল্লা, মির-
মোহাম্মদের কানি সুরং অমিগঞ্জ এমদানকালি জীবন-
মোহা, হবিবুল্লাহ সুরং মাতা ও অমিগঞ্জ সৈয়দ সৈয়দ-
মদীন, উলকমোহা, মজিদমোহা ও মেনমোহা। | ২৭৮৭ | ৪২৯/৬ | সম্পূর্ণ মহাল লীলাবৎসর ইতিহাস। |

E. H. RUDDOCK,
Collector.

উহা ধারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের
বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মধ্যস্থতায় নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং
২৫ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃত পর্যন্ত বাকীপাড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্ডসেস আদায়ের নিমিত্ত
১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯, বাণ ২৭ আশাঢ় রোজ রুহস্বত্বদার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী
কাছ হতে বিনা ওজর প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাউবে হতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

| নং
ডালুক | নাম ডালুক | নাম মালিক | সদর জমা | | বাঁকীর
সন | বাঁকীর লগো | | মন্তব্য |
|-------------|--|---|---------|--------|--------------|------------|------|-----------------------|
| | | | খাজানা | সেসা | | খাজানা | সেসা | |
| | খানে সাতানিয়া
মেজে নাকো
মহল নয়াবান | | | | | | | |
| ১৮২০ | ডাল ডালুক বাজ
কমার রায়
বিশ্বম্বর রায়
ও সীতল রায়
বাবু রায়
কুমার রায়
পারকেয়া | খোদহাট | ১০১৭০ | ৪৪১৬ | ১২২০ | ১২৭২ | ০ | ১২৭২ |
| | খানে ঐ মেজে
চাহল মহল
নয়াবান | | | | | | | |
| ২০
৪২০ | ডালুক ক্রিমডা
কমেচা চৌধুরী
বাবু | কমেচা চৌধুরী
ও অফিস কমেচা
পির মেজদী
আবদুল জব্বার
বাবু কালিপুর | ১১২১১০ | ১৭৬৬/৮ | " | ১২৪২ | ১২৪৮ | ১২৪৮ |
| | | | | | | | | সদর ডালুক
বিলীহটবে |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

}

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector

इति ध्यातुं नां नमः कृति काव्यकृतैः ।— विष्णु चतुर्विधम् ।

ইহার দ্বার সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে যে ১৮৭৮ সালের ৭ জুলাই ও ১৮৭৯ সালের ২ জুলাইয়ের
বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১০ জুলাইয়ের ডাক্তার বসন্তাচরণের চিকিৎসা ভান্ডারের ১৮০০ ইং ১০ ডিগ্রির
মৃত্যু পত্রের বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পরিকল্পনাভাসেসে ফার্মের মিলিত ১৮০০ ইং
১০ জুলাই মোতায়েন হইবে ১৭ জুলাই রোজ রক্তক্ষিতবার জিন্দা চাইয়াই কান্ট্রি কান্ট্রিতে
বিলম্ব ওজরে প্রাপ্য নাশ হইবে ১৮৭৮ ইং ১০ মে।

[illegible]

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

জিলা বর্জমান ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাউতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে । সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ যে ।

উল্লীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তাহারি জমা দায়্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিরগ্রাম পরগণা অর্থাৎ মজলকোট পূর্বস্থলী আউরগাম, কাটোয়া, মনুশ্বর ও গাজুড় মালিক শ্রীশ্রী অন্তর্পূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবী জগজ মহেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সু্যামোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যমহাল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ জিরামপুর ।

সদর জমা ৭৫১১১/১০ টাকা

বাকী ১১১১/১০ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত দায়বটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোণ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১১১/১০ টাকা পরমাত্মজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১১১/১০ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১১১/১০ টাকা সত্যমহাল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭/১০ টাকা নারায়ণ মনমোহন মনিমোহন, মনিমোহন মনমোহন সু্যামোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি, শ্রীমতী হরমুন্দরী দেবী ১১১১১/১০ টাকা ।

২০ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলগনা নিগর পরগণা অর্থাৎ ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও শ্যামলাল মণীন্দ্রনাথায় চন্দ্র অলিঅছি জিঃ ও অজ্ঞপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, বৈদ্যলোকনাথ চন্দ্র সাঃ জিরাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকান্ত গোহাড়া সাঃ অজিতমণ্ডল ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর-স্বরণ চন্দ্র, পরমেশ্বর চন্দ্র ও নরালয় আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমতী ভবভারিণী দেবী সাঃ জিরাটী ডিঃ লক্ষ্মীনাথ হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৫০০১/১০ টাকা

বাকী ৫১৮১/১০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনাথ ১১১১/১০ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোণ হইয়াছে ।

২১ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজলকোট পরগণা অর্থাৎ ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনুশ্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ভোজনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমণি চৌধুরীপাধ্যায়, হরমুন্দরী দেবী, ভগ্নপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন চৌধুরীপাধ্যায়, পরশচন্দ্র চৌধুরী মতিচন্দ্রী দেবী, শ্যামপ্রসাদ ও অক্ষয়প্রসাদ চৌধুরী নিমণি চৌধুরী রূপচন্দ্র ও মহেশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গালাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও গিণীনাথচৌধুরী চৌধুরীপাধ্যায় লুৎফুলী দেবী, হুম্মাকশী দেবী দুর্গালাস যথোপাধ্যায়, ভগ্নারবী দেবী, অক্ষয়চন্দ্র দেবী, ভূদনচন্দ্র চৌধুরী, কালিদাস যথোপাধ্যায় ও শিবচরণ মহেশ্বর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাঃ চাঁড়নী ডিঃ নারদগাঁও ক্ষেত্রপাল চৌধুরীপাধ্যায় সাঃ দাঁড়নী ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ গাজুপুর ডিঃ নারদগাঁও নিমণি চৌধুরী সাঃ চাঁড়নী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১১১১১ টাকা

বাকী ১১১১ টাকা ।

এই মহালে মনমণিচন্দ্র ভট্টাচার্য নারায়ণ ৫৬৫৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোণ হইয়াছে ।

২২ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মালকুণী পরগণা অর্থাৎ ডিঃ মাহেবগঞ্জ মালিক বেথ কালিমদুলাহ সাঃ মীনাচপুর কোমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ মালকুণী ডিঃ মাহেবগঞ্জ অমিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণাচন্দ্র অমিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবী সাঃ ঐ শ্রীশ্রী দুর্গা চৌধুরী দেবী অক্ষয়চন্দ্র রায় চৌধুরীলাল সাঃ নিমণি রায় সাঃ আরনচৌদ্দ ডিঃ মাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী মজল চক সাঃ ডিবিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১১১১১ টাকা ।

বাকী ১১১১ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোণ হইয়াছে ঐ অংশের রাজস্ব ও কলমচন্দ্র রায় ৩৩৫১/১০ টাকা, অক্ষয়চন্দ্র ও গোপালচন্দ্র রায় ১১১১১ টাকা ।

T. F. COMHAR,

Collector,

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhushan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1384, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতি গিরিজামনি দেবী।

শ্রীমতি ব্রজসুন্দরি দেবী।

(12—3)

Government Cinchona Febrifugo.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইছা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট. গবর্ণমেন্ট কম্বচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কাষ্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫১।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০১।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা

লাল সিন্‌কোনা ছালা ইহাতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানাবাক্সা, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইছা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কম্বচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কাষ্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Muller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

❧ The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসে যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও জি.জি.মস্তীর বঙ্গদেশের মিলিল সর্কিসে নিযুক্ত বর্ডমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশনারের স্মথর, হনর. টম্পানের ঐযুক্ত সি. ডি. ফিল্ড. এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংগ্রহ।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পীচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসের আকৌণ্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পীচ আনা পাঠাইবেন।

যত্নবা।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| For the Mofussil. | | | | Rs. | A. | P. | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------|
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 10 | 0 | 0 | per annua. |
| Postage | ... | ... | ... | 2 | 8 | 0 | „ |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 | „ |
| Postage | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | „ |
| For a single copy— | | | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 0 | 4 | 0 | |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | for 4 sheets or under |
| with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4. | | | | | | | |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাকাল গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত দ্বারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃসলে ।

| | | | টাকা |
|--|-----|-----|------|
| সম্পূর্ণ গেজেট | ... | ... | ১০২ |
| ডাকমাশুল | ... | ... | ২১।০ |
| ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-
দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের
পাণ্ডুলিপি থাকে) | ... | ... | ৪২ |
| ডাকমাশুল | ... | ... | ১২ |
| সম্পূর্ণ এক বাহানি গেজেটের মূল্য | ... | ... | ১০ |
| ডাকমাশুল | ... | ... | ১০ |
| ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার
তুল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) | ... | ... | ১০ |
| ডাকমাশুল | ... | ... | ১০ |

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক-টি ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

| | | | | | | | Rs. |
|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Full page, per issue | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 |
| Half " | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
| Casual advertisements | — 4 annas per line. | | | | | | |

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই মেম্বের্ট দেওয়া
 যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্দের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
 করা গেল।

স্বর্ণমেটেলের কারখানার কিম্বা গবর্ণমেটের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কাশানার ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল
 মেজেন্টারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম
 করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আটকোন্টাটের নিকট অগ্র মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ত্বর কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিবা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বার দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বন্টন,
বঙ্কমন্ডলের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

| যতব্য ।—কলিকাতা মেজেটে ইন্ডিয়ান প্রকাশ করিবার হার এই :— | | | টাকা : |
|--|-----|-----|--------|
| পূরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের | ... | ... | ২০০ |
| আধ পৃষ্ঠা " " | ... | ... | ১০০ |
| কখনও ইন্ডিয়ান প্রকাশ করিতে হইলে এক বার পৃষ্ঠা | ... | ... | ১০ |

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে একদেশের খসিৰদাৰ আইনের প্রয়োগন হইলে কলিকাতার স্পৰ্শনেও ওয়েষ্ট
চৌলহালের স্বাভাৱিকত বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্য্যবিভাগের আপিসে ৱেজিষ্ট্রাৰের
নামে শিৱোন্মানা দিয়া প্রাৰ্থনাপত্ৰ পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার সদর্পেট প্রেসে, স্বাকার স্প্রিং কোম্পানির বাণীতে ক্রয়
করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

২০১৩



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 10, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

CONTENTS.

| | PAGE. | নিবন্ধ। | পৃষ্ঠা। |
|--|---------|---|---------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India .. | Nil. | প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | নাই। |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut. Governor of Bengal ... | 575 609 | দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৫৭৫-৬০৯ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India ... | Nil. | তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ... | Nil. | চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | নাই। |
| PART V.—Acts of the Bengal Council ... | Nil. | পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART VI.—Bills of the Bengal Council ... | Nil. | ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | নাই। |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ... | 31—41 | সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ... | ৩১—৪১ |
| PART VIII.—Advertisements ... | 561 593 | অষ্টম খণ্ড।—ইঙ্গিতকার প্রভৃতি ... | ৫৬১—৫৯৩ |
| SUPPLEMENT ... | Nil. | পরিণিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেট ... | নাই। |

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2018A.

GENERAL.—*The 15th May 1884.*—Baboo Bhugwan Chunder Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to perform the functions of a Collector, under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 22nd May 1884.—Baboo Satya Taran Mookerjee, Temporary Sub-Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for two months and fifteen days under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 26th May 1884.—Baboo Khudiram Poddar, Temporary Sub-Deputy Collector, Bagirhat, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 27th May 1884.—Mr. A. Borooah, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jessore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Noakholly, during the absence, on leave of Mr. J. A. Hopkins, or until further orders.

Baboo Jogendro Nath Gupta, Sub-Manager of the Jellamutha and Majnamutha estates, in Midnapore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th June 1884, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th May 1884.—Baboo Ramakhoy Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cutwa, Burdwan, is transferred to Tipperah, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Radha Madhub Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Cutwa sub-division of the Burdwan district.

The 31st May 1884.—Baboo Hurrish Chunder Banerjee, Special Deputy Collector under the Public Works Department (Railway Branch) of this Government, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Furrceepore.

Mr. T. E. Coxhead, Officiating Magistrate and Collector, Burdwan, is allowed leave for three months under section 61, chapter V, of the Civil Leave Code with effect from the 29th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge of Pubna is allowed leave for one month and fifteen days, under the note to rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, is appointed to act as District and Sessions Judge of Pubna, during the absence on leave of Mr. F. H. McLaughlin or until further orders.

The 2nd June 1884.—The services of Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, are placed temporarily at the disposal of the Board of Revenue for employment on land registration work in Calcutta.

Baboo Saroda Prosad Sircar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jessore, is appointed to have charge of the Satkhira sub-division of the Khoolna district, during the absence, on deputation, of Baboo Kedar Nath Dutt, or until further orders.

Mr. J. T. Jarbo, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

POLICE.—*The 20th May 1884.*—Mr. C. H. Parish, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to Dacca, with effect from the date on which he joined that district.

[Government Gazette, 10th June 1884.]

বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

২০১৮ A নম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে ।—হুগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু ভগদানচন্দ্র বসু উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কক্ষতাক্ষে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ মে ।—কাজারীবাগের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু সভাভারণ মুখোপাধ্যায় সে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে দুই মাস পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে ।—খুলনার অন্তর্গত বাগীরহাটের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু খুদিরাম পোদ্দার সে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে ।—জীবিত জে, এ, ওপকিন্স সাহেবের দুইগ্রহণকৃত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের জাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এ, বড়ুয়া নওয়াখালীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত জেলায়ুঠা ও মাতনায়ুঠা ইন্সপেক্টর অধীন কার্যাবধিক জীবিত বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুন অবধি অপর তাকার পর সে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে ।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটওয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায় জিপুর প্রেরিত হইয়া সেহ জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

দুইগ্রহণ ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু রাধাশঙ্কর বসু বর্দ্ধমান জিলায় অন্তর্গত কাটওয়ার মহকুমায় কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে ।—এই গবর্নমেন্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ের সাধারণ অধীনে নিযুক্ত বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করীদপুর জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

বর্দ্ধমানের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত টি, ই, কজ্জহেড সাহেব আগামী জুলাই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অপর তাকার পর সে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

পাবনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এফ, এচ, মাকলখলিন সাহেব অন্যের প্রতি কর্তৃক তাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারার ২ প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত এক মাস পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

জীবিত এফ, এচ, মাকলখলিন সাহেবের দুইগ্রহণকৃত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাগলপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন ।—খুলনার অন্তর্গত মাতক্ষীরার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু কেদারনাথ দত্ত, কলিকাতায় ভূমি রেজিস্ট্রারী করণকার্যে নিযুক্ত হইনার্থে কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেবিনউ বোর্ডের আজাদীনে সংস্থাপিত হইলেন ।

রাজকাছোপলক্ষে জীবিত বাবু কেদারনাথ দত্তের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু শারদা প্রসাদ সরকার খুলনা জিলায় অন্তর্গত মাতক্ষীর মহকুমায় কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

নদীয়ার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত জে, টি, জার্কো সাহেব যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেহ জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২০ মে ।—পোলীসের একটি আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীবিত সি, এচ, পারিস সাহেব ঢাকা জিলায় কক্ষ গ্রহণের তারিখ অবধি ঢাকার অবস্থাপিত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]

The 22nd May 1884.—Mr. H. G. Wilkins, Officiating Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed leave for three months under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd July next or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 31st May 1884.—The following officers are promoted to act in the first grade of Assistant Superintendents of Police with effect from the dates mentioned opposite their names :—

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|------------------|
| Mr. J. C. Stack | ... | ... | ... | 16th March 1884. |
| „ A. S. Judge | ... | ... | ... | 24th „ „ |
| Baboo Jadub Chunder Deb | ... | ... | ... | 27th „ „ |
| Mr. F. H. Tucker | ... | ... | ... | 30th „ „ |
| „ A. B. Barnard | ... | ... | ... | 18th April „ |
| „ H. C. Clogstoun | ... | ... | ... | 25th „ „ |

ECCLESIASTICAL.—*The 23rd May 1884.*—Dr. Poresb Nath Chatterjee is appointed to be Registrar of Marriages under Act III of 1872 in the district of Patna.

The 29th May 1884.—Baboo Nibaran Chunder Mookerjee is appointed to be Marriage Registrar under Act III of 1872 for the district of Bhagulpore.

EDUCATION.—*The 23rd May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Members of the District School Committee of Rungpore :—

- Baboo Kamykha Charan Mookerjee, Sheristadar, Judge's Court.
- „ Ram Chunder Chatterjee, Head-Master Normal School.
- „ Annada Presad Sen.

CUSTOMS.—*The 30th May 1884.*—Mr. S. J. Kilby reported his departure from India on furlough on the 7th instant.

OPIMUM—*The 27th May 1884.*—Mr. W. Cracroft, Sub-Deputy Opium Agent, Allahabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Mr. H. F. Drummond, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Monghyr, Behar Agency, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, in the Benares Agency, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Ridsdale, or until further orders.

MEDICAL.—*The 22nd May 1884.*—Assistant Surgeon Bejoy Gobind Chowdry, in medical charge of the Sub-division of, and of the Charitable Dispensary at Jungypore, is allowed leave for three months under section 72 chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Sasi Bhoosun Mookerjee, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the Charitable Dispensary at, and of the Sub-division of Jungypore, during the absence on leave of Assistant Surgeon Bejoy Gobind Chowdry or until further orders.

The 27th May 1884.—Assistant Surgeon Koonja Behary Nundy, in medical charge of the Ooolooheria sub-division, Howrah, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Khagendro Nath Sen, a supernumerary at Midnapore, is appointed temporarily to have medical charge of the Ooolooheria sub-division, Howrah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Koonja Behary Nundy, or until further orders.

The 29th May 1884.—Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Senior Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, held charge of the office of the Resident Physician, Medical College Hospital, Calcutta, from the 24th March 1884 to the 2nd April 1884, inclusive, *vice* Surgeon L. A. Waddell, on leave.

The 2nd June 1884—Surgeon F. W. Wright, in medical charge, 33rd Regiment Native Infantry, is appointed to have medical charge of the civil station of Buxa, Julpigoree, in addition to his own duties, *vice* Surgeon E. Cretin.

[Government Gazette, 10th June 1884.]

১৮৮৪ সাল ২২ মে ।—কলিকাতার পোলীসের একটি ডেপুটী কমিশ্যনর জ্যুড এচ, ডি, উইলকিন্স সাহেব আগামী জুলাই মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে ।—নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি পোলীসের আসিফাণ্টে সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম জেনীমতে কর্ম করণার্থে উক্ত পদ ত্যক্ত হইলেন ।

| | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----------------------|
| জ্যুড জে, সি. ফীক সাহেব | ... | ... | ১৮৮৪ সালের ১৬ মার্চ । |
| ” এ, এস, অজ সাহেব | ... | ... | ” ” ২৪ ” |
| ” বাবু বাসবচন্দ্র দে | ... | ... | ” ” ২৭ ” |
| ” এফ, এচ, টকর সাহেব | ... | ... | ” ” ৩০ ” |
| ” এ, বি, বাণীর্ড সাহেব | ... | ... | ” ” ২৮ আগ্রিল । |
| ” এস, সি, ক্লগফোর্ড সাহেব | ... | ... | ” ” ২৫ ” |

স্বাক্ষরার্থ সম্পর্কীয় ।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে ।—ডাক্তর জ্যুড পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় পাটনা জিলায় ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বিবাকের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে ।—জ্যুড বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর জিলায় ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বিবাকের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষাবিসয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রঙ্গপুর জিলায় স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

অজ আদালতের নিরিস্তাদার জ্যুড বাবু কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ।

নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্যুড বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

জ্যুড বাবু অন্নপ্রসাদ দেন ।

কন্ঠম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে ।—জ্যুড এস, জে, কিলিং সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৭ তারিখে ভারতবর্ষের স্মারক গমনের রিপোর্ট করেন ।

আফীম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে ।—আলাহাবাদের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্ট জ্যুড ডবলিউ, জ্যাকসন সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জ্যুড ডবলিউ, ডি, রীডগডেল সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বিহার এজেন্টের অন্তর্গত মুন্সেরের আফীমের আসিফাণ্টে সব-ডেপুটী এজেন্ট জ্যুড এচ, এক, ডুমণ্ড সাহেব বাণারস এজেন্টের অন্তর্গত ফরজাবাদের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২২ মে ।—জজপুর মহকুমার ও মাতব্য ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিফাণ্ট সর্জন জ্যুড বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

আসিফাণ্টে সর্জন জ্যুড বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিফাণ্টে সর্জন জ্যুড ললিতমণ মুখোপাধ্যায় জজপুর মাতব্য ঔষধালয়ের ও মহকুমার চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে ।—হারডার অন্তর্গত উনুবেড়িয়া মহকুমার চিকিৎসা কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিফাণ্টে সর্জন জ্যুড কৃষ্ণবিহারি নন্দী অন্যের প্রতি কর্মের ভার অর্পণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

আসিফাণ্টে সর্জন জ্যুড কৃষ্ণবিহারি নন্দীর ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের অতিরিক্ত আসিফাণ্টে সর্জন জ্যুড খগেন্দ্রনাথ মেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে হারডার অন্তর্গত উনুবেড়িয়া মহকুমার চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে ।—সর্জন জ্যুড এস, এ, ওয়াডেল সাহেব ছুটি লওয়াতে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার পদজ্যেষ্ঠ উপদেশক আসিফাণ্টে সর্জন জ্যুড রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চ অবধি ২ আগ্রিল পর্যন্ত কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হস্পাতালের রেসিডেন্ট ফিজিয়ানের কর্মের ভার গ্রাপ্ত ছিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন ।—সর্জন জ্যুড ই, ক্রেটিন সাহেবের পরিবর্তে ৩৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক পল্টনের চিকিৎসা কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত সর্জন জ্যুড এক, ডবলিউ রাইট সাহেব আপন কর্মভারিত অলপাইগুড়ির অন্তর্গত বরাত সিভিল মেগনের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

[পরবর্ত্তে গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]

Assistant Surgeon Dino Bundhoo Dutt is confirmed in his appointment as **Medical officer** in charge of the **Engineering College, Seebpore.**

MUNICIPAL.—The 25th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the **Lalbagh Municipality** in the district of **Moorshedabad** of **Baboo Bungshi Dhur Rai** to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the **Badooria Municipality** in the district of the 24-Pergunnahs of **Baboo Upendronath Rai Chowdry** to be their Vice-Chairman.

The 28th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the **Arrah Municipality**, in the district of **Shahabad**, of **Mr. H. W. C. Carnduff**, Assistant Magistrate and Collector, to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—The 30th May 1884.—**Mr. C. A. Leicester** is appointed to be a member of the **Noakholly District Road Committee**, *vice* **Moulvie Abdul Huq Khan**, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 157.—The 19th May 1884.—At an examination held on the 6th May 1884, by the Deputy Commissioner of Cachar, **Mr. C. A. Soppitt**, Officiating Assistant Superintendent of Police, third grade, successfully passed an examination in the **Kacha Nāga** language, according to the tests laid down in the Rules of the 24th March 1882.

No. 165.—The 21st May 1884.—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty as advised in list dated 18th April 1884 :—

| Name. | Service. | Appointment. | Dated on which permitted to return. |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|
| J. Patch | Unengaged | District Superintendent of Police, fourth grade, Assam. | Within the period of his leave. |

No. 166.—**Baboo Nilkānta Sarmā**, Inspector of Police, **Nowgong**, is placed in charge of the **Nowgong District Police** during the absence on furlough of **Mr. L. E. Fabre Tonnerre**, Assistant Superintendent of Police, until further orders. This order takes effect from the 15th March 1884.

No. 173.—The 22nd May 1884.—**Mr. E. G. Colvin, c.s.**, whose services have been placed temporarily at the disposal of the Chief Commissioner, as a Supernumerary Assistant Commissioner of the third grade, is appointed to be Personal Assistant to the Chief Commissioner from the 15th May 1884, on which date he assumed charge of that office.

No. 175.—The 23rd May 1884.—Privilege leave of absence for three months, under section 74 of the Civil Leave Code, is granted to **Mr. C. P. Crouch**, District Superintendent of Police, **Sibsāgar**, from the 20th June 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 177.—Privilege leave of absence for three months, under section 74 of the Civil Leave Code, is granted to **Mr. A. Porteous**, Assistant Commissioner, **Karimganj**, from the 22nd June 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 178.—**Mr. A. W. Davis, c.s.**, Assistant Commissioner, **Nāga Hills**, is transferred to **Cachar**, and posted to the head-quarters station.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

আসিষ্টাণ্ট সর্জন জীযুত বাবু নীলবন্ধু দত্ত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চিকিৎসা কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকস্বরূপ যৌর পদে স্বায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল নিয়মক।—১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত লালবাগ মুন্সিপালিটীর কমিশানরের জীযুত বাবু বাশীন্দর দায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাটুড়িয়া মুন্সিপালিটীর কমিশানরের জীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি-সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—মাহাদান জিলার অন্তর্গত অর মুন্সিপালিটীর কমিশানরের আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এচ. ডবলিউ সি. কাঁড়ক সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চকন্য নিয়মক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—জীযুত মোলবী আবদুল হক তাঁ কক্ষভাগ কক্ষে জীযুত সি. এ. লিসেন্ডর সাহেব নওয়াখালী জিলার পঞ্চকন্যার ক্ষেত্রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞপন আশায় গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কাঁচাড়ের ডেপুটি কমিশানর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৬ মে তারিখে যে পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহাতে পোলীসের চতুর্থ শ্রেণীর একটি আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত সি. এ. সাপট সাহেব ১৮৮২ সালের ২৪ মার্চের লিখিত বিধির নক্সা অনুসারে কাঁচা নাগা তাহার সকল-জনকরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৬৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—ভানুদর্শের পক্ষে জীজীমতীর স্টেট সেক্রেটারী সাহেব নিম্নলিখিত কার্যাকারক ১৮৮৪ সালের ১৮ আগ্রিলের নিশ্চিষ্টপত্রের লিখিত আদেশনাত কর্ম্ম প্রভাণমন করিবার অদেশ করিয়াছেন।

| নাম। | সকিস। | পদ। | প্রভাণমন করিবার আদেশের তারিখ। |
|---------------------|-------------|--|-------------------------------|
| জীযুত জে. পাট সাহেব | অচিকিৎসা... | আসানের পোলীসের চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট। | ছুটির কালের মধ্যে। |

১৬৬ নম্বর।—পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত এল. ই. ফেরটনের সাহেবের নিয়তি ছুটি প্রযুক্ত অসুস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আজ্ঞা না হয় মোগায়ের পোলীসের ইন্স্পেক্টর জীযুত বাবু নীলকান্ত শাস্ত্রা মোগায়ের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের অধ্যক্ষতা কার্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ১৮৮৪ সালের ১৫ মার্চ অবধি এই আজ্ঞা ফলদে হইবে।

১৭৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১২ মে।—জীযুত প্রধান কমিশানর সাহেবের আজাদীনে কিয়ৎকালের নিদিষ্ট, তীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশানরস্বরূপ নিযুক্ত জীযুত ই. জি. কলিন্স সাহেব, সি. এস. ১৮৮৩ সালের ১৫ মে তারিখে প্রধান কমিশানর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্টের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করায় উক্ত তারিখ অবধি সে পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৭৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শিবদাগরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত সি. পি. ক্রো সাহেব ১৮৮৪ সালের ২০ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৭৪ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৭৭ নম্বর।—করিনগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট কমিশানর জীযুত এ. পোটিংস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২২ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৭৪ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৭৮ নম্বর।—নাগা পর্ষদের আসিষ্টাণ্ট কমিশানর জীযুত এ. ডবলিউ, ডেবিস সাহেব সি. এস. কাঁচাড়ের প্রেরিত হইয়া তাহার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—The following report of the result of the half-yearly Departmental Examination of Assistant Magistrates and others, held on the 28th April 1884 and the following days, is published for general information :—

I.—SECOND OR HIGHER STANDARD.

(1) The following officers who had passed partially at previous examinations, have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names :—

(a) Civil Officers.

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-----|--------------------------|
| 1. | Mr. E. G. Colvin | ... | ... | Hindustani and Accounts. |
| 2. | Babu Chunder Bhoosun Chuckerbutty | ... | ... | Hindustani. |
| 3. | „ Annada Prosad Bose | ... | ... | Ditto. |
| 4. | „ Mokunda Deb Mookerjee | ... | ... | Ditto. |

(2) The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4 opposite their names :—

| No. | Name. | Now passed in | Still liable to examination in |
|-----|-------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Civil Officers.

| | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Babu Sitikant Ghose | Bengali | Law, Accounts, and Hindustani, at option, by the higher standard, and Law and Accounts by the Lower Standard. |
| 2 | „ Suresh Chunder Dass | Accounts | Law, and Hindustani at option. |
| 3 | Mr. W. Teunol | Law | Bengali, Accounts and Hindustani. |
| 4 | „ P. H. O'Brien | Accounts | Law. |
| 5 | Babu Poorna Chunder Gupta | Law | Hindustani at option. |
| 6 | Mr. D. Sunder | Bengali | Law, and Hindustani at option. |
| 7 | „ H. P. Todd-Naylor | Hindustani | Law. |
| 8 | „ A. W. R. Cadell | Hindustani and Accounts | Law and Bengali. |
| 9 | „ H. W. C. Carnduff | Ditto | Ditto. |
| 10 | „ H. H. Birch | Hindustani | Law, Accounts, and Bengali at option. |
| 11 | „ W. H. Mackenzie | Ditto | Bengali at option. |
| 12 | „ F. C. Gates | Ditto | Law. |

Police Officers.

| | | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| 1 | Mr. F. E. Kemp | Hindustani | Law and Bengali. |
| 2 | „ L. St. J. Bradrick | Bengali | Law and Hindustani. |

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—১৮৮৪ সালের আগ্রিল মাসের ২৮ তারিখ ও তৎপরের কএক দিন আসি-
সোন্টে সাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্যবিভাগ সম্পর্কীয় সাংবাদিক যে পরীক্ষা হয়, তাহার ফলের নিম্নলিখিত
রিপোর্ট সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।—

১।—দ্বিতীয় বা উচ্চতর কৃতি।

(১) নিম্নলিখিত যে কার্যকারকেরা পূর্ব২ পরীক্ষায় কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হন তাঁহারা
আগন্ত নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে এইক্ষণে উত্তীর্ণ হইলেন।—

(a) সিবিল কার্যকারক।

| | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| ১। জীযুত ডি, জি করবিন সাহেব | ... | হিন্দুস্থানী ভাষায় ও হিসাব বিষয়ে। |
| ২। ,, বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী | ... | হিন্দুস্থানী ভাষায়। |
| ৩। ,, বাবু অন্নদা প্রসাদ বসু | ... | ঐ ঐ |
| ৪। ,, বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় | ... | ঐ ঐ |

(২) নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের
পার্শ্ববর্তি ৪ ঘরের লিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।—

| নং। | নাম। | এইক্ষণে উত্তীর্ণ হইলেন। | পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে। |
|-----|------|-------------------------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |

সিবিল কার্যকারক।

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ১ | জীযুত বাবু দিতিকণ্ড ঘোষ | বঙ্গভাষায় | উচ্চতর কৃতিমতে স্বদেশাক্রমে ব্যবস্থা
বিন্যাস, হিসাব বিষয়ে ও হিন্দু-
স্থানী ভাষায় এবং নিম্নতর কৃতি-
মতে ব্যবস্থা বিদ্যায় ও হিসাব
বিষয়ে। |
| ২ | ,, বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস | হিসাব বিষয়ে | ব্যবস্থা বিদ্যায় ও ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী
ভাষায়। |
| ৩ | ,, ডবলিউ টিউনস সাহেব | ব্যবস্থা বিদ্যায় | বঙ্গভাষায়, হিসাব বিষয়ে ও হিন্দু-
স্থানী ভাষায়। |
| ৪ | ,, পি, এচ, ও'ব্রাইন সা
হেব | হিসাব বিষয়ে | ব্যবস্থা বিদ্যায়। |
| ৫ | ,, বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত | ব্যবস্থা বিদ্যায় | ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়। |
| ৬ | ,, ডি, সওয়ার সাহেব | বঙ্গভাষায় | ব্যবস্থা বিদ্যায় ও ইচ্ছামতে হিন্দু-
স্থানী ভাষায়। |
| ৭ | ,, এচ, পি, টডনেলর সা-
হেব | হিন্দুস্থানী ভাষায় | ব্যবস্থা বিদ্যায়। |
| ৮ | ,, এ ডবলিউ, জার, কাডেল
সাহেব | হিন্দুস্থানী ভাষায় ও
হিসাব বিষয়ে | ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গ ভাষায়। |
| ৯ | ,, এচ, ডবলিউ, সি, কার্ন
ডেল সাহেব | ঐ | ঐ ঐ |
| ১০ | ,, এচ, এচ, বট সাহেব | হিন্দুস্থানী ভাষায় | ব্যবস্থা বিদ্যায়, হিসাব বিষয়ে ও
ইচ্ছামতে বঙ্গ ভাষায়। |
| ১১ | ,, ডবলিউ, এচ, মার্কেঞ্জি
সাহেব | ঐ | ইচ্ছামতে বঙ্গ ভাষায়। |
| ১২ | ,, এক, সি, গেটস সাহেব | ঐ | ব্যবস্থা বিদ্যায়। |

পোলীস কার্যকারক।

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|--|
| ১ | জীযুত এক, ই, কেল্প সাহেব | হিন্দুস্থানী ভাষায় | ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গ ভাষায়। |
| ২ | ,, এক, সেট, জে, ব্রড্রিক
সাহেব। | বঙ্গ ভাষায় | ব্যবস্থা বিদ্যায় ও হিন্দুস্থানী ভাষায়। |

II.—FIRST OR LOWER STANDARD.

(1). The following officers have passed completely :—

(a). Civil Officers.

1. Mr. A. T. A. Shaw.
2. „ W. Teunon.
3. „ H. W. C. Carnduff.

(b). Police Officer.

1. Mr. A. Shuttleworth.

(2). The following officers, who had passed partially at previous examinations, have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names :—

(a). Civil Officer.

1. Babu Kali Prosonno Chowdry ... Accounts.

(b). Police Officer.

1. L. St. J. Brodrick ... Bengali.

(3). The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4 opposite their names :—

| No. | Names. | Now passed in | Still liable to examination in |
|-----|--------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Civil Officers.

| | | | | | |
|---|-------------------|-----|-------------------------|-----|--|
| 1 | Mr. J. L. Herald | ... | Accounts | ... | Law and Bengali. |
| 2 | „ W. Maude | ... | Ditto | ... | Ditto. |
| 3 | „ A. Ahmad | ... | Ditto | ... | Law by the Lower Standard, and Law, Accounts and Bengali by the Higher Standard. |
| 4 | „ A. W. R. Cadell | ... | Hindustani and Accounts | ... | Law. |

Police Officers.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-------------|
| 1 | Mr. A. R. Anley | ... | Law | ... | Bengali. |
| 2 | „ H. M. Parish | ... | Do. | ... | Ditto. |
| 3 | „ E. H. D'Oyly | ... | Do. | ... | Hindustani. |
| 4 | „ H. W. Boileau | ... | Do. | ... | Ditto. |

III.—FOREST OFFICERS.

1. Mr. E. E. Wylly has passed in Oorya by the Lower Standard, and Mr. R. L. Hemig in Hindustani by the Higher Standard.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Government of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—Notice is hereby given that, under paragraph 2, section 34 of the Bengal Municipal Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to vest in the Commissioners of the Kendrapara Municipality in the district of Cuttack the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

২।—প্রথম বা নিম্নতর কতি।

(১) নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইরাছেন।—

(a) সিবিল কার্যকারক।

- ১। জীবুত এ, টি, এ, শা সাহেব।
- ২। „ ডবলিউ, টিউনস সাহেব।
- ৩। „ এচ, ডবলিউ, সি, কার্ণডক সাহেব।

(b) পোলীস কার্যকারক।

- ১। জীবুত এ, শটলওয়ার্থ সাহেব।

(২) নিম্নলিখিত যে কার্যকারকেরা পূর্বে পরীক্ষার কোনও বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের নামের পার্শ্বলিখিত অবলিখিত এইকণে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

(a) সিবিল কার্যকারক।

- ১। জীবুত বারু কালী প্রসন্ন চৌধুরী ... হিসাব বিষয়ে।

(b) পোলীস কার্যকারক।

- ১। জীবুত এল, সেন্ট, জে, ব্রড্রিক সাহেব ... বঙ্গ ভাষায়।

(৩) নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা কোনও বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইরাছেন তাহাদের নামের পার্শ্বলিখিত ৪ নম্বরের লিখিত অবলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।

| নম্বর। | নাম। | এইকণে উত্তীর্ণ হইলেন। | পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে। |
|--------|------|-----------------------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |

সিবিল কার্যকারক।

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| ১ | জীবুত জে, এল, হেরলড সাহেব | হিসাব বিষয়ে ... | ... ব্যবস্থাবিদ্যায় ও বঙ্গ ভাষায়। |
| ২ | „ ডবলিউ, মড সাহেব ... | এ ... | এ |
| ৩ | „ এ, আইয়দ ... | এ ... | ... নিম্নতর কতিমতে ব্যবস্থাবিদ্যায় এবং উচ্চতর কতিমতে ব্যবস্থাবিদ্যায়, হিসাব বিষয়ে ও বঙ্গ ভাষায়। |
| ৪ | „ এ, ডবলিউ, আর, কাডেল সাহেব | হিন্দুস্থানী ভাষায় ও ব্যবস্থাবিদ্যায় ... | ... ব্যবস্থাবিদ্যায়। |

পোলীস কার্যকারক।

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| ১ | জীবুত এ, আর, আমলী সাহেব | ব্যবস্থাবিদ্যায় ... | ... বঙ্গ ভাষায়। |
| ২ | „ এচ, এম, পারিণ সাহেব | এ ... | এ |
| ৩ | „ ই, এচ, ডবলিউ সাহেব ... | এ ... | ... হিন্দুস্থানী ভাষায়। |
| ৪ | „ এচ, ডবলিউ, বরলু সাহেব ... | এ ... | এ |

৩।—বঙ্গসংক্রান্ত কার্যকারক।

১। জীবুত ই, ই, ওয়াইলী সাহেব নিম্নতর কতিমতে উড়িয়া ভাষায় এবং জীবুত আর, এল, হেলিং সাহেব উচ্চতর কতিমতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইরাছেন।

এক, বি, পীতক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—সাধারণের অবগতিার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কটক জিলায় অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মুন্সিপালিটির মধ্যে যে দাতব্য উদ্যান আছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে জীবুত স্টেটেমেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.
2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.
3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.
5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.
6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.
7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.
8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.
10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.
11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 10th June 1884.*]

বেনিদীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেড়ানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য মতল করণকার্য সাহায্যার্থ গড়বেড়ানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্যকারকের ও বাহারা রাজকীয় কার্যকারক মহেন্দ্রেরূপে নিযুক্ত এমনত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্যে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে২ বারিক কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মাঝ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হনু তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্যকারক গণ্য হইলে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্টে ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অনৈবতনিক মাজিস্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কাগ্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ সুবিধার কি নকসের দিন হইলে তৎপক্ষে যে দিনে আফিস খোল। হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করািতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাঁহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে এক অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নিমিত্ত নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের তাব নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মহাত্মসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্য ৫ ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন।

৮। সভাপতি একখানা বহী রাখিবেন, তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ খাফা উদ্ভূত থাকে তাহা মুক্ত আগামি রাজস্বসম্প্রদায় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্নমেন্টের অনুমোদনার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্নমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর ২ তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যার সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আদায়গণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাধিক মূল্যের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া গণ্য করা ২৫০ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌভব ও পরিষ্কার করণের কিংবা কাঁচা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্ভূত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমতে কার্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এ রিপোর্ট জিলার মাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যার সাহেবের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্বস্বতোভাবে বদ্ধ আধার তিন জন প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিত্তা বা দুর্গতজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারবে।

গবর্নমেন্ট প্রজেক্ট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night-soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury, or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র

১১ ধারামতে পরিদর্শনের সিস্টেমের পাঠ।

| | | | |
|---|--------------------------|----------------|--|
| পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী
কার্যকারকের নাম। | বাল্যবাকীর
নাম ও নাম। | পরিদর্শনের কল। | ম্যাজিস্ট্রেট বা স্বাক্ষরকর
সাহেবের
আজ্ঞা। |
|---|--------------------------|----------------|--|

উ. এন. বেদাং,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এ টিং সেক্রেটারী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউক যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ নিষ্পত্তি কারণে সমাধান না গেলে, উক্ত সিস্টেমের গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কাছাকাছি ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অধিরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১০ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিষ্পত্তি উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

২। টাক্স আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ায় পরিশোধে টাকালইলে তাহার রসিদ দিবে।

৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কল্যাণে রাখিলে তাহার তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কি মজুরি কারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন নন্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, প্রকৃষ্ণীতে, গর্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকল্যাণ মর্যাদা চলিবে তাহা এমনত কোন স্থানে সেই পাঠখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার মল দ্রব্য রাখিতে কি পড়িতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিঘা টাকা অর্থদণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি মজুরি ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নন্দমার বা পাঠখানার কিম্বা কোন প্রকৃষ্ণীতে, নদীতে, প্রকৃষ্ণীতে, খালে, কি জলাশয়ে কি জলাশয়ে ফেলিলে কি ফেলিলে কি পড়িলে তাহা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য হইয়া যাহা করিতে হইবে বাল্য মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আবেদন করেন উক্ত কমিশ্যনরদের কাছাকাছি করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিঘা টাকা অর্থদণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্মিত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমনত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবে না কি রাখিবে না, এবং কোন ব্যক্তি ৪০ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবে না, কেন না শবের উপর ৩০ ফুট মাটি ঢালা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিঘা টাকা অর্থদণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিবে কি বহন করিলে কি আনাটলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিঘা টাকা অর্থদণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্যে যাহা দাহ করা শব আনয়ন করিলে তাহার শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সর্বস্বত্ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভরসা করাইবে। কিন্তু ক্রিয়াকর্মী নিবন্ধন যাহা শব ও আচ্ছাদন ভরসা করিবার খরচ দিতে অপারক জন মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শ্রমাদি প্রদত্ত করিবার জন্যে বিশেষভাবে যে স্থান স্থাপিত হয় তাহার সেই স্থানে অধিবেশন দাখিল পুতিতে দিবে না (কমিশ্যনরদের সেই কার্যের তার গ্রহণ না করিলে) পোতাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিঘা টাকা অর্থদণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১০ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

F. N. BAKER,

Offg. Secy to the Govt. of Bengal

[Signed] P. N. BAKER.

NOTIFICATION

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Rancegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Rancegunge :—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Rancegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[Government Gazette, 10th June, 1884.]

[ਅਦਰਸ਼-ਮੋ-ਟੋ ਗੋਰਕ-ਟੋ : ੧੮੮੬ । ੨੦ ਜੂਨ ।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

| Date of inspection and name of inspecting officer. | Number and name of lodging-house. | Result of inspection. | Orders by Magistrate or Health Officer. |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | |

E. N. LAKE,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Second Publication.]

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, or any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 10th June 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দ্রব্য কবর স্থানে বা দাফ করিবার স্থানে পূর্বোক্তরূপ প্রোথিত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কবর স্থান হইতে কিম্বা শব-দাফ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা তরিকটে তাহা আনাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাঁথনির ছাদের অঙ্গ পড়িয়া যাওয়াতে কোন সরকারী পথের বা নদীর হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জন মাইবার বা নির্গত হইবার এমনত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের অঙ্গ পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশানরেরা ঐ ঘরের স্থানির উপর লিখিত নোটিস দিয়া তাহাদের আদেশ-মতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০২ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁহার ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শ্রুত ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ শিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুকুরিণী, নদীমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশানরের অনুমতি দিয়া তাঁহা রক্ষা বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদীমা হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবেন না বা মাটি বা ঘাস উচাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপাল কমিশানরের অনুমতি লু পাইলে কিম্বা কমিশানরেরা যেকোন আদেশ ক্রমে তদ্বির অমারূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকট অগ্নি দেলুন কি আতশবাতি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুরগাড়ী বাশ বেগাই করিয়া মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

সচিবশেখর গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জ্যুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ২ আইনছারা ও ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনছারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে কমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্তমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কাণ্ড নিরূপণার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত সাক্ষরক সাহেবের সম্মতি কমে উক্ত নগরের নিম্নিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সকল করণকাণ্ডে সাধারণার্থ রাণীগঞ্জ নগরে কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান মফল করণকাণ্ডে মহকুমার কর্তৃক ও সাক্ষরক সাহেবের সাধারণ করণার্থ রাজস্বীয় চাবিজন কাণ্ডাকারকে ও রাণীরা রাজস্বীয় কাণ্ডাকারক নতুন একত করিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যে ব্যক্তি কমিটির অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদত্যাগ করার সেই বৎসরের মধ্যে যদিও মরিলে কি পদত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদত্যাগ করিলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রহণ করিলে তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্যকারক তৎস্থানে কমিটির মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটির অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানের কমিটি নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য নিষ্পাদন করিবার ও তিনবার মেম্বারদের জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বঙ্গের দিন হইলে, তৎপূর্ব ১৫ দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসে মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরুপলব্ধ হইলে তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বারকে এই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তদ্ব্যতীত অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের তাৎক্ষণিক সন্মতিক্রমে নির্দ্ধিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটির সম্মুখে যে কোন নীতি বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটির অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই নীতিই বৎসরের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলব্ধি কার্যকারক সাহেব কমিটির সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একথানা বহী রাখিয়া তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর ৩১শে মার্চ মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের অন্তর্ভুক্ত জমার ও প্রদত্ত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনপত্রার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটি গবর্ণমেন্টের আদেশমতে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ৩১শে মার্চ সমালোচনাপত্র কমিশনার সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে এলাটী কি অন্য কোন সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক হইলে তৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ১০০ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর মেম্বার ও পরিষ্কার করণের কিংবা কার্য করিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবশ্যমান কত টাকা উদ্বৃত্ত ছিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাগানভূমি রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লয়, তিনি এই আইনের এককোণ ও আঁতের ১৪ ধারার নিদ্ধিষ্ট এককোণ ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিত্রিত ফ্রেমওয়ার্কের পাঠানুসারে দেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিত্রিত ফ্রেমওয়ার্কের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. _____.

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate _____ Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

| Date of inspection and name of inspecting officer. | Number and name of lodgers in house. | Result of inspection. | Order by Magistrate or Health Officer. |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Second Publication.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nassirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional Bye-laws for the Nassirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the highway shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey, or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 10th June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও গৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন বাতী রাখা যাইবে থাকিবে পারি এইরূপে কথ্য উক্তার ইংরাজী ও বাংলা ভাষার স্পষ্ট নিখিত হইয়া সেইরূপে লটকান থাকিবে ও সেই উক্তার আত্মরক্ষক সাহেবের আঁকর থাকিবে।

মোটস পাইবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২৯ টাকা অর্থিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। আত্মরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিজস্ব রাখিবে; সেই সকল টিকিটে একদিনের মধ্যে দেওয়া যাইবে। এই বাতীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে প্রাপ্য একই খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি নকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৪ ধারামত মোটরের পাঠ।

বাসাবাড়ী
মালিক (বা কার্খাবান্দ) নম্বর
ক, খ।
এক জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(আঁকর)

B চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিস্ট্রারের পাঠ।

| পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি
কার্যকারকের নাম। | বাসাবাড়ীর
নম্বর ও নাম। | পরিদর্শনের ফল। | মালিকের বা বাস্তব রক্ষক সাহেবের
আজ্ঞা। |
|---|----------------------------|----------------|---|
| | | | |

ই, এন, হেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মসিরা-বাস মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কার্য দর্শন না গেলে, জি.উ. পেটেন্টে গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ও অষ্ট্রেলীয় ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত কমিউনিসিটের কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

মসিরাবাস মুন্সিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশ্যনরদের যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেয় তাহদের ব্যক্তি বিশেষের বাতীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশ্যনরদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পীচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী মর্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে মর্দমা সরকারী মর্দমা পর্যন্ত যার তাহার মল মূত্রের মধ্যে কোন পাঠখানা বা মূত্রত্যাগের স্থান রাখিবেন বা রাখাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গবর্ণমেন্ট বা গোবদ জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ মল টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “ঘোড়া দৌড়ের পথে” গবাদি বাধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৯ পীচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুন্সিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁটুর; যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আলাগা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন বড় রাস্তায় বাধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা রাখাইবেন না, কিম্বা আলাগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পীচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

| | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Penny. | 9. Sungoo. |
| 2. Dhroong. | 10. Doloo. |
| 3. Haldah. | 11. Hangar. |
| 4. Kalapania. | 12. Tak, or Tonkawati. |
| 5. Sartah. | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti. | 14. Eadgong. |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali. |
| 8. Syllok. | 16. Rezoo. |

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be saved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated 1884, may be saved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The saver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River

[*Government Gazette*, 10th June 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা মানুষের প্রত্যেক চালক সরকারী পোশাক পরিধান করিয়া গাড়ী, গরুর গাড়ী বা মানুষের আশেপাশে যাইতে পারিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৯ ছুই টাকা অর্থদণ্ড।

উ, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সামান্যের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অসমীয়া জরিপ অধিদপ্তর তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপিত করা না গেলে জ্যুজ লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কামনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জ্যুজ লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষের বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুসারে ই প্রজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ জিলায় অন্তর্গত যে২ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাগাড়ুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাঁহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই২ স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পূর্বতীর প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসংলগ্ন নদী ত্রিটি অধিকারের মধ্য দিয়া যত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

| | |
|-----------------|-----------------------|
| ১। ফেলী। | ৯। সঙ্গু। |
| ২। ধুলা। | ১০। দলু। |
| ৩। কলদা। | ১১। হুগার। |
| ৪। কালাপানিয়া। | ১২। তাকু বা তোলাদী। |
| ৫। সার্জা। | ১৩। মতামুড়ির মামেরি। |
| ৬। উচ্ছামতী। | ১৪। ইলগোজ। |
| ৭। কণকুলী। | ১৫। বাঘখালী। |
| ৮। সৈলোক। | ১৬। রেজু। |

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাগাড়ুরী কাঠেরও উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলায় ও চট্টগ্রামের পূর্বতীর প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাগাড়ুরী কাঠ

বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাগাড়ুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পূর্বতীর প্রদেশ জিলায় যে২ স্থানে ভারতবর্ষের বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের সামান্যের জারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেই২ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাগাড়ুরী কাঠ এবং বাড়ি কি একতরফি বাঁশ সকল বাঁশ ভাসিয়া গেলে বা জ্বল লাগিলে বা চড়ায় বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবে।

২। বাগাড়ুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা লইয়া যাইবার কথা।—উপরোক্ত বিধিতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাগাড়ুরী কাঠ রাখিবার কোন আজ্ঞার কথা ১৮৮২ সালের ১৭ অক্টোবরের নীচের বিধিতে বলা যে কোন রাজস্ব স্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাঁহার কার্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত নদের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক এই বাগাড়ুরী কাঠ ও বাঁশ দিবে। এই

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]

Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884 :—

| Name of river. | No. | Name and locality of depôt. |
|-----------------------|-----|---|
| Fenny ... | 1 | Fenny revenue station at the Amlighat. |
| Dhroong ... { | 2 | Dhroong ditto. |
| | 3 | Fatakcherry ditto. |
| Haldah ... | 4 | Haldah ditto. |
| Kalapania ... | 5 | Kalapania ditto. |
| Sartah ... | 6 | Sartah ditto. |
| Ishamatti ... { | 7 | Ishamatti ditto. |
| | 8 | Rajashat ditto. |
| | 9 | Sialbukka ditto. |
| Karuafulli ... { | 10 | Karuafulli ditto at Chandraghona thana. |
| | 11 | Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karuafulli and Ishamatti). |
| | 12 | Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road). |
| | 13 | Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt). |
| Sylock ... | 14 | Sylock revenue station. |
| Sungoo ... { | 15 | Sungoo ditto. |
| | 16 | Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road). |
| | 17 | Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers). |
| Doloo ... | 18 | Doloo revenue station. |
| Hangar ... | 19 | Hangar ditto. |
| Tak, or Tonkawati ... | 20 | Tonkawati ditto. |
| Matamori or Mamori { | 21 | Matamori ditto (at Manikpur village). |
| | 22 | Chakaria drift depôt (at Chakaria thana). |
| | 23 | Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang). |
| Eadgong ... | 24 | Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village). |
| Bagkhali ... | 25 | Bagkhali ditto (at Ramoo thana). |
| Rezoo ... | 26 | Rezoo ditto. |

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Gov-
[*Government Gazette, 10th June 1884.*]

বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব টেনশন তালম্যান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি তালম্যান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার এই আজ্ঞা হইবে,—

| নদীর নাম। | নম্বর। | আজ্ঞার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে। |
|-------------------------|--------|---|
| কেনী ... | ১ | আমলিঘাটে কেনী রাজস্ব টেনশন। |
| এম ... | ২ | এম এ |
| | ৩ | কটকচেরি এ |
| মলদা ... | ৪ | মলদা এ |
| কালাপানিরা ... | ৫ | কালাপানিরা এ |
| মার্ভা ... | ৬ | মার্ভা এ |
| ইচ্ছামতী ... | ৭ | ইচ্ছামতী রাজস্ব টেনশন। |
| | ৮ | রাজাপাট এ |
| | ৯ | লিয়ালবন্ধা এ |
| কর্ণকুলী ... | ১০ | চন্দ্রঘোষা থানার কর্ণকুলী রাজস্ব টেনশন। |
| | ১১ | (কর্ণকুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী যুখে তালম্যান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা। |
| | ১২ | (কোদালপুর পথে) টেকিঘাট তালম্যান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা। |
| | ১৩ | (চট্টগ্রাম বাহাদুরী কান্টের আজ্ঞায়) চট্টগ্রামে তালম্যান কাঠাদি রাধিবার আজ্ঞা। |
| সৈলোক ... | ১৪ | সৈলোক রাজস্ব টেনশন। |
| মলু ... | ১৫ | মলু এ |
| | ১৬ | (আপেক্ষাক্রম পথ পার হইবার স্থানে) দোহাজারী তালম্যান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা। |
| | ১৭ | (মলু ও মলু নদীর সংযোগ স্থানে) মলুযুখ এ |
| মলু ... | ১৮ | মলু রাজস্ব টেনশন। |
| হজার ... | ১৯ | হজার এ |
| জাক বা ভোম্বাবতী ... | ২০ | ভোম্বাবতী এ |
| মাতামুড়ি বা মামোদি ... | ২১ | (মালিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব টেনশন। |
| | ২২ | (চকরায় থানায়) চকরায় তালম্যান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা। |
| | ২৩ | (মাতামুড়ি ও হরবন্দের সংযোগ স্থানে) হরবন্দ এ |
| ইন্দোজ ... | ২৪ | (ভোম্বারিয়া-বোনা গ্রামে) ইন্দোজ রাজস্ব টেনশন। |
| বামখালী ... | ২৫ | (বামু থানায়) বামখালী এ |
| রেঙ্গু ... | ২৬ | রেঙ্গু রাজস্ব টেনশন। |

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বেকৃতমতে বাহাদুরী কাঠ ও বাণ রক্ষা করিয়া তালম্যান বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞার লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিম্বা ইহার পর তৎকালে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারায় যে সময়ে যে মূল্য অর্ধাধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাহাদুরী কাঠের ও বাণের মূল্য পরিমাণ শতকরা ৫০ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার অবধান হইবে।

৪। তালম্যান বাহাদুরী কাঠ দাওয়ারদের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোল দাওয়ারদকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেলে, সেই দাওয়ারদার রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা মুক্ত ডিউটবনের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধি অনুযায়ী খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না সেম তারৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাঠ বা বাণ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাঠ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্তে তাহা জীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে তালম্যান যে সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাণ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

ernment under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2019A.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor vests Baboo Bogola Prosonno Mozoomdar, Deputy Magistrate, Silligori, with powers under section 32 of Act X of 1882.

The 22nd May 1884.—Baboo Shama Charan Lahori is appointed to be an Honorary Magistrate for the Serampore General Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 26th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Okhoy Chunder Sirkar of his appointment as Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 27th May 1884.—Mr. E. F. Growse, Assistant Magistrate and Collector, Serajunge, Pubna, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. Growse is appointed under the provisions of section 22 Act X of 1882, to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant-Governor's control.

The 2nd June 1884.—Mr. W. F. C. Montrion, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Jagat Durlabh Mozoomdar, Judge of the Small Cause Court and Subordinate Judge, Furrcepore, is allowed leave for six months, under section 128, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails of it.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIF.—*The 26th May 1884.*—Baboo Revati Churn Banerjee, Sudder Munsif of Dacca, is allowed leave for 10 days under rule 1, section 73, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

The 28th May 1884.—Baboo Gopee Nath Mathey, Munsif of Kudba, in the district of Purneah, is allowed furlough for 2 months under section 132, Chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the furlough for 4 months granted him on the 24th January 1884.

The 31st May 1884.—Baboo Gobind Chundra Bysack, Munsif of Mymensingh, is allowed leave for 10 days under rule 1, section 73, Chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 22nd March 1884.

The 2nd June 1884.—Moulvie Mohabut Ali, 1st Munsif of Chandpore, in the district of Tipperah, is allowed furlough for 8 months under section 132, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 8th July 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

শারাদুসারে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে মাওয়ার নিষ্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতিক্রম হইবার সময়াবধি ছই মাসের পর সেই সকল বাহাদুরী কাঠ বা কাশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের মদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিস্ট্রারী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাঠের উপর মাওয়া স্থাপনার্থ সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

২০১৯ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব শিলিগুড়ির ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিযুত বাবু দগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—জিযুত বাবু শ্যামচরণ নাহিড়ী জিরামপুর বেঞ্চের অর্ডেভারিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জিযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার হুগলীর মুনিসিপাল বেঞ্চের অর্ডেভারিক মাজিস্ট্রেটরূপে শ্রীম পদ লাভ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—পারদার অন্তর্গত নেরাজগঞ্জের আসিস্ট্যান্ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুত ই, এক, গ্রোস সাহেব পৌরস্বামী নোজুমদার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপ-রাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জিযুত গ্রোস সাহেব জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের মধ্যে ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার বিধানমতে শাস্তির কার্য জড়িসের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত ভবলিউ, এক, সি, নব্রিয়ু সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

করিমপুরের ছোট আদালতের জজ ও সর্ভর্ডিনেট জজ জিযুত বাবু জগদীশ চন্দ্র মজুমদার যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—ঢাকার সদর মুনসেফ জিযুত বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২০ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—পূর্বনিম্ন জিলায় অন্তর্গত কদমার মুনসেফ জিযুত বাবু গোপীনাথ মাতে ১৮৮৪ সালের ২৪ আশুয়ারি তারিখে যে তারি মাসের নিয়মিত যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে ছই মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—ময়মনসিংহের মুনসেফ জিযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চ তারিখে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—ত্রিপুরা জিলায় অন্তর্গত টামপুরের প্রথম মুনসেফ জিযুত মৌলবী মহম্মদ আলি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৮ জুলাই অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

এক, বি, পীক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 19th May 1884.—It is hereby notified, under the provisions of section 15, Act V of 1861, that whereas the villages of Ghagra, Chak Nazoo, Pan Ghagra and Chur Khai, within the jurisdiction of the Kutwali police station, in the district of Mymensingh, being still in a disturbed and dangerous state owing to the existence of disputes regarding the measurement of lands and collection of rents, the Lieutenant-Governor has sanctioned the retention for a further period of six months, commencing from 17th May 1884, of a special police force of one head-constable and eight constables, to be quartered in the above-mentioned villages.

The cost of the force, as noted below, will be assessed on, and levied from, the proprietors and the inhabitants of the above-named villages by the Magistrate of the district in proportion to their respective means :—

| | Rs. | A. | P. |
|--|-----|----|----|
| One head-constable, third grade, at Rs. 15 per month ... | 15 | 0 | 0 |
| Four constables, ditto, at „ 7 each per month... | 28 | 0 | 0 |
| Ditto, fourth grade, at „ 6 ditto ... | 24 | 0 | 0 |
| Pensionary charges, at 2 annas per rupee ... | 8 | 6 | 0 |
| Contingent charges, at Rs. 10 per cent. ... | 7 | 9 | 0 |
| Stationery ... | 1 | 0 | 0 |
| Oil for lighting ... | 1 | 0 | 0 |
| House rent, at Rs. 10 per cent. per month ... | 10 | 0 | 0 |
| Total monthly cost ... | 94 | 15 | 0 |
| Total ... | 569 | 10 | 0 |
| Cost for clothing, at Rs. 4 per man per annum for six months ... | 18 | 0 | 0 |
| Total cost for six months ... | 587 | 10 | 0 |

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th May 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the Municipalities of Goherdangah and Baduria in the district of the 24-Pergunnahs.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st May 1884.—Under the power vested in him by section 1 of Act XII of 1880 (an Act for the appointment of persons to the office of Kazi), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of that Act to the districts of Jessore, Nuddea, Rajshahye, Dinagepore, Rungpore, Pubna, Bogra, Dacca, Farcedpore, Backergunge, Mymensing, Chittagong, Noakhally and Tipperah.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 29th May 1884.

No. 221.—Notification.—The services of the undermentioned Assistant Engineers of the second grade are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch :—

Mr. G. Mills. | Baboo Prasanno Coomar Duncary.

[*Government Gazette*, 10th June 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে ।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কোতওয়ালী পৌলীস থানার মালিক বাঘরা, চকমাছু পাণ্ডাঘাট ও চরখাই গ্রামের জমির মাপ ও খাজানা আদায় লইয়া অন্যান্যি বিবাদ থাকায় গোলযোগ ও আশঙ্কাবশত প্রযুক্ত জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব একজন হেড কমন্ডাবল ও আট জন কমন্ডার্সের এক বিশেষ পৌলীস দল ১৮৮৪ সালের ৫ মাসের ১৭ তারিখে অবধি আর ছয় মাস উক্ত সকল গ্রাম রাখিবার অনুমতি করিলেন ।

উক্ত দলের খরচ নিম্নলিখিতমতে উক্ত সকল গ্রামের মালিক ও বাসিন্দাদের স্বাঃ অবস্থানুসারে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক হারহারীগতে ধার্য্য হইয়া আদায় করা যাইবে ।

| | টাকা । |
|---|-----------|
| মাসে ১২ টাকার করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর এক জন হেড কমন্ডাবল | ... ১২৮ |
| এতে কমাসে ৭৮ টাকার করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর চারি জন কমন্ডাবল | ... ২৮৮ |
| " ৬৮ " " চতুর্থ " " " " | ... ২৪৮ |
| পোলস্‌মেনের উপলক্ষে টাকার ৭/০ আদায় হিসাবে | ... ৮৭০ |
| শতকরা ১০৮ টাকার হিসাবে টেনমিট্রিক খরচ | ... ৭১৮০ |
| কাগজ কলমাদি | ... ১৮ |
| আলো জ্বালিবার তেল | ... ১৮ |
| মাসিক শতকরা ১০৮ টাকার হিসাবে ছয় মাসের | ... ১০৮ |
| মোট মাসিক খরচ | ... ১০৮১০ |
| মোট | ... ৪৬৮১০ |
| এক জনের বৎসর ৪৮ টাকার হিসাবে ছয় মাসের কাগজের খরচ | ... ১০৮ |
| ছয় মাসের মোট খরচ | ... ৪৬৯১০ |

এক. বি. পীকক ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা ও বাঁকুড়িয়া মুনিসিপ্যালিটিতে ১৮৬১ সালের ১ আইনের ১৫ ধারার বিধান প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন ।

এক. বি. পীকক ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৫ সাল ৩১ মে ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কাজির পদে মোঃ মিয়ের করণার্থে ১৮৮০ সালের ১২ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি, উক্ত আইনের বিধান মন্দিরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, ফরীদপুর, বাথরগঞ্জ, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, নওরাখালী ও ঝিনুকা জিলার প্রতি হইবার আদেশ করিলেন ।

এক. বি. পীকক ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৫ সাল ২৯ মে ।

২২১ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আফিসে ইক্সিকিউটিভ ক্রিয়াকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজাদীনে সংস্থাপিত হইলেন ।

জিহুত জি, মিলস সাহেব ।

জিহুত বাবু প্রমথচন্দ্র দত্ত ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৫ । ১০ জুন ।]

IRRIGATION.

The 2nd June 1884.

No. 222.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a dividing embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a strip of land about 600 feet long and varying from 32 to 104 feet wide, measuring, more or less, 3 bigahs 10 cottahs 5 chittacks, is required on the north of the road from Sathkhera to Boikaree, which crosses the low ground connecting the Gazalmaree and Datbhanga bheels. It is bounded on the north by the village Kooshkalee; on the east by the village Kathunda; on the south by Khalinnuggur; and on the west by the village Boikaree in thana Sathkhera, sub-division Sathkhera, district Khoolna.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 2nd June 1884.

No. 223.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Dacca Road Cess Committee for a public purpose viz., for the construction of a diversion in the village of Pagla, on the fifth mile of the Naraingunge road from Dacca, pergunnah Jahangirnuggur, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 beegahs 6 cottahs 1 chittack measurement, bounded on the north by the houses of Ram Krishna Majhi, Bhagawan, Setya-basa, Kandy and Purana's garden and the arable land of Akmal Khashakeh and the Government backfield, and the house of Dinahin Teor, on the south by Panna Gani's garden and the houses of Dena, Nath, Bon Behari Ram Das, Iswari Baga and Gayinda, an arable land of Akmal Khashakeh, on the east by the Paglapool bridge, and on the west by the Naraingunge road, from Dacca, is required within the aforesaid village of Pagla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

IRRIGATION.

The 2nd June 1884.

No. 224.—Notification.—Whereas the Lieutenant-Governor of Bengal, by an order No. 410, dated the 4th December 1883 which was published at page 1232, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th idem, directed under section 63 of Act II (B.C.), of 1882, that an estimate should be made of the expenses to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the sixty-five miles of the Gunduck masonry embankment in the district of Chummarun, during a period of twenty years, commencing from the 1st of April 1883, and whereas the amount of such estimate with a general notice calling on all persons interested to prefer to the Collector of Chummarun any objections they might think proper against such amount being fixed as the total sum, has, as required by section 63 of the aforesaid Act, been published as notification No. 453, dated the 11th December 1883, in the *Calcutta Gazette* of the dates noted in the margin, and the Commissioner of Patna has reported that no objections have been preferred thereto, His Honour is pleased to fix the estimated amount of Rs. 2,60,000 as the sum payable during the period of twenty years, commencing from the 1st of April 1883. The Lieutenant-Governor is also pleased to order, as provided in section 64 of the aforesaid Act, that the expenditure of Rs. 23,116-13-3 actually incurred during the three years 1880-81, 1881-82, and 1882-83, shall be added to the estimated amount of Rs. 2,60,000, the total sum payable by the zemindars of the estates benefited by such repairs, maintenance and works during the period of twenty-three years, commencing from the 1st of April 1880, being Rs. 2,83,116-13-3.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 10th June 1884.]

12th, 13th, and 25th December 1883.
2nd, 9th, 16th, 23rd, and 29th January 1884.
6th, 13th, 20th, and 27th February 1884.
5th and 12th March 1884.

জলদেচন বিবরণক।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।

২২২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের সংস্কার করণ সংক্রান্ত বিভাগকারী বাধা প্রত্যক্ষ করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি মওয়া জাবদাক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে সাতকীরা অবধি দৈনিকী পর্যন্ত যে পথজালমারী ও দাঁতভাঙ্গা বিল সংযোগকারী নিম্নভূমি পার হইয়া তাহার উত্তরদিকে প্রায় ৬.০ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ১০৪ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ মুদারিক ৩১০১/৮ টাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা খু-না জিলার অন্তর্গত সাতকীরা মহকুমার সাতকীরা থানার সামিল কুলখানীগ্রাম, পূর্ব সীমা কাধুগাঞা, দক্ষিণ সীমা খালিমগর এবং পশ্চিম সীমা দৈকাদীগ্রাম।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

স্থানীয় দস্তাখি বিবরণক

১৮৮৪ সাল ২ জুন।

২২৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত জাহাঙ্গির নগর পরগনার ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পথের পঞ্চম মাইল পাগলা গ্রামে পথ ফিরাইবার জন্য চাকর পথের কমিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি মওয়া জাবদাক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত পাগলা গ্রামে কতিমতে কানারিক ১৪.১০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামকুমার মাকি, ভগদান, সমাধাঙ্গা নরালীর বাটী ও পরমার বাগান ও একমাল খা সাহেবের করিড জমি ও গবর্ণমেন্টের উত্তরাংশ এবং দীনচীন ভেওরের বাটী, দক্ষিণ সীমা পূর্বামের বাগান ও দাননাথ, বনহোদী রামদাস, উৎখা দেওয়া ও গোবিন্দের বাটী ও একমাল খা সাহেবের করিড জমি, পূর্ব সীমা পাগলাপুল এবং পশ্চিম সীমা ঢাকাহইতে নারায়ণগঞ্জ পথ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জঃ সেনচন সম্পর্কীয়।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।

২২৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৩ সালে ৫ ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১২৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে ৪৪০ নং আজ্ঞাক্রমে চম্পারণ জিলার অন্তর্গত গওক ভাগিনী দাঁধের ৬৫ মাইল মেরামৎ, রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কার্য সম্বন্ধে ১৮৮৩ সালের ১ আশ্বিন অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বৎসর কত টাকা ব্যয় করিয়া ইহার এক অনুমান-পত্র ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারামতে প্রস্তুত করিবার আদেশ করায়, এবং উক্ত ব্যয়ের অনু-মানপত্রের লিখিত টাকার কথা এক সামারং নোটিশ স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশিত করিয়া উক্ত মোট টাকা ব্যয় করণের বিবরণ তাহারাই নোন আপত্তি করা উচিত বোধ করিলে তাহা করিতে পারেন বলিয়া

১৮৮৩ সালের ১২, ১৩ ও ২৬ ডিসেম্বর।

১৮৮৪ সালের ২, ৩, ১০, ২৩ ও ৩০ জানুয়ারি।

১৮৮৪ সালের ৬, ১৩, ২০ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৪ সালের ৬ ও ১২ মার্চ।

এতৎপাশ্চলিখিত এক তারিখের কলিকাতা গেজেটে উক্ত আই-নে ৬৩ ধারার আদেশমতে ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বরের ৪৩৩ নং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেলেও, তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করা যায় নাই বলিয়া পাটনার কমিশনার সাহেব রিপোর্ট করিতে মানা-বর জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আনুমানিক ব্যয় প্রায় ২,৬০,০০০, টাকা ১৮৮৩ সালের ১ আশ্বিন অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বৎসরে হিতে হইবে এই স্থির করিলেন। জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আদেশে ৬৪ ধারার বিধানমতে এই আজ্ঞা করিলেন যে,

১৮৮০-৮১, ১৮৮১-৮২, ও ১৮৮২-৮৩ এই তিন বৎসরের প্রকৃত খরচ করা ২৩,১১৬/৩ পাই টাকা আনু-মানিক ব্যয় প্রায় ২,৬০,০০০, টাকার সঙ্গে যোগ করা যায়, উক্ত মেরামৎ, রক্ষা ও কার্যাদি যেহেতু মহালের উপকার হইতাহে সেইহেতু মহালের জমিদারদের, ১৮৮০ সালের ১ আশ্বিন অবধি আরম্ভ করিয়া ৩০ই বৎসরে মোট ২,৮৩,১১৬/৩ পাই টাকা দিতে হইবে।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, এস, এস, সি,

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল, ১০ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলার।

১৮৮৪ সাল, মার্চ মাস।

মামলার জিস্যু এচ. এল. ডাব্লিউর সাহেব, সি. অর্টি, ই।

১ নম্বর।

জিলার কতৃপক্ষদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে "লখকরের আদায়ের হিসাব" নামক ৫৩ নং (নতুন ৩৪ নং) ইংরেজী পাঠে "আদায় (Collections)" এই প্রধান শীর্ষকের নিম্নে দুইটি ঘর বা ডাইয়া দিয়া এই পাঠ পরিবর্তন করা গিয়াছে। এই দুইটি ঘরের মধ্যে একটির শিরোনামে "চালানের নম্বর" (Number of Challan) এই কথা ও আর একটির শিরোনামে "সুদ" (Interest) এই কথা লিখিত থাকিবে। এখন অবধি এই পরিবর্তিত পাঠ ব্যবহার করিতে হইবে।

২। এদেশীয় ভাষায় লিখিত এই পাঠের অনেক কাগজ মৌজুন থাকিতে আপাততঃ হাক সংশোধিত করিয়া প্রচার করা যাইবে না, কিন্তু এই পাঠ ব্যবহার কালে যেহ কথা সংযোগ করা আবশ্যিক তাহা হাতে লিখিয়া করা গিয়াছে। কালেক্টর সাহেবদের প্রতি ইহা দেখিয়া দিবার আদেশ হইল।

২ নম্বর।

ডুনি রেজিষ্ট্রীকরণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গী ৭ আইনের ১৪ ধারার উল্লিখিত "হস্তান্তর কার্য" শব্দের অর্থ "এক নামের পরিবর্তে অন্য নাম লিখন" এবং ইহাতে উত্তরাধিকার স্থলে কল্যাণ ও জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর কার্যও বুঝাইবে, জীবন্ত আত্মাকেই জেনারেল সাহেবের প্রদত্ত এই মত

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুত হওয়াতে, বোর্ডের ১৮৮৭ সালের জ্যুলাই মাসের ৭ নম্বর সরকারি অর্ডার এতদ্বারা রহিত করা গেল। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাণীমের ৫ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদের ১৮ ধারা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৩ নম্বর।

গবর্ণমেন্টের আদেশক্রমে নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত বিধি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাণীমের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৩ ধারায় সংযোগ করিতে হইবে।

“ কিন্তু কোন কর্মকারকের হতই বেতন হউক না কেন যদি তিনি সরকারী টাকা রক্ষা কি অথবা করিবার ভারপ্রাপ্ত না হন, তবে প্রত্যেক আফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষ নিজ বিবেচনামতে তাঁতাকে এই নিম্ন হইতে মুক্তিমান করিতে পারিবেন; এবং যে কর্মকারক সরকারী টাকা রক্ষা কি অথবা করিবার ভারপ্রাপ্ত থাকেন, তাঁহার মাসিক বেতন ৫০০ টাকার অনধিক হইলে তাঁতাকেও আফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে এই বিধি হইতে মুক্তিমান করা যাইতে পারিবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গবর্ণমেন্টের স্মৃতি আদেশ বিনা অন্য কোন কর্মকারককেই এই বিধি হইতে মুক্ত করা যাইবে না। ”

৪ নম্বর।

বন্দোবস্ত কর্তৃক ও খাজানা দাখীল করণ সংক্রান্ত নানা বিষয়ক নিম্নলিখিত মন্তব্য ও চিঠিপত্রাদি হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কথা রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীদের বিবেচনা ও উপদেশার্থ প্রচার করা যাইতেছে।—

১। পটনার কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বোর্ডের ১৮৮৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ১০৯ A নম্বর পত্র হইতে উদ্ধৃত কথা।

“ ১৮৮৩ সালের জ্যুলাই মাসের ৭ নম্বর সরকারি অর্ডার নুতন বন্দোবস্তের সময়ে ভারতের খাজানা রক্ষা করিবার যে সমস্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে ও তাহারে যে ক্রমিক রক্ষার বিধান আছে, তাহা এই সরকারি অর্ডার প্রচারিত হইবার পূর্বে যে সকল খাজানা দাখীল করণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার প্রতি বর্ত্তাইবার অভিপ্রায় আছে কি না প্রথমেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে এবং যে প্রণালীতে খাজানা দাখীল করিতে হইবে তাহা সম্বন্ধে বোর্ডের একটি বিধির বিষয়ে আপনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা সম্বন্ধে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের ইচ্ছা মনে রাখিতে হইবে যে খাজানা দাখীল করণ বিষয়টি কঠোর গতি নিন কি চারি বৎসর অধিক মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং এক্ষণেও ঘটিতেছে। যে খাজানা হস্ত এক্ষণে বিচারালয় আছে প্রত্যেক বিষয়ক আইনে তাহার মীমাংসা হইলেই, ন্যায়সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষেরা নিজেই রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীদের উপদেশার্থ সংশোধিত কাহাবিধি প্রচার করিবেন। উদাহরণস্বরূপ বন্দোবস্ত উপস্থিত হইবার পূর্বে যে সকল বিধি প্রচারিত হইয়াছিল তাহা যে সাধারণ ভার পরামর্শসম্মত উদ্ধৃত সেই সমুদয় ভার প্রবল থাকিবার সময়ে উক্ত বিধি যেরূপ দৃঢ়তবে পালন করা কর্তব্য ছিল এক্ষণে তরুণে পালন করা কসর। কেবল মাত্র উচাই বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান অবস্থায় খাজানা দাখীল করণ সংক্রান্ত কর্মচারীদের বিশেষরূপে কোণাল, বিবেচনা ও মনো-কাল পাতি, জ্ঞান অনুসারে কার্য করা আবশ্যিক। বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মূলক কর্মচারীর এই গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যিক এবং উহা প্রকাশ করিতে না পারিলে ন্যায়সংক্রান্ত মীমাংসা নিমিসম্মত বন্দোবস্ত কার্য সমুদয়জনকরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। খাজানা ও খাজানা দাখীল করণ বিষয়ে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার প্রতিও উক্ত কর্মচারীদের সাহায্য করে মনোযোগ করা আবশ্যিক। খাজানা দাখীল করণ কালে কর্মচারীরা প্রচলিত কাহাপদ্ধতির অন্তর্গত দ্বিতীয় বিধি সমুদয়ের ভার, উদাহরণস্বরূপ বন্দোবস্তের মধ্যে যে সাধারণ মূল সহগুলি নির্দিষ্ট আবেশ আকারে পরিণত না হইলেও প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সহিত যত দূর সম্ভব সাংক্রান্ত করিয়া তদনুসারে কাহা করিবেন, এইটিই প্রস্তুত বিধি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

“ বোর্ড এই ক্রমেণে নির্দেশ করিতেছেন যে, খাজানা যে স্থলে নুতন করিয়া দাখীল করিতে হইলে রাজস্বের দেয় খাজানা রক্ষা করিতে হইবে, সেই স্থলে তাহা নুতন করিয়া দাখীল করা বিধিত কি না ইহা বিচার করিতে পারিবার নিমিত্ত, এক্ষণে উহাদের নিম্নলিখিত টোনের নিখিত সংবাদ পাওয়া আবশ্যিক।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

১ টেনিস।—জমীর পরিমাণ, জেলায়ত হার, ও খাজানা সম্বন্ধে পূর্বের শেষ বারের নিরবিভক্ত বন্দোবস্ত ও বর্তমান নূতন বন্দোবস্তের তুলনা।

| জমির বর্ণনা ও কৃষি যন্ত্রণা
জন বিশিষ্ট। | পূর্বের ১৮ বর্ষের
শেষ বন্দোবস্ত। | | | বর্তমান বন্দোবস্ত। | | | বর্তমান বন্দোবস্তে জমির পরিমাণের
শত হ্রাস হিসাবে যে হ্রাস বা
বৃদ্ধি হয়। | বর্তমান বন্দোবস্তে খাজানার শত হ্রাস
বৃদ্ধি বা জমি। |
|--|--|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--|---|
| | জমির পরিমাণ
১৮৪০ বঙ্গাব্দে
যত জমি হয়। | খাজানার হার। | যত টাকা
খাজানা। | ১৮৪০ বঙ্গাব্দে
যত জমি হয়। | খাজানার হার। | যত টাকা
খাজানা। | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ক জেলা, জেলায়ত হার
সিদ্ধান্ত। | | | | | | | | |
| জাওল | .. | | | | | | | |
| মুয়াম্ম | .. | | | | | | | |
| সেওয় | .. | | | | | | | |
| ইত্যাদি, ইত্যাদি | .. | | | | | | | |
| ক জেলায়ত মোট | .. | + | | | ১০ | | | |
| খ জেলায়ত জেলায়ত
জমি। | | | | | | | | |
| জাওল | .. | | | | | | | |
| মুয়াম্ম | .. | | | | | | | |
| সেওয় | .. | | | | | | | |
| ইত্যাদি ইত্যাদি | .. | | | | | | | |
| খ জেলায়ত মোট | .. | + | | | ১০ | | | |
| যে সকল জেলায়ত কৃষি-
যোগ্য জমি কর্ষিত
জমি বলিয়া খাজানা দায়,
হইয়াছে তাহার লক্ষ
মোট | .. | লক্ষ | | | লক্ষ | | | |
| যে সকল জমি কৃষিযোগ্য
বলিয়া খাজানা দায়
হইয়াছে কিন্তু চাষ হয়
না। | .. | | | | | | | |
| লক্ষ ও তুল্য জমি | .. | | | | | | | |
| মুয়াম্ম ও জেলায়ত খাজানা
হওয়া সকল জেলায়ত জমি
সকল মোট | .. | | | | | | | |

পূর্ব কি বর্তমান বন্দোবস্তের জেলা-বিভাগে যত প্রকার জমি দিয়া হইয়াছে ১ বর্ষে তাহা লিখ। পূর্ব কি বর্তমান বন্দোবস্তের জেলা-বিভাগে যে প্রকারের জমি দিয়া হয় নাই, তাহার শোন জেলায়ত জমির কথা লেখ। সেসে তাহার পক্ষে ২, ৩, ৪ ও ৫ বর্ষ কিম্বা ৬, ৭ ও ৮ বর্ষ আবশ্যিকমত কীক রাখিতে হইবে।

* ২ বর্ষের লিখিত জমির পরিমাণ কোন জেলায়ত মোটে হওয়া গেলে, এই ঘাণের কটি যত বর্গ ফুটে হয় তাহার লক্ষ দাঁড়ি উল্লেখ করিতে হইবে। এই টেনিসের মধ্যে বিঘা কথার ব্যবহার হইলে ২ বর্ষের উল্লেখিত কটি বুঝাইবে।

† যে রেখার উপর গড় মোট লিখিতে হইবে কেবল সেই রেখার উপর এই ২ বর্ষগুলি পূরণ করিতে হইবে।

‡ ২ বর্ষের লিখিত জমির প্রত্যেক বিঘা প্রতি ৪ বর্ষে লিখিত মোট খাজানার কত গড় পড়তা হয় তাহা এইখানে লিখ।

§ ৫ বর্ষের লিখিত জমির প্রত্যেক বিঘা প্রতি ৫ বর্ষের লিখিত মোট খাজানার কত গড় পড়তা হয় তাহা এইখানে লিখ।

|| কর্ষিত বলিয়া কৃষিযোগ্য যত জমি খাজানা দায় হইয়াছে তাহার অন্য কোন জেলা থাকিলে এই রেখার উপর তাহা লিখ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]

২ টেবিল।—নিকটবর্তী মহাল বা গ্রামে তরুণ ভূমির বেকশ খাজানার হার ধার্য্য হইয়া একুতই দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া নিশ্চিত করা যায়।

| ভূমির বর্ণনা ও ভূমি বেকশ
গণ বিশিষ্ট। | এই ২ গ্রামে ১ টেবিলের ২ বরে নিখতি দিবার তুল্য-
পরিমাণের বিধি প্রতি একুতই যে খাজানার
হার দেওয়া যায়। | | | | | ৩ বর ও তাহার পরবর্তী বরে
কোটি করিঃ তাহার উপর হারের
মত পদ্ধতি। | বন্দোবস্তে যে হার আদায় হার
বলিয়া গ্রহণ করিবার ওজাব করা
হয় কিবা যুক্তি হয়। |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|---|---|
| | যে গ্রামের
খাজানা বুতন
করিয়া ধার্য্য
হয়। | ক
গ্রাম। | খ
গ্রাম। | গ
গ্রাম। | ইত্যাদি। | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ক জেলা | | | | | | | |
| আওল | | | | | | | |
| চরম | | | | | | | |
| ইত্যাদি | | | | | | | |
| ক জেলার নরসিংদার ভূমির গড়
হার | | | | | | | |
| খ জেলা | | | | | | | |
| আওল | | | | | | | |
| চরম | | | | | | | |
| ইত্যাদি | | | | | | | |
| খ জেলার নরসিংদার ভূমির গড়
হার | | | | | | | |
| ইত্যাদি | | | | | | | |

*এই গড় কনিতে গেলে ২ বর হিসাবে ধরিতে হইবে না।

“এই টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে এক খানি কৈকিয়তপত্র পাঠাইতে হইবে, উহাতে কোন জমীদারের
হউক বা অন্য কাহারই হউক, তুলন্য যে গ্রাম গ্রহণ করা যায় তাহার অর্থ; বিনা বিবাদে খাজানী
দেওয়া হয় কি না; অঙ্গদিনের মধ্যে খাজানা রক্তি করা হইয়াছে কি না; ও এইরূপ অন্যান্য যে সকল
অবস্থা দৃষ্টে গ্রামে প্রচলিত খাজানা ল্যাংঘ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে দোষ হয় কি না বুঝতে পারা যায় তাহা
বর্ণিত থাকিবে।

“যে সকল সারভূত সংবাদেত অন্য রাশীকৃত রিপোর্ট ও কাগজপত্র তুল্য করা অনেক সময়ে

যে স্থলে এই টেবিলের সংক্রান্ত আকারে
সংবাদ দেওয়া হয় সেস্থলে রিপোর্টের টীকা
করা সম্ভব, কারণ টেবিল সকল উহাতে
প্রতি থাকিবে।

আনয়িত হয় তাহা উপরিলিখিত দুইটি টেবিলে একেবারে
দৃষ্টিগোচর হয়। ও বড় নড মণ্ডলে অথবা যেখানে রায় ও
জমীদার ধার্য্য কর দিতে অসম্মত হওয়ার তাহার মাধ্যমে
প্রতিপাদন করা আনয়িত হয় সেই সকল স্থলে বন্দোবস্ত
সম্বন্ধীয় কাগজপত্রের নিম্নলিখিত বিষয় সকল সম্বন্ধেও

সংবাদ দিতে হইবে,—

“(১) পূর্ববর্তী বন্দোবস্তের সময় ও বর্তমান সময়ে ভূমির উৎপাদনশক্তি সম্বন্ধে;

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

“(২) যেসকল আনানিক স্থল হইতে ভিন্নতঃ প্রমাণ সংগ্রহ হইল তাহার উদ্ধার করিয়া উক্তরূপ স্থলের তুলনা * লব্ধক্কে,

* মনঃ বৎসর অথবা সেইরূপ দীর্ঘকালের স্থল ধরিত্রী বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া চাউনের স্থল নিরূপণ করিতে হইবে । ভাদ্রশদীর্ঘ কালের গড় ধরিলেই সাধারণ বৎসর পরস্পর ঠিক থাকিবে এরূপ গড় পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ।

“(৩) এবং এক বিচার উপর যে আশ্রয় প্রার্থা করা হয়, তাহা গড়ে সর্বোচ্চ হার বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে যেটি উৎপন্ন এরূপ অংশের অতিরিক্ত না হয় এই ক্ষেত্রে প্রয়োগার্থ মনোনিীত মাতারি ভূমিখণ্ডের উপর প্রধান শস্য কাটিয়া ও গুজন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সাবধানে সম্পাদিত পরীক্ষার ফল লব্ধক্কে ।

“বোর্ড অবগত আছেন যে টেবিলে যে সকল সংবাদ * দিয়ার আদেশ হইয়াছে তাহা সকল স্থলে দেওয়া যাইতে পারে না ; কিন্তু যে সকল মতালে টেবিল খাটে

* মন্তব্য ।—বাস্তবিকও প্রত্যেকস্থলে উহার সমস্তটির প্রয়োজনও হয় না ।

তাহার পুনর্দন্দোবস্তে যত দূর সম্ভব ওজন দিতে হইবে । বন্দোবস্তকারী কার্যকারকদের বিশেষ প্রায়শ ব্যতিরেকেই, বিশেষ স্থলে যে বিশেষ সংবাদ আবশ্যক, তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া রিপোর্ট করিবার প্ররতি হইলে কালেক্টর ও কমিশনার সাহেবেরা এরূপ প্ররতি দমনের চেষ্টা করিবেন ।

“আপনাদিগের নিকট অনুরোধ যে আপনাদিগের নিকট টেবিল ও মন্তব্য যে তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত খাটে সেই বন্দোবস্ত লব্ধক্কে উপদেশার্থে আপনাদের অধীনস্থদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন । উপরিচলিত কতৃপক্ষের নিকট যে হারের রিপোর্ট দিতে হইবে তাহাতে প্রস্তাবিত সাধারণ হার খাটাইলে যেমন ফল হইবে অনুমান হয়, যত দূর সম্ভব তাহার সংবাদ দিতে হইবে । প্রত্যেকস্থলে কার্যার্থ করণকার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে কার্যানুষ্ঠানে যেরূপ চূড়ান্ত বন্দোবস্ত হইল, তদনুসারে সংশোধিত ১ টেবিলের অন্ত বন্দোবস্তের শেষ রিপোর্টে ও শেষ কার্যানুষ্ঠানে দেওয়া যাইবে ।”

২।—মাণকার্যের বিশেষ লিখন পাওয়ার আবশ্যকতা ।

২। বন্দোবস্তে কার্য করার বিকল্পে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রজারা প্রায়ই সচরাচর এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে । আমীন যখন মাণ ও আদী বিভাগ করে তখন তাহার তাহাতে আপত্তি করেন ; এই সকল কার্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যখন বন্দোবস্তকারী কার্যকারক মহালে উপস্থিত হন, তখন আপন আপন আপত্তি তাহার নিকট উপস্থিত করেন না ; অথবা বন্দোবস্তকারী কার্যকারক মহালে উপস্থিত হইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কালেক্টরের নিকট নির্দিষ্ট আপত্তি সম্বন্ধিত দরখাস্ত উপস্থিত করেন । যতদূর রাশীকৃত বন্দোবস্ত কার্যানুষ্ঠান লব্ধক্কে আফিসের কার্যক্ষেত্র না হয়, ততদূর অপেক্ষা করে ও তাহার পর বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর সম্বন্ধিত সাধারণ দরখাস্ত তত্ত্বাবধারকারী সচিবালয়ের নিকট প্রেরণ করে । তাহার সম্মুখে এই যে মাণ ও প্রেরণ বিভাগ ভ্রমপূর্ণ এবং সম্পর্কবিহীন রায়তদের অজ্ঞানতার উপর সমাধা হইয়াছে । দরখাস্তে আরও অনেক আপত্তি থাকে । সকল কার্যই উপযুক্তরূপে করা হইয়াছে কেবল এই বিষয়েই নহে কিন্তু প্রত্যেক যোত লব্ধক্কে যাঁহা যাঁহা করা হইয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ বিবাদ উপস্থিত হইলে ভবিষ্যতে দেখিবার জন্য নথিতে লিপিবদ্ধ করণ বিষয়ে যদি বন্দোবস্তকারী কার্যকারক বিশেষরূপ সতর্ক না হন, তাহা হইলে এরূপ সাধারণ দরখাস্তের সীমাংসা করা বড় কঠিন হয় । এই বিষয়ে বোর্ড লিখিয়াছেন (ঢাকার কমিশনার সাহেবের প্রান্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের ১:২ A লব্ধক্কে) ।

“ইহার সম্পূর্ণ উত্তর এই হইবে যে, যে আদীলকারী প্রত্যেককেই (খসড়া যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভূমিখণ্ড বিশেষ বিশেষ ঞ্জীতে লিখিত হয় তাহা পূর্ণ হইলে পর ও সে যে সকল ভূমি ভোগ করে তৎসম্বন্ধীয় লিখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলে পর) এরূপ লিখনের স্বার্থতার চিত্তস্বরূপ মাণের কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছে । আমীন প্রথমতঃ যে কাগজপত্র প্রস্তুত করে তাহাতেই হউক অথবা রায়তের আপত্তিতে অথবা অন্য কারণে যদি সংশোধন হয় তদনুসারে বন্দোবস্তকারী কার্যকারক লিখন সংশোধন করিয়া লইলে তাহাতেই হউক স্বাক্ষর থাকিবে ।

“ইহাই যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ উত্তর । যদি কোম রায়ত লব্ধক্কে এরূপ উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ সর্টিফিকেট ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ।

“(১) কোন নির্দিষ্ট দিবসে আমীনের নিকট উপস্থিত হইতে ও আপন আপন স্বার্থের নিকে হুক্তি রাখিতে রায়তকে আহ্বান করিয়া রীতিমত নোটিস দেওয়া হইয়াছিল ।

“(২) আদীলকারি রায়ত আসিয়াছিল এবং স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছিল অথবা আসিতে ক্রটি করিয়াছিল ।

“(৩) ডেপুটী কালেক্টরের উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়েরও এরূপ নোটিস দেওয়া হইয়াছিল ।

“(৪) আমীন যে সাধারণতঃ সমস্ত রায়তকে তাহাদের যার যতদূর সম্পর্ক তাহার কাগজপত্রে মাণের ও ঞ্জী বিভাগের যে লিখনাদি থাকে তাহা আনিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, ডেপুটী কালেক্টরের এবিষয়ে ক্রোধ প্রকাশিত ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট, ১৮৮৪। ১০ জুন ।]

“(৫) তথালি আপীলকারী ব্যক্তি সেইখানে ডেপুটি কালেক্টরের নিকট আপত্তি করিতে উপ-
স্থিত হয় নাই এবং তৎপরেবর্তী কোন সময়েও উপস্থিত হয় নাই; অথবা সে যদি আপত্তি করিয়া
থাকে তাহার আপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে । ”

৩। পার্শ্ববর্তী মহালে চলিত বলিয়া যে নামসম্বন্ধ হারেঃ উল্লখ থাকে তাহা কতিপয় হার বলিয়া
গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাবধান হইবার আবশ্যকতা।

৩। তৎপরের মূল্য তুলনা করিয়া, অথবা খরচ ও লাভের হিসাব ধরিয়া বন্দোবস্তাধীন মহালের
খাজানার ম্যাসা হার নিরূপণ করা অপেক্ষা আপাততঃ ব্যক্তিগত উদ্ভাবনারাধীন পার্শ্ববর্তী মহালের
চলিত হার ধরিয়া উহা নিরূপণ করা সহজ উপায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কখনও এরূপ হইতে পারে
যেন করিতে হইবে যে জমীদারেরা যে খাজানা আদায় করে তাণ খাজানা যত হওয়া উচিত তাহা
অপেক্ষাও অধিক, অথবা তাহাতে আগ্রহের সম্ভাবিতা থাকে অসম্ভব; এবং একথা হইয়া যাইতে পারে যে জমীদা-
রেরা যে জমা ওয়াসীল দাকীর কাগজ প্রদান করেন তাহাও সত্যক তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এসম্বন্ধে
একজন বহুদশী কালেক্টর তদায় কমিশনার সাহেবকে যে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা
করণাধ্যক্ষারী কায্যকারকদের মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত।

“ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশিষ্ট মহালের জমীদারকে দেয় খাজানা খাগ বন্দোবস্তাধীন মহা-
লের খাজানার মত নহে এ কথা স্মরণ থাকা উচিত, খাগ মহালের খাজানা ঠিক ঠিক সময়ে দিতে হয়,
উপাতে মুজিয়া ও অজিয়া লাগ। বরং অজিয়া না হইলে, জমীদার আশঙ্কিত এবং সেনাদারী বলিয়া সে
অধিক টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিলে তাহার সহিত সমুদয়ে যে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করেন
জমীদারের আশা খাজানা সাধারণতঃ সেই টাকার সমান। অজিয়া হইলে চির চির কালেক্টর চির
বীতি আছে। এই জিলার কোন কোন পরগনায় স্থানীয় ভদ্রত্বের পর এরূপ স্থলে খাজানা বা তাহার
কিয়দংশ রেহাই দেওয়া হয়। দেশজার অনুসারে এরূপ রেহাই পাওয়া যত আছে বলিয়া দাবী করা
হইতে পারে। জমীদার স্থলে খাজার সেনা দাবী থাকে, কিন্তু কখন পূর আদায় হয় না। কোন
কোন স্থলে ২০, ৩০, এমন কি ৫০ বৎসর বাপিয়া দিত্তীন্দ্রী লেখাইয়া লওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যেক
দায়গ্রস্ত করা হয় কিন্তু টাকা কখন পূরা আদায় করেন। খাজানার তুলনা যদি যথার্থ কাঁচাকর করিতে হয়,
তাহা হইলে বৈধা সহকারে পূর্ণ ভর্তুকা করিয়া বিবেচনা বিবেচনা ও সত্যকতার সহিত কায্য করা উচিত । ”

৪ — কেমলমাত্র বন্দোবস্তে সংক্ষেপ বাঞ্ছনীয় হইবার কথা।

৪। এই সূযোগে নোড অনুসরণ করিতে চলে যে পূর্বতন বন্দোবস্তের বন্দনা সংক্ষেপ করণ বিষয়ে
বর্তমান যে সকল উপদেশ আছে তাহাতে মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহাদের নিকট যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালের
বন্দোবস্ত বিপোর্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক পুষ্ঠী বন্দনার পর বর্তমান
বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় দুই একটা কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ স্থলেই যত দূর সম্ভব সংক্ষেপ বিবরণ, এমন কি
টেবিলেরপাঠে পূর্বতন বন্দোবস্তের মোতাবেকী কথা, দিইয়া যথেষ্ট হয়। বর্তমান বন্দোবস্তের সহিত
তুলনার জন্য আবশ্যিক পূর্ববর্তী বন্দোবস্তের বিশেষ বিবরণই কোন আবশ্যক।

৫। এরূপ বিশেষত্ব অবশ্যই আছে যাহাতে যে বন্দোবস্তের কাগজ হাতে রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে
মহালের পূর্ব ইতিহাস কাঁচাকরঃ অনেক উপকারে লাগে।

৬। কোন একটা মোকদ্দমার দ্বারা আরম্ভের পূর্বেই একজন ডেপুটি কালেক্টরের সমীচীনভাবে কোন
উপায় একজন বন্দোবস্ত লইয়া যওয়া গেল অনেক সময়ে তাহা এই বিশেষ বিবরণে বন্দোবস্তের
বিপোর্ট পরিপূর্ণ হয়। মোতাবেক এই সকল বিশেষ বিবরণে বিশেষ উপযোগিতা লাভ। যথার্থকৃত
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মহাইতে যথার্থ প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাতে তাহারই
কালেবর হুজি করে।

সদস্যের জীবিত এচঃ এ কংগ্রেস সাহেব, সি, এস, আই।

৫ নম্বর।

গবর্ণমেণ্ট রথডল সাটে একটা ছাড়োয়াইয়া সংস্থাপন করিবার ক্ষমতি দেওয়ায় ও আর্থিক দায়িত্ব
লবনের কায্য বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়ায়, লবণ বিধক বৈদ্যপুস্তকের ১০ পৃষ্ঠায় ৩০ ধারার ৪ প্রকরণে
নিম্নলিখিত পরিবর্তন করিতে হইবে।

২ নম্বরের পথ উঠাইয়া দাও এবং ৩ নম্বরের রাস্তার পরিবর্তে নিম্নলিখিত পরিবর্তিত পথ
বসাইয়া দাও—

“ ২। সৌকাযোগে রথডল ছাড়োয়াই পথ এবং তথাহইতে বন্দরের সৌভব করণার্থ কলিমা-
নগরের ট্রাস্টের ও রেলযোগে। ”

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]

৬ নম্বর ।

নিম্নলিখিত কএকটি বিধি বোর্ডের বিধিপুস্তকের এক বাণীনের ১২ অধ্যায়ের ৫ পরিচ্ছেদের ৫ক ধারাব্যবস্থা ও ১৮৮৪ সালের আবকারী বিধিপুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠার ৫ পরিচ্ছেদের ৫ক ধারাব্যবস্থা যোগ করিতে হইবে ।—

৫ক। কলিকাতার, শাখামগরে ও হাবড়ার হোটেল, অর্থাৎ, (৩ পরিচ্ছেদের ৩০ ধারামতে) যে বাণীতে প্রকৃতরূপে ভ্রমণকারীগণের আহারাদি ও বাসা হয় তাহা, নিম্নলিখিত বিধির উল্লিখিত প্রয়োজনমতে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর হইতে পাইবে ।

(১) যে বাণীতে নিম্নলিখিতমত স্থান থাকে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর হোটেল কহে, যথা, প্রথম, এক বা তদধিক (তিনের অনধিক) সাধারণ ঘর, বাহাতে সর্বসাধারণের অন্যান্য ১৮০০০ ঘন ফুট স্থান থাকে; দ্বিতীয়, অন্যান্য বার ব্যক্তির শুইবার ঘর; স্নানের ঘর ত্রি শুইবার ঘরের স্থান প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যান্য ৩০০০ ঘন ফুট দিতে হইবে এবং সমস্ত শুইবার ঘরের স্থানে অন্যান্য ছয়টা পাকাঘর (অর্থাৎ পাকাদেশের বেড়ি, পদ্মা প্রভৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন নহে) ও অন্যান্য ছয়টা পাকা স্নানের ঘর থাকিবে ।

(২) যে বাণীতে নিম্নলিখিতমত স্থান থাকে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল কহে, যথা, প্রথম, এক বা তদধিক (দুইয়ের অনধিক) সাধারণ ঘর, বাহাতে সর্বসাধারণের অন্যান্য ৬০০০ ঘন ফুট স্থান থাকে; দ্বিতীয়, অন্যান্য বার ব্যক্তির শুইবার ঘর, স্নানের ঘর ত্রি শুইবার ঘরের স্থান প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যান্য ১০০০ ঘন ফুট দিতে হইবে এবং স্নানের ঘরের মধ্যে অন্যান্য তিনটা পাকা হইবে ।

(৩) (১) ও (২) বিধির উল্লিখিত সাধারণ সঃ শুইবার ঘর ও স্নানের ঘরের স্থান (ক) বিলি-য়ার্ডের ও (খ) হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতার ও মালিকের ও তদ্ব্যতিরিক্ত কাহার পরিবারের ও সামান্য-গণের থাকিবার স্থান বান্ধে হইবে ।

হোটেল বলিতে বার বা দুখানার (৪) হোটেলের লাইসেন্স গ্রহীতা পূর্বের নিয়মমতে যদিও বিক্রয় করুন “ বার ” রাখিতে অনুমতি পাইবেন না ।

(৫) এই সকল বিধিতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, এই ধারার ৫ প্রকরণমতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের বার্ষিক লাইসেন্স ফী ২০০ টাকা হইবে ।

(৬) যদিও বিক্রয় জন্য প্রথম শ্রেণীর হোটেল স্থানীয় ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাইতে পারিবে । হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা যদি ৩৬৫ কবেন যে তাঁহার হোটেল উক্ত সময়ের পরেও খোলা থাকিবে, তবে বার্ষিক অতিরিক্ত ৫০ টাকা ফী দিলে দেড়িতে বন্দের লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে বিবরণের রাশি ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ও অন্যান্য বার রাশি ২৬৫ পর্যন্ত হোটেল খোলা রাখিতে পারবেন ।

(৭) কোন হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার হোটেলের এক বা অধিক বার রাখিবার ইচ্ছুক হইলে [(৮) প্রকরণের বিধান মত ত্রি] প্রত্যেক বারের জন্য বার্ষিক ৫০ টাকা ফী দিলে এক পূর্ণ লাইসেন্স পাইতে পারবেন, তাহাকে বার লাইসেন্স কহা যাইবে ।

(৮) যে হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা বার লাইসেন্স পাইয়াছেন তিনি (৬) প্রকরণের নির্দিষ্ট ফী না দিয়া বিবরণের রাশি ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত ও অন্যান্য বার রাশি ২৬৫ পর্যন্ত হোটেল খোলা রাখিতে পারিবেন ।

যে হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা দেড়িতে বন্দের লাইসেন্স পাইয়াছেন, তিনি (৭) প্রকরণের লিখিত ফী না দিয়া একটা বার তাহার হোটেল রাখিতে পারিবেন ।

(৯) হোটেল লাইসেন্স গ্রহণের ব্যক্তিগণ বাহাতে উক্ত বাণী গ্রহণ করেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত সকল স্থানে প্রথম শ্রেণীর হোটেলের নিমিত্ত (১) ও (৩) প্রকরণের উল্লিখিত স্থানের কম স্থান না হয় এমন স্থান থাকে, সেই সকল স্থানে এই সকল বিধি অনুসারে নৈমিত্তিক ফীর অর্জিত রেহাই দেওয়া যাইবে ।

(১০) নাট্যশালা ও অন্যান্য সাধারণের গতিবিধির ও আয়োজনের স্থানে যদিও বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক বারের নিমিত্ত দৈনিক ৩ বা বার্ষিক ৫০ টাকা ফী দিলে বার লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু সাধারণ কাণ্ডের সময় ত্রি অন্য সময়ে প্রকৃত লাইসেন্স গ্রহীতা যদিও বিক্রয় করিতে পারিবেন না ।

[পঞ্চম খণ্ডে গেজেট । ১৮৮৪ । ১০ জুন ।]

(১১) প্রথমে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি লইয়া আবকারী রাজস্বের সুপারিন্টেন্ডেন্ট যেন সকল বিজ্ঞান স্থান শুইবার ঘর বাই এবং বাঁচা প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্টরূপে বিজ্ঞান স্থান, ৫জন্মা হোটেল লাটসেন্স দিতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞান স্থান হোটেলের ন্যায় গণ্য হইবে এবং হোটেলের ন্যায় কী দিতে হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান স্থানে বার স্থাপন বা রক্ষা করা বাইতে পারিবে না এবং বিজ্ঞান স্থানের লাটসেন্স এহীত। দেহিতে বন্দের লাটসেন্স পাইতে পারেন না।

(১২) রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে আবকারী রাজস্বের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এডোক স্থলে কোন বাটীর কোন অংশ কিম্বা ভদর্থে লুপ্ত করিয়া রাখা কোন স্থান বার বা বিজ্ঞান স্থান কাঁচাকে কহে। বা বিজ্ঞানস্থান বলিয়া গণ্য হইবে, ইণী স্থির করিবেন।

(১৩) এই ধারামতে যে লাটসেন্স দেওয়া যায় তাহা পূর্বোক্ত কোন বিধি লংঘন জনা রহিত হইতে পারিবে।

নানাবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব ।

৭ সপ্তর ।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ম বাল্যমের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ১৪ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ৫ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা দিতে হইবে।—

যে কোন মহাল বা মহালের অংশ দিক্রীত হইয়াছে, তাহার জন্য যে টাকা ডাক হয়, উক্ত মহাল বা অংশের জন্য জমির বাকী রাজস্ব ও অন্যান্য গবর্ণমেন্টের দাবী পরিশোধের পর যদি সেই টাকার ত্রুটিভুক্ত একই জমিদারদিগের জন্য যে কোন মহাল বা মহালের অংশ লাটবন্দী হইয়া বিক্রয়ার্থ বিক্রীত হইয়াছে তত্পলক্ষে প্রাপ্য গবর্ণমেন্টের দাবী পরিশোধ করিতে কুল্যায়, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব সেই ৩০৮ মহাল বা অংশ নীলাম হইতে অব্যাহতি দিবেন। কিন্তু যে মহাল বা মহালের অংশ বিক্রয় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যদি সমস্ত ভূস্বামীর দল একযোগে ৩২সংক্রান্ত বকী ভূমি রাজস্ব এবং গবর্ণমেন্টের অন্যান্য দাবী পূর্ণ ফাজিলের টাকা হইতে পরিশোধ করণার্থ কালেক্টর সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরে ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত পিথিয়া আবেদন করেন, তবেই কালেক্টর ওরূপ করিবেন। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩১ ধারার শেষ কএক পংক্তিতে কালেক্টর সাহেবদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। উহাতে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে পূর্ণ ফাজিলের টাকার ব্যবহারার্থ ভূস্বামীরা যে ক্ষমতা অর্পণ করেন তদনুসারে অতিসত্ত্বর কার্য করা একান্ত আবশ্যক হইবে, যেহেতু যতদূর পূর্ণ ফাজিলের টাকা আদায়িত স্বরূপ থাকে তাহার মধ্যে দেওয়ানী আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হইলে উক্ত টাকার ওরূপ ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৮ সপ্তর ।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২য় বাল্যমের ২৬৭ পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ১৫ ধারায় নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।

৪র্থ ও ৫ম পংক্তিতে “ বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাল্যমের ২ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদের ১১ ও ১৩ ধারায় ” এই সকল কথা ও সংখ্যার পরিবর্তে “ পৃথক বিষয়ক বিধিপুস্তকে ” এই কথা দিতে হইবে।

২। রাজ্যপালিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধীয় পুস্তকেও ওরূপ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে এবং মহালের কাছাকাছগণকে তদনুসারে সংবাদ দিতে হইবে।

৯ সপ্তর ।

১৮৮৪ সালের ৮ মার্চ তারিখের ১১৭০ নম্বর গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে রাজ্যপালিত ব্যক্তিগণের ও ক্রোক করা মহালের সাধারণ জমিদারগণের তার ১৮৮৪-৮৫ সালের প্রথম হইতে খাজানা ও কর একত্র করিয়া হাল তলবের শতকরা এক টাকার হিসাবে দিতে ও আদায় করিতে হইবে। খাজানাখানার সেলেক্টর খরচের কিয়দংশ দিবার “ তারিখ আদায় তার ও ” খাজানা ও করের হাল তলব খরচা হিসাব করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত আগামী রাজস্বসংক্রান্ত বৎসরের অর্থাৎ ১৮৮৪-৮৫ সালে ফলবৎ হইবে।

২। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২য় বাল্যমের ৯ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত সংশোধন ও সংযোজন করিতে হইবে;—

২৬৭ পৃষ্ঠায় ৪ পরিচ্ছেদের ১ ধারার ৫ম পংক্তিতে “ (সমস্ত কর ও খাজানার সুদ বাদ দিয়া) খাজানা ” এই কথাগুলির পরিবর্তে “ (সুদ বাদ দিয়া) খাজানা ও কর ” এই কথাগুলি যোগ করা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

জীযুত এচ. এ. ককুরেল সাহেব সি. এস. আই।

১০ নম্বর।

কোর্ট ফী ইন্টাঙ্ক্সের মূল্য প্রত্যর্পণ বিষয়ে, রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৯২৭ নং নির্দেশনের প্রতি রাজস্ব কার্যকরক-
নিশের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

নির্দেশন।

মন্ত্রিসভাসিদ্ধি ৩ নম্বরের ক্ষেত্র সভাপতি সাহেব নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে প্রাপ্যকরণ কোর্ট ফী
ইন্টাঙ্ক্সের মূল্য প্রত্যর্পণ করিয়া : প্রদেয় করিলেন :—

যদি কোন ব্যক্তির জালিয়াতী হেণ্টালী ইন্টাঙ্ক্স থাকে এবং উক্ত যদি নষ্ট বা ভাঙা
এবং অতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাধনের অকৃত্যকরণ অথবা অন্য অন্য কারণে উক্তের অবাধিত কোন ব্যা-
জাবে না আসে, তখন উক্তের কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রাপ্যকরণ জালিয়াতী প্রত্যর্পণ ইন্টাঙ্ক্স
সমর্পণ করিলে, এবং উক্তের ব্যক্তিগত করণার্থে মূল্য অতিশ্রুত করিবে, তখন উক্তের
উক্তের পূর্ণ মূল্য প্রদান করা হইয়াছিল, এবং সে চারিত্র্য সমর্পণ করা যাইলে উক্তের অবশিষ্ট
পূর্ণমূল্য ৬য় মাস সময়ের মধ্যে যে ৬০% ৩১% উক্তের কালেক্টর সাহেবের হস্তে আসে এই সকল
বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারিলে, এতৎ ইন্টাঙ্ক্স বিক্রয়ে : ডিক্লেইট করণ য টীকা প্রদত্ত হইয়াছে
তখন বাদ দিয়া তিনি প্রত্যর্পণ পূর্ণ মূল্য প্রদান করিলেন।

১। পূর্ণমূল্য বিধি ইন্টাঙ্ক্স প্রাপ্যকরণ ৩৪ তারিখের ১০ পরিচ্ছেদের ১০ (ক) দ্বারা বলিয়া এবং
বোর্ডের বিধিপ্রাপ্যকরণ ৩৪ বালার ৭ অধ্যায়ের ১০ পারচ্ছেদের ১০ (ক) দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইবে।

২। ১০ খারার শেষ দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারে পরিচিত হইবে।

"এই বিধি কেবল মাত্র তারিখের ১০ (ক) ও ১৫ খারায় বলিবে।"

BAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M.A. and B.L., Secretary, Translator

২৮ পৃষ্ঠার ৪ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার ৪ পংক্তিতে “নিম্নলিখিতরূপে প্রণীত করিতে হইবে” এই কর্তৃকথার পরিবর্তে “তলবের উপর শতকরা এক টাকা হিসাবে আদায় করিতে হইবে” এই কথা বসান ও এই ধারার অবশিষ্ট অংশ উঠাইয়া দাও।

২৯ পৃষ্ঠা, ৪ পরিচ্ছেদ ৪ ধারা। এ ধারাটি উঠাইয়া দাও।

৩০ পৃষ্ঠার ৪ পরিচ্ছেদের ৫ ধারার ২ পংক্তিতে “প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার পূর্বে” এই কথা কর্তৃক পরিবর্তে “প্রত্যেক অর্ধবৎসরের প্রথমে” এই কথা কর্তৃক বসান।

২৯ পৃষ্ঠার ৪ পরিচ্ছেদের ১৮ ধারার ৩ ও ৪ পংক্তিতে “(কর ও খাজনার সুদ বাদ দিয়া) খাজানা” এই কথা কর্তৃক পরিবর্তে “(সুদ বাদ দিয়া) খাজানা ও কর” এই কথা কর্তৃক যোগ কর।

৩৭ পৃষ্ঠা, ৬ পরিচ্ছেদ ৩ ধারা। ১৪ শীর্ষকে “২, ৩ এবং ৪ গবর্ণমেন্ট আফিসের সেরেস্তা, স্টেশনারী ও ডাকঘর” এই সকল কথা ও অঙ্কের পরিবর্তে “রাজাধিপালিত ব্যক্তিগণের এবং ক্রোড়ী মহালের সাধারণ তত্ত্বাবধারার্থ শতকরা ১ টাকা হার” বসান। এবং “৫” অঙ্কের পরিবর্তে “২” বসান।

G এবং H পরিশিষ্ট, ৩০৩ এবং ৩০৭ পৃষ্ঠা। G পরিশিষ্টের ১৪ শীর্ষকে এবং H পরিশিষ্টের ১৫ শীর্ষকে “গবর্ণমেন্ট আফিসের সেরেস্তা ইত্যাদি।—

১। তলবের ১,০০০ টাকার উপর সুদ বাদে শতকরা ৪।৫০

২। উক্ত খাজনার ৪,০০০ টাকার উপর শতকরা ১৫০

৩। উক্ত খাজনার ১৫,০০০ টাকার উপর শতকরা ৫০০

৪। অবশিষ্টের উপর শতকরা ১০০”

এই সকল কথা ও অঙ্কের পরিবর্তে “রাজাধিপালিত ব্যক্তিগণের এবং ক্রোড়ী কর্তৃক কর্তৃক সাধারণ তত্ত্বাবধারার্থ শতকরা এক টাকা হার” বসান; “৫” অঙ্কের পরিবর্তে “২” বসান এবং “৬ চিহ্ন” মন্তব্যে র মত হইতে নিম্নলিখিত কথা উঠাইয়া লও।

“যদি মোট খাজানা ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত না হয়, সমস্ত টাকার উপর প্রথমোক্ত শতকরা হার হিসাব করিতে হইবে। যদি ৫,০০০ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংশের উপরই কেবল দ্বিতীয় প্রকারের হার হিসাব করিতে হইবে। যদি ১০,০০০ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংশের উপরই কেবল তৃতীয় প্রকারের শতকরা হার হিসাব করিতে হইবে।”

২৭২ পৃষ্ঠার ৭ পরিচ্ছেদের ১০ ধারায় নিম্নলিখিত ৩ নম্বর রিটার্নের পাঠে হস্তান্তর প্রকরণ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

৩। ১৮৮০ সালের অক্টোবর মাসের ৩ নম্বর সরকারি অর্ডারের ৩ দফার ২ পংক্তিতে এবং ঐ সরকারি অর্ডারে সংযুক্ত বর্ণনাপত্রের দুই আদর্শ পাঠের ২ নম্বর শীর্ষকে “খাজনার” শব্দের পর “এবং করের” শব্দ যোগ কর।

৪। রাজাধিপালিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধীয় পুস্তকেও আদেশক্রমে সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। সকল মহালের কাগজপত্রের নিকট এই আদেশ প্রেরণ করিতে হইবে।

১০ নম্বর।

এরূপ অনেক স্থান বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের বিধান অনুসারে কোন মহাল বা ভূমির বিক্রয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইলে পর, এরূপ অবস্থায় কালেক্টর সাহেবের নিকট পাওনা বা কী বা ভদ্রাংশ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে যে তাহাতে সম্পত্তি বিক্রয়ের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বোধ হয় অথবা সহজেই অনুমান করা যায় যে পারে। এরূপ স্থলে কালেক্টর সাহেব সম্পত্তি বিক্রয়ের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে কিনা এবিষয়ে কোনরূপ আত্ম লিপিবদ্ধ না করিয়াই কিম্বা প্রস্তাবের টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদত্ত হওয়ার পর আত্ম দেওয়া যাইবে এরূপ মন্তব্য কোম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই কখনও প্রস্তাবিত টাকা গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। পরিণামে অব্যাহতি দিতে অস্বীকার করা হয়।

২। যদিও আইন দ্বারা নির্দিষ্ট শেষ দিনের পর টাকা দিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে আইনমত বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না, তথাপি বোর্ড সম্পূর্ণরূপে এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের বিরোধী; কারণ ইহাতে যে পক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন, তাহার অস্বাভাবিক সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা।

৩। কালেক্টর সাহেবদিগকে বোর্ডের বিশিষ্টপুস্তকের ১ খণ্ডের ১৪ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ৮ ধারা দেখিতে বলা যাইতেছে। উহার মর্ম এই যে যদি কোন কালেক্টর কোন বাকীদারের সুবিধার জন্য বিক্রয়ের দায় হইতে সম্পত্তি অব্যাহতি দিবার অভিপ্রায়িতর টাকা দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও আইনমত কাছা হইতে দেওয়া হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

৪। এক্ষণে বোর্ড আদেশ দিতেছেন যে যখনই কোন কাঁ লটের সাঁহেব একপ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবার আদেশ প্রদান করেন, তিনি সেই সময়ের, হয় বিক্রয়ের দায় চইতে বিজ্ঞাপিত সম্পত্তি অব্যাহতি পাইবে, না হয়, টাকার দিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করা সন্তোষ সম্পাদিত বিক্রয়ের দায় চইতে অব্যাহতি পাইবে না; স্পষ্টরূপে এই কথা বুঝাইয়া দিবার পর প্রস্তাবকারী কালেক্টর সাঁহেবের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করায় উহা গৃহীত হইল এই কথা স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করিবেন।

১. নম্বর।

বোর্ডের বিধিপত্রকের ১ম দাঁচীর ১৭৭ পৃষ্ঠায় ১২ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ৩য় সেকশনের রেজিটর নিম্নলিখিত আছে, তাহার তালিকায় নিম্নলিখিত রেজিটর সংযোজিত হইবে।

রাজস্ব সংক্রান্ত অর্থদণ্ডের ৩৭ ক নম্বর রেজিটর।

- ২। মর্শন, তালুক, বা মোজার নাম।
- ৩। অর্থদণ্ডে দণ্ডিত অধিদার, তালুকদার, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নাম।
- ৪। যে আর্দন ও যে দারার অনুস রে দণ্ড বিধান হইল।
- ৫। আজ্ঞার তারিখ ও মর্শন ও দণ্ড বিধানকারী কার্যকারী দের নামের আদান করা।
- ৬। যে তারিখ হইল যে তারিখ পর্যন্ত অর্থদণ্ড চলবে।
- ৭। অর্থদণ্ডের টেনশন মোট।
- ৮। অর্থদণ্ডের মোট টাকার।
- ৯। অর্থদণ্ডের মর্শন ও দণ্ডের মর্শন।
- ১০। অর্থদণ্ড করা করিবার আজ্ঞার তারিখ ও মর্শন ও কার্যকারী কার্যকারী দের নামের আদান করা।
- ১১। যে টাকার আদান হইল ও অতীতের আদান।
- ১২। আজ্ঞা দিবার তারিখ।
- ১৩। প্রত্যাপনের তারিখ, ৩ মাসের মধ্যে প্রত্যাপনের অর্থ দানকারী কার্যকারী দের নামের আদান করা।
- ১৪। মোটের আদান করা।

২। বোর্ডের বিধিপত্রকের ১ম দাঁচীর ১৭৭ পৃষ্ঠায় ১২ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের শেষে নিম্নলিখিত কএক ধারা যোজন্য করিতে হইবে।

“৫। কোন উপযুক্ত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড করিয়া আদেশ হইয়া থাকে ৩৭ ক নং রেজিটরে (১ চইতে ৮ পর্যন্ত ঘরে) আবশ্যিক কথা সকল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বোর্ডের তার প্রাপ্ত মুহুরী, এই সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই মর্মে প্রমাণিতপত্র দিবে এবং উহা এই মোকদ্দমার মর্শন সাবিল করা হইবে। কাগজপত্রের মধ্যে এই প্রমাণিতপত্র না থাকিলে চৌকাসে যে নথিতে অর্থদণ্ড বিহিত হইয়াছে তাহার বিভাগে সেই সকল নথি কখনও গ্রহণ করিবেন না।

৬। ৩৭ ক নং অর্থদণ্ডের রেজিটর মোটের আদানের বিভাগে বর্ণিত হইবে।”

৩। বোর্ডের বিধিপত্রকের ১ম দাঁচীর ১৭৭ পৃষ্ঠায় ১২ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদ,—

“৩৭ ক। রাজস্ব সংক্রান্ত অর্থদণ্ডের রেজিটর।” এই কথা বোঝা করিতে হইবে।

১০ নম্বর।

১৮৮৪ সালের জুলাই মাসের ১৭ নম্বর সরকারি অর্ডার সংখ্যা ৪১ নং দিবেগের ১৭ টেবিলের ১৭ টা পারা: কোন কার্য লিপিবদ্ধ করা হইল।
 ১। জুলাই মাসের অর্থদণ্ডের মর্শন ও দণ্ডের মর্শন (১ চইতে ৮ পর্যন্ত ঘরে) হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণিতপত্র দিবে এবং উহা এই মোকদ্দমার মর্শন সাবিল করা হইবে। কাগজপত্রের মধ্যে এই প্রমাণিতপত্র না থাকিলে চৌকাসে যে নথিতে অর্থদণ্ড বিহিত হইয়াছে তাহার বিভাগে সেই সকল নথি কখনও গ্রহণ করিবেন না।

২। দ্বিতীয় শ্রেণী।—কিরতলায় প্রমাণিতপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণিতপত্র দিবে এবং উহা এই মোকদ্দমার মর্শন সাবিল করা হইবে, মর্শন,—

- (১) অবশ্যিক কাল আদান বোর্ডের অর্থদণ্ডের মর্শন।
- (২) জুলাই মাসের অর্থদণ্ডের মর্শন ও দণ্ডের মর্শন (১ চইতে ৮ পর্যন্ত ঘরে) হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণিতপত্র দিবে এবং উহা এই মোকদ্দমার মর্শন সাবিল করা হইবে।
- (৩) জুলাই মাসের অর্থদণ্ডের মর্শন ও দণ্ডের মর্শন (১ চইতে ৮ পর্যন্ত ঘরে) হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণিতপত্র দিবে এবং উহা এই মোকদ্দমার মর্শন সাবিল করা হইবে।

১৮৮৭-৮৮ সালের ৪১ নং দিবেগের ১৭ টা পারা: কোন কার্য লিপিবদ্ধ করা হইল।
 ১। জুলাই মাসের অর্থদণ্ডের মর্শন ও দণ্ডের মর্শন (১ চইতে ৮ পর্যন্ত ঘরে) হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণিতপত্র দিবে এবং উহা এই মোকদ্দমার মর্শন সাবিল করা হইবে। কাগজপত্রের মধ্যে এই প্রমাণিতপত্র না থাকিলে চৌকাসে যে নথিতে অর্থদণ্ড বিহিত হইয়াছে তাহার বিভাগে সেই সকল নথি কখনও গ্রহণ করিবেন না।

[মর্শন সাবিল হইতে ১৮৮৭-৮৮ সালের ১৭ টা পারা: কোন কার্য লিপিবদ্ধ করা হইল।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 10, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড ।
নং (৩৪) প্রকৃতি ।

LAND ADVERTISEMENT.

কুমিল্লিবিষয়ক ইজ্ঞাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইজ্ঞাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ৬ দ্বারায় বর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেজরারি পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১১ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাল্লালা ও আদাচ রোজ নোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মেই।

মহল মগুরাবাদ।

| নম্বর
সার্কেন | নম্বর
তালুক। | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকী। | | | মতবা। |
|------------------|-----------------|--|--------------------|----------|-----------|--------|-------|-----|------------------------------------|
| | | | | জম্ব। | সেন। | রাজস্ব | সেন | মোট | |
| ৭৭৩ | ১৩১
২৫৭৮ | ধানেশ্বরীতহরি।
মোজা কাঞ্চননগর নিং অধিন
তালুক রণেশ্বরী। | চন্দ্র রায়
গং। | ৮২০৫৮ | ১৪৮১৬ ৩৩৪ | ৪৯১১০ | ৩৮৩১০ | | সম্পূর্ণতালুকা
নীলাম হ-
ইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

নীলামের নোটিস।

এস্তমুরনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ দ্বারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাদত ইংরাজি সন ১৮৭৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক রাজস্ব সন ১২৯১ সাল ১৫ আদাচ শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধাধা হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ দ্বারামতে ৮৫৮ ২ দস্তী ৮৪ × ১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৭ দস্তী ১১/১৫৫৮/১৮৫ - আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৫০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের ১২ ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯১/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনভূগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবলামাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ২১১২৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ দ্বারামতে ৮৫৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালীতে কৈবলামাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/২ আনার কাত সদর জমা ২১১২১১/৮ টাক তাহার সন ১২৯০ সালের ১২ ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

[Government Gazette, 10th June 1884.]

১৪৭ সন পরগনে কলিকাতা কি: বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক
• টেকদালাখ বিধান ওগররহ সনর জমা ...

৩৬৭ ১১/১০ টাকা মথ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১১ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে টেকদালাখ বিধান ওগররহ নামে ১১ আনার কাত সনর জমা ১৮৩৬১০ ১১ টাকা
ভাটার সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না
হওয়াতে ৭৫৬।৯৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ সন কি: পরগনে বালিয়া তরফ যছুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সনর জমা মার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫১৩ টাকা মথ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১০ - আনার কাত সনর জমা মার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১।১০ টাকা ভাটার সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২।৬১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে
জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য
নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

তফসীল।

| ক্রমিক
সংখ্যা | সন
১২২০ | সন
১৮৫২ | নাম মহাল। | মালিকের নাম। | সনর জমা | বাকী কিং
আদারি
১৮৮৪। | টেকিয়ত। |
|------------------|------------|------------|---|--|---------|----------------------------|---|
| ১৯৩৩ | ৭২ | ১৮৯ | চাঁদচাঁ পুটীয়া জো-
য়ার পাং বরদাখাত
হিং ১১/১০ - ক্রান্তি | গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র-
চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র
দাস উমাচন্দ্র সেন রাজ-
নীকান্ত সেন।

ঈমতী উমাতারা অ: মৃত
স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত
গোলোকচন্দ্র দেব।

ঈমতী উমাতারা গুণী
অ: মৃত স্বরূপচন্দ্র
রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো-
হন সেন সাং দারডা
পাং বরদাখাত খানে
খোজা। | ১৭০৮ | ৫৩৪ | প্রকাশ থাকে যে
এই মহালের শেষ
পুনঃবন্দোবস্তে
সরকারি রাজস্ব
২০৯০ টাকা ধায়া
হওয়াছে এই জমা
খরিদারের ১২২১
সন হইতে দিতে
হইবে। |
| ১৯৩৪ | ৭০ | ১৮৯ | তিলচাঁ জোয়ার
পাং বরদাখাত
হিং ১১/১০ -
ক্রান্তি। | চাঁদচাঁ দাস মজুমদার
সাং নৈয়াইর পাং
ঈচাঁইল, রামকিঙ্কর
রায় সাং চাঁদচাঁই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশিচন্দ্র দে সাং
তথা ঈমতী ঈমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর
পাং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং
তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা। | ৬৬৩৫১ | ২০৬/১০ | |

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আগস্টের ৬ খারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২০ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতানী ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় রহস্যভিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে একাধা নীলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ যে।

| মহালের
নাম। | মহাল ও পরগ-
নার নাম। | বাকীদার মালিকের নাম। | সদর জমার
তাইন। | বাকীর
পরিমাণ। | টেকিয়ৎ। |
|--|--|---|--------------------------------|--|----------|
| প্রথম প্রাগী
ইস্তাহারি বন্দ-
বস্তী মহাল। | ১ নৌমতপুর পং
পাড়া। | সৈয়দ মজলে রহমান ওরফে আলী-
রাখা দিগর।
বান গজার কর মৌজা গিহলা তৎ-
সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও গির-
পাড়া রকম ১২১। আদার সদর
জমা বিঃ
কুশমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা
জমির জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী সৈয়দ মজলে রহমান ওরফে
আলী রাখা দিগর সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ১১৩২৮২
৪২৫০০
৫১০
৪৮৫০ | | |
| ২০ রাধাকান্তদাসী
পং পাড়া। | কছিমদী মিস্ত্রী দিগর
বান ছাকি আছালদী মিস্ত্রী ৫০৫১
বিঘা জমির জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী কছিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর
জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৬২২১১১১
২৪৫০০
৫২৯৫১১ | ১২২।৫১
৪৬।০ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবে।
এই বাকীর জমা
এই অংশ মিলান
হইবে। | |
| ২১ বসন্তপুর
তুরনীট। | সৈথ ছাকিফজলদীন আছালদী দিগর
সদর জমা।
এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল
নাথালগের তৎক শরতকুমারী
দাসী রকম ১১০০ আদার হোল
তৎক ১১২১ তারিখ রকম ৬০
আদার সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১১০৮১৮
২৪২৪১/৬ | ৪২৯১।/৬ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নীলাম
হইবেক | |
| ২২ বসন্তপুর
মণ্ডলঘাট। | মণ্ডলঘাট দিগর
এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল
নাথালগের তৎক শরতকুমারী
দাসী ১১০০ আদার সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২২৩৭২৮৫০
(৮১)
৩৮০৫০ | ১২২৩৫০ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। | |
| ২৩ সাধনখালি
বালা। | মলোহর সুখোপাধ্যায় দিগর
এই মহালের মধ্যে বালাদাস মল
মেনোজার ইস্টেট মিঃ জিলা
রাগচৌধুরী দিগর রকম ১১০
আদার সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ১০১৪৮৮৮
১০১৪৮৮৮ | ৫০ | এই বাকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। | |

| ক্রমিক
সংখ্যা | ঘরান ও পর-
গনার নাম । | বাড়ীদার নামিকের নাম । | সদর জমার
ভাইন । | বাড়ী
নরিকার । | টেকিফর । |
|------------------|---|---|--|-------------------|--|
| ৫৫ | এখম শ্রেনী
ইন্ডিয়ান বন্দ-
বস্ত্রী মহাল ।
চাঁপাহাটি পং | যত্ননাথ বলাং দিগর ... | ৫৮১০/২ | ৩৫১০ | |
| ৫৬ | পাথুরা ।
এ এ | যত্ননাথ বলাং দিগর ... | ৬০৬১০/২ | ১১৩১১০৩ | |
| ৫৯ | বাখালডিতি
পং পাথুরা | সৈয়দ আবুল হক্কর দিগর ...
বান অভয়চরণ মল্লী রকম ১১৪৫
আনার সদর জমা এঃ
উপেক্ষারায়ণ মল্লী দিগর রকম
১১৪৫ আনার জমা বিঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।
বাঁকী সৈয়দ আবুল হক্কর দিগর ...
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ৭২২৫/১
২১৪/০
২১৪/০
৪২৮০ | | |
| ৬২ | এ
রাখজালান পং
মণ্ডলবাট । | কানাইলাল শীল দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নাথানগের ভরক শরৎকুমারী
দাসী রকম ৮৫ আনার সদর
জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ১৯৩৭৪৫২।
২৭২৫১১/০ | ৯৩৯/০ | এই বাড়ীর জমা
এই অংশ নী-
লায় হইবেক ।
এই বাড়ীর জমা
এই অংশ নী-
লায় হইবেক । |
| ৬৭ | এ
গুড়বাড়ী
পং চৌমুহা । | গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র
ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিদামপুর ২
মোজায় মোলআনা সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ২৬৯৫৫৬
৬৯২০৯ | ৪৭২০৯ | এই বাড়ীর জমা
এই অংশ নী-
লায় হইবেক । |
| ৭২ | এ
সেরপুর
পং বালিয়া । | সেখ কাদেরবকস দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নাথানগের ভরক শরৎকুমারী
দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ১০০৯১১০৯
৫৮৪৫০৬। | ২০১৩১১/৯ | এই বাড়ীর জমা
এই অংশ নী-
লায় হইবেক । |
| ১১০ | এ
খালড
পং খালড । | রাণী লালনমণি দিগর ...
বান ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র-
বাল্য দাসী রকম ৫০ আনা সদর
জমা
উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১০
আনা সদর জমা
রাজা এখমনাথ রায় বাহাদুর রকম
৫০ আনা সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।
বাঁকী রাণী লালনমণি রকম ১০ আনা
সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ১০৩৯০১১০
৭৭৯০
৬৪৯০
১২৯৮৫/০
৯৭৪১০
৬৪৯০ | ১৭১১১০ | এই বাড়ীর জমা
এই অংশ নী-
লায় হইবেক |

| সংখ্যা
নং | মহাল ও পরগনার
নাম। | বাঁকীদার মালিকের নাম। | সদর জমার
ভাইন। | বাঁকীর
পরিমাণ। | টেকিয়াং। |
|--------------|---|---|---|-------------------|---|
| ১১১ | প্রথম জোনা ই-
জুরারি বন্দ-
বস্তী মহল। | জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...
বাদ আমন্দমণী দেবী একত্বিকিউটর
ইফেট হুন্দারমজ্জার রায় রকম ১/০
আনা সদর জমা।
হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত জমিদার
পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী
তিন মৌজার রকম ১/০ আনা
মধ্যে ৬/০ আনা সদর জমা।
প্রমাদদাস গোস্বামী রকম ১/১১ =
আনার জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭২৬/৩
২২৬৫/০
৮২/০
১৫১/০
৪৬০/০ | | |
| ১১২ | মল্লিকগাতি পাং
গৌর। | প্রমাদ দাস গোস্বামী দিগর ...
বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর
রকম ১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী প্রমাদদাস গোস্বামী দিগর
রকম ৫০ আনা জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ২২৬৮/২
৭৪২/১
২২২৬/২ | ৩.০/০ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নী-
লম হইবেক। |
| ১১৩ | চাতরাবাস
পাং বোর। | রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...
বাদ নামাজন্দরী দেবী রকম ৩/১১
আনার সদর জমা।
নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১.৫ আনার
সদর জমা।
দিননাথ চৌধুরী রকম ১/১০/০ আ-
নার সদর জমা।
অকালোদ্য বুদ্ধোপাধ্যায় রকম ১/১৮/১১
আনার সদর জমা।
কালিকানন্দ গাল দিগর রকম ১/১৫/১১
গাং সদর জমা।
মলজী চৌধুরী বাদে চাতরা নাম
দেবপুর, দেবুড ও মৌজার রকম
১/১৮/১১ আনার সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাঁকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর
জমা।
মোদামি বন্দ- ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বস্ত। | ৭৪০/১/১
১৪৯/০
৬৬/১
৫১৫/০
৮৮/১/০
৩১/৮/০
১২৭৫/০
৫১৫/১
২২৫/১/১ | ১৬৯/১৫ | এই বাঁকীর জন্য
এই অংশ নী-
লম হইবেক। |
| ১১৪ | সুলতানপু. চর অমৃতলাল গোস্বামী দিগর
পাং পাটমহল। | বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২০৯/১/১
৪৬২/১/১
৪১/৮/১ | | |

| ক্রমিক
নং | মহাল ও পরগ-
নার নাম। | বাণীকার মালিকের নাম। | সদর জমা
টাইম। | বাণীকার
পরিমাণ। | টেক্সিৎ |
|--------------|---|---|--|--|---|
| ২১৫৮ | মোদাশিবদাস
অপূর্ণপুর চাক-
রানপং মিঃ হুটী | বাণী অমৃতলাল সেন দিগন্ত রকম
১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।
মাণিকলাল খীল নাগালগের তরফ
শরতকুমারী দাসী দিগন্ত।
দাম কানাইলাল খীল রকম ১১/১২
আনার জমা এঃ
গোবিন্দলাল খীল রকম ১৪ আনা
জমা বিঃ।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ২৬৪ ১/৬
রোড নং
৪১১৪১১
৬৫৬১/৫
৩৯৩৫০/০
১৩১ ১/০
৫২১০০ | ২১০ | এই বাণীকার জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬৩৩ | প্রথম প্রবী হে-
মুদ্রারি বন্দ-
বস্তী মহাল।
হুটীপুরের মা-
মিল অমর-
পুর পঃ হুটী-
পুর। | বাণী মাণিকলাল খীল নাগালগের
তরফ শরতকুমারী দাসী
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।
যত্নাথ ঘোষ দিগ
এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর সেন দাস
১০ আনাকে বোল আনা করিয়া
তাহার রকম ১/৬১ = আনার সদর
জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৭০৬১৮
৫৮৫০০ | ১৬৫০ | এই বাণীকার জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬৩১ | কোলকুল পঃ
হুটীপুর। | চক্রবর্তী বন্দোপাধ্যায় দিগন্ত | ১১০১৮ | ১২৫০০ | |
| ৩৬৩২ | মামলপুর চাক-
রান হুটীপুর। | বটনাথ সেন দিগন্ত
এই মহালের মধ্যে অদিকনাথ চক্রবর্তী
রকম ১০ আনা জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৮২১৫১ ১/১
১২১১০ | ২৯০/৬ | এই বাণীকার জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬৩৩ | মোদাশিবদাস
চাঁওড়াচঃ পঃ
ঘোষ। | বাণী লালমণি দিগন্ত
দাম ব্রজনাথ জৈনানি রকম ১ আনা
সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৭০৬১৮
২২৭০০ | | |
| ৩৬৩৪ | প্রথম প্রবী হে-
মুদ্রারি বন্দ-
বস্তী মহাল। | বাণী বাণী লালমণি দিগন্ত রকম
১/১০ আনা সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৫৯৯০৮১ | ৬২১০০ | এই বাণীকার জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ৩৬৩৫ | মোদাশিবদাস
চাঁওড়াচঃ পঃ
মোদাশিবদাস | মাণিকলাল খীল নাগালগের তরফ
শরতকুমারী দাসী। | ১৪৫৭ | ৩৫২৫০৯ | |
| ৩৬৩৬ | প্রবী হুটীপুর
পঃ মণ্ডলগাটে। | বালিলাস সেন মেনেকার কাঁদরে
গিরজালাল রাধচৌধুরী দিগন্ত।
এই মহালের মধ্যে রকম ১০ আনা
মালিক চন্দ্রনাথ হেন সেন জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।

রকম ১/১০ আনার মালিক অমৃতনাথ
সেন সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭২১৭
২০৬
৭১১০ | ২৮ ম ফ্রিক এই অংশ ১৮৮৪।
খোর নং
১০৮০০
১০ অমৃতনাথ
কৌতীর
৮১১.৬
১০৫৫০৯
২৮ মার্চ
ফ্রিক
২৬/৯
১০ অমৃতনাথ
২০১০০
৮১১০ | ২৪ মার্চ নীলাম
হুটীপুর খরিদার
কেবল বাণীকার
টাকা দিয়া অম-
মিত টাকা না
লগায় এই বাণী-
কার টাকা জমা
করা গিয়াছে অম-
লা এ প্রথমবার
দানের দারিজে
ও মুকিত এই
অংশ পূরণার
নীলাম হইবেক। |

জিলা দুর্গাঙ্গীয়াস ।

ইজারীর দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ৬ ধারাবর্তে জিলা দুর্গাঙ্গীয়াস সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাজলি সন ১২২০ সালের ৯৭৫ কিস্তী কমিশনের বাকী রাজস্ব আদায় না সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২২১ সালের ১১ আশাঢ় মজলদার জিলা দুর্গাঙ্গীয়াসের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল ১৭ ব্রিখ ১৭ খ্রিষ্টাব্দ ।

| ক্রমিক
নং | মাজলি
একার | ভৌমিক
নং | নাম
দেহাল ও
পাশ | নাম
ভালুকদার | সদর
জমা | বৈকির
২ |
|--------------|-------------------|-------------|--|--|------------|---|
| ১ | প্রথম জেদীর মাহাল | ৪৪ | জরফ কানুয়া পাঠার-
দক পুর । | কৃষ্ণকান্ত রাই কল্যাণান্ত রাই গোপীকান্ত রাই প্রভা-
বতী মাসা। মাজা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রাই আবালগ । | ৩২৪৪০৭ | এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী মাসা ও কল্যাণান্ত রাইয়ের
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাবে কৃষ্ণকান্ত
রাই ও গোপীকান্ত রাইয়ের একতালী অংশ ১০ আনার
কাজ মতর জমা ১৪৭৭/৪ টাকা নীলাম হইবেক ।
বাকী ৭১৬৫/০ টাকা । |
| ২ | ঐ | ৪৪ | জরফ কানুয়া পাঠার-
দক পুর । | ঐ | ৩২৪৪০৭ | এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী মাসার পৃথক করিয়া লওয়া
অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রাই গোপীকান্ত রাইয়ের
একতালী অংশ ১০ আনা বাবে কল্যাণান্ত রাইয়ের
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাজ মতর
জমা ১২৩১/৭ টাকা নীলাম হইবেক ।
বাকী ৩৫৮৭/৩ টাকা । |
| ৩ | ঐ | ৩৭ | জরফ কানুয়া পাঠার-
পাশাণী । | রাই মেতাবর্তী মাজার দাহদুর | ১১৪২১০ | রাজস্ব বাকী ৪৬০৭/১১ টাকার জমা মতর মাহাল নীলাম
হইবেক । |
| ৪ | ঐ | ২২২ | কিসমত খোজপাঠ-
ভূমী পাশগলে বাই-
দক নিংহ । | হিরাল ম চৌধুরী বাইমলম চৌধুরী অধিনীকতার
মুক্তকী বটুকমল মুক্তকী বাইমলম গোয়াসী । | ৭০৪২১১ | মহলাত্রী বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জমা মতর
মাহাল নীলাম হইবে । |

| ক্রমিক
নং | স্বত্বাধার
নং | জমিদার
নং | নাম স্থান ও পরিমাণ। | নাম জমিদার। | সময় | টাকাসহ। |
|--------------|------------------|---|---------------------|--|---|--|
| ১ | ৪৩৬ | কিন্দ্রপদপারগনসাহা-
জাতিপুর পং সাহা-
জাতিপুর। | ৪৩৬ | দিপিকবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল
ব্রাহ্মচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল সিন্ধু ললিত-
মোহন বৈদ্যনাথ ওকদাস লক্ষ্মনদাস গণেশচন্দ্র
গজানীরাইয়ন কুলদাশ্রাম গোপেশ্বর সেন বনুসখী
দাসা। কামলাকান্তর মুখোপাধ্যায়। | ৩৩৬৫/৭ | এই মহাল মধ্যে বনুসখী দাসার ও কামলা কান্তর
মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ নীচ
গোপেশ্বর সেন সিংহের একমালী অংশ ১১/২২
গোপার কান্ত সন্নয়র অংশ ২০৯৪/১০ টাকা নীচ
হইবেক।
ব্রাহ্মচন্দ্র দাসী ৭২৬/১১ |
| ২ | ৪৩৭ | কিন্দ্রপদপারগনসাহা-
খালী পরগনসাহা-
খালী। | ৪৩৭ | বীরচন্দ্র নদীরাইয়ন চৌধুরী শ্যামসুন্দরী দাসা।
সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী
অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী। | ১৩৭৭/৬২ | এই মহাল মধ্যে গদাধর চৌধুরী চৌধুরী পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ বীনে শ্যামসুন্দরী দাসা। সিংহের এক-
মালী অংশ ৬/১১/০ কান্ত সন্নয়র অংশ ৫৫৩/১১ টাকা
নীচ হইবেক।
ব্রাহ্মচন্দ্র দাসী ১১৩ আনা। |
| ৩ | ৫০৮ | ডিহি আতাউ
েরপুর। | ৫০৮ | চন্দ্রমণি দাসা। থাকমণি দাসা। অলি দাতা সিংহ
বোম্ব অম্বনাথ বোম্ব কান্তকান্ত বোম্ব গোপীক-
ন্দরী দাসা। | ৩৪৫২/১-
১১
পুলিস
২৬/৮-
৩৪৭২/৭ | এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী সিংহের পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ ১১০ আনা দাঁটন চন্দ্রমণি দাসার এক-
মালী অংশ ১১০ কান্ত সন্নয়র অংশ ১৭২৬/১০
টাকা ও পুলিস ১০৪ টাকা নীচ হইবেক।
বীণা ... ৫৭৪/০
পুলিস ... ৩/১০
৫৭৭৪/১০ |
| ৪ | ৫০৯ | কিং পং ইজিরাবাদ
পং উজিরাবাদ | ৫০৯ | বৈদ্যনাথ রাই কান্তকান্ত ও তারকনাথ ভট্টাচার্য
নন্দকান্ত ও বিজয়নাথ পানচৌধুরী গোলাপমণি
দেবী অগস্ত্য পাঠক লক্ষ্মীমণি দেবী গোবিন্দ
ভৈরবী দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ
রাই। | ১১/৮৩/৩ | এই মহাল মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের পৃথক করিয়া
লওয়া অংশ ১২৬৩ দ্বিজেন্দ্র সন্নয়র অংশ ৩৭৭/১০ টাকা
নীচ হইবেক বাকী ২৮/৭ টাকা। |

| ক্র | বিভাগ (স্বাক্ষর) | তারিখ | কোষ | মোজা এন্ড পুস্তক | কোষ | কোষ | কোষ | কোষ |
|-----|------------------|-------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|
| ১৭ | বিভাগ (স্বাক্ষর) | ১৮৮৪ | কোষ | মোজা এন্ড পুস্তক | কোষ | কোষ | কোষ | কোষ |
| ১৮ | বিভাগ (স্বাক্ষর) | ১৮৮৪ | কোষ | মোজা এন্ড পুস্তক | কোষ | কোষ | কোষ | কোষ |
| ১৯ | বিভাগ (স্বাক্ষর) | ১৮৮৪ | কোষ | মোজা এন্ড পুস্তক | কোষ | কোষ | কোষ | কোষ |

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

BERHAMPUR,
The 13th May 1884

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনার জিলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদার জন্য আগামি ৩০ জুন বোতাবেক ১৯৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওকরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

| ভৌজি
নম্বর। | মহাল ও পর-
গনার নাম। | মালিকের নাম। | মোট সদর
জমা। | যে অংশ বিক্রী হইবে। | বাকী পড়া
অংশের
সদর জমা। | ১৮৮৩। ৮৪
সালের মার্চ
কিস্তির বাকী। |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|--|
| ৬ | পরগনে আগর-
পাড়া কিসমত
আগরপাড়া। | গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী
দিগর। | ১৩৬২।৬ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হি-
স্যা অরেন্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আন। | ১৩৫৬।২ | ৩।০ |
| ২৮ | পং হিলকি কিং রাজমোহন রায়চৌধুরী
কেড়াগ চি। | | ৫৮৩।৫ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ৫৮৩।৫ | ১৭০৫।০৬ |
| ২৯ | পং খলিমখালি ইব্রাহিমখান দেরা
কিং খলিমখালি দিগর। | | ৮২৭।১১ | ঐ ... | ৮২৭।১১ | ১৩০।৫১ |
| ৩৪ | পং হিলকি কিং অরেন্সনাথ রায়চৌধুরী
গন্ধরপুর। | দিগর। | ১২৩।১৪ | ৫ হিস্যা আনন্দমোহন
মোহররকম / ১২ গণ্ডা। | ১২৬।০ | ৩৩।১/১ |
| ৬৭ | পং তালিবপুর কিং গোবিন্দমোহন বসু দি-
তালিবপুর। | গর। | ৫৩২।৬ | ১ হিস্যা ... | ৪৭৪।১ | ১১৩।৪ |
| ৭২ | পং দাতিয়া কিং চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...
দাতিয়া। | | ৪৭৩২২।৬ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ৪৭৩২২।৬ | ১৯০৬।২১ |
| ১০৮ | পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...
বাবুলিয়া। | | ৫১১।৫ | ৩ হিস্যা মুনলী আশা-
বদীন আশাশুদ রকম
/ ১২ গণ্ডা। | ৫১১।০ | ৩৬।৫ |
| ১১১ | পং বাজিতপুর লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী
কিং বাজিতপুর। | দিগর। | ২২২।১১/১১ | ২ হিস্যা লোকনাথ ভক্ত
চৌধুরী রকম ৮৮৫ দণ্ডি। | ৫৮২।৮ | ১১।৩ |
| ১২৫ | পং বুড়ুন কিং থাকমণি চৌধুরী দিগর
বৈকাটি। | | ৭১২।৬।১৬ | সম্পূর্ণ মহাল ... | ৭১২।৬।১৬ | ৩৩।৬৭৬ |
| ১১৭ | পং তালুকা কিং রাজকুমার মোহর দিগর ...
তালুকা। | | ১৪৯৪৩।৮ | ১ হিস্যা মেহেরউল্লা
চৌধুরী দিগর রকম
(১৮৮/১১১/১৫ | ৮৫৩।৮ | ২৫৬।৭।১ |
| ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৮৫৯ সালে ১১ আই-
নের ১০ ধারানুযায়ী
স্বতন্ত্র হিসাবের ২১
হিস্যারকম ১৬১২ তিল
কৈলাসচন্দ্র সরকার
দিগর। | ২০।৭ | ৭।৮ |
| ১৩১ | পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...
ভাঙ্গিয়া। | | ২০৩২২।৬ | ১ হিস্যা বঙ্গ। আন। | ১০১১১।৯ | ৬৫৬ |
| ১৩২ | পং মলই কিং পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী
মলই। | দিগর। | ২২২৭২।১১। | ২ হিস্যা মনোজনাথ রায়-
চৌধুরী দিগর। | ২২২৭।৬ | ৮৭৬।৮ |
| ১৫২ | পং সর্পাচরণ ভবনমোহন মজুমদার
কিং মামড়া। | দিগর। | ৫৪২।৮ | ১ হিস্যা ভু বনমোহন
মজুমদার ১৫।০ আন। | ১৩৭।৬ | ৬১।০।১ |
| ১৬১ | পং কুন্দরন কিং জহিরদি সরকার দিগর
১৬৫ নং লটি
আবুনি রমজান
নগর। | দিগর। | ১৮৮৪। | সম্পূর্ণ মহাল ... | ১৮৮৪। | ১৪০০।৬ |
| ১৯১ | পং মলই কিং হা-
জরাকাটি। | পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী
দিগর। | ৮০০।১০ | ৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ
রায় চৌধুরী দিগর
১৫।০ লটি। | ৮২।৫ | ৩২।০।১ |

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইতার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মহাবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগারেদ ২৮ মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং সমান্য গাওয়া চলিত আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় অদাঙ্গ করা যাউতে পারে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। স্তাবণ সোমন্যর তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিবা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

| নং
ভৌজ। | নাম মহাল। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাকী। | টেকিয়ুৎ। |
|------------|---|--------------------------------|----------|-------|----------------------------|
| ১২ নং | পং আদীয়া জমিদারি হিসাব ১০ আনা ১৮৫২। ১১ আইনমতে পারিষ্ক বাদে এজমালি। | ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ। | ২৪৭/৪ | • | • |
| ঐ | ঐ ১৮৫২। ১১ আইনের ১০ ধারামতে উক্ত ১০ আনা মধ্যে হিসাব ১৭ গণা। | ৳রিশরণ মজুমদার ... | ২৪৫৫/১১ | • | • |
| ঐ | ঐ ঐ হিসাব ১৫ কড়া ... | নবাবআলি চৌধুরী গরুরহ | ৩১/১৮ | • | • |
| ঐ | ঐ ঐ উক্ত ১০ আনা জমিদারি হোল আনা রকমে হিসাব ১৭ গণা। | গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ। | ১৪৮/৩ | ১২৫/৬ | পারিষ্ক হিসাব নিলাম হইবেক। |
| ২৩ নং | পং বড়বাজু জমিদারি হিসাব ১০ আনা হোল আনা রকমে ১৮৫২। ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব ফরী হিসাব বাদে এজমালি হিসাব ১০৫/৪ দীপ। | দৈরদ হাসানজান গরুরহ .. | ৪৪৬২/০ | ৭০৫২ | এজমালিহিসাব নিলাম হইবেক। |
| ঐ | ঐ হিসাব ১৮/১ দীপ ... | যেঃ কেতুড সাহেব .. | ৫৩৩/০ | • | • |
| ঐ | ঐ হিসাব ১৮ গণা ... | সাজে এনায়েত উল্লা চৌধুরী | ৩২৪১/০ | ১২৩৫ | পারিষ্ক হিসাব নিলাম হইবেক। |
| ঐ | ঐ হিসাব ১৮/১২ দীপ .. | করিমমোহা চৌধুরানী ... | ৮৭২/০ | • | • |

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

| | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ৫২২৮ | পং পুথুরি চর আরজবাতি ও হেমচন্দ্র চৌধুরী গরুরহ ... | ২০৫/০
উরেকন ১/০ | ১০/১২
উরেকন ৩/০ | মোট মহাল নিলাম হইবেক। |
|------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|

The 30th May 1881.

E. G. GLAZIER,

Collector.

কালৈতী জিলা রংপুর ।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএন কিস্তী কালকুল মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী কেন্দ্রারি তলবের ২৮ মার্চ স্বর্ধ্যান্ত পর্যন্ত এবং তদপরে তিন্ন তিন্ন জিলায় কালৈতীরে হুতী হার আদায় হইয়া যাঁহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪ । ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার আত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি ।

| ভৌতির
অনুসার । | মহালের নাম ও
পরামর্শ । | মালিক । | সদর জমা । | বাকীর পরি-
মাণ । | বৃত্তব্য । |
|-------------------|---|--|------------|---------------------|---|
| ৫৭ | বড়বাড়ী ওগয়রহমৌজা
চকলে কাছারি হাট । | শ্যামকুমার দাস, বামাজুমারী
দাসিয়া কঙ্কমোহন চাকি
তারামণি দাসিয়া চক্ক
গোবিন্দ দাস । | ৪১৫। ৬০ | ১৬। ১০ | বামাজুমারী দাসিয়ার
১১৮৫৬৯ পাঁচ সদর
জমার অংশ তাহার
পৃথক হিসাব আছে
তাহা বাতিত অপরাপর
অংশ বাকী । |
| ১৩৭ | বায়নগর মৌজা, চাকল
কাছারি হাট | মৌদামিনী দাসিয়া | ১৩৪১৫৬। ১ | ৪২৮। ৬৪ | |
| ২২১ | খোদা মুরাদপুর ওগয়রহমৌজা
মৌজা পং পত্রাবন্দ | মকিবল্লত সেন জাছরা
সেন, বাহাওরচাঁদা চাঁদা
খাজুন, ও চরিসল
আলম বাবুল খোদা
চৌধুরী ওরফে ভোমা মিত্র
ও দুলা মিত্র । | ২৪৩২৭৬। ১১ | ৫১০। ৬৮ | বাবু মকিবল্লত সেন
নেবহারিনী ১৬০ আনা
অংশ বাদ দেওয়া
গেল । তাহার অ-
ল্প ছিহাব খোলা
গিয়াছে । |
| ২২৩ | খামার কুরমা ও গয়রহমৌজা
পং পত্রাবন্দ । | এনাচুড়া চৌধুরী
জাহ্নবীমোহা চৌধুরী
মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা
চৌধুরী । | ২১০৪৮৬। ১১ | ১৮২ । ৬২ | খাজে এনাচুড়া চৌধুরী
বিশেষ ১ নম্বরে
হিসাব পৃথক খামার
সদর জমা ১০২১১। ৬
পাঁচ এ অংশ বাতিত
অপরাপর অংশ বাকী । |
| ২৪২ | চক ডুগাপুর ওগয়রহমৌজা
মৌজা পং পত্রাবন্দ । | খোদা মুরাদপুর চৌধুরী
এনাচুড়া চৌধুরী
বিবি চৌধুরী, জনা
দুর্জা চৌধুরী সুমিয়মোহা
বিবি জতন বিবি চৌধুরী
দানী, গয়রহমৌজা পং
ইসলাম কানাতা লাকী
মা নেজাব নেজামুদ্দিন
মহম্মদ নেজামুদ্দিন মতা-
ম্মদ চৌধুরী, জা মনমোহা
বিবি মতা ও জাহ্নবী
পং জাহ্নবীমোহা
চৌধুরী নাবালগ । | ১৮২২৬৬। ৮ | ১৪ । ৬৮ | গয়রহমৌজা তদ্বাদীনেব
অংশ খামার সদর
জমা ৪৩১। ৬ পাঁচ ও
খামার পৃথক হিসাব
খোলা হইয়াছে তদ-
বান্দে অপরাপর অংশ
বাকী । |
| ১১০ | আলিগাঁও পং | চক্কালিঙ্গর বায়, গোপাল
চক্ক বায়, রাজলক্ষী
চৌধুরী, জাহ্নবীচক্ক চৌ-
ধুরী, ইজামম্মী চৌধুরী
বৈলোকনাথ মাহী
মাহা নেজাব পং কোড়
চক্ক কেশব বায় নাবা-
লগ জাহ্নবী চৌধুরী
কুড়াগু সকার । | ৫২৮১৬। ১১ | ২০৬। ৪ | কুড়ান সরকারেব নিজাংশ
৬০ তিন আনা এ
অংশ বাকী |

RANGEPOLE COLLECTORATE

The 30th April 1884.

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

জিলা দিমাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা লম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুতাবে জিলা দিমাঙ্গপুরের মধ্যস্থতী বিভাগস্থিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানারী এবং অধ্যাক্ষ্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্কটের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় সম্বন্ধে ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে করা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইন্তুরারি জমাখাজ হওয়া মহাল।

| নম্বর
ভৌজির। | নাম মহাল ও
পরিগণনা। | নাম মালিক। | সদর জমা। | যেবাকী জন
নীলাম হইবেক। | মন্তব্য। |
|-----------------|---|---|----------|---------------------------|---|
| ১৩০ নং | মৌজা চারখড়া
গয়রহ পরগণা
শিলচরবাড়ী। | কাতায়নী দেবী
জয়কিশোর চৌধু-
রীপ্রভৃতি। | ১৬৯১৮৬ | ৯৯৯৮১ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২০৭ নং | মৌজা দৌলতপুর
গয়রহ পরগণা
রাজমগুর। | ভারকমাথ চৌধুরী,
জয়েশ্বরী চৌধু-
রানী অর্থাৎ পক্ষে
মৌসলাম চৌধু-
রীপ্রভৃতি। | ৪৬১০১১ | ৪৮০১৮ | এই মহালের মধ্যে লালমোহন
চৌধুরীর ৭০ আনা অংশ
স্বাক্ষর ৪৮২১/১০ আনা সদর
জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯
সালের ১১ আইনের ১০ ধারী-
মুতাবে পৃথক আছে তাহা বাদে
বাকী ৭০ আনা অংশ স্বাক্ষর
৪০৭৭৮৮১ পাই সদর জমা হয়
এ একমালী অংশ বাকী পড়ায়
তাচই নীলাম হইবেক। |
| ২৬৩ নং | মৌজা গোবিন্দ-
পুর গয়রহ পর-
গণা মোড়াবাড়ী। | দীপমাথ মজুমদার
ও মৌলোকমাথ
মজুমদার প্রভৃতি। | ৬৭৯৬১৮৩ | ২৫১৭ | মৌজা কেমুল ও গোবিন্দপুর
বাদে এই মহালের মৌলোকমাথ
মজুমদারের ১৪ = ক্রান্তি অংশ
১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০
ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া
৫১৩০৫ পাই সদর জমা স্বাক্ষর
আছে এ অংশ বাকী পড়ায়
নীলাম হইবেক। |
| এ | এ | এ | এ | ২৫১১১ | এ মত দীপমাথ মজুমদারের
হিসাব পৃথক স্বাক্ষর ১৪ = ক্রান্তি
অংশের ৫১৩০৫ পাই জমা
স্বাক্ষর আছে এ অংশ বাকী
পড়ায় নীলাম হইবেক। |
| এ | এ | এ | এ | ২৫১১৩ | এ মত কালীসুন্দরী দেবার ১৪ =
ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই-
য়া ৫১৩০৫ পাই জমা স্বাক্ষর
অংশে এ অংশ বাকী পড়ায়
নীলাম হইবেক। |
| ৩০৬ নং | মৌজা দাউদপুর
গয়রহ পরগণা
শিলচরবাড়ী। | চক্রবর্তী সরকার
চক্রবর্তী সরকার
প্রভৃতি। | ৬৫৮০১১ | ১৫৭৭ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |
| ৮৬১ নং | মৌজা বাঁকরপুর
গয়রহ পরগণা
মোড়াবাড়ী। | ভাগিরথী চৌধুরানী | ৬৬৯১৮১ | ৪৬৮৭ | পুরা মহাল নীলাম হইবেক। |

DINAGEPORE COLLECTORATE.

The 6th May 1881.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১০ জুন।]

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানভেদে ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের আপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দানি বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

| ক্রমিক
সংখ্যা | নাম মহাল ও পর
গনা। | নাম মালিক। | সদর জমা | বাকী। | মন্তব্য। |
|------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|--|
| ৬ | ডিহি ফতেপুর
পং ইশফাহী | মন্মোহিনী দেবী
ও কালিশঙ্কর সা-
ম্মাল প্রভৃতি | ২৭২০।/০
পুঃ ৩৩/০ | ১৬ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন-
মত হিসাব পৃথক আছে
তন্মধ্যে মন্মোহিনী দেবীর
২৫৫/০ পুঃ ৩/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ
নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। |
| ৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০।/০
পুঃ ২৭ | এই মহালের ১৮৫৯ সালের
১১ আইনমত হিসাব পৃথক
আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর
সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।/০ পুঃ ৩৬।/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ
বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
যাইবেক ইতি। |
| ২০১ | ডিহি হাটশীরা
পং কাটারমহাল | গোলোক বিহারী
গুহ প্রভৃতি | ১৩৬৮০
পুঃ ১১৮০ | ৩১।/৬
০ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭
আইনমত হিসাব পৃথক আছে
তন্মধ্যে গোলোকবিহারীগুহ
প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৮/০ আনা প্রজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল
ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
যাইবেক ইতি। |
| ২৪২ | কিং খুলি
পং কাটারমহাল | রহিমদীন মুজী
প্রভৃতি | ৫৭১০ | ২১।/০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২৮৫ | কিং জাবডকোল
পং সোণা বাজু | কালীনারায়ণ চৌ-
ধুরী নৃত্যকালী
দেবী প্রভৃতি | ৭২৫৬
পুঃ ৮০।/০ | ৪৮।/০
০ | এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত
হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে
কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/০
পুঃ ১।/০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম
হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। |
| ২৮৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ১৫৮।/০
পুঃ ০ | এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬
।৭ আইনমত হিসাব পৃথক
আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী
দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।/০
আনা পুঃ ১৫।০ আনা প্রজ-
মালী সদর জমার হিসাবে এই
বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল
ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম
হইবেক যে অংশে বাকী
পড়ে নাই তাহা নীলাম
হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই-
বেক ইতি। |

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

২৪৫

রত্নজালপাড়ী পাং
তেগাছি।

রাধাকান্ত ভরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাকৃষ্ণরী ভূবন-
মোহিনী, ভাদ্রাক্ষরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রাধা-
কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষণচন্দ্র ভরফদার, রামলাল ভরফদার,
দীনবন্ধু শার্যাল, রোহিণীগঙ্গা ভরফদার, রতিকান্ত ভরফ-
দার কার্ণাধাকপকে বিগীনবিহার, ভরফদার, লাবালগ
শ্যামচাঁদ সাহা।

তিহি ছাত্তি পাং
গৌবিন্দপুর।

গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ স্কুল, দুর্গাক্ষরী দেবী
বক্তেশ্বরী দেবী, ভদ্রাক্ষরী দাসী অলি অধ্যক্ষপকে
অক্ষরচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ লাবালগাঁও, মহারানী শিব-
শ্বরী দেবী, ৬ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি
দেবী, যুক্তকেশী দেবী, শ্যামচাঁদ সর্দানন্দ সাহা, মৌদা-
সিনী দেবী, ৬ রাধা কটনবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরি-
ধর সোবে শ্রয়ং ও অধ্যক্ষপকে ভোতায়াং সোবে, মির-
মৌদাহেবজালি শ্রয়ং ও অলিপকে এমদাদজালি ওরফে
রমজান, জীবরহা ওরফে ছোরমহা দিবি, তক্ষল-
জালি, তক্ষলজালি, তরিকুল্লা বিদ্যা, গরিবহোসন চৌধুরী
শ্যামচন্দ্র চৌধুরী, হরিবরহা খাতুন শ্রয়ং ও অলি-
পকে পোন্দকার চন্দ্রজালি সাহা, উম্মমহা খাতুন
লাবালগ অলিপচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব
কুমারী দাসী, হরমণি দাসী, সন্ধিগাহারী দাসী,
মোহনপুর, বিশ্বেশ্বর, জিনাথ, শ্যামচন্দ্র সিকদার।

২৪৭

১০২৫/০
৭খাজানা ৫৭৬০/
পুলিস ৫৮৭

৫৮০৮/০

৮৫৪৫/০

৭১১০

মোট সদর জমা ৮৫৪৫/০ আনা ওরফে বিশেষ নং ১ মধু-
সূদন ভৌমিক সদর জমা ১১০/০ আনা বিশেষ নং ২
রাধাকান্ত ভরফদার ৮০৮ আনা ১৮৫২ সদর ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে ভদ্রাবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ
৬১৪৮/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

মোট সদর জমা দ্বার পুলিস ৫৮০৮/০ আনা ওরফে বিশেষ
নং ১ মহারানী শিবেশ্বরী দেবী সদর জমা খাজানা
৭৭১১/০ আনা পুলিস ৬৮০ আনা একুশে ৭৪৩১/০ আনা
বিশেষ নং ২ মির মৌদাহেবজালি শ্রয়ং অলিপচন্দ্র
মির এমদাদজালি ওরফে রমজান লাবালগ, জীবরহা
ওরফে ছোরমহা দাসী, তক্ষলজালি তরিকুল্লা
ভরিকুল্লা বিদ্যা গরিবহোসন চৌধুরী ছোরমহা চৌধু-
রী, রত্নমণি দাসী হরমণি দাসী সন্ধিগাহারী দাসী
মোহনপুর বিশ্বেশ্বর সিকদার দেবকুমারী দাসী
অলিপচন্দ্রপকে অলিপ সিকদার, শ্যামচন্দ্র সিকদার
জিনাথ সিকদার খাজানা ৬১৪৮/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা
একুশে ৬৫২৮/০ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে
গয়াপ্রসাদ স্কুল খাজানা ১৫২৭ টাকা পুলিস ১০১/০
আনা একুশে ১৬১১/০ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ
স্কুল খাজানা ১০১৫১০ আনা পুলিস ৮৫৮ আনা একুশে
১০৭৪০/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেবী খাজানা
৫৩২১১/০ আনা পুলিস ৪৮ আনা একুশে ৫৭৭/০ আনা
বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্দানন্দ সাহা খাজানা ১৬২/০ আনা
পুলিস ১৫ আনা একুশে ১৬৪০/০ আনা বিশেষ ৭ নং
৬ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেবী খাজানা
১৪৮/০ আনা পুলিস ০/০ আনা একুশে ১৪১০ আনা ১৮৫২
সদর ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে ভদ্রাবাদে
অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ১৯৬/০ আনা পুলিস
৮ টাকা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

২৯৬

কিং পং বোনাগাঁও
জাহগীর।

সৈয়দা বিবি, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাথা ও তিন
আমীরাহুলী মাসা, মিন্দকু মাসা, আনন্দোহিতৈত্র
ইকনাসেম্বরী দেবী। চৌধুরানী, নাবালগ আরতুল ছেনা-
মের নেনজর বীরেশ্বর মেন, করমচাঁদ দুগড় জনি অরাক-
পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ

১০২১/১০

খাজানা

৭/১০

১১২৫০০

পুলিস

১১১০০

১১২৫১০

মোট সদর জমা ১০২১/১০ আনি তদুপে বিশেষ নং ১ যেঃ
নং ১ ইকনাসেম্বরী দেবী। চৌধুরানী খাজানা ১২৫১১/১০
আনি পুলিস ১১/১০ আনি একুনে ১১১০০ বিশেষ নং ২
ইকনাসেম্বরী চৌধুরানী খাজানা ১২৫১১/১০ আনি পুলিস
১২১১০ আনি একুনে ১১১০০ আনি বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর
মেন নেনজরপক্ষে সৈয়দ আরতুল ছেনা খাজানা
১১২৫১০ পুলিস ১১০০ আনি একুনে ১১১০০ টাকা বিশেষ
নং ৫ আনন্দোহিতৈত্র মৈত্র ও মিনবকু মাসা খাজানা
১০২১১/১০ পুলিস ১১১০ আনি একুনে ১১২৫১০ আনি
১১১০ মনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক ইয়াইছে ভদ-
বাসে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় জনি অরাকপক্ষে
রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ১১২০১১/১০ আনি পুলিস ১১/১০
আনি একুনে ১১১০০ টাকা ১১১০ মনের ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক ইয়াইছে তাহা ও একমালী অংশ খাজানা
১১০৮১১ আনি পুলিস ১১/১০ আনি একুনে ১১২৫১১/১০
আনি সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

৩৬৭

ভরক মহিষ কুড়ী পং
চান্দনাই।

হেমাঙ্গতুল্লা গোপুটী, হেরাইতুল্লা গোপুটী, কেয়াদতুল্লা
গোপুটী, বিবি উন্নত কুতুম, মামদ মনজুর গোপুটী, মামদ
আতাইয় গোপুটী, আনন্দজোতা বিবি, ও। চন্দ-
মেছা বিবি, আহিকতমেছার কছি মৈয়দ মাদা আদতুল্লা।

৪০১১০

৭১২৫০০

সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

৩৭৮

কিং পং হুজুরাপুর

মেঃ এগেন ওয়াটস, মাদেট, আমালাসুদর্ বারি, চন্দ্রমণি বারি,
অহিপক্ষে গোলাবালি হিংসার।

৪৭১১০

১১২৫১০

মোট সদর জমা ১১২৫১০ আনি তদুপে বিশেষ নং ১ যেঃ
এগেন, ওয়াটস, মাদেট, মামদ জমা ১১১০ আনি ১০৫০
মামদ ১১ আইনমত হিসাব পৃথক ইয়াইছে তদবাসে এক-
মালী অংশ নীলাম হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

| ক্রমিক
সংখ্যা। | মাধ্যমস্থান ও পরিমাণ। | নাম মালিক। | সময় জমা। | (যে-কাজের জন্য)
নীলাম্বর। | বৈবরণ। |
|-------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| ৪২২ | সিদ্ধান্তস্থ তপ্পে
চাপীয়া। | নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেকরপক্ষে ৬ রাশচন্দ্র দেব ঠাকুর
সেবাইত রাণী শুভদ্রাক্ষারী, ৬ মঙ্গলমোহন ঠাকুর ও বাকী-
বিহারীলাল ঠাকুরের সেবাইত দহত কৃষ্ণানন্দ রাণ
গোন্দারী। | খাজানা
১৬৩২।০
পুলিস ৫।০ | ৩৬
০ | মোট সময় জমা রাশ পুলিস ১৬৩৭।০ আনা তদ্ব্যতীত বিশেষ
নং ১ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেকরপক্ষে ৬ রাশচন্দ্র
দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাক্ষারী কুমারী খাজানা ৮১৬৬০
আনা পুলিস ২।০ আনা ১৮৫২ সালের ১১ আইনমত
বিহারী পৃথক হইয়াছে তদন্যতঃ এজমালী অংশ খাজানা
৮১৬৬০ আনা পুলিস ২।০ আনা একুশে ৮১৬৬০ আনা
সময় জমার বস্তু নীলাম্বর হইবেক। |
| ৪৭৬ | ভরক মন্দির জোয়ার | মাংসগ অধিনাশচন্দ্র নিকনোরের মাতা ও অনি দেব কুমারী
মাসী, হরিমণি, দক্ষিণকুমারী মাসী, সোমেশ্বর, বিংশ্বর,
জিনাথ, শ্যামাচরণ নিকনোর, গরিবুল্লা ওরফে গরিব
হোসেন চৌধুরী, মাজানুজা চৌধুরাণী, জাতিহার-
রেজা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌদীক, ঈশানচন্দ্র, রাশনর সিংহ
মোহ, মাহাম্মদ নেজামুল আলম, তমিজউদ্দীন মিঞা, মির-
মোশাহের আলি স্বয়ং আলিপক্ষে এমদাদআলি জাঁক-
রেজা, হবিদরেজা স্বয়ং মাতা ও আলিপক্ষে নৈমস মৈমস-
দীন, উলকরেজা, মজিদরেজা, ওমেদরেজা। | ২৭৮৭ | ৫২৯।৬ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম্বর হইবেক। |

ইস্তাকারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোজুসমপা নিকসবার্কসেম প্রদায়ক নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্মতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

| নম্বর
তালুক। | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকীর
লন। | বাকীর সংখ্যা। | | | মন্তব্য। |
|-----------------|--|--|----------|---------|--------------|---------------|------|-------|--------------------------------|
| | | | খাজানা। | সেম। | | খাজানা। | সেম। | মোট। | |
| ৬ | খানে সাত কানিয়া
মোজো নাকোরা
মহল নয়াদান। | খোদদায় | ১০১৭০ | ৪৪১৬ | ১২২০ বাৎ | ১২৭ | ০ | ১২৭ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |
| ১৮২৩ | হাল তালুক রাজ
কমার রায় পিং
বিজয়র রায়
ও জীমত ব্রজ
দ্বারী আং নব
কুমার রায় সাং
পারকোরা। | | | | | | | | |
| ২০ | খানে ঐ মোজো
চাহল মহল
নয়াদান। | | | | | | | | |
| ৪২০ | তালুক জীমত তা
জমেচা চৌধু
রীয়া। | করখোদারক পিং
জাকসজালিমুনসী
ও অদীদল আলম
পিং মেলবী
জবরহল অদু
সাং কালীপুর। | ১১২০১০ | ১৭৬৬/১০ | " | ২২৪ | ২২৬৯ | ২৪৯৩৯ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

ইস্তাকার নী। কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদার ১৮৮৩ ইং ১১ ডিসেম্বর স্বীকৃত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোজুসমপা নিকসবার্কসেম প্রদায়ক নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্মতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

| নম্বর
তালুক। | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকীর
লন। | বাকীর সংখ্যা। | | | মন্তব্য। |
|-----------------|---|------------|----------|--------|--------------|---------------|------|------|--------------------------------|
| | | | খাজানা। | সেম। | | খাজানা। | সেম। | মোট। | |
| ১১০ | খানে সাত কানিয়া
মোজো গড়া
মাণি মহল
নয়াদান। | | | | | | | | |
| ১৮০০ | হাল তালুক কুম
দান রত্ন পিং
গোপ লদল
কপ্ত সাং খিল
গাঁও। | খোদ | ৬১৪১/১০ | ২৬৬/১০ | ১২২০ বাৎ | ১৮৫ | ৮১৯ | ১২০৩ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবনমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

E. J. BARTON,
Collector.

1894. 1901. 1908. 1914.

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইজ্ঞাবার।

১৮৫৯ সালের ১১ জুনের ৬ খারান দিখান অনুসারে ইজ্ঞার দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আদেশে নাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৮ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় তাইলে নাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আবার হইবার বিধি আছে তাহা আবার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই মোঃ ১০২১ সালের ৮ জাওয়াল মজলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

| মহালের
জমী। | ভৌমিক
সংখ্যা। | মহালের নাম। | নাম মালিক। | সদর তফা। | বাকীর সংখ্যা। | কৈফিয়ত। |
|-----------------|------------------|---|---|---|---------------|---|
| প্রথম
জমী | ১৪১৬ | বাংলায় বসু ডাং
হিঃ ১০ আনী | কামিনীমোহন চক্রবর্তী রায়
চৌধুরা হিঃ ৯/১৫ | ১৫৫০/৩ মিনাং
অপর হিসাব পৃথক
অংশের জমা—
১২০৩৫/১০
২৩৬১/০৫ | ১০৬ | এই হিসাব পৃথক
হওয়া ১১৫ আনা
অংশ নিলাম হই-
বেক ইতি। |
| এ | ১৪১৭ | জীবনকৃষ্ণ সেন ও
হরেকৃষ্ণ সেন ও
কমলকৃষ্ণ সেন
ও গোবিন্দ দেব
রায় ও প্রাণ-
মালিক্যজ্ঞেয়া
রায় ও বর্ষা মালি-
ক্য ও ব্রজেন
মুখার্জী জাম্বুক | হিঃ ৫৪—১১ ডিল উদ্যোগ
ডাউটারা ময়রু | ২২২৫১/৫১ মিনাং
হিসাব পৃথক তাহ-
লোব জমা—
৫৪৩৫/২
১৭৫১/১০৩১ | ১৩২১৫১ | এই এজমালি দাঃ—১:
ডিল অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| এ | ১৭২৮ | জ্ঞানকান্ত চক্রবর্তী
জাম্বুক | হিঃ ৫০০ আনী বরদ-প্রসন্ন
চক্রবর্তী ময়রু | ১০৮৬/৮
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের জমা—
১৩০১/৭
১৩০১/৭
১৩০২/০১০
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের জমা—
১৭১১/১০
১০৮৬/৮ | ১৫১/১০ | এই এজমালি দাঃ—
আনী অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| এ | ১৭২৮ | রত্নকান্ত চক্রবর্তী
পুত্র পালক
হিঃ ১০ আনী | হিঃ ১০০—এজমালি কামদী
ময়রু দেব চৌধুরা
ময়রু | ১৩০২/০১০
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের জমা—
১৭১১/১০
১০৮৬/৮ | ১৫১ | এই এজমালি ১৩৭—
জাম্বুক অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| এ | ১৪০৭ | রত্নকান্ত চক্রবর্তী
জাম্বুক | চৌধুরা রায় চৌধুরা ময়-
রু | ১৩০২/১১ | ১৫১/১০ | মৌল আনা ময়াল
নিলাম হইবেক। |
| দ্বিতীয়
জমী | ১৪৪৩ | পদ্মা প্রসন্ন রায়-
জাম্বুক | চৌধুরা চক্রবর্তী ময়রু ... | ৪২১৪৭ | ২৪০০৭ | এই মহাল মালিক
সঙ্গে মালিকানা
মিনাং পরিয়া
মালিক বহেমাতি
বন্দোবস্ত হওয়াতে
মহাল মজতুর
বন্দোবস্ত গৃহীত
গণের যে অংশ
লভ্য আছে তাহা
নিলাম হইবেক
ইতি। |
| প্রথম
জমী | ৪৬১৩ | কল্যাণ কলস হিঃ ১০ আনী কল্যাণেশ্বর
জোরার ময়না-
মহি। | ডাউটারা ময়রু | ১১৬/১০
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের জমা—
১০ ১/১১
১০৮৬/৮ | ১১২৪১১০ | এই ১১০ আট আনা
অংশ নিলাম হই-
বেক ইতি। |

| মহালের
শ্রেণী | ভৌজির
নম্বর। | মহালের নাম। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাকীর
নংখ্যা। | টেকিয়ং। |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| দ্বিতীয়
শ্রেণী | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ১
নং হাওলা | হুসেন | ৮৩২৭ | ৬৪৬৭ | এই মেয়াদি হাওলা
নিলাম এইবেক। |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৩ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ৩
নং হাওলা | কেতাজি হাওলাদার গরুরহ... | ১১৪২৭ | ৮৫০৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৪ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ৪
নং হাওলা | তারিণীচরণ মুন্সোপাধ্যায়
গরুরহ। | ৮৫৩৭ | ৬৪২৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৮ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ৮
নং হাওলা | জামাল হাওলাদার গরুরহ... | ৮৬১৭ | ৬৪৫৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১২ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে
১২ নং হাওলা | রহিমদী হাওলাদার গরুরহ... | ৮৬২৭ | ৬৭৭৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১৫ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে
১৫ নং হাওলা | জামাল হাওলাদার গরুরহ... | ১০৪১৭ | ২০৭১/৬৬ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১৯ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে
১৯ নং হাওলা | বেতাজি হাওলাদার গরুরহ... | ৬০২৭ | ২০০৭ | এ |

R. C. Dutt,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাফার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান দাউতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় তাহলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৩১। ১৪ কাষাট দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। মন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরার জমা দার্য্য হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজিভুক্ত মহাল গিধগ্রাম পরগণাে আর্মাডিঃ মজনকোট পূর্বেস্থলী আউসগ্রাম, কাটোয় ৭ মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক জী শ্রীঃ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ী দেবী জগজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাশ্রুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১১/৬১০ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমাশ্রুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় ১০১৮১/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৮/৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

৬০ নং ভৌজিভুক্ত মহাল পলপনা দিগর পরগণাে খেড়া ডিবিজান কাটোয় মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মণীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি মাতা ও আশুপক্ষে শ্রয়ঃ লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, তৈরলোকনাথ চন্দ্র সাঃ জীবাটী ডিঃ কাটোয় হরেকটাদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুভোষ চন্দ্র ঈহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলিমহি মাতা শ্রীমত্যা ভবতারিণী দাস্যা সাঃ শ্রীমতী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৪০০ ১/১১ টাকা

বাঁকী ৪১৮১/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমার একটি পৃথক হিগাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনোম্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ভোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুভোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী, শরদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী, দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, মুক্তকেশী দেবী, দুর্বাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু স্মারকর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানন্দ চৌধুরী সাঃ চাঁদুদী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চৌপাধ্যায় সাঃ দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া নীলনাথ চৌধুরী সাঃ চাঁদুদী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১৭২১০৭ টাকা

বাঁকী ১২৭ আনা ।

এই মহালে নীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৭৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিগাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজিভুক্ত মহাল সাংকুণী পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক মেথ আলিমুল্লাহ সাঃ সীতারপুর কেনারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ মালকুদী ডিঃ সাহেবগঞ্জ কষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের অলিমহি কলানী দেবী সাঃ ঐ শ্রীমতী দুর্গা, পাকুরানীর সেবাইত কেশবচন্দ্র রায়, গোরাকান্দ রায়, নীলমণি রায় সাঃ আয়দাচাঁদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান মজলেকাট ।

সদর জমা ১১৯০১৫ টাকা ।

বাঁকী ১১৫৬৮৫ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিগাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঐশ্বরচন্দ্র ও কলমচন্দ্র রায় ৩১৩৬/২১ টাকা উষরচন্দ্র ও গোরাকান্দ রায় ১৩৩৬/১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD,

Collector.

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Lor. Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Subler Sub-Registry Office

শ্রীমতি গিরিকাননি দেবী ।

শ্রীমতি ব্রজসুন্দরি দেবী ।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[*Government Gazette, 10th June 1884*]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্বরনাশক সিন্ধুকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪১।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬১।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫১।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০১ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাফুল দিতে হইবে।

স্বরনাশক দানাবাঞ্জা সিন্ধুকোনা।

লাল সিন্ধুকোনা ভাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহা দানা বাঞ্ছনা, এরূপ সামান্য স্বরনাশক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে ২২১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অভ্যন্তর ৫০ বার আনা ডাক মাফুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhuruntolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট মন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বাস্তবিক র-আর্ট-লী ও জীজীমতীর বঙ্গদেশের লিবিলা সর্বিসে নিযুক্ত বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশনারের মেম্বর, ইনর টেম্পলের স্নিযুক্ত সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি, সাক্ষরকর প্রণীত বঙ্গদেশের স্নিযুক্ত সেক্রেটারিট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের কুমাধিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংগ্রহতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের আর্কোকাটের নিকটে একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বলব।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| For the Mofussil. | | | | Rs. | A. | P. | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 10 | 0 | 0 | per annum. |
| Postage | ... | ... | ... | 2 | 8 | 0 | „ |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 | „ |
| Postage | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | „ |
| For a single copy— | | | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | ... | 0 | 4 | 0 | |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4. |
| Postage | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃমলে ।

| | | | টাকা । |
|---|-----|-----|--------|
| সম্পূর্ণ গেজেট | ... | ... | ১০৭ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ২।০ |
| ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাঁহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) | ... | ... | ৪৭ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১৭ |
| সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য | ... | ... | ১০ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১০ |
| ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার হ্রাস সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) | ... | ... | ১০ |
| ডাকমানুল | ... | ... | ১০ |

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

CONTENTS.

| | PAGE. | নিবন্ধ। | পৃষ্ঠা। |
|--|---------|--|---------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India... | Nil. | প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | বাই। |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ... | 611—641 | দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৩১১—৬৪১ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India ... | Nil. | তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | বাই। |
| PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ... | Nil. | চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | বাই। |
| PART V.—Acts of the Bengal Council ... | Nil. | পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | বাই। |
| PART VI.—Bills of the Bengal Council ... | Nil. | ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | বাই। |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ... | Nil. | সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র ... | বাই। |
| PART VIII.—Advertisements ... | 595—636 | অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ... | ৫৯৫—৬৩৬ |
| SUPPLEMENT ... | Nil. | পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ... | বাই। |

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

GENERAL—*The 27th May 1884.*—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 128, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

The 28th May 1884.—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 30th May 1884.—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

The 31st May 1884.—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Sonthal Pergunnahs:—

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Mr. W. M. Smith. | Mr. E. B. Harris. | Mr. J. A. Craven. |
| „ S. S. Jones. | „ F. Grant. | „ E. McL. Smith. |

The 2nd June 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Baraich Railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 4th June 1884.—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghuffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Darca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

The 5th June 1884.—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshahye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১০১০ A নম্বর ।

সাঁওতাল ।— ১৮৮৪ সাল ২৭ মে ।—মশোহরের অন্তর্গত লড়াইলের কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদন্ত-রিত্ত আড়াই মাসের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১০৪ ধারামতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন ।

জীয়ুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটী প্রস্তুত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ুত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মশোহরের অন্তর্গত লড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে ।—মগরাধানীর একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল অনেক প্রতিকর্মের ভারাপণ করিবার ভার অর্থাৎ সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে ।—শাওতালদের অন্তর্গত বঙ্গারের একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত টি, এল, এল, জেন্‌কিন্স সাহেব উক্ত মহকুমার ১৭০ মাসের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন ।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমবুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মৌলবী মুজাফ আলি আহম্মদ কিয়েকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

বগুড়ার কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মৌলবী আবদুল হক কিয়েকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রামের পার্বতীর প্রদেশের কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়েকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে ।—নিম্নলিখিত মহকুমার কর্তৃপক্ষেরা তুহির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২৯ আইনের ৩ ধারামতে সাঁওতাল প্রগনায় কালেক্টরের কর্মতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতা পাইলেন ।

জীয়ুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, স্মি : সাহেব ।

জীয়ুত এক, হার্ট সাহেব ।

„ এস, এস, জোন্স সাহেব ।

„ জে, এ, জোন্স সাহেব ।

„ ই, বি, হারিস সাহেব ।

„ ই, মকলম্মথ সাহেব ।

১৮৮৪ সাল ১ জুন ।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত জে, সি, লয়ড সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন ।

জীয়ুত বাবু রাধাশ্যাম সিংহের ছুটী প্রস্তুত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দারভঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু নবরঙ্গীলাল পাটনা-বারিচ রেঞ্জের ছাড়া বাকের কোনো ভূমিগ্রহণ করিবার নিমিত্তে এই গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্ডিন্যান্স ট্রাম্বোর্ড রেঞ্জের শাখার অধীনে নিযুক্ত হওনার্থে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীয়ুত বাবু নবরঙ্গীলাল সারিগ জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন ।

ময়মনসিংহের একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত জি, ই, মাসিটি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ তদানীন্তন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে ছয় মাসের নিরমিত ছুটী পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।—মেদিনীপুরের কিয়েকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনেক প্রতিকর্মের ভারাপণ করিবার ভার অর্থাৎ সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন ।

জীয়ুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রস্তুত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মৌলবী আবদুল গফুর মেদিনীপুর প্রেরিত হইয়া সেই জিলায় সদর কোর্সে অধস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন ।—রাজকাপোপালকে জীয়ুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেজিষ্টারী করণ কার্যের একটিং ইন্সপেক্টর জেনারেল জীয়ুত এক, এক, হার্ডি সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও মেশন জয়ের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট : ১৮৮৪ । ১১ জুন ।]

In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

The 7th June 1884.—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

The 9th June 1884.—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpi-goree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Medni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 5th June 1884.*—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

EDUCATION.—*The 28th May 1884.*—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

| | | |
|---|----------|----------------------|
| The Commissioner of the Bhagulpore Division | ... | } <i>Ex-officio.</i> |
| „ Magistrate of Bhagulpore. | ... | |
| „ Joint-Magistrate of ditto | ... | |
| „ District Judge of ditto | ... | |
| „ Inspector of Schools, Behar Circle | ... | |
| „ Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division | ... | |
| „ First Subordinate Judge, Bhagulpore | ... | |
| „ Second ditto | ... | |
| „ Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore | ... | |
| „ Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore | ... | |
| „ Head Master, Bhagulpore zillah school | ... | |
| Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar. | | |
| „ Hari Mohun Thakur, ditto. | | |
| Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar. | | |
| Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law. | | |
| Baboo Surja Narain Singh, B.L., | Pleader. | |
| „ Shib Chandra Banerji, B.L., | ditto. | |
| „ Shoshee Bhusan Mukherji, B.L., | ditto. | |
| „ Tarini Prosad, | ditto. | |
| „ Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L., | ditto. | |
| „ Akhileswar Prasad, B.L., | ditto. | |
| „ Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L., | ditto. | |
| „ Charu Chandra Mitra, B.L., | ditto. | |
| „ Kirti Chunder Chatterji, B.L., | ditto. | |
| Moulvie Ali Ahmed, B.L., | ditto. | |
| „ Abdul Gaffar, | ditto. | |
| „ Shujaet Ali Khan, Zemindar. | | |

Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.

„ Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

গত ১১ আশ্বিনের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। মদীয়ার ক্রিয়াকলাপের সব-
ডেপুটী কালেক্টর জি. ৫ বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম. এ. যানং অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটী-কালেক্টরের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ আশ্বিন অবধি এই জিলার সমস্ত মোকামে
অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়মন-সিংহের একটিং জাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জি. ই.
মানিকি সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ আশ্বিন অবধি ১২ মে পর্যন্ত উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের
কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্নেল জি. ডি. ডবলিউ. ডি. মটন সাহেব দুই লগুয়াতে অনপাটকিডির
একটিং ডেপুটী কমিশনার জি. জি. বি. টি. ডবলিউ. সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি যানং
অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু বেদিনীপ্রসাদ সিংহ পূর্বনির্ধারিত প্রেরিত
হইয়া সেই জিলার সমস্ত মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজশাহী-পালক জি. সি. পি. কামপার্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যানং অন্য আজ্ঞা
না হয় শাহাবাদের ক্রিয়াকলাপের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ৫ বাবু রামানুজ প্রদারায়
সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত সাণীরাং মহকুমার কায়েম ভার প্রদর্শন নিযুক্ত হইলেন।

রেজিস্ট্রারী দপ্তর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—জি. ডি. মটন সাহেবের দুই প্রযুক্ত
অনুপস্থিতিকালে অথবা যানং অন্য আজ্ঞা না হয়, মদীয়ার জাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ৫
এ, ডবলিউ. পাল সাহেব রেজিস্ট্রারী দপ্তর কার্যে ইনিস্পেক্টর জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—পুন্ডের সকল আদালত রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল,
নিম্নলিখিত মহাপ্রদেশী ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।—

| | | |
|---|-----|---------------|
| ভাগলপুর থানার কমিশনার সাহেব | ... | ... |
| ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব | ... | ... |
| এ জাইন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব | ... | ... |
| এ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব | ... | ... |
| বিহার চফের স্কুল সমূহের ইনিস্পেক্টর সাহেব | ... | ... |
| ভাগলপুর থানার স্কুল সমূহের আসিস্ট্যান্ট ইনিস্পেক্টর | ... | দুই পদোপলক্ষে |
| ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেট জজ | ... | ... |
| এ দ্বিতীয় | ... | ... |
| এ পদজ্যেষ্ঠ ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর | ... | ... |
| এ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনিস্পেক্টর | ... | ... |
| ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক | ... | ... |

জমিদার জি. ৫ বাবু ব্রজমোহন চাকুর।

„ বাবু হরিমোহন চাকুর।

সহ-রেজিস্ট্রার জি. ৫ মোলবী মেহমদ মহম্মদ আলি।

বারিখার-আট-লা জি. ৫ বি. ডি. বসু।

উকোল জি. ৫ বাবু সুরানাথায়ণ সিংহ, বি. এল।

„ বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

„ বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি. এল।

„ ভারিণীপ্রসাদ বাবু।

„ বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল।

„ বাবু অখিলেশ্বর প্রসাদ, বি. এল।

„ বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, এম. এ. ও বি. এল।

„ বাবু চাঁকচন্দ্র মিত্র, বি. এল।

„ বাবু কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এল।

„ মোলবী আলি আহম্মদ, বি. এল।

„ মোলবী আব্দুল গফর।

জমিদার জি. ৫ বাবু সত্যেন্দ্র আলি খাঁ।

বেনেলি রাজার কাষাংক জি. ৫ বাবু ব্রজনাথ সেন।

কমিশনার সাহেবের স্বকীয় আসিস্ট্যান্ট জি. ৫ বাবু শাহাব-উ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

জি. ৫ বাবু শাহাব-উ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিটির লেকচারার পদেও নিযুক্ত হইলেন

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

OPIMUM.—*The 2nd June 1884.*—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

MEDICAL.—*The 27th May 1884.*—Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 31st May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Rancegunge Municipality in the district of Bardwan :—

Baboo Shamaahun Mookerjee, | Baboo Traylokho Nath Mookerjee,
Mr. J. J. Doyle.

The 2nd June 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chunder Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs :—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality :—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Panchanun Banerjee,
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jaub Chunder Ghose Bahadoor to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality :—

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Rai Balla Gobind Roy Sahib Bahadoor, | 4. Baboo Ram Nath Bhattacharjee, |
| 2. Moulvie Mahomed Ali Khan, | 5. „ Gopee Benode Das, |
| 3. Baboo Moharree Lal Bural, | 6. „ Ram Ruttun Patuk, |
| 7. Baboo Hurro Chunder Chuckerbutty. | |

ROAD CESS.—*The 5th June 1884.*—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookhraj Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree District Road Committee :—

Baboo Nityananda Das, | Baboo Bhikaree Misra,
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette* :—

No. 195.—*The 30th May 1884.*—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, c.s., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 30th May 1884.*—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

আকীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ জুন।—বাণেশ্বর আকীমের এজেন্টে নিযুক্ত আকীমের আদিনি-ফোর্টে সন-ডেপুটী এজেন্ট জি. এ. আর, ফেসর মাঠের মিছিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ মার্চ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকাগোপালকে ডাক্তার জি. ডি. উইলসন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যখন অনা আজ্ঞা না হয়, অসিষ্টে সর্জন জি. ডি. উইলসন চিকিৎসা চট্টোপাধ্যায় গণ্ড মাচ্চ মাসের ১৫ তারিখের অপরাধ অধাশ মালদহের মিছিল টেনেলের চিকিৎসা কার্যে ব্রতীরা গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্জমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু শ্যামধর মুখোপাধ্যায় । | জি. ডি. বাবু টেলোলাসামথ মুখোপাধ্যায় ।
জি. ডি. জে. জে. উল্লী সাহেব ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুড়া মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা জি. ডি. বাবু হরিশঙ্কর রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জি. ডি. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৪ পংগলা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশানরর পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু নবীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষাল । | জি. ডি. বাবু রক্ষাবনচন্দ্র ঘোষ ।
জি. ডি. বাবু শ্যামবিলাস রায় চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটিঃ কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু অক্ষীকরণ রায় । | জি. ডি. বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
জি. ডি. বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ।

দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশানরেরা জি. ডি. বাবু বদন্তীন্দ্র ঘোষ বাচস্পতি আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জি. ডি. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ১। জি. ডি. বাবু দীনাগোবিন্দ রায় সাহেব | ৪। জি. ডি. বাবু রাঘনাথ ভট্টাচার্য |
| ২। জি. ডি. বাবু দীনাগোবিন্দ রায় সাহেব | ৫। জি. ডি. বাবু গোপীবিনোদ দাস । |
| ৩। জি. ডি. বাবু মৌলবী মহম্মদ আলি খাঁ | ৬। জি. ডি. বাবু রমতন পাঠক । |
| ৩। জি. ডি. বাবু মুরারিলাল বড়াল । | ৭। জি. ডি. বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্তী । |

পঞ্চক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার স্বর্ধরাজ বাগ্‌চীর মৃত্যু হওয়ার ৩০ জি. ডি. বাবু কালী-প্রসাদ পাটনা জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু তি. তানন্দ দাস । | জি. ডি. বাবু ভিকারী মিশ্র ।
পোলীসের অসিষ্টে সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যার পদোপলক্ষে ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রধান কমিশানর সাহেবের অসিষ্টে সেক্রেটারী জি. ডি. ডব্লিউ. সি. মাকফার্সন সাহেব, সি. এস. মি. লি কার্যকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ৭৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস উদ্ভিগ্ন দিনের অন্তর্গত ছুটি পাইলেন।

এক, বা. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন ।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিষ্টে বনরক্ষক জি. ডি. সি. এ. জি. লিফিংটন সাহেব ৭ আগ্রহ অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্মকরিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এন্টিং সেক্রেটারী

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 444, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information :—

Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required :—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Moteejheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddopookur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nulloapparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nulloapparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhookylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhookylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore road. The boundary then follows the Shapore road, Goragatchee road, Taratollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Moteejheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MacDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 6th June 1884.—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbatty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbatty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjee."

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশমধ্যগামি জাহাজের ওয়াসখর সুক্কেডক এবং দৌধ ইন্টার বেলওয়ে বৃদ্ধি করিয়া ঐ ডকের ও ওয়াসখর সজ্জা সংযোগার্থে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমিদারী আদায়, বঙ্গদেশের জীবাশ্ম লেটেসমেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড জমির প্রয়োজন, উক্ত জমির সীমা এই—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গে পদ্মপুকুর পথ পর্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণদিকে ঐ পথে পশ্চিম মুখে ফিরিয়া ঐ পুকুরিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে খাড়া দক্ষিণগামি এক রেখা ক্রমে বিবেচ্য মুখুয়ার লেনে মিলে। সীমার রেখা পরে মালুয়া পাড়া লেনের সহিত বিবেচ্য মুখুয়ার লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত বিবেচ্য মুখুয়ার লেনের সঙ্গে যায় ও মালুয়া পাড়া লেনের সঙ্গে সরকালার গার্ডন রীচ পথ পর্যন্ত যায়। মালুয়া পাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে স্থানান্তরিত ১৫০ ফুট পর্যন্ত সরকালার গার্ডন রীচ পথের সঙ্গে যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে ফিরিয়া ভূকলাসের পশ্চিম সীমার ধারে চরান পথে মা দিলদ পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে ভূকলাস পথ পর্যন্ত হরবান পথে পূর্বমুখে যায়। বঙ্গবাজার পথের সহিত ভূকলাস পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত ভাটার সঙ্গে চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছী পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় ঐ বিশেষ স্থান দুর্গাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছী পথের সংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ৭০০ ফুট দূরবর্তী। পরে ঐ রেখা ঐ স্থান হইতে ময়রপুর লেনের সঙ্গে ময়রপুর পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে ময়রপুর লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গে টালীর মালা পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর মালা পশ্চিমদিকের সঙ্গে ১০০০ ফুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও লাপুর পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরল রেখার পশ্চিম মুখে ফিরে। সীমা পরে লাপুরপথের গোঁরাগাছী পথের, ডাণ্ডা টোলা পথের ও নোণাই ভূতীর লেনের সঙ্গে গার্ডন রীচ সরকালার পথের সহিত সোণাট ভূতীর লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত যায়। সরকালার গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব মুখে ফিরিয়া ঐ পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পথ পর্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে ফিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পুকুরিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডন রীচ পথ পর্যন্ত সীমা মতিঝিল পুকুরিণীর পশ্চিম পাড় হয়।

উক্ত স্থানাদির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত জমির লক্ষণ রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটি কালেক্টরের আফিসে দেখা বাইতে পারিবে।

এ, সি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া বাইতেছে যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব পূর্ণিমা জিলার অন্তর্গত বেলগাঁহী হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত পথে গানার নদীর ধারা ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী খেরা ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

অনুক্ষোভ

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—বঙ্গীপুর উদ্বোধন কমিটির মেম্বর ও আদিস্টাণ্ট সেক্রেটারী পদে জীযুত বাবু অভুলচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আগ্রিলের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীযুত অভুলচন্দ্র চক্রবর্তী” এই নামের পরিবর্তে “জীযুত বাবু অভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 6th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 4th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows :—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 1 chittack and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে মাডনা ভূগদালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রাতি অপণ করিবার কপনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের পেন্সের উত্তরদিকে মল-নিগড় হইবার মলশ্রোণী পরিষ্কার করণার্থে কৃপ করিবার জন্য কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থদায়ক গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুরীকৃত কার্যের নিমিত্তে ৩৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ন্যূনাধিক ১০ হুটাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেন ১৮ নং ১) একখণ্ড ভূমিপ্রয়োজন। উক্ত সীমা এই ২—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ভরাট করা নদীনা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে যোগদানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা কলিকাতা নগরের সমবাসিত সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন —রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওল্ড কোর্ট ভোগ লেন ১ উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থদায়ক গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পুরীকৃত কার্যের নিমিত্তে ৩৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ন্যূনাধিক ১০ হুটাক ১০১ বর্গফুট পরিমিত লিয়ন্স বেঞ্জ ২ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং লিয়ন্স বেঞ্জ, দক্ষিণসীমা লিয়ন্স বেঞ্জ এবং পূর্ব সীমা ওল্ড কোর্ট ভোগ লেন।

ইহাতে যোগদানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ লক্ষ্যন না গেলে জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি যেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কাছা পিছািার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের আদ্যক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কপনা করিয়াছেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.
2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.
3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.
5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.
6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.
7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.
8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.
10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.
11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.
12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 17th June 1884.

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের জুলাই ৪ আইনের ৩৭ ধারামত
উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য মফল করণকাণ্ডে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী
নিয়োগ ও লক্ষ্যপত্রের কথা।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্বীয় পদস্থারি তিন জন কার্যকারক ও মাজিরা রাজস্বীয় কার্যকারক
নহেন এক্ষণে নিযুক্ত এগত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কাণ্ডে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজস্বীয় বৎসরে যেই বাকি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি
বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ
করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন বাকি পদস্থ থাকিবার যেই বৎসরের মধ্যে যদিও কোন পদচ্যুত হইলে
কি পদভাগ করিলে, তিনি রাজস্বীয় পদস্থ হইলে যে বাকি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইবে তিনি কিম্বা রাজস্বীয়
অন্য সাহায্যকারক উৎসাহে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজস্বীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর
অংশীদার ব্যক্তির তাঁহার পরিবর্তে অন্য বাকিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রজিষ্ট্রার বা অটোথনিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে
সালের ১৫ তারিখে কাণ্ড নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ
রবিবার কি সন্দের দিন হইলে তৎপক্ষস্থানে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে।
কিন্তু সভাপতি সালের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত বাকিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে
কাণ্ড লিখিয়া অধিবেশন কাণ্ডে পারিবে।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাঁহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন
মেম্বরে একই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি
করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ বাকিদের মহাকুমার প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক বাকিদের
মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবে।

৮। সভাপতি একথানা বই রাখিবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ
লিখিত হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ টাকা উত্তর থাকে তাহা
মুদ্রা আগামি রাজস্বসম্প্রদায় বৎসরের অন্তর্বিভক্ত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনু-
মোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের অনুমত লক্ষ্য অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে
উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন। কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসরে তাহার
সমালোচনাপত্র কমিশ্যলর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য কোন কারণে সম্ভাব্য হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত গতিবিক্রম ও
প্রশাসন আকাংক্ষা নিযুক্ত কাণ্ড আশ্রয় হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত
করিতে গেলে, অত্র বাকিদের বৈমিত্তিক খরচ বর্ণিত শতকরা ২৫ টাকার অধিক দিতে হইবে।

১২। মগর মোটর ও পরিচার করণের কিংবা কাণ্ড কাণ্ডে গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ
হইয়াছে তাহার বিবরণ ত্রিমাসিক ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উত্তর রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি
বৎসরের মধ্যে আইনমত কাণ্ড কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসর মেম্বার ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন।
এ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যলর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি পরস্পরভাবে বন্ধ আখার ভিন্ন অন্য প্রকারে মগরের মধ্যে বিত্ত বা
ভূগুণজনক অন্য অন্য লক্ষ্য গেলেন তাহার ৫০ টাকার অধিক দণ্ড হইতে পারবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury, or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any person allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of the Health Officer, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of the bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Urdu, Hindustani and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী নগরের নামা অংশে নিযুক্ত মেম্বরের এক রেজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা মেম্বরের নিযুক্ত হইবে তাঁহার বা তাঁহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহারা তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেম্বরের প্রতিটি টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যে অংশে সে নিযুক্ত, তাহাও আটনের ১৪ ধারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে মবলা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা বাধ্যতামূলক তাহাও তাহা বহুদ্বিগুণ লেখা থাকিবে। কোন মেম্বরের পক্ষের যে অংশের নিযুক্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে দেখাখিনা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিস্তি ভূগঞ্জজনক অন্য দ্রব্য পোতে বা পুতিতে দেখা দিলে, মাজিস্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখিবে, তাহা হইলে তাহার ১০২ টকা পর্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্ধিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে ভূগঞ্জজনক কোন দ্রব্য পুতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে দেখাখিনা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ১২ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কাটা করিলে বা করা হইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাভী কিস্তি গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিস্তি তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাঁহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আগারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিস্তি মাজিস্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া সেই স্থান নিষেধ করিয়াছেন তদ্বিধি নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কাণ্ডা ক্রমে চলে উঠা পয়সাবন্ধনার্থে এক বা অধিক জন মেম্বরের নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যাবলি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মনুবা ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মনুবা ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাগজবন্দরের মধ্যে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কোডা ও ১৫ পাইার নির্দিষ্ট এক কোডা ছাড়া নোটিস ক্রয় করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির ১১ চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লক্ষ্য ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী সচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই কথা তাকায় উড়িয়া ও চিন্তা করিয়া ও বাস্তব ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তাকায় স্বাস্থ্যরক্ষক সচিবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সচিব আজা দিলে বাসাবাড়ীর বা গোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক একখানি টিকিট লইয়া সকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একানিক্রমে নামের দেওয়া যাইবে। তথায় যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে প্রকৃপ একখান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কাগাপক্ষে আগ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স অপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী
নামের।
মালিক (বা কার্যাবলি)
ক, খ।
এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

| Date of inspection and name of inspecting officer. | Number and name of lodging-house. | Result of inspection. | Orders by Magistrate or Health Officer. |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

E. N. LAKE.

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Third Publication.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 311, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamārhce Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality:—

BYE-LAWS

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit for shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty, such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

B চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৫ বারামতে পারদর্শনের নোটিফিকেশনের পাঠ।

| পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী
কার্যকারকের নাম। | বাসাবাড়ীর
নম্বর ও নাম। | পরিদর্শনের ফল। | বালিডেট বা স্বাক্ষরকৃত
নামের আঙা। |
|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | |

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণতঃ অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিশেষ কারণ দর্শান না গেলে নিম্নলিখিত মেম্বার গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৭ বারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীডারচী মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিম্নলিখিত সাধারণ সভার আহ্বিবেশন হইবে।
- ২। তাঁহা আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ায় পরিশোধে টাকা লইলে তাহার সমীচ নিবেশ।
- ৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্মে তৈখিয়া করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অতিরিক্ত দণ্ড করিতে পারিবেন।
- ৪। কোন ব্যক্তি কি মখৌলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন লক্ষ্যমাত্র, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুকুরিণীতে, গর্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অক্ষয়গা মরা তল দাঁড়ায় এমনত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেশ না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি ময়লা ময়লা জব্য কিম্বা কোন লক্ষ্যমাত্র কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিঅবস্থার জব্য কোন নদীতে, পুকুরিণীতে, খালে, কি জলপ্রণালীতে কি অন্যদ্বারা ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেশ না, কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক জব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আবেদন করেন উক্ত অসম্মত কাণ্ড করিবেন না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্ণীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমনত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪১ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩১ ফুট মাটি ঢাপা দিতে হইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিবে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন বস্ত্র সমুদয় জব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ করিবার খরচ দিতে অপারক হন মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শ্রাবাদি প্রার্থিত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবেশ বা (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোতাইবেন।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৫ ৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

F. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Third Publication,
NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[Government Gazette, 17th June, 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনোত কোন বস্তু বা আচ্ছাদন দ্বারা কবর স্থানে বা দাফ করিবার স্থানে পুর্বোক্তরূপ প্রদত্ত করিবার আতিশ্রয়তির অন্য আতিশ্রয়ে কোন কবর স্থান হইতে তথ্য শব-দাফ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শবাক শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া নইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ দমন করিবার সময়ে ত্রিংশত দিবার্থ তিন অন্য ছেতুতে কোন রাজ পথে বা ত্রিকটে গাছা নাগাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন শবের কি গাংনীর ছাদির জল পড়িয়া যাওয়াতে কোন সরকারী পথের বা নদীর জলি হয় কিম্বা কামি চত্বার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জল যাইবার বা নির্গত চত্বার এমত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ টাকা কার অনধিক দণ্ড। মোটিম পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর জলিজনকভাবে কোন শবের ছাদির জল পড়িবে এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনারেরা প্রযত্নে আশ্রিত উপর লিখিত মোটিম দিয়া তাঁতানের আদেশ-মতে ৭ সাত দিনের মধ্যে প্রে নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি প্রে মোটিম অধ্যায়ি কর্ম করিতে প্রতি করিলে তাঁতান ১০০ দশ টাকা কার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁতান ১০ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় তিন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ দিন টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন সে পুঙ্খবিলী, নদীমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনারদের অনুমতি দিয়া তাঁতান রক্ষা বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ পাঁচশ টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদীমা হইতে যানের চাপড়া কি সাল কাটিবেন না বা গাটী বা সাল উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দিন টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপাল কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনারেরা যেকোন আদেশ করুন তদ্বিধি অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নি বেলুন কি আত্মদাহি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দিন টাকা কার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়ীয়াণ তিন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুগাড়ী বাশ গোয়াই করিয়া মুনিসিপালিটী সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ টাকা কার অনধিক দণ্ড।

ই, এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[ভূতীসবার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জ্যেষ্ঠ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবে প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অনুসারে কার্য করিয়া তিনি বঙ্গীয় জিলায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাভাবিক সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রদত্ত লিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সকল করণার্থে সাধারণ্যে রাণীগঞ্জ নগরে কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণার্থে মহকুমার কল্লীক ও স্বাভাবিক সাহেবের সাধারণ করণার্থ রাজকীয় চারিজন কাঙ্ক্ষাকারকে ও বাহারী রাজকীয় কাঙ্ক্ষাকারক নছেন এমত চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official; and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যে ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মক্কুমার কর্তৃপক্ষ উৎপূর্ণ বৎসরের মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য দায়াকারক উৎসাহে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কাৰ্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাৰ্য্য চালাইবার নিধি।

৪। আউনের বিধান সকল করণার্থে মক্কুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাক্ষেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে নগরী নিষ্পাদন করিবার ও ভিসাব দেখিবার জন্যে মক্কুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ বুধবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপক্ষাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মক্কুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরুপলব্ধ হইলে তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরেরই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তাহা অধিবেশনকালীন বিরোধ বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বাণী বসয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অনিচ্ছাশ ব্যক্তিদের মতামতাদি সেই বাণীতেই বসয়ে সম্প্রতি হইবে। মতভেদ হইলে মক্কুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাক্ষেব দ্বিতীয় ২৩ দিগে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পাদপালকে স্বাস্থ্যরক্ষক সাক্ষেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মক্কুমার কর্তৃপক্ষ সতাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একখানী বন্দী রাখিয়া যাহা প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনতে টাকা জমা ও খরচ পরিবার নিধি।

৯। প্রতিবৎসর ১ জুলাইর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রদানিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাপে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা দ্বারা অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য একদফা দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ২ তারিখ সমালোচনাপত্র কমিশনার সাক্ষেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাইতে কি অন্য কোন সম্ভার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আশ্রয়ক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যকর খরচ বিনিয়োগ করা হইলে টাকার অনধিক পরিমাণ হইবে।

১২। নগর মেয়র ও পরিষ্কার কর্মদের কি কাহা করা গিয়াছে তাহা ও মোট টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব বৎসরের অবশ্য ন কত টাকা উত্তর হইল তাহা লিখিয়া মক্কুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কাহা করিতে চালাইতে প্রতি বৎসরের শেষ ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশনার সাক্ষেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাগানীড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককোডী ও আইনের ১৪ ধারার নিদ্রিষ্ট এককোডী ছাপা নোটিস আনাটাই লাইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিত্রিত ফ্রেমওয়ার্ডের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আউনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিত্রিত ফ্রেমওয়ার্ডের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
Proprietor (or Manager) A. B.
Licensed to accommodate _____ Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

| Date of inspection and name of inspecting officer. | Number and name of lodging houses. | Result of inspection. | Order by Magistrate or Health Officer |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 15th May 1884. It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to enforce the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও ডাকার মধ্যে কতজন বাতী রাখা যাইবে থাকিবে পায়ে এসে কথা উক্তায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট নিখিট হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই উক্তায় আত্মরক্ষক সাহেবের আঁকর থাকিবে।

নোটিস পাঁচবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২০ টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। আত্মরক্ষক সাহেব আশা দিলে বাসাবাড়ী বা চোটেলে প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাধিকমে নম্বর দেওয়া যাইবে। এই বাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাৎপদের প্রত্যেক জনকে একটী এক ২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত চনিবে।

A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী
মালিক (বা কার্যাবধিক)
নম্বর
ক, খ।
এত জন যাত্রীদের স্থান দ্বিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(আঁকর)

B চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিস্টারের পাঠ।

| | | | |
|---|----------------------------|----------------|--|
| পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি
কার্যকারকের নাম। | বাসাবাড়ীর
নম্বর ও নাম। | পরিদর্শনের ফল। | মালিকের বা আত্মরক্ষক সাহেবের
আজ্ঞা। |
|---|----------------------------|----------------|--|

ই. এন. কোর,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয় দ্বার প্রকাশিত।]

বঙ্গদেশ।

১৮৮৩ সাল ১২ মে.—সাধারণের অবগতার্থ এই প্রজ্ঞার এই সংবাদ দেওয়া যাউতে হইবে যে, নগর-বাস মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে; তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কার্যে দর্শান না গেলে, জু ৬ পয়েন্টনে ৩ মাসের মধ্যে প্রাপ্ত ১৮৮৬ সালের নগর ও আশ্রিতের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতামুসারে কার্য করিয়া তিন উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নগরবাস মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশনরদের যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেয় তাহা ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবে না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনরদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার নিম্নকারী কর্মকার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের গেন্দমা সরকারী কর্মকার পশাশুচীর ডাকার দণ্ডের মতো কোন পশাশুচীর বা গরুভাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গর্জিত বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি "মোড় দোড়ের পথে" গবাদি বাধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইতে তাহার ৫০ পঁচ টাকার অতিরিক্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইতিয়া গাইবার পথে কোন মোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আশ্রিত ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, মোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য অস্ত্র সরকারী কোন সড় রাস্তায় বাধিয়া দিলে বা চরিতে দিবেন না, বা বাধাইবেন না, কিম্বা আশ্রিত যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অতিরিক্ত দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal,

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

The 25th May 1884.—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 30th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Saribanand Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifces in Bongong and Jhenida, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

The 2nd June 1884—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tajpore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 186, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Fanco Lrishra Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Nalhati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Jaga Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

The 5th June 1884—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 2nd June 1884.—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Srigopal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipodo Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী পৌর পথ দিয়া গমনে অথবা ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আলিতেছে ক্ষেত্রে তাহার নিকট দিয়া যাত্রার সময়ে আপন বাহনকে দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছই টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টে।

২০৩১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৩৫ মে।—ভাগলপুরের দ্বিতীয় সর্ভিসেন্ট জজ জীৱত বাবু দ্বারদাশীনাথ মিশ্র এই মামলার ২৮ তারিখ অধিবেশনে ন্যায় পরে যে ন্যায়দেয় ছুটি প্রকণ করেন তদননি সিদ্ধিলা কাণ্ড কারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মামলার ছুটি পাঠিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—জীৱত মোহন ভগবান দাস দ্বারদাশী জিলার অন্তর্গত মদননি বেড়ের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীৱত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা প্রকণ করিলেন।

বনগাঁয়ে মুনসেফ জীৱত বাবু সর্দানন্দ দাস যশোর জিলার অন্তর্গত বনগাঁও মিনিয়া মুনসেফের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—দ্বারদাশী অন্তর্গত ভাগপুরের আসিস্ট্যান্ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীৱত এ, অরল সাহেব কোজদারী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার বিধি অপরায়ের সরাসরী বিচার করিবাব ক্ষমতা পাঠিলেন।

ঢাকার একটিং আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীৱত সি, আর, মেবিসট সাহেব কোজদারী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৩৩, ১৮৮, ২৬০ ও ৫২৪ ধারামতে ক্ষমতা পাঠিলেন।

কাবডার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীৱত বাবু জগজ্ঞান সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠিলেন।

জীৱত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর ১৪ পাবনার অন্তর্গত নৈহাটি বেড়ের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠিলেন।

দিনাজপুরের সর্ভিসেন্ট জজ জীৱত বাবু ভগদাস মহোপাধ্যায় ছোট আদালতের বিচারী ১০০৭ টাকা পদান্ত মুনসেফ মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জাজব ক্ষমতা পাঠিলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—মদীয়ার একটিং ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীৱত বাবু লজ্জা নাথায়্য ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—জীৱত বাবু দ্বারদাশী চক্রবর্তী সর্ভিসেন্ট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীৱত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সর্ভিসেন্ট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীৱত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু হরহরচরণ লালের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীৱত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীৱত বাবু জীৱত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু হরিহরচরণ সেনের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীৱত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীৱত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ১৭ জুন ।]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Manbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kaludhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuban Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 4th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rungpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June 1884.*—Baboo Ramyad Lall, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions, the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 4th June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolnah. The said provisions shall have effect within the following limits:—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediapara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 4th June 1884.

No. 225.—*Leave.*—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

ঐযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ ঐযুত মৌলবী হামিদুল্লাহ সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কালাপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ ঐযুত বাবু কেএনএম দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র নাথের পরিবর্তে মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুনসেফ ঐযুত বাবু চক্রবর্তী প্রমাদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দীপকুমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ ঐযুত বাবু এসমসুন্দার মেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মেনের পরিবর্তে ঐযুতের অন্তর্গত বিগঞ্জের মুনসেফ ঐযুত বাবু কানীধন চট্টোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে খুলনার অন্তর্গত মাতকীরার মুনসেফ ঐযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে পুরীর মুনসেফ ঐযুত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কালাপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বগুড়ার মুনসেফ ঐযুত বাবু অখোরজ্ঞে হাজরা কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত মৌলবী হামিদুল্লাহের পরিবর্তে ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের একটি মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্তের পরিবর্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটি মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

মুনসেফদের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন ।—২৭৭ জিলার অন্তর্গত ছাপরার প্রথম মুনসেফ ঐযুত বাবু রামসাদ লাল যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি গবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব মদীয় জিলার অন্তর্গত চাগদানগরে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন । চাগদানগরে ১৮৫৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৮১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮১ সালের ৩১ মে তারিখের গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান ফলবৎ হইবে ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরহাটে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন । উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে ফলবৎ হইবে,—

বাগিরহাট ।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথগিয়া করপাড়া গথে মিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বনিরা পাড়া খাল, এবং পূর্ব সীমা ভৈরব নদ ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।

২২৫ নম্বর ।—ছুটি ।—বারানসী-কটক রেলওয়ে সর্বদের প্রথম শ্রেণীর আসিফাটে ইঞ্জিনিয়ার ঐযুত ডাবলিউ, ই, মিউহাম সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি তিন মাসের অনু-গ্রহের ছুটি পাইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

The 6th June 1884.

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

The 9th June 1884.

No. 227.—Notification.—Mr. B. K. Finnimore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No. 228.—Leave.—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code (6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

IRRIGATION.

The 9th June 1884.

No. 229.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Kone, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooan Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzabs Bankat, Mathila, Moogaon, Kopawa, Kassia, Akoni, Atan, and Nenooan in pargunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basone Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and 41 poles of land more or less, and passing through mouzabs Titahand, Patana, Laloudee, Khacatcha, Baraha, Purmanandipore, Kujharna, Mathila, Labaha, and Chata in pargunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

RAILWAY

The 11th June 1884.

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick field of the East Indian Railway Company, in mouzas Bamongachy and Lelloah, pargunnah Boroe, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beegahs 10 cottahs 2 chittaks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Chander Acharye, on the west by paddy lands held by Byanto Nasta Chuckerhaty, Moohasamm Ghose, Joynarain Pramanick, Herash Mohah, Sherif Mohah and garden of Chalk Komoroldeen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamongachy and Lelloah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আফিসটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জীযুত এচ, এচ, গ্লান সাহেব কিরৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজ্ঞাবাহীতে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলায় অন্তর্গত গোরী পরগনার রামপুর রক্তা ও কোণ মৌজায় বীধ পিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১ একর ১ কড ৩৭ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্বধুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্বধুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, পূর্ব সীমা সারন বীধ, এবং পশ্চিম সীমা সারন বীধ।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলায় অন্তর্গত গোরী পরগনার রামপুর রক্তা ও কোণ মৌজায় বীধ পিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১ একর ১ কড ৩৭ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্বধুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্বধুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, পূর্ব সীমা সারন বীধ, এবং পশ্চিম সীমা সারন বীধ।

ইহাতে বীহাদেবের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেমুরান জল বিতরণার্থ উপনালীর জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবধি ১৫৫ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ৭১ একর ২ কড ৩৭ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত গৌজপুর পরগনার বনকাটী রাখিলা মুগাওন, কোণওয়া, কাসিরা, আকোনি, আভাওন ও মেমুরাওন মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে বীহাদেবের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসোলী জল বিতরণার্থ নালার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১৬০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ১১২ একর ২ কড ৩০ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার ভিত্তাঙ্গ, পাখাওন, ছুবোদী, খাটেরচা, বরাহ, পরমানন্দপুর, করনারুয়া, মাখিলা, লহনা ও চুখার মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে বীহাদেবের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার বায়ুনগাছী ও মেমুরা মৌজায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির উটখোলা ব্রিজ করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবাহে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বায়ুনগাছী ও মেমুরা গ্রামে স্থানান্তরিত ২ একর ৩ কড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ ক্ষতিমতে ৮।।০/১০ হটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচার্যের বাগান, পশ্চিম সীমা বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর, মধুসূদন ঘোষের, জয়নারায়ণ প্রামাণিকের, হেরাশ মোল্লার, শেরিক মোল্লার ধানের জমি ও মেধ কাকদীন মুনশীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোয়া খাঁর বাগান, এবং পূর্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের উটখোলা।

ইহাতে বীহাদেবের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

No. 233.—Draft Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590' x 75') standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 234.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 235.—Notification.—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tuccavee embankment in the district of Mozufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10th June 1884.

No. 236.—Promotions.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment:—

| Name. | From. | To. | Date. | Nature of promotion. |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Mr A. S. Thomson | Assistant Engineer, 1st grade, <i>sub. pro-tem.</i> | Assistant Engineer, 1st grade. | 25th April 1884 | Permanent |
| Babu Prasono Coomarr Munnary. | Assistant Engineer, 2nd grade | Assistant Engineer, 1st grade. | Ditto | <i>Sub. pro-tem.</i> |
| J. H. Toogood | Executive Engineer, 3rd grade (<i>sub. pro-tem.</i>) | Executive Engineer, 3rd grade. | 4th May 1884 | Permanent. |
| A. C. C. Rogers | Executive Engineer, 4th grade. | Executive Engineer, 3rd grade. | Ditto | <i>Sub. pro-tem.</i> |
| B. W. Cantopher | Executive Engineer, 4th grade (temporary rank). | Executive Engineer, 4th grade. | Ditto | Permanent. |
| J. P. Cleghorn | Assistant Engineer, 1st grade. | Executive Engineer, 4th grade. | Ditto | Temporary. |
| J. P. Coy | Assistant Engineer, 2nd grade. | Assistant Engineer, 1st grade. | Ditto | <i>Sub. pro-tem.</i> |

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

জার্মান বস্তুনি বিবরণক ।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন ।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণনগরের অরপুর বা ডেভুলিয়া খোজার ডেভুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার ডেভুলিয়া গ্রামে কতিমতে স্থানান্তরিত ৮/৪ কাঠা ৬ গণ্ডা (১১২০' x ৭৫') পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, জমীদারের আশ্রয়গান, ও নদেরচাঁদ সরকারের বালের জমী, পূর্ব সীমা মরহুম যাইবার আশ্রয় পথ, ও দক্ষিণ পক্ষে যাইবার আশ্রয়পথ, দক্ষিণ সীমা বহরমপুর গ্রামে যাইবার বড় পথ, বালুচের যাইবার পথ, জমীদারের আশ্রয় বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে যাইবার সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ধরক-পুর পরগনার চরণাল ও শফিয়ারাম গ্রামে মদরঘাট অবধি মোহনপুর পর্যন্ত মোহনপুর ও ধরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত চরণাল ও শফিয়ারাম গ্রামে কতিমতে স্থানান্তরিত ২১/১১ ছটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাইবার সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক ডাকাটী দাঁড় মেহরাবৎ ওরফা ও তৎসংক্রান্ত কার্য সম্পর্কে ১৮৮০ সালের ১ এপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিঘা বৎসরে কতটুকু বাস সম্প্রদায় জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬০ ধারামতে তাহার এক অনুমোদিত প্রস্তাব করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত দাঁড় ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮২ সাল ১০ জুন।

২৩৬ নম্বর।—পত্রিক।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সিরিস্তার নিম্নলিখিত পদ স্থাপন করিলেন।—

| নাম। | বে পদ যাইতে। | বে পদে। | তারিখ। | পদস্থতার
তথ্য। |
|-------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| জিহুত এ, এস, ডাবলন সাহেব ... | কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম
জেনার ইঞ্জিনিয়ারের | প্রথম জেনার আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | ১৮৮৪ সাল ২৫
আপ্রিল। | স্থায়ী। |
| „ বাবু এলমহুম্মার বনিয়ারি... | তৃতীয় জেনার আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | প্রথম জেনার আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | ই | কিয়ৎকালীন
স্থায়ী। |
| „ জে, এচ, টুড সাহেব ... | কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয়
জেনার এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের | তৃতীয় জেনার এক্সেসকিটিব
ইঞ্জিনিয়ারের | ১৮৮৪ সাল
৪ মে। | স্থায়ী। |
| „ এ, সি, সি, রজাস সাহেব ... | চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব
ইঞ্জিনিয়ারের | তৃতীয় জেনার এক্সেসকিটিব
ইঞ্জিনিয়ারের | ই | কিয়ৎকালীন
স্থায়ী। |
| „ বি, ডবলিউ, কাংকর
সাহেব। | কিয়ৎকালীন চতুর্থ জেনার
এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের | চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব
ইঞ্জিনিয়ারের | ই | স্থায়ী। |
| „ মে, সি, ক্রেমার সাহেব ... | প্রথম জেনার আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | চতুর্থ জেনার এক্সেসকিটিব
ইঞ্জিনিয়ারের | ই | কিয়ৎকালীন। |
| „ জে, সি, কর সাহেব ... | দ্বিতীয় জেনার আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | চতুর্থ জেনার আলিষ্টাণ্ট
ইঞ্জিনিয়ারের | ই | কিয়ৎকালীন
স্থায়ী। |

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এস, এস, সি,

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোর্ট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলায় সেতের হিসাবে

| সদর । | জিলা । | ময় । | | জুন । | | জানুয়ারি । | | ফেব্রুয়ারি । | | মার্চ । | | এপ্রিল । | | মে । | | জুন । | | জুলাই । | | আগস্ট । | | সেপ্টেম্বর । | | অক্টোবর । | | নভেম্বর । | | ডিসেম্বর । | |
|-------|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট | এই সপ্তাহের হিট | ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিট |

বঙ্গদেশ । পাঁচমহিক জিলা ।

| সদর । | জিলা । | ময় । | জুন । | জানুয়ারি । | ফেব্রুয়ারি । | মার্চ । | এপ্রিল । | মে । | জুন । | জুলাই । | আগস্ট । | সেপ্টেম্বর । | অক্টোবর । | নভেম্বর । | ডিসেম্বর । |
|-------|---------------|-------|-------|-------------|---------------|---------|----------|------|-------|---------|---------|--------------|-----------|-----------|------------|
| ১ | বর্ধমান ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ২ | বাঁকুড়া ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৩ | বীরভূম ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৪ | বেদিনাপুর ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৫ | হুগলী ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৬ | হাতিয়া ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |

মধ্যপ্রদেশের জিলা ।

| সদর । | জিলা । | ময় । | জুন । | জানুয়ারি । | ফেব্রুয়ারি । | মার্চ । | এপ্রিল । | মে । | জুন । | জুলাই । | আগস্ট । | সেপ্টেম্বর । | অক্টোবর । | নভেম্বর । | ডিসেম্বর । |
|-------|---------------|-------|-------|-------------|---------------|---------|----------|------|-------|---------|---------|--------------|-----------|-----------|------------|
| ১ | কলিকাতা ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ২ | ২৪ পরগণা ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৩ | বনৌরী ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৪ | পুলখা ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৫ | যশোর ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৬ | মুরলীদাস ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৭ | মির্জাপুর ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৮ | রাজশাহী ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ৯ | জগদীশ ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১০ | বগুড়া ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১১ | পাবনা ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১২ | ঢাকা ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১৩ | ফরিদপুর ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১৪ | কুমিল্লা ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| ১৫ | কলগাইতি ... | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |

ক. বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১০ সের এবং রাণীগঞ্জে ১০ সের।

খ. মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ. মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১০ সের পর্যন্ত।

ঘ. বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের এবং কাঁটিতে ১০ সের।

ঙ. এই—জিরাপুরে ১০ সের, জাগানাবাদে ৩ সের, ভৈরবপুরে ১০ সের
 বৈদ্যবাসীতে ১০ সের, চণ্ডীতলায় ১২ সের এবং, বাবুগঞ্জ
 কিশোরীপাড়া ও বেলুড় ১০ সের।

চ. এই—বারাসত ও বশীরগাটে ১০ সের, কলগাইতিতে ১০ সের এবং
 বারাকপুরে ১২ সের।

ছ. এই—কুষ্টিয়ায় ১০ সের, খোঁছরপুরে ১০ সের ও রাণীগাটে ১২ সের।

| সংখ্যা । | জিলা । | ৮০ ডেক্সার সেরের হিসাবে | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | গম । | | যব । | | ডাল চাউল | | শাখাখা চাউল । | | কচু ও বাজরা । | | চোলস ও জোয়ার । | | | | | | | |
| | | এই সজ্জাবের রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্জাবের রিটর্ন | গড় বৎসরের এই সজ্জাবের রিটর্ন | এই সজ্জাবের রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্জাবের রিটর্ন | গড় বৎসরের এই সজ্জাবের রিটর্ন | এই সজ্জাবের রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্জাবের রিটর্ন | গড় বৎসরের এই সজ্জাবের রিটর্ন | এই সজ্জাবের রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্জাবের রিটর্ন | গড় বৎসরের এই সজ্জাবের রিটর্ন | এই সজ্জাবের রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্জাবের রিটর্ন | গড় বৎসরের এই সজ্জাবের রিটর্ন | এই সজ্জাবের রিটর্ন | ইহার পূর্ক সজ্জাবের রিটর্ন | গড় বৎসরের এই সজ্জাবের রিটর্ন |

পূর্কদিকস্থ জিলা ।

| | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১৮ ঢাকা ... | ১৭ | ১৭ | ১৮ | ১১ | ১৬ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৩ | ১৫ | ১৫ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ১৯ কক্সবাজার ... | ১১০ | ১১০ | ১১৮ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৭ | ১২ | ১২ | ১৮ | ১৫ | ১৫ | ১১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২০ বাজরাগঞ্জ ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১৫ | ১৫ | ১০ | ১৮ | ১৮ | ১১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২১ ময়মনসিংহ ... | ১৮ | ১০ | ১২ | ... | ... | ... | ১২ | ১২ | ১৫ | ১৬ | ১৮ | ১৮ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২২ চট্টগ্রাম ... | ১০ | ১২ | ১২ | ... | ... | ... | ১০ | ১২ | ১০ | ১৬ | ১৬ | ১১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৩ মণিষাখালী ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১৬ | ১৬ | ১১০ | ১৮ | ১৮ | ১১৫ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৪ ত্রিপুরা ... | ১৮ | ১৮ | ১২ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১৭ | ১৭ | ১৬ | ১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৫ চট্টগ্রামের পূর্কদিকস্থ জিলা ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১১০ | ১২ | ১০ | ১২ | ১০ | ১০ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৬ ... | ১২ | ১২ | ১০ | ... | ... | ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১২ | ১৮ | ১১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

বেহার ।

| | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের | সের |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ২৬ পাটনা ... | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ | ১১ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৭ ... | ১৫ | ১৫ | ১২ | ১১ | ১১ | ১১ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৬ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৮ ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ২৯ ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩০ ... | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩১ ... | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩২ ... | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৩ ... | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৪ ... | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৫ ... | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ৩৬ ... | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—মাণিকগঞ্জ ১২ সের, মুন্সীগঞ্জ ১০১০ সের ও আরাণ্যগঞ্জ ১০ সের ।

দ। এই —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গায় ১২ সের এবং গোপালগঞ্জ ১২ সের ।

ঘ। এই —পটুয়াখালিতে ১০১০ সের, পিরোজপুরে ১২ সের ও ভোলায় ১২ সের ।

ঙ। এই —কিশোরীপাড়া ১০১০ সের, আটলিয়ায় ১২ সের, ও আমালপুরে ১২ সের, মেত্রকোণায় ১২ সের ।

প। কুমারিয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের মাথাআরিতে ৮ সের ও কক্সবাজারে ১২ সের ।

ক। মকসেলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত ।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২১০ সের ।

ଡ଼ାକାର ସତ୍ତା ନାହିଁ । ସାଧୁ ।

৪০ লেবরের মণের
খোঁজে বিক্রয়ের দর।

[illegible]

शुक्लनिबद्ध जिन्ना ।

| সেব | সেব | সেব | সেব | সেব | সেব | সেব | সেব | সেব | মণ | মণ | মণ | সেব | সেব | সেব | টাকা | টাকা | টাকা | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|--------------------------------------|--|
| ... | ... | ... | ... | ... | ৮ | ৮ | ১৪ | ২০ | ২০ | ২০ | ২১ | ২১ | ২১ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | টাকা | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১৭ | ১৯ | ১৬ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ১২ | ১২ | ১২ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ফরিদপুর। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১৭ | ১৭ | ৮ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ১৩ | ১৩ | ১০ | ২১০ | ২১০ | ২১০ | বাংলাদেশ। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১৬ | ১৬ | ২১ | ... | ... | ... | ১২৫০ | ১৩ | ১২ | ৩৯ | ৩০ | ৩০ | যশোরবিহা। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১৪ | ১২ | ১২ | ৩০ | ৩০ | ... | ১০ | ১০ | ১০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৪৯ | চট্টগ্রাম। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১২ | ১২ | ১৩ | ... | ... | ... | ১০ | ১০ | ১০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ | মুন্সীগঞ্জ। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১৫ | ১৬ | ১২৫ | ... | ... | ... | ১২ | ১২ | ১২ | ৩০ | ৩১০ | ৩১০ | রিশুর। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ১৫ | ৪১০ | ৪১০ | ৪১০ | { চট্টগ্রামের
নকুলীয়া
প্রদেশ। | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ১৪ | ১৪ | ১২ | ... | ... | ... | ১১ | ১১ | ১১ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | | |

ସେହାର ।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|
| ... | ... | ... | 118 | 118 | ৬২ | 115 | 115 | 1121 | ২110 | ২10 | ৩10 | 1011 | 15 | 1011 | ৩০0 | ৩৭ | ৩৭ | পটিয়া। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 110 | 110 | 1101 | ৪110 | ৪110 | ৪110 | 15 | 15 | 12 | ৩10 | ৩10 | ৩10 | গয়া। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 118 | 118 | 11৪-11৮ | ৩10 | ৩1 | ৩10 | 12 | 12 | 1211 | ৩10 | ৩10 | ৩10 | শাহাবাদ। |
| 1101 | 191 | ১1 | 1101 | 1৯৬০ | ১1 | 115৩ | 110৬০ | 11৪ | ৮1৬ | ৮1৬ | ৪1 | 1৩1 | 121 | 10 | ৩10 | ৩10 | ৩10 | হারিভাঙ্গা। |
| ... | ... | ... | 1৮ | 1৮ | ৬৪ | 115 | 115 | 11৪ | ৩10 | ৩10 | ৩10 | 12 | 12 | 12 | ৩10 | ৩10 | ৩10 | যজ্ঞরপুর। |
| 112 | 112 | ৬২ | 112 | 11511 | ৬২ | 112 | 11511 | 1৮ | ৪1 | ৪1 | ৪1 | 1511 | 15 | 15 | ৩100 | ৩100 | ৩100 | শরিদ। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1৯ | 110 | 11৬ | ... | ... | ... | 1511 | 15 | 1511 | ৩100 | ৩100 | ৩100 | চাম্পারিন। |
| ... | ... | ... | 115 | 118০ | ৬০11 | 11৩ | 11৬ | 1191 | ৩1৬ | ৩1২ | ৩1৬ | 121 | 121 | 12 | ৩০৬ | ৩০৬ | ৩০৬ | মুন্সের। |
| ... | ... | ... | 1৮৬০ | 1৮৬০ | ৬০1 | 1151৩ | 110৬1 | 11৪1 | ৩৬511 | ৩৬511 | ৪11২-10 | 12110 | 12110 | 12110 | ৩৭ | ৩৭ | ৩১৬ | ভাগলপুর। |

১০ । নবমহ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ মের।

ম । বহুকুশার লবণের খুজরা। সবটাকার এই—বহুকুশারে ১০। সের এবং তবুয়ার ১০। সের ।

য। —তাজপুরে ১১।০ মের, ও মধুবানিতে ১১ মের।

১। ২ ৩ ৪ — গীতাযাচিতে । ০ সের এবং হাজিপুরে । ০।। সের ।

য২। ৬ ৬ ১-সেওয়াবে ১১ সের ও গোপালগঞ্জে ১২ সের।

১৩। মক: স্বলে লবণের খুজরা মর টাকার ১০ সের অবধি ১২ সের পর্য্যন্ত !

য৪। মহাকুমাৰ লবণের খজৰা দৰ টাকায় এই২।—বেঙুলৱাইয়ে। ১ সের ও জমুইয়ে। ২ সের।

১৫। —বীকার ১২ সের, মধাপুবার ১০ সের ও দুপোলে ১১ সের।

[গণপন্থে গণপন্থে : ১৮৪ : ১৭ জুন।]

৮০ ডালার সেরের হিসাবে

| বছর | গণ | ঘর | ডাল চাউল | | সাধারণ চাউল | | কমু ও বাজরা | | চোলম ও জোরার | |
|-----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন | এই সজাভের হিটন |

১৮৮১

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ১০ | পুর্নমি | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১১ | মালিকা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১২ | শ্রীমতী | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |

উত্তর

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১১ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১২ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |

১৮৮২

মালিকা পুর্নমি ১০ ১০ ১০

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১১ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ১২ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |

- ১০ মালিকা পুর্নমি ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০
- ১১ মালিকা পুর্নমি ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০
- ১২ মালিকা পুর্নমি ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

১৮৮৩

মালিকা পুর্নমি ১০ ১০ ১০

ମହାମେଦ୍‌ହ ସାମନ୍ତ
 ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟାବତୀ ।

১৯। ভিক্রমের নব নব শুভ্রা নব টাঁকাই ১৮ মেঘ।
 ২০। চাঁদা ও বরকনিচাঁদ নব নবের শুভ্রা নব টাঁকাই ১৮ মেঘ।
 ২১। পাঁচাচাঁদা শুভ্রা নব নব নব নব নব নব নব নব নব টাঁকাই ১৮ মেঘ।
 ২২। বৃক্ষাথপুত্র নব নবের শুভ্রা নব টাঁকাই ১৮ মেঘ ও পৌর্নমীপুরে ১৮ মেঘ।

ই. এন. বেকার,
"অসামান্য" বা "অসামান্য" একটি "অসামান্য"

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

| ক্রমিক
সংখ্যা | | বঙ্গদেশ। | ৪০ সেরের | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | গজ। | | | ঘর। | | | তাল চাউন। | | | শাখা চাউন। | | | কয় ও বাজরা। | | |
| | | | এই সজ্জাঘরের রিটন | ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিটন | গড় বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন | এই সজ্জাঘরের রিটন | ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিটন | গড় বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন | এই সজ্জাঘরের রিটন | ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিটন | গড় বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন | এই সজ্জাঘরের রিটন | ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিটন | গড় বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন | এই সজ্জাঘরের রিটন | ইহার পূর্ব সজ্জাঘরের রিটন | গড় বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন |
| ১ | কলিকাতা ... | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | টাকা | |
| ২ | শেরাজগঞ্জ ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ৪।০ | ৪।০ | ৩।০ | ৩ | ৩ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | |
| ৩ | চাঁকা ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ৩।০ | ৩।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | ... | |
| ৪ | খারায়গঞ্জ ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | ... | |
| ৫ | চট্টগ্রাম ... | ৩ | ৩ | ৩ | ... | ... | ... | ৩ | ৩ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | ... | |
| ৬ | পাটখা ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ৩ | ৩ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২ | ... | |
| ৭ | বালেশ্বর .. | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ৩ | ৩ | ... | ৩ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | |
| ৮ | পুরী ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | |
| ৯ | কটক .. | ২।০ | ২।০ | ৩।০ | ... | ... | ... | ৩ | ৩ | ২।০ | ২ | ২ | ২।০ | ২।০ | ২।০ | ... | |

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

দুই মণ্ডাই অবধি তুণ্ণাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও গবণ খোঁজে বিক্রয়ের বাজার দর।

মনের দর।

| চোলম ও কোয়ার। | | | রাগী বা বাড়ওয়ার ও শীনা | | | জমের। | | চোলা। | | জ্বালানি কাষ্ঠ। | | গবণ। | | বাজার। |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| এই সঞ্জাভের হিটর্ন | ইকাত্ত পুস্ত সঞ্জাভের হিটর্ন | গজ বহনসহের এই সঞ্জাভের হিটর্ন | এই সঞ্জাভের হিটর্ন | ইকাত্ত পুস্ত সঞ্জাভের হিটর্ন | গজ বহনসহের এই সঞ্জাভের হিটর্ন | এই সঞ্জাভের হিটর্ন | ইকাত্ত পুস্ত সঞ্জাভের হিটর্ন | গজ বহনসহের এই সঞ্জাভের হিটর্ন | এই সঞ্জাভের হিটর্ন | ইকাত্ত পুস্ত সঞ্জাভের হিটর্ন | গজ বহনসহের এই সঞ্জাভের হিটর্ন | এই সঞ্জাভের হিটর্ন | ইকাত্ত পুস্ত সঞ্জাভের হিটর্ন | |
| টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | টাক | |
| ২.০ | ৪.০ | ... | ... | ... | ... | ... | ২.০ | ২.০ | ২.০ | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ২.৫ | কলিকাতা। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.০ | ২.০ | ২.০ | ... | ... | ১.৫ | ২.৫ | শেরাজপুঞ্জ। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.০ | ২.০ | ২.৫ | ১.০ | ১.০ | ১.৫ | ২.৫ | চাঁকা। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.১০ | ২.১০ | ২.১০ | ১.০ | ১.০ | ১.৫ | ২.৫ | মীরহুদাঙ্গ। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.৫০ | ৩.০ | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ১.৫ | ২.৫ | চট্টগ্রাম। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ১১.৫১.৫১.৫ | ২.০ | ১.৫০ | ১.৫০ | ১.০ | ১.০ | ১.৫ | ২.৫ | গাউন। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.১০০ | ২.৫০ | ২.৫০ | ০ | ১.০ | ১.৫ | ২.৫ | বালেশ্বর। |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ২.১০ | ২.৫ | ২.৫ | শুধী। |
| ... | ... | ২.০২.০০ | ৩.০ | ... | ... | ১.১০০১.১০ | ১.১০০ | ১.১০ | ১.১০ | ১.১০ | ২.৫০ | ২.৫০ | ১.৫০ | কটক। |

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই. এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী সেক্রেটারী।

জিলা হুগলি — কচিমন্দির বিজ্ঞানের ইন্সটিটিউট কলিকাতা জিলা হুগলি।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের আদালত বাবী রাজস্ব ৫৮৭ যে সকল দাবি বাবী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদালত ইন্সটিটিউটের বিধি আছে তাহা আদালত নিম্নলিখিত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাফক বাবী ১৯২১ সালের ৬ আর্টার রহস্যভিবার দ্বারা জুগলির কলিকাতা কলিকাতা প্রকাশ্য নোনায়ে বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ যে।

| মহাল ও পরগণার নাম। | বাকীদার মালিকের নাম। | সদর জমার ভাইন। | বাকীর পরিমাণ। | টেকিয়ং। |
|---------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ১০ মৌলভপুর পং পাড়া। | এম. জা. ইন্সটিটিউট বন্দ-বন্দী মহাল।
সৈয়দ মজল রহমান ওরফে আঞ্জা-রাখা দিগর।
বাদ গজাবর কর মোতাফক সিডলা ৩৫-মামিল পণ্ডি বাগান ডাঙ্গা ও মির-পাড়া রকম ১২।। আদালত সদর জমা এঃ
কুমারমণ্ডী দাসী ১৫।। ১৫।।
জমির জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব ইহাতে।
বাকী সৈয়দ মজল রহমান ওরফে আঞ্জা রাখা দিগর সদর জমাঃ
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ১১৩২২
৪২৫০
৫১০
৪৮০০ | ১২২।।১ | এই বাকীর জমা এই অংশ নো-লান ইহাৎক। |
| ১০ রাধাকান্তদাট পং পাড়া। | কচিমন্দির মন্দির দিগর
বাদ হাজি আফালদী মন্দির ৫০৫১
দিগর জমির জমা।
ইহার পৃথক হিসাব ইহাৎক।
বাকী কচিমন্দির মন্দির দিগর সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৬২৪।।১১
২৪৫০
৫২৪।।১১ | ৪৬।।০ | এই বাকীর জমা এই অংশ মিলান ইহাৎক। |
| ২২ বসন্তপুর পং ভূরশীট। | সেখ চাকেকদীন আহম্মদ দিগর
সদর জমা।
এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাবালগের ভরক শরতকুমারী দাসী রকম ১।।০ আদালত বোল আদালত করিয়া তাহার রকম ৫৪ আদালত সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব ইহাৎক। | ১১০৮১
২৪২৪।।৬ | ৫২৪।।৬ | এই বাকীর জমা এই অংশ মিলান ইহাৎক। |
| ৩৫ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট। | দুর্গাচরণ দাছা দিগর
এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাবালগের ভরক শরতকুমারী দাসী ৫১।।৫৪ আদালত সদর জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব ইহাৎক। | ২২৩৭২৮৫
(৮)
৩৮০২।।১ | ১২২৬৩১ | এই বাকীর জমা এই অংশ নো-লান ইহাৎক। |
| ৩৬ মণ্ডলঘাট পং বালিয়া। | সেখ মণ্ডলঘাট দিগর
এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব গেন্ডার ইন্সটিটিউট গিফ্টানিহা দায়গোপুরী দিগর রকম ১১০ আদালত সদর জমা।
ইহার পৃথক হিসাব ইহাৎক। | ১০১৪৮৮
১০৮৫০ | ৫০ | এই বাকীর জমা এই অংশ নো-লান ইহাৎক। |

| ক্রমিক
সংখ্যা | মহাল ও পর-
গনার নাম । | বাঁকীদার ব্যক্তিকের নাম । | সদর জমার
ভাইদ । | বাঁকীর
পরিমাণ । | টেকিয়া । |
|------------------|--|--|--|--------------------|--|
| ৫৫ | এখম জেনী
ইন্ডিয়ানি বন্দ-
বস্তী মহাল ।
চাপাচাঁপা পং
পাণ্ডুরা । | গুজরাথ ধল্য দিগর ... | ৫৮১০/২ | ৩৫১৬০ | |
| ৫৬ | এ
এ | যহ্ননাথ ধল্য দিগর ... | ৬০৬১৬/২ | ১১৩১৬৩ | |
| ৫৭ | এ
বাঁখালডিগি
পং পাণ্ডুরা | সৈয়দ আবুল হক্কর দিগর ...
বাদ অভয়চরণ নন্দী রকম ১১৪৬
আনার সদর জমা এঃ
উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম
১১৪৬ আনার জমা বিঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।
বাঁকী সৈয়দ আবুল হক্কর দিগর ...
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ৭২২৬১
২১৪/০
২১৪/০
৪০৮৬০
২২৪৬/১ | ৩৬৪ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ৬২ | এ
রাহজাখাল পং
মণ্ডলবাড়ী । | কানাইলাল শীল দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নালালগের তরফ লরুৎকুমারী
দাসী রকম ৭৫ আনার সদর
জমা এঃ
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ১২৩৭৪৬২।
২৭২৫।।/০ | ২৬২/০ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ৬৭ | এ
গুডবাড়ী
পং চৌরুহা । | গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...
এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র
ঘোষ গুডবাড়ী ও করিরামপুর
মেজার খোলআনা সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ২৬২৫৬৬
৬২২৬২ | ৪৭২৬২ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ৬৯ | এ
সেংপুর
পং বাঁলিয়া । | লক্ষ্য কান্দেবরকম দিগর ...
এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল
নালালগের তরফ লরুৎকুমারী
দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । | ১০৩৯১৬২
৫৮৪৫৬৬। | ২০১৩১।/২ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |
| ১১০ | এ
খালড়
পং খালড় । | বাঁকী লালমণি দিগর ...
বাদ লালমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র-
নাথ দাসী রকম ৬০ আনার সদর
জমা
উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০
আনার সদর জমা
রাধা এখমনাথ রায় বাঁকীচুর রকম
৭০ আনার সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।
বাঁকী রাণী লালমণি রকম /০ আনার
সদর জমা
ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । | ১০৩৯০১৬
৭৭২৩
৬৪২।৬
১১২৮৬/০
২৭৫১।০
৬৪২।৬ | ১৭১১।৬ | এই বাঁকীর জমা
এই অংশ নী-
লাম হইবেক । |

| সংখ্যা | মহাল ও পরগনার নাম। | বাকীদার মালিকের নাম। | সদর জমা ও ইন। | বাকী পরমাণ। | টেকিয়াং |
|--------|--|---|---|-------------|---|
| | প্রথম শ্রেণী ই-
জমুরারি বন্দ-
বস্তী মহল। | | | | |
| ১১৭ | বাঁজকাটা পঃ
খোশালপুর। | জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...
বাদ কালীন্দ্র দেবী একত্বিকিউট
ইউটেট বন্দ-বন্দার রকম ১/০
আনা সদর জমা।
হুজুর বন্দে পান্ডায় নিমত্ত নদিব-
পুর ও বৈদ্যবী ও আভিগ্রাম নদী
তিন নৌকার রকম ১/০ আনার
মদো ১/০ আনা সদর জমা।
প্রসাদ দাস গোস্বামী রকম ১৩১ =
আনার জমা।
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর
সদর জমা।
উহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭২৬/৩
২২৬৭/০
৮২০
১৫১/০
১৬০১/০
২৬৭১/০ | | ৩.০/০ এই বাকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১১৮ | মল্লিকাটী পঃ
বোর। | প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ...
বাদ মল্লিকাটী প্রসাদ গোস্বামী দিগর
রকম ১০ আনা সদর জমা।
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর
রকম ৫০ আনা জমা।
উহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ২২৬৮/৩
৭/১
২২২৬/৩ | ১৬৯১/৪ | এই বাকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১১৯ | চাতিরাবাদে
পঃ বোর। | রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...
বাদ নামাশুলক দেবী রকম ৯১ =
আনার সদর জমা।
নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১৫ আনা
সদর জমা।
নিমচাঁদ চৌধুরী রকম ১/১০/০ আনা
নার সদর জমা।
ককাল লাহিড়ি রকম ১/৮১ =
আনা সদর জমা।
কালিচন্দ্র পাল দিগর রকম ১৩৫
আনা সদর জমা।
লালজী চৌধুরী বাদ চাতিরা বাদ
দে-পুর, দেলুড ও মোজার রকম
১/১১০০ আনার সদর জমা।
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।
বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর
জমা।
উহার পৃথক হিসাব হয় নাই। | ৭৪০১/৪
১১৯১/০
৬৬
১১৫০
৮৮১/০
৩১১/০
১২৭৫/০
৫১১
২২৫১/৪ | | ৭৫/০ এই বাকীর জন্য
এই অংশ নী-
লাম হইবেক। |
| ১২০ | মোদামি বন্দ-
বস্ত। | | | | |
| ১২১ | মুন্ডানপুরের অমৃতলাল বেন দিগর
পঃ পাটমহল। | ...
বাদ পূর্বচন্দ্র দাস রকম ১/০ আনা
সদর জমা।
উহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। | ৯২২/০
৪৬৮১/৩
৪১৬১/১ | | |

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজ্জত মেওরা যাইতেছে যে সন ১৮১২ সালের ১১ জুলাইর ৬ খরিমতে জিলা মুরশিদাবাদ সাক্ষাৎ নিম্নলিখিত মাজলি সন ১২২০ সালের ৩১ জুলাই কালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় করা সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরে দাখিল হইতে আকাজ নীলাম বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ জুলাই।

| ক্রমিক
নং। | মাহালের প্রকার। | ভৌম
নং। | নাম ও মহাল
কংসন। | নাম ভূমিকার। | সময়কর্ম। | বৈশিষ্ট্য। |
|---------------|---------------------|------------|---|---|-----------|--|
| ১ | প্রথম শ্রেণীর মাহাল | ৪৪ | ভরক কান্দিয়া পাওর-
১ কপু। | কৃষিকর দায় কল্যাণদাস দায় গোপীনাথ দায় প্রভা-
২তী দায়াদিত্তি জমি কৃষ্ণপ্রসাদ দায় দায়াদিত্তি। | ১২২৪/৭৭ | এই মাহাল মধ্যে আভ্যন্তরীণ মাসা ও কল্যাণদাস দায়ের
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দায় কৃষিকর
দায় ও গোপীনাথ দায়ের অংশ ১০ আনা
কাজ সমস্ত জমা : ১৪৭/৪ টাকা নীলাম হইবেক।
বাকী ৭১১/০ টাকা। |
| ২ | ঐ | ৪৪ | ভরক কান্দিয়া পাওর-
২ কপু। | ঐ | ১২২৪/৭৭ | এই মাহাল মধ্যে আভ্যন্তরীণ মাসার পৃথক করিয়া লওয়া
অংশ ১০ আনা ও কৃষিকর দায় গোপীনাথ দায়ের
অংশ ১০ আনা অংশ ১০ আনা
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা কাজ সমস্ত
জমা : ১২৩/৭ টাকা নীলাম হইবেক।
বাকী ১৪৭/০ টাকা। |
| ৩ | ঐ | ৩৭ | হুদাগোপালপুর পাও-
৭ লাকী। | দায় মেতাবাদী মাহাল দায়াদিত্তি | ... | ১২২৪/১০ রাজস্বের ১০ টাকা
হইবেক। |
| ৪ | ঐ | ২২২ | কিসমত মোজগাও-
ভূদায় পাওনে দায়-
২ কপু। | হিরাজ চৌদী দায়দাস চৌধুরী অধিনেতৃত্ব
দায়দারী বটুকনাথ দায়দারী গোপীনাথ। | ১২২৪/১১ | সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৪/০ টাকা
মাহাল নীলাম হইবেক। |

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনায় জিলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিত্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১০ জুন যেতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য লীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

| ভৌজি
নম্বর। | মহাল ও পর-
গনার নাম। | মালিকের নাম। | ঘোট সদর
জমা। | যে অংশ বিক্রী হইবে। | বাকী পড়া
অংশের
সদর জমা। | ১৮৮৩। ৮৪
সালের ষাট
কিত্তির বাকী। |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|--|
| ৬ | পরগনে আগর-
পাড়া কিসমত
আগরপাড়া। | গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী
দিগর। | ১৬৬২/৯ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ১৩৫৬/২ | ৩।০ |
| ২৮ | পং হিলকি কিং রাজমোহন রায়চৌধুরী
কেড়াগ ছিঃ | ৫৮৩/৪ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৫৮৩/৪ | ১৭০১/০৫ |
| ২৯ | পং খলিগাংলৈ বৈল-সকাখিনী দেবী
কিং খলিগাংলৈ দিগর। | ৮৯৭৫/১ | ২ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৮৯৭৫/১ | ১৩০৫/১ |
| ৩৪ | পং হিলকি কিং অরেক্সনাথ রায়চৌধুরী
গজকপুর। | ১২৩১/৪ | ৫ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ১২৩১/৪ | ৩০১/১ |
| ৬৭ | পং তালপুত্র কিং গৈ-বিনমোহন বসু দি-
তালিগপুর। | ৫৯২/১ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৫৯২/১ | ১১৩/৪ |
| ৭২ | পং দাতিয়া কিং চন্দ্রসুন্দর রায় দিগর ...
দাতিয়া। | ৪৭০২২/৬ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৪৭০২২/৬ | ১২০৫/২১ |
| ১০৮ | পং বুদ্ধন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...
বাবুলিয়া। | ৫১১৫/১ | ৩ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৫১১৫/১ | ৩৫ |
| ১১১ | পং বাজিতপুর লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী
কিং বাজিতপুর। | ২১১১/১১ | ২ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৫৮২/৮ | ১/৩ |
| ১২৫ | পং বুদ্ধন কিং থাকমণি চৌধুরী দিগর
বৈকালি। | ৭১২/১১৫ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৭১২/১১৫ | ৩১/৭৫ |
| ১২৭ | পং তালুকা কিং জাকমণি বোম দিগর ...
তালুকা। | ১৪২৪৩৫/৮ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৮৫০/৮ | ২৫৫/৭১ |
| ১৩২ | পং বুদ্ধন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...
তাংড়িয়া। | ২০৩২/১৩ | ২ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ২০১৭ | ৭/৮ |
| ১৩৩ | পং মলই কিং পাকডীনাথ রায়চৌধুরী
মলই। | ২২৭২/১১১ | ২ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ২২৭২/১১১ | ৮৭৬৫/৪ |
| ১৪২ | পং মপরাঙ্গপুর ভুবনমোহন মজুমদার
কিং মপরাঙ্গপুর। | ৫৪২৫/৮ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ১০৭১/৫ | ৩১/০১ |
| ১৪৬ | পং মজুমদার কিং জিহাদি সরদার দিগর
১৫৫ নং লংট
অস্ত্রনিরমতান
নগর। | ১৮৮৪ | ১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ১৮৮৪ | ১৪০০/৬ |
| ১৫১ | পং মলই কিং পাকডীনাথ রায়চৌধুরী
জরাখাতি। | ৮২০/১০ | ৪ | ১৮৫৯ সালের ১১ আই-
নের ১০ ধারা অনুসারে
অভিন্ন হিলাবের ১ হি-
ল্যা অরেক্সনাথ রায়
চৌধুরী দিগর রকম
৮/ আনা। | ৮২০/১০ | ৩২০/১১ |

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARRON,

Offg. Collector.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্ভাব্য দেওরা বাইডেছে যে ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ১৮৬৮। ৭ আইনযতে জেলা ময়মনসিংহের মদ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগারেন ২৮ মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য লাগার চলিত আইন এবং আটের অনুসারে বাকী রাজস্বের দ্বারা অদায় করা যাইতে পারে তাঁহা আবার নিম্নিত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ জাবন সোমবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

| নং
ভৌজ। | নাম মহাল। | নাম মালিক। | সমর জমা। | বাকী। | টেকিয়ত। |
|------------|--|-------------------------------|----------|-------|---------------------------|
| ১২ নং | পং আদীয়া জমিদারি হিসাব ১০ আনা ১৮৫২। ১১ আইনযতে খারিজ বাদে এজমালি। | ভগবানচন্দ্র দাস চৌধুরী গরুরহ। | ২৪৭/৪ | ০ | ০ |
| ১৩ | ঐ ১৮৫২। ১১ আইনের ১০ ধারা-যতে উক্ত ১০ আনা বহো হিসাব ৭ গড়া। | ২৪৮৭/২১ | ২৪৮৭/২১ | ০ | ০ |
| ১৪ | ঐ ঐ হিসাব ১৫ কড়া | নবাবজালি চৌধুরী গরুরহ | ৬১১/৮ | ০ | ০ |
| ১৫ | ঐ ঐ উক্ত ১০ আনা জমিদারি খোল আনা রকমে হিসাব ১৭১ গড়া। | গিরিশচন্দ্র দাস চৌধুরী গরুরহ। | ১৪৮/৩ | ১২৫/৬ | খারিজ হিসাব নিলাম হইবেক। |
| ১৬ নং | পং বড়বাড় জমিদারি হিসাব ১০ আনা খোল আনা রকমে ১৮৫২। ১১ আইনযতে যত্ন হিসাব হওয়া হিসাব বাদে এজমালি হিসাব ১০৮/৪ দীপ। | নৈরুদ হাসানজান গরুরহ ... | ৪৪৬২/০ | ৭০৫২ | এজমালি হিসাব নিলাম হইবেক। |
| ১৭ | ঐ হিসাব ১৮/১ দীপ | যেং কেরত সাহেব ... | ৫১০/০ | ০ | ০ |
| ১৮ | ঐ হিসাব ১৮ গড়া | শাজে এনায়েত উল্লা চৌধুরী | ৩২৪১/০ | ১৪৩৬ | খারিজ হিসাব নিলাম হইবেক। |
| ১৯ | ঐ হিসাব ১৮/২ দীপ | কবিরহো চৌধুরানী | ৮৭২/০ | ০ | ০ |

দ্বিতীয় জ্ঞানীর মহাল।

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ১২০৮ | পং পুখুরিয়া চর আরজহাটী ও বেটা গরুরহ। | হেমচন্দ্র চৌধুরী গরুরহ ... | ২০৫/০
উয়েকন ২/০ | ১০/১২
উয়েকন ৩/০ | যেটা মহাল নিলাম হইবেক। |
|------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

[illegible][illegible]

| ভৌতির
নম্বর। | নাম মহাল ও
পাণন। | নির্দিষ্ট মালিকের নাম। | মোট সমন্বয়। | বাকি
পরিমাণ। | যত্ন। |
|-----------------|----------------------------|--|-----------------|--|--|
| ৪৭৬ নং | কুতুবনগর পঃ ডা-
জপুর। | এক মনি দাসী অর্থাৎ মাসতে লাবালক জনাঙ্গিন সিংহাস, হরদীধর বিখাস
সহিত্রী দেবী, অনিন্দিত্রী দেবী, সিংহাস চক্রবর্তী ও সর্গজনা দেবী
লাবনাসুন্দরী দেবী, অলি হানার আশ্রয়স্বরায় লাবালক শ্রিরামাধকুপু,
ক্রীনাথ বন্দোপাধ্যায়, স্মৃতিধর ভোঁরাঙ্গার। | ১২০১৫৮/১১ | ১১৫৮/০ | ১৮৫৯ সালের ১১ আউগে ১০ খাঁরমতে পৃথক ৮৩৪৭
বোতল অবশিষ্ট ২:৮০ আনা যাচাই ১৮/৮ পাইটাক।
সমস্ত জমির গার্ডবী দেবী ও সাইদাসুন্দরী দেবী কলি
মালার আশ্রয়স্বরায় লাবালক, শ্রিরামাধকুপু, স্মৃতিধর
জোয়াঙ্গারের নামে ৪৭৬০৯৭ লিখা বাকী ৫ আংল বাকী
পড়ার উহাই বিলাস হইবেক। |
| ৪৭৭ নং | আশুপুত্র গাং ডা-
জপুর। | গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিত্রী দেবী, অঘোরনাথ ও ক্রীনাচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়, ও কুতুমিনী দেবী, অলি হানার চৌধুরী মুখোপাধ্যায়
লাবালক ও সর্গজনা মুখোপাধ্যায়, রামবল্লভ চেল্লাঙ্গার, বহরাজ
পাল চৌধুরী, টেকলাসেখরী দাসী চৌধুরী, অলি অর্থাৎ ৩৫ বিপ্রজাম
পাল চৌধুরী, হরেক্ষমাথ হরেক্ষমাথার বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং
অতি ৩৭ মহাভাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাবালক ক্রীনালাল চৌধুরী, কুতুম-
কুমারী দেবী, ষাঁকরনি দেবী, সীলনাথ মুখোপাধ্যায়, টেকলাসেখ মুখো-
পাধ্যায়, ললিতসেখ মুখোপাধ্যায় নিখারী দেবী, অলি হানার চৌধুরী
মোহন মুখোপাধ্যায় লাবালক অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং ঞ্জামরনী
দেবী, অলি হানার জীবনকুমার ও দেবজনাথ মুখোপাধ্যায় টেকলাসচন্দ্র,
কেন্দ্রপাল বন্দোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র কেন্দ্রপাল বন্দোপাধ্যায় অতি
জাঁং কালীপদ ও ভার্যাপদ বন্দোপাধ্যায় লাবালক।
জরদাঙ্গাসীদ চেন মোহনজারজাঁং সর্গজনাথ, সর্জিতনাথ, সর্জিতনাথ
রায় চৌধুরী, ও দেবজনাথ রায় চৌধুরী, পার্জিতনাথ ও দেবজনাথ ও
অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবভাট্টনী দেবী, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়
স্বরং ও কন্দাধাক ৩৭ উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখো-
পাধ্যায়, গোবিন্দনাথ দাসী। | ৩৬৫৮
পুঃ ২৮০ | ৩১৫৮/০৯২
১৮/১১
৩১৫৮/২৯২
৯১/১০
পুঃ ১৮ | ১৮৫৯ সালের ১১ আউগে ১০ খাঁরমতে পৃথক ৮৩৪৭
আংল বাকি অবশিষ্ট ২: ৮০ গণ্ডা যাচাই ১৮৫৭ পাই
সমস্ত ১৮১১ পাই পলি জমায় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়
স্বরং ও কন্দাধাক ৩৭ উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর,
রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দনাথ দাসীর নামে
৩১৫৮০৯২ ও পৃথক ৮৩৪৭ আংল ২: ১২ গণ্ডা যাচাই
১৮১১/১০ পাই সমস্ত ১১০০ পলি জমায় দেবজনাথ
রায় চৌধুরীর নামে ৩১৫৮২৯২ লিখা বাকী ৫ আংল
বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক। |
| ৩১৪৮ নং | খামার লীলাপাং
কুতুবনগর। | | | | |

W. V. G. TATLER,

Collector.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্ক সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএন কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী কেন্দ্রারি ডনবের ২৮ মাস স্বর্ধাভ পর্ধাভ এবং ডনপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর তৃতী হারি আদার হঠরা বাবা বাকী আছে তাহা ১৮৮৭। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় পনিবাঃ অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

| ভৌজিব
নম্বর। | মহালের নাম ও
পরিগনন। | মালিক। | সদর জমা। | বাকীর পরি-
মাণ। | বৃত্তব্য। |
|-----------------|---|---|-----------|--------------------|---|
| ৫৭ | বড়ানাকী ওগররহমোজা
চাকলে কাজির হাট। | শ্যামকুমার দাস, বামীন্দ্রকরী
দাসীয়া কুমারমোহন চাকি
ডারামণি দাসীয়া চক্স
গোবিন্দ দাস, | ৫১৫। ৬০ | ১৬। ১০ | বামীন্দ্রকরী দাসীয়া
১১৮৫৬৯ পাই সদর
জমার অংশ ভাচার
পৃথক হিসাব আছে
তাহা ব্যতিত অপরাপর
অংশ বাকী। |
| ১০৭ | রাইমনগর ঘোঁজা চাকলে
কাজির হাট। | শৌধামিনী দাসীয়া | ১০৪১৫৬১ | ৪২৮। ৬৪ | |
| ২২১ | খোদপুরাধপুর ওগররহ
ঘোঁজা পং পএরাবক্ষ। | জানকীবরত সেন আছরা
বেগম, রাহতমেছা চাবেদা
খাতুন, ও ছরিয়ল
আলম কানুল হোসেন
চৌধুরী ওরফে ভোমা মিকো
ও মুলঃ মিকো। | ২৫০২৫৬৫১১ | ৫০০। ৬৮ | বাবু জানকীবরত সেন
নের খরিশা ১৬০ আনা
অংশ বাকি দেওয়া
গেল। ভাচার স্ব-
তন্ত্র হিসাব খোলা
গিয়াছে। |
| ২৫০ | খামার কুরনা ও গররহ
পং পএরাবক্ষ। | খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী
অজিমমেছা চৌধুরী
মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ
চৌধুরী। | ২১০৫৫৬১১ | ১৮২। ১৯ | খাজে এনাএতুল্লা চৌধু-
রীর বিশেষ ১ নম্বর
হিসাব পৃথক বাচার
সদর জমা ১০২৩। ৬
পাই এ অংশ ব্যতিত
অপরাপর অংশ বাকী। |
| ২৫২ | চক ছাগীপুর ওগররহ
ঘোঁজা পং সদরহাট। | খএরমেছা বিবি চৌধুরানী
এনাএতুল্লা িঞা, বাউর, নী
বিবি চৌধুরানী, কন্যা
তুল্লা চৌধুরী মুসিয়মেছা
বিবি অজ- বিবি চৌধু-
রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে
ব্রৈলৈ কানাথ লাহিড়ী
ম্যানেজার নেহালচন্দ্রিন,
মহম্মদ নেজামুদ্দীন মহা
ম্মদ চৌধুরী, আ মরমেছা
বিবি মথৎ ও আলিঅছি
পক্ষে আবদুলল ডক
চৌধুরী দাবালগ। | ১৮২২৫৬৮ | ১৪। ৬৮ | গবর্ণমেণ্টের ডক্টারীনের
অংশ বাচার সদর
জমা ৪৩১। ৬ পাই ও
বাচার পৃথক হিসাব
খোলা হইয়াছে উদ্-
বানে অপরাপর অংশ
বাকী। |
| ৬১৭ | আলিগাঁও পং | চক্ষুশিখর বায়, গোলাল-
চক্স বায়, রাজলক্ষী
চৌধুরানী, জামিনচক্স চৌ-
ধুরী, ইচ্ছামণী চৌধুরানী
ব্রৈলৈ কানাথ লাহিড়ী
ম্যানেজার পক্ষে কোড়র
চক্স কনোর রায় দাবা-
লগ, কামামণী চৌধুরানী
কুড়ানু সবকার। | ৫২৮১৫৬১ | ২০৫৬। ৪ | কুড়ানু সবকারের নিজাংশ
৬০ ভিন্ন জমা এ
অংশ বাকী |

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

H. J. NEWBURY,

Offg. Collec'or.

১৯৮৩ সাল তারিখ ২০ অক্টোবর।

一、關於「中華書局」

| ক্র.সং. | নাম | পদ | বয়স | শিক্ষণ | বৃত্তি | সংস্থ | সংস্থ | সংস্থ | সংস্থ |
|---------|-----------------|-------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ১ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ২ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৩ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৪ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৫ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৬ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৭ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৮ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ৯ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |
| ১০ | শ্রীমতী সত্যবতী | মহিলা | ৩৫ | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা | মহিলা |

2. 1962 ... 2, 1962

| ক্র.সং. | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
|---------|------------------------|------|---------|----------|-------|-------|
| ১০১ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০২ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৩ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৪ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৫ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৬ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৭ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৮ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১০৯ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |
| ১১০ | পাঠ্য-পুস্তক-সংক্রান্ত | লেখক | প্রকাশক | প্রকাশের | মূল্য | বিশেষ |

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

ইন্ডাওয়ার্মা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বন্দীরাগারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বয়ং লখ্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রহম্মতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজর প্রকাশ্য সীলানে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

| সদর
তালুক। | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকীর
মন। | বাকীর লংখ্যা। | | | মন্তব্য। |
|---------------|--|---|----------|--------|--------------|---------------|------|------|--------------------------------|
| | | | বাজানা। | সেস। | | বাজানা। | সেস। | মোট। | |
| ৬
১৮২৩ | খানেন সাতকানিয়া
মোজে মাকোর
মহল নয়াবাদ। | ... | ১০১৭০০ | ৪৪১৬ | ১২২০ বাৎ | ১২৭৯ | ০ | ১২৭৯ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |
| | খানেন ঐ মোজে
চায়ল মহল
নয়াবাদ। | ... | | | | | | | |
| ২০
১৮২০ | তালুক জীমত ডা-
জমেছা চৌধু-
রীয়া। | কলেশ্বর মঙ্গল সিং
জাকন্ডা লিঙ্গুনী
ও আদম আলম
সিং বেগম
আবদুল গবু-
সিং কলীপুর। | ১১২০১১০ | ১৭৬৮/৬ | " | ২২৪৯ | ২২৬৯ | ২৪৯৪ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

ইন্ডাওয়ার্মা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বন্দীরাগারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮০ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বয়ং লখ্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রহম্মতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজর প্রকাশ্য সীলানে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

| সদর
তালুক। | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকীর
মন। | বাকীর লংখ্যা। | | | মন্তব্য। |
|---------------|---|------------|----------|-------|--------------|---------------|------|------|--------------------------------|
| | | | বাজানা। | সেস। | | বাজানা। | সেস। | মোট। | |
| ১১০
১৮৩০ | খানেন সাতকানিয়া
মোজে গও-
বাং মহল
নয়াবাদ। | ... | ৩১৪১/০ | ২৩৮/০ | ১২২০ বাৎ | ১৮৭৯ | ৮১৯ | ১৯৬১ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |
| | খানেন ঐ মোজে
চায়ল মহল
নয়াবাদ। | ... | | | | | | | |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

जिन्नाय वदनाच्छद ।

इष्टाकार का हृदि न्यासः ॥

সমস্যা বা কৌশলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই বিভাগের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

বাকীজিরকোমর ২৮ ১ ক্র মন .৬৮= ৫ন যোতৈকজন ১০ ৯০ মন
হৈতু।

শেষ ভা. ২০৮ দাঁকিপড়া যশোভা

| ভেঁড়ির
নম্বর। | স্বত্বাধার নাম। | পরিগণনা। | মালিকসংগে নাম। | মোট পরিগণনা। | যে স্বত্ব বিক্রী হয়েছিল। | তার তারিখ। | যে স্বত্ব বিক্রী করে
বিক্রী হয়েছিল। |
|-------------------|-----------------|----------|----------------|--------------|---------------------------|------------|---|
| ১৫ | নন্দুর | ভেড়ি | ... | ১৯৫০।১ | ২০০০।২ | ১৯৫০।৮ | ১৯৫০।৮ |
| ১৬ | নন্দুর | ভেড়ি | ... | ১৯৫০।১ | ১৯৫০।১ | ১৯৫০।৮ | ১৯৫০।৮ |
| ১৭ | নন্দুর | ভেড়ি | ... | ১৯৫০।১ | ১৯৫০।১ | ১৯৫০।৮ | ১৯৫০।৮ |

জিলা চট্টগ্রাম।

বাঁকী খাজনার আদায়ের পাঠ্য।

উহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের প্রযোজ্য নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে বাঁকী রাজস্বের আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখে এই জিলার কাউন্সিলের সাহেবের কাছারিতে বিমা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম জোীর কাএমি মহাল

বাঁকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

| নং
জোীর | নং
মহাল। | নাম মহাল। | সন
অম। | বাঁকীর
পরিমাণ। | মন্তব্য। |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|--|
| ২ | ২ | তরফ অমোদারাম ... | ৭২৬৫/০ | ১০/০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। |
| ১৭ | ৪১ | তরফ আবুল ফজল | ৬৪৩২/৭ | ১৩২৬/০ | এ |
| ২৮ | ৫৪ | তরফ কামদারাম ... | ৮৪৯/৫৯ | ১৫৫৬/১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আর্টিকেল তদ্বারা ১মঃ রাসস্ব
রাজ আর্টিকেল অংশের ২ঃ ১০৭৪/৫
পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ায়
কেবল তাহাই নীলাম হইবে। |
| ১৫৯ | ৮০৪ | তরফ তুল্লুভরাম, কতে-
র বাস। | ৮১৯৯ | ১৯৬/০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। |
| ২০৭ | ১১৪০ | তরফ মোজো হরিণ
বাঃ তং মজুত রাম
জারি। | ৬৯০৫/০ | ১৮৭৫/৪ | এ |
| ১৫০
৩৭ | ১২৪০
১৮৯৪ | তরফ ইমাম ...
তরফ মালিক যত-
ন। | ৬৯৭১/৪
৫৬০১/০ | ১৫০১১/৪
২৭ | এ |
| ৫২০ | ১৫০ | তরফ রামভদ্রনাথ ... | ৯৮৫৫/৫ | ১১৫৮ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আর্টিকেল তদ্বারা ১মঃ পীতা-
স্বর কাঃ ৪ঃ৫৯ পাঠ জমার অংশে
বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম
হইবে। |
| ৫৩১ | ১৫৫১ | তরফ মালিকশোর
কাঃ। | ৮১৯/৭ | ১৫০ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আর্টিকেল তদ্বারা ১মঃ অবশিষ্ট
মালিকের ৮০১/৮ জমাঃ অংশে
বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম
হইবে। |
| ৫৭১ | ১৯০১ | তরফ মালিকশোর কাঃ | ৮০৬৫/০ | ১২৪/১০ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আর্টিকেল তদ্বারা অবশিষ্ট
মালিকসমব ৭৪৫১/১১ পাঠ জমার
অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই
নীলাম হইবে। |
| ৫৭৬ | ১৯২৫ | তরফ জিমদারাম কাঃ | ১৭৩৭৫/০ | ১১/৩ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব
পৃথক আর্টিকেল তদ্বারা ১মঃ আব-
তলা বীর ৭৮২৫/৬ পাঠ সমস্ত
জমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল
তাহাই নীলাম হইবে। |
| ৬১১ | ১৮৮০ | তরফ ওদদলাই সোণ
মালী ও ছাঃ
নাঃ। | ৬৭৮১/০ | ১০ | সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। |

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা বাঁকরগঞ্জ।

অমিরি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খাতার বিধান অনুসারে ইস্তাহার দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জেলা বাঁকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলা কালেক্টর সাহেবের আশিমে নাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে নাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই মোঃ ১৩২১ সনের ৮ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবণেবে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

| মহালের
নাম। | জোজির
নম্বর। | মহালের নাম। | নাম মালিক। | সবর জমা। | বাকীর লক্ষ্য। | টিকিরত। |
|------------------|-----------------|---|---|---|---------------|--|
| প্রথম
জেনী | ১৪১০ | বাহাদুর বড় ডাং
হিঃ ১০ আনী | কাশিমীমোহন চক্রবর্তী রায়
চৌধুরী হিঃ ৮১৫ | ১৫৫০/০ মিনাং
অংশ হিসাব পৃথক
অংশের জমা—
১২০৬/১০
২৬৬১/৫ | ১৬৬১ | এই হিসাব পৃথক
হওয়া ১২৫ আনী
অংশ নিলাম হই-
বেক ইতি। |
| এ | ১৪১৭ | জীহনরুজ সেন ও
হরেন্দ্র সেন ও
কমলরুজ সেন
ও গোবিন্দ দেব
রায় ও প্রাণ-
মণিকান্ত রায়
ও বর্ণ মারা-
রণ ও চতুর্ভূষ
মুখর্জী ডালুক। | হঃ ৬৪ = ১ ডিল উদ্যচরণ
ডাউচায়া গররহ | ২২২৫১/৫ মিনাং
হিসাব পৃথক অংশ-
লের জমা—
৫৪০৬/২
১৭৫১১/৩১ | ১৩২৫১ | এই একমালি ৬৪ = ১
ডিল অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| এ | ১৭২৮ | চক্রবর্তী চক্রবর্তী হিঃ ৬০ আনী বরদাশ্রয়
ডালুক। | চক্রবর্তী গররহ | ১০৫০১/৮
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের জমা
১৩৩/৮
২৫৩১/৮ | ১৫১১/২ | এই একমালী ৬০
আনী অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| এ | ৫২৫৮ | হুজুদি কালীকা-
পুত্র পংগ-
হিঃ ১০ আনী | হিঃ ১০৬ - একমালী কগদী-
মুরী দেবী চৌধুরী
গররহ। | ৩৩০২/১০
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের জমা
৮৪৫১/৬১
৮৫১ ৬০১ | ১৬১ | এই একমালী ১০৬-
কংশ অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| এ | ৫৪০২ | কল্যাণাচরণ দাস
ডালুক। | চৌধুরী রায় চৌধুরী গর-
রহ। | ৬০৩/২১ | ১৮১১/০১ | বোল আনা মহাল
নিলাম হইবেক। |
| দ্বিতীয়
জেনী | ৪৫৪১ | পঞ্চা ওরফে রম-
ভানপুরচর | চৌধুরী চক্রবর্তী গররহ ... | ৪২১৪২ | ২৪০০২ | এই মহাল মালিক
সঙ্গে মালিকানা
মিনাং পরিঃ
মালিক বড়ো মাদি
বন্দোবস্ত হওয়াতে
মহাল মজকুরে
বন্দোবস্ত গুলীত-
গণের বে. সহ ও
সভা আছে তাহা
নিলাম হইবেক
ইতি। |
| প্রথম
জেনী | ৪৬২৩ | কল্যাণ কলস
ডাউচায়া মহাল-
যদি। | হিঃ ১১০ আনী করণাশ্রয়
ডাউচায়া গররহ। | ৩:৬১/১০
মিনাং হিসাব পৃথক
হওয়া অংশের জমা,
৩০৮/১১
৩০৮/১১ | ২৩২৪/১০ | এই ১১- আট আনী
অংশ নিলাম হই-
বেক ইতি। |

| বহালের
শ্রেণী | ভৌজির
নম্বর। | বহালের নাম। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাঁকীর
নংখ্যা। | টেকিরং। |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| দ্বিতীয়
শ্রেণী | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১ নং | চক চলুয়া মধ্যে ১
নং হাওলা | হুসেনদি ... | ৮৩২৭ | ৩৪৩৭ | এই বেরানি হাওলা
বিলাস হইবেক। |
| ঐ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৩ নং | চক চলুয়া মধ্যে ৩
নং হাওলা | কৈতালি হাওলাদার গরুরহ... | ১১৪২৭ | ৮৫০৭ | ঐ |
| ঐ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৪ নং | চক চলুয়া মধ্যে ৪
নং হাওলা | তাবিনীচরণ মুখোপাধ্যায়
গরুরহ। | ৮৫৩৭ | ৩৪২৭ | ঐ |
| ঐ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৮ নং | চক চলুয়া মধ্যে ৮
নং হাওলা | জামাল হাওলাদার গরুরহ... | ৮৩১৭ | ৩৪৫৭ | ঐ |
| ঐ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১২ নং | চক চলুয়া মধ্যে
১২ নং হাওলা | মহিমদী হাওলাদার গরুরহ... | ১২২৭ | ৬৭৪৭ | ঐ |
| ঐ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১৫ নং | চক চলুয়া মধ্যে
১৫ নং হাওলা | জামাল হাওলাদার গরুরহ... | ১৫৪১৭ | ১৫৭১৫৬ | ঐ |
| ঐ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১৯ নং | চক চলুয়া মধ্যে
১৯ নং হাওলা | বেতাকী হাওলাদার গরুরহ... | ৩০২৭ | ২০০৭ | ঐ |

R. C. Dutt,
Offg. Collector.

জিলা বজমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইত্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইত্তাহারী সকলকে জামান হাইভেডে যে জিলা বজমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকৌমে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১৮ নং দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এতদন্তে আইন অনুসারে কাণায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নির্মিত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মো. ১২৯১। ১৪ তাযাত্ দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিবন্ধনেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৬ সাল তারিখ ২০ মে।

তালুক।

প্রথম শ্রেণীর ইত্তাহারি জমা দাওয়া হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিরাগ্রাম পরগণা আর্মী ডিঃ মজলকোট পুরুন্দলী আউনগ্রাম, কাটোয়া মনুশ্বর ও গাজুড় মালিক শ্রী শ্রীঃ অরপুনার সেবাড ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় তরিতরন বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ী দেবী ৬০ঃঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নন্দালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিগছি মাতা হরসুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় সত্যজয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমজ্ঞচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীহামপুর।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১০ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া পোষ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমজ্ঞচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় ১০১৮১/৭ টাকা সত্যজয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৭/০ টাকা সত্যালগ মনমোহন হরিমোহন, মণিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিগছি শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

৬২ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলপনা দিগর পরগণা দেওয়া ভিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মণীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিগছি মাতা ও আত্মপক্ষে অরং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেলুকান্য চন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকটান গোপেচা মাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিজয়

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নারায়ণ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলিমসিহি মাথা জিনডা
ডবতারিণী দাসা। সাঃ জিহাটি ডিঃ কাটোরা হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৪০০১/১১ টাকা

বাকী ৪১৮/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমার একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ
অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌতিকৃত্ত মতাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোরা ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনুস্বর ও
ডিঃ গাজুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
জীলমনি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন
মুখোপাধ্যায়, পরামচন্দ্র চৌধুরী, মতিজিনী দেবী, শরদাপ্রসাদ ও অন্নাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমনি চৌধুরী
উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী, দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী,
ভিকরডি চৌধুরী, মতিলাল ও হিন্দীবিহারী চট্টোপাধ্যায় বুভাকালী দেবী, মুক্তকেশী দেবী, দুর্গাদাস
মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নমণী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু স্মারকর ও
শশিকৃষ্ণ, মতেন্দ্র ও গোপেন্দ্রচন্দ্র মজ, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামানন্দ চৌধুরী সাঃ চাণুদী
ডিঃ কাটোরা ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দীইবাট ডিঃ কাটোরা গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিদ্ধিপুর
ডিঃ কাটোরা দীননাথ চৌধুরী সাঃ চাণুদী ডিঃ কাটোরা ।

সদর জমা ১৫২১০৭ টাকা

বাকী ১৭৭ আনা ।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৭৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের
রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌতিকৃত্ত মতাল মালকুনী পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক দেখ আলিমমুলা
সাঃ লীকারপুর কোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ মালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ কবিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নারায়ণ অলিমসিহি কলগাণী দেবী সাঃ ঐ জিহা দুর্গা ঠাকুরানীর সেদাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গৌরাচন্দ্র
রায়, নীলমনি রায় সাঃ আরনাচান্দাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান
মজলকোট ।

সদর জমা ১৫৯০১৫ টাকা ।

বাকী ১১৫৭৫ টাকা ।

এই মহালে মিল্ললিখিত একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ
হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৬/২১ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরাচন্দ্র রায়
১০০৭/১ টাকা ।

T. E. CONHEAD, Collector.

নীলামের নোটিস ।

এলেক্সান্দারনাথ কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা ।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের
লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির বাকী দাবত ঈশ্বরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন
মোতাবেক রাজস্ব : সন ১২৯১ সাল ১৪ আর্ষাচ শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিক্রী ওদের নীলাম ধরা
যাইবেক ঈশ্বরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল ।

প্রথম শ্রেণীর এলুমুরারি জমা ধাধা হওয়া মহাল ।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাজনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

হারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৭/৫৭ ২ দশী ১৪.৫ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া
নামে অবশিষ্ট একমালোতে হারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৭/১৫৭ ১ দশী ১১/১৫৭ ১৮৮৫-
আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৫/০ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের ১২ কালকৃত্ত কিস্তী সন
১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে
ধরা গেল ।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনহুগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ২১১২৬৭/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া নামে অবশিষ্ট
একমালোতে কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১২ আনার কাত সদর জমা ২১১২৬৭/৪ টাকা
তারিখ সন ১২৯০ সালের ১২ কালকৃত্ত কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না
হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিং বেওড়া ওগররহ লিখিত মালিক
কৈবলামাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১১/১ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে কৈবলামাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা
ভাটার সন ১২২০ সালের লাং কালতুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না
হওয়াতে ৭৫৬১৭৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৩২৪ নং কিং পরগনে বালিয়া তরফ যতুবাদী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মায় পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫৭৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১১ - আনার কাত সদর জমা মায় পুলিশ
থানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা ভাটার সন ১২২০ সালের লাং কালতুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২ ১০/১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের উল্লেখ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুযায়ী ইংলীশ দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে
হিলী ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মতাল সকল উক্ত জিলার নাটকের শাকের আধিনে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুযায়ী জানীন হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিম্ন ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে আদার
নীলামে নিবরণে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৩ এপ্রিল।

তফসীল।

| ক্রমিক
সংখ্যা | খাস বেওড়ার
নং | খাস বেওড়ার
নং | নাম মতাল। | মালিকের নাম। | সদর জমা | বাকী কিং
আনুমানিক
১৮৮৪। | কৈফিয়ত। |
|------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------|-------------------------------|--|
| ১২৩৩ | ৭২ | ১৮৯ | টামটা পুটীরা জো-
য়াং পং বরদাখাত
তিং ১১৩১—ক্রান্তি | গোবিন্দচন্দ্র দাস মজুমদার-
চন্দ্র দাস মজুমদার
দাস উমাচন্দ্র মেন রজ-
নীকান্ত মেন।

জমতী উমাতারা জঃ মৃত
অরুণচন্দ্র রায় পিং মৃত
গোলোকচন্দ্র দেব।

জমতী উমাতারা গুণ্ডা
জঃ মৃত অরুণচন্দ্র
রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো-
হন মেন সাং দারডা
পং বরদাখাত খানে
খোলা। | ১৭০৮ | ৫৩৬ | প্রকাশ থাকে যে
এই মালিকের শেষ
পুনঃবন্দোবস্তে
সরকারি রাজস্ব
১২২৩ টাকা ব্যা
হওয়াতে এই জমা
খবদারীর ১২২১
সন হইতে নিতে
হইবে। |
| ১২৩৪ | ৭০ | ১৮৯ | ভিলচিঠা জোয়ার
পং বরদাখাত
তিং ১১৩১—
ক্রান্তি। | গীচরণ দাস মজুমদার
সাং নৈয়াইর পং
জিটাইল, রামকিহর
রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরান্দ কাশীচন্দ্র দে সাং
তথা জমতী জমলি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর
পং দ্বিজমপুর, অরুণচন্দ্র দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং
তথা হারিকানাথ দাস সাং তথা। | ১১৩৫৫ | ২০২/১০ | |

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জেলা বণ্ডার কালেক্টরী।—বাঁকী থানা জাণনপত্রের পাঠ।

ইভার হারা সন্থান মেওবা যাঁইতেচে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা বণ্ডার বধ্যবর্তী নিম্নলিখিত বহাল লকল ১৮৮৪ সালের ১৮ বক্তারিৎ প্রাণা বাঁকী বালবুজারী এ২২ অমানা দাঁওর চলিত আইন এবা আইনের অনুসার বাঁকী রাজস্বের নায় আদায় করা যাঁইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখে জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিয়া ওজরে ও একাধা নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

ডপসীল বহাল।

| ভৌতির নম্বর ও
বহালের নাম। | মানিকের নাম। | সদর জমা। | বাঁকী। | টেকিরং। |
|---------------------------------------|--|----------|--------|---|
| সং ১০।১৩ তরফ
বেচার পাং
সেনবর্ষ। | সৈয়দানী তহররেকা বিবি চৌধু-
রানী রহরহ। | ৬৫৩৭/১১ | ৮/১১ | একাল থাকে যে এই মহা-
লার মধ্যে সৈয়দানী
তহররেকা বিবি চৌধু-
রানী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৭৭৭ পাউ সদর
জমায় যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা
বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে। |
| এ | দাখরমন, চক্ষকিশোর, কালীকিশোর
মুসলী, আবিররেকা বিবি, নাল
সিঃ অঃ ও অলিউতি
চুঃলাল, পানীলাল, ও অক্ষয়
সিঃ নাবালক, ও হীরলাল
সিঃ | ৬৮১১/১১ | ৮/১১ | |
| সং ১৮।১১ তঃ
কাহারু
সেনবর্ষ। | কাদেকারেকা বিবি প্রভৃতি | ৭৪৩/৪ | ১১/৭৭ | একাল থাকে যে এই মহা-
লার মধ্যে কাদেকারেকা
বিবি প্রভৃতির নামে ১৫৮১/ আনা সদর জমায়
যে ৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে
নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে। |
| এ | অনন্টকিশোর তরফদার গৌরমুন্ডরী
দাসা প্রভৃতি। | ২৮৪১/১৪ | ১১/৭৭ | |

J. J. LIVESAY, Collector.

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhushan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor. Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতী গিরিজামনি দেব্যা।

শ্রীমতী ব্রজমুন্দরী দেব্যা।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[সর্বস্বত গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনামক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কন্সটারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে গিল্লিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে গিল্লিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকখানুল দিতে হইবে।

জরনামক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুঃন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা জানা বাঞ্ছনীয়, এরূপ সামান্য জরনামক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কন্সটারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সরাসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে ৫৭২ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাশ্বে পাইবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক খানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPD. GOVT. PRINTING, No. 165, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট গুল্লিখিত বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও লিঙ্কন-স্ট্রীটের একদেশের সিরিল সর্কিলে নিযুক্ত বর্ডমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশনারের অফিস, ইন্ডা টেম্পলের ইয়ুথ সি. ডি. ফিল্ড. এম. এ. ও এল. এল. ডি, সর্কিলের প্রণীত একদেশের ইয়ুথ লেণ্ডটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনামলীয় একদেশের ভূমিবিচারী ও প্রমাণবিষয়ক আইন সংহিতা।

একর খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের অফিসটাইটের নিকটে একর খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

প্রসঙ্গ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[Government Gazette, 17th June 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883. —The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| <i>For the Mofussil.</i> | | | Rs. A. P. | | | |
|---|-----|-----|-----------|---|---|--|
| Entire Gazette | ... | ... | 10 | 0 | 0 | per annum. |
| Postage | ... | ... | 2 | 8 | 0 | „ |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | | | | | | |
| ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 | „ |
| Postage | ... | ... | 1 | 0 | 0 | „ |
| For a single copy— | | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |
| Postage | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | 0 | 1 | 0 | for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4. |
| Postage | ... | ... | 0 | 1 | 0 | |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে ।

| | | টাকা । |
|--|-----|--------|
| সম্পূর্ণ গেজেট | ... | ১০ ০ ০ |
| ডাকমাশুল | ... | ২ ৮ ০ |
| ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে আইন-সংগ্রহ ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) | ... | ৪ ০ ০ |
| ডাকমাশুল | ... | ১ ০ ০ |
| সম্পূর্ণ এক খণ্ড গভর্ণমেন্টের মূল্য | ... | ১ ০ ০ |
| ডাকমাশুল | ... | ১ ০ ০ |
| ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) | ... | ১ ০ ০ |
| ডাকমাশুল | ... | ১ ০ ০ |

৪ পৃষ্ঠার উপর বড় অক্ষর কর তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একই আদায় ।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

[গভর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২৭ জুন ।]

NOTICE.

It continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

| | Rs. |
|--|-----|
| Full page, per issue | 20 |
| Half | 10 |
| Casual advertisements.—4 annas per line. | |

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট জাপাখানাক্রমে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত জাপাখানায় কোন ক্রয় করা হইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এহা বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবদি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আটকোন্টােন্টের নিকট অথবা মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার ি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিভিডেন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক কাল পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার তার এই—

| | টাকা। |
|---|-------|
| পূর্বা এক পৃষ্ঠা একে বার প্রকাশ করণের | ২০০ |
| আধ পৃষ্ঠা " " " " | ১০০ |
| তখনই ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা | ১০ |

বিজ্ঞাপন।

রাজকাগোপালকে বঙ্গদেশের সন্ত্রাসকার আইনের প্রকোজন হইলে কলিকাতার স্পনসর্মেড ওয়েস্ট টৌনহালের ভাভারিফিক্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কায়াবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিত্রোমায়া দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 17th June, 1884.*]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল নগরায় গবর্ণমেন্টের জন্যে জীযুৎ এডউইন্স মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

আর মোকদ্দমাঘটিত যে সকল কাণ্ড উক্ত কোন আইনমতে আরম্ভ হইয়া এখনও উপস্থিত আছে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্বেক্ত সকল বিষয়ের উপলক্ষে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনমতে মনোনীত বা নিযুক্ত কমিশ্যন-রদের পরিবর্তে এই আইনমত কমিশ্যনর ধরিয়া লইতে হইবে।

৩ ধারা। যে স্থান ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের বিধানমতে মুনিসিপালি-টি উঠিয়াছে, এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উক্ত আইনের কাফাচলন হইতে মুক্ত হয় নাই, সেই স্থান এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এই আইনের বিধানমতে মুনিসিপালিটি চলিয়া গয়া হইবে।

৪ ধারা। যত তফসীলের নিদিষ্ট কোন আইন-মতে কি প্রকারের প্রাপ্তি ও ক্ষতির ও অক্ষতির সম্পত্তি ও যেকোন প্রকারের স্থান ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনমতে উত্তরপক্ষ কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, কি উহাদের নিমিত্ত ন্যায়-স্বরূপ রাখা গিয়াছিল, তাহা সকলই কমিশ্যনরদের ও উহাদের উত্তরপক্ষমতাদের প্রতি বহিবে; এবং যে কোন প্রকারের যে সকল স্থল গ্রন্থ কোন আইনমতে উত্তরপক্ষ কমিশ্যনরদের দাব্যের ভোগে বা দখলে আসিয়াছিল, তাহা এই আইনের কাফাচলন কমিশ্যনর-দের প্রতি বহিবে।

৫ ধারা। ৩ ধারায় ভাণ্ডারের কথা থাকিলেও মস্তিস্তানিহিত জিনিস গণের জেনরল সার্ভেয়ের অনুমত পূর্বে লওয়া না হইলে এই আইন কোন সেনানিবেশ স্থানে প্রচলিত হইবে না; ও স্থানীয় গণসম্মতি সেই অনু-মতি না পাইলে কোন সেনানিবেশ স্থানে এই আইন কি ইহার কোন অংশ প্রচলিত করিবে না।

৬ ধারা। এই আইনে, বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে পূর্বা-পর দেখা হইয়া বিচারিত হইবে বা বোধ না করলে,

(১) “গাড়ী” শব্দে মানুষের গাড়িবার জন্য ব্যবহৃত ও সচরাচর জয় দ্বারা আকৃষ্ট হস্তপ্রযুক্ত চাকা-য়াল যান বুঝাইবে।

(২) “গরুর গাড়ী” শব্দে গরুর গাড়ী কি ডকড়া গাড়ী কি ইমপ্রোভেড কি ডাক, ডাক চাকাওয়ালা যে যান সচরাচর জয় দ্বারা টানা গিয়া থাকে ও পূর্বেক্ত “গাড়ী” শব্দের অর্থের মধ্যে না আইনে সেই যান বুঝাইবে।

(৩) একই স্থল বা স্থিতি ক্রমে যে ভূমি ভোগ করা হয়, এবং গাড়ী একই প্রান্ত সীমার অন্তর্গত, “যোত” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু হুই বা তদন্থিক পাশাপাশি যোত একই বাস গৃহের, কারখানার, গুদামের, কিম্বা কারবার বা কর্ম স্থানের বাণীর অংশস্বরূপ হইলে, ৮৫ ধারার (ক) প্রকরণের লিখিত কাগজ ভিন্ন এই আইনমত কাফাচলন একই যোত বলিয়া গণ্য হইবে।

কাগজ।—রাখা বা যাতায়াতের জন্য কোনরূপ নথ্যকৃত যোতগুলি প্রণয়ন করা গেল, এই উপ-বিধানের অর্থমতে এই যোত পাশাপাশি যোত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৪) “ঘর” শব্দে কোন চালা ঘর ও দোকান ও গুদাম ও কোটা গণ্য।

(৫) “জাবর সম্পত্তি” ও “ভূমি” শব্দে ভূমি ও জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

“জাবর সম্পত্তি” শব্দে জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

(৬) “জাবর সম্পত্তি” শব্দে জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

(৭) “জাবর সম্পত্তি” শব্দে জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

(৮) “জাবর সম্পত্তি” শব্দে জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

(৯) “জাবর সম্পত্তি” শব্দে জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

(১০) “জাবর সম্পত্তি” শব্দে জাবর সম্পত্তি ও ভূমি হইতে উপস্থিত নীত, ও ঘর, ও মুক্তিকার যোত দ্বারা সংলগ্ন থাকে ও মুক্তিকার সংলগ্ন

(১১) “স্বামী” শব্দে (ক) যে ভূমির সম্বন্ধে স্বামী শব্দ প্রয়োগ হয় মালিকারের অর্থে প্রকার স্থান কিম্বা অন্য প্রকারে যৎকালে যে ব্যক্তি সেই ভূমির আজাদা পাঠবার অধিকার থাকে তিনি গণ্য।

(খ) যে ব্যক্তির কাফাচলন ও গণ্য। (গ) উক্ত ব্যক্তির এজেন্ট অর্থে কক্ষবারক ও গণ্য। (ঘ) উক্ত ব্যক্তির ট্রুস্টী অর্থে ন্যায়দারী ও গণ্য।

কিন্তু এই আইনে যমির প্রতি কোন কাফা করিবার আজ্ঞা হইলে, যদি সেই ক কাফাচলন কি এজেন্ট কি ট্রুস্টীর কাছে সেই কাফা করিবার উপায় ধন না থাকে, তবে কাফাচলন কি এজেন্ট কি ট্রুস্টীস্বরূপ তিনি এক কক্ষ করিতে দায়ী হইবেন না, ও সেই কক্ষ না করা প্রযুক্ত তাঁহার কোন অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

" পরিচ্ছেদ " (১২) " পরিচ্ছেদ " শব্দ এই আইনের পরিচ্ছেদ বুঝাবে।

(১৩) " পথ " শব্দ কোন পথ কি রাস্তা কি চত্বর কি প্রান্তর কি গলি পথ, কিম্বা পুষ্কিনিক খোলা থাকুক বা না থাকুক বাছা দিয়া সাধারণের যাতায়াতের অধিকার থাকে এতদুপপত্তি বুঝাবে।

(১৪) " জঙ্গল " শব্দ ডাঙ্গা উই, চূণ, সুরনী, জঙ্গল, ডাঙ্গা কাচ, ও রক্তনাগীরের ও আন্তঃবলের ওঁচলা কি অন্য কোন প্রকারের যে ওঁচলা " দুর্গক জঙ্গল " শব্দের মধ্যে ধরা যায় নাই তাহা বুঝাবে।

(১৫) " জমীন্দার " শব্দ এই আইনের তফসীল বুঝাবে।

(১৬) " শ্রমিক " শব্দ এই আইনের শ্রমিক বুঝাবে।

(১৭) " মল " শব্দ দিচ্চা এবং পাউচালা, নদীয়া ও গলিজ-কুণ্ডের অন্য জঙ্গল বুঝাবে।

(১৮) এই আইনমত কোন মুনিসিপালিটীর কাজ সম্প্রদায়িক বা নির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইবে।

ব ক্রিয়াকর্ম বুঝাবে।

(১৯) " বৎসর " শব্দ প্রথম জ্যৈষ্ঠ অধিক, কিম্বা স্থানীয় গণিতে প্রচলিত পুরনো কলিভাটা গ্রেজন্ডে জাপানপত্র জ্যৈষ্ঠ মাস মুনিসিপালিটীর কাজ অন্য যে দিন নিদ্ধায়া করেন সেই দিনের পরে বৎসরের আদি হইবে, " বৎসর " শব্দে সেই বৎসর বুঝাবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুনিসিপালিটী সংক্রান্ত কথা।

১ ধারা। ১ ধারার বিধানানুসারে যে স্থান এই আইনমত মুনিসিপালিটী হইবে, ১৮৭৬ সালের স্থানীয় মুনিসিপাল আইনমতে মিলি সেই স্থানের কমিশনার নিযুক্ত কি মনোনীত হইয়া এই আইন প্রণীত হইবার সময় উক্ত কমিশনারের পক্ষে থাকুক, তাঁহাকে এই মুনিসিপালিটীর নিয়মমত নিযুক্ত কমিশনার বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এই আইনের বিধানমতে এই মুনিসিপালিটীর নিমিত্ত যে সকল কমিশনার মনোনীত বা নিযুক্ত করিতে হইবে গড় দিন তাঁহাদের মনোনীত বা নিযুক্ত করণ ফলবৎ না হয়, ৩০ দিনের মধ্যে জ্ঞান করিতে হইবে। আর পূর্বোক্ত যে স্থানে মুনিসিপাল কমিশনারের এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর রেট বা বাকিদের উপর টাক্স বিধা গাড়ী

ও ঘোড়া প্রভৃতির উপর টাক্স, কিম্বা গরুর গাড়ী রেজিস্ট্রী করিবার ফী, কিম্বা রাস্তার কি খেয়ার উপর মাসুল কিম্বা ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনমত ফী আদায় করিয়া থাকেন, সেই স্থানে এই আইনের বিধানক্রমে উক্ত রেট কি টাক্স ফী কি মাসুল নিয়মমত ধায়া হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও কমিশনারেরা সভাগত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে গড় দিন প্রকারান্তরের আশ্রয় না করেন, তৎ দিন সেই রেট কি টাক্স ফী কি মাসুল তদনুসারে আদায় হইতে থাকিবে।

২ ধারা। এই আইনের মধ্যে ভাষান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ নথি থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা মেজেষ্টে জাপানপত্র প্রকাশ করিয়া প্রেক্ষাপত্র তাহার নিয়ন্ত্রণের অধীন রাখিবে।

৩ ধারা। রাজ্যানীত হাট কোর্টের স্থাপন ক্ষমতা যে স্থানে মধ্যে স্থাপন হয় সেই স্থানের বক্তৃতা কোন নগরে কি গ্রামে ৩৫০ পার্সের বিধানমতে এই জাপানপত্রের নিষ্কৃতি তারিখ জারি এই আইন প্রণীত করিতে পারিবেন; এবং এই আইনে ভাষান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইন সেই নিষ্কৃতি তারিখ জারি হইবার পরে কি গ্রামে প্রচলিত হইবে, ও উক্ত জাপানপত্রের নিষ্কৃতি গীয়ার অবগত উক্ত নথি কি গ্রাম এই আইনের কাছাকাছি মুনিসিপালিটী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪ ধারা। কিন্তু পূর্বোক্ত কোন জাপানপত্র প্রকাশ করিবার পূর্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট জাপানপত্র ছয় মাসের থাকিতে এই আইনের বিধান এই আইনের নোটিশ প্রচার করা হইবে। সেই উক্ত নগর কি গ্রাম মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ না করিবার কোন বিশেষ কারণ এক মাসের মধ্যে জ্ঞান না করা হইলে, উক্ত নগর কি গ্রাম সেই স্থান কি নগর মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ করিতে লক্ষ্যনা করিয়াছেন।

৫ ধারা। এই প্রস্তাবিত আইনের বিধান কোন আশঙ্কিত করা গেলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই আইন কি গ্রাম এই আইনমত মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ করিবার জাপানপত্র জারি করিবার পক্ষে, সেই জাপান উপযুক্তমতে বিবেচনা করিবেন।

৬ ধারা। কোন নগর বা গ্রাম মুনিসিপালিটী হইল বলিয়া যে জাপানপত্র প্রকাশ করা যায়, সেই জাপানপত্রে এই মুনিসিপালিটীর নাম এই আইনের ১৪ ধারার ১৪ ধারায় প্রসঙ্গিত লিখিত হইবে কি হইবে না এবং ১৩ ধারার বিধানের নিয়মানুসারে এই মুনিসিপালিটীর কমিশনারদের সংখ্যা কত হইবে, এই কথা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সভাগত কমিশনারদের অনুরোধক্রমে সেই একরের জাপানপত্র প্রকাশ করিয়া যে কোন সময় কোন মুনিসিপালিটীর গীয়া পরিবর্তন করিতে কিম্বা কোন মুনিসিপালিটী বিভক্ত করিয়া দুই কিম্বা তদধিক মুনিসিপালিটী করিতে কিম্বা কোন নগর কি গ্রাম কি ভূমি এই আইনের

কার্শালম হইতে মুক্ত করিতে বা উত্তরণ কোন
মুন্সিপালিটীর কমিশনারদের সংখ্যা পরিবর্তন করিতে
পারিবেন।

১০ ধারা। কোন নগরের কি গ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত
মুন্সিপালিটি যেহে
নিম্নলিখিত স্থাপিত হইতে
পারে তাহার সংখ্যা।
পুরুষের চারি অংশের তিন
তহা লোক গ্রাম কুশিলা
ছাড়া অন্য বাকি অংশের
পুরুষ ও সেই নগর কি গ্রাম
বাসি লোকের সংখ্যা তিন সহস্রের কম নয় ও ই
নগরের কি গ্রাম আয়তনের হ্রাসকরণ বর্ণনা
মধ্যে দিতে হয় কমিশনারের কোন বর্ণনা
করণ নাই।
যদি কোন নগর কি গ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত লোক
নগরের কি গ্রামে এই আইন প্রণীত করা যাইবে না।

১১ ধারা। কোন স্থান যদি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের
সংখ্যা
কমপক্ষে পঞ্চাশের
মুন্সিপালিটি হইবে
কমপক্ষে পঞ্চাশের
কথা।
যদি কোন স্থান মুন্সিপালিটি হইবে তবে
নগরের কি গ্রামের সংখ্যা
নির্দেশ করিতে পারিবেন।

যদি উক্ত কোন স্থানে কোন স্থান ও নগর
কি গ্রামের আয়তন কোন স্থান হইবে
মতো না থাকিলে, সেই স্থান একত্রে
পারিবেন।

তদুপরে মোট স্থান সমস্তকে
নির্দেশপত্র হইবে তাহার
কোন স্থান ও নগর
কি গ্রামের আয়তন
কোন স্থান ও নগর
কি গ্রামের আয়তন
কোন স্থান ও নগর
কি গ্রামের আয়তন

পূর্ণাঙ্গ লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা
সমস্ত লোকের সংখ্যা

১২ ধারা। কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

যদি এই ও পূর্বে প্রাপ্ত
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র
কথা হয়, এই নির্দেশপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুন্সিপালিটীর কর্তৃপক্ষের কথা।
মুন্সিপালিটীর সংগঠনের কথা।

১৩ ধারা। এই আইন
কমিশনারদের সংখ্যা
কথা।
যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

এই আইনের
কমিশনারদের
কথা।
যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

১৪ ধারা। উক্ত
কমিশনারদের
কথা।
যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

পূর্ণাঙ্গ লোকের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

যদি এই
কমিশনারদের
কথা।
যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

যদি কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

১৫ ধারা। কমিশনারদের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি
কোন নগর কি গ্রামের
মুন্সিপালিটি

যত জন কমিশনার মনোনীত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ও কোন ব্যক্তি এরূপে মনোনীত হইবার আশী হইলে তদনুসারে যে ব্যক্তি মত দিতে পারিবেন তাঁহার হোগতা সম্বন্ধেও মনোনীত করণের আশী স্বত্বকে যেরূপ উচিত বোধ করেন, এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়, এরূপ বিধি নির্দেশ করিবেন। আর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন, তাঁহা যে কোন সময়ে রহিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে প্রত্যেক পুরুষ এরূপ মনোনীত করণের সময়ে কোন মুনিসিপালিটীর সৌহার মধ্য বাস করেন ও উক্ত মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অস্থান বার মাস বাস করিয়াছেন এবং

(১) এ মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্ব বৎসরে এই আইনমতে নির্দ্ধারিত কোন স্টেট উপলক্ষে মোটে অমূল্য তিন টাকা দিয়াছেন; কিম্বা

(২) যে প্রজালাই অবিকৃত হিন্দু পরিবারের কোন ব্যক্তি এ মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্ব বৎসরে এই আইনমতে নির্দ্ধারিত কোন স্টেট উপলক্ষে অমূল্য তিন টাকা দিয়াছেন, সেখ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না লাইবে; কিম্বা ওকালতী বা যোদ্ধারী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন, কিম্বা অন্যান্য পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনের কোন পদে বা কর্মে থাকেন,

তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনারদের মনোনীত করণ সময়ে মত জানাইতে পারিবেন।

যে কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর কমিশনারদের মনোনীত করণ সময়ে মত জানাইতে অস্বীকার না হন, তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনারদের মনোনীত হইবার পূর্বে বাস্তবিক গণ্য হইবেন এবং

১৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ছয় মাসের অনধিক কালের মধ্যে যে সময়ে তাহা প্রচলিত করিলে, সেই সময়ে এই আইনমতে কমিশনারদের প্রথম

মনোনীত করণ হইতে পারিবে।

যে সকল ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর কমিশনার মনোনীত করণের অধিকারী তাঁহারা উক্ত মুনিসিপালিটীর জনস্বত্ব জন কমিশনার মনোনীত হইবার আদেশ থাকে

এই আইনমতে প্রথমবার মনোনীত করণের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা পরবর্তী মনোনীত করণ হইলে পুনঃ প্রস্তাব লিখিত বিধির নিমিত্ত সময়ের মধ্যে তৎসম্বন্ধে মনোনীত না করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবের নিমিত্ত সংস্থা পূর্ণ বহুবার্ষিক এক বা অধিকজন কমিশনার নিযুক্ত করিবেন পারিবেন।

১৭ ধারা। এই আইনের প্রথম প্রকাশের উল্লিখিত প্রত্যেক মুনিসিপালিটি পূর্ব তিন ধারার কায্যালয় হইতে বর্জিত হইবে; এবং কোন মুনিসিপালিটি এরূপে বর্জিত হইলে তৎপরে সমস্ত কমিশনার

১৪ ধারার তৃতীয় প্রকরণের উদ্দেশ্যের নিয়মাবধানে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে উক্ত তফসীল হইতে কোন মুনিসিপালিটীর নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

১৮ ধারা। এই আইনমতে যে কমিশনার নিযুক্ত কি কমিশনারের পদভাগ মনোনীত হন, তিনি এ কর্ম ভাগ করিতে চাহিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে তাহার সেই কর্মভাগ প্রাপ্ত করিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। কোন কমিশনার এই আইনমতে নিযুক্ত কমিশনারকে অবসর কি মনোনীত হইয়া আপন করিবার কথা।

কর্তৃক কর্ম নিষ্পাদন করণে অসম্মত হইয়া লজ্জাজনক কোন আচরণে অপরাধী হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত বোধ করিলে সভাপতি কমিশনারদের অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে এই পদ হইতে অবসর করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। কোন কমিশনার সভাপতি কমিশনারদের

কমিশনার সভাপতি আ- স্থানীয় অনুরোধ না লইয়া ক্রম- নিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা গত ছয়বার কমিশনারদের যে অপরাধে জরিফ সভায় উপস্থিত না হইলে, জামিন লওয়া যায় না এবং যে অপরাধে জরিফ জামিন লওয়া যায় না কোন নির্ণয় হইলে কমিশনারী পদে না থাকিবার কথা।

অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা কোন উপযুক্ত জালাল তাহাকে যৌক্তিক বলিয়া নির্দেশ করিলে, তিনি কমিশনারের পদে আর থাকিতে পারি, ন না।

২১ ধারা। প্রত্যেক জন কমিশনার যে তারিখ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া মনোনীত হন, সেই তারিখ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইবার অবধি তৎসময়ের অবসানে তাহার পদ শূন্য হইবে।

২২ ধারা। কোন ব্যক্তি ১৮ ধারামতে কমিশনারের পদভাগ করিলে, কিম্বা সভাপতি করিত না হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত ১৯ ধারার বিধানমতে কমিশনারের পদে থাকিতে না পারিলে

তিনি যে কোন সময়ে কমিশনারের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইয়া মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১২ ধারামতে তাহার পদ হইতে অবসর করেন, কিম্বা যে অপরাধে জরিফ জামিন লওয়া যায় না সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তি কমিশনারের পদে আর থাকিতে পারিলেন না, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অনুরোধ না হইলে তাহাকে কমিশনারের পদে মনোনীত বা পুনরায় মনোনীত করা হইতে পারিবে না।

২৩ ধারা। এই আইনের ২য় তফসীলে যে কোন সভাপতি নিযুক্ত কমিশনার স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

উক্ত তফসীলে যে কোন মুনিসিপালিটীর নাম না থাকে, সেই মুনিসিপালিটি সভাপতি হইয়া আপন পদে একজন কমিশনারকে সভাপতি মনোনীত করিবেন, অথবা যে সভায় কমিশনারদের অমূল্য তিন ভাগের

দুই ভাগ উপস্থিত থাকেন, সেই সভার সমাগত হইয়া সভাপতি নিযুক্ত করণার্থ স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে সভাপতিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে যে কোন সময়ে অপসারিত করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন সময়ে উক্ত ডাকসীলকটে কোন মুনিসিপালিটির নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। ১৩ ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও,

উহার পদ ও কক্ষ পূর্ব ধারামতে নিযুক্ত একজন সভাপতি যে মুনিসিপালিটির সভাপতির পদে নিযুক্ত হন,

যদি সেই মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত না হইয়া থাকেন, তবে নিযুক্ত হইবার তারিখ অবধি যাবৎ এ পদে থাকেন, তাঁহা এই নিয়ম যে মুনিসিপালিটির সমক্ষে হয় সেই মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের সমুদয় ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিবেন। কিন্তু ১৪ ধারার বিধান মতে তিনি ভাগে এক ভাগ ও চারি ভাগের এক ভাগ স্থানীয় করদার সময়ে তাঁহাকে দরখাস্ত করিতে হইবে না।

এতৎকর্তব্য তিনি তাঁহার নিয়োগ বা মনোনীত করণের তারিখ অবধি তিন বৎসর এ পদে থাকিবেন ও পুনরায় নিযুক্ত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

এই জন্য বিশেষ সভা করিয়া যে নিয়োগের অমূল্যকালে কমিশ্যনর পদে তিনি ভাগ করতল দুই ভাগ মত দেন কমিশ্যনর দর একজন নির্ধারণক্রমে পূর্বধারামতে মনোনীত সভাপতিকর্তব্যের পদ হইতে যে কোন সময়ে অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৫ ধারা। কমিশ্যনরের সভাপতি হইয়া তাহার

প্রতিনিধি সভাপতি ন্যায়ের একজনকে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন।

তিনি যে তারিখে মনোনীত হন তাহার দিন বৎসর এ পদে থাকিবেন। তাঁহার পদের কাল অতীত হইলে পর তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত করা হইতে পারিবে।

কমিশ্যনরের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগের তালান বক্তৃতা দ্বারা নিযুক্ত বিশেষ সভা করিয়া প্রতিনিধি সভাপতিকর্তব্যের পদ হইতে অবসর গ্রহণের নির্ধারণের সমক্ষে সভাপতি হইলে, কমিশ্যনরের সেই নির্ধারণক্রমে প্রতিনিধি সভাপতিকর্তব্যে কোন সময়ে এ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৬ ধারা। ১১, ১২ ও ১৫ ধারায় যে তিন বৎসর কালের

উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত তিন বৎসরের অবসান অবধি (ইহার পরদারামত নিয়োগ বা মনোনীত না হইলে) পরবর্তী নিয়োগ বা মনোনীত করণের তারিখ পর্যন্ত সময়ও যথায় যাইবে বলিয়া জ্ঞান করিতে।

২৭ ধারা। কোন কমিশ্যনর, সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি স্থায়ী পদের

পদের অবধি কালের নিযুক্ত কমিশ্যনর সভাপতি প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত হইলে

পদের অবধি কালের নিযুক্ত কমিশ্যনর সভাপতি প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত হইলে

পদের অবধি কালের নিযুক্ত কমিশ্যনর সভাপতি প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত হইলে

পদের অবধি কালের নিযুক্ত কমিশ্যনর সভাপতি প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত হইলে

পদের অবধি কালের নিযুক্ত কমিশ্যনর সভাপতি প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত হইলে

পদের অবধি কালের নিযুক্ত কমিশ্যনর সভাপতি প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত হইলে

যে ব্যক্তি নিযুক্ত বা মনোনীত হন তিনি উক্ত কমিশ্যনর, সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি যতকাল পদে থাকিবেন তাঁহার অবধি কাল এ পদ পূর্ণ করিবেন।

২৮ ধারা। কমিশ্যনরগণ উচিত বোধ করিলে সভাপতি

সভাপতির ও প্রতিনিধি সভাপতির বেতন নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

২৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ এই ধারামতে যে কোন নির্ধারণ করেন, তাঁহা সদর গোডের অনুমোদনের নিয়মাবলী হইবে।

৩০ ধারা। কমিশ্যনরগণ “অমূল্য দ্বায়ে মুনিসিপাল কমিশ্যনরের সভাপতি” বলিয়া আপনাদের সভাপতির নামে সমন্বয়িত সমাজ হইবেন; ও তাঁহাদের নিয়ত পর্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে ও উক্ত নাম দ্বারা তাঁহা প্রকাশ করিতে পারিবেন ও তাঁহাদের নামে নামিলা হইতে পারিবে।

উক্ত সাধারণ মোহর উক্ত জেলা ও জিলার প্রসিদ্ধ ভাষায় অক্ষর মুনিসিপালিটির নাম সুপাঠ্যরূপে খোদিত থাকিবে।

কমিশ্যনরের সম্পত্তি বিষয়ক কথা।

৩১ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩২ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৩ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৪ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৫ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৬ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৭ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৮ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৩৯ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৪০ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৪১ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৪২ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

৪৩ ধারা। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির অধীন সম্পত্তি তির

মোটস লেখাইয়া এই পথের কি সাঁকোর কি পুষ্করিনীর কি ঘাটের কি ইঁদারীর কি জলপথের কি নদ্রমার কোন স্থানে কি তাহার দিকটে কাঁপাইয়া, তাহা কমিশানরের প্রতি অর্পণ করা গেল এই কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে স্থাননিশেষে ১২ দিমের স্থামিহ বা কছু কমিশানরের প্রতি বর্জিত, ও তদন্থি সেই পথ, সাঁকো, পুষ্করিনী, ঘাট, ইঁদারী, জলপথ কি নদ্রমার সাঁকো, সাঁকো ও রক্ষা করিবার খরচ দুনি-
সিপাল কর্তৃক হইতে দেওয়া যাইবে।

৩২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ও

বর্তমান ইম্পাতাল ও
পট্টাঙ্গ ও চৌকি
কমিশানরের প্রতি ব-
হিতে পারিবার কথা।

তৎপরে, কোন মুনিসিপালি-
টির মধ্যে কোন ব্যক্তির স্বকীয়
সম্পত্তি কিংবা ও কোন সম্পত্তি-
গের কি সম্পত্তি স্থানীয় সম্পত্তি
নিবন্ধ ইম্পাতাল কি স্থানীয়

কর কি বিদ্যালয় কি চৌকি কি ঘাট ও তৎপ-
র উক্ত প্রকারের সম্পত্তি কিংবা যত ভূমি ও
লগ্ন্যজিয়া ও অন্য যত স্থান পাওয়া যায়, স্থানীয়
গবর্নমেন্টের আজ্ঞা তৎস্থান নিয়ন্ত্রিতরূপে প্রকাশ
করা গেল। তাহা এই মুনিসিপালিটির কমিশানর দ্বারা
প্রতি বর্জিত পারিবে। তাহা হইলে উক্ত ইম্পাতাল
প্রভৃতি স্থানীয় হস্তে অর্পণ করা সম্ভব হইবে বর
পোষণার্থে প্রদত্ত সকল বিষ ও ধন ইত্যাদি সে সময়ে
প্রয়োগ করা যাইতে পারবে। সেই সময়ে প্রয়োগ
করণার্থে প্রয়োজনীয় এই কমিশানরের হস্তে অর্পিত
হইবে ও তাহার প্রতি প্রতিবেদন।

কিন্তু এই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবার অতিপ্রায়ে
জলপথের কলিকাতা, গাজপট এবং পিন্ডার চলিত
ভাষায় মুনিসিপালিটির মধ্যে প্রকাশ হইবার পর এক
মাস গত হইলে পুনরাবর্তিত আদায় প্রচলিত হইবে না।

৩৩ ধারা। ইহার পূর্বে দ্বারা উল্লিখিত জলপথের

স্থাননিশেষে স্থানীয়
ব্যক্তি নিয়মাবলী হই-
বার কথা।

প্রকাশ করা গেল পর কমি-
শানরের দর হইল হইতে এই
ইম্পাতালের কি বর্তমান স্থানীয়
কি বিদ্যালয়ের কি চৌকি কি

ঘাট কি ঘাটের খরচ দিতে গেল অত্যাধিক হইবে
বলিয়া যদি এই কমিশানরের সভাপতি হইয়া আপনাদের
হস্তে সেই ইম্পাতাল প্রভৃতি অর্পণ বিষয়ে আপত্তি
করেন, তবে কমিশানরের সভাপতি হইয়া যে নিয়ম
স্বীকার করেন কেবল সেই নিয়মতে এই হস্তান্তর কাহা
হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

৩৪ ধারা। কমিশানরের সভাপতি হইয়া এই আই-

ভূমি গ্রহণ পাটাকরিয়া
নদ্রার ও দিবার ও বিক্রয়
করবার ক্ষমতা কথা।

নের কাহাপক্ষে কোন ভূমি ক্রয়
করিতে কিংবা পাটাকরিয়া
নদ্রিতে পারিবেন; এবং উক্ত
কাহোর নিমিত্ত যে ভূমির

আবশ্যকতা না থাকে তাহা বিক্রয় করিতে কিংবা পাটাকরিয়া
কি বিনিময় কাহিয়া কি প্রকারে হস্তান্তর করিয়া দিতে
পারিবেন।

৩৫ ধারা। সভাপতি কমিশানরের এই আইনের কার্য

ভূমি গ্রহণ বিষয়ক
১৮৭০ সালের আইনমতে
ভূমি নদ্রিতে পারিবার
কথা।

পক্ষে কোন ভূমি গৃহীত হইবে
লিয়া প্রার্থনা করিলে, এবং কমি-
শানরের এই ভূমির মূল্য একে-
বারে দিতে পারিবেন কিংবা
স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে কিস্তি

উচিত বোধ করেন এমত কিস্তি করিয়া দিতে সক্ষম
আছেন স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইয়া হস্তান্তরমতে জানিতে
পারিলে, ভূমি গ্রহণ বিষয় ১৮৭০ সালের আইনমতে
কিন্তু সাধারণের উপকারের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থে সেই
স্থানের জন্য যে আইন বর্তমানে প্রবর্তিত থাকে তদনুসারে
সাধারণের উপকারার্থে এই ভূমির প্রদান হইয়াছে
বলিয়া যে টিস প্রচার করিয়া, সেই আইনের বিধানমতে
এই ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবেন; ও এই আইনমতে
জানিপুরণ লিখিত যত টাকা পর্যন্ত কমিশানরের সভাপতি
উক্ত টাকার দ্বারা এই ভূমি এই আইনের কার্যপক্ষে তাহার
প্রতি বর্জিত।

৩৬ ধারা। ইহার পূর্বে দ্বারা বিধানমতে কমি-

শানরের প্রার্থনানুসারে তাহার
কমিশানরের এই ভূমির
দেয় নিমিত্ত যে ভূমি লওয়া
খরচ দিতে হইবার কথা।

দেয় নিমিত্ত যে ভূমি লওয়া
খরচ দিতে হইবার কথা।
হইতে, গবর্নমেন্টে তাহার সেই
ভূমির খরচ দিতে হইবে।

৩৭ ধারা। এই আইনের কার্যপক্ষে কোন চুক্তি

করা আবশ্যক হইলে, কমি-
শানরের এই চুক্তি করিতে
দেয় কথা।

করা আবশ্যক হইলে, কমি-
শানরের এই চুক্তি করিতে
ও তদনুযায়ী ক্রয় করিতে
পারিবেন।

মুনিসিপালিটির কমিশানরের পক্ষে পাঁচশতের
অধিক টাকার চুক্তি কিংবা যত টাকা পর্যন্ত পাঁচ শত টাকার
অধিক মূল্যের বিষয় আইনে এমত কোন চুক্তি
করিতে হইলে, তাহা হইতে কমিশানরের অনুমতি
থাকা প্রয়োজন। তাহা বিধিয়া কাহা যাইবে; ও সেই
চুক্তি করে স্থানীয় ভূমি জমা কমিশানরের স্বাক্ষর
থাকিলে। তাহার মতে সভাপতি কি প্রতিনিধি
সভাপতি এক জন হইবে; ও তাহাতে কমিশানরের
সভাপতি মে হইবে দেওয়া যাইবে।

তদ্রূপ স্বাক্ষর করা না গেলে, কমিশানরের এই
চুক্তি বৈধ হইবে না।

মুনিসিপালিটির কাহা নির্বাহ করিবার
নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি থাকিলে কমিশানরের এই

কমিশানরের সভাপতি
১৮ মাসে একবার সভাপতি
হইবার কথা।

কাহা নিষ্পাদন করিবার জন্য
আপনাদের কাহা লৈকি সুবি-
ধাজনক অন্য স্থানে মাসে স্থান
দেখে একবার সভাপতি হইবেন,

এবং সভাপতি কিংবা তাহার অনুপস্থিতি কালে প্রতি-
নিধি সভাপতি যত বার আহ্বান করেন ততবার সভাপতি
করিবেন।

মাসে যে সভা হয় সেই সভার মধ্যে অর্পণ করিবার
কোন কাহা না থাকিলে, সভাপতি কমিশানরদ্বারা
আহ্বান না করিয়া, এই মাসিক সভার নিমিত্ত যে দিন

নির্ধারিত থাকে তাঁহার পূর্বে তিন দিন থাকিতে
প্রত্যেক জন কমিশ্যনরকে কক্ষ না থাকার নোটিস
দিবেন।

৩৯ ধারা। তিন জনের অনূন কমিশ্যনর সভা
অন্য সময়ে বিশেষ করিবার অনুমোদনপত্র লিখিয়া
আবশ্য করিলে, সভাপতি কিম্বা
তাঁহার অনুপস্থিতিকালে প্রতিনিধি
সভাপতি কমিশ্যনরদি-
গকে বিশেষ সভায় আহ্বান করিবেন।

৪০ ধারা। প্রত্যেক সভায় সভাপতি ও তাঁহার অনু-
পস্থান প্রতিনিধি সভাপতি
কমিশ্যনরদের সভায় আধিপত্য করিবেন। সভা-
কে সভাপতি হইবেন ইহার কথা।
প্রতিনিধি সভাপতি
উভয়ে অনুপস্থিত থাকিলে,
কমিশ্যনরেরা আধিপত্য করিবার জন্য আপনাদের
এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন।

৪১ ধারা। এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান না
অধিকাংশ ব্যক্তি থাকিলে, সভাগত কমিশ্যনর-
দের সম্মুখে যে সকল বিষয়
উপস্থিত হয়, অধিকাংশ ব্যক্তির
মতানুসারে তাহা স্থির করা
যাইবে।

যদি দুই দিকে সমান সংখ্যক মত প্রকাশ হইয়া
হইলিবে সমান সংখ্যক থাকিলে, তবে সভাপতি দ্বিতীয়
বার মত জ্ঞাতিয়া একনিকের
অবলম্বিবে তাহার কথা। মত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৪২ ধারা। সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি
যত জন থাকিলে তত কমিশ্যনরদিগকে আহ্বান না
চলিতে পারিবে তাহার
কথা।
তাইলে কার্য চলিতে পারে, তত
জন না থাকিলে, সভায় কোন কার্য করা যাইবে
না।

কোন মুনিসিপালিটির পঞ্চদশ জনের অধিক কমিশ্য-
নর থাকিলে, পঁচাত্তর সভাগত হইলে কার্য চলিতে
পারিবে।

অন্য কোন মুনিসিপালিটির যত জন কমিশ্যনর
থাকেন তাঁহাদের নূন কমে তৃতীয়াংশ ব্যক্তি থাকিলে
কর্ম চলিতে পারিবে।

সভা হইবার নিরূপিত সময়ে কিম্বা তৎপরে এক
বসন্ত সভায় কথা। যন্ত্রের মধ্যে যত জন উপস্থিত
হইলে কার্য চলিতে পারে,
তত জন উপস্থিত না থাকিলে, ভবিষ্যৎ পোষ দ্বিতীয়
বার সভা স্থগিত রাখা যাইবে। এমত সভাপতি
বা প্রতিনিধি সভাপতি নিরূপণ করিবেন। এবং
তিন দিন থাকিতে এই বসন্ত সভা হইবার নোটিস
দেওয়া যাইবে। এই সভায় যত জন উপস্থিত থাকেন,
তাঁহাদের যত কেন সংখ্যা হউক না, তাঁহাদিগকে
সইয়া কার্য চলিবে।

৪৩ ধারা। কমিশ্যনরদের সভায় যে কার্যের
অনুষ্ঠানিক কার্যের অনুষ্ঠান কর, তাঁহারা একতারা
সিপিং কথা। বহী রাখিরা তৎপরে তাঁহার
মত লেখাইয়া রাখিবেন।

সভায় যিনি সভাপতি হন তিনি তাহাতে আবশ্য
করিবেন, ও যাহারা টাজ দিয়া থাকেন তাঁহারা
এ বহী দেখিতে পাইবেন।

৪৪ ধারা। এই আইনে কমিশ্যনরদের প্রতি যে
সকল কর্মতা দেওয়া গেল,
সভাপতি কর্মতার কথা। সভাপতি এই আইনসংক্রান্ত
কোন কার্য নির্ধারিত করিবার জন্যে, কিম্বা এই আইনমতে
যে আজ্ঞা করিবার অনুমতি থাকে সেই আজ্ঞা করি-
বার জন্যে, সেই সকল কর্মতাক্রমে কার্য করিতে
পারিবেন।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে আজ্ঞা করেন
সভাপতি তাহার বিপক্ষে কি আজ্ঞা লঙ্ঘন করিরা
কোন কার্য করিবেন না, এবং কমিশ্যনরদের সভাগত
হইয়া যে কর্মতাক্রমে কার্য করিবেন বলিয়া আজ্ঞা
থাকে তিনি সেই কর্মতাক্রমে কার্য করিবেন না।

৪৫ ধারা। এই আইনে সভাপতির ক্ষমতা কি যে-
প্রতিনিধি-সভাপতির ক্ষমতা নির্ধারিত থাকে, তিনি
প্রতি সভাপতির কার্য আজ্ঞাপত্র লিখিয়া, যেই সীমা
অপর্ণ করিবার কথা। নির্ধারিত করা উচিত বোধ
করেন, প্রতিনিধি সভাপতির
প্রতি সেই সীমার মধ্যে সেই সকল কি তৎপরে কোন
কর্মতাক্রমে অর্পণ করিতে পারিবেন; ও কোন সময়ে
আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া সেই কর্মতা প্রত্যুৎ রহিত
কি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু প্রতিনিধি-সভাপতি সভা স্থির লিখিত
আজ্ঞার কর্মতাক্রমে যে কার্য করিতে পারিতেছেন, সেই
আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া গেল, কিম্বা আজ্ঞাপত্রে
কোন ভ্রুটি থাকিলেও, যদি প্রতিনিধি-সভাপতি
স্পষ্টতঃ কি তাবতঃ সভাপতির সভাপতি পূর্বে বা পরে
লইয়া এই কর্ম করিরা থাকেন, তবে তাহার সেই কর্ম
অনিবদ্ধ হইবে না।

৪৬ ধারা। মুনিসিপালিটির জন্য বেতনভোগী
অধীন আমলাদের সেক্রেটারী ও ইঞ্জিনিয়ারের ও
অন্যদের কথা। স্বাভাবিকের প্রয়োজন আছে
কি না, ও তাহা কর্মকারক ও
চাকর এবং টাজ ও মাসুল আদায়কারী বলিয়া কত
জনকে রাখা আবশ্যিক, কমিশ্যনরেরা সময়ে সভাগত
হইয়া এই সকল কথা নিয়ন্ত্রণ করিবেন, ও মুনিসিপালিটি
তাইতে সেই ব্যক্তির কত করিয়া বেতন দিতে হইবে,
ও তাহার ছুটি লইলে সেই ছুটির সময়ে কত করিয়া
পারিবেন, এই কথাও সময়ে নিরূপণ করিবেন।

কমিশ্যনরেরা এই ধারামতে যে বেতন ধার্য করিয়া,
যত জন কর্মকারককে রাখিতে হইবে করেন, সভাপতি
ও অন্যান্য গণ্যমান্যদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাদি-
গকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সময়ে সেই
ব্যক্তিদিগকে অসম্মত করিয়া; তাঁহাদের স্থানে অন্য
ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে পদের বেতন দাঁতে পঞ্চাশ টাকা বা উদাহিক, সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে সেই পদের কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে না; আর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে যে কর্মচারীর মাসিক বেতন বিশ টাকার অধিক, তাকে কম্পূর্ণ করা যাইবে না।

৪৭ ধারা। কমিশ্যনরগণবিশেষ সভা করিয়া, এই সভায় পেনশান ও পারি- উপস্থিত কমিশ্যনরদের মধ্যে তৈরিক দিবার কথা অন্যান্য তিনভাগের দুই ভাগ লংঘান বা বার্ষিক র'এর যাচার অনুকূলে মত দেন, কণ্ড করবার বিধি করিতে একপ নির্দ্ধারক্রমে সম্মত কমিশ্যনরদের সমতার এই বিধির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) মুনিমিপল ফণ্ড হইতে পেনশান ও পারি- তৈরিক দিবার বিধি; কিম্বা

(খ) সংস্থান বা বার্ষিক র'এর ফণ্ড সঞ্চি করিবার ও তাহার কাছা চালাইবার ও তাহাতে আপনাদের কর্মচারী ও চাকরদিগকে অর্থসুকৃষ্ট করিতে বাধা করিবার ও মুনিমিপল ফণ্ড হইতে তাহাতে এই অর্থসুকৃষ্টারিষ্ক টাকা দিবার বিধি।

উক্ত বিনিয়োগ ও বিধি রচিত বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

এরূপ যে বিধি যৎকালে বলবৎ থাকে, সভাগত কমিশ্যনরগণ তদনুসারে সম্মত রূপে উচিত বোধ করেন, আপনাদের কোন কর্মচারী বা চাকরকে সেইরূপ পেনশান বা পারিচৌষিক দিতে, কিম্বা উক্ত সংস্থান বা বার্ষিক র'এর ফণ্ড হইতে সেইরূপ টাকা বা বার্ষিক র'এ দিতে পারিবেন।

পূর্বমেন্টে কর্মচারী: ৪৮ ধারা। কমিশ্যনরগণ নিগকে পেনশান প্রভৃতি গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারীকে দিবার কথা। কক্ষে নিযুক্ত করিলে,

(১) যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের জায়গীনে কম্ম করিতে সংস্থাপন করা যায়, তবে যৎকালে গবর্ণমেন্টের সে বিধি পেনশান ও ছুটির বিধি প্রবল থাকে, তদনুসারে তাঁহার পেনশান, পারিচৌষক ও ছুটীকালীন র'এ জমা টাকা দিতে পারিবেন; এবং

(২) যদি তিনি কমিশ্যনরদের কম্ম করনার্গ আপনাদের সময়ের কিয়দংশমাত্র দেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেরূপ অংশ নিরূপণ করেন, পূর্বোক্ত টাকার সেইরূপ অংশ দিতে পারিবেন।

৪৯ ধারা। কমিশ্যনররা আপনাদের কাছা নিযুক্ত কোন কর্মচারীর বা চাকরের স্থানে যেরূপ প্রাতিভা লক্ষ্য উচিত বাধ করেন, সেইরূপ প্রাতিভা লইতে পারিবেন।

পঞ্জীর কমিটির কথা।

৫০ ধারা। কমিশ্যনররা সভাগত হইয়া কোন মুনি- সিপালিটী পঞ্জীর করিয়া পঞ্জীর কমিটি নিযুক্ত বিভাগ করিতে পারিবেন। করিবার ক্ষমতার কথা। তাহা হইলে এই প্রত্যেক পঞ্জীর কমিটির অন্তর্গত থাকিবার জন্য অন্যান্য তিন বা ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে কি মনোনীত করাইতে পারিবেন। এই ব্যক্তিরা তৎকালে কমিশ্যনররা পদে নিযুক্ত থাকুন বা না থাকুন তাঁহারা পঞ্জীর কমিটির অন্তর্গত থাকিতে পারিবেন; এবং পঞ্জীর কমিটি যে পঞ্জীর নিমিত্ত নিযুক্ত বা মনোনীত হন, কমিশ্যনররা সভাগত হইয়া সেই পঞ্জীর সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৫১ ধারা। যিনি কমিশ্যনর নতুন যেত কোন মনোনীত করিবার বিধি ব কিববে গুণ থাকিলে তিনি কমিশ্যনরদের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা। একপে মনোনীত হইবার আকাঙ্ক্ষারূপ দাঁড়িতে শুদ্ধবান হইবেন, ও যোগ্যকে মনোনীত করা যাইবে তৎসম্মুখে কোন ব্যক্তির যে গুণ থাকিলে সেত জানাইবার অধিকার থাকিবে ও একপে মনোনীত করা যাইবে, কমিশ্যনররা সভাগত হইয়া এই বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই বিধি এই আইনের বিধানের সচিৎ অসঙ্গত না হয়।

কমিশ্যনররা এই ধারামতে তদ্রূপ মনোনীত করণ বিষয়ক যে বিধি করেন, তাহা যে কোন সময়ে রচিত করিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। প্রত্যেক পঞ্জীর কমিটি উচিত বোধ করিলে প্রতি বৎসর আগামী- পঞ্জীর কমিটির সভা- পত্র প্রতিনিধি সভা- পত্র মনোনীত করবার কথা। দেয় সভা হইতে সভাপতি ও তাবিশাক হইলে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন।

কিন্তু পঞ্জীর কমিটির মধ্যে এক কি অধিক জন কমিশ্যনর থাকিলে, পঞ্জীর কমিটির সভাপতির পদে একজন কমিশ্যনরকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

৫৩ ধারা। কমিশ্যনরদের প্রতি এই আইনমতে যে কমতা দেওয়া গেল, তাঁহারা পঞ্জীর কমিটির সভাগত হইয়া পঞ্জীর কমিটির সভাপতি ও তাবিশাক হইলে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্যনরদের সভাগত হইয়া তাঁহাদের পঞ্জীর যে সীমা নির্ধারণ করেন এই পঞ্জীর কমিটি আপনাদের পঞ্জীর সেই সীমার মধ্যে উক্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন ক্ষমতামতে কাছা করিতে পারিবেন এবং এই আইনক্রমে সেই ক্ষমতা প্রযুক্ত কমিশ্যনরদের অবশ্য বক্তব্য বলিয়া যে সকল কম্ম নির্দ্ধারিত হইল তাঁহাদের প্রতিও সেই সকল কম্ম নিষাদন করিবার দায় বহিবে।

পঞ্জীর মানা কমিটি যে সকল কার্য করেন ও যে আত্মা দেন ও যে টাকার ব্যয় করেন তাহা সভাগত কমিশ্যনরদের তত্ত্বাধীনে থাকিবে, ও তাঁহারা তাহা পুনরাবলোচনা করিতে পারিবেন, এবং যে কোন সময়ে উক্ত সকল কি কোন ক্ষমতা রাখত করিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা। পল্লীর কমিটী দ্বারা যে কর্ম নিষ্পাদন

পল্লীর কমিটীর নিষ্পা-
দনের কথের প্রতি
কোনও ধারা বক্তব্য
কথা।

হয়, তাহার প্রতি এ অবধি
৪৫ পর্যন্ত সকল ধারার বিধান
যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে,
এবং পল্লীর কমিটী যে আশঙ্কা-
গন রাখিবেন কমিশ্যনরের ৪৬

ধারার বিধানানুসারে তাহার অনুমতি দিবেন।

৪৫ ধারা। পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তির অব-

কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তি-
মিগকে অবশ্যই কংগ্রেস
ও তাঁহার পদ ভাগ
করিবার ও নিযুক্ত হইবার
কথা।

সর করণ কি কম ভাগ কিম্বা
নিয়োগ বিষয়ের কোন কথা
উপস্থিত হইলে, কমিশ্যনরের
সভাগত হইয়া তাঁহার নিষ্পত্তি
করবেন।

কমিশ্যনরের ও পল্লীর কমিটীর দায়ের কথা।

৪৬ ধারা। কমিশ্যনরের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদের

কমিশ্যনরের কি প-
ল্লীর কমিটীর অন্তর্গত বা-
ক্তির নিজের দায়ের কথা।

পক্ষ যে চুক্তি করা যায় বা
যে প্রস্তাব হয়, কোন এক জন
কমিশ্যনর কিম্বা পল্লীর কমি-
টীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি

অন্য তাহার দায়ী হইবেন না।

কমিশ্যনরের হস্তে যে টাকা ন্যস্ত থাকে, ইচ্ছাশূন্যক
তাঁহা ভবিষ্যৎকালে বয়স্ক হইলে, যে কমিশ্যনর
কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তি জামিনা শুল্ক
এ কার্যের অংশী হইল তৎসময় তাহার দায়ী হইবেন, ও
তৎকালে তাহার নামে নালিশ হইতে পারিবে।

৪৭ ধারা। কমিশ্যনরের সঙ্গে যে চুক্তি করা যায়

চুক্তিতে কমিশ্যনরের
অংশ বা অর্থ থাকিলে
অনুমতি দিবে।

তাঁহা কোন কমিশ্যনরের
কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত
কোন ব্যক্তির পক্ষে কি পর-
দর্শনস্বত্ব নিজের কি অন্যের

দ্বারা কোন অংশ বা অর্থ থাকিবে না। কোন কমিশ্য-
নরের তরফে অংশ বা অর্থ থাকিলে, তিনি তৎপ্রযুক্ত
স্বীয় কমিশ্যনরের পক্ষে ভবিষ্যৎকালে দায়ী হইবেন না, ও তাঁহার
পক্ষ ও তাঁহার অন্যের অংশ ও তাহারে পারিবে।

নিম্নলিখিত কোন বিষয়, অর্থাৎ,

(ক) কমিশ্যনর যে সমাপ্তি বা বৈধিত্ব করা
কোম্পানির অংশ বা মেম্বর সেই কোম্পানির সচিব
কমিশ্যনরের চুক্তিতে, কিম্বা

(খ) কমিশ্যনর পটোমান বা জর দ্বারা
তৎকালে কোন নিয়মপত্র, কিম্বা

(গ) টাকা খরচ করিয়া কোন নিয়মপত্র, কিম্বা
কেবল টাকা খরচ করিয়া কোন আভিভাব্য, কিম্বা

(ঘ) কুনিয়মিত দাঁপার সংক্রান্ত বিজ্ঞপন
সংক্রান্ত পত্র ও তাহার প্রাপ্তি, কোন কমিশ্যন-
রের অংশ বা অর্থ আছে বলিয়া তৎকালে সে কারণে
তাঁহার উক্ত অর্থ আদায় হইবে না।

তথ্যনি উপর কোন কমিশ্যনরের যে বিষয়ে ঐক্য
স্বার্থ থাকে, তিনি কমিশ্যনর সংক্রান্ত কিম্বা পল্লীর কমি-
টীর অন্তর্গত ব্যক্তির উপর সেই বিষয় সংক্রান্ত কোন
ব্যাপারে কাগ্য করিতে পারিবেন না।

৪৮ ধারা। কোন কমিশ্যনরের কিম্বা পল্লীর কমি-

টীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি
কমিশ্যনরের যে
বিষয়ের দায়ী হইবে
অন্য তাহার কথা।

নিজের কত টাকা টাক্স দাঁপা
করিতে চাইবে এই কথা কি
তাঁহার সম্পত্তির মূল্যের কিম্বা
তিনি যে সম্পত্তির কামাখ্য বা কামাখ্যক সেই সম্প-
ত্তির মূল্যের কথা কি তিনি কোন টাক্সের দায়ী হন কি
না এই কথা উল্লিখিত হইলে, তিনি সেই বিষয়ে আপ-
নার দায়ী হইবেন না।

কর্তৃত্বের কথা।

৪৯ ধারা। নিম্নলিখিত ধারামতে, অর্থাৎ,

(ক) সভাপতি মনোনীত
করা যাইবে ২০ ধারামতে,
(খ) সভাপতিকে পদচ্যুত
করা যাইবে ২৪ ধারামতে,

(গ) সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতিকে বেতন
দানার্থে ২৮ ধারামতে,

(ঘ) পেনশন বা পারিভোজিত নিবাস কিম্বা সা-
হায্য বা পারিভোজিত নিবাস নিবাস কিম্বা সা-
হায্য চাহিয়া বিনিয়োগ, রহিত কিম্বা পরিবর্তিত
করা যাইবে ২৭ ধারামতে,

কমিশ্যনর যে সকল নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহা
স্বাধীন গবর্নমেন্টের অনুমোদনপত্র থাকিবে।

৫০ ধারা। ৪৩ ধারার উল্লিখিত কমিশ্যনরের

কাছাকাছের প্রতি
সমুদয় সভার কাছাকাছের
নিম্ন লিখিত লিখিত
যে নিয়ম পটোমান
হইবার কথা।

জিলা মজিস্ট্রেট
লিখিত পটোমান

৫১ ধারা। ৪৬ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরের

অধীন কমিশ্যনর
অধীন কমিশ্যনর
নিয়ম লিখিত
কথা।

জিলা মজিস্ট্রেট
লিখিত পটোমান

(ক) যে পদের বেতন দাঁপে টাক্স বা তদ-
ধিক, তাহা স্বাধীন গবর্নমেন্টের অনুমতি বিনা স্বেচ্ছা
করা বা উচ্চাঙ্গ দণ্ড হইবে না।

(খ) যে পদের বেতন দাঁপে এক লাখ টাকা বা
তদধিক, তাহা কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি বিনা
সেই পদের কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে না
অথবা সেই পদ হইতে কোন ব্যক্তিকে ছাড়ান
যাইবে না।

৫২ ধারা। জিলা মজিস্ট্রেট সাহেব, কিম্বা জিলা

মজিস্ট্রেটের পরিদর্শন
করিবার ক্ষমতা কথা।
যে মজিস্ট্রেটের মধ্যে কোন মনি-
নিয়মিত থাকে, সেই মজিস্ট্রেট
দাঁপে অধ্যক্ষের দাঁপে মজিস্ট্রেট
কমিশ্যনরের দাঁপে কোন স্বাধীন সম্পত্তিতে
কিম্বা তাঁহাদের আদেশমতে যে কোন কাগ্য চলিতেছে
তাহাতে, প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে, কিম্বা

কাঁচাকেও প্রবেশ করাতেও তদ্বারা পরিদর্শন করাতে পারিবেন; এবং এই আইনের কাঁচাপক্ষে যে কোন মূল্য কৃষিকার্যের নিকটে বা কর্তৃত্বধীনে থাকে, তাহা আদায় করা যাইতে পারিবেন।

৬০ ধারা। খণ্ডের কমিশনার সাহেব কিম্বা জিলা মাজিস্ট্রেট সাহেব যদি বিবেচনা করেন যে, কোন মুনিশিপালিটীর কমিশনারেরা যে কোন

নির্দ্ধারণ বা আজ্ঞা করেন কিম্বা এই আইন অনুযায়ী কিম্বা এই আইনের আশ্রয়ে যে কার্য করিবার উদ্দেশ্যে হইতেছে বা করা যাইতেছে, তাহা আইনের অধীন কর্মতার অতিরিক্ত, অথবা উক্ত নির্দ্ধারণ বা আজ্ঞা কর্ম করিলে কিম্বা উক্ত কার্য করিলে, যুদ্ধ বা বিবাদ ঘটাবার, অথবা সামন্তগণের বা কোন জমিদার বা সম্প্রদায়ের বাস্তবগণের যুদ্ধের আনি বা বিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা তবে উক্ত কমিশনার বা মাজিস্ট্রেট সাহেব লিখিত আজ্ঞা করিয়া এই খণ্ডের অধীন বিবেচনা ও জিলা মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত নির্দ্ধারণ বা আজ্ঞা কর্মে কমিশনারেরা যোগিত রাখিতে কিম্বা উক্ত কার্য করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কোন কমিশনার বা মাজিস্ট্রেট সাহেব এই ধারার অধীন আজ্ঞা করিলে, তাহা করবার চেহারা বর্ণনা করিতে পারিবার সকল অধিকার স্থানীয় গবর্নমেন্টের হইবে, তাহা হইলে উক্ত গবর্নমেন্ট এই আজ্ঞা প্রস্তুত করিতে, অথবা পরিবর্তন সাধন বা পরিবর্তন বা প্রত্যাহারের চিরকাল কিম্বা তৎকাল উচিত পোষ করেন তৎকাল এই আজ্ঞা প্রবল থাকিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৬১ ধারা। জিলা মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা খণ্ডের

কমিশনার সাহেবের আদেশ প্রস্তুত হইলে, স্থানীয় গবর্নমেন্টের অধীন কর্মতা

যে, এই আইন বা অন্য কোন আইনমতে কোন মুনিশিপালিটীর কমিশনারের উপর যে কোন কর্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তাহারা সেই কর্ম করিতে ক্রটি করিয়াছেন, তবে স্থানীয় গবর্নমেন্ট লিখিত আজ্ঞা করিয়া সেই কর্ম করিবার সময় নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন।

“উক্ত নিরূপিত সময়ের মধ্যে এই কর্ম করা না গেলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট উক্ত কর্ম করণের জিলা মাজিস্ট্রেট সাহেবকে লিখিত পত্র দিয়া নোংরা এবং এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, গবর্নমেন্ট যে সংস্থা করিয়া দেন, সেই সংস্থার মধ্যে এই কর্ম করিবার ভার মুনিশিপালিটীর হইতে উক্ত মাজিস্ট্রেটের নিকটে দেওয়া যাক।

“উক্ত খরচ প্রকৃতিতে দেওয়া না গেলে, উক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতি প্রাপ্তমত, মুনিশিপালিটীর উক্ত টাওয়ার বাস্তব হইতে থাকে, তাহার প্রতি আজ্ঞা করিয়া এই আদেশ দিতে পারিবেন যে অন্য কোন বা সকল দায়ের অধীনে এই উক্ত টাওয়ার উক্ত খরচ অথবা সময়ের তাহার যে অংশ দেওয়া সম্ভব হয় তাহা দেন।

৬২ ধারা। এই আইনের দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে

কি অন্য আইন দ্বারা কোন মুনিশিপালিটীর কমিশনারের প্রতি যে সকল কর্মের ভার অর্পিত হয় স্থানীয় গবর্নমেন্টের মধ্যে তাহারা সেই সকল কর্ম করিতে সক্ষম হইলে, কিম্বা

তাঁহা করিতে সক্ষম হইলে, কিম্বা আপনাদের কর্মতার অতিরিক্ত কার্য করিলে, কিম্বা উক্ত কর্মতার অপব্যবহার করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা করিবার কারণ সহিত কলিকাতা মেজেষ্ট্রেট আদালত করিয়া উক্ত কমিশনারেরা অক্ষম বা ক্রটিকারী কিম্বা আপনাদের কর্মতার অতিরিক্ত কার্য করিয়াছেন কিম্বা এই কর্মতার অপব্যবহার করিয়াছেন নির্দেশ করিয়া এই আদালত নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৬৩ ধারা। পূর্ব ধারামতে পদচ্যুত করিবার আদেশ করা যাইবে।

(ক) উক্ত আদালত তাহা অবধি সমুদয় কমিশনারেরা কমিশনারেরা স্থায় পদ হইতে অব্যাহত হইবেন।

(খ) কমিশনারেরা তৎকাল পদচ্যুত থাকিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্টের আদেশমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা কমিশনারের সমুদয় কর্মতানুসারে তাহাদের সমুদয় কর্ম করিবেন।

(গ) উক্ত কমিশনারের প্রতি যে সকল সম্পত্তি বর্তমান ছিল, তৎসমুদয় তাহাদের পদচ্যুত থাকিবার সময়ে গবর্নমেন্টে বহিবে।

উক্ত আদালত নির্দিষ্ট পদচ্যুত থাকিবার কাল গত হইলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট উক্ত মুনিশিপালিটীর নাম প্রথম বা দ্বিতীয় তফসীল কিম্বা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তফসীলে লিখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহা না করিলে, নিম্নোক্ত মনোনীত করণকারী কমিশনারেরা পুনঃস্থাপিত হইবেন, এবং যে ব্যক্তি (ক) প্রকরণমতে পদচ্যুত হন, তাহারা নিম্নোক্ত বা মনোনীত করণের আদেশ বিন্ধি গণ্য হইবেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুনিশিপালিটীর কথার।

৬৪ ধারা। এই আইনমতে কোন মুনিশিপালিটীর কমিশনারেরা যে সকল টাকা বাছাই লইয়া মুনিশিপালিটীর পক্ষ হইবে তাহার মধ্যে যাহা কি আদায় হয় এবং গবর্নমেন্টের অনুমতিক্রমে

তাহা যে সকল টাকা কমিশনারের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারিবে, সেই সকল টাকা লইয়া একটি ফণ্ড করা যাইবে। তাহার মুনিশিপালিটীর নাম থাকিবে। সেই টাকা, ও অন্য যে প্রকারের যত সম্পত্তি উক্ত কমিশনারের প্রতি বর্তে, তাহা তাহাদের কর্তৃত্বধীনে থাকিবে, ও তাহারা এই আইনের কাঁচাপক্ষে এই সকল প্রবাদি ন্যস্তধরূপে রাখিবেন।

৬৫ ধারা। (ক) প্রথম, গবর্নমেন্ট ও আদালত কমিশনারেরা কোন স্থান প্রাপ্ত করিলে তাহারা সেই স্থান দিবার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হয়,

(খ) দ্বিতীয়, ৪৮ ধারার উল্লিখিত অর্থায়ন প্রকল্পে
সমস্ত আপনাদের আয়নাগণের যেসব বিবরণী এই
আইনমতে যত টাকার বিধান করিবার আদেশ হইল,

(গ) তৃতীয়, আর্ডিটের খরচ ও কোন হিসাব
সংক্রান্ত আফিসের বা খাজানাখানার সেরেস্তার
খরচ দিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত টাকার
আজ্ঞা করেন

কমিশনারেরা বৎসর মুনিসিপাল কর হইতে তত
টাকা প্রত্যেক রাখিয়া, সেইরূপ প্রয়োগ করিবেন।

কিন্তু (গ) প্রকরণমতে কোন মুনিসিপালিটির
উপর মোট যত টাকা দিবার আদেশ হয়, তাহা কোন
বৎসরে মুনিসিপাল কর হইতে এই বৎসর যে টাকা থাকে,
তাহার শতকরা দুই টাকার অধিক হইবে না।

৬২ ধারা। ইহার পূর্বদ্বারা বিধানমতে পূর্বে
কোন টাকার প্রত্যেক করিয়া রাখা গেলে
কমিশনারেরা মুনিসিপাল
কর হইতে যত দূর পারেন
তত দূর মাসে মুনিসিপালিটির

অন্তর্গত কমিশনারদের সম্পত্তিরূপ পথ ও সড়ক
ও পুকুর ও ঘাট ও ইঁদুরা ও জলনালা ও ক্ষেত্র ও
পাইখানা সারাইয়া রাখা যেন, ও মুনিসিপালিটি
পরিষ্কার করাইবেন;

ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সংশ্লিষ্ট যে বিধি ও নিয়মসমূহ
যে আজ্ঞা করেন তাহা অবলম্বিয়া, মুনিসিপালিটির
অন্তর্গত স্থানে নিম্নলিখিত কোন কার্যে এই মুনিসিপাল
কর প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা,—

(১)—পথ ও ট্রামওয়ে ও সড়ক ও চর ও বাগান
ও পুকুর ও ঘাট ও ইঁদুরা ও জলনালা ও ক্ষেত্র ও
পাইখানা প্রস্তুত ও উন্নত করণার্থে।

(২)—জল যোগাইয়া দিবার ও পথে আসা ও
জল দিবার কার্যে।

(৩)—মুনিসিপাল কার্যের নিমিত্ত যো কাছাকাছি
সরকারি ও অন্য যত্নের প্রয়োজন থাকে তাহা নির্মাণ ও
রক্ষা করণ কার্যে।

(৪)—সাধারণের উপকারার্থে অন্য যে কার্যদ্বারা
নগরবাসিন্দার স্বাস্থ্য ও সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়
সেই কার্যে।

(৫)—বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত করণে, বিদ্যালয়
স্থাপনে ও সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়া শিক্ষা সাহায্য দান
পূর্বক তাহার রক্ষণে।

(৬)—হাস্পাতাল ও ঔষধালয় স্থাপনে ও তাহার
ব্যয় পোষণে।

(৭)—গোবীজে টিকাদানের বিস্তারে।

(৮)—অগ্নিনির্বাপক দল রক্ষণে।

(৯)—ও সাধারণতঃ এই আইনের আওতায়
সকল করণ কার্যে।

কিন্তু বিদ্যালয়াদির সংস্থাপনাদিতে মুনিসিপাল
করের কোন অংশ প্রয়োগ করা কঠব্য কিনা, এই বিষয়
বিবেচনা করিবার জন্য যে বিবেচনা সভা হয়, কিম্বা
সভায় এই বিষয় বিবেচনা করা যাইবে এই মর্মে বিশেষ
নোটিস দিয়া যে সভা হয়, সেই সভা গত কমিশনারদের
অধিকাংশ ব্যক্তি সম্মত না হইলে, বিদ্যালয় কি হাস্পা-

তাল কি ঔষধালয় স্থাপনার্থে কিম্বা তাহার রক্ষণ-
সম্পর্কে কিম্বা গোবীজে টিকাদানের বিস্তার করণার্থে
মুনিসিপাল করের কোন অংশ প্রয়োগ হইবে না।

এই ধারার উদ্দেশ্য সফল করণার্থে যে কোন কার্য
করা আবশ্যিক, কমিশনারেরা এই আইনের অসম্মত
নয় এমনতর সকল কার্য করিতে পারিবেন।

৭০ ধারা। অন্য কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কিম্বা অন্য
অন্য মুনিসিপালি- স্থানে ইহার পূর্ব দ্বারা নির্দিষ্ট
দীর্ঘতম টাকার দিবার কথা। অন্যত্র কার্যে যে ব্যয় হয়

তদ্বারা কিম্বা অন্য কার্যে
অর্থান গণনাচারীকে কার্যে লাগান যার তাহার বেতন
দিবার নিমিত্ত কিম্বা নদী কি বন্দর উন্নত করণার্থে যে
কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন বিষয় প্রস্তুত ও রক্ষা ও মেরামত
করা হয়, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত কোন মুনিসিপা-
লিটির কমিশনারদের তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি
লিখিয়া সম্মত হইলে কমিশনারেরা স্থানীয় গব-
র্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে আপনাদের মুনিসিপাল কর
হইতে টাকা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে মুনিসিপালিটি এই টাকা দেয়, এই কার্যদ্বারা
সেই মুনিসিপালিটি-বাসিন্দার লোকদের উপকার হইবার
সম্ভাবনা না থাকিলে, এই ধারামতে তাহাদের পূর্বে
টাকা দিতে হইবে না।

৭১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি তাহা দিয়া থাকেন তিনি
হিসাববাহী দিবার এই মাসের কোন নির্দিষ্ট
দিন মাসে বৎসর মাসে কমিশনারদের কার্যালয়ে
একাল করিবেন কথা। মুনিসিপালিটির হিসাববাহী
দেখিতে পারিবেন।

তিন মাসের অবসান হইলেই সেই তিন মাসের
জমা ও খরচ উপযুক্ত দফায় যত নির্দিষ্ট হইয়া নিয়ম-
সারে তাঁহী কাটিয়া হিসাব প্রস্তুত করা যাইবে। যে ব্যক্তি
তাঁহা দিয়া থাকেন তিনি হিসাববাহীর সহিত এই হিসাবও
দেখিতে পারিবেন।

এই বৎসরের অবসানের পরেই যত শীঘ্র হইতে
পারেন সেই বৎসরের ও তদুপস্থিত প্রস্তুত করিতে
হইবে, তাহা ও পূর্বেই দেখিবার জন্য খোলা
থাকিবে।

৭২ ধারা। কোন বৎসরে যত টাকা জমা ও খরচ
বাৎসরিক অনুমানপত্র হইবার সম্ভাবনা ও যো কার্যে
প্রস্তুত করিবেন কথা। এই টাকা খরচ করিবার সম্প-
দা। কমিশনারেরা ৩০ পূর্ব
বৎসরের অবসান হইবার অনুমান দুই মাস থাকিতে
সভাগত কমিশনারের বিস্তারিত অনুমানপত্র প্রস্তুত
করিবেন।

৭৩ ধারা। এই অনুমানপত্রের প্রতিলিপি এবং জিলার
অনুমানপত্র একাল দেনীয় তাহার এই পত্রের অনু-
করণ করিবেন কথা। বাদ কমিশনারদের আফিসে
রাখিতে হইবে।

সেই প্রতিলিপি যে আফিসে রাখা গেল, এই স্থানে
ইহার উপযুক্ত নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। উক্ত
আফিসে রাখা গেলে পর এই মুনিসিপালিটির টাঙ্গনায়
কোন ব্যক্তি তাহা দেখিতে চাহিলে, চৌদ্দ দিন পূর্বে
যুক্তিসিদ্ধ সকল সময়ে এই অনুমানপত্র ও জিলার চলিত
তাহার এই পত্রের অনুবাদ দেখিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদের আফিসে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের লিখিত প্রস্তাব রাখিয়া গেলে তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তৎপরে তাঁহাদের অধিনেদন হইলে সেই প্রস্তাব তাঁহাদের বিবেচনার্থে উপস্থিত করা যাইবে।

৭৪ ধারা। উক্ত চৌদ্দ দিন গত হইলে পর, ও তাহার যত্নে সংশোধন করা প্রয়োজন বোধ হয় তাহা করিলে পর, ঐ অনুমানপত্র জিনার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৭৫ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা যেকোন মন্তব্য ও প্রস্তাব লেখা উচিত বোধ করেন তৎসংগত উক্ত কমিশ্যনরদের নিকট কি ইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে কমিশ্যনরদের সত্যাপ্ত হইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের মন্তব্য বিবেচনা কার্য্য হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাব গৃহীত করিবেন, না হইত অসম্মত হইবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন; তদনন্তর খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত ঐ অনুমানপত্র মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

৭৬ ধারা। ঐ অনুমানপত্র যেমন খণ্ডে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব তেমনি তাহা অনুমোদন করিতে পারিবেন, কিম্বা ওদ্বারা যাহা পরিবর্তন করা উচিত বোধ করে তাহা করিয়া অনুমোদন করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার যেকোন রূপান্তর করা আন্যথ্যক বোধ করেন তাহা করিবার জন্যে কমিশ্যনরদের নিকট প্রিভাইয়া দিতে পারিবেন। তদ্রূপে রূপান্তর করা গেলে পর ঐ অনুমানপত্র দৃঢ় ভরদার খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পুনরুৎ পাঠান যাইবে।

কিন্তু ঐ অনুমানপত্রে য-টাকা কমিশ্যনরদের তাতে আছে দেখা যায়, খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব প্রস্তাবিত খেট খরচ তদধিক করিয়া তুলিবেন না।

৭৭ ধারা। কমিশ্যনরদের বস্তাবে যে টাকা নিরূপিত থাকে, তাহা প্রয়োগ করিবার নিয়ম তাহার কোন প্রকারে পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ হইবে, তাহার বিধান করিবার জন্যে সত্যাপ্ত হইয়া সময়ে সেই খণ্ডের অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবেন, ও সেই সংশোধিত অনুমানপত্র প্রকাশ করা যাইবে, এবং পূর্বনির্দিষ্টমতে পাঠান যাইবে। মাজিস্ট্রেট ও খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব সেই সংশোধিত অনুমানপত্র লইয়া পূর্ব নিদ্ধিষ্ট প্রকারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৭৮ ধারা। পূর্বোক্তরূপে মুন্সিপালিটীর ঐ অনুমানপত্রে যে টাকা খরচ করিবার অনুমতি হয় তাহা খরচ করিবার কথা।

তত টাকা কি তাহা কোন অংশ ব্যয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

বৎসরের বজেট ইন্টিমেটে (অর্থাৎ আয়তায়ের অনুমানপত্রে) যে কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা নিরূপণ হইল, এত পারস তাবান্বরের কথা থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই কার্য্যে কোন মুন্সিপালিটীর ঐ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই; করিবার কি তাহার সুব্যবস্থা করিবার যে বিধি বিধিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। কোন কায্য পাঁচ সহস্র টাকা অধিক লাগিবার অনুমান হইলে, ঐ কোন কার্য্যে ৫০০০ টাকা অধিক লাগিবার অনুমান হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা কথা।

এবং যে পাঁচ নির্দ্ধা করিলে, ঐ কায্য ক্রমঃ ১৯-নের ও তাহার সমাপ্ত হওয়ার বাকী ও ঐ কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হয় তাহার হিসাব সেই পাঁচে লিখিয়া আপনাদের কিম্বা ঐ কার্য্যকারকের অনুমোদনার্থে সময়ে পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৮০ ধারা। কোন বৎসরের অনুমানপত্রে কিম্বা অতিরিক্ত টাকা খরচ হইলে তাহা বটন করিবার কথা।

৮১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কমিশ্যনরদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যাদির বার্ষিক রিপোর্ট অর্পণ করিবার কথা।

৮২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ সকল মুন্সিপাল হিসাব যেকোন পাঁচে রাখিবার ও যেকোন আডিট করিবার আজ্ঞা করিলে, বৎসর ঐ হিসাব সেই রূপ পাঁচে রাখিতে ও সেইরূপে আডিট করিতে হইবে।

৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রকারান্তরে অর্থ করিলে, মুনিসিপাল করের নিমিত্ত যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা গবর্ণমেন্টের খাজানাখানার, কিম্বা মুনিসিপালিটীর অধীনে রাখিতে হইবে।

কিন্তু তদ্ব্যতীত কোন টাকা উৎকলে ব্যয় করিবার প্রয়োজন না থাকিলে, কমিশ্যনরেরা সেই টাকা দিয়া গবর্ণমেন্টের সিক্যারিটী কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে প্রকারের সিক্যারিটী অনুমোদন করেন সেই প্রকারের সিক্যারিটী ক্রয় করিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্ব্যতীত কোন টাকা উৎকলে ব্যয় করিবার প্রয়োজন না থাকিলে, কমিশ্যনরেরা সেই টাকা দিয়া গবর্ণমেন্টের সিক্যারিটী কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে প্রকারের সিক্যারিটী অনুমোদন করেন সেই প্রকারের সিক্যারিটী ক্রয় করিতে পারিবেন।

৮৪ ধারা। এই বিষয়ে সভাপতির কি প্রতিনিধি

টাকা দিবার আদেশ-সভাপতির ক্ষমতার যে সীমা আছে, এতক্রমে গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

শায়ের সাংসদের প্রতি সভাগত কমিশ্যনরের পরামর্শানুসারে তাহা হ্রাস করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। উক্ত কমিশ্যনরের সাংসদের সেট ক্ষমতার সীমা স্পষ্টরূপে হ্রাস করিয়া না দিলে মুনিসিপাল কর হইতে টাকা দিবার যে আদেশপত্র দেওয়া যায়, পাঁচশত টাকার অনধিক টাকা দিবার সেই আদেশপত্রে সভাপতি কিম্বা প্রতিনিধি সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন; তাহার অধিক টাকার আদেশ থাকিলে উক্ত দুইজন কাগ্যাকর কিম্বা তাঁহাদের এক জন ও অন্য এক জন কমিশ্যনরের সাহায্যে স্বাক্ষর করিবেন।

কমিশ্যনরেরা ৭৮ ধারার বিধানমতে সভাগত হইয়া যে টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি নেন, তাহা হ্রাস করা টাকা দিবার উক্তরূপ আদেশপত্র দেওয়া হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুনিসিপাল টাক্স প্রণয়নের কথা।

৮৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সমগ্র উপরূপ নোটিস দিয়া সম্পর্কিত এই কাণ্ডের ব্যক্তিরের দিয়া যে-নিমিত্তে বিশেষ সভা করিয়া উপর অনুকল্পে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি-ক্রমে মুনিসিপালিটীর সাংসদের মধ্যে নিম্নলিখিত এক প্রকারের টাক্স প্রণয়নে পারিবেন, উভয় প্রকারের নয়।

(ক) মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে ব্যক্তিদের যোগ্য থাকে, তাঁহাদের সমষ্টি অনুসারে ও মুনিসিপালিটীর মধ্যে তাঁহাদের যে সম্পত্তি থাকে তদনুসারে সেট ব্যক্তিদের উপর টাক্স।

কিন্তু কোন ব্যক্তির উপর কোন এক যোগ্যতার অধিকার সম্পর্কে বৎসর ৮৪ চোরাণী টাকার অধিক দণ্ডা করিতে হইবে না। অথবা

(খ) মুনিসিপালিটীর মধ্যে যত যোগ্য থাকে তাহার বার্ষিক মূল্যের উপর রেট।

কিন্তু টাকার ও মালিকের জব মুনিসিপালিটীর মধ্যে এই বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। রেট মূল্য হইবে না; উক্তির অন্য সকল যোগ্যতার বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৭১০ টাকার অধিক হারে রেট বসান হইবে না। ও যে যোগ্যতার বার্ষিক মূল্য ৬৭ টাকার কম হয়, তাহার উপর কোন রেট বসাইতে হইবে না।

৮৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা সমগ্র উপরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি-ক্রমে টাক্সের কথা।

যদি ইচ্ছা, এ মুনিসিপালিটীর সাংসদের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অন্য ৩৭ টাকার অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সকল কি কোন টাক্স, ফী, বাণ্ডল কি রেট আদায় করিয়া আদায় করিতে পারিবেন।—

(ক) পঞ্চম ডকুমেন্ট গেগাড়ীর ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর কথা লেখা আছে তাহার উপর টাক্স।

(খ) গোকর গাড়ী রেজিস্ট্রী করিবার ফী।

(গ) মেয়র উপর মাদুল ও ১৮ ও ১৫৯ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সাঁতার ও পাকা রাস্তার উপর মাদুল।

(ঘ) যে পথে জলোৎসর্গ করিতে সেই পথে বাজী ও ভদ্রী থাকিলে মোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ছয় টাকার অনধিক ও ব্রহ্মপুয়াগাম যে পথে না থাকে সেই পথে বাজী ও ভদ্রী থাকিলে শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক জলের রেট।

(ঙ) একপ বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা তিন টাকার অনধিক মালের টাক্স রেট।

(চ) পাটখানা পরিষ্কার করিবার ফী।

কিন্তু পঞ্চাশ্লিখিতমতে (ঘ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৭ পরিচ্ছেদের বিধান, কিম্বা (ঙ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৮ পরিচ্ছেদের বিধান, কিম্বা (চ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৯ পরিচ্ছেদের বিধান সমস্ত বা আংশিক ভাবে কোন মুনিসিপালিটিতে বজান না গেলে, (ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রকরণের নিখিত টাক্স সেই মুনিসিপালিটিতে আদায় করা হইবে না।

ব্যক্তিদের উপর টাক্সের কথা।

৮৭ ধারা। মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত যোগ্য যে ব্যক্তিদের মধ্যে যোগ্য থাকে তাহার উপর টাক্স প্রণয়নের কথা।

কিন্তু কোন ব্যক্তির উপর কোন এক যোগ্যতার অধিকার সম্পর্কে বৎসর ৮৪ চোরাণী টাকার অধিক দণ্ডা করিতে হইবে না। অথবা

(ক) প্রণয়িত যোগ্যতার কি পথের সারের খাজনা।

(খ) রেজিস্ট্রী বসাইতে যে যোগ্যতার যে মালিক থাকে তাহার।

(গ) মোট যে ব্যক্তির মধ্যে যোগ্য থাকে, তাঁহার উপর টাক্স দিয়া হইবে না। তিনি টাক্স হইতে মুক্ত থাকুন তাহার না।

(১) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যিনি বা যারা
কোন মুন্সিপালিটির মধ্যে তাঁহার সম্পত্তির
বৃদ্ধি ও তাঁহার বৃত্তি কি বা বসায়।

(২) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যিনি বা যারা

(৩) তিনি বা তাঁহার বৃত্তি তাঁহার কিত্তি নিতে
হইবে।

(৪) যোগ্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যিনি বা যারা
কিছুতে মুক্ত থাকিলে সেই বসতির সংকল্প
করা।

ব্যক্তির উপর যে টাক্স ধাওয়া হয় যোগ্য যে ব্যক্তি
সেই বসতি থাকে, তাঁহার তিন মাসের কিত্তি করিয়া
তাঁহা দিবে।

যে ভূমিতে চাষ হইতে পারে তাঁহাতে, ও কেবল কৃষ-
কের আরাধনার নিমিত্ত যে সর জমি হইল এমত
যে বসতি থাকিবে মুক্ত কোন ব্যক্তির উপর এ টাক্স
ধাওয়া কি আদায় করা যাইবে না।

১৮ ধারা। এই আইনে তাবাস্তবের বিধান না

টাক্সের উপর যে টাক্স ধাওয়া হয় ১১২ ধারার
নিম্ন প্রকাবে থাকিবে
তাঁহার কথা।

একটি করা যায় তাঁহার পর
বৎসরের আরম্ভ অবধি এ টাক্স প্রকাবে ১১২ ধারার
পাঠ্য ও সূত্র টাক্স ধাওয়া করণের কি মূল্য নিরূপণ-
পত্র যে তারিখে প্রকাশ করা যায় তাঁহার পর বৎসরের
প্রথম পয়সা, কিম্বা টাক্স ধাওয়া করা ও মূল্য নিরূপণ-
পত্রের পুনরাবলোচনা ও সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত
প্রকাবে থাকিবে।

কিন্তু এই আইন কোন স্থানে প্রচলিত না হইলে
উক্ত মোটিস যেদিন মাসের মধ্যে প্রকাশ করা যায়
তাঁহার পর তিন মাসের মধ্যে প্রথম পত্র প্রকাশ হইতে পারিবে।

১৯ ধারা। কোন মুন্সিপালিটির মধ্যে ব্যক্তির
ব্যক্তিগণের উপর টাক্স বসান গেলে, সর-
টাক্স বসাইবার কথা।
মোটের সম্পত্তি হইলে রাজস্ব
উন্নয়ন বলিয়া যে মোটের
ব্যবহার থাকে সেই মোটের অধিকার উপলক্ষে কোন
ব্যক্তির উপর টাক্স ধাওয়া হইবে না। কিন্তু ১০১ ধারার
বিধানমতে এ প্রত্যেক মোটের বার্ষিক মূল্য নিরূপণ
কারী সেট মূল্যের উপর শতকরা ৭১০ সাড়ে সাত
টাকার অধিক ভাণ্ডারে রেট ধাওয়া হইবে, এই রেট বসানমত
হইতে দেওয়া যাইবে।

২০ ধারা। কোন ব্যক্তির অধিকারে দুই কি তদধিক

কোন ব্যক্তির উপর যে
রেট ধাওয়া হয় তাঁহা মোটে
১১ টাকার অধিক হইলে
কাষাওয়ালীর করা।

১১০ ধারার বিধানমতে মোটিস
প্রকাশ হইবার পর তিনি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কমিশন-
বোর্ডের নিকট সেই নিরূপিত টাক্স রহিত করিয়া, উক্ত
মূল্য মোটের উপলক্ষে সর্বমুক্ত মোটে যত টাক্স
ধাওয়া হইল তাঁহা বসাইবার কথা।
১১০ সাড়ে সাত টাকার ভাণ্ডারে রেট ধাওয়া
হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাঁহা হইলে কমি-
শনারী টাক্সের পরিবর্তে এই রেট ধাওয়া করিবে।

১১০ ধারা। মোট মোট হইবে মোটের হিসাব : পরিবার
কোন ১০. ধারার বিধানমতে এ মোটের বার্ষিক মূল্য
নিরূপ করিবে।

এই ধারামতে যে রেট বসান যায়, যে মোটের রেট
ধাওয়া হইল, তাঁহার সর্বমুক্ত মোটে রেট নিতে হইবে।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকৃত করি-
মুক্ত করিবার ক্ষমতা
করা।

করিলে, টাক্স হইতে মুক্ত
করিতে পারিবে; কিন্তু যোগ্য মোটের মধ্যে থাকে,
তাঁহার উপর টাক্স ধাওয়া হইতে পারে না। টাক্স ধাওয়া-
করণপত্রের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিতে হইবে।

১২ ধারা। উক্ত টাক্স ধাওয়া করণপত্রে যে ব্যক্তির নাম
অবধি পরিবর্তন হইবে
করা।

কোন মোটের মোট মোট তাঁহার
অধিকারে তাঁহার থাকিলে, কিন্ত তাঁহার সে সম্পত্তির
কি সম্পত্তির উপলক্ষে সেট টাক্স ধাওয়া হইল তাঁহা কমিশন
গেলে, তাঁহার প্রার্থনামতে কমিশনারী তাঁহাকে এ
টাক্স হইতে মুক্ত করিতে কিম্বা প্রকাবে সংশোধন করিতে
পারিবে; এবং কমিশনারী যে তারিখের আদেশ
করেন সেই তারিখ অবধি উক্ত মুক্ত করণ বা সংশোধন
ফলবৎ হইবে।

১৩ ধারা। টাক্স ধাওয়া করণপত্রে কোন ব্যক্তির নাম
অনুমতি দিয়া ছাড়া হইলে,

টাক্স ধাওয়া করণপত্র পরি-
করণ করিবার ক্ষমতা
করা।

কোন ১১০ ধারার বিধানমতে মোটিস প্রকাশ হইবার পর
কোন মোটের যে ব্যক্তির টাক্স ধাওয়া হইতে পারিবে, ও
কোন ব্যক্তির টাক্স কম করিয়া ধাওয়া গিয়াছে ও ভুল-
ক্রমে কি প্রত্যেক মোটের কম করা গিয়াছে, তাঁহাদের
একটি বোধ হইলে তাঁহা রহিত করিতে পারিবে।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তির টাক্স ধাওয়া কি রহিত করা
গেলে, যেদিন মাসের মধ্যে তাঁহা ধাওয়া কি রহিত করা
হয় তাঁহার পঞ্চাৎ তিন মাসের আরম্ভ অবধি তাঁহা
প্রকাশ হইবে।

২৪ ধারা। টাক্স ধাওয়া করণপত্রে যে ব্যক্তির নাম

অবধি পরিবর্তন হইবে
করা।

২৫ ধারা। বৎসরের মধ্যে কোন মোট খালী হইলে,

যে মোটের প্রকাবে উক্ত
গেলে নিরূপিত টাক্স
সময় বহিত হইবে
তাঁহা কথা।

গোতের মূল্যের উপর রেটের কথা।

৯৬ খারা। গোতের বার্ষিক মূল্যের উপর রেট বসাইতে
যে যের মূল্য কতি-
পানরদের নির্ণয় করি-
বার কথা।

বিস্তারিত গণনা, যত্নপূর্ণ
সম্মান লব্ধ। আদ্যাক কাম্য-
নবেরা তাহা লইয়া নিম্নলিখিত
বিধানমতে মুনিগিপালিটীর

অন্তর্গত সকল গোতের মূল্য নিরূপণ করিবেন।

৯৭ খারা। এই আওতনে প্রথম বৎসরের বিধান না

এ নিরূপিত হইয়া যত
দিন এসে থাকিবে তা-
হার কথা।

মুনিগিপালিটীর মধ্যে
উক্ত মূল্যনিরূপণপত্র প্রদান
হইবার প্রথম দিনাবধি তিন
বৎসর প্রবল থাকিবে, ও তৃতীয়

মূল্যনিরূপণপত্র করিবার তারিখের পর বৎসরের প্রথম
পঞ্চম কিম্বা সাত দিন তাহার প্রথম বৎসর ও সপ্তমো-
ধম না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল থাকিবে।

৯৮ খারা। কেবল কেশবরায়দাসের নিমিত্ত যে গোতের

যে যে টাকার হইতে
যুক্ত থাকিবে তাহার কথা।

প্রাধিকার ক্রয় কিম্বা ২৫০০
মতে সাধারণের কবরস্থান বা
স্থাপন করিয়া বাহা নিমিত্ত

রূপে রেজিস্ট্রী করা যায়, তাহার মূল্যের উপর রেট
ধার্য্য করা যাইবে না।

৯৯ খারা। মূল্যনিরূপণপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য

বার্ষিক মূল্য নিম্ন
রূপে জানিবার নিমিত্ত
যে ২ রিটনের প্রয়োজন
হইবে তাহার কথা।

কমিশানরেরা যখন উচিত বোধ
করেন তখনই সকল গোতের
আমিদের কি প্রজাদের মায়ে
নোটিস দিয়া ৬০ গোতের
আজ্ঞার কি বার্ষিক মূল্যের

রিটার্ন দিবার আঞ্জা করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্য-
নরেরা কিম্বা এই কাগ্যপত্র প্রত্যাহার করিলে কমতা
প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আটকপ্রিয় যত্নে থাকিতে কোন
গোতের প্রত্যাহার আশানাদের সেই গোতে হইবার
মনস্ব জানাইয়া, সূচকের উদয় ও অন্ত হইবার মধ্যে
কোন সময়ে সেই গোতে গিয়া তাহা দেখিতে ও মাণ
করিয়া আসিতে পারিবেন।

১০০ খারা। কোন ব্যক্তিকে যে তারিখে রিটার্ন দিবার

রিটার্ন দিতে ক্রটি
হইলে দণ্ডের কথা।

আদেশ করা যায়, সেই তারিখ
অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি
এ রিটার্ন না দিলে বা দিতে

অস্বীকার করিলে, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বা
অশুদ্ধ রিটার্ন দিলে, তাহার ২০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড
ও যত দিন সম্ভব ও শুদ্ধ রিটার্ন না দেন তাহার দিনপ্রতি
৫ টাকার অনধিক দৈনিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং
কে কোন কমিশ্যনরকে কিম্বা পূর্বোক্তমতে কমিশ্যন-
রদের যিকোনো ব্যক্তিকে উক্ত গোতে প্রবেশ করিতে
কিম্বা তাহা দেখিতে বা মাণ করিতে বাধা দিলে বা
নিবারণ করিলে, তাহার ২০০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড
হইতে পারিবে।

১০১ খারা। কোন গোতের বৎসর ২ মোটে সাত টাকা

যোতের বার্ষিক মূল্য
যেরূপে নির্ণয় করিতে
হইবে তাহার কথা।

তাড়া কি আজানি মুক্তিমতে
হইতে পারে তাহার ও গোতের
বার্ষিক মূল্য বলিয়া জান
করিতে হইবে। কমিশ্যনরেরা

অন্তর্গত সকল গোতের মূল্য নিরূপণ করিয়া মূল্য নিরূপণ
পত্রে লিখিবেন।

কিছু কোন গোতে এক বা অধিক ইয়ার খ থাকিলে ও
তাহা সন্তোষ দিতে বাস্তবিক যে প্রমাণ প্রদিত হইতে পারে
আনা বা অনুমান করা যাতে পারিলে, এই গোতের
বার্ষিক মূল্য গোতের অন্তর্গত ভূমির মুক্তিমতে আজানির
অতিরিক্ত কোন দণ্ডে এই প্রমাণের শতকরা সাড়ে সাত
টাকার অধিক বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

পরন্তু এই গোতের বাস্তবিক যে প্রমাণ প্রদিত হইবে জানা যায়,
তাহা এক লাখ টাকার অধিক হইলে, এক লাখ টাকার
অতিরিক্ত যে প্রমাণ পড়ে, তৎসম্পর্কে বার্ষিক মূল্যের
উপর শতকরা যত তাহা লাখের পরিমিত হইবে, তাহা
১০ খারানতে কমিশ্যনরের দ্বিকারিত শতকরার
চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

আর এই পরিমিতে কোন গোতের বার্ষিক মূল্য নিরূ-
পণ করিতে হইলে, এই গোতের উপর যে কোন কল
থাকে, তাহার মূল্য ধরিতে হইবে না।

১০২ খারা। রেট যে বৎসরে চলিবে কমিশ্যনরের

এই প্রমাণ পূর্ব বৎসরের অবসা-
যোতের উপর যে প্রমাণ
টাকার হইতে হইবে তাহা
মূল্যের উপর শতকরা যে
নিরূপণ করিবার কথা।

তারিখের বেট আদায়
করিতে হইবে, ১০ খারার নিয়ম প্রবল মানিয়া, তাহা
ধরিয়া দিবেন; ও শতকরা হিসাবে কমিশ্যনরের সেই
মূল্য নিরূপণ ২৫০ আঞ্জা ৩০ দিন না রহিত করা যায়,
ও কমিশ্যনরেরা সত্যাপন হইয়া আগামি বৎসরের
আরম্ভ অবধি গোতের মূল্যের উপর শতকরা অন্য চার
বেট আদায় হইবে ইত্যাদি ৩০ দিন নিরূপণ না করিলে,
তত দিন পূর্বোক্ত তার প্রবল থাকিবে।

কিছু এই আইন কোন স্থানে প্রথম প্রচলিত করা
গেলে, কমিশ্যনরেরা সত্যাপন হইয়া যে দিন মাসের
মধ্যে শতকরা যে হার নির্দিষ্ট করেন তাহার শতকরা
তিন মাসের আরম্ভ অবধি সেই তারিখসারে রেট
প্রথম আদায় হইতে পারিবে।

১০৩ খারা। আগামি বৎসরে শতকরা যে তারিখসারে

মূল্য নিরূপণের রেটের
পত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

রেট আদায় করিতে হইবে
ইহার পূর্ব ধার্য্য হইতে এই কথা
ধরিয়া গেল পর যত শীঘ্র
হইতে পারে, কমিশ্যনরেরা মূল্য নিরূপণপত্র ও রেটের
নির্ধারিত প্রস্তুত করাইবেন। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কথা
ও কমিশ্যনরেরা অন্য যে ২ কথা লেখা উচিত জান
করেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে,

(ক) গোতের বার্ষিক মূল্যের উপর রেটের আদায় হইবার
মাধ্যম।

(খ) রেজিস্ট্রী বর্তীতে গোতের যে মাসের থাকে
তাহা।

(গ) গোতের বর্ণনা।

(ঘ) গোতের বার্ষিক মূল্য।

(ঙ) আদায়ের মাধ্যম।

(চ) বৎসরে সাত টাকা রেট দিতে হইবে।

(ছ) তিন মাসের মধ্যে তাহার কিস্তি দিতে হইবে।

(জ) গোতের উপর টাকার ধার্য্য হইলে, সেই
মাসের সংক্ষিপ্ত কথা।

গোতের উপর যে বেট ধরা যায়, গোতের আদায়
তিন মাসের কিস্তি করিয়া তাহা দিবেন।

১০৪ ধারা। যদ্ব এক স্বামির হইলে, ও তাহা যে
যে যে ভূমিতে থাকে ভূমিতে থাকে ও পার্শ্বস্থ যে
সেই ভূমি টাক্স লব্ধ ভূমির সহিত তাঁহার ভাড়া নিয়ত
দেওয়া গিয়া থাকে সেই ভূমি
অন্য ব্যক্তির হইলে, কমিশ্যন-

রেরা সেই ঘরের ও ভূমির মূল্য একত্র ধরিয়া তাঁহার
উপর মোট রেট ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন।

এ রেটের সমষ্টি টাকা ঘরের স্বামির নিতে হইবে।
তিনি এই ভূমির যত খাজানা দিয়া থাকেন তাহা এই
যোতের বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, তিনি উক্ত দে
রেট মিলেন তাঁহার সেই অংশ খাজানা হইতে তাঁহার
বাঁচিয়া গইবার অধিকার থাকিবে।

ঘরের স্বামী যে হারামসারে এ রেট কাটিয়া লব
ভবিষ্যে এই ভূমির ও ঘরের স্বামির অনেকা হইলে,
কাহার কত নিতে হইবে কমিশ্যনরেরা একতর ব্যক্তির
প্রার্থনামতে ইহার মীমাংসা করিবেন, ও সেই মীমাংসা
চূড়ান্ত হইবে।

১০৫ ধারা। যোতের স্বামীর স্থানে টাক্সের টাকা
পাওনা থাকিলে, ও পাওয়ার
বাঁচী মুনিপালিটীতে
বাল না করিলে প্রচার
স্থানে টাক্স লইবার ও
ভাড়া হইতে প্রচার ভাড়া
কাটিয়া লইতে পারিবার
কথা।

যোত যে সময় যাকার মতল থাকে তাঁহার স্থানে এ টাকা
কালীয় করিয়া লওয়া যাহতে পারিবে। প্রজা সেই
টাক্স দিলে, কিম্বা তাঁহার স্থানে ভাড়া আদায় করা
গেলে তৎপক্ষে তাঁহার যে ভাড়া দেনা হয় তাহা
হইতে তিনি এই টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন।

কিন্তু যোতের স্বামীর স্থানে এক বৎসরের অধিক
কালের রেট বাঁচী থাকিলে, প্রচার স্থানে তাহা আদায়
করা যাইতে পারিবেন।

১০৬ ধারা। মুনিপালিটীর অন্তর্গত কোন যোতের
উপর রেট আদায় করিতে
অভ্যন্তর কন্ডের স্থলে
কমিশ্যনরের কন্ডার
কথা।

কন্ডের সম্ভাবনা হইলে কমিশ্য-
নরেরা সত্যাগত হইয়া এই যোতের উপর দেনা টাকা
কমাইয়া নিতে কিম্বা কমাও করিতে পারিবেন।

১০৭ ধারা। স্বামী যাহা নিবারণ করিতে অসম্মত
এমত কোন কারণে যোতের
অবস্থান্তর হইতে কমা-
ইয়া দিবার প্রার্থনা
কথা।

পারিবেন।

১০৮ ধারা। অসম্মতি না থাকিলেও এই মূল্যনিরূপণের
ও রেটের নির্ধারিতপক্ষে কোন
মূল্যনিরূপণ ও টাক্স-
ধাৰ্য্যকরণের লক্ষ্যে
করিবার কন্ডার কথা।

করা গেলে পর এই যোতের
মূল্য নিরূপণ ও রেট ধাৰ্য্য হওয়া উচিত হইলে, কমিশ্য-
নরেরা ১১২ ধারামতে নোটিস প্রকাশ করিবার পর

কোন সময়ে সেই যোতের মূল্য নিরূপণ ও রেট ধাৰ্য্য
করিতে পারিবেন, এবং ভুল কি চুককমে কি প্রভাৱণা
হারা কোন যোতের কম মূল্য ধরা কি রেট স্থান করিয়া
ধরা গিন্না হইবে বোধ হইলে, তাঁহার মূল্য ও রেট বৃদ্ধি
করিতে পারিবেন, এবং কোন যোতে যে গৃহাঙ্গি থাকে
তাঁহার বৃদ্ধি কি পরিবর্তন হওয়ারে তাঁহার মূল্য বৃদ্ধি
হইলে, তাঁহার পুনরায় এই যোতের মূল্য নিরূপণ করিতে
ও তাঁহার উপর রেট ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে তিন মাসের মধ্যে যে রেট ধাৰ্য্য হয়
কি বৃদ্ধি করা যায়। তাঁহার পক্ষাৎ তিন মাসের আরম্ভ
অবধি সেই নির্দ্ধারিত কি বৃদ্ধিত রেট প্রবল হইবে।

১০৯ ধারা। মূল্য ও রেট নিরূপণপক্ষে যে যোত
যাঁহার নামে লেখা থাকে সেই
টাক্সধাৰ্য্যকরণের লক্ষ্যে-
যোত অন্য ব্যক্তির হস্তগত
পোষণ করিবার কথা।

হইলে, কমিশ্যনরেরা কোন
সময়েই সেই নির্ধারিতপক্ষে পূর্ব ব্যক্তির নাম কাটিয়া সেই
অন্য ব্যক্তির নাম লিখিতে পারিবেন।

এ যোত হস্তান্তর করিবার তারিখের পর যে তিন
মাস উপস্থিত হয় তাঁহার প্রথম দিমাবধি এই ব্যক্তি এই
যোতের উপর নির্দ্ধারিত এই রেটের দায়ী হইবেন।
১১০ ধারা। কোন বৎসরে কোন যোত হাইট দিল
কি তাঁহার অধিক কাল ক্রমাগত
যোত থালী থাকিলে থালী থাকিলে, যত দিন থালী
কমা করিবার কি টাকা থাকে কমিশ্যনরেরা তত দিনের
কিরাইয়া দিবার কথা। হিসাব ধরিয়া সেই যোতের
সেই বৎসরের রেটের অর্ধেক কমা করিবেন, কিম্বা এ
রেটের টাক্স পূর্বে দেওয়া গিয়া থাকিলে তাঁহার অর্ধেক
কিরাইয়া দিবেন।

কিন্তু এমন স্থলে প্রয়োজন যে এই যোতের স্বামী
কিন্তু তৎপক্ষে কন্ডার কমিশ্যনরেরদিগকে এই যোত
থালী থাকিবার নোটিস লিখিয়া দেন; এবং কমিশ্য-
নরের আকিমে এই নোটিস দিবার তারিখ অবধি হয়
মানের মধ্যে এই টাকা কিরাইয়া দিবার প্রার্থনা
করা যায়।

নাথুয যে টাকা কমা করা কি কিরাইয়া দেওয়া
যাহবে, সেই নোটিস দিবার তারিখ অবধি তাঁহার হিসাব
ধরিতে হইবে।

১১১ ধারা। ইহার পূর্ব ধারামতে যে যোতের রেট
কমা করা কি কিরাইয়া দেওয়া
হইবে, সেই নোটিস দিবার তারিখ অবধি তাঁহার হিসাব
ধরিতে হইবে।

গেল সেই যোতে পুনরায় প্রচার
জাইলে, তাঁহার পুনরায় মতল হইবার মতল দিলের মধ্যে
এ যোতের স্বামী তাঁহার পুনরায় মতল হওয়ার নোটিস
দািলে এই যোতের উপর তিন মাসের রেট বন্দিয়া
যত টাকা দেনা হয় এই স্বামীর তাঁহার তিন মাসের
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ব্যক্তির উপর যে টাক্স ও যোতের উপর যে রেট ধাৰ্য্য হয়
ভবিষ্যৎ ও তাহা আদায় করণ বিষয়ক সাধারণ বিধি।

১১২ ধারা। ব্যক্তির উপর টাক্স ধাৰ্য্য করণপক্ষে
কিম্বা যোতের মূল্য নিরূপণপক্ষে
রেট ধাৰ্য্য হওয়ার ও যোতের বার্ষিক মূল্যের
নোটিস প্রচার করিবার উপর রেটের নির্ধারিতপক্ষে প্রস্তুত
কথা। কি সংশোধন করা গেলে পর
সত্যাগত তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া কমিশ্যনরের

কার্ভান'র রাখাইরা ৫৫৫ মারার নিধানমতে তৃতীয় তম-
সৌ'র A চাকিত পাঠে কিরা হুদ বিশেষে B চাকিত
পাঠে গোটিস প্রচার করাই বন।

১১৩ ধারা। কোন ব্যক্তির উপর যৎ টাকার টাক্স
পুনর্ব্যালোচনা করিবার
প্রাধিকার কথা।
যত মূল্য কি যত টাকার রেট থায্য
হইল তিন ভাণ্ডাতে অগম্যত

কিন্তু কোন যোত তাঁর অধিকার নাট - লি।
 দিখাওনি টাক্স কি রেট নির্ধারণ যোগ্য নহেন বলিয়া
 প্রতিবাদ করিলে,

ভিত্তি সেই নির্দ্বিধিত টাকার নিরুপস্থিত দশা কিংবা
পুনর্জীবন করিবার জন্য, কিংবা অগাধ কষ্টে
কিংবা কষ্টেই হউক, বহিঃস্থ জগৎ কামান্নের
নিকট আশ্রয় আশ্রয় প্রার্থনা ।

১:৪ ধারাবা । উক্তাব পূর্ক্বে ম রূপেই যে প্রাথমিক
পুনঃপ্রাণনা বহাল
কার্যপ্রণালী কণ্ড
পাতি তাঁহা দিগকে সেই কণ্ডে নিযুক্ত করিলেন ।
কনিষ্ঠানবেরা প্রজ্ঞাপে নিযুক্ত হইত প্রজ্ঞাপ
লগ্না আবশ্যক জ্ঞান কণ্ডে তাহা লগ্না প্রার্থ-
পাত্রা বসয়ে যে আত্মা উচিত বোধ করেন করিতে
পারিবেন ।

ওজপ স্থলে ঐ কমিটি ন দৈ: নিম্ন: বৈ:হাদেবু অধি-
কাংশ বাস্তব নিম্নাধি: চুলায়ু: কটেবে।

[illegible]

১৯৬ খ্রীঃ। নিরুপিত টাকের কি রেটের বিষয়ে
নিরূপিত টাকার বৈধতা কোম অর্থাৎ থাকিলে। অর্থাৎ
আলফ্রেডের আদেশে কোন ন্যক্তির টাকার কি রেট
হইতে পারিবে। অর্থাৎ
শ্রীমান অর্থাৎ, হইত। অর্থাৎ
যে নিয়ম হইয়াছে। কোম হইবে। অর্থাৎ
অর্থবাহক হইতে পারিবে। অর্থাৎ
কোন অর্থাৎ হইতে পারিবে না।

১১৭ খারা। রবিবার ও অবশ্যিভুক্ত বকের দিন ভিন্ন
টাকা আদায়ের সময়ের প্রতিদিন কেন্দ্র সুদায় টাকা
কথা। আদায়ের ও কর্ম চাঁদাটোয়ার
নিমিত্ত কাছাকাছি খোলা থাকিবে
কমিশনারের তত্ত্বা নিরূপণ করিয়া আপনাদের কাছারী
যবে তাহার জ্ঞাপনপত্র লাগাইকা দিবে।

১১৮ ধারা ১২২ ধারামতে যে নির্ঘণ্টপত্রের নোটিস
প্রচার করা য় য. অফিসের ব্যক্তিক
উপর টাকাসহ বিদ্যা পোতের
উপর ৫০ টের নিমিত্ত কোন
ব্যক্তির দেনা বিনিয়া সহ টাকা দেনা থাকে তাহাট
টাকার দেনা বলিয়া জান করবে কিন্তু যদি কামনা-রো
তহাৎ এই তাহানের বিধানমতে প্র নিঘণ্টপত্রের
লিখিত টাকা পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তবে পরিবর্তন
হওয়া অবগতিত তাহা কি বেটপত্রের সহ টাকা দিয়া
যায় তাহাট টাকার দেনা বলিয়া জান করবে

এই উপস্থিতিতে নোটিশ দেওয়া হল যে, তিনি মাসের মধ্যে কিস্তি মন্য
করতে চান। সেই দিন মাসের প্রথম ১৫ নং দিনে মন্য
করা হওয়া।

১৯৪৮ সাল । এই আকস্মিকতায় খান বাজারের রেটের
সমীপস্থার কথা : নিমিত্ত তাকা দেখা গেল
যে একটি কমিশন নামের দ্বারা সমীপস্থার কমতা
নেতৃত্ব দাতা তৎক্ষণাৎ গিয়েছিল যে রেটের
নিমিত্ত তাকা দেখা গেল তথা নিমিত্ত কারিয়া
দীর্ঘনিশ্বাস আঁকির কারিয়া দিবে

১০০ ধ. কোন টাকার কি রেটের নিমিত্ত টাকা
বিল দান হয় নো। পাণ্ডনা কলে পড়. যে ব্যক্তি
দান ও ব্যবহার কৰা। স্থাপন এই টাকা পাণ্ডনা কল
কানশান রেডো ক্রম নংসর মধ্যে
পাল সময়ে টাকাকে এই টাকার বিল দেওয়া হবে। যে
লোকের নিমিত্ত এবং যে তাহদের ক রেটের নিমিত্ত এই
কর দ গুণ্য হয় এই বিল তাহার নামে লেখা
হইবে।

একি বেড়াই র সময়ই নিম্নর উল্লিখিত টাকা
না দেখা গেল। দাবী প্রত্যক্ষ চাপা তৎক্ষণাতঃ
এটি নিম্নের টেবিলে প্রাপ্তির মোটের সঙ্গে বিলের প্রাতি-
নিপত্তি করে করিয়া দেওয়া হইবে, ও ১২৮০ কোটি
সময়েও তাহাকে সহ দাওয়া মোটস দেওয়া হইবে
পারিলে।

১০৬ এ নোটস লিয়ার জনো কোন বরচ লগম;
যাহদে না।

যদিও কিছু ভেদে কলকাতায় কোন কল-
কারক এ দণ্ডায় নেটিমে থাকার করতেন, ও তাঁক
সহায় কলকাতায় কোন প্রজন্মের এ কোটিস
দণ্ডায় থাকত।

১২১ খ্রি.খ্রি. কোন ব্যক্তিকে এই বিল শু নোটিশ দেওয়া গেলে তার পক্ষদল দিনের মধ্যে কিংবা ১২৪ খ্রি.খ্রি. মধ্যে পুনরাবলোচনা করিবার প্রার্থনা পাঠের ডাক্তার কোন আজ্ঞা করা গেলে সেই আজ্ঞার দিনের মধ্যে, তিনি কাম-

আমাদের শীগালয়ে তাঁদিককেই কিম্বা তাঁদার। যে
বাঁকিতে টাকা গ্রহণ করিব, কমতা মেন তাঁদাকে
তাঁদার মেনা টাকা না দিলে, কিম্বা কমিশানরদের
জিকট মেন টাকা না দিবার উপযুক্ত কারণ না দিলে-
ইলে, এই নেটিং জারী হওয়ার তাঁদিক অবদি কিম্বা
পুনরলোচনা করিবার পূর্বোক্ত প্রার্থনা হয়। যে
আজ্ঞা হইল সেই আজ্ঞা তাঁদিক অবদি তাঁদার মেন
মধ্যে কোন সময়ে এই বাকীদেব লক্ষণ ও তাঁদার
গোচর কিম্বা বাবসায়ের কিম্বা দিকার তাঁদার ল
যত্নানিচাড়া যে অস্ত্রের দ্রব্য যে স্থানেই পাওয়া যায়
আজ্ঞা কদা যে যোতের নিমিত্ত এই বাকীদেব সেই
টাঁদার কি যোতের দায়ী তন সেই যোতের মধ্যে
পূরক ক্রয়দান চাড়া অন্য কোন দিকের যে অস্ত্রের
দ্রব্য পাওয়া যায় সেই দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইয়া, এই
বাঁকী পাওয়া এবং চতুর্থ - দস্যবীর। দিকি ক্রোক
টো পল দে হার দিকি হইল এই হার মধ্য আদায়
করা হইবে পাঁচবে।

সেইসকল কিম্বা তাঁদার কোন ভাষা বাকীদেব ভিন্ন অন্য
বাঁকি দ্রব্য হইল। তাঁদার দ্রব্য দ্রব্য হার প্রযোজ
হাতির যে কোন ভাষা পাওয়া যায় এবং ক্রোক
মধ্যমান দ্রব্য তাঁদার দিকের দ্রব্য দ্রব্য দিকি
দ্রব্য যে টাকা দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য পূর্ণের দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

১১২ ধারা। ইক দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

অন্যদ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

পরদ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

কিছু অর্থপাল দ্রব্য হইলে বাকীদেবের সম্মতি লইয়া
অবিলম্বে ক্রোক ওক্রোক সম্মতি তাঁদার দ্রব্য দ্রব্য
পর দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য কোন সময়ে নীলাম করা হইতে
পারিবে।

১১৩ ধারা। বাকীদেবের অর্থদ্রব্য দ্রব্য কোন যত্নের
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

তিনি আপনার কমতা ও আতপ্রায় জানাইয়া যত্ন
প্রবেশ করিবার অনুমতি চাকিলেও যদি অন্য প্রকারে
প্রবেশ করিতে না পান, তবে কমিশানরদের বিশেষ
আজ্ঞা পাইয়া এই দ্রব্য ক্রোক করিবার জন্য প্রযোজ

উদয় ও অস্ত্র হইবার সময়ের মধ্যে এই যত্নের বহির্ভার কি
খিড়কী দ্বার কি জানা না তাঁদার। থুলিতে পারিবেন।

কিন্তু তাঁদার না অর্থীঃ জ্ঞানলোকদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যে
যত্ন দেশাচারমতে গোপনীয় জ্ঞান হয় তিনি তিন ঘটায়
মোটিং না দিয়া ও জ্ঞানলোকদের চলিয়া যাঁদার সুযোগ
না দিয়া সেই যত্ন প্রবেশ করিতে কিম্বা সেই যত্নের দ্বার
তাঁদার। থুলিতে পারিবেন না।

১১৪ ধারা। নীলাম হইবার নিরূপিত সময়ে পূর্বে
নীলাম যেরূপে হইবে থরচামনে ও পাঁচনী টাকা না
তাঁদার কথা। দেওয়া গেলে, কিম্বা কমিশা-

নরদ্রব্য সেই পরওয়ানা রহিত
কিছু দ্রব্য না করিলে, উক যে অর্থদ্রব্য দ্রব্য ক্রোক করা
গেল তাঁদার নিরূপিত সময়ে ও স্থান মধ্য দ্রব্য দ্রব্য প্রকা-
শক্রমে নীলাম করা যাইবে। তদ্বারা যে টাকা পাওয়া
যাঁদার হইতে বাকী টাকা ও থরচা কাটরা লওয়া
যাইবে।

নীলামের পর টাকার উত্তর দিকিলে মুনিশপল
ফতে করা করা দ্রব্য এবং কোন দ্রব্য কমিশানরদের
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য উপযুক্ত কমতাপ্রাপ্ত জানিতে
পাশপাশ প্রত্যক্ষ দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য, তাঁদার দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

তাঁদার আদায়কারী কিম্বা অন্য যে কমতা দ্রব্য দ্রব্য
নীলামের দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

১১৫ ধারা। কমিশানরদের সকল কমতার দ্রব্য ও চাক-
নীলাম কোন দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

১১৬ ধারা। এই আইনমতে তাঁদার আদায় করিবার
দ্রব্য ও নীলামের দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

১১৭ ধারা। বাকীদেবের দ্রব্য দ্রব্য বিক্রয় হইলে
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

কি রেট দ্রব্য হইলে সেই বাঁদীর মধ্যে ও দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য
দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্য

সাংকে পরওয়ানা দিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন, তিনি কমিশ্যনরদিগকে এই টাকা দিবেন।

১২৮ খার। এই আইনের বলে ক্রোক কি নীলাম হইলে, তৎসম্পর্কীয় বিপদের কি দাঁড়ানতে কার্য না হওয়াতে ক্রোক কি নীলাম অবৈধ না হইবার কথা।
হইলে, তৎসম্পর্কীয় বিপদের কি দাঁড়ানতে কার্য না হওয়াতে ক্রোক কি নীলাম অবৈধ না হইবার কথা।
মোটেনের কি সময়ে কি ক্রোকী পরওয়ানার কি নির্ধারণের কি অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কার্যের কোন ভ্রম কি দোষ কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলেও, সেই ক্রোক কি নীলাম অবৈধ বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি এই কার্য করেন তাঁহাকে তৎক্ষণাত্ অধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১২৯ খার। ক্রোক ও নীলামকরণ দ্বারা আদায় না করিয়া কি ক্রোক নিষ্ফল হইলে কমিশ্যনরদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।
করিয়া কি ক্রোক নিষ্ফল হইলে কমিশ্যনরদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।
করিতে পারিবেন।

১৩০ খার। কোন টাক্সের কি রেটের টাকা কমিশ্যনরদের বিবেচনামতে আদায় হইতে না পারিলে, তাঁহারা আপনাদের খাতবখী হইতে সেই টাকা উঠাইয়া কেলিবার আঞ্জা দিতে পারিবেন।
করিতে পারিবেন।

১৩১ খার। পঞ্চম ডফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তর উপর টাক্স ধার্য করিতে স্থির করা গেলে, উক্ত ডফসীলে যে প্রকারের গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তর কথা বিশেষ করিয়া লেখা গেল, মুনিসিপালিটির মধ্যে সেই প্রকারের যে গাড়ী প্রভৃতি রাখা যায় কি নিতা বাসস্থত হয় কিম্বা মুনিসিপালিটির মধ্যে কি ব্যক্তির যাঁহা ভাড়া দেওয়া গিয়া থাকে ন মুনিসিপালিটির মধ্যে নিয়ত ব্যবস্থত হয় তাঁহার টাক্স দিতে হইবে কমিশ্যনরেরা সঙ্গত হইয়া এই আঞ্জা করিয়া ১৫৪ খারার বিধানমতে এই আঞ্জা প্রচার করাইবেন।
করিতে স্থির করা গেলে, উক্ত ডফসীলে যে প্রকারের গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তর কথা বিশেষ করিয়া লেখা গেল, মুনিসিপালিটির মধ্যে সেই প্রকারের যে গাড়ী প্রভৃতি রাখা যায় কি নিতা বাসস্থত হয় কিম্বা মুনিসিপালিটির মধ্যে কি ব্যক্তির যাঁহা ভাড়া দেওয়া গিয়া থাকে ন মুনিসিপালিটির মধ্যে নিয়ত ব্যবস্থত হয় তাঁহার টাক্স দিতে হইবে কমিশ্যনরেরা সঙ্গত হইয়া এই আঞ্জা করিয়া ১৫৪ খারার বিধানমতে এই আঞ্জা প্রচার করাইবেন।

এ টাক্স প্রথম যে অর্জবৎসরে প্রচলিত হইবে তাঁহার আরম্ভের পূর্বে নূন কম্পে এক মাস থাকিতে এই আঞ্জা প্রচার করা যাইবে, এবং উক্ত ডফসীলের ধারের অধিক যে চারে এই টাক্স আদায় করা যাইবে তাহাও এই আঞ্জার নির্দেশ করা হইবে।

কিন্তু নিম্নলিখিত গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির উপর এই টাক্স বসান যাইবে না।

(ক) যে ইমিনেকেরা ইমিনামল হইয়া কর্ম করিতেছেন তাঁহাদের এবং জনের একই ঘোড়াক টাটু।

(খ) ভারতবর্ষীয় বলতির বিষয় ১৮৬৯ সালের আইনের ২৫ ধারামতে যে জন্তু মুনিসিপাল সকল টাক্স হইতে মুক্ত থাকে সেই জন্তু।

(গ) গবর্ণমেন্টের কি কমিশ্যনরদের গাড়ী কি ঘোড়া প্রভৃতি কিম্বা গবর্ণমেন্টের কি কমিশ্যনরেরা আপনাদের কোন কর্মকারকে কর্ম নিষ্পাদন করিবার জন্য যে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিবার খরচ দিয়া থাকেন তাহা।

(ঘ) কোন পল্টনের দ্বারা কিম্বা কেবল পল্টনের কাছের নিমিত্ত যে জন্তুর ব্যবহার হয় তাহা।

(ঙ) পৌরীসের কর্মকারকেদের যে ঘোড়ার কি টাটুর ব্যবহার করেন, এবং জন কর্মকারকের পক্ষে এরূপ একটির অধিক ঘোড়া কি টাটু।

(চ) যে গাড়ীর চাকার বাস চকিশ ইঞ্জির অধিক নয় সেই গাড়ী।

(ছ) যাঁহারা প্রকৃত প্রভাবে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি ব্যবহার করেন তাঁহাদের অন্য কাছের নিমিত্ত না হইয়া কেবল বিক্রয় করিবার জন্য যে গাড়ী কি ঘোড়া প্রভৃতি থাকে তাহা।

১৩২ খার। কমিশ্যনরেরা ইহার পূর্বে ধার্যমতে টাক্স ধার্য করণার্থ যে আঞ্জা তৎক্ষণে যে টাক্স নির্দ্ধারিত হয় তাহা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রবল থাকিবে, আর কমিশ্যনরেরা কোন বৎসরের অবসানের পূর্বে নূন কম্পে পঞ্চদশ দিন থাকিতে সঙ্গত হইয়া আপনাদের টাক্স অন্য চারে আদায় হইবার আঞ্জা যত দিন না করেন ও প্রকাশ না করেন, পূর্বে প্রচারিত ও আঞ্জার নির্দ্ধারিত চারে এই টাক্স তত দিন আদায় হইতে থাকিবে।

১৩৩ খার। কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে ১৩১ ধারামতে টাক্স বসান গেলে, সেইসময়েই পঞ্চম ডফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তর কথা লেখা আছে, টাক্স দিবার যোগ্য সেই গাড়ীর কি ঘোড়া প্রভৃতির যে স্বামীর নামে লিখিত হইবে তিনি প্রত্যেক অর্জবৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে, সেই গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর বর্ণনাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া কমিশ্যনরদের নিকট পাঠাইবেন।
পঞ্চম ডফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তর কথা লেখা আছে, টাক্স দিবার যোগ্য সেই গাড়ীর কি ঘোড়া প্রভৃতির যে স্বামীর নামে লিখিত হইবে তিনি প্রত্যেক অর্জবৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে, সেই গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর বর্ণনাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া কমিশ্যনরদের নিকট পাঠাইবেন।

আরো ইহার পূর্বে তৃতীয় ধারামতে হইকালে যে আঞ্জা প্রবল থাকে তাহা যে চারে নির্দ্ধারিত হইল, তদনুসারে স্বামী এই বর্ণনাপত্রের লিখিত গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর উপর চলিত অর্জ বৎসরের টাক্সও তৎকালে কমিশ্যনরদিগকে দিবেন।

১৩৪ খার। কোন অর্জ বৎসর আরম্ভ হইবার পর কোন সময়ে কোন ব্যক্তি উক্ত ডফসীলের উল্লিখিত কোন গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্তু পাটিলে, ও তাঁহার জন্য সেই অর্জ বৎসরের নিমিত্ত লাইসেন্স দেওয়া না গিয়া থাকিলে, তিনি সেই গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি যে চারে প্রবল হইলেন, সেই চারিখ অধিক এক মাসের মধ্যে পূর্বে প্রচারিত বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিবেন, এবং অর্জ বৎসরের অবশিষ্ট দিন পূর্ণ অর্জ বৎসরের যে অংশ হয় তদনু-

সিদ্ধ লাইসেন্স দেওয়া না গিয়া থাকিলে, তিনি সেই গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি যে চারে প্রবল হইলেন, সেই চারিখ অধিক এক মাসের মধ্যে পূর্বে প্রচারিত বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিবেন, এবং অর্জ বৎসরের অবশিষ্ট দিন পূর্ণ অর্জ বৎসরের যে অংশ হয় তদনু-

১৪৯ দারী। অ.রো: কোল দুনিয়াপানিটার সোনার
অন্যতঃ খোয়া দুনিয়া-
পানি, খোয়া বলায়: নদী
করিতে পারিবাব কথা।
পানি। বিনোদিন্দেণ করিতে পারিবেন। তা-

বধি এই যেহা হইতে যে লাভ হয় তাহা মুনিসিপাল কর্তে
করা করিয়া লওয়া যাইবে।

কিন্তু কোন খেয়া মুনিসিপাল খেয়া বলিয়া নির্দেশ
করা প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির তালি ছিলে, মুনিসিপালিটী
হইতে তাঁহার সেই ছালাপূরণের উপযুক্ত টাকা দেওয়া
যাইবে।

উক্ত স্থলে ছালাপূরণরূপ সও টাকা দিতে হইলে,
মার্জিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৬৩ সালের ১ আইনের
(অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে) ৬ আইনের কোন বিধান
সংশোধন করণার্থ আইনের ৪ ধারানুসারে, কিম্বা
উক্ত অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই
আইনমতে তাহা নিয়ম করণী তদ্বিময়ের আত্ম
দিবেন।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক মুনিসিপাল খেয়া কমিশনার

এই খেয়া সম্পর্কে
বিশদবন্দের করণের
কথা।
দেখিবার জন্য করা যাইবে।
চতুর্দশদের নিয়মের ও
মুনিশার তলো ও খেয়াদার
যে মাল লইয়া যাইবে, তাহা
তাঁহার নিয়মের অন্তর্গত সকল উপায় করা আব-
শ্যক, তাহা এই কমিশনারদের করিয়া দিতে হইবে।

১৫১ ধারা। মুনিসিপাল খেয়ার উপর মাসুল দমা

মাসুলের মার ফি
করিয়া প্রকাশ করণের
কথা।
ইতে স্থির করা গেলে, কমিশনা-
রদের সভাগত হইয়া এই সকল
খেয়া নির্দিষ্ট করিয়া এবং
যেখানে কমিশনার তাহাদের
সম্মতিক্রমে এই মাসুল যে কারে ওয়া হইবে তাহা
নির্দিষ্ট করিয়া আত্ম করণ প্রকাশ করিবেন।

উক্তরূপ অসম্মতি লইয়া এই মাসুলের হার সম্বন্ধে
পরিবর্তন করা যাইতে পারিবে।

১৫২ ধারা। কমিশনারেরা কোন নীতি কি প্রকারে

যে স্থলে বদী পা
হইলে, তাহাদের সেই
মাসুল দিতে হইবে না
তাহার কথা।
পার হইবার উপায় করিয়া
অন্য কোন ব্যক্তি ও
উপায় তাহা হইয়া মুনিসিপাল
খেয়ার মাসুলিক আদায় করিতে
অন্য উপায়ে ১৫৩ নম্বর ক

জ্যেষ্ঠ পার হইলে তাহার পার হইয়া এই মাসুল
দিতে হইবে না।

১৫৩ ধারা। হওয়ার পক্ষান্তর বিধানমতে কমিশনারেরা

খেয়ার পাট্টা প্রভৃতি
রহিত করিবার কথা।
করা পাট্টা করিয়া দিলে পরে
পাট্টাদারের ন্যবে মোটিম
কিছিয়া দিয়া, উদ্যোগে মাসুল

ণের অচ্ছদ্যে ও নিরাপত্তার উপযুক্ত বিধান করিতে
আত্ম নিশেপ্ত তিনি পক্ষদগ দিলে, মারা সেই বিদা-
করেন নাই, কমিশনারের সভাগত হইয়া তাহা জানিতে
পাইলে, সেই পাট্টা একেবারে রহিত করা যাইতে
পারিবে।

পাট্টা রহিত করা গেলে, পাট্টাদার খেয়ার চায়া
চালাওনে যে সকল নৌা ও অন্য সরঞ্জামের ব্যব-
হার করতেন, কমিশনারেরা সেই সকল আদায়
করিয়া লইতে পারিবেন; ও স্বামীকে তাহার উপযুক্ত
মূল্য দিয়া তাহা চিরকাল রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

অন্য যে নৌকা ও সরঞ্জাম অবশ্যক তাহার বিধান
না করিতে পারা যাইবে তিন মাসের অনধিক যত দিন
অবশ্যক যত দিন তাহা রাখিতে পারিবেন। এম
স্থলে কমিশনারেরা সেই সেই নৌকার ও সরঞ্জামের
ব্যবহার নিয়মিত স্বামীদগকে উপযুক্ত মূল্য দিবেন।

পরন্তু কমিশনারেরা এই নৌকা ও সরঞ্জাম চিরকালের
নির্দিষ্ট দিষ্টা স্থলনিশেপ্তে যত দিন রাখিবেন, এ
নৌকাদি আদায় করিয়া লইবার সময় যদি এক
মাসের মধ্যে পাট্টাদাকে তাহা দেয় তাহাদের
কমিশনার নোটিশ দিতে হইবে।

১৫৪ ধারা। কোন ব্যক্তি পার হইবার কিম্বা মাল

মাসুল প্রাপ্ত দিবার
কথা।
পার করিবার উপযুক্ত মাসুল
আত্ম দিলে, মাসুল তাহার

করী ব্যক্তি কি পাট্টাদা কি
তাঁহার পক্ষকরকারক তাহাকে করী তাহার উপায়
করিয়া দিও অসম্মতি হইতে পারিবে, এবং কোন
ব্যক্তি মাসুল দিতে না গিলে তাহাকে নৌকা হইতে
নামিয়া যাইতে ও আপনার মাল তুলিয়া লইতে
আদেশ করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তির প্রাপ্ত মুনিসিপাল খেয়ার

দেওন কথা।
নৌকা হইতে উঠিয়া যাইতে
কি মাল তুলিয়া লইতে আত্ম
হইলেও সে তাহা করিতে অসম্মতি হইলে, তাহার মাল
টাকার অনধিক অধিক হইতে পারিবে।

১৫৫ ধারা। কোন মুনিসিপাল খেয়া যে স্থলে থাকে

তথ্য হইতে উদ্ভাৱন ক তাহা
কমিশনারেরা খেয়া
নৌকে পুষ্করভাগের মধ্যে কোন
স্থানে কোন ব্যক্তি পাট্টাদা
পরমা হইয়া খেয়ার নৌকা রাখিতে চাইলে,

যে স্থানে পাট্টাদার মাল তাহা নির্দিষ্ট পাট্টাদার
সম্মতি মতে থাকিলে কমিশনারের অনুমতি না
হইবে।

এই স্থান এই মাসুল ব্যতীতে মাসুল
ব্রিট সাহেবের অনুমতি না পাওলে।

কিম্বা এক ডিগ্রী মাসুল অন্য পাট্টা এই মাসুল
ব্যতীতে মাসুল কমিশনারেরা প্রাপ্ত হইবে তাহাদের
অনুমতি না পাইলে, অন্য কোন ব্যক্তি রাখিতে
পারিবে না।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ব্যক্তিগণের
যে খেয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে না।

১৫৬ ধারা। কোন ব্যক্তি তাহার পুষ্করভাগে বিধান

না পান তাহা খেয়া
দেওন কথা।
এই স্থানে তাহার পুষ্কর

টাকার অনধিক অধিক হইতে পারিবে, ও কোন অধ-
রাগ মেন আর না করেন নি নির্দিষ্ট নোটিশ দিয়া এক
মাসের মধ্যে তাহা পাইলে পর যত দিন সেই অধরাগ হইতে
থাকে তত দিন এই ব্যক্তির দিন এতি মাস মাল টাকার
অনধিক অধিক হইতে পারিবে।

সাঁকোর ও পথের উপর মাসুলের কথা।

১৫৭ ধারা। মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে মাসুল আদায়ের যে টোল-বার থাকে সে টোল-বার আছে সত্ত্বেও সত্ত্বেও কমিশনারেরা মাসুল হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে তাঁহাদের প্রতি তাঁহা অর্পণ করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত দিন অমাত্রণ আঁজা না করেন তত দিন মুনিসিপালিটি দ্বারা ঐ টোল-বারের কার্য নিরূপণ হইবে। তদুপরে যত দিন টোল-বারের কার্যনিরূপণ হয় তত দিন তাহা মুনিসিপাল টোল-বার বলিয়া জানা যাইবে, ও তাহা হইতে যে লভ্য হয় তাঁহা, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও কমিশনারদের মধ্যে তাহার যে অংশ সম্বন্ধে নিয়ম হয় সেই অংশ মুনিসিপাল কণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

১৫৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কমিশনারেরা যে সাঁকো কি পাকা রাস্তা নিষ্কাণ করেন, কমিশনারেরা সত্ত্বেও হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অমাত্রণ প্রদান পূর্বক তাঁহার উপর কিম্বা ঐ সাঁকোর কি পাকার উপর দিয়া চালিত গাড়ীর ও জন্তুর মাসুল সুবিধামতে আদায় হইতে পারে, সেই স্থানে টোল-বার স্থাপন করিয়া মাসুল আদায় করিতে পারিবেন। তাহা হইতে যে লভ্য হয় তাহা মুনিসিপাল কণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

কিন্তু ঐ সাঁকো কি রাস্তা প্রস্তুত করিতে যত টাকা খরচ হইল তাঁহা আদায় করিবার, ও প্রস্তুত হইলে পর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সারাটিয়া রাখিবার ও পঞ্চাশ লিখিত বিধানমতে সেই খরচের উপর সুদ লইবার অভিপ্রায় ছাড়া, উক্ত প্রকারের কোন টোল-বার স্থাপন কি মাসুল আদায় করিতে হইবে না।

১৫৯ ধারা। উক্ত পূর্ব ধারার বিধানমতে টোল-বার স্থাপন ও মাসুল আদায় কর গেল, কমিশনারেরা প্রতি বৎসরের শেষে আপনাদের কাৰ্যালয়ে নিম্নলিখিত খরচ খরচের চুক্তিপত্র লাগাইয়া প্রকাশ করিবেন।—

(১) ঐ সাঁকো কি রাস্তা প্রস্তুত করিতে ও তাহার রক্ষা করণে যত টাকা খরচ হইয়াছে।

(২) বৎসর অন্তর ৬ টাকার হিসাবে ঐ টাকার উপর যত সুদ পাওনা হইয়াছে।

(৩) ঐ টোল-বার স্থাপন ও তাঁহারি তাহার লাভ হইতে যত টাকা পাওনা গিয়াছে।

যত টাকা খরচ হইয়াছে ও তাহার উপর যত টাকা সুদ পাওনা হইয়াছে তাহা পূর্বোক্ত মতে আদায় হইলে পর, ঐ টোল-বার উঠাইয়া দিতে হইবে ও ঐ সাঁকোর কি রাস্তার উপর মাসুল আর আদায় হইবে না।

১৬০ ধারা। উক্ত রূপ কোন সাঁকোর কি রাস্তার উপর মাসুল আদায় করিয়া লইতে হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিবার কথা।

খণ্ডের কমিশনার সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সেই হার নিরূপক আঁজা করিয়া প্রচার করিবেন।

উক্ত অনুমতি গ্রহণপূর্বক ঐ হার সময়ে পরিবর্তন করা যাইতে পারিবে।

১৬১ ধারা। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত মাসুল না দিলে ঐ মাসুল আদায়কারী কি পাটানার সেই ব্যক্তিকে মুনিসিপাল টোলবার দিয়া যাইতে দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

১৬২ ধারা। যে গাড়ী কি জন্তু মাসুল হইতে মুক্ত নয় মাসুল দিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা এড়াইবার দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তি এমত গাড়ী কি জন্তু মাসুলের কাটক দিয়া লইয়া গেলে মাসুল দিতে সম্মত না হইলে, কিম্বা মাসুল এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রভাবান্বিতভাবে সেই কাটক দিয়া না গেলে, তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৬৩ ধারা। কোন গাড়ীর কি জন্তুর উপর মাসুলের দাওয়া হইয়া মাত্র দেওয়া না মাসুল না দেওয়া গেলে, যে গাড়ীর কি জন্তুর উপর ঐ মাসুল পাওনা হয়, ও বিক্রয় করা যাইতে মাসুল আদায় করিবার ক্ষমতা পাইবার কথা।

প্রাপ্ত ব্যক্তি দেহ গরু কি জন্তু কিম্বা বোঝাই যত প্রযোজ্য মাসুল আদায় হইতে পারে তাহা দিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তৎকালে কমিশনারদের কাছে তাহা ধরিয়া রাখিবার নোটিস দিবেন।

অতীত পূর্বোক্ত মতে ধরিয়া রাখা গেলে, কমিশনারেরা তৎকালে এই মন্তব্য নোটিস লিখিয়া প্রচার করিবেন যে, দশ দিন গেলে পর ঐ নোটিসের লিখিত স্থানে ঐ প্রদেয় মাসুল হইবে। ঐ নোটিস প্রচার করিবার পর সেই মাসুল ও উক্ত গাড়ী প্রভৃতি ধরিয়া রাখা যার খরচ দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া গেলে, ঐ মাসুল আদায় করিবার জন্য ও তাহা না দেওয়া হইলে ও গাড়ী প্রভৃতি ফোক ও রক্ষা ও বিক্রয় করণ প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয় সেই টাকা আদায় করিবার জন্য কমিশনারেরা ঐ ফোক করা জা কিরয় করিতে পারিবেন।

এবং বিক্রয় হইয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহার যাহা উদ্ধৃত থাকে মুনিসিপাল কণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশনারদের বিরুদ্ধে, কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতে আপনাদের ক্ষতি স্থাপন করেন, তাহাও দণ্ডনীয় হইতে পারিবে।

পরন্তু যে ব্যক্তির জন্য ক্রোক করা গেল এই প্রকার মীলার শেষ হইবার পূর্বে কোন সময়ে তিনি কমিশ্যনরদিককে কিম্বা এই প্রথা বিক্রয়ার্থে তাঁহাদের নিযুক্ত বাধীনকে অপনার দেশে মানুষ ও যত টাকা খরচ হইয়াছে সেই সমুদয় টাকা দিলে, কমিশ্যনর এই তৎক্ষণাৎ এই ক্রোক করা সম্পত্তি হাতিয়া দিবে।

এই শর্তামতে কোন সম্পত্তি দ্রুত হইয়া বিক্রয় করা গেলে পর উদ্ভূত থাকিলে, এই শর্তায় তাৎক্ষণিক বিধান থাকিলেও, ইহার পূর্বে ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধাৰ্য হয় এই উদ্ভূত হইতে সেই দণ্ডের টাকা দেওয়া হইতে পারিবে, ও এই শর্তামতে যে সম্পত্তি দ্রুত হইয়াছে তাহা এই দণ্ডের টাকা আদায়ের জন্যে বিক্রয় করা হইতে পারিবে।

খেরার ও পথের মানুষ বিষয় সাধারণ বিধান।

১৪৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা খেরার কি টোল-বারের তিনবৎসরের অনধিক দিয়ারে পাট্টা দিবার কথা। কোন মুনিসিপল খেরার কি টোল-বারের পাট্টা দিতে পারিবেন।

মানুষের কক্ষ টাঙ্গা ইয়া রাখিবার কথা। ১৬৫ ধারা। এডোক মুনিসিপল খেরা ঘাটের দুই পার্শ্ব,

ও এডোক মুনিসিপল টোল-বারের নিকটে,

এ মানুষের কক্ষ জিয়ার চলিত ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে লেখা হইয়া কোন সুপ্রকাশ স্থানে এমন করিয়া লাগাইয়া দেওয়া হইবে, যেন

এ মানুষ যাঁহাদের দিতে হয় তাঁহারা সকলেই তাহা অনায়াসে পড়িতে পারেন।

১৬৬ ধারা। ইহার পূর্বে ধারায় মানুষের যে কক্ষ টাঙ্গাইয়া রাখিবার আজ্ঞা দণ্ডের কথা। হইল, কোন ব্যক্তি মুনিসিপল খেরার কি টোল-বারের মানুষ আদায়কারী কি পাট্টাদার হইয়া সেই কক্ষ টাঙ্গাইয়া রাখাথিলে, তাঁহার

পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; ও জিখিত মোতিস দ্বারা তাঁহার সেই অপরাধ আর লা করিবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে পর যত দিন এই অপরাধ করিতে থাকেন, তিন প্রতি তাঁহার আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৬৭ ধারা। কমিশ্যনরেরা কিম্বা মুনিসিপল খেরার মানুষ ফুরণ করিয়া দেবার কথা। কি টোল-বারের পাট্টাদার কোন ব্যক্তির স্থানে নিয়মিত চারানুসারে মাল না লইয়া নিজের অন্যে কিম্বা তাঁহার কোন গাড়ীর কি অন্তর অন্যে নিক্ষেপ কর্তব্য চাকা ফুরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

১৬৮ ধারা। সৈন্যদের বাজীকালে তাঁহাদের কিম্বা কোন বিষয় হুজু তাঁহাদের প্রাণাদ লইয়া যাইবার কথা। তাঁহার গাড়ীর কি অন্তর,

কিম্বা সৈনিক কি গবর্নমেন্টের প্রাণাদিক কি এই প্রাণাদ যাঁহাদের জিয়ার থাকে তাঁহাদের,

কিম্বা সৈনিক কি পোলীসের কর্মকারকদের, কিম্বা রাজকীয় কি মুনিসিপল কাছাকারকদের কর্তব্য কর্ম করণকালে তাঁহাদের, কিম্বা তাঁহাদের চেফজতে থাকা কোন ব্যক্তির, কিম্বা তৎকালে তাঁহাদের নিজের কি তাঁহাদের জিয়ার যে সম্পত্তি থাকে তাহার, কিম্বা এই প্রাণাদ লইয়া যাইবার জন্যে তাঁহাদের যে গাড়ী কি অন্তর নিযুক্ত থাকে তাহার,

ও কমিশ্যনরদের নগর পরিষ্কার রাখিবার কার্যের গোকার গাড়ীর কি অন্য গাড়ীর কি অন্তর কিম্বা তাহা যে ব্যক্তিদের জিয়ার থাকে তাঁহাদের যাইবার মানুষ লাগিবে না।

কিম্বা গবর্নমেন্টের কি অন্য যে অন্তর কোন পলিমের কি মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া টোলবার দিয়া যায় তাহার যাইবার মানুষ লাগিবে না, কিন্তু খেরার নৌকাদ্বারা এই অন্তর পার করিবার মানুষ লাগিয়া হইতে পারিবে।

ও যে ব্যক্তি কি বিষয় পূর্বোক্ত মতে নির্দিষ্ট না থাকে কমিশ্যনরেরা কিম্বা তাঁহাদের পাট্টাদারেরা নির্দিষ্ট মানুষ না লইয়া তাহাদিককে কি তাহা খেরার নৌকা দ্বারা পার হইবার কি মানুষের কাটক দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে বাধ্য হইবে না।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া অন্য কোন শ্রমীর লোকদেরকে কি অন্য উক্ত মানুষ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন খেরার কি টোল-বারের পাট্টা দিবার সময়ে এই নিয়ম করিতে পারিবেন যে কোন মুনিসিপল কাছাকারকদের ও বিয় ও অন্য কোন ব্যক্তির কি প্রথা মানুষ না দিয়া পার হইতে পারিবে।

১৬৯ ধারা। মানুষ আদায় করিতে যে ব্যক্তির কর্মতা থাকে কেহ তাহাকে পোলীসের কর্মকারকদের সাহায্য করিবার কথা। বাধা দিলে, পোলীসের কর্মকারকদের সাহায্য প্রার্থনা হইলে তাঁহারা সাহায্য করিবেন। পোলীসের নিয়মিত কর্ম নির্বাহ করণে তাঁহাদের যে কর্মতা থাকে উক্ত কাছাকারক ও তাঁহাদের সেই কর্মতা থাকিবে।

১৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে মানুষ অননুমোদিত মাল আদায় করিতে কর্মতাপন্ন লইবার দণ্ডের কথা। হইয়া, এই আইনমতে যত মানুষ লইবার অনুমতি পান তাঁহার অধিক কোন মানুষ দাওয়া কি গ্রহণ করিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই টাকানা দিলে, তাহার এক মাস কারাবাস হইতে পারিবে।

১৭১ ধারা। কোন মুনিসিপালীটির সীমার মধ্যে মোকাদির পথের দা-পথ যায়, তাহার প্রতি খাল-হুল আদায় করণার্থে বিস্তার ১৮৬৪ সালের আইনের কাছাকারকদের নিযুক্ত কিম্বা তৎক্ষণাৎ অন্য যে আইন হইতে পরিবার কথা। হইয়ালে এতলিত থাকে তাহার বিধান খাটে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এ যত আদায়

পরন্তু সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি পূর্বোক্ত
প্রকারে আশনার যন্ত্রণাটিকিডে দেওয়াতে বনি এ

আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, ও যে ব্যক্তি আপত্তি করিলেন তাঁহার আপত্তি শুনা গেলও যদি তাঁহার উপর সেই আদেশটি রহিত করিয়া না দেওয়া যায়, তবে তিনি এই কাৰ্য্যসম্পাদন করিবার কিম্বা এই বিষয় করিবার খরচ সলিয়া কমিশ্যনরদিককে এই তিন গুণ টাকা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই আদেশানুসারে কাৰ্য্য সম্পাদন করিবার কি সেই বিষয় পরিবার ও তৎসংক্রান্ত খরচ দেওয়া সম্ভব নাই ও নিবন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত হইবেন; ও কমিশ্যনরের নিকটে সেই কাৰ্য্য সম্পাদন করিবেন কিম্বা সেই বিষয় করিবেন ও তদ্বশে যে সকল ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক সেই সকল ক্ষমতানুসারে কাৰ্য্য করিবেন।

১৭৮ ধারা। সভাপতি বা প্রতিনিবিসভাপতি কিম্বা আপত্তি স্থানমে পর সভাপতি প্রভৃতি আত্মা করিতে পারিবর কথা।
স্বল্প বিশেষে সভাপতি কমিশ্যনরের আপত্তি স্থানমে পর ও যক্রপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন তাহা লইলে পর, উক্ত যে আদেশের বিপরীত আপত্তি উপস্থিত করা গেল, সেই আদেশ রহিত কি পরিবর্তন কিম্বা স্থির করিবার আজ্ঞা করিবেন। যদি সেই আদেশ রহিত করিবার আজ্ঞা না হইয়া থাকে, তবে যে সময়ের মধ্যে এই আদেশমত কার্য্য করিতে হইবে এই আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দেশ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু প্রথম আদেশপত্রে এই আইনমতে অতি অল্প যে সময় নির্দিষ্ট হইতে পারিবে, তাহার কম সময় দিতে হইবে না।

১৭৯ ধারা। যে ব্যক্তি আপত্তি করেন তিনি কমিশ্যনর আত্মার বাচনিক অর্থ মরদের কাডোলে উপস্থিত করিতে হইবার কথা।
আপত্তি স্থানমে থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে মুখে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে তক্রপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে না পারিলে, আপত্তিকারককে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে এই আজ্ঞার নোটিশ দেওয়া যাইবে; ও সেই আজ্ঞার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া, কিম্বা এই আজ্ঞার নোটিশ দেওয়া, এই আইনমতে লিখিত কাৰ্য্যসম্পাদন করিবার কি বিষয় করিবার নিয়মমত আদেশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮০ ধারা। যে ব্যক্তির বা যে ব্যক্তির প্রতি উক্ত এই ব্যক্তি কাৰ্য্যসম্পাদন না করিলে, কমিশ্যনরের ক্ষমতা কথা।
কম্ম সম্পাদন করিতে বা উক্ত বিষয় করিতে আদেশ হইল তিনি বা তাঁহার পূর্বোক্ত কোন আদেশপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কাৰ্য্যসম্পাদন করিতে কি এই বিষয় করিতে আরম্ভ না করিলে, ও তৎপরে সমাপ্ত না হওন পর্যন্ত কমিশ্যনরের হস্তে সমস্ত তাহা বহুপক্ষক না চালাইলে, কমিশ্যনরেরা কিম্বা তৎকর্তাপক্ষে তাহাদের কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই স্থানে কি তাহার নিকটে আটচলিগ যতী থাকিতে অপমানপ্রদ লাগাইয়া আপনাদের অভিপ্রায়ের নোটিশ দিয়া সেই ভূমিতে গিয়া আদেশমত কাৰ্য্য নির্বাহ করিবার কি বিষয় সম্পাদন করিবার আবশ্যিক সকল ক্ষমতা করিতে পারিবেন। আর যদি এই আদেশপত্র স্থানিমের কিম্বা প্রজাদর প্রতি গোরা গিয়া থাকে, তবে স্থানিমের কিম্বা

প্রজারা এই কাৰ্য্য করিলে খরচ দিবেন, এবং স্থানিমের ও প্রজাদের প্রতি গোরা গিয়া থাকিলে স্থানিমেরা ও প্রজারা এই খরচ দিবেন।

১৮১ ধারা। কমিশ্যনরের যে খরচ লাগে তাহার পূর্ক শাসনতে কোন ভূমির স্থানিমের স্থানে কমিশ্যনরের সেই খরচ দিতে হইল যদি প্রজার দিক জন স্থানী থাকেন, তবে যে স্থানিমের দিক জন থাকে কমিশ্যনরেরা যক্রপে উচিত বোধ করেন তক্রপে তাহাদের স্থানে অংশাংশ করিয়া এই খরচ লইতে পারিবেন।

উহার পূর্ক ধারার বিধানমতে কোন ভূমির প্রজাদের সেই খরচ দিতে হইলে, প্রজার দিক জন প্রজা থাকিলে, যে প্রজাদিক জন থাকে কমিশ্যনরের যক্রপে উচিত বোধ করেন তক্রপে তাহাদের স্থানে এই খরচ অংশাংশ করিয়া লইতে পারিবেন।

১৮২ ধারা। কমিশ্যনরের যে খরচ লাগে ১৮০ স্থানিমের ও প্রজাদের দিক জন স্থানিমের এবং প্রজাদের এই খরচ দিতে হইলে, কমিশ্যনরেরা যক্রপে উচিত বোধ করেন তক্রপে এই স্থানিমের এবং প্রজাদের স্থানে কিম্বা ভূমিতে যাকাদিক জন থাকে তাহাদের স্থানে এই খরচ অংশাংশ করিয়া লইতে পারিবেন।

১৮৩ ধারা। কমিশ্যনরের এই পরিচ্ছেদ বা যত পরিচ্ছেদমতে যে কোন কাৰ্য্য প্রজার খরচ তাহানি- স্থানিমের দিক জন স্থানিমের তাহার সেই খরচ করিয়া লইবার কথা।
যদি কমিশ্যনরের আদেশ অনুসারে প্রজার দ্বারা নিষাহ হইয়া থাকে, কিম্বা যদি কমিশ্যনরের দ্বারা নিষাহ হইয়া প্রজার স্থানে তাহার খরচ আদায় হইয়া থাকে, তবে স্থানিমের সেই খরচ দেওয়া উচিত, কমিশ্যনরের এই মস্তের সর্টিফিকেট দিলে, প্রজা স্থানে স্থানিমের যে খাজানা তৎকালে পাওনা থাকে কি পশ্চৎ পাওন হয়, প্রজা সেই খাজান দিবার সময়ে তাহা হইতে এই খরচ আটচলি রাখিতে পারিবেন, কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপর কোন আদালতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

১৮৪ ধারা। এই পরিচ্ছেদ কিম্বা যত পরিচ্ছেদমতে দেওয়ানী আদালতে যে খরচ কি ফী দিতে হইবে খরচ কি ফী দিবার স্থানের প্রতিবাদ হইতে পারিবার কথা।
যে খরচ কি ফী দিতে হইবে ভূমির গোন স্থানী কি প্রজা উপযুক্ত ক্ষমতাপর কোন দেওয়ানী আদালতে আপনাই সেই খরচ কি ফী দিতে হইবার

প্রতিবাদ কিম্বা তাহার যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

কিন্তু তক্রপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলও ৩৬০ ধারার বিধানমতে এই টাকা আদায় করিবার বধ হইবে না।

১৮৫ ধারা। ৩। ধারায় যে প্রকৃতিপূরণ ছাড়া, এই আইনে কোন ক্রি ক্রি হানি পূরণের টা কামিশানদের দিতে হইবে তাহার কথা। তাহার পর টা দিতে হইবে এবং আবেদনক হইলে অংশাংশমতে যাঁহাকে যত দিতে হইবে এই বিষয়ে বিবাদ হইলে, উপযুক্ত ক্ষমতা পন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে তাহা নির্দেশ করিয়া নির্ণয় করা যাইবে।

বল ও দুর্গজ জব্বা ও জঞ্জাল ও পাইখানা ও নর্দমা

১৮৬ ধারা। বল ও দুর্গজ জব্বা ও জঞ্জাল লইয়া যাওয়ার জন্য যে লোকদের ও জন্তুর ও গাড়ীর ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, কামিশানদের তাহা যোগাইয়া দিবেন।

১৮৭ ধারা। দুর্গজ দ্বারা যে ঘণ্টার মধ্যে ও যে প্রকারে উঠিয়া ও যাইবে কামিশানদের সভাগত হইয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সময়ে সেই কথা নিরূপণ করিতে পারিবেন, ও তাহা ফেলিয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া, নানা ঘরের প্রাঙ্গণাদিকে দিনে কিংবা নির্দিষ্ট অন্য সময়ে সেই স্থানে এই জব্বা ফেলাইয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে, ও কোন ঘরের প্রজা এই আইনের বিধানমতে তাহা ফেলিয়া না রাখিলে, এই ঘর হইতে প্রজার খরচে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

১৮৮ ধারা। তদ্রূপ আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে পর কোন মেহতর, কিংবা বল কি দুর্গজ জব্বা কি জঞ্জাল লইয়া যাইবার জন্য অন্য যে চাকরেরা কামিশানদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাহারা, কথ্য চাকরিয়া যাইতে চাহিলে ন্যূনকল্পে এক মাস খানিতে সেই আতিশয়গের নোটিস লিখিয়া না জানাইলে, কামিশানদের অনুমতি না পাইয়া কর্ম চাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।

সেই আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে পর কোন মেহতর কি উক্ত অন্য চাকর পুনোক্তমতে নোটিস না দিয়া আপন কর্ম ছাড়িয়া গেলে, তাহার একমাসের অন্তিম কাল বঠিন পরিভ্রমসহিত কারাদণ্ড হইতে পারিবে, ও তাহার যে মাছিরানা পাওনা থাকে তাহাও পাওনেন।

১৮৯ ধারা। কামিশানদের দ্বারা জঞ্জাল উঠাইয়া লওয়া যায়, এই নিমিত্ত কোন ঘরের কি ভূমির প্রজার; যে ঘণ্টাছাড়া অন্য ঘণ্টার মধ্যে আপন ঘরের ও জমীর নিকট সরকারী রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিতে পারিবেন না, কামিশানদের সময়ে সভাগত হইয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া

সেই ঘণ্টা নিরূপণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ঘরের কি জমীর প্রজার সম্মতিক্রমে এই ঘর কি জমী হইতে জঞ্জাল উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কিংবা কোন বাবায় কি কাছা চালাওনে যে জঞ্জাল জমিয়া থাকে সরকারী রাস্তাহইতে তাহা তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য কামিশানদের যত টাকা ফী লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইতে পারিবেন।

নর্দমা ও পাইখানা ১৯০ ধারা সকল নর্দমা ও পাইখানা ও গলিজকুণ্ড কামিশানদের ও গ্রামবাসীদের দ্বারা খোঁচা খোঁচা হইতে পারিবে।

১৯১ ধারা। যে বাড়ীর মধ্যে পাইখানা কি নর্দমা কি গলিজকুণ্ড থাকে, কামিশানদের কিংবা এতৎপক্ষে তাহার দের স্থানে ক্ষয় পাপ্ত কোন ক্ষয়কারক হয় ঘণ্টা থাকিতে সেই বাড়ীর দখলকারকে বিধিমা সংবাদ দিলে যথেষ্ট উদয় ও অন্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে সেই পাইখানা ও নর্দমা ও গলিজকুণ্ড দেখিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই পাইখানা কি নর্দমা কি গলিজকুণ্ড দ্বারা যে অমিটে হয় তাহা নিবারণ করিবার কি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আবেদনক হইলে, তাহার কি তিনি যে স্থানে উচিত বোধ করেন সেই স্থানের মাটি খুঁড়াইয়া ফেলিতে পারিবেন। তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এই বাড়ীর স্বামী কি প্রজার দিতে হইবে।

১৯২ ধারা। এরূপ পাইখানা, নর্দমা ও গলিজকুণ্ড থাকায় নিকটবর্তী লোকের দ্বারা হইবার সম্ভাবনা কামিশানদের এইরূপ জ্ঞোদ্য তথিলে, তাহার দের নিদেশ করেন সেইরূপ রোগসন্ধ্যার নিবারণক বা দুর্গজনালক জব্বা যে পরিমাণে যতকাল উচিত বোধ করেন এরূপ পাইখানায়, নর্দমায় ও গলিজকুণ্ডে সেই পরিমাণে তত কাল ব্যবহার পরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। আবেদনক হইলে কামিশানদের এইরূপ রোগসন্ধ্যার নিবারণক বা দুর্গজনালক জব্বা খরচী মূল্যে উক্তরূপ ব্যবহারার্থে দিবে; এবং উহাতে যে খরচ হয় তাহা বাকী টাক্স লিখা গণ্য হইবে ও পাইখানা, নর্দমা বা গলিজকুণ্ডের স্বামীর স্থানে তদ্বৎ আদায় করা যাইতে পারিবে, কিংবা কামিশানদের উচিত বোধ করিলে মুনিশিপাল কর্তৃক এই খরচ নিবারণ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারা। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ব্যবহারের জন্য সাধারণ বস্ত্র পাইখানা ও মুরাগির কথা আবশ্যক কামিশানদের উপযুক্ত স্থানে তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তাহা উপযুক্তভাবে রাখিবার ও উপযুক্তমতে পরিষ্কার করিবার নিয়ম করিবেন।

১৯৪ খ্রী।। কমিশ্যনরেরা সময়ে২ সাধারণের সুবিধার জন্য যত পাইখানা উচিত বোধ করেন তাঁহার লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

১৯৫ খ্রী।। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির কি ব্যক্তি-বিশেষের ঘেরা স্থানের অঙ্ক-

অন্যায়জনক জল পরিষ্কার করিবার ও জল নির্গত হইবার সহপার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিব্যবস্থা।।

গত কোন ভূমির মধ্যে তাঁর কি রোগজনক গাছ গাছড়া কি জল কি অসংখ্য ভূমি খাঁকাতে লোকদের মনমুগ্ধ ভাণ্ডার করিবার সুবিধা হয়, কিম্বা জল বাহির হইবার পথ না থাকতে এই স্থান প্রজাবাসিনদের অস্বাস্থ্যকর কিম্বা দুর্গন্ধজনক, কমিশ্যনরের একপ বোধ হইলে, তাঁহারা সেই ভূমির স্বামী কি প্রজাবাসিনগকে কিম্বা স্বামী ও প্রজাবাসিনগকে পক্ষদণ দিবার মধ্যে এই জল পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার কিম্বা এই ভূমি সমান করিবার কি এই ভূমির জল নির্গত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি এই ভূমির জল নির্গত করিবার আজ্ঞা হইল, যদি এই ধারামতে জল নির্গমনের কোন পয়সাল করিবার জন্য এই ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি ছাড়া কোন ভূমি লইবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হানিপূরণের টাকা দিবার আবশ্যকতা হয়, তবে কমিশ্যনরের এই ভূমি দেওয়াইয়া হানিপূরণের এই টাকা দিবেন।

১৯৬ খ্রী।। কমিশ্যনরেরা পথ ও পাইখানা ও

যত জম্বাল ভাড়া হয় তাহা কমিশ্যনরের সম্পত্তি হইবার কথা।

মর্দম ও গলিচুকুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে যত মল ও জম্বাল ও দুর্গন্ধ জ্বা জমা করিয়া রাখেন তাহা কমিশ্যনরেরই সম্পত্তি হইবে, ও তাঁহারা তাহা দূর করিতে কিম্বা তাহা লওয়া যাহা ইচ্ছা তাঁহাই করিতে পারিবেন। তাহা বিক্রয় করিলে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা মুনিসিপল কর্তৃক জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

১৯৭ খ্রী।। রাজকীয় যত মলমালা ও নর্দমা ও

মলমালা নর্দমা প্রভৃতি কমিশ্যনরের ওস্তাদীনে থাকিবে কথা।

নগর পরিপাটী করিবার যত বিষয় থাকে তাহা সকলই কমিশ্যনরের আশ্রয় ও তত্ত্বের অধীনে থাকিবে। তাঁহারা সেই প্রকারের অন্য যে বিষয় করা আবশ্যক জান করেন তাহাও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন।

স্বানাদি করিবার স্থানের ও পুকুরের কথা।

১৯৮ খ্রী।। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছাড়া যত জল-

সাধারণ প্রোজেক্ট কমিশ্যনরের আশ্রয় ও তত্ত্বের অধীনে থাকিবার কথা।

১৯৯ খ্রী।। কমিশ্যনরেরা যে স্থানে উচিত কোন কমিশ্যনরের পানীর জলের ও স্বানাদি করিবার স্থানের বিধান করিতে পারিব্যবস্থা।।

কিম্বা নদীর কি প্রোজেক্টের কি. নালার এক স্থান ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তদ্ব্যতী লোকদের স্থান করিবার ও কাপড় কাচিবার ও জন্ডর গা ধুইবার, ও অন্য যে কাগজাদি পুরোজরতে নিরূপিত জল দূষিত হইতে পারে, সেই কাছা করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন;

তজ্রপেই স্থান করিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যার পুকুরিণী প্রভৃতি ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন;

ও পশুর গা ধুইবার ও কাপড় কাচিবার নিষিদ্ধ ও নগরনিবাসিনদের সুস্থ ও পরিষ্কার ও সচ্ছন্দভাবে থাকিবার সংক্রান্ত অন্য উদ্দেশ্যে যত পুকুরিণী প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তাহা ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন।

যে কোন জলস্রোত বা জল পথালী সাধারণের জল যোগাইবার অংশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহার সাধারণের অন্যরকম অংশ সম্বন্ধে এই প্রকারে কমিশ্যনরেরা যেরূপ উচিত বোধ করেন, তজ্রপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

২০০ খ্রী।। কোন ব্যক্তির ভূমির মধ্যে কোন জল

কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে অন্যায়জনক পুকুর থাকিলে তাহা পরিষ্কার করাইবার ও জল বাহির কাইয়া দিবার কথার কথা।

পথের বা তাঁহার নিজ পুকুরের কিম্বা ডোবার দ্বারা ও কোন মরলা কি মরা জলে প্রজাবাসিনদের স্বাস্থ্যের হানি হয় কি অনিষ্ট ক্রমে এমন বোধ হইলে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বানাদিগকে কি প্রজাবাসিনগকে কিম্বা স্বামী ও প্রজাবাসিনগকে আট দিনের মধ্যে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে অধিক সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে সেই জলপথ কিম্বা সেই পুকুর কি ডোবা পরিষ্কার করিবার এবং নাল কাটাঁয়া সেই মরলা কি মরা জল বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি জল নির্গমন করাইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারামতে এই জলনির্গমনের নানা কাচিবার জন্য যদি সেই ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি ছাড়া অন্য ভূমি লইবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হানিপূরণের টাকা দিবার প্রয়োজন হয়, তবে কমিশ্যনরেরা সেই ভূমি দেওয়াইবেন ও হানিপূরণের সেই টাকা দিবেন।

পথাবরোধ ও পথে স্থান গোড়া করিবার কথা।

২০১ খ্রী।। কমিশ্যনরেরা কোন রাস্তা সাড়াইবার

অন্য কিম্বা মলমালা কি নর্দমা কি কবরী কি সাকো করিবার জন্য কিম্বা সাধারণের ব্যবহার্য অন্য পথের জন্য কিংকালের নিষিদ্ধ কোন

পথ কিম্বা পথের কোন অংশ বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা এরূপে কোন পথ বন্ধ করিলে এই পথের ধারের যোত বাহানের মথলে থাকে, তাহাদের তথায় বাইবার যুক্তিবৎ উপায় বিধান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

তজ্রপ পথ সাড়াইয়া দেওন কি মলমালা প্রভৃতি প্রস্তুত করনহেতুক কিম্বা অন্য কারণে পথিকদের পক্ষে কোন পথ কিম্বা পথের কোন অংশ সড়টজনক হইলে, কাছারও প্রাণের ও সম্পত্তির হানি না হয় এই কারণে

কমিশ্যনরের উপযুক্ত আটক বা বেড়া দিয়া তাহাতে স্থানীয় জনগণের হুঁসুড়ান পর্ষদে উপযুক্ত আলো দেওয়া হইবে।

২০২ ধারা। কোন মুন্সিপালিটিতে মফঃসলের মগরাধিকার সৌষ্ঠব করণের ১৮৬৪ সালের আইন কিম্বা প্রদেশীয় মগরাধিকার ১৮৬৮ সালের আইন, কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুন্সিপাল আইন যে তারিখে প্রচলিত করা যায় কিম্বা এই

আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উক্ত কোন আইন এ মুন্সিপালিটির মাধ্যমে প্রচলিত করা না গেলে এই আইন যে তারিখে এ মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখের পর কোন ব্যক্তি কোন পথে কি খোলা নদ-বার কি মলনালার কি পল্লবনালার কি তাহার উপরে দেওয়াল গাঁট দিয়া বেড়া কি গরাদিয়া কি খাম কি স্থানীয় জনগণ কি স্থানীয় ডাকারী বিষয় স্থাপন করিলে কমিশ্যনরের নোটিস দিয়া তাহাতে সেই দেওয়াল প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার আদেশ করতে পারিবে; ও সেই ব্যক্তি এ নোটিস পাইলে পর আট দিনের মধ্যে এ আদেশানুসারে করা না করিলে, কমিশ্যনরের প্রার্থনামতে মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবে। তাহা হইলে কমিশ্যনরের এ অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী বিষয় উঠাইয়া দিতে পারিবে; ও তাহাতে যে খরচ লাগে, যে ব্যক্তি এ বিষয় গোপনীয় কি করাইয়া দিয়াছিলেন তাহারই সেই খরচ দিতে হইবে।

এই ধারামতে কোন দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি খাম কি অবরোধজনক বা স্থানীয় উঠাইয়া দেওয়া বা ওয়াতে কোন ব্যক্তির হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে না।

২০৩ ধারা। যে ব্যক্তি এ দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি খাম কি অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী এ বিষয় গোপনীয় কি করাইয়া দেন তাহার পরিচয় জানা না গেলে কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া যাইতে না পারিলে, কমিশ্যন-

রের এ দেওয়ালের কি বেড়ার কি গরাদিয়ার কি খামের কি অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী এ বিষয়ের নিকট নোটিস লাগাইয়া, এ বিষয়ে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহাকে সেই বিষয় উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবে, এ আদেশপত্রে কোন ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। আর এ নোটিস লাগাইয়া দিবার পর আট দিনের মধ্যে যদি সেই নোটিসের লিখিত আদেশানুসারে এ দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি খাম কি অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী এ বিষয় উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে কমিশ্যনরের প্রার্থনামতে মাজিস্ট্রেট সাহেব অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী এ বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবে। তাহা হইলে কমিশ্যনরের অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী এ বিষয়

উঠাইয়া দিবার তাহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া উঠাইয়া দিবার খরচ লইতে পারিবে।

তাহা বিক্রয় করিয়া সেই খরচ আদায় করিলে পর উক্ত থাকিলে তাহা মুন্সিপাল কণ্ডে অর্থাৎ করিয়া লওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের হুঁসুড়ানতে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপনীর স্বত্ব স্থাপন করেন, তাহার নোংরাতে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

২০৪ ধারা। কোন মুন্সিপালিটিতে মফঃসলের মগরাধিকার সৌষ্ঠব করণের ১৮৬৪ সালের আইন, কিম্বা প্রদেশীয় মগরাধিকার ১৮৬৮ সালের আইন কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুন্সিপাল আইন যে তারিখে

প্রচলিত করা যায়, কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে পূর্বোক্ত কোন আইন এ মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করা না গেলে, এই আইন যে তারিখে সেই মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখের পর কোন যত্নের আড়ালে কি অপ্রত্যক্ষ বাড়াবাড়ি কি স্থানযোড়াকারী কি অবরোধজনক কোন বিষয় নিষিদ্ধ কি স্থাপিত হইলে, ও তাহা কোন পথের উপর স্থাপিত কি বাড়াবাড়ি থাকিলে, কিম্বা পথের উপর বাড়াবাড়ি থাকিলে স্থানযোড়া করিলে, কি পথ দিয়া নির্মিত ও সম্বন্ধে গমনের বাধা জন্মাইলে,

কিম্বা সেই পথের পাথরের কোন পল্লবনালার কি নদ-বার কি মলনালার বাধা হইলে, কি তাহার উপর বাড়াবাড়ি পড়িলে, কি স্থানযোড়া করিলে, কমিশ্যনরের সেই যত্নের আদায় কি প্রত্যক্ষ সেই বিষয় উঠাইয়া দিবার কি পরিবর্তন করিবার নোটিস লিখিয়া দিতে পারিবে।

ও যাহা কি প্রজ্ঞা এ নোটিস পাইলে পর আট দিনের মধ্যে এ আদেশ অনুসারে করা না করিলে, মাজিস্ট্রেট সাহেব কমিশ্যনরের প্রার্থনামতে এ বাড়ান কি স্থানযোড়াকারী কি অবরোধজনক বিষয় স্থানীয় কি পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবে। তাহা হইলে কমিশ্যনরের সেই বাড়ান কি স্থানযোড়াকারী কি অবরোধজনক বিষয় স্থানীয় কি পরিবর্তন করিতে পারিবে; ও তাহা করিবার খরচ এ ক্ষেত্রকারি স্থানীয় কি প্রজ্ঞার দিতে হইবে।

যে তাগতি বাড়াবাড়ি থাকে কিম্বা পথ অবরোধ কি স্থান যোড়া করে, তাহা এই ধারামতে স্থানীয় করিয়া দেওয়া হইবে কোন ব্যক্তির হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে না।

২০৫ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব ২০২, ২০৩, ২০৪ ও ২০২, ২০৩, ২০৪ ও ২০৫ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন বিচারপতিস্বরূপ আপনীর কর্তব্য কন্ঠ করিয়া সেই আজ্ঞা করিলেন এবং জ্ঞান করিতে হইবে, এবং (বিচারকর্তাদের রক্ষা করণার্থ) ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের মধ্যস্থগারে

কমিশনারসিগকেট হাজিরা টেবিলের সেই আঁজামতে কার্য করিতে বাধা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

২০৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তির কোন ভাগ পথের বা

পথের বা নদীর গা-
দীর বাহিরে যত বাধিয়া
থাকিলে, যখন তাহা যার
তখন পিছাইয়া কাটিতে
হইবার কথা।

নদীর বাহিরে গা-
দীর বাহিরে যত বাধিয়া
থাকিলে, যখন তাহা যার
তখন পিছাইয়া কাটিতে
হইবার কথা।

রায় সাধিয়া কি মেরামত করিয়া দিবার জন্য ভাঙ্গিয়া
ফেলা গেল, কমিশনারেরা তাহা পিছাইয়া এই পথের
কি নদীর কি নদীর ঘরের নদীর রেখার সমান
বা পথচারী দিবার আঁজা দিতে পারিবেন।
তাহাতে সেই ঘরের স্বামীর কোন ক্ষতি হইলে কমিশনা-
রদের তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন।

২০৭ ধারা। কোন ব্যক্তির বিশেষের ঘর, দেওয়াল বা

পতিত বা পতিত পথ
বা নদীর বাহিরে যত বাধিয়া
থাকিলে, যখন তাহা যার
তখন পিছাইয়া কাটিতে
হইবার কথা।

অন্য গাঁথনী কিম্বা কোন রকম
পথের বাহিরে যত বাধিয়া
থাকিলে, যখন তাহা যার
তখন পিছাইয়া কাটিতে
হইবার কথা।

জমক জমির স্বামীর খরচে তাঁহা উঠাইয়া ফেলিতে
পারিবেন, কিম্বা তাহাকে যে সময় উচিত বোধ করেন
সেই সময়ের মধ্যে তাঁহা উঠাইয়া ফেলিবার আঁজা
করিতে পারিবেন।

২০৮ ধারা। রাষ্ট্রপতির কোন ঘোড়া থাকিলে কি

পথের বাহিরে যত বাধিয়া
থাকিলে, যখন তাহা যার
তখন পিছাইয়া কাটিতে
হইবার কথা।

কোন গাড়ির ডাল পথের উপর
থাকিলে, যখন তাহা যার
তখন পিছাইয়া কাটিতে
হইবার কথা।

জমির স্বামীর কি মদী-কারকে তিন দিনের মধ্যে
তাহা কাটিবার কি ছাড়িয়া দিবার আঁজা দিতে
পারিবেন।

মগর পরিপাটি রাখিবার ও তাহার গোষ্ঠব করিবার
সাধারণ নিয়ম।

২০৯ ধারা। সরকারী কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের ভূমির

কুপ পুষ্কাদি ঘেরিয়া
রাখিবার কথা।

অন্তর্গত কোন পুকুর কি কুপ
কি অন্য গর্ত উপযুক্তমতে
ঘেরামত না হওয়াতে কিম্বা

ঘেরিয়া না দেওয়াতে পথিকদের আশঙ্কাজনক হইলে,
কমিশনারেরা আবশ্যক বোধ করিলে পথিকদের রক্ষার
অন্য অগোণেই কিংকালের নিমিত্ত ডাক্তার কি অন্য
প্রকারের বেড়া দেওয়াতে পারিবেন, এবং এই পুকুর
কি কুপ কি অন্য গর্ত যে ভূমিতে থাকে সেই ভূমির
স্বামী কি মদীলকারসিগকে কিম্বা স্বামী ও মদীলকার-
সিগকে সাত দিনের মধ্যে এই কুপ কি পুকুর কি অন্য
গর্ত উপযুক্তরূপে ঘেরিয়া দিবার কি রক্ষা করিবার
আঁজা দিতে পারিবেন।

২১০ ধারা। কোন ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী কিম্বা

গৃহাদি ভাঙিয়া আশঙ্কা-
জনক অবস্থায় থাকিলে
তাহার কথা।

উপযুক্ত কোন দ্রব্য কমিশনা-
রদের বিশেষের ভূমির কিম্বা
কোন প্রকারে আশঙ্কাজনক
হইলে, তাহার আবশ্যক বোধ

করিলে পথিকদের রক্ষার জন্য অগোণেই ডাক্তার
কি অন্য প্রকারের উপযুক্ত বেড়া দেওয়াইবেন;
ও এইরূপ কি দেওয়াল কি গাঁথনী যে ভূমিতে সংলগ্ন
থাকে তাহার সাধারণ নিয়মের অন্য যেত দূর
আশঙ্ক বোধ করেন সাত দিনের মধ্যে সেই ভূমির
স্বামী কি মদীলকারসিগকে কিম্বা স্বামী ও মদীল
কারসিগকে এই ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী ততদূর
সমীক্ষিত করাইয়া দিবার কিম্বা এই ঘর কি দেওয়াল কি
গাঁথনী কি উপযুক্ত দ্রব্য উঠাইয়া দিবার আদেশ
করিতে পারিবেন।

২১১ ধারা। কমিশনারেরা কোন ঘর কি অন্য গাঁথনী

সাধারণ নিয়মে, ও সেই ঘর
যত উজ্জ্বল মেরামত কি গাঁথনী খালি থাকিলে,
কমিশনারেরা তাহা অধিকার
করিয়া লইবার
কথা।

তাহার যত টাকা খরচ করিয়া
সেই ঘর প্রতিস্থাপিত করিয়া দিলেন তত টাকা তাহারিগকে
যত দিন না দেওয়া যায় তত দিন তাহা আপনাদের
অধিকারে রাখিতে পারিবেন।

২১২ ধারা। ২১০ ধারার বিধানমতে কোন বিষয়

গৃহাদি ভাঙিয়া ফেলা
কথা গেল, কমিশনারেরা
গলে সরকারি বিজ্ঞ
করিবার কথা।

ভাঙ্গিয়া ফেলা কি স্থানান্তর
কথা গেল, কমিশনারেরা
তাহার ইচ্ছাকৃত সরকারি বিজ্ঞ
করিতে পারিবেন। ইচ্ছাকৃত

যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে খরচ যত দূর শোধ
হইতে পারে শোধ করা যাইবে।

তৎপরে উত্তর থাকিলে, তাহা মুনিসিপাল কর্তৃক
জমা করিয়া দেওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমি-
শনারদের হস্তক্ষেপমতে কিম্বা উপযুক্ত কথা প্রাপ্ত আদা-
লতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করেন, তাহার দাওয়ারমতে
তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

২১৩ ধারা। কোন কুকুরের গলায় লগ্ন থাকিলে

নির্ধারিত কোন সময়
বেড়ানির কুকুরনটকরি-
বার কথা।

কিম্বা অন্য যে চিহ্ন দ্বারা ব্যক্তি-
বিশেষের কুকুর বলিয়া জানা
যাইতে পারে এবং চিহ্ন না
থাকিলে, সেই কুকুর পথে

কিম্বা স্থানিদের বাড়ীর বেড়ার বাহিরে বেড়াইতে দেখা
গলে কমিশনারেরা সময়ের আঁজা প্রকাশ করণ পূর্বক
এ প্রকারের কুকুর মারিয়া ফেলিবার কোন সময় নিরূপণ
করিতে পারিবেন। সেই সময় এই প্রকারের কুকুরকে
সেই আঁজামতে মারিয়া ফেলা যাইতে পারিবে।

২১৪ ধারা। কমিশনারেরা সভাগত হইয়া মুনিসি-
পালিগীর সীমার মধ্যে অনিষ্ট-

জনক জন্তু মট
বার জন্য কমিশনারদের
পুষ্কাদি দিতে পারিবার
কথা।

জনক জন্তু মট করিবার পু-
ষ্কাদি দিতে পারিবার
স্থান দিবার আঁজাব করিতে
পারিবেন।

২১৫ ধারা। কমিউনিস্টদের সভাগত হইয়া কোম
রাস্তার মাঝের ও পথের মাঝ দিতে পারিবেন
যদের নথরের কথা। ও যে স্থানে উচিত হইবে
মেই স্থানে এ রাস্তার মাঝ
ও যেরে নথর লাগাইয়া দিতে পারিবেন ; এবং তৎক্ষণ
সময়েই এ মাঝ ও নথর পরিবর্তন করাইবে
পারিবেন।

ମଞ୍ଜୁର କଥା ।

২১০ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটিতে

(১) কমিশ্যনরেরা ১৮৯৩ ও ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে
অপরাধের কথা।
খারার বিধানমতে যে সম-
নির্দ্ধিত করেন, সেই সময় চাড়া
অন্য সময়ে সরকারী হাঙ্গার জঞ্জাল ফেলিলে কিম্বা
আপন চাকরদিগকে ফেলিতে দিলে ; কিম্বা

(২) কমিশ্যনরেরা ২১৫ ধারার আওতাধীন যে কোষ লাম্ব বা লম্বুর লাগাইয়া দেন, তাহা বন্ট করিলে কি লাম্বাইয়া ফেলিলে কি বিকৃত বা পরিবর্তন করিলে,

ভাঁহার ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত বিশ
টাকার অতিরিক্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

২১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন যুনিভার্সিটিতে,

(১) কোন রাজপথের ধারের কিনিকট কোন ঘরের
 খলিজ প্রভৃতি দখল
 কার উঠাইয়া না কেনিলে
 জাখার কথা।
 দখলকার হইয়া উপযুক্ত কোন
 আখার তির এই ঘরে কি উঠু-
 গরে কিয়া এই ঘরের লাগাও
 ও ঘরের সঙ্গে দখল কর।
 নোম বাহির ঘরে কি প্রাঙ্গণে কি অমিতে ২৪ ঘন্টার
 অধিককাল কিয়া উপবিধিক্রমে অন্য যে কব সময়
 নির্দিষ্ট হয়, তাহার অধিক কাল কোন ময়লা কি গোবর
 কি ছাড় কি ছাই কি বিষ্ঠা কি গলিজ কিয়া পীড়াজনক
 কি দুর্গন্ধ দ্রব্য থাকিতে দিলে, কিয়া সেই আখার ময়লা
 বা অস্বাস্থ্যজনক অবস্থার থাকিতে দিলে, কিয়া তাহা
 পরিষ্কার রাখিবার উপযুক্ত বিধান করিও না ও অন্য
 করিলে, কিয়া।

(২) ১৯৪৪ খ্রীঃাব্দে কিশোরগঞ্জের জ্বালে লাইসেন্স
লাইসেন্সবিমা সাধারণ
পাইখানা রাখিবার
ব্যাপারে
লাইসেন্সের পাই-
খানা রাখিলে ; কিস্তি সাধা-
রণের পাইখানার লাইসেন্স
পাইয়া সেই পাইখানা মরল।
কি অন্যান্যজনক অবস্থার থাকিতে দিলে, কিস্তি ভাড়া
পড়িবার করিবার উপযুক্ত বিধান করিতে দেখিল
করিলে, কিস্তি।

(৩) ব্যক্তিবিশেষের মর্দন কি পাইখানা কি
ব্যক্তিবিশেষের মর্দন।
গণিতকুণ্ডের আশীষা বধিলে।
কায় হওয়াতে কামিন্যনরদের
আত্মজ্ঞান উপস্থাপন করা গেলো সেই
মর্দন প্রভৃতি উপযুক্ত ভাবে
রাখিতে শৈথিল্য করিলে কি সমস্ত না হইলে ; কিন্তু

(৪) ১৯৯৯ সালের বিধানসভায় কনিষ্ঠা মন্ত্রীর যে ১৯৯৯ সালের আজ ১ জুলাই দৈনিক জাতিতে যে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে; কিংবা

(৫) কোম গৰ্ভ করিয়া কিবা কোম দেওয়াল কি বেড়া
কি গাংগিরা কি খাম কি অহ-
রোধজনক বিষয় স্থাপন
করিয়া কোম পথের কি মজ্জ-
মার কি বলমালার কি পয়োমাপার কি জলপথের স্থান
ঘোড়া করিলে ;

এরূপ এতোক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ
টাকার অনধিক মণ্ড হইতে পারিবে।

২১৮ ধারা। কবিনামেরের ২০২, ২০৪ ক্রিয়া ২০৮
ধারার বিধানবদ্ধ যে আদেশ.

২০২, ২০৪ বা ২০৮ পত্র দেন, কোন ব্যক্তি কোন
মারামতি আবেদনপত্র জ. মুন্সিপালিটীর অন্তর্গত কোন
স্বাক্ষর করিবার কথা। যত্নের বা জমীর স্বামী বা প্রভা
ভাষা উদযুগ্মারে কাঁধা করিতে ক্রটি করিলে, এরূপ
এভোকে ক্রটির নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক
দণ্ড হইতে পারিবে ও এই আদেশপত্র তাঁহার উপর
জারী হইবার তারিখ অবধি আট দিন গড় হইলে পর
যত দিন ক্রটি হইতে থাকে, তত দিন তাঁহার দিন প্রতি
আর দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

२१७ धारा । कविनामलेखा १७१, २००, २०७ विषय

১৩৫, ২০০, ২০৯ কিপা
২১০ ধারাবদ্ধ আদেশ-
পত্র অমান্য করিবার
কথা।

ସମ୍ପାଦକ

निर्माण दिनांक ।

২২০ দ্বারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার পক্ষাংশস্থিত
 ৬,৭,৮,৯ নং ১০ পরি-
 স্কেদের বিধান যেহ
 দ্বায়ে প্রচলিত হইবে
 তাহার কথা।
 মনসিগাপালিটীর প্রতি বস্তাবে ন।

২২১ ধারা। কমিশ্যনারেরূপে এই বিষয় বিবেচনার্থে
 এই সকল পরিচ্ছেদে যে বিশেষ সভা করুন সেই
 বের বিধান প্রথম হইল
 বিষয়ের স্থানীয় গবর্ণমে-
 ন্টের আজ্ঞা করিতে
 পারিবার কথা।
 যে বিশেষ সভা করুন সেই
 সভার নির্দ্ধারণক্রমে জাহারা
 স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এত
 পরিচ্ছেদের কথা ৭, ৮, ৯ বা
 ১০ পরিচ্ছেদের সমুদয় বা কোন
 বিধান মনিমিণ্যালিজিটেড ডালী-

ইবার কিম্বা মুন্সিগিপালিটির অন্তর্গত কোন স্থান উক্ত সমস্ত বা কোন বিধানের কাগা চলন হইতে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কালের মধ্যে, কোন ব্যক্তি, কমিশন, আগের লিখিত অনু-

যদি না পাইয়া, কোন পাইখানা কি মূর্তীগার কি গলিঅকুণ্ড কি ঘরের মর্দনা কিবা হল কি অন্য দুর্গন্ধ অথবা কেলিবার অন্য আধার করিবেন না বা রাখিবেন না।

যে ভূমির উৎপন্ন স্থানে কোন পাইখানা কি মূর্তীগার কি গলিঅকুণ্ড কি ঘরের মর্দনা কি উক্ত একাধারের অন্য আধার থাকে কি ইহার পর প্রস্তুত করা যায়, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির কোন স্বামীকে ও দখীলকারকে আট দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৩১ ধারা। কমিশ্যনরেরা লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি এমন পাইখানা প্রস্তুত করিবেন না যাহার দ্বার কি কাঁকরী দ্বার খুলিলে কোন পথের কি মর্দনার উপর খোলে।

যে স্বামীর কি দখীলকারের ভূমিতে এখন উৎপন্ন পাইখানা আছে, কমিশ্যনরেরা তাঁহাকে আট দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৩২ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সাধারণ গর্ত করিতে নিষেধ করিবেন অথবা অন্যর বি-
করিবার কবরীর কথা। শেষ অনুমতি পূর্বে না পাটলে নাটি বা পাথর তুলিয়া লইবার জন্য কিম্বা জগ্গাস কি দুর্গন্ধ অথবা অন্য করিয়া রাখিবার জন্য খান্য করিতে, ও গলিঅকুণ্ড ও পুকুর ও গর্ত খুঁড়িতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা বাহির হইয়া প্রচার করা গেলে পর উক্ত একাধারের বিশেষ অনুমতি বিনা উৎপন্ন স্থান্য কি গলিঅকুণ্ড কি পুকুর কি গর্ত করা গেলে, তাহা যে ভূমিতে করা যায় কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামী ও দখীলকারদিগকে তই সমস্তাঙ্গের মধ্যে এই স্থান্য প্রভৃতি তরুট করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পথের অবরোধজনক ও স্থান গোড়াকারি বিষয়ের কথা।

২৩৩ ধারা। কোন মুনিসিপালিটিতে মকঃসলের মগঃ-
রাণির ১৮৬৪ সালের আইন, ঘরের যে অংশ বাড়িয়া
আছে তাহা স্থান্য করিবার কথা।

২৩৪ ধারা। কোন মুনিসিপালিটিতে মকঃসলের মগঃ-
রাণির ১৮৬৪ সালের আইন, ঘরের যে অংশ বাড়িয়া
আছে তাহা স্থান্য করিবার কথা।

২৩৫ ধারা। কোন মুনিসিপালিটিতে মকঃসলের মগঃ-
রাণির ১৮৬৪ সালের আইন, ঘরের যে অংশ বাড়িয়া
আছে তাহা স্থান্য করিবার কথা।

করি কি অবরোধজনক বিষয় স্থান্যস্তর কি পরিবর্তন করিবার আদেশ করা যে কারণে উচিত না হয় এই স্বামী কি দখীলকার এমত কারণ জানাইলেও কমিশ্যনরেরা এই বিষয় স্থান্যস্তর কি পরিবর্তন করিয়া দিবার আজ্ঞা করিলে, ও সেই স্বামী কি দখীলকার এই আজ্ঞার বিরোধ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তদনুসারে কার্য না করিলে, কমিশ্যনরেরা প্রার্থনামতে মাজিঃ ট্রেট সাহেব সেই বাড়ান কি স্থান্যোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থান্যস্তর কি পরিবর্তন করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা সেই বাড়ান কি স্থান্যোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থান্যস্তর কি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন বিষয় স্থান্যস্তর কি পরিবর্তন করিয়া দেওয়াতে কোন ব্যক্তির হানি হইলে কমিশ্যনরেরা যুক্তিযুক্ত তাহার হানিপূরণ করিয়া দিবেন।

হানিপূরণ বলিয়া যত টাকা দিতে চাইবে ইহা নির্ণয় করিতে গেলে ভূমির মূল্য ধরিতে হইবে না।

২৩৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা যত কাল উচিত বোধ করে, তত কালের জন্য কোন পথে ইহা করিয়া রাখিবার কথা।

২৩৭ ধারা। কমিশ্যনরেরা যত কাল উচিত বোধ করে, তত কালের জন্য কোন পথে ইহা করিয়া রাখিবার কথা।

কিন্তু সাধারণের যাইবার পথের নিমিত্ত এই ব্যক্তির উপর যত বিধান করিবার আজ্ঞা করিতে হইবে ও সাধারণের কোন হানি নিস্কট দি না হয় এই কারণে এই ব্যক্তির উপযুক্ত বেড়া দিতে ও সুসংযত অবনি সুযোগ্য দয় পর্যন্ত এই বেড়াতে উপযুক্ত আলো দিয়া রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

২৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ঘর নির্মাণ করিতে, কি বাড়িয়া গেলে কি স্থান্য করিবার লক্ষ্যে কোন ঘরের বাহির দিক পরিবর্তন কি ঘরামত করিতে মনস্থ করিলে, যদি তাঁহার সেট কক্ষ দ্বারা কোন সরলরূপী রাস্তা বন্ধ হয়, কিনা সে রাস্তায় যাতায়াতের অন্তর্বিধা হয়, তবে সেট কক্ষ আরম্ভ করিবার পূর্বে, যে দিকে এই কক্ষ করা যাইবে সেট দিকের রাস্তার ও ঘরের মধ্যে উক্তার কি অন্য একাধারের উপযুক্ত বেড়া দেওয়াই বন, ও সাধারণের রাস্তাপদের ও স্থাবর অথবা যত দিন প্রয়োজন থাকে তত দিন কমিশ্যনরেরা হস্তোদ্যমে এই উক্তার কি অন্য একাধারের বেড়া তামতে রাখিবেন, ও রাস্তাতে সেই বেড়ার উপযুক্তমতে আলো দেওয়া হইবে।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি উক্তার কি অন্য একাধারের বেড়া দিবেন না, ও অনুমতিপত্রে যত দিনের অনুমতি দেওয়া গেল এই উক্তার কি অন্য একাধারের বেড়া তাহার অধিক দিন রাখিবেন না।

পূর্ব নির্ধারিত বিধান বিষয়ক কথা।

২৩৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া কোন সীমান্তনিরূপণ করিয়া, এই সীমান্ত মধ্যে পড়ে যে চালা ঘর নিজেদের জমা দিয়া না করিবার কথা।

কৃতন করিয়া কি মেরামৎ করিয়া, দ ওয়া যাইবে, তাহার উপরে ছাদ ও বেড়া খুঁড়ে কি পাড়ার কি দন্ধান কিবা আশ্রয়-স্থান অন্য জমো না করিবার আশা দিতে পারিবেন।

২৩৭ ধারা। চালা ঘর ছাড়া কোন ঘর গাঁথিতে কি পুনঃ গাঁথিতে আরম্ভ করি-
 চালা ঘর তিন ঘর গাঁথিতে বা পুনঃ করিয়া গাঁথিতে গেলে কমিশ্যন-
 ন-গণকে নোটিস দিতে হইবার কথা।

সেই কথা জানাইবেন, ও যে ঘর গাঁথিবার মনস্থ করেন, ও নকশা ও পাইথ না সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, সেই সঙ্গে তাহার সাধারণ বর্ণনা দিবেন।

২৩৮ ধারা। পূর্ব ধারার লিখিত নোটিস পাইবার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে যদি

নকশা ও পাইথানার বন্দোবস্ত করা না গেলে কমিশ্যনরদের যোগ্য স্থানে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারি-
 বার কথা।

অনুমতি দিতে অস্বীকার করে পারিবেন।

২৩৯ ধারা। কমিশ্যনররা উচিত বোধ করিলে

তিনিমূল যত প্রশস্ত ও প্রশস্ততালব যেখানে যে মাটাম ধরয়া করা যাইবে কমিশ্যনরদের তাহার নকশা চাতিতে পরিবার কথা।

২৪০ ধারা। কমিশ্যনররা ইহার পূর্ব ধারার উল্লি-
 খিত নোটিস পাইলে পর, চৌদ্দ দিনের মধ্যে হয় প্রস্তাবিত বাট মের ও তিনিমূলের প্রশস্ত-
 তার বিষয়ে আপনাদের সম্মতি জানাইবেন, না হয় এই মাটা মের ও তিনিমূলের প্রশস্ততার পরি-
 বর্ত্তে অন্য মাটাম ও প্রশস্ততা নিরূপণ করিবেন।

২৪১ ধারা। ২৩৭ ধারার আদেশমত নোটিস না
 নোটিস প্রভৃতি না দিয়া কিবা আইনের বিধান-
 নের অন্যথায় ঘর গাঁথা-
 গেলে, কমিশ্যনররা
 যেরূপে উচিত বোধ করেন
 সেইরূপে তাহাদের তাহা
 পরিবর্ত্তন বা নষ্ট করিতে
 পারিবার কথা।

২৪২ ধারা। কোন নূতন ঘরের নকশা ও পাইথানার
 বন্দোবস্ত তদন্তে নিযুক্ত মূল-
 দখল করিতে দিবার
 পক্ষে নূতন ঘর অনুমো-
 দিত হইবার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদিগকে নোটিস
 না দিলে, কোন চালা ঘর
 কমিশ্যনরদের ওয়া-
 বীনে নূতন চালা ঘর
 বাধিবার কথা।

কিন্তু অন্য মাটাম ও তিনিমূলের অন্য প্রশস্ততা
 নিরূপণ না করিলে, যে ব্যক্তি এই নোটিস দিলেন ২৩৮
 ধারামতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করা না গেলে,
 তিনি এই নকশার লিখিত তিনিমূলের প্রশস্ততা ও মাটার
 ধরিয়া এই নোটিসের লিখিত ঘর নির্মাণের কি পুনঃ-
 নির্মাণের কায্য চালাইতে পারিবেন।

কিন্তু সেই ঘরের নির্মাণ কি পুনঃ নির্মাণ যেন অন্য
 সকল বিষয়ে এই আইনের অনুযায়ী হয়।

২৪১ ধারা। ২৩৭ ধারার আদেশমত নোটিস না
 নোটিস প্রভৃতি না দিয়া কিবা আইনের বিধান-
 নের অন্যথায় ঘর গাঁথা-
 গেলে, কমিশ্যনররা
 যেরূপে উচিত বোধ করেন
 সেইরূপে তাহাদের তাহা
 পরিবর্ত্তন বা নষ্ট করিতে
 পারিবার কথা।

কিন্তু ২৩৯ ধারামতে নকশা পাঠাইবার আদেশ
 হইলে, এই নকশা অনুমোদিত হইবার পূর্বে, কিবা এই
 নকশা পাঠাইবার পর চৌদ্দ দিন অতীত হইবার পূর্বে,
 এই ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,

কিন্তু কমিশ্যনরদের অনুমতি না লইয়া ঘর গাঁথিতে
 আরম্ভ করা হইবে না, কমিশ্যনরদের এইরূপ আদেশ
 দিলে পর, উক্ত অনুমতি না লইয়া ঘর গাঁথা গেলে বা
 গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে;

কিন্তু কমিশ্যনররা মাটাম ও তিনিমূলের প্রশস্ততা,
 নিরূপণ করিয়া দিলে, তিনিমূলের অন্য মাটাম ও তিনিমূল
 ধরিয়া ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে;

কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে এই আইনের বিধানের
 বিক্ষেপ ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,
 কমিশ্যনরগণ যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে এই
 ঘর পরিবর্ত্তন বা নষ্ট করাইতে পারিবেন।

২৪২ ধারা। কোন নূতন ঘরের নকশা ও পাইথানার
 বন্দোবস্ত তদন্তে নিযুক্ত মূল-
 দখল করিতে দিবার
 পক্ষে নূতন ঘর অনুমো-
 দিত হইবার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদিগকে নোটিস
 না দিলে, কোন চালা ঘর
 কমিশ্যনরদের ওয়া-
 বীনে নূতন চালা ঘর
 বাধিবার কথা।

২৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদিগকে নোটিস
 না দিলে, কোন চালা ঘর
 কমিশ্যনরদের ওয়া-
 বীনে নূতন চালা ঘর
 বাধিবার কথা।

২৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদিগকে নোটিস
 না দিলে, কোন চালা ঘর
 কমিশ্যনরদের ওয়া-
 বীনে নূতন চালা ঘর
 বাধিবার কথা।

হইতে পারে, এবং বাটাম ধরিয়া ও অতি দিকট
যে রাস্তা থাকে তাহার বাটাম হইতে বেজে ফাল কপে
হই ফুট উচ্চ রাখিয়া এই ঘর বাঁধা যায়, কমিশ্যনরগণ
এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৪ ধারা। কমিশ্যনরগণকে মোটিস না দিয়া
কিছু কমিশ্যনরগণ বজ্রপে এই

মোটিস না দিয়া চালা ঘর কি চালা বাঁধিতে আজ্ঞা
ঘর বাঁধা গেলে তাহা
তালিয়া কলিবার আজ্ঞা
দবার অমতায় কথা।

চালা যে ভূমিতে বাঁধা গেল
কমিশ্যনরগণ সেই ভূমির স্বামিদিগকে ও চালা ঘরের
ও চালায় সখীলকারদিগকে এক মাসের মধ্যে এই ঘর
তালিয়া স্থানান্তর করিবার, কিম্বা তাহার বজ্রপে
তাহা পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধ করেন তজপে
পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চালাঘর প্রণী সম্পর্কে স্বাস্থ্যরক্ষার
উপায়াবলম্বনের কথা।

২৪৫ ধারা। মুনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন স্থানে

কমিশ্যনরগণের চালা চালাঘর প্রণী থাকিলে,
ঘর দেখিয়া মইতে পা-
বার কথা।

কিম্বা ঘনত্ব করিয়া বাঁধা
যাওয়াতে, কিম্বা জল বাহির
হইবার উপায় না থাকিতে ও স্থান পরিষ্কার করিয়া
রাখা অসম্ভব হওয়াতে এই ধারার বিধানের নিমিত্ত
যদিও যে গৃহস্থের সম্মুখ, কমিশ্যনরগণ দেখিয়া
কিম্বা উপযুক্ত ব্যক্তির রিপোর্ট দ্বারা ইহা সম্ভব
হইয়া উদ্ভাষিত হইলে, তাহার পুষ্টি জন
জাতকদের দ্বারা অসুস্থ পরিদর্শন করা হইতে পারিবেন।
তাহা রূপী স্বাস্থ্য সম্প্রদায় সেই ঘর প্রণীর অবস্থার
রিপোর্ট দিয়া নিবন্ধ এবং রোগের উচ্চ আশঙ্কা
নিবারণার্থে এই মতন ঘরের মধ্যে কোন ঘর উঠাইয়া
দেওয়া, কিম্বা কোন পথ ও নদী ও মলনাশ প্রস্তুত
করিয়া দেওয়া ও নিষ্কৃত করাট করিয়া দেওয়া উচিত
হইলে, সেই কথাও আশঙ্কমতে এই রিপোর্টে বিশেষ
করিয়া লিখিবেন।

২৪৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ এই রিপোর্ট পাইলে সম্ভা-

গত হইয়া এই চালা ঘর প্রণীর
স্বামিদিগকে কি সখীলকার-
দিগকে কিম্বা কমিশ্যনরগণের
কর্তৃক এই ঘর যে ভূমিতে

থাকে সেই ভূমির স্বামিকে কমিশ্যনরগণের নির্দেশিত
কোন সমস্ত সময়ের মধ্যে সেই রিপোর্টের নির্দিষ্ট
মতল কি কোন নাহা কিম্বা তাহার কোন অংশ
নিষাধ করিয়া সম্পাদন করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবেন; এবং উক্ত স্বামী বা স্বামিগণ সখীল-
কারের এই আজ্ঞা পালন না করিলে কমিশ্যনরগণ
নিজে প্রকৃপ মকল বা কোন কর্ম করাইতে পারিবেন।

২৪৭ ধারা। ইহার পূর্বে ধারামতে স্থানদের কি

সখীলকারদের প্রতি কোন কর্ম
করিবার আজ্ঞা হইলেও তাহা-
দের সেই কর্ম করিবার ক্রটি
প্রযুক্ত কমিশ্যনরগণ নিজে
সেই কর্ম সম্পাদন করিয়া

দিলে তাহাতে মত টাঙ্গা দরঃ হয়, কমিশ্যনরগণ তাহা

গত হইয়া এই টাঙ্গার দ্বারা ব্যক্তির স্থানে কিম্বা
করিয়া সেই টাঙ্গা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারি-
বেন; কিম্বা সেই ব্যক্তি উদ্যোগ প্রযুক্ত এই টাঙ্গা দিতে
পারেন না এমত জান করিলে, তাহার মুনিসিপল মত
হইতে সেই টাঙ্গা কি তাহার কোন অংশ দিবার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন।

২৪৮ ধারা। উক্তরূপ কোন ঘর তালিয়া ফেলা

গেলে এই চালা ঘরের মূল্যায়ন
চালাঘর বিক্রয় করিবার
অতঃপর বিক্রয় হইতে পারিলে
কথা।

কমিশ্যনরগণ এতোক ঘরের
মূল্যায়ন অতঃপর বিক্রয় করাটেন। তদ্বারা যে টাঙ্গা
পাওয়া যায় তাহা এই ঘরের স্বামিকে দেওয়া যাইবে।
স্বামিকে জানা না গেলে, কিম্বা স্বামিদিগকে বিষয়ে নিবন্ধ
হইলে, এই বিষয়ে যে ব্যক্তির স্থান থাকে তিনি মত
দিলে সেই টাঙ্গা পাইবার বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন
দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা না পান, কমিশ্যনরগণ
তত দিন সেই টাঙ্গা গচ্ছিত রাখিবেন।

আকারী ও পানীয় ও তৈলজ দ্রব্য বিক্রয়ের
বিধানের কথা।

২৪৯ ধারা। যে ব্যক্তি মুনিসিপালিটির মধ্যে মাংস

কি দ্রব্য প্রস্তুত কি মাছ
কি মাংসবর্জী বিক্রয় করিবার
এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মত-
ন করিবার কথা।

খান বা স্থানীয় কোন স্থানীয় কি
ইহার দ্বারা জন, কমিশ্যনরগণ যাহা উপযুক্ত বালা
জান করেন, তিনি এই স্থানের জন বাহির হইবার
এমত মনস্বী করিয়া দিবেন; এবং কমিশ্যনরগণ
আজ্ঞা করিলে সকল মেজাজে ও নন্দনায় পাঠরিক
পাকা ইট বা ইয়া দিবেন, এবং সেই স্থান কি কলাই-
খানা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক ভাবে রাখিবার জন্য
মত জলের প্রয়োজন হয়, তত জল যোগাইয়া দিবার
বিধান করিবেন।

২৫০ ধারা। যে জায়গা পীড়াজনক করা গিয়াছে

কিম্বা পীড়াজনক ও মনুষ্যদের
অসুস্থজনক আকারী
কি পানীয় দ্রব্য বিক্রয়ের
কথা।

কিম্বা পীড়াজনক ও মনুষ্যদের
অসুস্থজনক আকারী
কি পানীয় দ্রব্য বিক্রয়ের
কথা।

সেইদ্বারা পীড়াজনক ও মনুষ্যদের আকারের কি
পানীয় দ্রব্য পণ্য, মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক এমত বোধ করিলে,
তাহা বন্ধ করিয়া দিবার, ও আগনি দ্বারা উচিত বোধ
করিলে প্রযুক্ত তাহা করিবার আজ্ঞা দিবেন।

২৫১ ধারা। যাহা কি যুক্তী প্রভৃতি কি হাত কি হাট, মোকাম প্রভৃতিতে কমিশ্যনরগণের গিয়া দেখিবার এবং অস্বাস্থ্যজনক অবস্থার হইবার জন্য দেখান গেলে তাহা বহিরা লইয়া বার কয়বার কথা।

শাকসবজী কি শস্য কি কী কি যন্ত্রণা কি মন কি শরীর কি যাহা কি যি কিম্বা আহারীয় কি পানীয় অন্য জবাব বিক্রয়ের জন্য, কি কলাইখানা বলিয়া যে হাট কি বর কি মোকাম কি চালা প্রভৃতি স্থানের ব্যবহার হয়, কমিশ্যনরগণ কিম্বা এই কার্খার নিমিত্ত তাঁহাদের স্থানে কমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিতে পারিবেন; ও তাঁহার মধ্যে আহারীয় কি পানীয় উক্ত যে জবাব থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া ক্ষেপিতে পারিবেন। আর আহারীয় কি পানীয় পূর্বোক্ত কোন জবাব মনুষ্যের আহারের কি পানের নিমিত্ত রাখা হইয়াছে বলিয়া দেখা গেলে, ও আহারের কি পানের উপযুক্ত নয় বলিয়া দেখা গেলে, তাহা বহিরা লইতে পারিবেন।

ও কোন মাজিষ্ট্রেট সাংগে আহারীয় কি পানীয় উক্ত কোন জবাব মনুষ্যের আহারের কি পানের অনুপযুক্ত বোধ করিলে, তাহা নষ্ট করিতে কিম্বা এই জবাব যাহাতে বিক্রয় করণার্থে দেখান না যায় কি মনুষ্যের আহারার্থে ব্যবহার না হয়, তাহা লইয়া এমত অন্য কার্য করিতে আজ্ঞা দিবেন।

২৫২ ধারা। কমিশ্যনরগণের আফিসে রেজিস্টরী করি না গেলে ব্রিটিশ কাপ্তান-ইউরোপীয় ভৈষজ্য-ক্রয়াদি বিক্রয়ের মোকাম রেজিস্টরী করিবার কথা।

কোন দোকান বা স্থান স্থাপিত হইবে না। যে কোন ব্যক্তি এরূপ দোকান বা স্থান স্থাপনেন তিনি যদি এই ধারা প্রথম হইবার তারিখ অবধি অথবা এই স্থান স্থাপনের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে তাহা রেজিস্টরী না করেন, তবে তাঁহার একমত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি এরূপ দোকান বা স্থান রাখেন রেজিস্টরী করা গেলে কমিশ্যনরগণ তাঁহাকে একখান লাইসেন্স দিবেন, তিনি তাঁহার বাটার কোন মুদ্রাক্ষণ স্থানে তাহা দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে নিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধিতে পশ্চাত্তক কর্তৃক তার পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া নিম্নলিখিতরূপে লর্টিকিকেট না পাইলে কেহই উক্তরূপ কোন রেজিস্টরী করা মোকামে বা স্থানে কোন ভৈষজ্য জবাব সংযুক্ত, মিশ্রিত, প্রস্তুত, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

কিন্তু স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে সেই যন্ত্রের আদ্যমাত্র প্রকাশ করিবার পর হইতে মাস অতীত না হইলে এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের বিধান কার্যকর হইবে না।

ব্রিটিশ কাপ্তানোপিরায় গ্রাহ হউক বা না হউক, এতদ্ব্যতীত চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের ব্যবহৃত

ভৈষজ্য জবাব, উক্ত কাপ্তানোপিরায় গ্রাহ ভৈষজ্য জবাব যে মোকামে বা স্থানে ব্যবহৃতপ্রকৃতি প্রস্তুত হয় যদি উক্তরূপ কোন মোকামে বা স্থানে বিক্রীত না হয়, তবে উক্ত ভৈষজ্য জবাব বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার কোন কথা প্রযোজ্য বলিয়া কার্য করা যাইবে না।

২৫৩ ধারা। ভৈষজ্য জবাব বিক্রয় করিবার জন্য যে ভৈষজ্য জবাব দেখিবার স্থান রাখা হয়, কিম্বা যে স্থানে ভৈষজ্য জবাব বিক্রয় হইয়া থাকে, কমিশ্যনরগণ কিম্বা এতৎপক্ষে

তাঁহাদের স্থানে কমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিতে পারিবেন; ও সেই স্থানে যে ভৈষজ্য জবাব পাওয়া যায়, অন্য জবাবের সঙ্গে মিশাইয়া কিম্বা কালের বা জলনামুর গুণে শক্তিশীল ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া বা প্রকারান্তরে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার গুণ কমিয়া গিয়াছে কি তাহার কল পরি-বর্তন করিয়াছে কিম্বা তাহা অস্বাস্থ্যজনক হইয়াছে, তাহারা এমত সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে যে প্রকা-রের যে পরিমাণের জবাব ও তাহার তুল্যধিক যে মূল্য হয় এই কথা সম্বলিত রসীদ দিয়া এই জবাব লইয়া যাইতে পারিবেন। আর পূর্বোক্তমতে যে জবাব লইয়া যাওয়া যায় তাহা উক্তপ্রকারে অন্য জবাবের সঙ্গে মিশান হইয়াছে কিম্বা শক্তিশীল, অস্বাস্থ্যকর বা অপকৃষ্টতা-প্রাপ্ত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, এই জবাব নষ্ট করিবার কিম্বা সেই জবাব লইয়া যাহা করা উচিত বোধ করেন তাহা করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

উক্তপক্ষে যে ভৈষজ্য জবাব লইয়া যাওয়া গেল তাহা এই জবাব মিশ্রিত না হইলে পূর্বোক্তমতে শক্তিশীল, অস্বাস্থ্যকর বা অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় না, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের এমত বোধ হইলে, তাহার মোকাম কি স্থান হইতে এই জবাব লইয়া যাওয়া গিয়াছে, তাহার সেই জবাব কিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে, ও তাহার যথার্থই যত হানি হইয়াছে তাহার অনধিক যত টাকাত্ত এই ব্যক্তির হানিপূরণ হইতে পারে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পূর্বোক্তমতে যে ভৈষজ্য জবাব লইয়া যাওয়া গেল, তাহা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না গেলে, তাহার মোকাম কি স্থান হইতে বাহির করিয়া লওয়া গেল তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে; ও সেই জবাব লইয়া যাওয়াতে তাহার যথার্থই যত হানি হইয়া থাকে, তাহার সেই হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে।

কবরস্থানের ও অশ্মশানের কথা।

২৫৪ ধারা। কবর স্থান কি শবদাহ করিবার স্থান বলিয়া যেই স্থানের ব্যবহার হইয়া থাকে, ২২২ ধারার বিধান-মতে এই ধারা ও ইহার পশ্চাত্তক দুইটি ধারা প্রচলিত করা যাই-বার তারিখ অবধি তিনি মাসের মধ্যে, কমিশ্যনরগণের আফিসে সেইই স্থানের

উক্ত যে বাবনামি স্থাপন করিবার কি চালাই-
বর অভিপ্রায় থাকে, তাহা প্রতিবাসিনের কিম্বা
তদ্বিকট স্থানে নিয়ত যাতায়াতকারিদের কষ্টকর কি
অশঙ্ক,অনক, কষ্টগানরদের এমত জ্ঞান করিবার কারণ
না থাকিলে, তাঁহারী প্রে লাইসেন্স দিতে অসম্মত হই-
লেন না।

কমিশানদেরা এ লাইসেন্স সঞ্চার্ক ও উহা যতন
করিয়া লইবার সঞ্চার্ক নী আদায় করিতে ও যে নিয়ম
আদ্যাক জাম করেন ধার্য করিতে পারিবেন।

୨୭୨ ଧାରା । ୨୭୨ ଧାରାଗଡ଼ (ଏ ହାତର ଲାଡ଼େମଞ୍ଜୁ)

কোমর খুলে কপাট
খান্ডা ও জালকা ও দুর্গজ
ভলক বাবায় বসু করণ
বিস্ময়ে কমিশান-দের
অজ্ঞা কতিতে পাতিবার
কথা।

তাঁহারা এই স্বাধীনতা সংগ্রাম-
কারকে মোটামুটি দেখি এই মোটিমেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইত।
নাসেব মনো এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইত।
অতীত ইতিহাসে দেখা যায়।

১৯৩৩ সাল। কলিকাতার কলকাতা কলেজের
লাইব্রেরি থেকে
কলিকাতা কলেজের
কলিকাতা কলেজের
কলিকাতা কলেজের
কলিকাতা কলেজের
কলিকাতা কলেজের
কলিকাতা কলেজের
কলিকাতা কলেজের

कमिशनर महोदय के नाम पर आदरपूर्वक निवेदन
आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं आपका निवेदन पढ़ने के लिए
कमिशनर महोदय के कार्यालय में आया था। मैंने
आपका निवेदन पढ़ा है। मैंने आपका निवेदन
आपका निवेदन पढ़ा है। मैंने आपका निवेदन
आपका निवेदन पढ़ा है। मैंने आपका निवेदन

কমিটিসমূহের সমস্ত কার্যক্রম নিয়মিত ভিত্তিতে সম্পন্ন
করেন এবং পিএনডি প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে
উন্নয়ন প্রতিবেদন দিতে পারবেন।

১৬৪ শাখা। কমিটি নারায়ণ চৌধুরী ও গণাদি পাণ্ডা-
 বীর সরকারী কলিকাতা
 কমিশানবদেব সব-
 কারী আন্তা বালক সমান
 কতিবে পারিবার কথা।
 বেন মে, তাঁকারা সভাগত
 ছইয়া যে সীমা নির্দেশ করেন, সেই সীমার মধ্যে বারমাস
 বা কারবারের নিমিত্ত দশটির অধিক খোড়া ও গণাদি
 কেহ এই সরকারী আন্তা বালক পূর্ন শাখাতে লাইসেন্স
 প্রাপ্ত স্থান ছাড়া অন্যত্র রাখিবেন না।

উক্ত সরকারী আন্দোল বাবহার্য কৃষিশান্নের
 ধারণ উচিত বোধ করেন, সেইরূপ যুক্তিমত কৌশলে
 পালিবেন।

২৬৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা যে সীমা নিরূপণ
 শুরুরেই খোঁয়াড় করেন কোন ব্যক্তি সেই
 সীমার মধ্যে শুরুরের খোঁয়াড়
 রাখিবার নিয়মের কথা। উপযুক্ত দেওয়াল কি বেড়া দিয়া
 পথ চটতে আরম্ভ না করিয়া পথের পার্শ্বে বা নিকটে
 এই খোঁয়াড় রাখিবেন না, ও কমিশ্যনরদের লিখিত অনু-
 বত্তি না পাইলে, সেই সীমার মধ্যে কোন স্থানে দশটার

অনিক শূকর কি বিষ্ঠার অধিক যেদকি হাণল
রাখিতে ছইবে না।

তদুপায় অনুমতি দেওয়ার কল: কমিশনারের। বৎসর দুই টাকার অতিরিক্ত ফী লইতে পারিবেন ও সেই অনুমতি সম্পর্কে যেকোন নিয়ম করা আবশ্যিক বোধ করেন তাহা বাধ্য করিত পারিবেন।

महेश्वर कथा ।

১৯৬৬ খ্রিঃ। কোন ব্যক্তি মুন্সিপুর জেলার মধ্যে
পাইখানা দুটি হইতে
বন্ধনা করিয়া রাখিয়া
কথা।
পাইখানা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫
খ্রিঃ অব্দে মতে তাহা লোক
দেব দুটি হইতে বন্ধনা করিয়া
দিলে তাঁহার দিগ্‌টাকার অ-
সিদ্ধি কার্য হইতে পাইবে।

[illegible]

১৯৮৮ খ্রিঃ। রাহুল, পক্ষী, মৎস্য বা চরকারী বিজ্ঞানের কোন স্থান বা পেশার কল্যাণ-পালন করিবার কথা। থানার ১৯৯০ খ্রিঃ। তারিখের কোন হিসাবে পোষ জাতিক ও বিশিষ্ট হন। কয় না। হয় এমনত বিজ্ঞানের মধ্যে সেট পোষের প্রতিকার করিতে হইবে বলিয়া কল্যাণের-এক সপ্ত মাস প্রতিকার আশীষে এ সম্মিলকভাবে নিউজপারকে নোটিস দিলেও তিনি এই বিষয়ে কতিপয়দিনে, যে নোটিসের বিরোধী আনিত হইবার পর সেট মোস যত দিন চলেই থাকে, নিম্ন প্রতি এই ব্যক্তির বিরোধীকার আনয়িত করিয়াও হইতে পারিলে।

২৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তি জল যাইবার পথ করণার্থে
কোন বাইবার জমা
কিন্তু কাটিবার কথা।
বিশ্বা অন্য কোন কার্য নিষিদ্ধ
বিশ্বাসনরদের অসুখমতি ব্যক্তি-
রেকে কোন সরকারী রাস্তা বা
সাঁপারনের গমনাগমনের পথ খুঁড়িলে বা কাটিলে তাঁহার
পাঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং
সরকারী রাস্তার বা সাঁপারনের গমনাগমনের পথে
তদ্বারী বা তৎপক্ষে যে কোন খাত করা হয়, তাহা
সুত্রীতে যে খরচ পাড়ে তাহাও তাঁহার দিতে হইবে।

২৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে,
(১) কমিশনারদের অজুমতি না লইয়া কমিশনার-
দের কোন পথে কোন মল বা
মলখালয় জঙ্গাল ফে-
লবার কথা।
দুর্গত্ব হ্রবা ফেলিলে বা রাখিলে,
কিবা জা'ান চাকরদিগকে
ফলিতে বা রাখিত দিলে, কিবা ঐহাদের কোন

লনালার কি নর্দমার কিম্বা উৎসংযুক্ত কোন নর্দমার ট বা ভগ্নাংশ বা মল বা তর্জক দ্রব্য ফেলিলে বা রাখিলে, কিম্বা চাকরদিগকে ফেলিতে বা রাখিতে বলিলে; কিম্বা

(২) আপনাতঃ কিম্বা আপন ভূমিগত কোন নর্দমার মলমালা প্রভৃতির জল বা মলমালা বা গলিঅকুণ্ডের জল বা অন্য তর্জক দ্রব্য কোন পথে গড়াইতে বা পাড়িতে বা ফেলিতে বা রাখিতে দিলে, কিম্বা অন্যের দ্বারা পথের ধারের কোন খোলা নর্দমার কোন তর্জকদ্রব্য গড়াইতে বা পাড়িতে বা ফেলিতে দিলে বা তাহার কারণ হইলে; কিম্বা

(৩) ২৩০ বা ২৩১ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে মল মুক্ত ভাগ করিবার স্থান কিম্বা মুক্তাগার বা গলিঅকুণ্ড বা যত্নের নর্দমা বা পাইখানা প্রস্তুত করিলে; কিম্বা

(৪) কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি না লইয়া ২৩১ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কোন স্থান কি গলিঅকুণ্ড কি পুকুর কি গলি খুঁড়িলে বা করিলে কিম্বা খোঁড়াইলে বা করাইলে কিম্বা খুঁড়িতে বা করিতে দিলে;

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭১ ধারা। কমিশ্যনরদের ২০৫ নিম্ন ২৩০ বা ২৩১ ধারার বিধানমত আদেশপত্র দিলে, মুনিসিপালিটির অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি উক্তসমূহে কাঁচা করিতে ত্রুটি করেন, তাঁহার ঐকম প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পঁচিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ আদেশপত্র তাঁহার উপর জারী হইবার পর যত দিন ত্রুটি করিতে থাকেন, দিন প্রতি তাঁহার আর পঁচিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে,

(১) এই আইনের দ্বারা কমিশ্যনরদের প্রতি যে মল-নালার কি নর্দমা আপন করা গেল কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি পূর্বে না লইয়া উক্তসমূহ জলাদি পড়িবার কোন নর্দমা নির্মাণ করিলে বা করাইলে, কিম্বা পরিবর্তন করিলে বা করাইলে; কিম্বা

(২) কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও বিধানের বিপরীতে কিম্বা এই আইনের বিধানের বিপরীতে কোন আঁখা নর্দমা কি পাইখানা কি গলিঅকুণ্ড করিলে; কিম্বা কমিশ্যনরদের যে নর্দমা কি পাইখানা কি গলিঅকুণ্ড নষ্ট কি বন্ধ করিতে কি প্রস্তুত না করিতে আজ্ঞা করিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি বিনা তাহা নির্মাণ করিলে কি পুনরায় গাঁথিলে দিলে কি খুলিয়া দিলে;

ঐকম প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে,

(১) ২৩৫ বা ২৪১ ধারার বিধানের বিপরীতে কোন যন্ত্র গাঁথিতে কি ভাঙিতে কি পরিবর্তন করিতে কি সারাইয়া দিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা

২৪২ ধারার বিধানের বিপরীতে প্রকার দখলে কোন যন্ত্র দিলে, কিম্বা লিখিত অনুমতি না পাওয়া তত্কার কি অন্য প্রকারের বেড়া কি ভারা বাঁধিলে, কিম্বা অনুমতি পাওয়া তত্কার কি অন্য প্রকারের সেই বেড়া না দিলে কিম্বা খাড়া বা উপযুক্ত অবস্থার না রাখিলে, কিম্বা তত্কার কি অন্য প্রকারের সেই বেড়া যতদূর থাকে, ততদূর রাখিতে তথ্য উপযুক্তমতে আদেশ দিয়া না রাখিলে, কিম্বা কমিশ্যনরদের স্থানে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা পাইলে, আটদিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া না ফেলিলে; কিম্বা

(২) ২৬১ বা ২৬৩ ধারার নির্দিষ্ট কোন কার্যের নিমিত্ত লাইসেন্স বিনা কোন স্থান ব্যবহার করিলে; কিম্বা

(৩) ২৬১ বা ২৬৩ ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ২৬১ ও ২৬৩ ধারামত চইয়া ঐ লাইসেন্সের নিয়ম তত্ত্ব করিলে; কিম্বা

(৪) ২৬৪ ধারামতে আজ্ঞা দেওয়া গেলেনার এ আজ্ঞার বিপরীতে নগরীর অধিক ঘোড়া বা গাভী রাখিলে;

(৫) ২৬৫ ধারার বিধানের বিপরীতে কোন শূকরের খোঁয়াড় কিম্বা শূকর বা মেঘ বা ছাগল রাখিলে,

ঐকম প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; এবং তাঁহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইবার পর যত দিন অপরাধ হইতে থাকে, দিন প্রতি তাঁহার আর মল টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭৪ ধারা। কবরস্থান বা স্থান বনিয়া যে ভূমি রেজিস্ট্রী করা হয় নাই, ২৪৭ ধারার লিখিত সত্ত্ব গত হইলে পর মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সেই ভূমিতে শব কবর দিলে বা দাফ করিলে কিম্বা কবর দেওয়াইলে কি দাফ করাইলে, কিম্বা কবর নিবার বা দাফ করিবার প্রস্তুতি দিলে, কিম্বা অন্যকে কবর দিতে কি দাফ করিতে দিলে, তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭৫ ধারা। ২৫০ ধারার যে প্রকারের স্থানের কথা আছে, মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রী না করা হইয়া সেই স্থানের ব্যবহার করিলে, তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর

২৭৬ ধারা। ২৫০ ধারার যে প্রকারের স্থানের কথা আছে, মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রী না করা হইয়া সেই স্থানের ব্যবহার করিলে, তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর

আর যতদিনই অপরাধ করিতে থাকেন, দিন প্রতি তাঁহার আর বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭৬ ধারার। মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি ২৭২

ধারার নটিকিট নাই ধারা (১) প্রকরণের লিখিত
এরূপ কোন ব্যক্তির সটিকিটের নীতি হইয়া কোন
তৈয়্যার জন্য বিতরণ রেজিস্ট্রী করা মোকামে বা
করিবার কথা।

যুক্ত, সজ্জিত, প্রস্তুত বা বিক্রয়
করিলে, যদি সাজিষ্ট্রেটের নিকটে অপরাধ লম্বয় হয়
তবে এতদ্বারা অপরাধের নিষিদ্ধ তাঁহার শাস্ত্যাজ্ঞা টাকার
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; এবং উক্তরূপ কোন
মোকামের বা স্থানের স্বামী বা দখলকার বা ব্রহ্মক
বাহার এই প্রকার সটিকিট নাই, এরূপ কোন ব্যক্তিকে
উক্তরূপ এক বা অধিক কর্তব্য করিতে নিযুক্ত করিলে,
যদি সাজিষ্ট্রেটের নিকটে অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে
তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে
ও তদতিরিক্ত সাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাঁহার
লাইসেন্স রহিত হইতে পারিবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্টে কলিকাতা গেজেটে সেই সাজিষ্ট্রেট
আপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয় মাস অতীত না
হইলে এই ধারার বিধান কার্যকর হইবে না।

২৭৭ ধারা। ২৬২ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরেরা

২৬২ ধারার নটিকিট নাই ধারা (১) প্রকরণের লিখিত
এরূপ কোন ব্যক্তির সটিকিটের নীতি হইয়া কোন
তৈয়্যার জন্য বিতরণ রেজিস্ট্রী করা মোকামে বা
করিবার কথা।

যুক্ত, সজ্জিত, প্রস্তুত বা বিক্রয়
করিলে, যদি সাজিষ্ট্রেটের নিকটে অপরাধ লম্বয় হয়
তবে এতদ্বারা অপরাধের নিষিদ্ধ তাঁহার শাস্ত্যাজ্ঞা টাকার
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; এবং উক্তরূপ কোন
মোকামের বা স্থানের স্বামী বা দখলকার বা ব্রহ্মক
বাহার এই প্রকার সটিকিট নাই, এরূপ কোন ব্যক্তিকে
উক্তরূপ এক বা অধিক কর্তব্য করিতে নিযুক্ত করিলে,
যদি সাজিষ্ট্রেটের নিকটে অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে
তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে
ও তদতিরিক্ত সাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাঁহার
লাইসেন্স রহিত হইতে পারিবে।

২৭৮ ধারা। যে কাষের নিষিদ্ধ লাইসেন্স লইবার
লাইসেন্স অর্গত গ্রাফি-
বাং কি রহিত করিবার
কথা।

এবং এই ব্যক্তির দ্বিতীয়বার কিম্বা তাহার পর আর
কোন গময়ে উক্ত অপরাধ নিষিদ্ধ হইলে কমিশ্যনরেরা
তাঁহার লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জল যোগাইবার বিধি।

২৭৯ ধারা। কোন মুনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদ-
জলের রেট বসাইবার
কথা।

২৮০ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮১ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮২ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৩ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৪ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৫ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৬ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৭ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৮ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৮৯ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯০ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯১ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯২ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৩ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৪ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৫ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৬ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৭ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৮ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

২৯৯ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

৩০০ ধারা। এই আইনের ধর্ম পরিচ্ছেদের বিধান

এ নোটিস যে তারিখে কমিশানরদের আকিসে দেওয়া যায়, এই ধারার কার্যপক্ষে সেই তারিখ অবধি যত বা জমী খালী হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৮৪ ধারা। যত কি ভূমি খালী হইলে পর কোন ভিন্ন মাসের মধ্যে প্রজ্ঞা আটলে, এই ধারার পুনরায় প্রজ্ঞা আটলে জলের রেট দিতে হইবার কথা।
উক্ত পুরা তিন মাস প্রজ্ঞার মধ্যে থাকিলে যে জলের রেট দিতে হইত, তাহার চতুর্থাংশ হিসাবে টাকা ও অবশিষ্ট কালের জন্য পুরা রেট প্রজ্ঞার তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইবে।

উক্ত যত বা ভূমি পুরা তিন মাস প্রজ্ঞার মধ্যে থাকিলে জলের যে রেট দিতে হইত, তাহার চতুর্থাংশ উক্ত প্রজ্ঞা ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু প্রজ্ঞারান্তরে স্থায়ির স্থানে আদায় করিতে পারিবে।

২৮৫ ধারা। যে ব্যক্তি স্থায়ির স্থানে যত বা ভূমি ভাড়া করিয়া লয়, তিনি এই ধারার বিধি অনুসারে ভূমি দ্রুত বা তদনুসারে ব্যক্তিক পদ্ধতি রূপে ভাড়া দিলে, যে ব্যক্তি স্থায়ির স্থানে লয় তাহাকে এট পনিফে দর কাঁয়া পক্ষে এই ভূমির প্রজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

২৮৬ ধারা। ৩১২, ৩১৩ ও ৩১৪ ধারার বিধান এট পনিফে দর অনুসারে থাকিবে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে না থাকিলে স্থায়ী উক্ত কএক ধারার মধ্যে জলের যে রেট আদায় করিতে পারিবে, কোন মখলকার প্রজ্ঞার স্থানে তাহার চার ভাগের তিন ভাগের অধিক আদায় করিতে পারিবে না।

২৮৭ ধারা। যে কোন মুনিসিপালীটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করা যাইবে, সেই মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কমিশানরগণ জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন। তদন্থে প্রধানত সকল রাস্তায় জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ছোট যত জল ও যত পুষ্করী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কাঁয়া করা আবশ্যিক, তাহা প্রস্তুত করা যাইবে; ও যত কল থাকিলে নগরবাসিন্দা গৃহকাঁয়ার নিমিত্ত সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায় তত দাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবে।

২৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তি যোড়া প্রভৃতি কোন জল বা গৃহকাঁয়া নাথাকি গাড়ী বিক্রয় করিবার কি বলি না করত্যাগ করিবে। তাহা দিবার জন্য রাখিলে সেই জল নিমিত্ত কি গাড়ী পুষ্করীর নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি কাঁয়াখানার কি কার্খের কিম্বা বাগানে কি পথে ভিটাইয়া দিবার নিমিত্ত কিম্বা কোন প্রকারের শোভা কি কোন নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহ কাঁয়ার জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যত যাইবে না।

২৮৯ ধারা। ব্যবহার করিবার ছোট ও বড় জল কিরূপ চাপ দিয়া জল রাখিতে হইবে ও কোথায় যতবার এরূপ চাপ থাকিবে, ইহা সভাগত

কমিশানরগণ নিরূপণ করিবেন; এবং এই ধারার মধ্যে যে কোন বিধি করা যায়, তাহা কমিশানরগণ যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে প্রকাশ করা যাইবে; ও সভাগত কমিশানরগণের অনুমতি বিনা তাহা পরিবর্তন করা যাইবে না।

২৯০ ধারা। সভাগত কমিশানরগণ মুনিসিপালিটির অন্তর্গত যত সমূহ জল যোগাযোগের নল যত বড় ইয়া দিতে হইবে করিলে, ইহার হইবে তাহার কথা ও পূর্বে জলের যে রেটের কথা যতবার খরচে তাহা লেখা গেল, তোল ব্যক্তি সেই রেট দিলে তাহার গৃহ কাঁয়ার নিমিত্ত সভাগত যত জলের প্রয়োজন, কমিশানরগণের জলের নলের সঙ্গে নল যোগনা করাইয়া তাহার যত কি ভাঙিতে তত জল আনা হইবার আদায় থাকিবে।

বিলম্ব এই যত কি ভূমি যত দিন খালী থাকে, কমিশানরগণ তত দিন তাহার জল সম্প্রদায় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কোন যোজনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে যতের মধ্যে নল প্রভৃতি যে সময় সংযুক্ত থাকে তাহা যে প্রকারের ও বড় ও যে প্রকারে নিমিত্ত হইবে কমিশানরগণ তাহা স্থির ও অনুমোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি চাহেন তাহারই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিওয়া যাইবে।

২৯১ ধারা। কোন যত কি ভূমিতে জল আনা হইবার মধ্যে কমিশানরগণের নলের সঙ্গে যে নল সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য যে সাজসজ্জায় থাকে এবং যতের কি ভূমির মধ্যে যে নল ও কল ও সাজসজ্জায় থাকে তাহা সর্বদাই কমিশানরগণের তত্ত্বাধীনে ও সতর্কতায় করা যাইবে।

গিনি জল পাইতে চাহেন তিনি কমিশানরগণের সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশানরগণ যত খরচ নির্দ্ধা করেন তদনুসারে কমিশানরগণের চাকরেরা ও কর্মচারকেরা এই নল সংযোগ করা ইহা ও তৎসংক্রান্ত অন্য কাঁয়া ও সাজসজ্জায় করাটায় দিতে পারিবেন; ও সেই কাঁয়া করিবার জন্য যত টাকা আবশ্যিক হয় কমিশানরগণ এই নল করিবার পূর্বে তত টাকা দিবার কি গচ্ছিত করিবার আদায় দিতে পারিবেন।

জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে, এই খরচের চার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

২৯২ ধারা। পূর্বে ক্রমে যে যত কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার ব্যতীত যত প্রবেশ মধ্যে জল যোগাইবার সকল করিবার ক্ষমতার কথা। নল ও অন্যান্য কল ও সাজসজ্জায় দেখিবার নিমিত্ত, ও অকার্যে জল নষ্ট না হয় কিম্বা তাহার অবশ্য ব্যবহার না হয় ইহা দেখিবার

লইবার জন্য, কমিশ্যনরগণ যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বাঙ্ক ৭ খণ্ডের ও অপরাঙ্ক ৫ খণ্ডের মধ্যে কোন সময়ে এই ঘরে কি ভূমিতে বাইতে পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্যের নিমিত্ত এই কার্যকারককে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাঁটবার অনুমতি না দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্বোক্তমতে তাঁহার সেই বিষয় দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কমিশ্যনরগণ তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত কোন ব্যতীরা কোন অন্তঃপুরে কি জীলোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপনীয় জ্ঞান কর্তব্য থাকে অত্যান চার খণ্ডে থাকিতে নোটিস না দিয়া তৎক্ষণাৎ কাছাকেও প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না।

২১৩ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার নল বেমেয়ামত হইলে যেন লিখিত অন্য কল কি সাজ-কমিশ্যনরগণের জল বন্ধ করিয়া থাকে কমিশ্যনরগণের করিতে পারিবেন কথা। কোন কার্যকারক এতৎ পক্ষে ক্ষমতা পাঠিয়া কোন সময়ে সেহ নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করিয়া তাঁহা এত দূর বেমেয়ামত হইয়াছে যে জল বন্ধ হইতে হয় ইহা জানিতে পারিলে, কমিশ্যনরগণ অত্যান চার খণ্ডে থাকিতে নোটিস লিখিয়া দিয়া এই ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ও বন্ধ করিয়া দিবার পরে এই ঘরের কি ভূমির প্রজার স্থানে লিখিত পারিবেন।

২১৪ ধারা। ঘরের বাঁশ কন্ডের নিমিত্ত বড় জলের প্রয়োজন, তাহা চড়া অন্য ব্যবসায়ের নিমিত্ত জল কাছার নিমিত্ত তাহাও জল যোগাইবার কথা। পারমাপক যন্ত্রদ্বারা জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া যত বড় ও যেহ প্রকারের নল প্রভৃতি ও যন্ত্রাদি বসেন, সেই প্রকারের তত বড় নলপ্রভৃতি বসাইবেন কি না ইহা দিবে।

২১৫ ধারা। ঘরের প্রজা এই ঘরের জন্য জলের রেট বাবদ কমিশ্যনরগণকে যত গৃহকাছার নিমিত্ত গৃহস্থের কিংবাপরিমিত জল পাইবার অধিকারের কথা। পারমাপক যন্ত্রদ্বারা জল যোগাইয়া দেওয়া হইবে ইহা কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া স্থির করিতে পারিবেন।

পূর্বোক্তমতে গৃহস্থের যত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন, তাহার আপনাদেহ খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া এই ঘরসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোগা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্বোক্তমতে প্রজার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তৎক্ষণাৎ কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া যে হার স্থির করেন সেই হারে টাকা দিতে হইবে।

২১৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাইখানায় ও পাইখানার জন্য ক-শৌচস্থানে শ্রেষ্ঠাধারে পরি-মিশ্যনরগণের পরিষ্কৃত কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন; এবং তাঁহারা আ-পরিবার কথা। দেশ করিতে পারিবেন যে, যে সকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে

পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দেওয়া যায় তাহার জলাধার দিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগা করা দেওয়া যায় তাহার স্থানির খরচে এই সকল জলাধার দিতে হইবে।

২১৭ ধারা। পূর্বোক্ত জলের রেট যেহ সময়ে দেওয়া উচিত, কোন ব্যক্তি জল পাঠ-রেট দিবার কটি হইলে সেও উক্ত কোন সময়ে এই রেট জল বন্ধ করিতে পারিবেন দিতে, কিম্বা গৃহকাছা চাড়া অন্য কার্যের নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্য খরচার দায়িত্ব হইলে পর তাহা দিতে ক্রটি করিলে, যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত এই রেট কি দাঁড়ি টাকা দেওয়া হয়, কমিশ্যনরগণ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির স্থানে জল বন্ধ করিবার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বসিলে, এই জলসম্প্রদায় বন্ধ ও ওয়াইতেই তিনি সেই দণ্ড কি দায় হইতে নিষ্কৃত পারিবেন না।

২১৮ ধারা। এই পরিষ্কৃতমতে কমিশ্যনরগণ কোন ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া দিলে পর, মজলকার বা প্রজার শৈথিল্য হেতুক কিম্বা অন্য যে ভাবগতিকের উপর তাহার বন্ধ হইতে পারে এমন ভাবগতিক হেতুক জল নষ্ট হইলে, কিম্বা যেন লিখিত কল কি সাজসরঞ্জাম দ্বারা এই ঘরের কি ভূমির জলসম্প্রদায় হয় তাহা এত দূর বেমেয়ামত হইয়াছে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে, তাহার ২০ চাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২১৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ যে জল যোগাইয়া দেন কোন ব্যক্তি প্রকারান্তরে সেই জল নষ্ট করাইলে তাহার পাঁচ চাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩০০ ধারা। কোন ব্যক্তি মুন্সিপালিটীর সীমার মধ্যে বাস না করিলেও, কমিশ্যনরগণ ইচ্ছা করিলে কোন সভায় তাঁহার গৃহকাছার নিমিত্ত সময়ে জল দিবার যেহ নিয়ম নির্দেশ করেন সেই নিয়মানুসারে এই ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা তাঁহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কমিশানরগণ যে জলসম্প্রদায়ের বিধান করেন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি না পাইয়া মুন্সিপালিটীর সীমার বাহিরে খরচ করিবার জন্যে সেই জল লইলে কি আশীর্বাদ, তাঁহার পঞ্চাল টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩০১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল ধোঁগাইবার নিমিত্ত কমিশানরগণের জলের নলের সঙ্গে নল সংযোগ করিবার অনুমতি দেওয়ার পূর্বে, কমিশানরগণ তদর্থে নিযুক্ত কোন কাধিকারকের দ্বারা সেই ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত সকল কাধা ও নল ও সাজসরঞ্জাম দেখিয়া লইতে পারিবেন।

সে ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার আর্থনা করেন ঐ দেখিয়া দেওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশানরগণ সভা করিয়া সময়ে যে ঘর নিরীক্ষা করেন সেই হারানুসারে ঐ খরচ দিতে হইবে।

ও সেই কাধা ও নল ও সাজসরঞ্জাম উন্মুক্তগেঁড়া গিয়াছে ও সম্ভাব্যমতে বগান গিয়াছে ঐ কাধাকারক যতকাল এই মর্মেণ্ডর সর্টিফিকেট না দেন, তত কাল কমিশানরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার অনুমতি হইবে না।

৩০২ ধারা। কমিশানরগণের নলের সঙ্গে কল বা নল সংযোগ করণ ও কোন রাজপথে কি লোকদের গমনীয় পথের নীচে জল ধোঁগাইবার নল বসানোর কাহা কমিশানরগণের উৎপাদক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাধিকারক তির অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে না।

ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে আর্থনা করেন, ঐ কাধার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশানরগণ সভা করিয়া সময়ে যে ঘর নিরীক্ষা করেন ঐ খরচ সেই হারানুসারে দেওয়া হইবে।

৩০৩ ধারা। উক্ত কমিশানরগণের জলের কল কিছা জল আটকাইয়া কি অন্যস্থ করাইবার কথা। জলের কল হইতে, কিছা যে জল কি শ্রোতহইতে ঐ কলের জল পাওয়া যায়, তাহা হইতে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে জল নিষ্কৃত করাইয়া দিলে কি বাহির করাইলে কি অন্যস্থ করিলে কি গ্রহণ করিলে তাহার এক শও টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩০৪ ধারা। স্বামী আপনার ঘরে জল আনাটবার উপক্রম করিলে প্রজার নিকট ঐ কর্মের খরচের দেওরা ও অনুমানপত্র ন পাঠাইলে, কিছা প্রজা ঐ কর্ম করিবার উপক্রম করিলে স্বামীর নিকট ঐ কর্মের খরচে দেওরা ও অনুমানপত্র না পাঠাইলে, সেই কর্মের তারত্ব হইবে না।

৩০৫ ধারা। প্রকারান্তরের বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকিলে, কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী উক্ত ঘরে কি ভূমিতে জল আনাটবার কাহা সকল উপযুক্তমতে সারাইয়া রাখিবার খরচ দিবেন।

কিছু উক্ত ঘর কি ভূমি যে মুন্সিপালিটীর মধ্যে থাকে তথায় ঐ পরিচ্ছন্ন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে পাট্টা লিখিয়া দেওয়া যায় তদনুসারে উক্ত পত্রের যেরূপ থাকে এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

৩০৬ ধারা। সাধারণের ব্যবহায়া সকল পুকুরিনী পুকুরিনী প্রভৃতি কল ও জলাশয় ও জলাধার ও কল ও গরখানা ও নাল ও মৃত্তক ও নল ও কল ও কলের অন্য সকল কাধা, কমিশানরগণের খরচে কিছা প্রকারান্তরেও করা কি বসান কি নিয়াম করা গেলে, ঐ পুকুরিনী প্রভৃতি ও উৎসঙ্গীয় কি উৎসঙ্গীয় সকল কল ও কোচা ও কল ও বিঘর ও সজ্জা ও প্রবা ও সাধারণের ব্যবহায়া পুকুরিনী সংক্রান্ত পাণ্ডিত্য যে ভূমি কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে নয় সেই ভূমি কমিশানরগণের অধিকার হইবে।

৩০৭ ধারা। জলের বেচ এবং জল ধোঁগাওনের কথা। উৎসঙ্গীয় কাধা কর-রে দ্বারা যে সকল ঢাকা জলাশয় তথ্য কি পাওয়া যায় কিছা লিপ্যন্তর যার এবং জল যোগাওনের সম্প্রদায় কিছা উৎসঙ্গীয় শোম বিষয়ের নিমিত্ত যে সকল জলাশয় আদান কর, উক্ত কমিশানরগণ সেই সকল ঢাকা সইয়া উক্ত জলাশয় প্রাপ্ত কাহা প্রাপ্ত করিবার ও বাড়িয়া দিবার ও সারাইয়া রাখিবার খরচ নোম করিবেন, ও উক্ত জলাশয় কাধার নিমিত্ত যে ঢাকা কল লগিয়া যার তাহার মূল দিবেন, ও উৎসঙ্গীয় কল কিছা কল ধোঁগাওন সম্প্রদায় অন্য কাধার নিমিত্ত যে কল লগিয়া যার সেই কল নোম করিবেন।

অফিস পরিচ্ছন্ন

গািলের আলো নিবারণ বিধি।

৩০৮ ধারা। যে কোন মুন্সিপালিটীতে ২০০ ধারার বিধানমতে ঐ পরিচ্ছন্ন আলো নিবারণ বিষয়ের বসান যার, সেই মুন্সিপালিটীর অধিনায়ক স্থান বিশেষের কোন অংশে পূর্বে গািলের আলো দেওয়া যাউক কি না যাউক মুন্সিপাল কমিশানরগণ ঐ আলো অংশের সীমা নিরূপণ করিবার জন্যে অধিদেপার্ম করিয়া সেই সীমা নিরূপণ করিলে পর, তখনো যে নিয়মমতে গািলের আলো দিবার প্রস্তাব করেন সময়ে তাহার পাটুলিপি প্রাপ্ত করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতি পাওয়ার জন্যে তদনুসারে অর্থন কাহাও পাঠাইবে। স্থানীয়

গবর্ণমেন্টে কলিকাতা গেজেটে এক মাস সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হইবে। কমিশনারেরাও মুনিসিপালিটির মধ্যে দেশীয় ভাষায় সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হইবে। প্রকাশ করা গেলে পর, ও তদ্বিষয়ের কোন আপত্তি হইলে কিম্বা তাহার কোন অংশ পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব হইলে তাহা বিবেচনা করিলে পর এই পাণ্ডুলিপিমাতে আশী দিবার প্রস্তাব উপযুক্ত ন হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে তাহা প্রকাশ্যমতে আনিবে। এই পাণ্ডুলিপিমাতে কার্য হইবার অকৃত্রিম দিতে পারিবে, কিম্বা অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবে, কিম্বা বিশেষ কোনও বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে এই পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন করিবার জন্য মুনিসিপাল কমিশনারদিগকে ক্ষমতা দিয়া দিতে পারিবে ও পরিবর্তন করা গেলে পর সেই পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অনুমতি দিতে পারিবে। কোন পাণ্ডুলিপিমাতে অনুমতি দিলে পর স্থানীয় গবর্ণমেন্টে কলিকাতা গেজেটে এক মাস প্রকাশ করিবে ও সেই পাণ্ডুলিপিমাতে সম্মত হইলে তাহাও সেই সময়ে এই গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

৩০২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ইচ্ছার পূর্বে স্থানীয় পাণ্ডুলিপিমাতে হইলে স্থানীয় উপায়কর্য্য ভিন্ন টাকার আদায় টাক্স ধার্য্য হইবার কথা।

পারস উক্ত স্থানের কোন অংশে পূর্বে গাংসের আদায় দেওয়া গিয়া থাকিলে, ও তাহা বিলম্বিত হইয়া গেলে তাহা আদায় দিবার নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া তদ্বিষয়ে ইচ্ছার পূর্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সম্মত হইলে, সেই আদেশের বিষয়ে এক উপনির্দেশ দিতে হইবে। শতকরা এক টাকার হিসাবে এই টাক্স দ্বারা যত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা তাহা আদায় দিবার সমস্ত খরচ তাহাতে কমাষ্টবে না দেখা গেলে, এই আদায় দিবার সমস্ত খরচ যত টাকায় কমিশনারেরা তাহার উপযুক্ত কার্য্যসমূহের টাক্স ধার্য্য করিতে পারিবে।

৩০৩ ধারা। যোড়ের প্রচার্য্য ভিন্ন মাসের কিস্তি সেই টাক্স প্রচার্য্যের ভিন্ন মাসে আদায় দিতে হইবার কথা।

৩০৪ ধারা। কমিশনারেরা এই আদেশের ৪র্থ পরি-
ব্রূজা নিরূপণ এবং চেম্বরের বিধানমতে যোড়ের আদায়ের টাক্স নির্ধারণ ও উপর্য্য রেট বসাইবার নিষিদ্ধ আদায়ের কথা।

নির্ধারণ করেন তাহাই এই সকল যোড়ের বার্ষিক মূল্য হইবে; অথবা যোড়ের উপর একরূপ রেট বসান। গেলে এই পরিচ্ছেদের নির্দিষ্ট প্রকারে বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। আর ১৬ অবধি ১০৯ পর্য্যন্ত এবং ১১০ অবধি ১৩০ পর্য্যন্ত ধারার বিধান, যত দূর এই পরিচ্ছেদের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়, ততদূর তাবশ্যক পরিচ্ছেদে সহকারে তালোর টাক্স নির্ধারণ ও আদায় সম্বন্ধে থাকিবে।

৩০৫ ধারা। একই যোড় দুই কি তদধিক জন প্রজা-
সহায় পাট্টা লইয়া বাস করিলে
উপ-টাক্স ধার্য্য হইবার কথা।
কমিশনারেরা এই যোড়ের স্থানে এই আদায়ের টাক্স আদায় করিতে পারিবে।

৩০৬ ধারা। ইচ্ছার পূর্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে কোন
কোন টাক্স দিলে যোড়ের স্থানীয় স্থানে কোন
প্রকার স্থানীয় স্থানীয় টাক্স আদায় করা গেলে যদি
এই টাক্স কিম্বা পাট্টা ইচ্ছার সেই যোড়ে কেবল এক
বার কথা।
জন প্রজা থাকে, তবে এই টাক্সের
যে টাক্স দিলে তাহা সমস্ত এই প্রচার্য্য আদায় দিয়ার
পাট্টাতে পারিবে। যদি সেই যোড়ের এক নাগে
একজন প্রজা কিম্বা সেই যোড়ের দুই কি তদধিক জন
প্রজা থাকে, তবে একা জন এই যোড়ে যে ভাগে থাকে
সেই ভাগের মূল্য এই সমস্ত আদায়ের মূল্য বহন
হইবে। তাহার দ্বারা ধরিয়া তাহা আদায় দিতে
আদায় করা সমস্ত টাক্সের একা জন ইচ্ছার
এক জন স্থানীয় স্থানীয় পালক পারিবে, কিন্তু
ইচ্ছার পর যোড়ের স্থান প্রবল মানিতে হইবে।

৩০৭ ধারা। ইচ্ছার পূর্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে কোন
কোন স্থানীয় স্থানীয় স্থানীয় স্থানীয় স্থানীয়
কিস্তি পালক করিতে পারিবে।
কোন থাকিলে, এই যোড়ের যে
অংশ এই প্রচার্য্য দখল থাকে তাহার স্থানীয় বসিয়া
সেই টাক্স পাট্টা হইলে সেই পাট্টা আদায় করিতে
ইচ্ছার য উপায় ও শক্তি ও অধিকার ও ক্ষমতা পা ক
সেই টাক্সের টাক্স আদায় করিবার জন্য ইচ্ছার
তদন্য ও সেই উপায় ও শক্তি ও অধিকার ও ক্ষমতা
হাতিবে।

৩০৮ ধারা। প্রত্যেক জন প্রজা যত দিন থাকে তত
দিনের আদায়ের টাক্সের দায়ী
প্রজা যতদিন থাকে হইবে। কাজ বাকি কোন
কোন তত দিনের টাক্সের দায়ী হইবার কথা।
যদি প্রজা থাকিলে, যত দিন থাকে
এই তিন মাসের তত দিনের টাক্সের দায়ী হইবে
আধিক টাক্স আদায়
দেওয়া গেলে তাহা
কিরীয়া দিবার কথা।
যদি এই টাক্স আদায় দিয়া
থাকে, তবে এই দায়ীতে যত
পাট্টা হয় তাহার অতিরিক্ত
ভাগ তাহাকে কিরিয়া দেওয়া হইবে।

খানী থাকিলে টাক্স না লাগিবার কথা।

কোন গোত্বে বহু দিন খানী থাকে ত ৩ দিনের নিমিত্ত সেই যোতের উপর কোন ব্যক্তির টাক্স লাগিবে না।

কিন্তু যে যোতের উপর টাক্স ধাৰ্য্য হয় কোন ব্যক্তি প্রজা উঠিয়া গেলে তখনই হইতে উঠিয়া যাওয়ার তারিখের পর সাত দিনের মধ্যে কমিশনারদিগকে জানাইবে। সেই বিরোধের মধ্যে সেই কথা না জানাইলে, এই যোতে যদিও তিনি যানের একাংশ হার থাকে তথাপি এই যোতের সম্পূর্ণ তিন মাসের নির্দ্ধারিত টাক্সের দায়ী হইবে; এবং যেহেতু ৩২২ ধারার বিধান বর্তে, সেই হেতু উক্ত যোত যে তারিখে খানী হয় স্বামী সেই তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে এই যোত খানী হইব নাটিক নী দিলে, এই স্বামীর স্থানে এই যোতের উপর নির্দ্ধারিত পুরাতন যানের টাক্স আদায় হইতে পারিবে।

৩১৬ ধারা। যদি কোন যোতের স্বামীকে কি প্রকারে নাম কান্না না থাকে, তবে এই পলিটেক্সটের উদ্দেশ্যে কোন নোটিস কি কবকাটী দিতে হইলে, অন্য কোন প্রকারে তাহার বর্ণনা না করিয়া যে যোতের উপর এই টাক্স ধাৰ্য্য হইল সেই যোতের স্বামী কি প্রজা বলিয়া তাহাতে নির্ণয় করিলেই চলিতে পারিবে।

৩১৭ ধারা। উক্ত স্থানের কোন বহুলাংশ যানের যেনই কিছা যানের অন্তর্ভুক্ত হয় কি যানের বসান গিরাফে, কমিশনারের এই পলিটেক্সটের কাগজের নিমিত্তে তাহা কিছিরে তুলিয়া কি নামাইয়া দেওয়া কিছা অন্য প্রকারে তাহার স্থান পরিবর্তন করা আবশ্যক জান করিলে, এই

নল কি কিছা য় ব্যক্তির হয় কি যোতের জিয়াগ থাকে কমিশনারের সম্মুখে তাহার নিকট নোটিস লিখিয়া দিয়া সেক্ষেপে যেন সেইক্ষেপে ও নল কি অন্য কিছা য় য়ে নিম্না সুবিধামতে হবার তুলিতে কি নামাইতে দিয়া প্রত্যাহারের তাহার স্থান পরিবর্তন করিয়া দিতে কোনেই বাধা হইতে পারিবে।

কিন্তু তদুপরে পরিবর্তন করিতে হইলে যেন সেই নলের 'ক' হিসাবের স্থানী খানী না হয়, কিন্তু যানসে যেন আশে ও সফট পর্দে চলিত যানসে কোন বাধা না হয়; এবং এক্ষেপে তুলিয়া কি নাম দিয়া দিতে কি পরিবর্তন করিতে হইতে লাগি, ও তাহা করা য়ে কোন হানি হয়, এই নল কি অন্য বিধে যে ব্যক্তি হইতে কমিশনারের তাহা ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে সুনিশ্চিত করিতে হইত এবং দিলে ও তাহাদের সেই তালি পূরণ করিয়া দিলে।

৩১৮ ধারা। কমিশনারেরা উক্ত কোন নল কি স্বামী প্রভৃতি পরিবর্তন করিতে তাহা করিলে কমিশনারদের তাহা করা হইতে পারিবার কথা।

বিষয় যদ্ব্যপেক্ষে তুলিয়া কি নামাইয়া দিতে পারিবার কথা।

কিন্তু তদুপরে যেন এইবিষয়ের স্থানী হানি না হয় কিছা গ্যাস পূর্বে যেন অবধি ও সহজে চলিত তাহার কোন বাধা না হয়।

৩১৯ ধারা। কোন সুনিশ্চিত পলিটেক্সটের কমিশনারেরা যাহাতে নল বা তার বা তদুপরে অন্য সাক্ষ্য ব্যবহার করিতে হয় এরূপ কোন প্রণালীতে

সুনিশ্চিত পলিটেক্সটে আলোচনার কোনরূপ প্রস্তাব অবলম্বন করিলে, তৎসম্বন্ধে যত দূর সম্ভব এই পলিটেক্সটের বিধান বহির্ভূত।

নবম পলিটেক্সট

পলিটেক্সট প্রস্তুত ও পরিবর্তন করিবার বিধি।

৩২০ ধারা। যে কোন সুনিশ্চিত পলিটেক্সটে এই পলিটেক্সটের কমিশনারগণের আদেশ দের বিধান ২২২ ধারার নিমিত্তে প্রচলিত করা যায়, তদুপরে কমিশনারগণের আদেশ প্রস্তুত করিয়া এই নিমিত্তে করিতে পারিবে যে, এই আদেশের নিমিত্তে তারিখ অবধি কমিশনারগণ সুনিশ্চিত পলিটেক্সটের সীমার অন্তর্গত সমুদয় স্থানে কিছা তাহার কোন অংশে সাক্ষ্য গণের কোন ব্যক্তির স্থানীয় পলিটেক্সট পরিবর্তন করিবার কক্ষচারী রাখিবে; ও কমিশনারগণ তাহাদের উপযুক্ত বিধান করিবেন।

৩২১ ধারা। তদুপরে বিধান করা গেলে, সত্যাপন কমিশনারগণ সুনিশ্চিত পলিটেক্সটের সীমার বা তাহার পূর্বেই কমিশনারগণের আদেশ মোতাবেক যারিক যত্নে ফী দিয়া ফী দিয়া করিয়া লইতে পারিবেন।

কিন্তু যে যোতের স্থানী তাহার বহু মূল্য নিরূপণ হইলে যতদূর তাহার অধিক ফী লাগিবে না।

ও কোন এক যোতের উপর ১৮০ চারি শত আশি চারি অধিক ফী লাগে যাইবে না।

কিন্তু এই আশি প্রচলিত হইবার সমস্ত যদি কমিশনারগণের মধ্যে কোন যোতের স্থানীয় কি স্থানীয়কারের বা তাহার পরিবর্তন করিবার অন্য বস্তু হইতে তাহার আশি দিয়ার করার থাকে, তবে উক্ত টাক্স নী তাহাদের সঙ্গে করায়ক্রমে কমিশনারগণ সম্মুখে

আমায় টীকা দিও কখন, তাহা এই পরিচ্ছেদের
বিধানানুসারে তাঁহাদের স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

৩২২ ধারা। যিনি যৎকালে যে যোক্তর দখলকার
কী আদায় করণ বিষ- জন তিনি কিম্বা ইহার পব
য়ক কথা। ধারায়তে যোক্তর স্বামী তিন

মাসের কিস্তি করিয়া উক্ত কী
দিয়েন, ও এই আটম্নে যোক্তর মৃত্যুর উপর তাঁর
আদায়ের যে বিধান আছে, উক্ত কী সেই বিধানমতে
আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে তিন মাসের যে কিস্তি দিতে হইবে তাহা সেই
তিন মাসের প্রথম দিবসেই দেনা বলিয়া জানি হইবে

উক্ত কীর দ্বারা যত টাকা উপর কর তাহা হইতে
উক্ত কিস্তিচারিদের বেতনাদি দেওয়া যাইবে ও সাধারণ
ণের পাইখানা প্রস্তুত করা যাইবে ও সাধারণমতে এই
পরিচ্ছেদের বিধান সফল করা যাইবে।

উক্ত কীর ও সাধারণ সেই কী দিয়া গোণা তাঁহা-
দের আয়ের ক্ষতি ওহে ধারার নিষিদ্ধিতে প্রতি বৎসর
একবার প্রকাশ করা যাইবে।

৩২৩ ধারা। একের অধিক জন মতন লোক যোক্ত
ভোগ করিলে, কমিশানরণ এই
যোক্তের স্বামির স্থানে উক্ত কী
আদায় করিতে পারিবে।
তাহা হইলে স্বামির নিকট
সম্পূর্ণ যোক্তের মূল্য দিবে।

যত কী আদায় হয়, সম্পূর্ণ
যোক্তের যে অংশ যে ব্যক্তি মতন থাকে স্বামী সেই
অংশের মূল্যানুসারে সেই প্রত্যেক জনের স্থানে
আপনত অংশের কী আদায় করিতে পারিবে।

৩২৪ ধারা। ইহার পূর্বে ধারার বিধানমতে যোক্তের
কোন অংশের দখলকারের
স্থানে স্বামির টাকা আদায়
করিলে অধিকার থাকিলে, এই
যোক্তের যে অংশ এই ব্যক্তি
মতন থাকে সেই অংশের

নিমিত্ত স্বামির প্রাপ্য আদায় করিবার যে
উপায় ও ক্ষমতা ও স্বত্ব ও অধিকার থাকে, এই টাকা
কিরিয়া পাইবার জন্যে তাঁহার তরুণ ও সেই উপায়
ও ক্ষমতা ও স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে।

৩২৫ ধারা। প্রত্যেক সংক্রান্ত কোন বাতীর থাকিল
কিম্বা কোন বাতীর মতে কুঠী
কিনো দানি এরমত রবার
গুলি কী কারখানা কিম্বা মজুরের
আজ্ঞা কি বিদ্যালয় কিম্বা স্পা-
তাল কি বাজার কি আদায়
যত কী তরুণ অন্য স্থান

থাকিলে, কমিশানরণ আপনাদের বিশেষ নিয়মে
বাতীর দখলকারের বা স্বামির সঙ্গে কুরণ করিয়া উক্ত
কীর পরিচ্ছেদে এ বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত
বিশেষ কএক টাকা লইতে পারিবে।

৩২৬ ধারা। কমিশানরণ পূর্বোক্ত কী না লইয়া,
যোক্তা উক্ত বেগমের বাতীর
মতো বা কুঠীতে কি গুলিতে
কি কারখানায় কি মজুরের
কমতার কথা।

আজ্ঞা কি বিদ্যালয়ে কি
ইম্পা-গেল কি বাজারে কি আদায়তবে কি তরুণ
অন্যস্থানে বাস করেন কি অন্য বাতীর করেন,
তাঁহাদের জন প্রতি টাকা আদায় করিতে পারি-
বেন। সত্যগত কমিশানরণ সেই টাকার তার ধায়া
করিবেন।

৩২৭ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে যে কী দেয় হয় তাহা
যে কী দিয়ার যোগে জন
কমিশানরণের কী কমা-
ইয় দিবার বা কমা কবি-
বার কমতার কথা।
অন্য কটি হইবে কমিশানরণ-
মত অন্যত বোধ করিলে তাঁহার
সেই কী কমাইয়া দিতে বা কমা করিতে পারিবে।

৩২৮ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে কোন কী টাক
মতো কথা।
প্রাপ্য হইলে কোন ব্যক্তি তাহা
দিতে অধিকার নহিলে, কিম্বা

৩২৯ ধারা। বিশেষ কএক টাকা দিবার ক্ষমতা করিয়া
এ টাকা দিতে অধিকার করিলে, অপবাদ দিয়া হইলে
তাঁহার সেই বেনা নাকী ছাড়া তাহা বিন গুলের
অনধিক অর্থও হইতে পারিবে।

৩৩০ ধারা। কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদমত বিধানমতে
কী কট কুঠী দিবে যোক্ত হইলে
২১৭ ধারামত অতি-
অপার পাছখানা উপায়
যোগে হইতে দুই থাকে
৩২৪ ধারামতে দেখিয়া
কথা।
অধিকার কী হইতে ২১৭
ধারার (৩) প্রকরণমতে তাঁহার অর্থও হইতে পারিবে
না।

৩৩১ ধারা। কমিশানরণের যে সকল কর্মচারী এই
পরিচ্ছেদমত দিয়া পক্ষে মজুর
কমিশানরণের কর্ম-
কর।
কমতার কথা।
গণের নিমিত্ত দিয়ার মধ্যে
পূর্বোক্ত কী টাক দিয়ার যোগে দখলকারের
কী দ্বারা কোন বাতীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের
এই পরিচ্ছেদমত কএক কম সম্প্রদায়ের আদায়
সকল কর্ম করিতে পারিবে।

৩৩২ ধারা। কমিশানরণ সত্যগত হইয়া মুম্বিসি-
পালিকার সীমার কি তাহার
দেহের নিমিত্ত কমি-
পান দেয়া ইত্যাদি-
কোন অংশের মধ্যে যে সকল
বলিতে পারিবে কথা।
লোক মত স্থানীয় করিবার
কায়ে নিম্নক থাকেন, তাঁহা-
দিগকে লাভমেন্স লইয়া উক্ত সীমার অগ্রগত বাতী
হইতে মল তাঁহাদের করিয়া দিবার জন্যে কমিশানরণ-
ণের ওকর হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

কমিশানরণ সত্যগত করিয়া যে নিয়ম দিচ্ছিল বোধ
করেন এমত নিয়ম করিয়া উক্ত লাইসেন্স দিতে ও ৩২৫
সম্প্রদায় কী ধায়া করিতে পারিবে।

ঐ ব্যক্তিদের কর্তব্য কর্ম নির্ণয় করণার্থে কমিশনার-গণ স্থানীয় গণসম্মেলনের অনুমোদনের অপেক্ষায় বিধি করিতে ও সময়ে তাহার পরিবর্তন কি না তাহাতে নূতন বিধিসংযোগ কি তাহা রহিত করিতেও পারিবেন। উক্ত কোন বিধিলঙ্ঘন হইলে, অপরাধিত লাইসেন্স বাতিল হইতে ও তাহার ২০০ বিগ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩৩২ ধারা। কমিশনারগণ মুনিসিপালিটির নীমার অধীনে কোন ঘরে কি ভবনে পাঠখানা স্থাপন পূর্বাগত অধিকার ইচ্ছা কি সাধারণ পাঠখানা কবাইয়া দেওয়া উচিত বোধ করিলে, ও এতৎপক্ষে নোটিস দিলে ঐ ঘরে কি ভবনে স্থায়ী ও নোটিস পাঠখানার পর ১৪ চতুর্দশ দিনের মধ্যে কিন্তু কমিশনারের বিশেষ কোন কারণে সময় বর্জিত হইলে তৎপক্ষে ঐ নোটিসের আদেশানুসারে ঐ পাঠখানা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। পাঠখানা সেই স্থানের মত কমিশনারদের ক্ষমতাসীমতে প্রস্তুত করাইয়া না দেওয়া গেলে, কমিশনারগণ তাহা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন ও তাহাতে যে খরচ লাগে স্থানীয়দের তাহা দিতে হইবে ও ৩২২ ধারার বিধানমত ভাণ্ডার আশ্রয় করা লওয়া যাইতে পারিবে।

৩৩৩ ধারা। কমিশনারগণ এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত পক্ষে নোটিস লিখিয়া কোন ভবনে কি স্থানে কি দোকান-কক্ষে কি নোটিসের বিধিতে সময়ের মধ্যে ঐ নোটিসমুখি কি ভবন নির্মিত হইয়াছে তাহা নোটিসের সংখ্যার ফর্ম দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৩৩৪ ধারা। কোন ভবনের কারি কি দোকানকার কমিশনারদের স্থানে টাকার দিবার আদেশ পাঠিলে ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা না দিলে, তাহার ১০০ একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

চাটের বিধান।

৩৩৫ ধারা। যে কোন মুনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ১১১ ধারার বিধান প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা রক্ষা।

তথায় কমিশনারের সভাগত হইয়া মুনিসিপল হাট বসাইবার জন্য ভূমি নিরূপণ করিতে পারিবেন ও সেই ভূমি নিরূপণ করিবার খরচ ও সেই হাট বসাইবার জন্য আদায়ক অন্য খরচ মুনিসিপল কর হইতে দিতে পারিবেন, ও কোন হাট পাঠ্য করিয়া লইতে পারিবেন ;

এবং উহার ঐ হাটে বিক্রয় করা সাধারণ বাণিজ্যের অধিকারের জন্য ও দোকান ও বাটা ও দাঁড়াইবার স্থানের ব্যবহার অন্য ভাড়া ও মাসুল ও কী লইতে পারিবেন।

ঐ ভাড়া ও মাসুল ও কী ১০০ অবধি ১২৯ পর্যন্ত সকল দ্বারার বিধানমতে বাকী টাকার ব্যয় আদায় হইতে পারিবে।

৩৩৬ ধারা। কোন স্থানে প্রদত্ত বিক্রয় করিবার জন্য স্থানকাল্পে স্থান স্থান দোকান কি মাটা কি দাঁড়াইবার স্থান না থাকিলে সেই স্থানটি পূর্বা দ্বারার অর্থদায়ী "মুনিসিপল হাট" বলিয়া প্রত্যাহার প্রতি এই পরিচ্ছেদের নিয়মিত ও সকল দ্বারার বিধান হাটে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

৩৩৭ ধারা। কমিশনারের সভাগত হইয়া কোন সীমা নির্ধারণ করিয়া এই হাটের লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা তাহার ব্যবহার করিয়া কমিশনারদের নিষেধ করিতে পারিবার ক্ষমতা।

সীমা নির্ধারণ করিয়া এই হাটে দিতে পারিবেন যে কমিশনারদের প্রদত্ত লাইসেন্স দিয়া ঐ সীমার অন্তর্গত কোন ভূমি "স কি মাটা কি মাথন কি কী কি কন কি শাকসবজী প্রভৃতি আকাশীয় প্রদত্ত বিক্রয় করিবার হাট বলিয়া ব্যবহার হইতে পারিবে না।

৩৩৮ ধারা। কমিশনারের সভাগত হইয়া ইহার হাটের লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা রক্ষা।

পূর্বা দ্বারার আদেশ করিলে, তাহা সভাগত হইয়া মুনিসিপালিটির মধ্যে পূর্বা আকাশীয় প্রদত্ত বিক্রয় করিবার হাট বলিয়া কোন ভূমি ব্যবহার করিবার লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

৩৩৯ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহা ২১ টাকার অনধিক ফী লইয়া দেওয়া যাইবে ও বৎসরের অসমান পর্যায় প্রবল থাকিবে ; ও সেই ভূমি পূর্বা আকাশীয় প্রদত্ত বিক্রয় করিবার হাটের উপযুক্ত স্থান, সভাপতি ইচ্ছা বলিয়া বৎসর ২ নূতন করিয়া স্টিফিক্রেট লিখিয়া স্থাপন করিয়া দিলে, কমিশনারের বৎসর ২ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

৩৪০ ধারা। কোন ভূমির স্থান লিখিয়া প্রার্থনা করিলে, কমিশনারগণ ও বায়-চলনের ও অসম্প্রদায়ের উপায় সম্বন্ধে কিবা তাহার অন্তর্গত পথ প্রভৃতির উপযুক্ত প্রশস্ততা সম্বন্ধে সেই স্থান হাট বসিবার অনুপযুক্ত না হইলে, সভাপতি উক্ত স্টিফিক্রেট দিবেন।

কোন মুনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রস্তুত হইবার সময়ে যে ভূমি পূর্বা আকাশীয় প্রদত্ত বিক্রয় করিবার হাট বসে, চলিত সময়ের নিমিত্ত ৩৩৯ ধারার বিধানমতে স্টিফিক্রেট বিল

সেই ভূমি স্বামীরা কি পাট্টাদারের লাইসেন্স পাইবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু তাহার পর কোন বৎসরে এই সার্টিফিকেট না পাইলে এই লাইসেন্স নুতন করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৩৪১ ধারা। এই পরিচ্ছেদমত প্রত্যেক লাইসেন্স রেজিস্ট্রী করিবার বর্ষী কমিশনারের কাগজপত্র রাখিয়া রেজিস্ট্রী করা যাইবে। অতঃপর এইরূপ লেখা থাকিবে

- (ক) ভূমির ও তাটের স্বামির নাম ও ঠিকানা।
- (খ) পাট্টাদার থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা।
- (গ) তাটের আয়তন ও সীমা।
- (ঘ) তথ্য যে প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় কর, ও
- (ঙ) যে দিন তাট বসিবে।

৩৪২ ধারা। উক্ত তাটে কোন ব্যক্তির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর করিবার তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে তাহা রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

৩৪৩ ধারা। ইহার পূর্বে দুই বারমতে যে তাটের লাইসেন্স কিম্বা যে তাটের স্বার্থ হস্তান্তর করণকার্য নিষিদ্ধ ছিল, সে তাটের লাইসেন্স বাতিল হইবার কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভূমির স্বামী কি লাইসেন্স বিধা তাট প্রাপ্ত হইয়া, ৩০-৩৫ ধারামত লাইসেন্স বিধা স্বৈচ্ছাক্রমে কিম্বা অনবধানতায় হ্রাস সেই স্থানে মাংস কি মাছ কি মাখন কি ঘি কি ফল কি শাক-সবজী প্রভৃতি আহার্যীয় দ্রব্য বিক্রয়ের তাট বসিতে দিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ২০০ টকা পর্যন্ত টাকার অনাধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও এই অপরাধনিবারণ হইলে পর যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন ২:তি এই ব্যক্তির আর ৪০ টাকার অনাধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩৪৫ ধারা। কোন ভূমির বিষয়ে ইহার পূর্বে ধারামতে অপরাধনিবারণ হইলে, কমিশনারদের প্রার্থনামতে মাজিস্ট্রেট সাহেব হাটস্বরূপ সেই স্থান বন্ধ করবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও উক্ত স্থানে এই স্থানের বাসিন্দার কার্যতে লা পারিবার জন্যে উপায়ের বিধান করিতে পারিবেন। কোন স্থান উক্ত প্রকারে বন্ধ হইলে পর কোন ব্যক্তি তথায় মাংস কি মাছ কি মাখন কি ঘি কি ফল কি শাকসবজী প্রভৃতি আহার্যীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ১০০ টকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

৩৪৬ ধারা। কোন মুন্সিপালিটার সীমার মধ্যে যত লোকের অম ও মৃত্যুর ব্যক্তি মৃত্যু হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে এই মুন্সিপালিটার কমিশনারদের অম ও মৃত্যুর কথা রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের কিম্বা যৎকালে তদ্রূপ অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানমতে সেই অম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিবেন

৩৪৭ ধারা। অবশ্য করিবার তাটে কি কবরস্থানে দাফন করিবার কি গোর দিবার জন্যে যত লোক আসা যায়, তাহা রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্তে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন মুন্সিপালিটার কমিশনারদিগকে অবশ্য করিবার প্রত্যেক তাটে ও কবর দিবার প্রত্যেক স্থানে সব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৩৪৮ ধারা। ইহার পূর্বে ধারামতে অবশ্য করিবার তাটে কিম্বা কবরস্থানে সব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হইলে, ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে এই সব-রেজিস্ট্রারকে সন্ধান জানাইতে হইবার কথা। ৮ ধারামতে যে কবর সন্ধান জানিয়া রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, দাফন করিবার উক্ত তাটে কি কবর স্থানে দাফন করিবার কি গোর দিবার জন্যে যে ব্যক্তি লোক আসা যায় তাহা মরণবিষয়ক সেইরূপ কবর সন্ধান এই সব-রেজিস্ট্রারকে সন্ধান যাইতে পারিবে। তদ্রূপে যে সন্ধান জানান যায় তাহা এই ধারার বিধানমতে পঞ্জির রেজিস্ট্রারকে জ্ঞাত করা সন্ধান বাসিয়া জান করা যাইবে।

এই আইনমতে যে সকল সব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হইল তাহাদের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারা বাতিল।

৩৪৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যে মুন্সিপালিটার লোকদের মৃত্যুর কথা রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা করেন, সেই মুন্সিপালিটার সীমার অন্তর্গত কোন ইন্সপেক্টরে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এই ইন্সপেক্টরের কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের কথায় যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রিত পাঠে অগো-ণেই কমিশনারদের নিকট এই ব্যক্তির মৃত্যুর নোটিশ লিখিয়া পাঠান। তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে রেজিস্ট্রারের ও এই আইনমতে সব-রেজিস্ট্রারের নিকট এই মৃত্যুর সন্ধান জানাইবার আদেশ থাকিবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

বিবিধ বিষয়ের কথা ।

৩৫০ ধারা । কোম মুনিসিপালিটীর কমিশনারেরা

উপবিধি লঙ্ঘন হইলে
৫০ করিতে পারিবার
কথা ।

উপযুক্ত নোটিস দিয়া সময়ে
উপবিধি প্রণয়ন করিবার নি-
মিত্ত স্পষ্টাকরে সভা আহ্বান
করিয়া এই আইনের
উদ্দেশ্য সকল করিবার নিমিত্ত এই আইনের সহিত
অথবা অন্য কোম সাধারণ কি বিশেষ আদেশের সত্তা
অনুলভ না হয়, এরূপ যে উপবিধি উচিত বোধ করেন
প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং সেই উপবিধিক্রমে
এ উপবিধি লঙ্ঘনাপরাধীদের উপর যেসকল উচিত
বোধ করেন, সূচিত মণ্ডবিধান করিতে পারিবেন ।
কিন্তু উক্ত মণ্ড প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পঞ্চাশ
টাকার অধিক হইবে না, এবং জমাগত অপরাধ হইতে
থাকিলে, এই অপরাধ সম্বন্ধে কমিশনারেরা লিখিত
নোটিস দিলে পর দিন প্রতি আর বিশ টাকার অনধিক
মণ্ড হইতে পারিবে ।

৩৫১ ধারা । এই আইনমতে যে সকল উপবিধি

উপবিধি দৃঢ় করিবার
কথা ।

প্রণীত হয়, তাহা স্থায়ী গব-
র্ণমেন্টে প্রেরিত হইয়া উক্ত
গবর্ণমেন্ট দ্বারা দৃঢ় করা না
গেলে, ষতদিন না যায় ততদিন ফলবৎ হইবে না ।

কিন্তু উক্ত উপবিধি যে মুনিসিপালিটীর সম্বন্ধে হয়,
সেই মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে এক বা অধিক স্থানীয়
সংবাদপত্র চলিত থাকে, তাহাতে কিবা এরূপ সম্বাদ-
পত্র না থাকিলে কমিশনারেরা যে প্রকারের আজ্ঞা
করেন, সেই প্রকারে উপবিধি দৃঢ় করাইবার নিমিত্ত
প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়সূচক নোটিস প্রার্থনা করি-
বার অন্তর এক মাস পূর্বে দেওয়া না গেলে, এবং
এরূপ প্রার্থনা করিবার অন্তর এক মাস থাকিতে
প্রস্তাবিত উপবিধির প্রতিলিপি কমিশনারদের
আফসেসে বৃকিত হইয়া উক্ত উপবিধি যে মুনিসিপা-
লিটীর সম্বন্ধে হয়, সেই মুনিসিপালিটীর অধিবাসীদের
দেখিবার নিমিত্ত কী বা পুরস্কার দিবা কার্যালয়ের
সময়ে খোলা রাখা না গেলে, এ উপবিধি দৃঢ় করা
যাইবে না ।

মুনিসিপালিটীর কোন অধিবাসী প্রার্থনা করিলে,
কমিশনারেরা তাঁহাকে প্রস্তাবিত উপবিধির একখণ্ড
প্রতিলিপি দিবেন । প্রতিলিপিতে যত শব্দ থাকে,
তাহার প্রতি শব্দের নিমিত্ত চারি আনা দিতে হইবে ।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে কোন উপবিধি দৃঢ় করিতে
হয়, অন্য কোম কর্তৃপক্ষের তাহা দৃঢ় করিতে বা
তাহার অনুমতি দিতে বা তাহা অনুমোদন করিতে
হইবে না ।

৩৫২ ধারা । কমিশনারেরা সাধারণের অনিষ্টজনক

সাধারণের অনিষ্টজনক
কর্তৃত্বসূচক কমিশনারদের
অভিযোগের আদেশ
করিতে পারিবার কথা ।

কোন কথের নিমিত্ত অভিযো-
গের আদেশ করিতে পারি-
বেন এবং এই আইনমতে
কোন অর্থদণ্ড আদায়ের জন্য
ও এই আইনের বিকল্প কোন
অপরাধের দণ্ড হইবার জন্য কার্যামুখ্যতার আজ্ঞা

দিতে পারিবেন, ও সেই অভিযোগের নি অম্বা কার্য
মুখ্যতার খরচ মুনিসিপাল কর্তৃক হইতে নির্ধার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন ।

৩৫৩ ধারা । এই আইনক্রমে, কিবা এই আইনানু-

কমিশনারদের অনুমতি
না হইলে এই আইনমতে
অপরাধ হেতুক অভি-
যোগ না হওয়ার কথা ।

সারে প্রণীত উপবিধিক্রমে যে
অপরাধ হয়, কমিশনারদের
আজ্ঞা কি অনুমতি বিনা সেই
অপরাধহেতুক অভিযোগ হইবে
না, এবং তদ্রূপ অপরাধ করা

গেলে পর তিন মাসের মধ্যে না হইলে মুনিসিপাল উপস্থিত
করিতে হইবে না । কিন্তু অপরাধের তার বিবেচনার
যদি তাৎক্ষণিক হইতে থাকে, তবে কমিশনারদের
সতর্পাতিকে যে তারিখে সেই অপরাধ করণের কি
কণের কথা জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি তিন
মাসের মধ্যে এই অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে
পারিবে ।

পরন্তু এই আইনমতে কোন লাইসেন্স লইবার ক্রটি
হইলে, যে মিরাসের নিমিত্ত এই লাইসেন্স লইবার
আদেশ থাকে সেই মিরাস গত না হইলে পর্যন্ত এই
অপরাধ জমাগত চলিতেছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

৩৫৪ ধারা । এই আইনমতে যে সকল উপবিধি

আজ্ঞা প্রকাশ করিবার
কথা ।

কি আজ্ঞা কি নোটিস কি অন্য
মলীল প্রকাশ করিবার আদেশ
থাকে, তাহা জিলার চলিত

ভাষায় লেখা গিয়া কিবা অনুবাদিত হইয়া কমিশনার-
দের কার্যালয়ে অর্পণ করা যাইবে ; ও তাহার প্রতি-
লিপি সেই কার্যালয়ের কোন সুপ্রকাশ স্থানে, ও
কমিশনারেরা অন্য যে প্রকাশ্য স্থান উপযুক্ত জ্ঞান
করেন সেই স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে ;

ও এই প্রতিলিপি তদ্রূপ লটকাইয়া দেওয়া গিয়াছে
ও কমিশনারদের কার্যালয়ে আসল পত্র সাধারণের
দেখিবার জন্য খোলা আছে, সাধারণের নিকট এই
মন্তব্য সম্বাদসূচক ঘোষণাপত্র টেঙরা দিয়া এই
মুনিসিপালিটীর সর্বত্র প্রচার করা যাইবে ।

৩৫৫ ধারা । এই আইনমতে যে অপরাধের নিমিত্ত যে

অর্থদণ্ড আদায় করি.
বার কথা ।

অর্থদণ্ড দণ্ড আদায়ে কোন
ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয়
হইলে, কোন মাজিস্ট্রেট দেও

দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ; ও ফৌজদারী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আই-
নের বিধানমতে এই দণ্ডের টাকা আদায় হইতে
পারিবে ।

৩৫৬ ধারা । এই আইনমতে নোটিস কি বিল কি

নোটিস প্রতিলিপি যেরূপে
দেওয়া যাইতে পারিবে
তাৎক্ষণিক কথা ।

পাঠ কি সম্মত কি দণ্ডের
নোটিস জারী করিতে হইলে,
যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায়,
নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইতে

কিবা দেখান যাইতে পারিবে,

অথবা তাহার নিয়ত বাসস্থানে তাহার পরিবারের
বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের কি চাকরের হাতে দেওয়া
যাইতে পারিবে ;

কিন্তু এক্ষেপে দেওয়া যাইতে কি দেখান যাইতে না পারিলে তাঁহার বাসস্থানের কোন সুরক্ষা নহানে,

কিন্তু যে দুই কি হয় কি অন্য বিষয় সম্পর্কে এ মোটিস কি বিল কি পাঠ কি সময় কি দাঁড়ায় মোটিস জারী করিবার কল্পনা থাকে তাহার কোন সুরক্ষা নহানে লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩৫৭ ধারা। জুমির স্বামিকে কিনা প্রজ্ঞাপন মোটিস জুমির স্বামিকে কি দিবার আদেশ থাকিলে, এ প্রজ্ঞাপন মোটিস দিতে মোটিস জুমির কিনা বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন হইলে হইবার কথা।

প্রজ্ঞার নামে লেখা গিয়া, এ জুমির প্রজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারিবে, কিনা তাঁহার পূর্ব দ্বারার নিষিদ্ধমতে অন্য প্রকারে জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু কমিশনারেরা কিনা অন্য যে কর্তৃপক্ষেরা মোটিস দেন তাঁহারা এ জুমির স্বামিকে ও তাঁহার বাসস্থান জানিলে, ও সেই স্থানটি তাঁহাদের ক্ষমতাধীন স্থানের সীমার মধ্যে থাকিলে, জুমির স্বামিকে যেহেতু মোটিস দিবার আজ্ঞা হয় তাহা স্বামিকেই কিনা তাঁহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে কি তাঁহাকে দেওয়া হইবে;

স্বামির বাসস্থান সেই সীমার মধ্যে না থাকিলে, তাঁহারা উক্ত প্রজ্ঞাপন মোটিস রেজিস্ট্রী করা স্থানে বন্ধ করিয়া ডাকযোগে তাঁহার বাসস্থানে পাঠাইবেন, তাহা হইলে মোটিস উপযুক্তমতে জারী হইল এমন জ্ঞান হইবে।

স্বামির কিনা প্রজ্ঞার নাম জানা না গেলে, যে জুমির বিষয়ে মোটিস দেওয়া যায়, সেই জুমির "স্বামী" কি "প্রজ্ঞা" ব্যক্তি লিখিলেই চলিতে পারিবে।

৩৫৮ ধারা। সম্পত্তির উপর যে চার্জ ধার্য বা নিষ্কাশিত বা তদ্রূপ হয় তাহা কি দাঁড়ায় কোম ব্যক্তিক্রম প্রযুক্ত তাহা অসিদ্ধ হইবে না, ও চার্জ করণ জ্ঞানো যে সম্পত্তির চার্জ ধার্য কিনা

মূল্য নিষ্কাশন হয় সেই সম্পত্তি যাচাতে চেনা যাইতে পারে এ চার্জ ধার্য করণপত্রে কিনা মূল্য কি হার নিষ্কাশনপত্রে তাহা এইরূপে বর্ণনা করা হইলেই পর্যাপ্ত চলিতে পারিবে, এ সম্পত্তির স্বামির কি প্রজ্ঞার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইবে না।

৩৫৯ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স বাতিল করা হইলে, যে কর্তৃপক্ষেরা এ লাইসেন্স দিলেন তাঁহারা কিনা এই কার্যপক্ষে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সেই লাইসেন্স প্রবল থাকার দিয়াঁদের মধ্যে সজ্ঞা কোন সময়ে দেখাইতে বলিলে তাঁহার এ লাইসেন্স দেখাইতে হইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির এন্টি লাইসেন্স দেখাইতে হইবে তাহা জানিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়, তখন কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেখাইতে আদেশ করিলেও এ ব্যক্তি না

দেখাইলে তাঁহার এক পক্ষ তাঁহার অনন্য অর্থসম্পত্তি হইতে পারিবে।

৩৬০ ধারা। এই আইনমতে কোন মুনিসিপালিটির কমিশনারদের পাওনা কমিশনারদের নিকট থর ধরচা, কী, বাসুল বা অন্য টাকা দেনা হইলে ১০০ অবধি ১২৯ পর্যন্ত হাজার বিধানমতে তাহা আদায় হইতে পারিবে।

৩৬১ ধারা। এই আইনমতে যে চার্জ কি থর কি দাবীর টাকা আদায় হইতে পারে, কোন যোক্তের উপর লেখা স্বামীর স্থানে কমিশনারদের সেই টাকা পাওনা থাকিলেও সেই যোক্তের স্বামির

পরিচয় পাওয়া না গেলে কিনা স্বামিদের বিষয়ে বিবাদ হইয়া থাকিলে, এ কমিশনারেরা তিন মাসান্তরে দুইবার এ যোক্ত নীলাম হইবার মোটিস প্রকাশ করিবে পারিবে, ও সেই পাওনা টাকা না দেওয়া গেলে এ মোটিস শেষবার প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি অন্যান্য তিন মাস গত হইলে পর এ যোক্তের নিষিদ্ধ যে ব্যক্তি উক্ত মূল্য ডাকেন তাঁহার নিকট এ যোক্ত বিক্রয় করিতে পারিবে। সেই ব্যক্তি বিক্রয় কালের খরচের সমুদয় টাকা গচ্ছিত করিয়া দিবে।

নীলামোংগের টাকা হইতে কমিশনারদের পূর্বেক প্রাপ্য টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, সেই উত্তর টাকা মুনিসিপল কর্তৃক জমা করিয়া লওয়া যাইবে; এবং কোন ব্যক্তি তাহা দাওয়া করিয়া কমিশনারদের হস্তান্তরে অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপনাদের সেই উত্তর টাকা পাইবার অধিকার স্থাপন করিলে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

নীলাম সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তিই এ পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিতে পারিবে। কারণ সেই সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির উপকারজনক স্বার্থ থাকে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে যৌক্তিক উপস্থিত করিয়া তাঁহার স্থানে এ টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবে।

৩৬২ ধারা। এই আইনমতে প্রাপ্ত কোন ক্ষমতাস্বত্ব হানিপূরণ করিবার সারে কার্য হওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির হানি হইলে, কারণ নরগণ মুনিসিপল কর্তৃক হইতে সেই হানিপূরণ করিতে পারিবে।

৩৬৩ ধারা। এই আইনমতে করা কোন কার্যভেদক কমিশনারদের কি ডা- কোন মুনিসিপালিটির কমিশনারদের কিনা তাঁহাদের কোন নামে এক মাস থাকিতে কমিশনারদের কি তাঁহাদের যৌক্তিকমতের মোটিস না দিলে নালিশ হইতে বাস্তবিক নামে নালিশ করিবার না পারিবার কথা।

মানস থাকিলে, যে ব্যক্তি বাদী হইতে চাহেন তাঁহার নাম ও বাসস্থান ও নালিশ করিবার হেতু বিষয়ক মোটিস লিখিত হইয়া এ কমিশনারদের আকিলে, এবং (উক্ত কমিশনারদের কোন কমিশনারের কি তাঁহাদের আজ্ঞামতে কর্মকাণ্ড কোন

ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কম্পনা থাকিলে) যাঁহাকে প্রতিনিধী করা যাইবার সময় দেখান হয় তাঁহার বাসস্থান দেখয়া গেলে আর এক মাস গত না হইলে, নালিশ করিতে পাঁশ যাইবেন ;

ও সেই নোটিস দেওয়ার প্রমাণ না হইলে, আদালত অভিযাতির পক্ষে নিগম করিবেন।

নালিশের চেহু হইবার পর তখন মাসের মধ্যে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে, তাঁহার পর নয়।

কমিশনারের বা তাঁহারের কর্মকারক কিম্বা যাঁহাকে উক্ত প্রকারের কোন নোটিস দেওয়া যায় তিনি উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে যদিও উপযুক্ত হানিপুণের প্রস্তাব করিলে, এ বানী মোকদ্দমা করিয়া কিছুই পাঁহিতে পারিবেন না।

৩৬৪ ধারা। ১৮৭০ সালের বর্মীয় আইন (অর্থঃ চৌকীদারী চাকরান আইন) প্রচলিত হইবার পূর্বে কোন মুন্সিপালিটীর কোন অংশে উপকারার্থে যে সকল চৌকীদারী চাকরান ভূমি নিরূপণ করা গিয়াছিল, এই আইনের ওয়ার্ডার ভাণ্ডারের বিধান থাকিলেও এ ভূমির প্রতি যে ভূমি-বিসয়ক উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিধান বর্ত্তিতঃ এবং এই অধ্যায়ের বিধানমতে আইনের পক্ষান্তরে প্রতি কিম্বা পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির প্রতি কর্মবানি বলিয়া যে সকল কর্ম নিষাহ করিবার আদেশ থাকে, ও সেই অধ্যায়ানুসারে কোন আইনের পক্ষান্তরে কিম্বা পক্ষান্তরের কোন ব্যক্তির যে সকল কর্ম অনুসারে কর্ম করিবার অনুমতি দেওয়া গিয়াছে, উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশনারের বা সেই সকল কর্ম নিষাহ করণে ও সেই সকল কর্মতানুসারে কার্য করিবেন, এবং উক্ত অধ্যায়ানুসারে এই ভূমির উপর যে টাঁজ দায়্য হয় তাঁহার উপর টাঁজ মুন্সিপাল করণ দেওয়া যাইবে, ও এই কণ্ডের চাঁক যে কার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে সেই কার্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

৩৬৫ ধারা। এই আইনের বিধি কৌল অপ-পোলীসের কর্মকারক-রাধ দরী গেলে, পোলীসের দেব অপরাধ রিপোর্ট সকল কর্মকারকে মুন্সিপালি-করিবার ও যাঁহারা নাম টীর কমিশনারদিগকে চোগাণেই ও বাসস্থান বলিতে সেই অপরাধের সন্ধান জানা-অস্বীকার করে তাহা-ইবেন।

কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্মকারকের চক্ষুর গোচরে এই আইনের বিপরীত অপরাধ করিলে কিম্বা প্রকৃপ অপরাধ করিতে বিনীত তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে, ও পোলীস কর্মকারকের সাপেক্ষে সেই ব্যক্তি আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে না চাহিলে, কিম্বা জানাইলেও যে নাম ও বাসস্থান জানাইয়াছে তাহা উক্ত কর্মকারকের মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহার নাম ও বাসস্থান নিম্নরূপে জানিয়া লওয়ার জন্য তিনি সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন ; যত-

করণার্থি ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে। কিন্তু উক্ত সময় অতিক্রম হইবার পূর্বে তাঁহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিম্নরূপে জানা গেলে, যদি তিনি আদেশ হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধ-পত্রা লিখা দেন, তবে তাঁহাকে খালাস দেওয়া যাইবে।

৩৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুসারে যিনি রাজ-কীয় কর্মকারক হন তিনি এই আইনমতে কার্যপ্রাপ্ত কোন বক্তি আপনার পদসংক্রান্ত কোন কর্ম করিবার কিম্বা কোন কর্ম না করিবার জন্যে, কিম্বা আপন পদসংক্রান্ত কার্য নিষিদ্ধ করণে কোন ব্যক্তির প্রতি অসুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রকাশ করিবার বা না করিবার জন্যে, কিম্বা কমিশনার কি রাজকীয় কার্যকারক কি গবর্ণমেণ্ট বলিয়া এই কমিশনারদের কি রাজকীয় কোন কার্যকারকের কি গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন ব্যক্তির উপকারক অসুপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার জন্যে, কোন ব্যক্তির স্থানে অতেনমত পারিশ্রমিক চাঁদা আপনার কি অন্য ব্যক্তির দ্বিত পুরস্কারস্বরূপ কোন প্রকারের পারিতোষিক গ্রহণ করিলে, কিম্বা গ্রহণ করিতে সীকার করিলে কি পাঠান ও উদ্যোগ করিলে, তাঁহার তিন বৎসরের অনধিক কাল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫৩ ধারার বিধানমত সামান্য না কঠোর কারাবল কিম্বা পাঁচ সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

৩৬৭ ধারা। (ক) এই আইন না থাকিলে যে কার্য কিম্বা যে কার্যের ক্রটি প্রকাশ্য ধারা। আইনমতে অনন্যজনক বলিয়া জ্ঞান হইত, কোন ব্যক্তির সেই কার্য কি সেই ক্রটি আই-সিদ্ধ করা গেল,

(খ) অনন্যজনক কার্যের অপরাধ কোন ব্যক্তির নামে তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা হইতে পারিবে না,

(গ) এই আইনক্রমে কোন আইন স্পষ্টরূপে রহিত করা না গেলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে,

এই আইনের কোন কথার এরত অর্থ করিতে হইবে না।

প্রথম তফসীল

(৮ ও ১৭ ধারা দেখ।)

যে সকল মুন্সিপালিটীতে কমিশনারগণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

| | |
|-------------|---------------|
| জিলা | মুন্সিপালিটী। |
| খুলনা | চন্দ্রভিরা। |
| এ | দেবগাঁও। |
| দাঙ্গেলিঙ্গ | দাঙ্গেলিঙ্গ। |
| হাজারীগাং | হাজারীগাং। |
| সিংভূম | টোবাগা। |

| | |
|-----------|--------------------|
| বাথরুগঞ্জ | ... মলহিটি। |
| এ | ... বালোকাটি। |
| চট্টগ্রাম | ... কজাবাজার। |
| মজঃকরপুর | ... লালগঞ্জ। |
| এ | ... সীতাচাঁদী। |
| দারভঙ্গা | ... রসেতা। |
| চাঁপারন | ... বেড়িয়া। |
| ভাগলপুর | ... কাঁচাপুর। |
| কটক | ... ফাঁকপুর। |
| এ | ... কেন্দ্রাপাড়া। |

দ্বিতীয় তফসীল।

(৮ ও ২৩ ধারা দেখ।)

যে সকল মুনিসিপালিটিতে সভাপতি স্থানীয় গবর্ণ-
রত কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

| | |
|-------------|-----------------------|
| জিলা | ... মুনিসিপালিটি। |
| বক্সমান | ... ড ইচাঁদী। |
| জামশী | ... ডাওরপাড়া। |
| ২২ পরগনা | ... কালিকাঠী শাখানগর। |
| এ | ... বাকলপুর। |
| নদীয়া | ... শাহদিপুর। |
| এ | ... বীরনগর। |
| এ | ... মঃকরপুর। |
| মুরশিদাবাদ | ... কান্দি। |
| নাজিরাবা | ... দাঁড়িয়া। |
| হাজারিবাগ | ... হাজারিবাগ। |
| এ | ... চাঁদী। |
| চৌধুরডাঙ্গা | ... রাইচাঁদী। |
| সিঃকুমার | ... চৈবাল। |
| মানস্জয় | ... পুকুরিয়া। |
| চট্টগ্রাম | ... কজাবাজার। |
| পাটনা | ... পাটনা। |
| গয়া | ... গয়া। |
| শাহাবাদ | ... সীতারাম। |
| এ | ... দুবঙ্গ। |
| মজঃকরপুর | ... সীতাচাঁদী। |
| দারভঙ্গা | ... দারভঙ্গা। |
| এ | ... মধুবাণী। |
| শাঁরন | ... মেওয়ার। |
| চাঁপারন | ... বেড়িয়া। |
| কটক | ... ফাঁকপুর। |
| এ | ... কেন্দ্রাপাড়া। |

তৃতীয় তফসীল।

A পাঠ্য।—(১১২ ধারা দেখ।)

ব্যক্তিদের উক্ত টাক্স ধাৰ্য্য হওয়ার নিষিদ্ধপত্র প্রস্তুত
হওনবিশয়ক এই নোটিস প্রকাশ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন।

(১১২ ধারা।)

অমুক মুনিসিপালিটি।

যে ব্যক্তিদের দখলে বোত থাকে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয়
মুনিসিপাল আইনের ১১২ ধারার বিধানমতে তাঁহাদের

টাক্স নিরূপণের নিষিদ্ধপত্র কমিশানরদের কাৰ্যালয়ে
অর্পণ করা গিয়াছে, অতএব এই নোটিস দেওয়া যাই-
তেছে, কোন ব্যক্তি সেই নিষিদ্ধপত্র দেখিতে ইচ্ছা
করিলে, বঙ্গের দিন ছাড়া কোন দিনে কাছারী খোলা
থাকার কোন সময়ে উক্ত কমিশানরদের কাৰ্যালয়ে
গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন, এবং উক্ত টাক্স নিরূ-
পণপত্রের মধ্যে যে ব্যক্তির নাম লেখা আছে তাঁহা-
নিগকে এতদ্বারা এই আজ্ঞা করা গেল, তাঁহাদের
নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে কমিশানরেরা এই
টাকা আদায়ের জন্যে যে কাছারী নিরূপণ করেন তিন-
মাসের কিঞ্চিৎ করিয়া তাহারা এই কাছারীতে গিয়া
টাক্স আদায়কারকে কি অন্য যেকন্মকারক তাহা লইতে
কমতা পান তাঁহাকে নিয়মমতে তত টাকা দিবেন।
অনুক মাসের প্রথম তারিখে প্রথমবার এই টাকা দিবেন,
তৎপরে অনুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপরে, ও
অনুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপরে, নিজে থাকিবেন।
না দিলে বাকীসময়ের অস্তাবর সম্পত্তি, কিম্বা যে
যোড়ের উপলক্ষে বাণিজ্য উপর এই টাক্স বসান
গিয়াছে তাহা অস্তাবর দেওয়া পাওয়া যাহ তাহা
ক্রোক ও নীলাম করিয়া ও সেই টাকা আদায় করিবার
জন্যে ক্রোনমতে অন্যান্য লোকেরা করিবার অনুমতি
থাকে তাহা করিয়া এই বাকী টাকা আদায় করা যাইবে।

মাল তাহ

স্বীকৃত,

কমিশানরদের সভাপতি।

B পাঠ্য।—(১১২ ধারা দেখ।)

যোড়ের মূল্য নিরূপণপত্র ও হারামুসারে যে টাক্স
ধাৰ্য্য হইল তাহার নিষিদ্ধপত্র প্রস্তুত হইবার এই
নোটিস প্রকাশ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন।

১১২ ধারা।)

অমুক মুনিসিপালিটি।

কোন যোড়ের মূল্য নিরূপণের ও বার্ষিক মূল্যমু-
ল্যের তারকাবিষয়ে যে রেট ধাৰ্য্য হইল তাহার নিষিদ্ধ-
পত্র ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের ১১২
ধারার বিধানমতে কমিশানরদের কাৰ্যালয়ে অর্পণ করা
গিয়াছে, অতএব এই নোটিস দেওয়া যাইতেছে কোন
ব্যক্তি এই নিষিদ্ধপত্র দেখিতে ইচ্ছা করিলে বঙ্গের দিন
ছাড়া কোন দিনে কাছারী খোলা থাকার কোন সময়ে
উক্ত কমিশানরদের কাৰ্যালয়ে গিয়া তাহা দেখিতে পারি-
বেন, ও সেই নিষিদ্ধপত্র লিখিত সকল যোড়ের স্বামি-
দের প্রতি এতদ্ব্যক্রে এই আজ্ঞা করা গেল, তাঁহাদের
নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে কমিশানরেরা এই
টাকা আদায়ের জন্যে যে কাছারী নিরূপণ করেন,
তাঁহারা তিন মাসের কিঞ্চিৎ করিয়া এই কাছারীতে গিয়া
টাক্স আদায়কারকে কি অন্য যেকন্মকারক এই টাকা
লইতে কমতা পান তাঁহাকে নিয়মমতে তত টাকা

দিবেন। অমুক মাসের প্রথম তারিখে প্রথমবার এই টাকা দিবে। তৎপরে অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপরে ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপরে ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপরে দিতে থাকিবে। না দিলে বাকীদারের অস্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা যে যোতের উপলক্ষে এই মূল্য নিরূপণ করা গেল তৎপরে অস্থাবর দেওবা পাওয়া যায়, তাহা ফ্রোক ও নীলাম করিয়া ও সেই টাকা আদায় করিবার জন্যে আইনমতে অন্যান্য যে কাহা করিবার অনুমতি থাকে তাহা করিয়া ও বাকী টাকা আদায় করা যাইবে।

672

ବିଶିଷ୍ଟ, ନରଦେବ ମହାପାତ୍ର ।

ଚତୁର୍ଥ ଡକ୍‌ଜିନ !

A পাঠ।—(২০০ খ্রীঃ দেখ :)

১৯৮৩ সালের বঙ্গীয় মুনি সপ্তম আধুনিক : ২০
খান্দা ৩ দাওয়ার খোঁটায়।

ਅਸੁਕ ਸੁਨਿਹਾਸਿ ਬੀਅਸੁਕ

१३५५

ଅନ୍ୟକ ଦୁନିମିଆଃ ।

ইহার সঙ্গে যে বিন পাঠান গেল ডাকঘরে তোমার
এত টাকা দেনা আছে, এইখানে তোমার নিকট সেই
টাকার দাওয়া করিতেছে। এই টাকা লব্ধের ক্ষমতা
প্রাপ্ত কোন কাহা নরকে নিষা দুনিয়ায় বিনিয়োগ
দেয় কাহা নরমে পঞ্চাশ দিবার মধ্যে এ টাকা ন্য নিলে
তোমার মাল ও সুখ একে ও নীলমে করণদার নিষা
আইনে অন্য যে বিধান করিতেছে সেই বিধানমতে
অরচা সহিত এ টাকা তাহার করা হইবে।

श्री. गुरुभ

कविः नरदत्त मज्जाशक्ति ।

[সেই ছাত্রটিরই টাকের মালিক। ছাত্রের বাড়ি নেই।
 সুখের টাকের এক কিস্তিও না। 'মক' নাকিলে। কেবল ডিবি
 নামে যে যে, টি। দেওয়া। 'মক' ডিবি। ৩০ টাকা। ৩০ টি।
 ৩০ টি।

নোট :- এই দাপ্তার বিষয়ে ভোমার কোন কাপড় থাকিলে এই পাত্র ভোমার স্থানে মত টাকার দাপ্তার করণ দেও টাক. না দিয়া ভোমার উপর যেত ক্কা. কি রেট) দিয়া হয় যাছে কমি. দাপ্তারদের নিকট ভাড়া পুনবালাচনা ক্রিয়ার দরখাস্ত দিতে পারিবে। এই নোটটিস লাইনে পর পঞ্চদশ দিনের মধ্যে ভোমার সেই দরখাস্ত দিতে চাইবে, নতুবা প্রমাণ হবে না। উক্ত দরখাস্ত দিলে কমিশনারেরা ভোমার সেই দরখাস্তের উপর যত দিন আজ্ঞা না দেন তত দিন ভোমার স্থানে গ্রাণ টাকা আদায় করা যাইবে না, কিন্তু সেই আদায় পত্রের দিন মত করলে পর ভোমার স্থানে যে টাকা পারলো হয় তাহা পুরো না দেওয়া গেলেও টাকা ও কমিশনারেরা আর যে খরচা দিয়াও আদায় করেন তাহা তাহার করা যাইবে।

B

এই আইন-যতে কোঁক বরিলে যে কী দিতে চাইবে
তাহার কর্দ।

B નામ — (૧૨૧ ધારણા મેથ)

যত টাকার নিমিত্ত ক্রোক হয়

391

ढङ्कः ।

[illegible]

ট.ক.:

উক্ত কীর মধো দাওয়ার নোটিস জারী করিবার পরচ
মঙ্গল সকল খরচ ঘণা গেল। কিন্তু ক্রোক করা সম্প্রতি
পেরাদানের জিম্মা রাখা গেলে তাহাদের একতর জনের
৩০ জনা হোক লাভ হবে। নতুন ৩০মার পূর্বে দাবীর
টাক দেওয়া যাওয়া ৩০ মিষ্টি পবিত্রতা রাখি ৩০ গুণ ভে
নীলাম করিবার কার আশংকতা না হইলে, উক্ত মঙ্গল
ডালিখিত খরচ ৩০ মিলিয়ন করা যাইবে।

(११४) — २२२ ११४ (११४)

କ୍ରୀ. ମ. ପା. ୫. ୩. ୩।

[illegible]

1 22 4141 1 1

৩। (যে দাখিলাতরফকে "রওধান" ঘোষিত করিতে
স্বল্পায়াস করিলে নান এই জা.ন. লিখিতে হইবে)
সম্মত।

অন্য স্থান পীঠ স্থিতিস্থাপক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল
টাকাসের ক্রিয়ারের নিমিত্ত এতটুকু পানেন ওভাবেও
তাহার নিকট নিম্নস্থিত স্থানে লিখিয়া দাওয়া হইলেও
এক পোতাওয়াসের নে টিউ তাহাকে দেখিয়া যেনে পর
পাশদেব দিন পত্ত হইলেও উক্ত স্থিতিস্থাপক মেই টাকাস দেন
নাই ও তাহা দিবার উপায়ক কেহু দশান নাই। অতএব
তোমাকে অক্ষুণ্ণ রাখি আঁকা করা যেন যে স্থানে ও
কিছুমানক ও তাহিয়ার ও বাদমাগের কিয়া কুসি-
কদোর যাদি ছাড়া এতটুকু পানেন ওভাবেও
স্থিতিস্থাপক মেই টাকাসের সাধা কুসি কুসি কুসি
স্থানে পাওয়া পাবে। কিয়া পাওয়া গিয়াছে ওভাবেও
লাভল প্রাপ্তি ছাড়া অতএব অন্য যে দুই
পাওয়া পাবে তাহা ক্রীক কর: ও মেই টাকাস লইবার
ও তাহিয়ার ও দিকের ক্রিয়ার খবর পোদ করণের
উপায়ক আর এত টাকাস দাওয়া লগ: ও উক্ত স্থানে
ক্রীক করণের পর দশা দিবে। মদ্য উক্ত এত টাকাস
না দাওয়া যেনে মেই টাকাস নীলাম কর: এবং নীলামের
উপায় টাকাস হইলে উক্ত এত টাকাস এবং এতটুকু
ও তাহিয়ার ও নীলাম ক্রিয়ার খবর টাকাস বাদ দিলে
পর উদ্বাহ থাকিলে উক্ত জাতি দীকার অধিকারে
পাওয়া গিয়াছিল তাহার দাওয়া যেনে তাহাকে এ
উদ্বাহ টাকাস দাওয়া দাওয়া না হলে তাহা কমিগান:

দিগকে দাও। যদি উক্ত ব্যক্তির ক্রোক করিবার উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য না পাওয়া যায়, তবে এই পরওয়ানা কিরিয়া আনিবার সময় সার্টিফিকেট লিখিয়া আমা-
দিগকে সেই কথা জ্ঞাত কর।

অমুক।

অমুক স্থানের সভাপতি।

D পাঠ।—(১০০ ধারা দেখ।)

নিম্নোক্তের ও নোটিসের পাঠ।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিমিপাল আইন।

(১০২ ধারা)।

(যে দ্রব্য ক্রোক করা গেল তাহা সবিশেষ লিখিয়া) পাঠের লিখিত ডাকের কি রেটের জন্যে এত টাকা আদায়ের নিমিত্ত আমি অন্য উক্ত নিম্নোক্তের নিমিত্ত দ্রব্য ক্রোক করিবার ইচ্ছা জানিও; এবং তুমি এই নোটিসের তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে আদায়ের কিস্তি অমুক স্থানের কমিশ্যনরদের কাষালয়ে উক্ত এত টাকা ও এই ক্রোক করিবার নিম্নলিখিত খরচ না দিলে সেই দ্রব্য নীলাম করা যাইবে।

(ক্রোকী পরওয়ানা জারী করণার্থে নিম্নক
কাষালরকের সাক্ষর।)

ক্রোকের খরচ—

মূল তারিখ

D পাঠ।—(১০৪ ধারা দেখ)।

অমুক নামের বাকীর বাকী ও মোস্তাফি ক্রোক ও
নীলাম করা যাই তাহার বিবরণ।

- ১। বাকীদারের নাম।
- ২। মোস্তাফির উপর বাকী পড়িল রেজিষ্টারে তাহার নাম ও বিশেষ কথা।
- ৩। যত টাকা বাকী আছে।
- ৪। খরচ ও দণ্ডের যত টাকা।
- ৫। লক্ষ্যমুদ্র যত টাকা আদায় করিতে হইবে।
- ৬। ক্রোকী পরওয়ানা প্রদানে সম্পত্তি ক্রোক করা গেল তাহার নিমিত্ত।
- ৭। ক্রোক কবির তারিখ।
- ৮। নীলামের তারিখ।
- ৯। যে দ্রব্য বিক্রয় হইল তাহার বিবরণ।
- ১০। একই দ্রব্যের নিমিত্ত যত টাকা পাওয়া গেল।
- ১১। খরচদারের নাম।
- ১২। মোটে যত টাকা আদায় হইল।
- ১৩। বাকীর যত টাকা যে তারিখে কমিশ্যনরদের কাষালয়ে দেওয়া গেল।
- ১৪। খরচ ও দণ্ডের যত টাকা কমিশ্যনরদের কাষালয়ে দেওয়া গেল।
- ১৫। প্রাপ্য বাকী ও খরচ ও দণ্ডের টাকা কাটিয়া লইলে নীলামের উপর যত টাকা উত্তর থাকে।
- ১৬। সেই উক্ত লইয়া যে তারিখে দাখল করা গেল।
- ১৭। আদায় না হওয়া টাকা বাকী থাকিলে কত বাকী আছে।
- ১৮। সেই অবশিষ্ট বাকী যে তারিখে আদায় হয় বা অসম্ভবতঃ খরচ করা যায়।
- ১৯। যতদূর কথা (ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া ডাড়িয়া দেওয়া গেল তাহার কারণ ও অন্যান্য কথা এই ঘরে লিখিতে হইবে।)

কলিকাতা এসিস্টেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্যে জন্মিত এডভাইন মারিন লুইস সাহেব

কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

পঞ্চম তফসীল।

(৮৬ ও ১০১ ধারা দেখ।)

গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতির উপর ট্যাক্সের কর্দ।

তিন মাসের
দেয়।

| | |
|--|------|
| চারি চাকার ও দুই ঘোড়ার প্রত্যেক গাড়ীর ... | ৪।।০ |
| চারি চাকার ও এক ঘোড়ার কি ৪ ফুট ৪ ইঞ্চির
নূন উচ্চ এক ঘোড়া ট্যাক্স প্রত্যেক গাড়ীর... | ৩ |
| দুই চাকার প্রত্যেক গাড়ীর ... | ২।।০ |
| প্রত্যেক ঘোড়ার ... | ২ |
| ৪ ফুট ৪ ইঞ্চির নূন উচ্চ এক ট্যাক্স ও এক | |
| চাকার ও গাড়ীর ... | ১০ |
| প্রত্যেক চাকার ... | ৩ |
| প্রত্যেক উচ্চের ... | ২ |

গাড়ীর চাকার বাস ২৪ ইঞ্চির অধিক না হইলে
তাঁহার ডাক নাই।

ষষ্ঠ তফসীল।

(১০৪ ধারা দেখ)

মহিমমতিস্থিত জন্মিত গবর্নর জেনারেল সাহেবের আইন।

| সাল ও মাস। | বিষয়। | যত দূর রহিত
হইল। |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| ১৮৮১ সাল | গাড়ী মোস্তাফির ক্রয় | ৪, ৫, ৬, |
| ১৯ আঃ। | ও যন্ত্রাঙ্গন ইহা প্রভৃতির ... | ৭, ৮, ৯, |
| | আরো উল্লিখিত বিষয় ... | ১০, ১১, ১২, |
| | করিবার আইন। | ১৩, ১৪, ১৫, |
| | | ১৬, ১৭, ১৮, |
| | | ১৯, ২০, ২১, |
| | | ২২ ধারা। |

মহিমমতিস্থিত বঙ্গদেশের জন্মিত লেফটেনেন্ট গবর্নর
সাহেবের আইন।

| সাল ও মাস। | বিষয়। | যত দূর রহিত
হইল। |
|------------|--|---------------------|
| ১৮৭৩ সাল | গাড়ী মোস্তাফির ক্রয়, দিওয়ান মাদুর আইন
জন্ম, ট্যাক্স আদায়
করিবার আইন। | ১, ২, ৩, |
| ১৮৭৬ সাল | ৪০১ মুনিমিপাল আইন বিষয়ক
আইন সংশোধন ও
সংগ্রহ রূপে আইন। | ৪ |
| ১৮৮৮ সাল | ৪০১ প্রথম প্রেসিডেন্ট মুনিমিপাল
লিটার মদ্য আইন, ন্য
পরিষ্কার আইন ও
নির্মালকরিবার আইন
করিবার আইন। | ৫ |

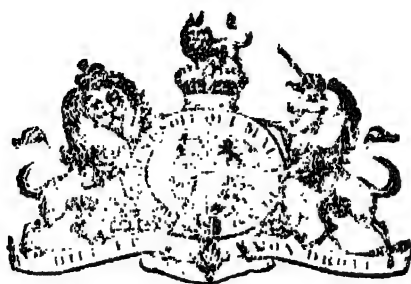
সি. এ. এ. আইন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অফিসে প্রস্তুত।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অফিসে প্রস্তুত।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 24, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৪ জুন।

CONTENTS

| | PAGE. | নিবন্ধ। | পৃষ্ঠা। |
|--|---------|--|---------|
| PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India... | Nil | প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিষ্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | নাই |
| PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ... | 613-657 | দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... | ৬১৩-৬৫৭ |
| PART III.—Acts of the Legislative Council of India ... | Nil. | তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ... | Nil. | চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | নাই। |
| PART V.—Acts of the Bengal Council ... | Nil. | পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... | নাই। |
| PART VI.—Bills of the Bengal Council ... | 17-43 | ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... | ১৭-৪৩ |
| PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ... | 43-45 | সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের নিষ্কারণ জাপানপত্র ... | ৪৩-৪৫ |
| PART VIII.—Advertisements ... | 637-691 | অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ... | ৬৩৭-৬৯১ |
| SUPPLEMENT ... | Nil. | পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ... | নাই। |

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2038 A.

GENERAL.—*The 26th May 1884.*—Mr. R. J. Harrison is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, with effect from the 9th instant, *vice* Mr. A. A. Wace, resigned.

The 30th May 1884.—Moulvie Mahomed-ul-Nobi, Deputy Collector, Shahabad, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1890 in that district, *vice* Mr. J. R. Hand.

The 3rd June 1884.—Mr. L. C. Abbott, c.s., has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for six months on medical certificate.

The 4th June 1884.—Baboo Nobin Chunder Sen, Deputy Collector, Noakholly, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Rojoni Coomar Dutt, transferred.

The 5th June 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for two months and five days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 9th June 1884.—Mr. H. P. Todd-Naylor, Assistant Magistrate and Collector, Dacca, is vested with the powers of a Deputy Collector.

The 10th June 1884.—The services of Mr. C. P. Caspersz, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Sasseram, Shahabad, are placed temporarily at the disposal of the Board of Revenue for employment as Settlement Officer in charge of the settlement of Noabad Talooks in Chittagong.

The 11th June 1884.—Mr. R. F. Rampini, c.s., has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for five months.

The 12th June 1884.—Moulvie Syed Obedullah, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for six weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Tara Nath Bose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector in the district of Mymensingh, *vice* Baboo Nobin Chunder Guha, resigned.

The leave granted to Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, under the order of the 1st April last, is commuted to leave for one month under sections 134 and 141, chapter X of the Civil Leave Code.

The order of the 13th ultimo, transferring Baboo Sri Nath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, to the Bhubooah sub-division of that district, is cancelled.

In modification of the order of the 7th May last, Moulvie Mohamed Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 13th June 1884.—Mr. S. N. Banerjee, Temporary Sub-Deputy Collector, Rungpore is allowed leave for six weeks, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Dino Nath Chuckerbatty, Temporary Sub-Deputy Collector, Rungpore, is transferred to Alipore, in the district of Julpigorce.

Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for two months, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 24th April 1884.

[*Government Gazette*, 24th June 1884.]

বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০০৮ A নম্বর।

সাধারণ ১—১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জিযুক্ত এ. এ. ওয়েলস সাহেব কর্তৃক ত্যাগ করাতে জিযুক্ত আর, জে, হারিসন সাহেব এট মাসের ৯ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের উত্তরদিকের বগুড়ার রাইফল দলের কাণ্ডালের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—জিযুক্ত জে, আর, হাও সাহেবের পরিবর্তে শাহাবাদের ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী মহম্মদ উল-মবি উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—ভারতবর্ষের পক্ষে জিযুক্ত জিযুক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী সাহেব জিযুক্ত এস, সি, আর্ট, সি, এস, সাহেবকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—জিযুক্ত বাবু রজনীকুমার দত্ত স্তানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে নওয়াখালীর ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—সারনের অন্তর্গত মেওয়ারনের একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী মবারক আলি যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে ছয় মাস পঁচ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—ঢাকার আসিষ্টান্ট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুক্ত এচ, সি, টড-নেলর সাহেব ডেপুটী কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।—শাহাবাদের অন্তর্গত শাহীরাওয়ার একটি আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত সি, পি, কামপার্জ সাহেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত নওয়াবাদ থানাকের বন্দোবস্তী কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বন্দোবস্তের নর্ত্তপক্ষের পক্ষে নিযুক্ত হওয়ার্থে কিয়ৎকালের জন্যে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ জুন।—ভারতবর্ষের পক্ষে জিযুক্ত জিযুক্ত মফারাবীর টেট সেক্রেটারী সাহেব জিযুক্ত আর, এক, রাষ্ট্রপতি সি, এস, সাহেবকে আর পাঁচ মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১২ জুন।—বাথরগঞ্জের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী মৈয়দাদ অবেরুজা যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় সপ্তাহের ছুটি পাইলেন।

জিযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ত্যাগ করাতে জিযুক্ত বাবু তারানাথ বসু কিয়ৎকালের জন্যে ময়মনসিংহ জিলায় সব-ডেপুটী কালেক্টরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত আরদাবাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র গত আশ্বিন মাসের ১ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তাহা সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১০৪ ও ১৪১ ধারামতে এক মাসের ছুটি বলিয়া গণ্য করা গেল।

শাহাবাদের অন্তর্গত বঙ্গারের সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে উক্ত জিলায় অন্তর্গত ভুবন্য মহকুমার প্রেরণ বিষয়ক গত মাসের ১৩ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

গত মে মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকাছোপলক্ষে জিযুক্ত এক, এ, স্যাক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোরের অন্তর্গত মহড়াইলের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের মেন্দিপুর্ জিলায় অন্তর্গত কাতি মহকুমার কার্যের ভার এংগের তারিখ অবধি উক্ত মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—রঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত এস, এস, বন্দোপাধ্যায় যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে ছয় সপ্তাহের ছুটি পাইলেন।

রঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু দীপনাথ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি জিলায় অন্তর্গত অলপুরে প্রেরিত হইলেন।

বাথরগঞ্জের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু রাধিকালাল সোম গত আশ্বিন মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭—৭ ও ১৪৪ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

Mr. T. Inglis, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Raneegunge, Burdwan, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, on leave, is appointed to have charge of the Raneegunge sub-division of the Burdwan district, during the absence, on leave, of Mr. T. Inglis, or until further orders.

Mr. C. T. Metcalfe, C.S.I., Magistrate and Collector, Patna, is allowed leave for one month and one day, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 18th instant, the day following the date on which his present appointment as Additional Commissioner, Patna, expires.

The 14th June 1884.—**Baboo Annoda Prosad Sen**, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagpore, is transferred to the district of Julpigoree.

Baboo Sarat Chunder Chatterjee, B.L., is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Dinagpore district, *vice* Baboo Annoda Prosad Sen, on deputation.

POLICE.—*The 9th June 1884.*—**Mr. E. C. S. Baker**, Officiating Assistant Superintendent of Police, Nuddca, is transferred to Serampore, in the district of Hooghly.

Mr. C. Plowden is appointed to act, until further orders, as an Assistant Superintendent of Police, and is posted to Nuddca.

The 12th June 1884.—**Lieutenant-Colonel R. M. Skinner**, District Superintendent of Police, Sarun, is allowed leave for two months and two days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. W. C. Fasson, Assistant Superintendent of Police, Sarun, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Lieutenant-Colonel R. M. Skinner, or until further orders.

The 13th June 1884.—**Mr. H. G. Wilkins**, Officiating Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is appointed to act temporarily as District Superintendent of Police, Howrah, on being relieved of his present appointment.

Mr. Wilkins is also appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the date on which he joins his appointment at Howrah.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, is appointed to act, until further orders, in the first grade of Assistant Superintendents of Police at Howrah, with effect from the date on which he may be relieved of his present appointment as Officiating District Superintendent of Police by Mr. H. G. Wilkins.

EDUCATION.—*The 14th June 1884.*—**Mr. A. Macdonell**, Professor, Dacca College, is appointed to be a Professor in the Presidency College.

Mr. W. Booth, Professor, Presidency College, is appointed to be Principal of the Dacca College.

Mr. R. Parry, Officiating Principal, Dacca College, is appointed to be a Professor in the Patna College.

Baboo Surja Kumar Agasti, M.A., is appointed temporarily to be an Assistant Professor in the Dacca College.

Baboo Brahma Mohun Mullick, Inspector of Schools, Western Circle, is confirmed in class IV of the Bengal Educational Service, *vice* Mr. A. W. Garrett, who has applied to retire.

OPIMUM.—*The 7th June 1884.*—**Mr. J. E. Hand**, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Benares Agency, is allowed leave for two and a half months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st June 1884.

Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Behar Agency, is allowed leave for one month, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 20th May 1884.

[Government Gazette, 24th June 1884.]

বর্তমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জের একটি আইটে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুড টি, ইংলিস সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জিযুড টি, ইংলিস সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের ছুটি প্রাপ্ত একটি আইটে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুড এচ, কেরর সাহেব বর্তমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মহকুমার কার্যের তার প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুড সি. টি, মেটাকাক সাহেব, সি, এস, আই, সিভিল কার্য-কারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৮ তারিখ অবধি অর্থাৎ পাটনার আডিশ্যনাল কমিশনারস্বরূপ তাঁহার বর্তমান কর্মের কাল যে তারিখে অতীত হয় তাহার পর দিন অবধি এক মাস এক দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ জুন।—দিনাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুড বাবু কন্নদাপ্রসাদ সেন জলপাইগুড়ি জিলার প্রেরিত হইলেন।

জিযুড বাবু কন্নদাপ্রসাদ সেন রাজকাঁধাডুরে নিযুক্ত হওয়ায় জিযুড বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—নদীয়ার পোলীসের একটি অফিসিটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিযুড হি, সি, এস, বেকার সাহেব, কুগলী জিলার অন্তর্গত আরামপুরে প্রেরিত হইলেন।

জিযুড সি, প্রোভেন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের অফিসিটে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া নদীয়ায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ জুন।—গারের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জিযুড আর, এম, স্কিনর সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাস দুই দিনের ছুটি পাইলেন।

লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জিযুড আর, এম, স্কিনর সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় গারের পোলীসের অফিসিটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিযুড ডবলিউ, সি, কানন সাহেব উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—কলিকাতার পোলীসের একটি ডেপুটি কমিশনার জিযুড এচ, জি, উইলকিন্স সাহেব স্বীয় বর্তমান কর্মের তার অন্ত্যের প্রতি অর্পণ করিয়া ক্রিয়াকালের জন্যে হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুড উইলকিন্স সাহেব হাবড়ার স্বীয় কর্ম প্রথের তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের ত্বীয় প্রেরণমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের অফিসিটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিযুড সি, এ, স্যাভিলাগুস সাহেব পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টস্বরূপ স্বীয় বর্তমান কর্মের তার জিযুড জি, এচ, উইলকিন্স সাহেবের প্রতি অর্পণ করি-বার তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার পোলীসের অফিসিটে সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রথম প্রেরণমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ জুন।—ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক জিযুড এ মাকডনেল সাহেব প্রেসিডেন্সী কালেক্টর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রেসিডেন্সী কালেক্টর অধ্যাপক জিযুড ডবলিউ, বুথ সাহেব ঢাকা কালেক্টর প্রিজিপলের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেক্টর একটি প্রিজিপল জিযুড আর, গারি সাহেব পাটনা কালেক্টর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুড বাবু সুর্যাকুমার আগতি, এম এ, ক্রিয়াকালের নিমিত্তে ঢাকা কালেক্টর সচকাণী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুড এ, ডবলিউ, গারিট ফ্রাঙ্কস কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের প্রার্থনা করায় পশ্চিম চক্কর স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর জিযুড বাবু ব্রহ্মমোহন মাস্কক বঙ্গদেশের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ কার্যের চতুর্থ প্রেরণমতে স্থায়-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—বাগারস এজেন্টের অফিসের অফিসিটে সব-ডেপুটি এজেন্ট জিযুড জে, ই, হাণ্ড সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি আড়াই মাসের ছুটি পাইলেন।

বিহার এজেন্টের অফিসের অফিসিটে সব-ডেপুটি এজেন্ট জিযুড এল, জে, আর, ফিল্ড সাহেব ১৮৮৭ সালের ১০ মের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

MEDICAL.—*The 5th June 1884.*—Assistant Surgeon Amulya Chandra Chumapati, who was in charge of the charitable dispensary at Behar, held also medical charge of that subdivision from the 29th March to the 29th April 1883, both days inclusive.

Surgeon D. G. Crawford is appointed to act as Resident Physician, Medical College Hospital, Calcutta, during the absence, on deputation, of Surgeon L. A. Waddell, or until further orders.

The 17th June 1884.—Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the civil station of Scrampore, in the district of Hooghly, with effect from the date on which he joined his appointment.

MUNICIPAL.—*The 8th June 1884.*—The Lieutenant-Governor sanctions the election by the Commissioners of the Patna Municipality of Mr. R. C. McKennie to be their Vice-Chairman for a term of two years.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Lalbagh Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Rai Meghraj Kutari Bahadoor. | Rai Sitab Chand Nabar Bahadoor.
Baboo Raj Krishna Ghose.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Mr. M. J. Reuther. | Pandit Taranath Nyabagish.
Baboo Haran Chunder Moitra.

The 13th June 1884.—Baboo Mohendra Nath Mukerjea is appointed to be a Commissioner of the South Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

ROAD CESS.—*The 8th June 1884.*—Rai Shib Chunder Banerjee, Bahadoor, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Bhagulpore District Road Committee.

Munshi Soojait Ally is re-appointed to be a member of the Bhagulpore District Road Committee.

Baboo Purna Chandra Sing, zemindar, is also appointed to be a member of the above Committee, *vice* Baboo Tej Narain.

Baboo Srimohan Thakoor is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sudder Branch Road Committee of Bhagulpore.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 196.—*The 5th June 1884.*—Mr. P. C. Lyon, c.s., Assistant Commissioner, Sylhet, is transferred, as a temporary arrangement, to the Khasi and Jaintia Hills, and posted to the head-quarters station.

No. 203.—The following promotions are made in the Assam Commission, with effect from the 19th May 1884, in consequence of Major E. N. D. LaTouche being transferred to the half-pay list (as notified in the *Gazette of India*, dated the 17th May 1884) :—

Mr. J. Kennedy, c.s., Assistant Commissioner, second grade, to be Assistant Commissioner, first grade.

Mr. B. G. Geidt, c.s., Assistant Commissioner, third grade, to be Assistant Commissioner, second grade.

Mr. R. S. Greenshields, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, third grade, is absorbed in that grade.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—The undermentioned Assistant Surgeon of the second grade, having passed the prescribed examination, is promoted to the first grade, with effect from the 1st May 1884 :—

Assistant Surgeon Chunder Mohun Ghose.

[*Government Gazette*, 24th June 1884.]

১. চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—আসিফাউল মর্জম জিহুত অধ্যক্ষ চন্দ্রাভি, বিনি বিচারে দাতব্য ঔষধালয়ের কার্যের অধ্যক্ষতা তার প্রাপ্ত ছিলেন তিনি, ১৮৮১ সালের ২৯ মার্চ অবধি ২৯ আশ্বিন পর্যন্ত সেই মহকুমার চিকিৎসাকার্যেরও তার প্রাপ্ত ছিলেন।

২। স্বাস্থ্যোপলক্ষে সর্জন জিহুত এল, এ, ওয়াডেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, সর্জন জিহুত ডি, জি, ক্রাকর্ড সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ানের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।—স্বাস্থ্যনীতিতে অতিরিক্ত আসিফাউল মর্জম জিহুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ, হুগলী জিলার অন্তর্গত জিহুতপুর সিভিল স্টেশনে চিকিৎসাকার্যের তার গ্রহণের তারিখ অবধি ক্রিয়াকালের জন্যে তথাকার চিকিৎসাকার্যের তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—পাটন। মুন্সিপালিটির কমিশনারেরা জিহুত আর, সি, মাকেনাই সাহেবকে দুই বৎসরের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহালয়েরা মুন্সিপালিটির অন্তর্গত লালবাগ মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত রায় মেঘরাজ কুটারি বাহাদুর। | জিহুত রায় সিংহ চাঁদ নবর বাহাদুর।

জিহুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষ।

নিম্নলিখিত মহালয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত এন, জে, রিউথর সাহেব। | জিহুত পণ্ডিত ভারানানথ মায়বানীশ।

জিহুত বাবু হারাণচন্দ্র মৈত্র।

১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—জিহুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মন্দির বারাকপুর মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—জিহুত রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাগলপুর জিলার পঞ্চকমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত মুন্সী সুজাত আলি তাগলপুর জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত ডেকানারায়ণ বাবুর পরিবর্তে জমিদার জিহুত বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ উক্ত কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু জৈমোহন ঠাকুর তাগলপুরের সদর শাখাপঞ্চকমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটে বহিতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৬ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—জিহুতের আসিফাউল মর্জম জিহুত পি, সি, লিয়ন সাহেব, সি, এস, ক্রিয়াকালের নিমিত্ত খাঁসি ও জ্বরগ্রস্ত পক্ষিতে প্রেরিত হইয়া সদর ঘোঁকানে অবস্থাপিত হইলেন।

২০০ নম্বর।—মেজর জিহুত ই, এস, ডি, লাইট সাহেব, ১৮৮৪ সালের ১৭ মে তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত ক্রাফ পে লিফটে প্রেরিত হওয়ার ১৮৮৪ সালের ১২ মে অবধি আসাম কমিশনে নিযুক্ত পদ বৃত্তি করা গেল।

দ্বিতীয় জেণীর আসিফাউল মর্জম জিহুত জে, কেমডি সাহেব, সি, এস, প্রথম জেণীর আসিফাউল মর্জম জিহুত হইলেন।

তৃতীয় জেণীর আসিফাউল মর্জম জিহুত বি, জি, গেইট সাহেব, সি, এস, দ্বিতীয় জেণীর আসিফাউল মর্জম জিহুত হইলেন।

তৃতীয় জেণীর অতিরিক্ত আসিফাউল মর্জম জিহুত আর, এস, গুইলিমডন সাহেব সি, এস, সেই জেণী তুচ্ছ হইলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৫ সাল ৯ জুন।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় জেণীর আসিফাউল মর্জম সির্কিট পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি প্রথম জেণী তুচ্ছ হইলেন।—

আসিফাউল মর্জম জিহুত স্ক্রেনোহন ঘোষ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

The undermentioned Assistant Surgeons of the third grade, having passed the prescribed examination, are promoted to the second grade, with effect from the 1st May 1884:—

Assistant Surgeon Hari Das Mitra.

„ „ Binode Krishna Bose.

„ „ Amrita Lal Mozoomdar.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 11th June 1884.*—Mr. G. A. Richardson, Deputy Conservator of Forests, is promoted to officiate in the second grade of Deputy Conservators, with effect from the date on which Mr. G. W. Strettell, Deputy Conservator of the first grade, availed himself of the three months' furlough granted to him under orders dated the 13th May 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 8th June 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, the Lieutenant-Governor intends to direct that all births and deaths occurring within the Nychatty Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, after the 1st August next, shall be registered, unless good reasons to the contrary are shown within one month from the date of publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1, Act V (B.C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Patna Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th June 1884.—It is hereby notified that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the Kallina Ghat ferry over the river Kareh, in the district of Durbhunga, to be a public ferry.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th June 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Roserah Municipality, in the district of Durbhunga, made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 299, Act V (B.C.) of 1876, to sanction the extension of the provisions of Part IX, chapter II of the Act to the above municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th June 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 13, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to declare that the portion of the town of Hazaribagh which has hitherto been included within cantonment limits, and which is bounded on all sides by the

নিম্নলিখিত তৃতীয় শ্রেণীর অগ্নিসিফট সার্জনরা নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ১ শে অক্টোবর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।—

অগ্নিসিফট সার্জন জীযুত হরিদাস মিত্র।

” ” ” বিনোদকুমার বসু।

” ” ” জয়তলাল মজুমদার।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ জুন।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত জি, ডাবলিউ, টেটেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৩ মের আজ্ঞাযতে যে তিনি মাসের নিয়মিক ছুটিপান তাঁহার সেই ছুটি গ্রহণের তারিখ অবধি ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত জি, এ, রিচার্ডসন সাহেব ডেপুটী বনরক্ষকের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিবেন।

এ, পি, ম্যাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ২৪ পর-গল জিলার অন্তর্গত নৈহাটী মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিমিত্তক বিপাক কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের ৪ জুলাইয়ের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্যকরতা তিনি আগামী আগস্ট মাসের ১ তারিখের পর উক্ত মুনিসিপালিটিতে জয়মত রোজটারী কমন্সের আদেশ করিবেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ত্রয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিমিত্তক কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের ২৪ জুলাইয়ের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্যকরতা তিনি, পুটনা মুনিসিপালিটিতে উক্ত আইনের বিধান আটলিও করিবার কমান্ড করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব দ্বারতজা জিলার অন্তর্গত কারে নদীর কল্যাণিয়া থানাঘাট ১৮৭৯ সালের ৬ অক্টোবরের ১ ধারার ২ প্রকারমতে সরকারী থানাঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের ২৪ জুলাইয়ের ২২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্যকরতা তিনি দ্বারতজা জিলার অন্তর্গত রাসড়া মুনিসিপালিটিতে সভ্যত কমিশনারদের অধ্যক্ষ-ক্রমে উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ পরিস্থেদের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রণীত করিবার কমান্ড করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাজারী-বাগ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিমিত্তক বিপাক কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের ২৪ জুলাইয়ের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্যকরতা তিনি, হাজারী-বাগ নগরের যে অংশ এতদিন সেনা-

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

municipality of Hazaribagh, shall be united with the municipality for the purpose of taxation, and for all other purposes of the said Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense and for a public purpose, viz. for a post office bungalow at Moheshtala, mouzah Jalkhura, in the district of 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 4 cottahs, more or less, of the standard measurement, and bounded on the north and west by Faquir Haldar's land, south by Budge-Budge road, and east by Akra road, is required within the aforesaid mouzah.

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 13th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bansberia Municipality for a public purpose, viz. for widening the Tribeny Ghat road in the village of Tribeny, within the Bansberia Municipality, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, measuring, more or less, 1 cottah 4 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Tribeny Banda Ghat road; on the south by Basudebpur Mozumdar's Banda Ghat road; on the east by the pucca houses of Baboo Sashi Bhusan Mazumdar and others; and on the west by the Tribeny Ghat road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2039 A.

The 6th June 1884.—Baboo Ram Prosonno Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the General Bench at Jehanabad, in the district of Hooghly, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 9th June 1884.—The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at Howrah, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Mr. William Ammon.
 „ John Lowther.
 „ W. John Carter.
 „ A. W. Kelso.
 „ C. J. Simmons.
 „ W. Palmer.
 „ J. Catland.
 „ J. G. Burbridge.
 „ W. Scott.
 „ J. Clarke.
 „ C. Kiernander.
 „ C. J. L. Fordyce.
 „ H. Rushton.
 „ D. Souttar.

Mr. W. Tyrell.
 „ W. F. Mitchell.
 Captain C. G. Smyth.
 Mr. P. M. Lowther.
 „ A. B. Langham.
 Baboo Juggut Chunder Gangooly.
 „ Bhabodayini Churn Mitter.
 „ Kirti Chunder Banerjee.
 „ Jogendra Nath Chatterjee.
 „ Gobind Chunder Haldar.
 „ Tarini Churn Dass.
 Revd. B. C. Ghosh.
 Baboo Gooroo Churn Roy Chowdry.
 „ Dinanath Chatterjee.

সীমাবদ্ধ আদে ও বাহার চতুঃসীমা হাজারীবাগ মুন্সিপালিটী সেই অংশ উক্ত আইনমত
টাক্স ধার্য করণ ও অন্য সকল কাযাপক্ষে উক্ত মুন্সিপালিটীর সঙ্গে সংযোগ করা যাইবে বলিয়া আদেশ
করিবার কামনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জলধুর
মৌজার মহেশতলার ডাকঘরের জন্যে বাণলাঘর করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি
লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে
এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মৌজার কতিমতে হ্রাসাদিক
১৪ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ফকির চান্দদারের
জমি, দক্ষিণ সীমা বজবজের পথ, ও পূর্ব সীমা আকড়া পথ।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, সি, মাকডোনাল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার
দাঁশবেড়িয়া মুন্সিপালিটীর সাংঘিল ত্রিবেণী গ্রামে ত্রিবেণী ঘাটের পথ পরিষ্কার করণার্থে দাঁশবেড়িয়া
মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট
গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের
নিমিত্তে কতিমতে হ্রাসাদিক ১/১১ ভূটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা
ত্রিবেণীর দাঁশাঘাটের পথ, দক্ষিণ সীমা বহুদেবপুর মজুমদারের দাঁশা ঘাটের পথ, পূর্ব সীমা ব
শশীভূষণ মজুমদার প্রভৃতির পাকা বাঁড়ী, ও পশ্চিম সীমা ত্রিবেণীর ঘাটের পথ।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট

২০৩৯ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—জিযুত বাবু রামপ্রসন্ন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত জাখোনাবাদ
বেঞ্চ অটোডনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া বেঞ্চ অটোডনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত
হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।—

জিযুত উলিয়ম আনন সাহেব।

.. জাফর আলী সাহেব।

.. ডবলিউ জাফর আলী সাহেব।

.. এ, ডবলিউ, ফেলগো সাহেব।

.. সি, জে, গিগান্স সাহেব।

.. ডবলিউ, পান্ডার সাহেব।

.. জে, কাটলাও সাহেব।

.. জে, জি, বরব্রিজ সাহেব।

.. ডবলিউ, স্কট সাহেব।

.. জে, ক্লার্ক সাহেব।

.. সি, কিয়রনাওয়ার সাহেব।

.. সি, জে, এল, ফর্ডাইস সাহেব।

.. এচ, রফিক সাহেব।

.. ডি, স্ট্রট সাহেব।

জিযুত ডবলিউ, টাইটেল সাহেব।

.. ডবলিউ এম, মিলে সাহেব।

কাগান জিযুত সি, জি, স্মিথ সাহেব।

জিযুত সি, এম, সেন সাহেব।

.. এ, বি, লাজপত সাহেব।

.. বাবু জগজ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায়।

.. .. ভবদায়ী সাহেব।

.. .. কীর্তিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

.. .. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

.. .. গোবিন্দপ্রসাদ হালদার।

.. .. তারিণীচরণ দাস।

পান্ডরী জিযুত বি, সি, ঘোষ।

জিযুত বাবু গুরুচরণ রায়চৌধুরী।

.. .. দীননাথ চট্টোপাধ্যায়।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

Baboo Abinash Chunder Mitter, Second Subordinate Judge of Tirhoot, is allowed leave for twenty-one days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Nil Madhub Banerji, Munsif of Madhubani, Tirhoot, is appointed to act as Subordinate Judge of Tirhoot, during the absence, on leave, of Baboo Abinash Chunder Mitter, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Baboo Hur Mohun Bose, Second Munsif of Soodharam, in the district of Noakholly, is transferred temporarily to the district of Backergunge, to be ordinarily stationed at Burrisal.

Mr. W. Grindlay, Assistant Magistrate and Collector, Sewan, Sarun, is appointed under the provisions of section 22, Act X of 1882, to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant-Governor's control.

The 11th June 1884.—Baboo Sarat Chunder Chatterjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Nobin Chunder Gangooly, Subordinate Judge of Dacca, is appointed to be Subordinate Judge of Rungpore.

Baboo Mati Lall Sircar, Subordinate Judge of Rungpore, is appointed to be Subordinate Judge of Dacca.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th June 1884.*—Baboo Sheo Shankar Sahoy, Munsif of Banka, in the district of Bhagulpore, is allowed leave for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Baboo Biraj Krishna Ghose, First Munsif of Cutwa, in the district of Burdwan, is allowed leave for six months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May 1884.

The 13th June 1884.—Baboo Radha Churn Roy, Second Munsif of Bhola, in the district of Backergunge, is allowed leave for nineteen days, under section 73-1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th June 1884.—In continuation of the notification, dated the 13th August 1883, published at page 713, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem, which extended Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure) to the Sonthal Pergunnahs, it is hereby notified that, under section 3 of Regulation III of 1872, the Lieutenant-Governor directs that Act III of 1884 (an Act to amend the Code of Criminal Procedure, 1882) shall also have force and effect in those Pergunnahs.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 16th June 1884.

No. 237.—*Notification.*—Baboo Prasanna Chomar Duncary, Assistant Engineer, first grade, reported his return to duty, on the afternoon of the 15th June 1884, from the sick leave granted to him in notification No. 373, dated 3rd November 1883.

No. 238.—*Corrigendum.*—In notification No. 227 of the 11th June 1884, for "8th April 1884," read "28th April 1884" as the date on which Mr. Finnimore passed the colloquial examination in Hindustani.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 21th June 1884.]

ত্রিভুজ-দ্বিতীয় সর্ভমেন্টে জজ জীবুত বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদন্থি মিলন কার্যকারীদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১, প্রকরণমতে একশ দিনের ছুটি পাইলেন।

জীবুত বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা গাঁবৎ অন্য আঙ্গী না হয় ত্রিভুজের অন্তর্গত মধ্যবর্তি মুনসেফ জীবুত বাবু নীলমঙ্গল বন্দোপাধ্যায় স্বীয় কক্ষ গ্রহণের তারিখ অবধি ত্রিভুজের সর্ভমেন্ট জজের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

নওয়াখালী জিলার অন্তর্গত সুদারামের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু কামোদন দত্ত ক্রিয়াকালের নিমিত্তে দাঁখরগঞ্জ জিলার প্রেরিত হইয়া সামান্যতঃ বরিশালে অবস্থাপিত হইলেন।

সাঁবের অন্তর্গত মেওমানের আমিরাট মাজিষ্ট্রেট ও কান্টের জীবুত ডবলিউ, গ্রিনলে সাহেব জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সার্কেলের আমলাদান দ্বারা ১৮৮৩ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার বিধানমতে শারিরিকার্থ জফিমের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ জুন।—দীন জপুরের একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কান্টের জীবুত বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার সর্ভমেন্টে জজ জীবুত বাবু নরেন্দ্র গঙ্গাধার রায়পুরের সর্ভমেন্টে জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

রায়পুরের সর্ভমেন্টে জজ জীবুত বাবু নরেন্দ্র গঙ্গাধার রায়পুরের সর্ভমেন্টে জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১০ জুন।—ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত বাকোর মুনসেফ জীবুত বাবু শিবশঙ্কর মহারি, অন্যান্য প্রকরণমতে অস্থায়ী করিয়া রাখিয়া আদি মিলন কার্যকারীদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১০৩ ধারামতে ছুটি পাইলেন।

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কান্টের মুনসেফ জীবুত বাবু বিজয়ক যোশ ১৮৮৪ সালের ১২ নং অর্ধ মিলন কার্যকারীদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১০৩ ধারামতে ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।—বাগলপুর জিলার অন্তর্গত মেওমানের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু দাঁখরগঞ্জের মুনসেফ জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সার্কেলের ১৮৮৩ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারামতে এই আদেশ কারুলেন, যে, কেম্বল দী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থ ১৮৮৪ সালের ১ আইন প্রবর্তন করিয়া বলদে ও মকদমে হইবে।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কোজাগুরী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইন সংশোধন করিয়া প্রচলিত করণার্থ ১৮৮৩ সালের ১০ আইনের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ২৮ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে তদন্থি এই সর্ভমেন্টে মেওমার মাজিষ্ট্রেট জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সার্কেলের ১৮৮৩ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারামতে এই আদেশ কারুলেন, যে, কেম্বল দী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থ ১৮৮৪ সালের ১ আইন প্রবর্তন করিয়া বলদে ও মকদমে হইবে।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ জুন।

২৩৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—প্রথম শ্রেণীর আমিরাট ইঞ্জিনিয়ার জীবুত বাবু প্রসন্নকুমার মনিয়ারি পীড়াগ্রস্ত ১৮৮৩ সালের ৩ নবেম্বরের ৩২৩ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে ছুটি পান তাহা হইতে ১৮৮৪ সালের ১৩ জুনের অপরাহ্নে কর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

২৩৮ নম্বর।—অশুদ্ধ শোধন।—১৮৮৪ সালের ১০ জুনের ২২৭ নং বিজ্ঞাপনে জীবুত ফিনিসের সাহেবের চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষাভীণ হইবার তারিখ “১৮৮৪ সালের ৮ আগ্রিলের” পরিবর্তে “১৮৮৪ সালের ৮ আগ্রিল” পাঠ করিতে হইবে।

জি. এফ. ই. এস. নীল, মেজর, এস. এস. সি,

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

IRRIGATION.

The 16th June 1884.

No. 239.—Notification.—With reference to notification No. 235, dated the 9th instant, published at page 673, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, it is hereby notified, for general information, that the estimate of the probable cost to be incurred in the repairs and maintenance of the fifty-two miles four hundred feet of the Gunduck tuccaves embankment, and the works connected therewith, in the district of Mozufferpore, during twenty years, commencing from the 1st of April 1883, amounts, at the rate of Rs. 200 per mile per annum, to Rs. 10,415. and that the Lieutenant-Governor proposes, under section 68 of Act II (B.C.) of 1882, to fix the aforesaid total sum of Rs. 10,415 as payable during the said twenty years by the zemindars of the estates benefited by such repairs, maintenance, and works, should no valid objection thereto be preferred.

Any person interested, who desires to object to the abovementioned order, is required to prefer, within three months of the date of its first publication in the *Calcutta Gazette*, such objections as he may think proper to the Collector of Mozufferpore for consideration by the Lieutenant-Governor.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

*Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D**The 17th June 1884.*

No. 240.—Leave.—Mr W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India a further extension of three months' furlough.

No. 242.—Notification.—Notification No. 228 of the 9th instant, granting Mr. W. H. Marten Deputy Examiner, 15 days' extraordinary leave without allowances, is hereby cancelled.

IRRIGATION.

The 17th June 1884

No. 243.—Declaration—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for an escape channel from the Kesry distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about one mile and 57 feet in length, and varying from 60 to 120 feet in width, and containing an area of 9 acres 2 roods and 33 poles, more or less, and passing through mouzah Sheopore, pergunnah Behya, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy to the Govt of Bengal P. W. Dept

জন্মসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৬ জুন।

২৩৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—১৮৮৪ সালের জুনমাসের ১৭ তারিখের বাজার। গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মাসের ৯ তারিখের ২৩৫নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এইসংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মজফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক তাকাদী বাঁধের ৫২ মাইল ৪০০ ফুট বেরামং, ব্রহ্মা ও ভৎসংক্রান্ত কার্য্যসম্বন্ধে ১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারি অবধি আরম্ভ করিয়া বৎসকৃত মাইল প্রতি ২০০০ টাকার হিসাবে বিশবৎসরে ১০৭৪:৫০ টাকা ব্যয় সম্ভবীয়া, অতঃপর জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারামতে এই দ্বিতীয় প্রতিবার প্রস্তাব করিতেছেন যে, যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে উক্ত বেরামং, ব্রহ্মা ও কাংসা-দ্বারা যে ২৪ মাইলের জমিদারদের উপকার হইবে ২০ বৎসরে তাঁহাদেরই মোট ঐ ১০৭৪:৫০ টাকা দিতে হইবে।

স্বার্থ বিশিষ্ট কে.অ. ব্যক্তি উক্ত আজ্ঞার উপর আপত্তি করিতে চাহিলে যেরূপ আপত্তি করা উচিত বোধ করেন তাঁহা কলিকাতা গেজেটে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনার্থে মজফরপুরের কালেক্টর সাহেবের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

জি, এক, ই, এস, নীল, মেজর এম, এস, সি,

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

২৪০ নম্বর।—ছুটি।—ভারতবর্ষের পক্ষে জীজিমতীর স্টেট সেক্রেটারী সাহেব দ্বিতীয় জেনারেল এন্ড সেকিটরিয় ডিপার্টমেন্টের জীযুত ডবলিউ, এচ, মাইটিয়েল সাহেবকে আর তিন মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়া-
জেন।

২৪২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—ডেপুটি কমিশনার পত্রীক্ষক জীযুত ডবলিউ, এচ, মাইটিয়েল সাহেবকে ১৭ বৎসর অতিরিক্ত ভাতার পত্রের দিনের ছুটি দেওন বিষয়ক ৫৪ মাসের ৯ তারিখের ২২৮ নং বিজ্ঞাপন এতদ্বারা রহিত করা গেল।

জন্মসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

২৪৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোম্পানি বিত্তরোধ না বা হইতে কোন নির্দিষ্ট হইবার নাগর জমো রাজকীয় অর্থবায় গবর্নমেন্ট কর্তৃক ক্রয় লওয়া যাইবে। বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুন্ডো ক কাংসা-ব নিমিত্তে ১ মাইল ২৭ ফুট দূর ও ১০ অবধি ১২০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ২০০০ বর্গ ফুট ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বিহরিয়া পরগণার শিবপুর মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

উহাতে বাঁহাদেও সম্পদ থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, নীল, মেজর এম, এস, সি,

পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল, ২৪ জুন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন ।—সাদারদের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সর্বদা দেওয়া যাইতেছে যে, প্রযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অদ্যকার তারিখ অবধি এক মাসের পর ক্রমস্বরে ১৮৮৯ সালের ১ আইনের ৬৭ ধারামতে ও সপ্তদাগরী আতাজ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইনের ৬ ধারামতে নিম্নলিখিত দুই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।—

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৯ সালের ২০ জুলাইর কলিকাতা গেজেটের ১৭৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৯ সালের ১ আইনের ৬৭ ধারামতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের নিম্নলিখিত কথা যোগ করিতে হইবে ।

৪৩ পংক্তির “পারামগোরিক” শব্দের পর যোগ কর—

| ঐতিহাসিক নথি । | নিম্নলিখিত সংখ্যক পুরু ও বালক যে আতাজে লইয়া যাওয়া যায়, সেই আতাজে যত লগতে হইবে । | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | ১ বর্ষ । | | ২ বর্ষ । | | ৩ বর্ষ । | |
| | ১০ জন ও তাহার কম । | | ১১ জন অবধি ২০ জন পর্যন্ত । | | ২১ জন ও তদধিক । | |
| | ইউরোপীয় | দেশীয় । | ইউরোপীয় | দেশীয় । | ইউরোপীয় | দেশীয় । |
| ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তারিখের মত বিজ্ঞাপনের নিম্নলিখিত প্রকারে বহিরা দিখিত হইয়া যাইবে । | প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঠোকা লাবে যত আবশ্যক হয় । | | প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঠোকা হিসাবে যত আবশ্যক হয় | | প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঠোকা হিসাবে যত আবশ্যক হয় | |
| উপরোক্ত বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত স্থানগুলি দেখুন । | | প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঠোকা হিসাবে যত আবশ্যক হয় । | | প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঠোকা হিসাবে যত আবশ্যক হয় | | প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঠোকা হিসাবে যত আবশ্যক হয় । |

বিজ্ঞাপন।

১৮৭৮ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের যে আদেশ ১৮৭৮ সালের ২৮ খেত বাজলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা যায়, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা রহিত করিয়া সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত ১৮৬৭ সালের আইনের ৬ ধারার বিধানমতে বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে জাহাজের ব্যবহারার্থ নেবু বা নেবুর রস বা রক্তপিত্ত রোগ নিবারণার্থ অন্য ত্রাণ যোগাইবার নিম্নলিখিত সংশোধিত বিধি প্রচলিত করিলেন।

১। জাহাজীর নাবিকদের কি চড়নদারদের ব্যবহারের জন্য নেবুর রস আনা গেলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন ইনস্পেক্টর সাহেব তাহার নমুনা দেখিয়া তাহা ঐ জাহাজের ব্যবহারের উপযুক্ত এই মর্মের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু সেই নেবুর রসের এক ঠোঁজে নেবুজাত অম্লের ২৫ গ্রেনের অন্তর্য আঁচে ইহা ঐ ইনস্পেক্টরের করোধ্যমতে দেখান যাইতে না পারিলে ঐ সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে না; এবং ঐ নেবুর রস দৃষ্টি হইবার পূর্বে কিম্বা তাহার আবাবহিত পরে উক্ত ইনস্পেক্টর কিম্বা কঠমের উপযুক্ত কাব্যকারক নিম্নলিখিত ২ ধারার উল্লিখিত স্থান ভিন্ন যে প্রকৃতি মদিরা উপযুক্ত ও সুখাদ্য, বলিয়া স্বীকার করেন ঐ রসের শতাংশে সেই মদিরার পঞ্চদশাংশ মিশ্রিত করিতে হইবে এবং উক্ত ইনস্পেক্টর কিম্বা কঠমের কালেক্টর সাহেব যক্রপ খোঁতলে ভরিয়া ও যক্রপ লেবল দিয়া যে সময়ে যে প্রকারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা করেন তক্রপে বদ্ধ করিতে হইবে, এই সকল না করা গেলে সেই নেবুর রস জাহাজে লইবার উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে না। পরন্তু ঐ নেবু বা নেবুর রস কোন নাও হোসে আনা গেলে ও উক্ত ইনস্পেক্টর কঠক উক্ত প্রকারে গ্রহণ হইলে, ঐ মদিরা কিম্বা তাহার যত দিলে শতাংশের রসে ১৫ পঞ্চদশাংশ মদিরা হয় তাহা ঐ বাণ্ডহোসে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাহার উপর মাসুল লাগিবে না; এবং নেবু বা নেবুর রস মদিরা মিশ্রিত হইয়া সেই প্রকারে লেবল দেওয়া গেলে পর, বাণ্ডহোস হইতে জাহাজীয় ত্রাণ সমর্পণের কাঁয়। এতি যে নিয়ম ও কঠমের আইনের যে বিধান বর্ত্তে ঐ নেবু বা নেবুর রস কেবল সেই নিয়ম ও বিধানমতে জাহাজীয় ত্রাণ বলিয়া সমর্পণ করণার্থে ঐ বাণ্ডহোসে রাখা যাইবে।

২। ভিন্নদেশগামী জাহাজে এসিয়ানিবাঙ্গী লোক লইয়া গেলে, কলিকাতার বীডন ষ্ট্রীটের ৫ নং বাজীর জীযুত বাবু প্রিয়নাথ দেব প্রস্তুত সুরাশূন্য নেবুর রস অর্থাৎ সুরা না দিয়া যে নেবুর রস রক্ষিত হয় তাহা উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত জাহাজের এসিয়ানিবাঙ্গী নাবিক কি চড়নদারদের ব্যবহারের জন্য উক্ত সুরাশূন্য নেবুর রস আনা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন ইনস্পেক্টর সাহেব তাহার নমুনা দেখিয়া তাহা ঐ জাহাজে ব্যবহারের উপযুক্ত এই মর্মের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। পরন্তু সেই নেবুর রসের এক ঠোঁজে নেবুজাত অম্লের ২৫ গ্রেনের অন্তর্য আছে, ইহা ঐ ইনস্পেক্টরের করোধ্যমতে দেখান যাইতে না পারিলে ঐ সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে না; এবং উক্ত ইনস্পেক্টর কিম্বা কঠমের কালেক্টর সাহেব যক্রপ খোঁতলে ভরিয়া ও যক্রপ লেবল দিয়া যে সময়ে যে প্রকারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা করেন, তক্রপে বদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল না করা গেলে, উক্ত সুরাশূন্য নেবুর রস জাহাজে লইবার উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৩। জাহাজে নেবুর রস থাকিলে যদি জাহাজের অধ্যক্ষ তাহা শোধন করিবার কিম্বা জাহাজীর নাবিকদের কি চড়নদারদের ব্যবহারের যোগ্য করিবার নিমিত্ত তাহা জাহাজ হইতে নামাইয়া আনিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রের নিয়মিত পাঠানুসারে তাহা শোধন করিবার জন্য নামাইয়া আনিবার নিমিত্ত কঠম হোসে এন্টর করিবেন এবং; নেবু বা নেবুর রস যে নিয়ম ও যে বিধানমতে বাণ্ডহোস হইতে একেবারে জাহাজে নেওয়া যায় ঐ নেবু বা নেবুর রস উপযুক্তমতে শোধন করা গেলে ও তদ্বিষয়ে ইনস্পেক্টরের সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে পর তাহাও সেই নিয়ম ও বিধানমতে জাহাজে পুনশ্চ তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

৪। নেবুর রস জাহাজীয় ত্রাণ বলিয়া বাণ্ডহোস হইতে নেওয়া গেলে, তাহার উপর যে লেবল থাকে ভিন্নদেশে গমনার্থে জাহাজ যে সময়ে বন্দর ছাড়িয়া যায় সেই সময়াবধি চক্ষণ ঘণ্টা গত না হইলে সেই লেবল স্পর্শ করিতে হইবে না।

এ, পি, মাকডেনল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য জীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৪ জুন ।

ষষ্ঠ খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত প্রথমস্থানীয় রিপোর্ট উপস্থাপনের প্রথম সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সমেত গ্রীষ্মক প্রেসিডেন্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।—

বঙ্গদেশে স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসন প্রণালী বিস্তার করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি যে সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অপিত হয়, সেই সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের সম্মুখে যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া আমরা নিম্নলিখিত প্রথমস্থানীয় রিপোর্ট দিলাম ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ৩০ জুলাই তারিখের ১০০৯ নং পত্রে গ্রীষ্মক সেক্রেটারী সাহেবের যে আজ্ঞাজ্ঞাত করা হইয়াছে, তাহাতে কর্তৃক প্রণালী ছাড়া প্রথম পাণ্ডুলিপির সাধারণ পদ্ধতির কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করা হয় নাই এবং সদস্যর ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা ও সাধারণ সমিতির মত দিতে অন্যান্যি বাকী আছে, এ নিমিত্ত যে সকল ধারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কর্তব্য ও কৰ্মতা সম্বন্ধে স্থানীয় তহবীল সম্বন্ধে বিধান আছে, সেই সকল ধারায় পুনর্বিন্যাস ও যথাযোগ্য ভাষাগত পরিবর্তনের অন্তরিক্ত প্রত্যু অধিক পরি-বর্তন সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে করা যায় নাই। কিন্তু সমস্তই কমিটী ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সংগঠন ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নতুন ব্যবস্থা করা গিয়াছে ।

এই মাত্র গ্রীষ্মক সেক্রেটারী সাহেবের যে আজ্ঞার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে এরূপ জিলায় কমিটী স্থাপনের কম্পনা আছে, যাহা কর্তৃত্ব করিবে, কার্য চালাইবেন। কিন্তু এইমত অবলম্বন করিয়া এরূপ একটা প্রণালী উদ্ভাৱন করা সম্ভব বোধ হয় নাই, যাহা এই প্রদেশের সমস্ত স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোন জিলায় একটা বোর্ড স্থাপিত হইতে পারে, এবং একই স্থানের নিমিত্ত একটা কার্য চালাইবার ও একটা কর্তৃত্ব করিবার বোর্ড এইরূপ দুইটা বোর্ড থাকি বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই নিমিত্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কালে এই মত অবলম্বন করা গিয়াছে যে, জিলায় বোর্ডকেই মূল সমিতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। যেখানে স্থানীয় বোর্ড না থাকে, সেখানে উক্ত সমিতি কার্য চালাইবেন, যেখানে স্থানীয় বোর্ড থাকে, সেখানে সম্পূর্ণরূপে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৪ জুন ।]

A Bill to extend the system of Local Self-Government in Bengal.

বা আংশিকরূপে কর্তৃত্ব করিবেন। আমরা এই অর্থ অনুমোদন করি বলিয়া প্রকাশ করিতে চাই। পান্ডুলিপিতে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া জিলা বোর্ড স্থাপিত হইবে, এক বা একাধিক মুহুরুমায় বহুদূর সম্ভব প্রতিনিধি প্রণালীমতে স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা যাইতে পারিবে, এবং যে কোন মুহুরুমায় অধিক সমাহার কমিটী অবস্থিত হইয়াছে, তথায় স্থানীয় বোর্ড স্থাপিত করিতেই হইবে; এবং পান্ডুলিপিতে জিলা বোর্ডের হস্তে যে সকল বা যে কোন বিষয় ন্যস্ত হইয়াছে, জিলা বোর্ড বা জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব জিলা বোর্ডের সাধারণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নিয়মাধানে তাহা স্থানীয় বোর্ডের কায্য নির্দায়ে ও কর্তৃত্বের অধীনে হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন। স্থানীয় বোর্ডের উপর যে সকল কঠোর ভার অর্পিত হইল, সেই সকল কঠোর করণার্থ সমাহার কমিটী স্থানীয় বোর্ডের সঙ্গে একত্রে প্রকরণ থাকিলেন, প্রথম পান্ডুলিপিতেও এইরূপ বিধান ছিল।

পান্ডুলিপিতে বিধান আছে যে, যেখানে স্থানীয় বোর্ড নাই, সেখানে জিলা বোর্ডের সমুদয় সভাই নামো-স্লেখে নিযুক্ত হইবে। যেখানে স্থানীয় বোর্ড থাকে, তথায় প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড জিলা বোর্ডে এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠাতে পারিবেন; এবং যেখানে জিলা সমুদয় স্থান স্থানীয় বোর্ডের অধীনে থাকে, তথায় জিলা বোর্ডের অন্যান্য অধিক সভা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি হইবেন। আরও বিধান আছে যে, যে সকল সভাকে নামো-স্লেখে নিযুক্ত করা যায়, কোন স্থানে তাঁহাদের অধিকার অধিক গবর্নমেন্টের অধীন বেতনভোগী পদবাহী ব্যক্তি হইবেন না। এই সকল বিধান আমাদের নানা প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের মত এই, যে স্থানে কোন নির্দায়ন অর্থ পাঠবার উপায় বোধ হইত বা স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা উচিত; এবং যেখানে নামো-স্লেখে নিয়োগ করিয়াও স্থানীয় বোর্ড করা সম্ভব বলিয়া দেখা যায় নাই, তথায় নির্দায়নস্থানে জিলা বোর্ড কারবার চুক্তি করা উচিত। তবে আমরা আরও বিবেচনা করি যে, যে জিলায় সমুদয় স্থানে স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে, তথায় নির্দিষ্ট এইরূপ বিধান করা যাইতে পারিবে, জিলা বোর্ডের অধিক সভা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি হইবেন। সমুদয় প্রতিনিধি সভা সমস্ত নিযুক্ত সভাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইবেন, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব; কিন্তু এক্ষণে হইলেও সভাপতি তাঁহাদের মতামত এক দিকের মত প্রকাশ করিতে পারিবেন; এবং ইহা চুক্তি হইবে যে, জিহুত টেট লেফটেনেন্ট সাহেবের আজ্ঞাধীন গবর্নমেন্টের একজন কর্মচারীকে হইয়াছে যে, যে সকল স্থানে আংশিক বা পূর্ণরূপে সেই সকল স্থানে গবর্নমেন্ট সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য, মতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মজ্ঞে প্রকাশিত হইয়াছে প্রতিনিধি প্রণালীর সুবিধা গুলিতে পারে। এক্ষণে পান্ডুলিপি প্রণয়ন করা আমাদের বিবেচনার উচিত হইয়াছে। এ ধারার স্থান আছে যে, জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব আজ্ঞাধীন জিলা বোর্ডের সমুদয় সভা নির্দায়িত্ব হইতে পারিবেন; এবং ১৪ ধারার মতে একজন আজ্ঞা হইলে, বোর্ডের সভাপতি তাঁহাদের দ্বারা হইতে সভাপতি নির্দায়ন করিয়া লইতে পারিবেন।

এইরূপ বিধান করা গিয়াছে, সমাহার কমিটী স্থাপিত হইবে স্থানীয় বোর্ড নির্দায়নস্থানে গঠিত হইবে, একজন কমিটী বেসে স্থানীয় থাকে, তাহদের প্রত্যেক স্থানীয় হইতে অন্তত দুইজন নির্দায়িত্ব হইবেন। কিন্তু এক্ষণে স্থানীয় বোর্ডের নির্দায়ন প্রণালীর প্রয়োগ অধিকরণ বাস্তবীয় বোধ হয় নাই; সকল স্থানীয় বোর্ডের সভা নির্দায়ন করণার্থ বিধি প্রণয়ন করবার ক্ষমতা জিহুত টেট লেফটেনেন্ট সাহেবের হস্তে দেওয়া গিয়াছে। এই ধর্মের একটা উপবিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, প্রত্যেক যে স্থানীয় বোর্ড সভাকে নির্দায়ন প্রণালী প্রবল করা গিয়াছে তথায় নির্দায়নদের অসকলকে ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, কিম্বা যদি সভাপতি জিহুত গবর্নর সেনরল সাহেব অনুমতি না দিলে, উক্ত প্রণালীর পরিবর্তে নিয়োগ প্রণালী পুনঃ প্রবর্তিত করা যাইবে না। প্রথম পান্ডুলিপির অর্থ অনুমোদন করিয়া সংশোধিত পান্ডুলিপিতে স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি গবর্নমেন্টের নিযুক্ত ডেপুটি কমিসারীয়ে সংশোধিত সভাপতিদের অধিক হইবে না, বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ স্থলে মন্ত্রিসভাপতি জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেব এই নিয়মে বাস্তব করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায় আপনাদের সভাপতি নির্দায়ন করতে পারবেন এবং চূড়ান্তরূপে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতি নির্দায়ন করিতে পারিবেন, প্রথম পান্ডুলিপিতেও একটা বিধান ছিল।

নির্দায়নদের যোগ্যতা বিবরণে স্থানীয় করা যাইবে, আটনের বিশেষ বিধানক্রমে নহে, এই কথা ছাড়া। স্থানীয় কমিটির সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়ের কোন পরিবর্তন করা যায় নাই।

কর্ম চালাইবার সংক্রান্ত যে সকল বিবিধ ধারা ছিল, তাৎপর্যবর্তী একটি ধারা করা বাস্তবীয় বোধ হইয়াছে। এ ধারায় এতদ্ভাষার সংক্রান্ত নাম বিষয়ের বিধান করণার্থ জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবকে ও তাঁহার আজ্ঞাধীন ভিন্ন বোর্ডকে নির্দায়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রয়োজনীয় কথা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ, যে প্রকারের সভাপতিদের নোটিস দেওয়া যাইবে, ও যে উপায়ে ভিন্নমত ও বাধা-বাদ উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। জিহুত টেট লেফটেনেন্ট সাহেবের আজ্ঞায় যে যুক্ত বিধান বিশেষ মনোযোগযোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আরব্য সমস্ত দুইটি ধারার উল্লেখ করা আবশ্যিক। প্রথমটি পথকরের দ্বারা ধার্য করা। বর্তমান আইন অনুসারে জিলা পথকর্মীরা এ ধারার দ্বারা কবিবার ক্ষমতা নামে আছে, কিন্তু জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব উহা পরিবর্তন করিতে পারেন। এক স্থানীয় বোর্ড এক প্রার্থনা করিয়া দ্বারা চূড়ান্তরূপে ধার্য করিতে পারিবেন

প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাদের প্রতি একরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। আমাদের মত এই, কেবল অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা এই ক্ষমতা পরিচালিত হওয়া উচিত নহে। একদে যে হার আদায় হয়, তাহাতে বাকীদিগকে যেটাকা খরচ হয়, এপ্রদেশে বোধহয় এমন কোন জিলা নাই, যেখানে তদপেক্ষ কম টাকা খরচ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আমরা জানি যে, বাখরগঞ্জ জাড়া প্রত্যেক জিলায় অভ্যুচ্চহারে পথের আঁকাও চটলেও পথের তহবীলে অর্থসাহায্য করণার্থ গবর্ণমেন্টের নিকট গবর্ণমেন্ট প্রার্থনা করা হয়; বাখরগঞ্জের অবস্থা বিশেষ বলিয়া এখান একরূপ ক্ষমতা বর আদায় করা হয় না। কিন্তু যদিও আমরা বিবেচনা করি যে, বর্তমান হার সাধনাতঃ রক্ষা করা উচিত, তথাপি আমরা একরূপ পরামর্শ দিচ্ছি যে, জিলা বোর্ডের সভ্যসংখ্যায় বৃদ্ধি প্রকারান্তরে প্রকট করা করিতে হইবে। একরূপ হইলেও, বোর্ডের অনেক আর্থিক সভ্য আর্থিক বিবেচনা না করিলে কোন পরিবর্তন করিতে দেওয়া উচিত নহে। নিম্নতর হারের অন্তর্ভুক্ত মনুষ্য বোর্ডের চিত্ত-ভাগের দুইভাগের অনুমান সভ্যদের সভ্যসংখ্যায় নিকাশ না করিলে, একদিকের মর্চলিত পারকনান যাহা হইবে, এই বিরোধের আশঙ্কায় বোধ হয় যে, জিলায় স্বাথ উপস্থিতরূপে সংশ্লিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় কথা কাঁচা: কতক বিষয়ক। প্রথম পাণ্ডুলিপি অনুসারে হারের অনুমানপত্র একবারে সমস্ত বোর্ডে পাঠাইতে হইত। একদে প্রস্তাব হইয়াছে জিলা বোর্ডের অনুমানপত্র জিলা মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে; এবং মাজিস্ট্রেট উক্ত বোর্ডের সভ্যপাতি না হইলে, তিনি যদি বিবেচনা করেন যে উক্ত অনুমানপত্রের কোন বিশেষ বোধ আছে, এবং উক্ত অনুমানপত্রের কিম্বদন্তি দিতে পারিবেন। জিলায় অনুমানপত্র সম্বন্ধে কমিশনার সাহেবের আজ্ঞা না মিলিয়া জিলা বোর্ড যেখানে উচিত বোধ করেন, স্থানীয় বোর্ডের অনুমানপত্র লইয়া সেইখানে কাঁচা করিবেন।

পাণ্ডুলিপির তৃতীয় খণ্ড সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলি; আর্থিক বিবেচনা করি না। রথপুত্র স্থানীয় কল্লপক্ষ-দের কল্লপ কল্লপের ক্ষমতার বিধান আছে। কাঁচা: ইনস্পেক্টর নিম্নতর হার বিষয়ক আমাদের সহযোগী কমিশনার সাহেবের প্রস্তাব জাড়া পাণ্ডুলিপি প্রথমে কাঁচা: প্রথম পাণ্ডুলিপির তৃতীয় খণ্ড বিষয়ক বিধান জিলায় লওয়া হইয়াছে। উক্ত কাঁচা: হারের বেতন সম্বন্ধে আমরা একমত নহি। আমাদের মধ্যে বিবেচনা করেন যে, একদে বোর্ডের কাঁচা: স্থানীয় হারের বেতন যেখানে বেতন নাই, সেইখানে বোর্ডের উক্ত কমিশনার বেতন দিবেন। আমাদের মধ্যে আর একজন বিবেচনা করেন যে, স্থানীয় হারের বেতন তাহাকে কাঁচা: রাখা উচিত। সমস্তের পরামর্শ এই বার, রাখিতে আমরা সন্তুষ্ট হই।

কতক বিষয়ক বিধানগুলি এটিমূল স্থানের উপর স্থাপন করা গিয়াছে যে জিলায় মাজিস্ট্রেট সাহেব জিলা বোর্ডের সভ্যপাতি হইলে সভ্যপাতি হইলেও এতদূর কতক থাকিবে যে, এই প্রকারের বিশেষ ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি জিলা বোর্ডের সভ্যপাতি না হইলে, তাহা পরিচালনা করিতে পারেন। তিনি জিলা বোর্ডের সভ্যপাতি হইলে, কমিশনার সাহেবের সহায়ক ক্ষমতা দিতে পারিবেন। এটি হইলে কমিশনার সাহেবের বিধান করণার্থে কমিশনার সাহেবের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু এই ক্ষমতা প্রদানের সময় মাজিস্ট্রেট ও কমিশনার সাহেব যে সকল আঁজা করেন, তাহা আঁজা করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের নিকট এবং মাজিস্ট্রেট স্থানীয় কল্লপক্ষ যে কোন কেস দিতে পারেন, সেই কেসের সাহেব জিলা লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে; এবং জিলা লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই আঁজা পরিবর্তন বা রক্ষিত করিতে পারিবেন। স্থানীয় বোর্ডের উপর জিলা বোর্ডেরও একরূপ বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। যে আঁজা কাঁচা: রাখা, তাহা রক্ষিত কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে; এবং কমিশনার সাহেব তাহাতে সন্তুষ্টি না হইলে, এই আঁজা পরিবর্তন বা রক্ষিত করণার্থ জিলা লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। আমাদের বোধ হয়, এই সকল বিধান একটা কাঁচা: কল্লপক্ষের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং স্থানীয় কল্লপক্ষের কাঁচা: হইতে অনুচিত হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

আমরা এই পরামর্শ দিতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হইবে, এবং তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদের ও সাধারণসমিতিদের মত জিজ্ঞাসা করা হইবে।

১৮৮৪ সাল, ২৯ মার্চ।

সি. মেকলে।

জি. সি. পল।

এচ. রেনল্ডস।

এস. টি. ট্রেবর।

এচ. বেবলি।

হরবংশ সহায়।

চন্দ্রনাথ ঘোষ।

[প্রথমবারের সংশোধিত আকারে]

বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসন প্রণালী বিস্তার করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
শাসনানুগিত দেশে স্থানীয়
স্ব-তন্ত্র শাসনপ্রণালী বিস্তার
করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাই-
তেছে।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন “ বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র
শাসন বিষয়ক ১৮৮৫ সালের
আইন ” বলিয়া খ্যাত হইতে
পারিবে।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
শাসনানুগিত দেশের যে সকল
ভাগ কলিকাতা নগরের সীমার
ব্যাপ্ত।

কিন্তু সিংহভূম, সীওতাল পরগনা বা চট্টগ্রামের পার্শ্ব-
তীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত না হয় কিন্তু যে স্থানে বা
নগরে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুন্সিপাল আইনের বিধান
প্রচলিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে সেই স্থানের বা
নগরের অন্তর্গত নয়, তথায় এই আইন বাস্তবে;

এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিজ্ঞাপন
আরও। তাহা নিম্নলিখিত
করেন, সেই তারিখ অনুসারে
এই আইন অন্য কোন জিলায় বা জিলার অংশে
প্রচলিত হইবে।

কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কর্তৃক এই আইন
অনুমোদিত হইলে পর যে কোন সময়ে এই আইনমতে
কোন বিজ্ঞাপন, আজ্ঞা বা বিধি ও কোন পদে নিয়োগ
বা কোন নির্বাচন করা যাইতে পারিবে, কিন্তু যখন
এই আইন কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত না
হয় তখন তথায় উক্ত বিজ্ঞাপনাদি ফলবৎ হইবে না।

কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে শ্রীযুত লেপ্টে-
নেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশমতে যে কোন সমাচার
কমিটী নির্বাচন হয়, তাহা এই আইনের বিধানমতে
হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২ ধারা। কোন জিলায় বা জিলার অংশে এই
আইন প্রচলিত হইলে প্রথম
তফসীলের নির্দিষ্ট আইন
উক্ত জিলা বা জিলার অংশ
সম্বন্ধে ঐ তফসীলের তৃতীয়
ধারায় যতদূর লিখিত হইল ততদূর রহিত হইবে; এবং
দ্বিতীয় তফসীলের নির্দিষ্ট আইন ঐ তফসীলের তৃতীয়
ধারায় যতদূর লিখিত হইল ততদূর সংশোধিত হইবে।

কিন্তু উক্ত আইনে যে কোন পদ, ক্ষমতা বা বিষয়
উঠিয়া দেওয়া হয় এই রাহিত্যক্রমে তাহা পুনর্জীবিত
হইবে না, কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে বাহা
কিছু করা যায় বা তোলা হয় অথবা যে কোন স্বত্ব,
অধিকার, কর্তব্য বা দায় উৎপন্ন হয়, তাহার সিদ্ধতা
সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হইবে না।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

এবং ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে কোন পদে
যে নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা কোন জিলায় বা
জিলার অংশে এই আইন প্রচলিত হইলে পর তথায়
আর বলবৎ থাকিবে না।

৩ ধারা। ১ ধারার প্রকারণের কথা থাকিলেও

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের সম্মতি বিনা
এই আইন সেনানি-
বেশ স্থানে বা চানাই-
বার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর
জেনরল সাহেবের সম্মতি পূর্বে
না লওয়া গেলে, এই আইন
কোন সেনানিবেশ স্থানে ফলবৎ
হইবে না।

৪ ধারা। বিষয়ে বা পূর্ণা-
পর কথায় তাহার প্রকাশ না
হইলে, এই আইনে

“ কমিশ্যনর সাহেব। ” “ কমিশ্যনর সাহেব ” শব্দে
খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব
বুঝাইবে।

“ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ” বলিতে এই আইনমতে সংস্থা-
পিত বোন জিলা বোর্ড বা
“ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ” স্থানীয় বোর্ড, সম্মিলিত কমিটী,
সমাচার কমিটী, কিন্তু সম্মিলিত সমাচার কমিটী
বুঝাইবে।

“ মুন্সিপাল কর্তৃপক্ষ ” বলিতে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয়
মুন্সিপাল আইনের বিধান-
মতে সংস্থাপিত বোন মুন্সি-
সিপালিটীর কমিশ্যনরগণ বুঝাইবে।

“ বিজ্ঞাপন ” বলিতে কলি-
কাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞা-
পন বুঝাইবে।

“ নির্দিষ্ট ” শব্দে ১৩৩ ধারা
মুসারে নির্দিষ্ট বিধিতে নি-
র্দিষ্ট বুঝাইবে।

“ জিলার মাজিস্ট্রেট ” শব্দে জিলার মাজিস্ট্রেট আপ-
নার অধীন যে কোন মাজি-
“ জিলার মাজিস্ট্রেট। ” স্ট্রেটকে এই আইনমতে আপ-
নার সমুদয় বা কোন ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাহাকেও
বুঝাইবে।

“ গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী ” বলিতে
“ গবর্নমেন্টের বেতন-
ভোগী কর্মচারী। ” গবর্নমেন্টের যে কর্মচারী কর্ম
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া
পেনশ্যান পাইতেছেন, তাহাকে
বুঝাইবে না।

“ বৎসর। ” আশ্রিত মাসের ১ম দিবসে
যে বৎসর আরম্ভ হয়, “ বৎসর ”
শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

১ম খণ্ড।

আইন সকল করণার্থ কর্তৃপক্ষ বিষয়ক বিধি।
১ম অধ্যায়।

জিলাবোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড বিষয়ক বিধি।

ক।—জিলা বোর্ডের ও স্থানীয় বোর্ডের গঠনের কথা।

৫ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টে-
নেন্ট গবর্নর সাহেব বিজ্ঞাপন
দিয়া প্রত্যেক জিলার নির্দিষ্ট
একটি করিয়া জিলা বোর্ড সংস্থাপন করিবেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক মহকুমার কিম্বা দুই বা তদধিক মহকুমা একত্র করিয়া তথায় একটি স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপন করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ কোন বিজ্ঞাপন রহিত বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

- কিন্তু যে কোন মহকুমার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিধান প্রচলিত করা গিয়াছে, তথায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপন করিতেই হইবে।

কোন জিলা বোর্ড যে জিলায় নিমিত্ত সংস্থাপিত করা যায়, সেই সমস্ত জিলার উপর এই আউন্সের ন্যায় পক্ষে ঐ বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে; এবং জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া যে কোন বা যে সকল মহকুমা নির্দিষ্ট করেন, তাহার উপর স্থানীয় বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে।

৬ ধারা। জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা আউন্সের জিলা বোর্ডের গঠনের অতীত সমস্ত স্থির করিয়া দেন, কোন জিলা বোর্ডের ততজন সভ্য থাকিবেন; এবং তাঁহাদের মাধ্যমে নিযুক্ত কেবল নিম্নলিখিত হইতে পারেন।

কিন্তু কোন জিলায় স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে, জিলা বোর্ডে সমস্ত সভ্য নিযুক্ত সভ্য হইবেন।

কোন জিলায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া থাকিলে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড হইতে সমস্ত যতজন প্রতিনিধি পাঠাইবার আদেশ করেন, উক্ত জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ডের সভ্যেরা আপনাদের মধ্য হইতে ততজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন, ও তাঁহারা জিলা বোর্ডে নির্বাচিত সভ্য হইবেন।

কিন্তু কোন জিলার সমস্ত স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া থাকিলে, যদি ১৫ ধারামতে সভ্যপতি নিযুক্ত করা যায়, তবে তাঁহাদের দ্বিধা জিলা বোর্ডের মোট যতজন সভ্য থাকেন, নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা তাহার অধিকের কম হইবে না।

নিযুক্ত সভ্য থাকিলে তাঁহারা, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সমস্ত নাম বা পদের মধ্যে যে একটি নিয়মকে নিযুক্ত করেন, তদ্রূপ থাকি হইবেন।

কিন্তু নিযুক্ত সভ্যদের অধিকের অধিক গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী হইবেন না।

৭ ধারা। জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা আউন্সের স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপনের কথা; দেন, কোন স্থানীয় বোর্ডের ততজন সভ্য থাকিবেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে তিনি নাম বা পদের মধ্যে সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা তদনুসারে এই আইনক্রমে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত শিষ্টমতে তাঁহারা নির্বাচিত হইতে পারিবেন, অথবা কেহ নিযুক্ত ও কেহ নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিধানমতে কোন স্থানীয় এক বা একাধিক সমাহার কমিটি সংস্থাপিত হইয়া থাকিলে, ঐ স্থানীয় মহকুমার অন্তর্গত, সেই মহকুমার সংস্থাপিত স্থানীয় বোর্ডের সভ্যরূপে কর্ম করণার্থ ঐ স্থানীয় নিমিত্ত অতীত দুই ব্যক্তি নির্দিষ্ট আকারে নির্বাচিত হইবেন।

আর

(ক) সমুদয় বা কিয়দংশ সভ্য নির্বাচিত হইবে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এইরূপ আদেশ দিয়া থাকিলে, তিনি পরে ঐ সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন না; কিন্তু যদি অধিকাংশ নির্বাচিতেরা ঐ আদেশ চাহে বলিয়া প্রকাশ করে, কিম্বা মস্তিস্তাধিত্ত জিযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব সাধারণের স্বার্থ-যুক্ত কোন কারণে এরূপ আজ্ঞা করিবার আবশ্যিক করেন, তাহা হইলে এই বিধি থাকিবে না।

(খ) মস্তিস্তাধিত্ত জিযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব অনুমোদন না করিলে, অথবা গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারীরা নির্বাচিত না হইলে, প্রত্যেক বোর্ডের সভ্যদের তিন ভাগের অধিক দুই ভাগ গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইবেন।

(গ) এই ধারার ২য় প্রকরণমতে প্রদত্ত আদেশক্রমে কোন বোর্ডের সভ্যের পদ পূরণে পূর্ণ করিতে হইবে, সেই স্থলে উপযুক্ত সমস্ত সভ্য নির্বাচন করা না গেলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিয়োগ করিয়া ঐ সকল পদ পূর্ণ করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভ্যের যতকাল পদে লোন সভ্য পদে পদোপলক্ষে থাকিবেন, তাহা কিম্বা নিযুক্ত হইলে যদি জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব প্রকারান্তরের আদেশ না করেন, তবে এরূপ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত যতকাল উক্ত সভ্য ঐ পদে থাকেন, তত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকিবেন।

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের অন্য সকল নির্বাচিত ও নিযুক্ত সভ্য যতকাল পদে থাকিবেন, তাহা এই আইনক্রমে ক্রীত বিধিক্রমে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিয়োগ করিবেন, এবং উহা এইরূপে নিয়োগ করিবেন, যেন সভ্যদের পদা যক্রমে অবসর হয়, কিন্তু উক্তকাল তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

কোন সভ্যের পদের কাল অতীত হইলে, তিনি যদি অন্য সকল বিষয় বিবেচনার যোগ্য হন, তবে তাঁহাকে আবার নির্বাচন বা নিয়োগ করা যাইতে পারিবে।

৯ ধারা। জিলা বোর্ডের সভ্য হইলে আপন পদ ভাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিয়া জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবকে জানাইয়া এবং স্থানীয় বোর্ডের সভ্য হইলে কমিশনার সাহেবকে জানাইয়া, কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভ্য পদ ভাগ করিতে পারিবেন, এবং ঐ পদ ভাগপত্র জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কিম্বা কমিশনার সাহেব যথাক্রমে গ্রহণ করিলে, উক্ত সভ্যের পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১০ ধারা। জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাকে নিয়ন্ত্রিত করণে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।—

সভাদের পদচ্যুত করণ
সময়ে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
সম্ভার কথা।

(ক) যদি উক্ত সভা কর্ম করিতে অসম্মত, কিম্বা অক্ষম হন, কিম্বা তাঁহাকে যোক্তরূপে বলিয়া প্রকাশ করা যায়, অথবা যদি তাঁহার এরূপ কোন অপরাধের প্রমাণ হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন ক্ষোভদারী আদালতের এমন কোন আজ্ঞা হয়, যাহাতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ; দোষ থাকি যুগায় যে, তিনি সভা থাকিবার অযোগ্য হইলেন; (খ) যদি তিনি রাজকাহ্নে নিযুক্ত থাকিবার অযোগ্য বলিয়া বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশ করা যায়;

(গ) যদি তিনি জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনায় যাকি উপযুক্ত ওজর বলিয়া গণ্য হয়, তৎপক্ষে ওজর দিয়া বোর্ডের ক্ষমাগত তিনি অবিলম্বে অতঃপূর্ব হিত থাকেন; কিম্বা

(ঘ) তিনি গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী হইলে, যদি জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার তাপন পদে থাকি অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছনীয় হয়।

১১ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের কোন নির্বাচিত বোর্ডের পদ ভরিত্তিক পদস্থ পূর্ণ করণের কথা।

নিম্ন এরূপ কোন স্থলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত পদ পূর্ণ করিতে হইবে না।

না.মাল্লের নিযুক্ত কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের কোন সভ্যের পদ পূরণের পক্ষে হইলে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত বোর্ডে থাকিলে উক্ত পদ পূর্ণ করণার্থ এক জন নতুন সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

নিম্নিত্তিক পদ পূর্ণ করণার্থে এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন বা নিযুক্ত করা যাইবে, তিনি যে ব্যক্তির পক্ষে অধিষ্ঠিত হন, সেই ব্যক্তি নিম্নিত্তিকরূপে যে সময়ে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করবেন, সেই সময় পর্যন্ত পদে থাকিবেন, ও সেই সময়ে পদ হইতে অবসর গ্রহণ হইবেন, কিন্তু আবার নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

১২ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড "অন্য জিলা জিলা বোর্ড সম্বন্ধিত" নামে সমবায়িত হইবার কথা।

সামান্য মোহর থাকিবে, এবং বোর্ড স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি লভ্য ও রাখিতে পারিবেন, এবং জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আইনমতে যি নিষিদ্ধ প্রণয়ন করেন তাহার নিষিদ্ধাধীনে এরূপ কোন ব্যক্তি

সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন, এবং এই আইনের কার্যপক্ষে অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ চুক্তি করিতে ও তাহা করিতে পারিবেন, ও বোর্ডের সম-বারিত নাম ধরিয়া তৎপক্ষে ও বিপক্ষে বোকদমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

১৩ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সম্মুখে সময়ে জিলা ও স্থানীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার কথা।

সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

১৪ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড উপর আদিপত্র-কারী একজন সভাপতি থাকিবেন, তাঁহাকে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিযুক্ত করিতে পারিবেন, অথবা কোন স্থলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আদেশ করিলে, জিলা বোর্ড সভ্যেরা আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচন করিতে পারিবেন। যখন জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদন না করেন, তখন সভাপতির নির্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

১৫ ধারা। সভাপতি নিযুক্ত হইলে এক বৎসর পক্ষে জিলা বোর্ডের সভ্য-পতি ও প্রতিনিধি সভ্য-পতি যত দিন পদে থাকিবেন, তাঁহাব কথা।

১৬ ধারা। সভাপতি নিযুক্ত হইলে এক বৎসর পক্ষে জিলা বোর্ডের সভ্য-পতি ও প্রতিনিধি সভ্য-পতি যত দিন পদে থাকিবেন, তাঁহাব কথা।

১৭ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে তাপন-সভ্যদের এক জনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন। যখন জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদন না করেন, তখন সভাপতির নির্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে তাপন-সভ্যদের এক জনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন। যখন জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদন না করেন, তখন সভাপতির নির্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৯ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে তাপন-সভ্যদের এক জনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন। যখন জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদন না করেন, তখন সভাপতির নির্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২০ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে তাপন-সভ্যদের এক জনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন। যখন জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদন না করেন, তখন সভাপতির নির্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২১ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে তাপন-সভ্যদের এক জনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন। যখন জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদন না করেন, তখন সভাপতির নির্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৯. ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির পদ ভাগ করিবার কথা।

সভাপতি আপনার পদ ভাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিয়া জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবকে জানাইয়া পদ ভাগ করিতে পারিবেন; এবং জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই পদভাগপত্র গ্রহণ করিলে, তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি সভাপতি আপনার পদ ভাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিয়া উক্ত বোর্ডকে জানাইয়া পদ ভাগ করিতে পারিবেন, এবং এই পদভাগপত্র গৃহীত হইলে, তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২০. ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতিকে পদচ্যুত করিবার কথা।

সভাপতি যদি কখন অসম্মত বা অক্ষম হন, অথবা যদি তাঁহাকে মোকদ্দম বলিয়া প্রকাশ করা যায়, কিম্বা যদি তাঁহার এরূপ কোন অপরাধের প্রমাণ হয়, কিম্বা উহার প্রতি মোকদ্দমী আদালতের এরূপ কোন আদেশ হয়, যাহাতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ ঘোষা থাকা সুপ্রায় যে, তিনি সভাপতি হইবার অনুপযুক্ত, কিম্বা যদি বোর্ডের প্রার্থনামতে দেখা যায় যে, তিনি ক্রমাগত সভাপতির কার্যে অধঃশ্রী করিয়াছেন, তবে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি সভাপতি যদি কখন অসম্মত বা অক্ষম হন, কিম্বা যদি তাঁহাকে মোকদ্দম বলিয়া প্রকাশ করা যায়, অথবা যদি তাঁহার এরূপ কোন অপরাধের প্রমাণ হয়, কিম্বা উহার প্রতি মোকদ্দমী আদালতের এরূপ কোন আদেশ হয়, যাহাতে উক্ত বোর্ডের বিবেচনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ ঘোষা থাকা সুপ্রায় যে, তিনি প্রতিনিধি সভাপতি হইবার অনুপযুক্ত, কিম্বা যদি তিনি ক্রমাগত প্রতিনিধি সভাপতির কার্যে অধঃশ্রী করেন, তবে উক্ত বোর্ড তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

২১. ধারা। কোন জিলা বোর্ডের নির্দিষ্ট সভাপতি

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির পদ কোন কারণে শূন্য হইবার কথা।

পতি কিম্বা কোন স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি কিম্বা কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি সভাপতি মরিলে, পদ ভাগ করিলে, পদচ্যুত হইলে, কিম্বা কর্ম করিতে অক্ষম হইলে, উক্ত বোর্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এতদর্থে বিশেষ সভা করিয়া আপনাদের একজন সভ্যকে স্থলবিশেষে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি নিৰ্বাচন করিবেন।

টেকনিক শূন্যপদ পূর্ণ করণার্থ এই ধারায়তে নির্দিষ্ট সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি আর যত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকেন, ততকাল এই পদে থাকিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৬। ২৪ জুন]

কোন জিলা বোর্ডের নিযুক্ত সভাপতি মরিলে, পদ ভাগ করিলে, পদচ্যুত হইলে কিম্বা কর্ম করিতে অক্ষম হইলে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আর একজন সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সম্মিলিত কমিটির কথা।

২২. ধারা। কোন জিলা বোর্ড অন্য এক বা অধিক

সম্মিলিত কমিটির জিলা বোর্ড, মুনিসিপাল কমিটি কিম্বা সেন্সিটাইব স্থানের কর্তৃপক্ষদের সহিত একত্রে হইয়া যাকার তাঁহাদের সংঘর্ষে আর্থ থাকে, এরূপ কোন কার্যের নিষিদ্ধ স্থাপন হইতে সম্মিলিত কমিটি নিযুক্ত করিতে এবং সম্প্রদায় বোর্ড, কমিটি বা কর্তৃপক্ষ যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে পারিতেন, উক্ত সম্মিলিত কমিটির প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিতে, ও সম্মিলিত কমিটির কার্যক্রমাদি সম্বন্ধে ও সম্মিলিত কমিটি যে কার্যের নিষিদ্ধ নিযুক্ত হন, সেই কার্যসম্বন্ধে উহার ও জিলা বোর্ডের সম্বন্ধে বিধান প্রস্তুত ও পরিচালন করিতে পারিবেন।

কর্ম চালাইবার কথা।

২৩. ধারা। জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের

কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণের একটি প্রতিলিপি লিখিয়া ওদিকে প্রেরিত একখানী দ্বীপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং এই সভার সভাপতি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সম্মত যে প্রকারে প্রকাশ করণের আজ্ঞা করেন, সেই আদেশে তাহা প্রকাশ করা হইবে; এবং উক্ত বোর্ডের ক্ষমতাবীন স্থানে যে কোন নাক্ত বাস করেন, কিম্বা জমির মালিক বা ভোগদিকারী হন, তাঁহারো দুর্ভিক্ষিক সকল সময়ে কোন ফী না দিয়া এই সংশ্লিষ্ট লিপি দেখিতে পারিবেন।

কোন স্থানীয় বোর্ড সভাপত হইয়া যে কোন নিরীকণ করেন, তাহার প্রতিলিপি সভা হইবার তারিখ অবধি তিন দিনের মধ্যে জিলা বোর্ডের ও জিলা বোর্ডের মাঞ্জেষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কোন জিলা বোর্ড সভাপত হইয়া যে কোন নিরীকণ করেন, তাহার প্রতিলিপি সভা হইবার তারিখ অবধি তিন দিনের মধ্যে জিলা বোর্ডের মাঞ্জেষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২৪. ধারা। প্রত্যেক জিলা কাগাদি সহজ বিধি বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড নিম্ন-প্রদত্ত কার্যের ক্ষমতার লিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

(ক) যে স্থানে যে সময়ে সভা হইবে, সভায় যে কার্য হইবে, এবং সভা হইবার নোটিস যে প্রকারে দেওয়া যাইবে, ইত্যাদি বিষয়;

(খ) সভার কথা চালাইবার, সমস্ত ভিন্নমত ও বাস্তববাদ উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিবার ও সভার দিনান্তর নির্ধারণ করিবার বিষয়;

(গ) সাধারণ মোহর যেরূপ হোঁজতে থাকিবে ও যে কার্খার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে, তাহার বিধি ;

(ঘ) সভাপনের মধ্যে কাঁচা বিভাগের বিধি ;

(ঙ) সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি কিম্বা যে সব-কমিটী বা সভাদের প্রতি বিশেষ কর্মের ভার অর্পণ করা গিয়াছে, তাহার যেরূপ ক্রমে কাঁচা করিতে পারিবেন, তাহাদের বিধি ;

(চ) এই আইনসমূহে যে টাকা পাওয়া যায়, তাহার রপ্তানি যে ব্যক্তির দিবে, তাহাদের বিধি ;

(ছ) বোর্ডের কর্মচারী ও চাকরদের কর্তব্য কর্ম, নিয়োগ, ছুটি, স্থগিত করণ ও পদচ্যুত করণ বিষয়ের বিধি ; এবং

(জ) প্রকল্প অনুযায়ী বিষয়ের বিধি ।

কিন্তু কোন স্থানীয় বোর্ড এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা জিলা বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গ-সাপেক্ষ থাকিবে ।

আর এই ধারামতে যে প্রত্যেক বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, তাহা এই আইনের সশ্রুতি এবং জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আইনসমূহে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন, তাহার সশ্রুতি সম্বন্ধ হইবে ; এবং জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রকারের প্রকাশ্য করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে প্রকাশ্য করা যাইবে ।

সেপ্টেম্বর কণা ।

২৫ ধারা । কোন জিলা বোর্ড কিম্বা পঞ্চাঙ্গীকৃত-

নেতৃবৃন্দ ও বেতন যে-রূপে নির্ধারিত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে ।

সদস্যের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রত্যেক কর্মচারীর কর্তব্য ও চাকর্য্য যে বেতন দিতে হইবে তাহা জিলা বোর্ড পঞ্চাঙ্গীকৃত বিধানের নিয়মানুসারে নিশ্চিত করিতে ও সময়ে পরিবর্তন করিতে পারিবেন ।

(১) কমিশনার সাহেবের সম্মতি নিন্দা প্রকল্পে চাকর অনুমান মাসিক বেতনের কোন পদ স্রুতিকার উপরে পাওয়া যাইবে না ; এবং প্রকল্প পক্ষে প্রত্যেক নিয়োগ ও পদচ্যুতি কমিশনার সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গ-সাপেক্ষ থাকিবে ;

(২) ২৫ আশ্বিন ও ৩০ চৈত্রি মাসের কার্য্যপত্র কোন জিলা বোর্ডের সেপ্টেম্বর মাসের, কোন এক বৎসরের ভিত্তিতে বেতন ও চাকর সম্বন্ধে, উক্ত মাসের সাধারণ সেপ্টেম্বর মাসের উপস্থিত মাসের মধ্যে, পূর্বা-কার্য্য উক্ত বৎসরের প্রারম্ভেই মাসিক পরচয় করিতে পারবেন তাহার শর্তকর্তা ২৫ টাকার অধিক হইবে না ।

(৩) কর্মচারী-সমিতির প্রকল্প মোহর পাঁচ-তালিকা মাসিক জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সম্মতিতে প্রত্যেক মাসিক মোহর বিধি নির্দেশ করেন, প্রত্যেক জিলা বোর্ডের তদনুসারে চলিতে হইবে ।

২৬ ধারা । জিলা বোর্ড পূর্বাধারিত বিধানের নিয়-কর্মচারীদের ছুটি সাধনে আপনাদের কর্মচারী-কর্মচারীদের ও চাকরদের সম্বন্ধে সময়ে-যেরূপ উচিত বোধ করেন ছুটি ও ছুটীকালীন রুতি বিষয়ে সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করিবেন ।

২৭ ধারা । জিলা বোর্ড আপনাদের কর্মচারী ও চাকরদিগকে জিলা তহবীল-পেনশন ও পারিভো-হটতে যে পেনশন ও পারি-ভোজিক দিতে হইবে, কমি-শনার সাহেবের অনুমোদন লভ্য তাহার বিধি করিতে পারিবেন, ও সময়ে প্রকল্প অনুমোদন লভ্য উক্ত বিধি রুতি, পরিবর্তন বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন ।

কিন্তু কোন কর্মচারী যে সময়ে জিলা বোর্ডের অন্তর্গত কর্ম করিতে নাই, সেই সময় সম্বন্ধে উক্ত জিলা তহবীল হইতে এই আইনসমূহে কোন পেনশন বা পারিভোজিক পাইবার অধিকার হইবে না ।

আর গবর্নমেন্টের প্রত্যয় যে কোন কর্মচারী কোন পেনশনসমূহে আপনাদের বেতনের কিম্বাংশ দেন, তিনি জিলা তহবীল হইতে কোন পেনশনের দায়ী করি-বার অধিকারী হইবেন না ।

২য় অধ্যায় ।

সমিতির কমিটির কণা ।

২৮ ধারা । এই অধ্যায়ের কোন বিধান জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তদনু-এই অধ্যায়ের কার্য্য-বিজ্ঞাপন দিয়া কোন জিলা-বোর্ডের জিলা তহবীল-প্রতি-লিখন করিলে, যতদিন প্রচলিত করা না যায় তত দিন চলিবে না ।

২৯ ধারা । জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব প্রত্যেক সম্মতি-কর্তব্যকর্ম-জিলা স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাস-নের কার্য্যপত্র (লিখিত আদেশ) দিয়া কোন গ্রাম বা কলকাতা গ্রাম লইয়া সমিতির করিতে পারিবেন ।

এই ধারামতে যে কোন আদেশ করা যায়, জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সময়ে লিখিত আদেশ দিয়া তাহা পরিবর্তন বা রুতি করিতে পারিবেন ।

৩০ ধারা । প্রত্যেক সম্মতি-সম্মতির কমিটী নামে একটি সমিতি স্থাপন করিতে সম্মতি-কর্তব্যকর্ম-হইবে । উক্ত সম্মতি-স্থাপনের আদেশ দিতে জন নির্দিষ্ট থাকে উক্ত কমিটীতে পাঁচ জনের অন্তর্গত ও অন্য জনের অনধিক তত জন সভ্য থাকিবেন ।

৩১ ধারা । পঞ্চাঙ্গীকৃত বিধানের স্থানান্তরিত প্রত্যেক সম্মতি-সম্মতির কমিটীর সম্মতি-এই আইনসমূহে জিলা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হইবে ।

৩২ ধারা। কোন সমাচারের নির্ধারকরা উক্ত সমাচারের কমিটির জন্য যত জন নিয়োগের কথা।

সভানিষ্টিগণকে ভাষন সভা নির্ধারন না করিলে, কমিশনার সাহেব জিলার মজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি পুত্রোক্ত নিষ্টিগণ সংখ্যা পূরণ করণার্থ এক কিম্বা অধিক জন সভার নাম দিতে আদেশ করিবেন, এবং কমিশনার সাহেব উক্ত নাম বা নামগুলি গ্রহণ করিয়া ন্যায়বিচারিত বাস্তবতা বা বাস্তবিকগত উক্ত কমিটির সভার পক্ষে নিযুক্ত করিবেন।

৩৩ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

আজ্ঞার নিষ্টিগণ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।
একটি আদেশ করিতে পারিবেন যে, কোন সমাচার বা জিলার থাকে যেই সমাচারের কমিটি সেই জিলার মজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশক্রমে সভা-সংস্থাপনা বা অংশভোগ করিতে হইবে। এবং উক্ত সভা মজিস্ট্রেট সাহেব প্রকারান্তরে আদেশ প্রযোজ্য হইবে। আরও কমিশনার সাহেব উক্ত বাস্তবিক বা বাস্তবিকগত উক্ত সমাচার কমিটির সভার পক্ষে নিযুক্ত করিবেন।

৩৪ ধারা। সমাচার কমিটির সভার দুই বৎসরের মধ্যে কমিটির সভার সভাপতি কর্তৃক একবার সভার সভাপতি করিতে হইবে। উক্ত সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। আরও কমিশনার সাহেব উক্ত বাস্তবিক বা বাস্তবিকগত উক্ত সমাচার কমিটির সভার পক্ষে নিযুক্ত করিবেন।

কিন্তু উহার পরবর্তী প্রকারান্তরে নির্ধারন থাকিলে ইহা উক্ত দুই বৎসর কার্যকর হইবে। এবং অবশ্যই অবশিষ্ট পরবর্তী নিয়মের বা নিয়মের ভিত্তিতে প্রযোজ্য হইবে।

৩৫ ধারা। সমাচার কমিটির কোন সভা মজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশক্রমে পুনঃনির্ধারিত হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

কিন্তু কোন কমিটি স্থাপনের আদেশ প্রযোজ্য হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

কিন্তু কোন কমিটি স্থাপনের আদেশ প্রযোজ্য হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

৩৬ ধারা। কোন সমাচার কমিটি যে স্থানীয় সমিতিতে সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

এক বা অধিক সমাচার কমিটির সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

আগন্ত দল হইতে সম্মিলিত কমিটি নিয়োগ করিতে এবং কোন সমাচার কমিটি যে কোন ক্ষেত্রে কার্য করিতে পারেন উক্ত সম্মিলিত কমিটির প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিতে এবং উক্ত সম্মিলিত কমিটির কার্যপ্রণালী সুসঙ্গীত বিধান প্রস্তুত বা পরিবর্তন করিতে সম্মত হইতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে কোন সম্মিলিত সমাচার কমিটি নিযুক্ত হয় স্থানীয় বোর্ড ডাক্তার মহোদয় আপনাদের দুই জনের অনধিক সভা সংযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কর্মকারী দুই বা তদধিক সমাচার কমিটির মধ্যে কোন বিবাদ উদ্ভূত হইলে, তদ্বিষয়ে স্থানীয় বোর্ডের নিষ্টিগণ প্রযোজ্য হইবে।

২য় খণ্ড।

আজ্ঞার বিধানকরণ।

৩৬ ধারা।

৩৭ ধারা। প্রযুক্ত ক্ষেত্রে সমাচার কমিটির সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

৩৮ ধারা। পরবর্তী আইন যেরূপ প্রকারে নির্ধারন করিতে পারেন, তাহা প্রযোজ্য হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

কিন্তু সমস্ত জিলা প্রদেশের তিন ভাগের দুই ভাগের অধীন স্থানীয় সমিতির স্থানীয় সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

৩৯ ধারা। প্রত্যেক জিলা কমিশনার সাহেবের আদেশক্রমে পুনঃনির্ধারিত হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

(১) আগামী বৎসর জিলা প্রদেশের সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

(২) উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

(৩) উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে। এবং উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক সভার সভাপতি করিতে হইবে।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত বোর্ডের সভাপতি না হইলে, নিকটস্থ তাহাথে বা তৎপূর্ক এয়োজনের বর্ণনা-পত্র ও অনুমানপত্র অনুমোদন করেন কি না করেন ইহা লিখিয়া উক্ত বোর্ডকে জানাইবেন। যেমন ও কাহা প্রভৃতিতে যেখরচ করিব তাহা প্রস্তাব হয়। তাহা অশ্রুত বা অতিরিক্ত বোধ হয়, অথবা কোন বিশেষ বিধরণ ভ্রান্তিমূলক, দোষযুক্ত বা অস্বাভাবিক বোধ হয়, এতদেব্তু ধরিয়। তিনি এয়োজনের বর্ণনা-পত্র ও অনুমানপত্র অনুমোদন না করিলে, তাঁহার আপত্তির ভাব নির্দেশ করিবেন। তখন হইলে বোর্ড পাঠার আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং এয়োজনের বর্ণনা-পত্র ও অনুমানপত্র পরিবর্তন করিতে পারিবেন, অথবা যে কাহনে উক্ত বর্ণনা-পত্র ও অনুমানপত্র বজায় রাখিতে চাহেন বা তা লিখিয়া জানাইতে পারিবেন।

এইধারানতে যে কোন অনুমানপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা কমিশনার সাহেবের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে, এবং ৪০ ও ৪১ ধারার বিধান মানিয়া কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৪০ ধারা। এই অনুমানপত্র যে সভার প্রাতি হইবে, সেই সভায় জন্মি বোর্ডের উল্লিখিত সভ্যদের দুই তৃতীয়াংশের স্থান সম্বাদ্য হইবে। এই অনুমানপত্র অকমোচিত হইলে বা মনস্কামন স কোন এই অনুমানপত্র অনুমোদন করিবার পূর্বে উক্ত বিস্তারিত দাবী না মোটের উপর যেতঃ পরিবর্তন করা সচিৎ বোধ করেন, করিতে পারিবেন, অথবা এরূপ বিস্তারিত কথায় বা মোটের উপর এরূপ কোন পরিবর্তন করিবার আশয় সচিৎ জিলা বোর্ডে এই অনুমানপত্র ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু জিলা বোর্ড চলধারায় এই অনুমানপত্র নিমিত্ত যে ধার নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহী ধারে প্রযুক্ত অনুমান করা গেলে, এই বৎসর শরৎ করিবার নিমিত্ত জিলা বোর্ডে তাহাতে মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া উক্ত অনুমানপত্রের মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অধিক হইয়া উঠে, সচিব বা সাহেবের দ্বারা বোর্ডের সভ্যগণ ব্যতিত বোর্ডে একজন বোর্ড পরিবর্তন করিবেন না, ও জিলা বোর্ডকে বোর্ডের মোট প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা

বোর্ডের সভ্যগণের মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিতে প্রাতি চাহিবেন, ও কমিশনার সাহেবের নিকট প্রদান করিয়া দাখিল করিবেন। তাহা হইলে তিনি জিলা বোর্ডের প্রাতি অনুমানপত্র অনুমোদন করেন।

৪১ ধারা। (১) এই অনুমানপত্র প্রস্তুত করা কোন অনুমানপত্র যে বোর্ডের প্রাতি হইবে, সেই সভায় জন্মি বোর্ডের উল্লিখিত সভ্যদের দুই তৃতীয়াংশের স্থান সম্বাদ্য হইবে। এই অনুমানপত্র অকমোচিত হইলে বা মনস্কামন স কোন এই অনুমানপত্র অনুমোদন করিবার পূর্বে উক্ত বিস্তারিত দাবী না মোটের উপর যেতঃ পরিবর্তন করা সচিৎ বোধ করেন, করিতে পারিবেন, অথবা এরূপ বিস্তারিত কথায় বা মোটের উপর এরূপ কোন পরিবর্তন করিবার আশয় সচিৎ জিলা বোর্ডে এই অনুমানপত্র ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু জিলা বোর্ড চলধারায় এই অনুমানপত্র নিমিত্ত যে ধার নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহী ধারে প্রযুক্ত অনুমান করা গেলে, এই বৎসর শরৎ করিবার নিমিত্ত জিলা বোর্ডে তাহাতে মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া উক্ত অনুমানপত্রের মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অধিক হইয়া উঠে, সচিব বা সাহেবের দ্বারা বোর্ডের সভ্যগণ ব্যতিত বোর্ডে একজন বোর্ড পরিবর্তন করিবেন না, ও জিলা বোর্ডকে বোর্ডের মোট প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা

পারিবেন। তাহাতে এই অনুমানপত্রের বিস্তারিত দাবী বা মোটের উপর যেতঃ পরিবর্তন করা তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হয়, তাহী উক্ত বোর্ডের মোটের করিবেন।

এরূপ পত্র পাইলে জিলা বোর্ড এরূপ প্রস্তাবগুলি পুনর্বার বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত হইবেন এবং

(ক) এরূপ সমুদয় বা কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদনুসারে আপনাদের অনুমানপত্র সংশোধন করিতে এবং কমিশনার সাহেবের অনুমোদন নিমিত্ত উক্ত সংশোধিত অনুমানপত্র পাঠাইতে পারিবেন; কিন্তু

(খ) আপনাদের মূল অনুমানপত্র বজায় রাখিবার কারণ সচিৎ উক্ত প্রদান করিয়া কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

(২) এরূপ পুনঃ প্রেরিত অনুমানপত্র পাঠিলে, কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র অনুমোদন করিতে পারিবেন, অথবা এই অনুমানপত্রের বিস্তারিত দাবী এরূপ পরিবর্তন করা উচিত বোধ করেন সেইরূপ পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু জিলা বোর্ডের তাহাতে মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া উক্ত অনুমানপত্রের মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অধিক হইয়া উঠে, সচিব বা সাহেবের দ্বারা বোর্ডের সভ্যগণ ব্যতিত বোর্ডে একজন বোর্ড পরিবর্তন করিবেন না, ও জিলা বোর্ডকে বোর্ডের মোট প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা

বোর্ডের সভ্যগণের মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিতে প্রাতি চাহিবেন, ও কমিশনার সাহেবের নিকট প্রদান করিয়া দাখিল করিবেন। তাহা হইলে তিনি জিলা বোর্ডের প্রাতি অনুমানপত্র অনুমোদন করেন।

৪২ ধারা। যে কোন অনুমানপত্র ৪১ ধারায় প্রস্তুত করা যায়, তাহা কমিশনার সাহেবের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে, এবং ৪০ ও ৪১ ধারার বিধান মানিয়া কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৪৩ ধারা। এই অনুমানপত্র যে সভার প্রাতি হইবে, সেই সভায় জন্মি বোর্ডের উল্লিখিত সভ্যদের দুই তৃতীয়াংশের স্থান সম্বাদ্য হইবে। এই অনুমানপত্র অকমোচিত হইলে বা মনস্কামন স কোন এই অনুমানপত্র অনুমোদন করিবার পূর্বে উক্ত বিস্তারিত দাবী না মোটের উপর যেতঃ পরিবর্তন করা সচিৎ বোধ করেন, করিতে পারিবেন, অথবা এরূপ বিস্তারিত কথায় বা মোটের উপর এরূপ কোন পরিবর্তন করিবার আশয় সচিৎ জিলা বোর্ডে এই অনুমানপত্র ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু জিলা বোর্ড চলধারায় এই অনুমানপত্র নিমিত্ত যে ধার নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহী ধারে প্রযুক্ত অনুমান করা গেলে, এই বৎসর শরৎ করিবার নিমিত্ত জিলা বোর্ডে তাহাতে মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া উক্ত অনুমানপত্রের মোট যত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অধিক হইয়া উঠে, সচিব বা সাহেবের দ্বারা বোর্ডের সভ্যগণ ব্যতিত বোর্ডে একজন বোর্ড পরিবর্তন করিবেন না, ও জিলা বোর্ডকে বোর্ডের মোট প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা

বোর্ডের সভ্যগণের মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিতে প্রাতি চাহিবেন, ও কমিশনার সাহেবের নিকট প্রদান করিয়া দাখিল করিবেন। তাহা হইলে তিনি জিলা বোর্ডের প্রাতি অনুমানপত্র অনুমোদন করেন।

৪৫ ধারা। জিলাবোর্ড যে আর্থিক নিরূপণ করিয়া
আবীর বোর্ডের অন- দেন সেই তারিখে বা তৎপরে
মানপত্র প্রকাশিত করিয়া। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড বৎসর
জিলাবোর্ডের নিকট আগামী
বৎসর স্থানীয় বোর্ডের যাহা প্রয়োজন হয় তাহার
অনুমানপত্র ও যে ব্যয় উক্ত বোর্ড সমুদায় গ্রহণ অসুমান-
পত্র পাঠাইবেন, এবং জিলাবোর্ড যতদূর চাহেন তত
ব্যয় অনুমানপত্রের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠাইবেন।

জিলাবোর্ড ঐ অনুমানপত্র অনুমোদন করিতে পারি-
বেন অথবা অনুমানপত্রের বিস্তারিত দফায় যেরূপ
উচিত বোধ করেন তদ্রূপ পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন চলিত বৎসরের মধ্যে জিলা বোর্ডে পূর্বে
জিজ্ঞাসাবাদ করিতে গেলে যদি অন্তিমঃ বা অন্তিমঃ
দিলক্ষ হয়, তবে জিলাবোর্ডের নিকট লিখিত চুক্তি
অনুমোদিত অনুমানপত্রের নীতি মতে খাতি রাখিল
মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে জিলা বোর্ডের নিকট যে হিসাব প্রে-
রিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া আওত করণার্থ উক্ত
বোর্ড কমিশনার সাহেবের অনুমোদনের অধিকার
বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত হিসাব প্রকাশ
করিতে বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

৪৬ ধারা।

জিলাবোর্ড তহবীল নিয়ন্ত্রক কমিটি

৪৬ ধারা। প্রত্যেক জিলাবোর্ডে জিলাবোর্ড তহ-
বীল নিয়ন্ত্রক একটি তহবীল কমি-
টি স্থাপন করিয়া যাহার, এবং তাহারে নি-
নিখিত টাকা জমা দেওয়া
হইবে।—

(১) এই আইন দ্বারা প্রণীত ১৮৮০ সালের
দফায় প্রণীত আইনের ১৮ ধারার উক্ত নিয়ম
জিলাবোর্ডের তহবীলের আশে উদ্ভট থাকে সেই
অংশ।

(২) এই আইনের বিধানমতে জিলাবোর্ডের আর্থিক
বা অন্য বিষয় বা আর্থিক বিষয়ে যে সকল টাকা আদায়
হয় তাহা।

(৩) এই আইনের ৫৫ ধারামতে প্রাপ্ত সমস্ত
কমিসীর ভাগ যে সকল বোর্ডের মধ্যে বৎসর মান-
পত্রের ভিত্তিতে বোর্ডের আর্থিক প্রণয়ন করিয়া
বোর্ডের আইনের বিধানমতে সেই সকল বোর্ডের
জিলাবোর্ডের মধ্যে যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা।

(৪) এই আইনের ৫৫ ধারার বিধানমতে জিলাবোর্ড
অনুরূপ বা গীর্জা বা যে সকল বোর্ডের মধ্যে জিলা
বোর্ডের নিকট স্থাপন কর হইয়াছে তাহার
উৎসর্গ টাকা।

(৫) এই আইনের ৫৫ ধারার বিধানমতে জিলাবোর্ড
লয়, ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট
অন্য ইমারত, কলার বা কার্য জিলা বোর্ড কর্তৃক
যদি বা উৎসর্গের প্রতি বর্তে, তৎসম্মতে যে সকল টাকা
পাওয়া যায় তাহা।

[প্রণীত স্টেট গেজেট : ১৮৮০ : ২৩ জুন ।]

(৬) এই আইনের ৫৫ ধারার লিখিত কোন কার্যের
নিমিত্ত বা অন্য কোন কার্যের নিমিত্ত জিলাবোর্ড
গবর্নর সাহেবের আদেশের রাজস্ব ভুক্তিতে সময়ে
জিলাবোর্ডকে যে কোন টাকা নিরূপণ করিয়া দেন তাহা।

(৭) জিলাবোর্ড যদি যুক্তি বিবেচনা জিলা বোর্ডকে
অন্য যে টাকা দেন তাহা।

জিলাবোর্ড তহবীল জিলা বোর্ডের প্রতি বর্তিবে, এবং যে
উদ্ভট টাকা উক্ত তহবীলে জমা থাকে তাহা জিলাবোর্ড
গবর্নর সাহেবের সময়ে যে কোন আদেশ
করেন সেদ্বারা প্রকাশিত হইবে।

৪৭ ধারা। জিলাবোর্ড তহবীল তহবীতে নিম্নলিখিত কার্যের
জিলাবোর্ড তহবীল প্রযো- নিমিত্ত নিম্নলিখিতক্রমে ব্যয়
করিতে পারিবে।—

প্রথমতঃ —জিলা বোর্ড এই আইনের কার্যপক্ষে
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ —জিলাবোর্ডের আর্থিক সম্বন্ধে, এবং কোন
জিলাবোর্ডের আর্থিক বা আর্থিক আদায়ের প্রকৃতির
সম্বন্ধে জিলাবোর্ড গবর্নর সাহেবের সময়ে যে
কোন আদেশ করেন, তৎ টাকা দিতে
হইবে।

তৃতীয়তঃ —এই আইনের কার্যপক্ষে জিলা বোর্ড
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ —এই আইনের কার্যপক্ষে জিলা বোর্ড
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ —এই আইনের কার্যপক্ষে জিলা বোর্ড
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ —এই আইনের কার্যপক্ষে জিলা বোর্ড
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ —এই আইনের কার্যপক্ষে জিলা বোর্ড
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

অষ্টমতঃ —এই আইনের কার্যপক্ষে জিলা বোর্ড
যে সকল কার্যের জন্য ব্যয় করিয়া যে টাকা দিতে
যাক সে টাকা দিতে হইবে ও আর্থিক হইলে নিম্ন-
লিখিত অর্থের প্রণয়ন করিতে হইবে।

[illegible]

প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত বৎসরের নিমিত্ত ঐতপ হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহা পূর্ণাঙ্গ একাধারে দেখিবার নিমিত্ত খোলা থাকিবে।

উক্ত সমাচার কমিটী যে স্থানীয় বোর্ডের অধীন, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক হিসাবের প্রতিলিপি সেই স্থানীয় বোর্ডে পাঠাইতে হইবে।

৩য় খণ্ড।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কর্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

সামান্য।

৫৩ ধারা। জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব প্রকাশ্যে বা অন্যরূপে আদেশ না করিলে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কাগজগুলি দেখা যাইবে। অধ্যায়ের ক অবধি তা পঠিত করিবে।

৫৪ ধারা। জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিজ পক্ষ দিয়া এই অধ্যায়ের ক অবধি তা পঠিত করিবে।

১ম অধ্যায়।

জিলা বোর্ডের কর্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—খোঁসারের কথা।

৫৫ ধারা। ১৮৮৩ সালের ১৮ আইনমতে বিজ্ঞাপনক্রমে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি খোঁসারের কথা।

ঘ।—খোঁসারের কথা।

৫৬ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের মতো যে সকল জিলা বোর্ডের মতো খোঁসারের কথা।

৫৭ ধারা। এতদ্বারা কমিশনার সাহেব জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতিক্রমে যে বিশিষ্টগণ করেন তাহার নিয়মাদি, এবং বঙ্গদেশে সরকারী খোঁসার নিয়মিত করণার্থ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে তাহার নিয়মাদি, যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডের প্রতি পূর্ব ধারার বিধানমতে কোন সরকারী খোঁসার বসে, সেই জিলা বোর্ড

উক্ত খোঁসার সাফায়েতের আপনায় নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন কিম্বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন এবং

কমিশনার সাহেব সময়ে যে মাসুল অনুমোদন করেন উক্ত খোঁসার সাহেব পার হয় তাহাদের উপর সেই-রূপ মাসুল আদায় করিতে কিম্বা উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

কিম্বা যেকোন উচিত বোধ করেন উক্ত খোঁসার বা ব্যক্তিগত উক্ত খোঁসার মাসুল ও তদ্রূপ শুল্ক এই খোঁসার সাহেব দিতে পারিবেন।

কিম্বা এই রূপ কোন সরকারী খোঁসারের ইজারাদার ক মাসুল সাহেবের অনুমোদিত হাওর অধিক মাসুল, যাঁহারা খোঁসার সাহেব পার হয় তাহাদের নিকট লইতে পারিবেন।

৫৮ ধারা। যে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি ৫৬ ধারা-মতে কোন সরকারী খোঁসার বসে, সেই জিলা বোর্ড ২৫ ধারা-র বিধানের নিয়মাদি উক্ত খোঁসার দে সকল পক্ষ ও সম্পত্তি পার হয় সেই পক্ষদের নিয়মিত ও সুবিধা ও সেই সম্পত্তির নির্দিষ্টতার বিধান করণার্থে যেকোন নোকা, নৌকা, বাঁধা বাঁধা ও সরঞ্জাম রাখা ও যাঁহা কিছু করা আবশ্যক হয় তাহা রাখিবেন ও করিবেন কিম্বা এঁহা রাখিবার ও করিবার নিমিত্ত উক্ত খোঁসার সাহেবের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

পূর্ব ধারার বিধানমতে কোন সরকারী খোঁসার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করা গেলে, স্থানীয় বোর্ড উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি পূর্ণাঙ্গ-রূপে যেরূপে প্রতি রাখিবার ও কার্য করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

৫৯ ধারা। জিলা বোর্ড হইতে লিখিত নোটিশক্রমে খোঁসারের ইজারা আদেশ দেওয়া গেলে পর পনের দিনের মধ্যে ইজারাদার সাধারণের সুবিধার ও নির্দিষ্ট-স্বত্বের উপযুক্ত বিধান করে নাই

৬০ ধারা। জিলা বোর্ডের এক প্রতীতি হইলে, পূর্ব-লিখিত বিধানমতে জিলা বোর্ডের প্রথম খোঁসারের প্রতি আদেশ পাঠা একেবারে রহিত করা যাইতে পারিবে।

কোন ইজারা পাঠা রহিত করা গেলে, ইজারাদার খোঁসারের কাগজ চালাইতে যে সকল নোকা ও অন্য সরঞ্জাম ব্যবহার করিতেন জিলা বোর্ড তাহা দখল করিয়া লইতে পারিবেন এবং মাসিক ন্যায্য মূল্য দিয়া তাহা চিরকালের নিমিত্ত রাখিতে পারিবেন, অথবা অন্য যে নোকা ও সরঞ্জাম আদেশ করা হয় যত কাল তাহার ব্যবহার করিতে না পারেন তিন মাসের অনধিক প্রয়োজনমত তত কাল তাহা রাখিতে পারিবেন। শেষোক্ত স্থলে উক্ত নোকা ও সরঞ্জামের ব্যবহার নিমিত্ত জিলা বোর্ড তাহাদের মালিকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিবেন।

কিম্বা উক্ত দখল করিয়া লইবার এক সপ্তাহের মধ্যে জিলা বোর্ড উক্ত নোকা ও সরঞ্জাম চিরকালের নিমিত্ত কিম্বা নোটিশের নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত রাখিবার অতি-প্রায়ের নোটিশ উক্ত ইজারাদারকে দিতে পারেন।

করা নাওবা আমদানির নাই-
গাভাল জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পণ করা যাইবে।

জাহাজটোলে উক্ত সৈন্যদল বা ইন্স্পেক্টর উক্ত জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলাবোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

এই ধারায় যে কোন আত্মা করা যাই, ইমড লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যেকোন সময়ে তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

৬৭ ধারা। কোন জিলা বোর্ড জিলা অধিবাসিদের ব্যবহারার্থে ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের উদ্দেশ্যে লয় প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারিবেন।

তদ্বধে

আপনাদাত উক্ত সৈন্যদল ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী প্রভৃতি করিতে পারিবেন।

কিন্তু প্রকৃত কোন সৈন্যদল ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী তাহার কোন অংশ বা অংশের প্রত্যেক করিতে পারিবেন। কিন্তু

কোন ইন্সপেক্টর অথবা ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী সহিত যোগাযোগ বা অন্যরূপে কোন সৈন্যদল নিয়ম হয় সেইরূপ টাক দি। উক্ত জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনীকে প্রেরণ করি। ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী পারিবেন।

৬৮ ধারা। উক্ত ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ড ইমড লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বা ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের লয় প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারিবেন।

৬৯ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭০ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭১ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭২ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭৩ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭৪ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭৫ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭৬ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭৭ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৭৮ ধারা। জিলা বোর্ড ইন্সপেক্টর বা গার্ড বাহিনী ইন্সপেক্টর জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে, এবং জিলা বোর্ড তাহার কার্যধারাকতা ও রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

৮৫ ধারা। জিলা বোর্ড পূর্বধারার কার্যপত্রকে এইরূপ প্রস্তুত বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে যে কোন টাকা আবশ্যক হয় জিলার তত্বীল প্রতিষ্ঠাব্যবস্থার রাখিয়া জুদ দিবার নিয়মে সেই টাকা কর্ত্ত করিয়া লইতে পারিবেন এবং এই প্রণালীর সুস্থ দিবার প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যে কোন রেলওয়ে বা ট্রামওয়ে হইতে উক্ত জিলা বোর্ডের নিবেদনার উক্ত জিলার সাফা সম্বন্ধে উপকার হইবার সম্ভাবনা সেই রেলওয়ে বা ট্রামওয়ে প্রস্তুত বা রক্ষা করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বা কোন স্থানীয় কর্ত্তপক্ষ যে কোন ঋণগ্রহণ করেন তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮৬ ধারা। পূর্ব দুই ধারা মর্ম্মানুসারে যত জুদ সম্বন্ধ হয়, এই দুই ধারা বঙ্গদেশের ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের সহিত পঠিত হইবে ও তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৭ ধারা। দীর্ঘ বিষয় সংক্রান্ত না হইলে পূর্ব তিন ধারামতে জিলা বোর্ডের কোন কার্যানুষ্ঠান, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদন লা পাওয়া গেলে, যত দিন না পাওয়া যায় তত দিন সিদ্ধ হইবে না।

৮—ইমারতের কথা।

৮৮ ধারা। জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব জিলা বোর্ডের সম্মতিক্রমে সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে এই জিলার অন্তর্গত যে কোন সরকারী ইমারত গবর্ণমেন্টের কত্বাধীনে থাকে, পরিবর্তন, মেরামত বা রক্ষা করণার্থ তাহা জিলা বোর্ডের কত্বাধীনে স্থাপিত হইবে, অথবা কোন নূতন ইমারত প্রস্তুত করিবার ভার কোন জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে যে যে নিয়মে প্রকৃত ইমারত জিলা বোর্ডের কত্বাধীনে স্থাপন করা যায় বা যে যে নিয়মে উক্ত বোর্ড উক্ত প্রস্তুত করিবেন তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

কিন্তু যে কোন ইমারত এই আইনের অন্য কোন ধারামতে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হয়, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

৯—স্বাস্থ্যসাধনের কথা।

৮৯ ধারা। জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্যসাধনের বিধান করণের কথা।

৯০ ধারা। কোন জিলা বোর্ড কিশানসর সাহেবের জিলার জন যোগাই-সম্মতি লইয়া এই তিনি খরচ সম্বন্ধে যে মীমা ধার্য করেন তাহা মানিয়া স্বীয় জিলার অন্তর্গত কোন স্থানে সরকারী ও ব্যক্তিবিশেষের কাগোপযোগী জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিতে পারিবেন এবং প্রকৃত সমুদয় বা কোন কাগোপ নিমিত্ত

(১) জলের কল প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে, কূপ বা পুষ্করী খনন করিতে এবং অন্য কোন আশ্রয় কাগা করিতে পারিবেন, এবং

(২) স্বীয় জিলার অন্তর্গত বা বহির্ভূত কোন জলের কল ইজারা বা ভাড়া লইতে ও কোন জলের কল বা জল কিশা জললইবার বা লইয়া দাইবার স্বত্ব ক্রয় করিতে পারিবেন; এবং

(৩) জল যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড একজন উপযুক্ত জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্য যোগাড়া সম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বীয় বিষয়ক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার কথা।

৯২ ধারা। এই ধারার এবং ইতার পরবর্তী চারি ধারার বিধান যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডের স্বীয় জিলা বোর্ডে প্রচলিত করা যায়, জিলার মধ্যে টিকাদানের সেই জিলা বোর্ড আপন জিলার তত্ত্বাবধান করিবার কথা।

এবং ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে উক্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক ইনস্পেক্টরের বেতন ও তাঁহার অধীন সেরেস্তার দিষ্টাচিত্ত দক্ষ খায়া করিবেন।

৯৩ ধারা। প্রকৃত প্রত্যেক জিলা বোর্ড স্বীয় জিলার মধ্যে একজন উপযুক্ত জিলা বোর্ডের টিকা-দানের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার কথা।

জিলা বোর্ডের টিকা-দানের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবেন, এবং এই ব্যক্তিকে যে বেতন দিতে হইবে ২১ ধারার ও ৯১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে তাহা ধার্য করিবেন।

বঙ্গদেশে গোবীজ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালে আইনের বিধানমতে গোবীজ টিকাদানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতি যে ২ কমতা ও কয়েক তার অর্পিত হইয়াছে, এই ধারামতে নিযুক্ত প্রত্যেক টিকাদানের ইনস্পেক্টর উক্ত জিলার সেই ২ কমতানুসারে সেই ২ কমতা করিবেন।

১৪ ধারা। যে প্রত্যেক জিলায় বঙ্গদেশে গোবীজে
গোবীজে টিকাদান
বিষয়ক আইন বঙ্গ
প্রচলিত হয় সেই জিলায়
জিলা বোর্ডের মাজি-
স্ট্রেটের সমতা থাকিবার
কথা।
টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সা-
নের আইন প্রচলিত হইবে,
তথায় উক্ত আইনের ২৫ ধার-
মতক্রমে মাজিস্ট্রেট সাহে-
বের ক্ষমতা উক্ত জিলা বোর্ডের
থাকিবে।

১৫ ধারা। যে প্রত্যেক জিলা বোর্ড এই পরিচ্ছেদের
কমিশনার সাহেবের
টিকাদান লম্বে কর্তৃক
করিবার ও বিধি করিবার
কথা।
উদ্ভাবধানের অধীন চহবে। কমিশনার সাহেব জিহুত
লস্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সম্মতি লইয়া সময়ে এই
আইনের ও বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক
১৮৮০ সালের আইনের সহিত মিলিত হয় একপা বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

এবং ঐরূপ সম্মতি লভিয়া উক্ত বিধি সময়ে ১৮৮০ সনের
পরিবর্তন দ্বারা হইতে পারিবেন।

১৬ ধারা। পূর্বাধিকার দ্বারা সাধারণতঃ হইত চুর
এই আইন বঙ্গদেশে
গোবীজে টিকাদান বিষ-
য়ক আইনের সহিত পঠিত
হইবার কথা।
১৮৮০ সালের আইনের
সহিত পঠিত ও তাহার অংশ
বিস্তারিত গণ্য হইবে।

এ।—সংসদে প্রেরণের কথা।

১৭ ধারা। কমিশনার সাহেব জিহুত লস্টেনেন্ট গব-
র্নর সাহেবের
কোন জিলা বোর্ডের প্রতি এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে উক্ত
জিলা বোর্ডের জিলায় মঙ্গো জিলায়
কর্তব্য সময়ে যত লোক থাকে
তাঁহাদের সংখ্যার হিসাব লইয়া এবং তদনুযায়ী যে প্রকারের
যত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে ও যে প্রকারে করিতে কমি-
শনার সাহেব আদেশ দেন, সেই প্রকারের তত ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করেন ও সেই প্ররূচ করেন।

১৮ ধারা। পূর্বাধিকার দ্বারা সাধারণতঃ হইত চুর
লোকসংখ্যা প্রভৃতির
সমস্ত কথা।
জিলা বোর্ডের প্রতি আদেশ
হয় সেই জিলা বোর্ড ঐরূপ
হিসাব লস্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব
যে কোন বিধি করেন
সেই বিধি অনুসারে, এবং লোকসংখ্যা প্রভৃতির বিধান
করণার্থে আইন যতকালে বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকে
সেই আইনের বিধান অনুসারে, কার্য করিবেন।

ট।—ভুক্তিক প্রণয়নের কথা।

১৯ ধারা। কমিশনার সাহেব প্রচুর যে মীমাংসার
করেন তাহা দাখল করিয়া, যে
প্রত্যেক জিলা বোর্ডের প্রতি
এই ধারা বর্তমান যাবৎ, সেই বোর্ড
স্বীয় জিলায় মঙ্গো ভুক্তিক প্রণ-
য়ন করিতে পারিবেন।

স্বার্থ, যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ ব্যবস্থা করি-
বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, এবং তদনুযায়ী

(১) যে প্রকারের যত ভুক্তিক প্রণয়নার্থে কার্য আব-
শ্যক হয়, তাহা স্থলিতে ও রক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) যে প্রকারের যত ক্রিয়াকালীন ইন্সপেকশন,
দরিদ্রনিবাস, অনাথালয়, ও বিদ্যা মন্ডলে খাদ্য বিত-
রণের স্থান আবশ্যক হয়, তাহা স্থলিতে ও রক্ষা করিতে
পারিবেন।

(৩) চিকিৎসানুষ্ঠান বা অন্য প্রকারের যে অতি-
রিক্ত সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহা লইতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ সকল বা কোন কর্মের নিষিদ্ধ অন্য এক
বা অধিক জিলা বোর্ডের সহিত সমবেত হইতে পারি-
বেন।

ঠ।—বিবিধ কথা।

১০০ ধারা। কোন জিলা বোর্ড কমিশনার সাহেবের
সম্মতিক্রমে এবং তদনুযায়ী জিহুত
জিলা বোর্ডের বিবিধ লস্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব
সম্মত যে কোন বিধি প্রণয়ন
করেন তাহার নিয়মাদি।

(১) স্বীয় জিলায় মঙ্গো যে স্থানে উচিত বোধ করেন
পাশ্চাত্যের নানোয়ার্থ ডাক
ডাক দাখল করিয়া, বা অন্য প্রকারে ও রক্ষা করিতে
এবং উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ
যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপ লস্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
সম্মতিক্রমে এবং তদনুযায়ী জিহুত

কিন্তু কমিশনার সাহেব যে টাকা নির্দিষ্ট করেন, উক্ত
কোন স্থানে তদধিক হইবে না।

(২) উক্ত জিলায় মঙ্গো অনন্যকার জন্ত বিনষ্ট করি-
বার নিষিদ্ধ কমিশনার সাহে-
বের অনুমোদিত হইয়া যোগ্য
পুরস্কার দিতে পারিবেন।

(৩) স্বীয় জিলায় মঙ্গো
যে স্থানে ও হাটের কথা।
যে স্থানে ও হাট বসাইতে ও পরিচ-
পারিবেন।

(৪) স্বীয় জিলায় মঙ্গো
অন্যরূপ কথা।
সময়ে গবাদি জন্ত, এদেশীয়-
পশুপাখি ও কৃষিকার্যের যন্ত্র
বা স্থানীয় নিষ্পত্তি দ্বারা প্রদর্শনী করিতে এবং
কমিশনার সাহেব তদনুযায়ী সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা ও কী অনু-
মোদন করেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে ও সেইরূপ কী লস্টেনেন্ট
পারিবেন।

দরিদ্রনিবাসের কথা। (৫) দরিদ্রনিবাস স্থাপন
ও রক্ষা করিতে পারিবেন।

(৬) অন্য যে কোন স্থানীয় কার্যের দ্বারা সাধারণের
স্বার্থ, স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা রক্ষা
করিতে ও স্থাপনা ও যন্ত্রের
নিষিদ্ধ এই আইনের অধীন কোন
অন্যরূপে বিধান নাই, এইরূপ
স্থানীয় কার্যের প্ররূচ হইতে ও তাহা সাধন করিতে
পারিবেন।

১১১ ধারা। কোন স্থানীয় বোর্ডের অধীন কোন স্থানীয় বোর্ডের জি
সারপথের অংশ সমা- সমাহার কমিটির প্রতি স্থানীয়
হার কমিটির কার্যাবলি বোর্ড উক্ত সমাহার কমিটির
কর্তাবীনে স্থাপন করি- সমাহারের মধ্যে উক্ত বোর্ডের
তে পারিবার কথা। কার্যাবলি স্থানীয় কোন পথের
যে অংশ থাকে সেই অংশের
কাছাড় অর্পণ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে
উক্ত সমাহার কমিটির প্রতি পথের যে অংশ নিরূপণ
করিয়া দেওয়া হয়, উক্ত কমিটি সেই অংশের রক্ষা ও
সংস্থার করণার্থ আংশিক সমস্ত কাছাড় করিবেন ও তদর্থে
স্থানীয় বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১১২ ধারা। ১৮৮০ সালের ১৮ আইনমত বিজ্ঞাপন-
বোর্ডের নথিতে ক্রমে কোন সমাহার কমিটির
সমাহার কমিটির ক্ষমতার প্রতি খোঁড়া স্থাপন ও রক্ষা
কথা। ও তাহার কার্যাবলি সমস্ত
যেত ক্ষমতা অর্পিত হয়, উক্ত কমিটি সেই ক্ষমতাক্রমে
কাছাড় করিবেন।

১১৩ ধারা। গ্রীষ্মক শেটেমেন্টে গবর্ণর সাহেব সময়ে
যে বিধি নির্দেশ করেন তাহার
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি, সমাহার কমিটি
কথা। সমাহারের অন্তর্গত সমস্ত
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিবার ও তাহার
রক্ষা করিবার ও দেখিবার ও ১২১ ধারার বিধানের
নিয়মাবলি উক্ত বিদ্যালয়ের গুরু নিযুক্ত করিবার ও
উক্ত গুরুদিগকে বেতন দিবার ও স্থানীয় বোর্ডের প্রদত্ত
পুরস্কার তাহাদিগকে দিবার তাহাদিগকে কইবেন ও
উক্ত দায়ী থাকিবেন।

১১৪ ধারা। সমাহারের অন্তর্গত কোন গৃহস্থালয়ের
গৃহস্থালয়ের কথা। কার্যাবলি পরিবার ও তাহার
রক্ষা করিবার ও দেখিবার
তার সমাহার কমিটির সম্মতিক্রমে ও গ্রীষ্মক শেটেমেন্ট
গবর্ণর সাহেব সময়ে যে বিধি নির্দেশ করেন তাহার
নিয়মাবলি সমাহার কমিটির হস্তে ন্যস্ত হইতে
পারিবে।

১১৫ ধারা। প্রত্যেক সমাহার কমিটি সমাহারের
তত্ত্বাবধান করিবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রেজিস্ট্রারী করি-
বার বিধান করিবেন; এবং
স্থানীয় বোর্ড হেড রিটার্ন পাঠা-
ইবার আদেশ করেন সেই রিটার্ন পাঠাইবেন।

১১৬ ধারা। সমাহার কমিটি যত দূর সম্ভব সমাহারের
স্থান, সাধনের কথা। স্থানসাধনের বিধান করিবেন
এবং মেনা প্রতিষ্ঠিত হইলে এত-
দূর নির্দেশন প্রদান করিবেন।

১১৭ ধারা। সমাহারের অন্তর্গত সমস্ত নন্দমা ও
নন্দমা প্রতিষ্ঠান সমাহার
কমিটির কর্তৃত্বাধীনে
থাকিবার কথা।
আমনি পরিষ্কার করিবার
অন্যান্য কাছা অনা কোন কর্তৃ
পক্ষের কর্তৃত্বাধীনে না থাকিলে
সমাহার কমিটির কর্তৃত্বাধীনে
থাকিবে।

১১৮ ধারা। যে স্থান কোন সমাহার কমিটির এলাকা
স্থানীয় বোর্ডের সমা- স্থানীয় বোর্ডের সমা-
হার কমিটির প্রতিষ্ঠান- স্থানীয় বোর্ডের সমা-
সাধনাদি কার্যের তার সাধন বা জননিঃসরণ করি-
অর্পণ করিতে পারিবার কার্য নিরূপিত করিবার তার
কথা। উক্ত সমাহার কমিটি যে স্থানীয়
বোর্ডের অধীন সেই স্থানীয়
বোর্ডে কমিটির প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

১১৯ ধারা। কোন সমাহার কমিটি উক্ত সমাহার
কমিটির এলাকার অন্তর্গত
সমাহার কমিটির সর- কোন সরকারী পুষ্করিনী, জল-
কারী পুষ্করিনী পরিষ্কার ক্রোত বা কূপ বা সরকারী
করিতে পারিবার কথা। নন্দমা পরিষ্কার বা সংস্থার
করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ পরিষ্কার বা সংস্থার
করণের খরচ সমাহার কর্তাবীনে হইতে লইতে
পারিবেন, কিম্বা ঐ কর্তাবীনে না হইলে ১৮৭০ সালের
১৮৭১ আইনমতে ও ১৮৭১ সালের ১৮ আইনমতে
কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন বলবৎ থাকে সেই
আইনমতে চৌকীদারী টাঙ্গ আদায় করিবার নিমিত্ত
অন্যান্যক্রমে উক্ত সমাহারের মধ্যে যোগ্যতা বাল করেন
উহাদিগের স্থানে ঐ খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

১২০ ধারা। যে কোন পুষ্করিনী বা জনস্রোত বা কূপ
পানীয় জলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহৃত
বা কি বিশেষের পুষ্ক- হয় সমাহার কমিটি তাহার
রনে প্রতি সমস্ত ক্ষম- মালিককে তাহার পরিষ্কার বা
তাবদ্ধ। ভরাত করিবার আদেশ দিতে
পারিবেন, কিম্বা মাঝাতে স্থাপনের স্থানীয় বা নিকটে
নোকেস কটে হয় কোন ভূমির একপ অংশ দৃষ্ট হইলে
উক্ত ভূমির মালিককে বা দখলকারকে উক্ত পরিষ্কার
করিতে বা উহার জননিঃসরণ করিতে কিম্বা উহার
সম্পত্তি অন্য যে কোন কাছা করা আবশ্যিক বোধ হয়
তাহা করিতেও আদেশ দিতে পারিবেন। উক্ত
মালিক বা দখলকার উক্ত আদেশ পালন না করিলে,
সমাহার কমিটি উক্ত কাছা করাইতে পারিবেন এবং
তাহাতে যে খরচ হয় তাহা উক্ত মালিকের স্থানে
আদায় করিতে পারিবেন। রাজকীয় প্রাপ্য আদায়
বিসম্বন্ধ যে আদেশ গোল্ডালে বলবৎ থাকে সেই আইনের
নিমিত্তে প্রকারে উক্ত খরচ আদায় করা যাইতে
পারিবে।

কিন্তু যে কাছা করিবার আদেশ দেওয়া যায় তাহার
নোটিস যে তারিখে উক্ত পুষ্করিনী, জনস্রোত, বা
কূপের মালিককে, কিম্বা ভূমির মালিকের বা দখল
কারের, উপর জারী করা যায়, সেই তারিখ অবধি ত্রিশ
দিন গত না হইলে পর সমাহার কমিটি কোন কাছা
করিবেন না।

আর এই ধারামত কোন আদেশ পালন করিবার খরচ
এক শত টাকার অধিক করিবার সম্ভাবনা বর্ণিত অধু-
মান হইলে, সমাহার কমিটি স্থানীয় বোর্ডের সম্মতি
পূর্বে না লইয়া উক্ত আদেশ দিবেন না।

১২১ ধারা। এই আইন লঙ্ঘন করিবার কার্যে সাধারণ
করণার্থ যে সকল অধীন কর্ম-
কর্তাবী নিযুক্ত করি- চারিও চাকর আবশ্যিক হয়,
বার কথা। সমাহার কমিটি সময়ে ২০ টা-
দিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং সময়ে ২
ঐরূপ

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৪ জুন।]

ভাষায় যে অংশ দেওয়া সম্ভব হয়, সেই অংশ দ্বিবার আদেশদ্বারা আঁজা করিতে পারিবেন।

১০৮ ধারা। কমিশনার সাহেব ১২৫, ১২৬ কিস্তি ১২৭ ধারামতে কোন আঁজা করিলে,

কোন আঁজা জিযুত অবিলম্বে জিযুত লেপ্টেনেন্ট লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবার কথা।

কোন আঁজা জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট প্রেরণ মিমিত্ত অবিলম্বে কমিশনার সাহেবের নিকট, উক্ত আঁজার নকল ও উহা করবার হেতুর বর্ণনা লিখিত ও স্থানীয় কল্লুপক কোন কৈফিয়ত দিতে চাহিলে তাহা পাঠাইবেন। তাহা হইলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আঁজা দৃঢ় পরিবর্তিত বা রদিত করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। জিলা বোর্ডের বা সাধারণতঃ স্থানীয় কল্লুপক

কমিশনার সাহেবের ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মতি ও কর্তব্য ভাব জিলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডে প্রকাশ করিয়া দিবার কথা।

কদের মধ্যে ১২৫, ১২৬ ও ১২৭ ধারামতে কমিশনার সাহেবের প্রতি ও জিলা বোর্ডের সাহেবের প্রতি যেসকল ক্ষমতা অর্পিত হইল, সমাচার কল্লুপক স্থানীয় বোর্ড ও জিলা বোর্ডের ক্ষমতা জিলা বোর্ডে সেই

সকল ক্ষমতাসূত্রে করা করবেন।

কোন জিলা বোর্ড এই ধারামতে কোন আঁজা করিলে কমিশনার সাহেবের নিকট প্রেরণ মিমিত্ত অবিলম্বে জিলা বোর্ডের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট, কিস্তি জিলা বোর্ডের মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত বোর্ডের সভাপতি হইলে, অবিলম্বে কমিশনার সাহেবের নিকট, উক্ত আঁজার নকল ও উহা করবার হেতুর বর্ণনা লিখিত ও স্থানীয় বোর্ড কোন কৈফিয়ত দিতে চাহিলে তাহা পাঠাইবেন। কমিশনার সাহেব ও আঁজার অসম্মতি হইলে, তদ্বিমতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ও আঁজা দৃঢ় পরিবর্তিত বা রদিত করিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। এই আইনদ্বারা বা এই আইনমতে

অন্যত্র, কিস্তি কল্লুপক, অন্য কাছনদ্বারা সে গড় কতি বা কতক অপব্যবহার হইলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাখা।

অতিরিক্ত কার্য, করিলে, কিস্তি আপনকার ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আঁজা করিবার হেতুসত্ত্বে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া এই বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কাহার মিমিত্ত উক্ত স্থানীয় কল্লুপককে পদচ্যুত করিবার আঁজা করিতে পারিবেন।

১৩১ ধারা। পূর্ক ধারামতে

পদচ্যুত হইলে যে কল্লুপক তাহার কথা।

কোন স্থানীয় কল্লুপককে পদচ্যুত করা গেলে নিম্নলিখিত কল হইবে।—

(ক) উক্ত বিজ্ঞাপনের তারিখ অবধি উক্ত স্থানীয় কল্লুপকের অন্তর্ভুক্ত সমুদয় সভা একত্র সভাস্থরূপে আপন পদ হইতে ত্রুত হইবেন।

(খ) উক্ত স্থানীয় কল্লুপকের যে সমুদয় ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকে, উক্ত কল্লুপক স্থগিত পূর্বসংস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সে ব্যক্তিদগকে নিযুক্ত করেন। তাহারাই সেই সকল ক্ষমতাসূত্রে সেই সকল কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(গ) কোন জিলা বোর্ডে পদচ্যুত করা গেলে, যে সকল সম্পাদিত প্রকৃতি অর্পিত থাকে, তাহা উক্ত বোর্ড পূর্ব সংস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বর্তিবে।

বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত পদচ্যুত কাল অতীত হইলে উক্ত বোর্ড পূর্ব সংস্থাপিত হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি (ক) প্রকরণমতে পদচ্যুত হইল তাহারা নিযুক্ত বা নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইয়া গণ্য হইবেন না।

১৩২ ধারা। এই আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত নিমিত্ত বিধান করা।

(ক) সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় কল্লুপকগণ একত্র জিলা বোর্ডে থাকিলে, জিলা বোর্ডের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট।

(খ) সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় কল্লুপকগণ জিলা জিলা বোর্ডে থাকিলে, যেহেতু কমিশনার সাহেবের কিস্তি দ্বিতীয় কিস্তি কমিশনার সাহেবের নিকট।

(গ) সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় কল্লুপকগণ জিলা বোর্ডে থাকিলে, প্রকরণমতে কমিশনার সাহেবের একত্র হইতে না পারিলে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে।

এই ধারামতে যে কল্লুপকের নিকট কোন বিধান অর্পিত হয়, তাহার নিম্নলিখিত চূড়ান্ত হইবে।

(ক) প্রকরণের লিখিত স্থলে জিলা বোর্ডের মাজিস্ট্রেট সাহেব সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় কল্লুপকদের একত্র মিলিত হইলে, এই ধারামতে স্থানীয় কল্লুপকদের কমিশনার সাহেব কল্লুপক করেন।

“স্থানীয় কল্লুপক” শব্দ এই ধারায় মুনিমিলন কল্লুপকও বুঝাইবে।

১৩৩ ধারা। এই আইনের বিধানের সহিত যত দূর সম্ভব জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিধান প্রকরণমতে কমিশনার সাহেবের কল্লুপক করিতে পারিবেন।—

(ক) বোর্ড ও কমিটির সভাদের নিয়োগ বা নির্বাচনের প্রণালী ও সময় ও পদে থাকিবার কাল, এবং উক্ত সভাস্থরূপে ও অযোগ্যতা ও নির্বাচকদের পদচ্যুত ও অযোগ্যতা নিরূপণ করিবার বিধি ও সাধারণতঃ এই আইনমতে সমস্ত নির্বাচন কাহার বিধান করিবার বিধি

(খ) জিলা বোর্ডের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নিয়মিত করিবার বিধি ;

(গ) বোর্ডের ও কমিটির চুক্তি করিবার ও আপনাদের সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাধারণ আবেদনকৃত অন্যান্য কর্ম করিবার ক্ষমতা ও চুক্তি সম্পাদন করিবার প্রণালি নিয়মিত করিবার বিধি ;

(ঘ) যদি আবাসিক কোন অফিস দিয়া বোর্ড ও কমিটিরদের মধ্যে অথবা বোর্ড ও কমিটির সভ্যদের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বা তদীয় কার্যকারকদের সচিব চিঠিপত্র চলে, তবে এই অফিস নিরূপণ করিবার বিধি ;

(ঙ) যে কায্য কর্ম চালাইতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি ;

(চ) ২৫ ধারায় নিয়ুক্ত করণার্থে কন্সট্রাক্টরদের যোগাযোগ নিদেশ করিবার বিধি ;

(ছ) ৭৮ ও ৯৯ ধারায় সভা করিবার কিস্তি বর্ণনা পত্র, অনুমানপত্র, রিপোর্ট বা হিসাব পাঠাইবার দিন নিরূপণ করিবার বিধি ;

(জ) জিলাব সাধারণ কায্য ও জিলাব অংশ নিশেষে কায্য নিমিত্ত জিলাব তহবীল বন্টন করিবার বিধি ;

(ঝ) জিলাব তহবীলে টাকা প্রয়োগের বিধি ;

(ঞ) ৩৯ ধারায় আরম্ভের অনুমানপত্রের পাঠের বিধি ;

(ট) ৪৮ ও ৫৯ ধারায় জিলাবের পাঠের ও আকাশ করিবার ও যে আকারে নিয়মিত কালান্তরে তাহার আডিট হইবে, তদ্বিষয়ের বিধি ;

(ঠ) প্রাথমিক ও দ্বিতীয়তলীয় বিদ্যালয়ের সাহায্য মান ও শিক্ষক ও সব ইন্সপেক্টরের নিয়োগ করিবার বিধি, এবং শিক্ষাবিভাগে তত্ত্বি নিদেশ করিবার, পরীক্ষা চালাইবার, ছাত্ররাজি দিবার ও এ বিদ্যালয়ের কায্য নিরূপণ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের বিধি ;

(ড) প্রথমিক, ইন্সপেক্টর ও শীর্ষিত ব্যক্তিদের থাকিবার স্থানের বিধান ও রক্ষা, ইন্সপেক্টর ও সকল বোর্গী থাকে, তাহাদের ভরণপোষণের খরচ আদায়, এবং জিলাব দুঃস্থ অধিবাসীদের প্রথম ও চিকিৎসা বিধান করিবার বিধি ;

(ঢ) চিকিৎসকদের গেরূপ ব্যবহারগত যোগাযোগ চাহ, তাহা নিরূপণ করিবার ও তাহাদের কর্মের বিধান করিবার বিধি, এবং প্রথমিক ও ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের ও জিলা বোর্ড যে সকল রিট ও রিপোর্ট পাঠাইবে, তাহার পাঠের বিধি ;

(ণ) জাতীয়কায্যের ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা ও কর্তব্য-কর্মের বিধান করিবার বিধি ;

(ত) যে সকল বিষয় অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে বোর্ডের খরচে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার নকশা, সম্পাদনাত্মক বিশেষ ব্যবরণ ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার বিধি এবং যে কর্তৃপক্ষদ্বারা যে নিয়মে উক্ত নকশা ও অনুমানপত্র অনুমোদিত হইতে পারিবে, তাহার বিধি ;

(থ) জিলাব স্বাস্থ্যসংরক্ষণ সম্বন্ধে জিলা বোর্ড কর্তব্যকর্মের বিধান করিবার বিধি ;

(দ) লোকসংখ্যাগণনা সম্বন্ধে জিলা বোর্ডের কর্তব্য কর্মের বিধান করিবার বিধি ;

(ধ) ডাকবাংলো, মেলা, হাট ও পরিবহনসংস্থাপন ও রক্ষা করিবার, প্রদর্শনী করিবার, তনিক-কারী জন্ত দিনাশ্রয় পুরস্কার দিবার ও অন্য যে কায্য দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতা বা সুবিধার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, একপ কায্য করিবার বিধি ;

(ন) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রথমিক স্কুলের সমাচার কমিটির ক্ষমতা নিয়মিত করিবার বিধি ;

(প) ১২২ ধারায় কমিশনার ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের দেরূপ উদ্ভাবনানের ক্ষমতানুসারে কায্য করিবার তদ্বিষয়ের বিধি ;

(ক) যে আকারে সভা হইবার নোটিস দিতে হইবে ও সভা সভ্য উপস্থিত থাকিলে কর্ম চলিবে, তাহা স্থায় করিবার এবং উপস্থিতরূপে ভিন্নতর ও বাদান্তর লিপিবদ্ধ করিবার ও সভাপতি নিয়ুক্ত বা নিরূপণ করিবার ও সভাপতি ও প্রতিবিশি সভাপতি যত কাল পূর্বে থাকিবেন, তাহার বিধিসম্মত বোর্ডের ও কমিটির কায্য চালাইবার বিধি ;

(খ) বোর্ডের ও কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষমতার অংশ আডিটরের নিয়োগ ও বেতনসম্বন্ধে বিধি ;

(জ) যৌক্তিকতা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কায্যের ভর জিলা বোর্ডকে দেথান গেলে, কিম্বা তৎকর্তৃক বা তদ্বিকল্পে দেথান আদালতে যৌক্তিকতা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কায্য উপস্থিত করা গেলে, জিলা বোর্ডের কায্য-পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি ; এবং

(ঘ) সাধারণতঃ জিলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড ও সমাচার কমিটির পরস্পর সম্বন্ধে নিরূপণ করিবার ও এই আইনের বিধান সফলকরণসংক্রান্ত সকল বিষয়ে বোর্ড ও কমিটির ও গবর্নমেন্ট কন্সট্রাক্টরদের কায্য-পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি ।

এই ক্ষমতাবিধি ও বিধির পরিবর্তন বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশ করা যাইবে এবং (ক) প্রকরণমত কোন বিধি বা বিধির পরিবর্তন বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশিত হইবার পর তিনমাস অতীত না হইলে, গলত্ব হইবে না ।

উপবিধির কথা।

১২৪ ধারা। কোন জিলা বোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড এতদুপবিধি করিবার দরখে জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে ক্ষমতার কথা।

এই আইনের সমুদয় বা কোন উদ্দেশ্যে সকল করণ্য উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এই ধারায় প্রণীত উপবিধি জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত না হইলে, এবং তিনি যে আকারে যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ করেন,

সেই প্রকারে উত্‍কাল প্রকাশ করা না গেলে, কলবৎ হইবে না।

১৩৫ ধারা। পূর্বধারামতে কোন উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, বোর্ড আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত উপবিধি লঙ্ঘনহেতুক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং লঙ্ঘনাপরাধে কোন ব্যক্তি অপরাধী প্রমাণ হইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে যত দিন লঙ্ঘন হইতে থাকে, তাহার দিন প্রতি আর পাঁচ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৩৬ ধারা। কোন বোর্ড কিম্বা এডমর্শ্ব বোর্ডের কোন কর্মচারী কোন ব্যক্তি উপবিধি লঙ্ঘন করিয়াছে এই অভিযোগে অভিযোগ করিলে, কোন ব্যক্তি উপবিধি লঙ্ঘন করিতে পারিবেন। কোন জজ বা মাজিস্ট্রেট বোর্ডের সভা আদেশ দিলে কেবল এই কারণে মোকদ্দমারী মোকদ্দমার কাগজাদেশী বিষয়ক আদেশের ৫৫২ ধারার অধীনতে এই ধারামতে কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ বলিয়া বা তাহাতে নিজে পার্শ্বযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

নিষিদ্ধিমান।

১৩৭ ধারা। জিলা বোর্ডের বা সমতার কমিটির কোন টীকা বা অন্য সাপেক্ষিত কার্য, অপরাধ বা অসংযোজনীয় যোগ ঘটিলে, কোন ব্যক্তি

যৎকালে কোন সমতার কমিটির, স্থানীয় বোর্ডের বা জিলা বোর্ডের সভা থাকেন, তৎকালে তাহার উপস্থিতি বা অসংযোজনীয় সাপেক্ষিত কার্যের উপস্থিতি বা অসংযোজনীয় যোগ ঘটিলে তিনি তৎকালীয় বোর্ডের, এবং উক্ত সভা ক্রমাগত পূরণ পাইবার মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হইতে পারিবে। জিলা বোর্ডের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে আদেশ দিতে পারেন, সেই আদেশে জিলা বোর্ড কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাহার বিরুদ্ধে যত্নসতর্কিত জিলা বোর্ডের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৩৮ ধারা। জিলা বোর্ডের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৩৩ ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে, এবং কোন জিলা বা স্থানীয় বোর্ড ১৩৪ ধারামতে কোন উপবিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মানমানার্থ জিলা বোর্ডের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রকারে উপযুক্ত জান করেন, সেই প্রকারে প্রস্তাবিত বিধি বা উপবিধির পাণ্ডুলেখা প্রকাশ করিবেন; ও যে তারিখে বা যে তারিখের পর উক্ত পাণ্ডুলেখা বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া সেই নজ্ঞে বোঝাই দিবেন; এবং এই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে এই পাণ্ডুলেখা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

এরূপ প্রত্যেক বিধি বা উপবিধি কলিকাতা গেজেটে ইংরেজী ভাষায় এবং জিলা বোর্ডের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব

আর যে ভাষা নির্দেশ করেন, সেই ভাষায় প্রকাশ করা হইবে; এবং উক্ত বিধি বা উপবিধি যে এই ধারার আদেশমতে প্রণয়ন করা গিয়াছে, উক্ত প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১৩৯ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত কোন স্থানীয় কর্মচারী বা চাকর কমিশ্যনর সাহেবের চুক্তি করা যার তাহাতে কোন সভার, কমিশ্যনর বা চাকরের স্বার্থ থাকিলে, সেও বৈধ।

কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত কোন সভা কর্মচারী বা চাকর কমিশ্যনর সাহেবের লিখিত অনুমতিক্রমে না হইয়া প্রকাশ্যে উক্ত কর্মচারীর কোন চুক্তিতে লাক্ষ্য বা পরাম্পরা সম্বন্ধে স্বাক্ষর থাকিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় মণ্ডলিগি আশ্রমের ১৩৮ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

কোন ব্যক্তি কোন সমতার বা রেজিস্ট্রারী করা কোন কোম্পানির অংশীদার বা বলিয়া এই কোম্পানির সম্বন্ধে কোন বোর্ডের বা কমিটির যে চুক্তি হয় তাহাতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; কিন্তু তিনি এরূপ কোন চুক্তিসম্বন্ধে উক্ত বোর্ডের বা কমিটির কাছের প্রমাণ দিবেন না।

১৪০ ধারা। এই আইনমতে প্রদত্ত কোন কর্মচারী বা স্থানীয় বোর্ডের বা জিলা বোর্ডের সভা থাকেন, তৎকালে তাহার উপস্থিতি বা অসংযোজনীয় সাপেক্ষিত কার্যের উপস্থিতি বা অসংযোজনীয় যোগ ঘটিলে তিনি তৎকালীয় বোর্ডের, এবং উক্ত সভা ক্রমাগত পূরণ পাইবার মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের, স্থানীয় বোর্ডের বা সমতার কমিটির আফিসে, এবং উক্ত বোর্ডের বা কমিটির কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে, কিম্বা তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অজ্ঞা প্রদত্ত হইলে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ভয় দেখান হয় সেই ব্যক্তির বাসস্থানে মোকদ্দমার হেতু ও যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে, তাহার নাম ও বাসস্থান লিখিয়া নোটিশ দেওয়া গেলে বা রাখিয়া গেলে পর ১ মাস অতীত না হইলে, এই আইনমতে যে কোন কার্য করা যায়, উক্ত বোর্ডের বা কমিটির সভার বিরুদ্ধে কিম্বা তাহার কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে, কিম্বা তাহার আদেশমতে কর্মচারী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইবে না।

উক্ত নোটিশ দিবার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদী পক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন।

মোকদ্দমার হেতু দৃষ্টান্ত পর তিন মাসের মধ্যে এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে, তাৎপর্য নহে।

যে কোন ব্যক্তিকে এইরূপ নোটিশ দেওয়া যায়, তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে বাস্তবিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করিলে, উক্ত বাদী কিছুই পাইবে না।

প্রথম ভকসীল ।

(২ খণ্ড দেখ ।)

| সংখ্যা ও মন্তব্য । | বিষয় । |
|--------------------------------|---|
| ১৮৮০ সালের ১-
জ্যৈষ্ঠ ১ আইন | জিলার বজারদি ও সাধারণের হিত-
কর অন্যান্য কায়া ও প্রদেশীয়
পূর্বকায়া প্রস্তুত করিবার ও তাহার
বায় নির্দিষ্ট ও তৎসমুদয় রক্ষা
করিবার স্থানীয় করসংক্রান্ত ব্যবস্থা
সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন । |
| ১১০ অবধি ১৮১ পর্যন্ত সকল খার। | |

দ্বিতীয় ভকসীল ।

(২ খণ্ড দেখ ।)

| সংখ্যা ও মন্তব্য । | বিষয় । | যত দূর সংশোধন করা গেল । |
|--------------------------------|--|---|
| ১৮৮০ সালের ১-
জ্যৈষ্ঠ ১ আইন | জিলার বজারদি ও সাধারণের হিত-
কর অন্যান্য কায়া ও প্রদেশীয় পূর্ব-
কায়া প্রস্তুত করিবার ও তাহার
বায় নির্দিষ্ট ও তৎসমুদয় রক্ষা
করিবার স্থানীয় করসংক্রান্ত ব্যবস্থা
সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ
আইন । | ৪। খার। " কমিটি " শব্দের লক্ষণের পরিবর্তে
৮ খার। সংশোধন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি নিতে
হইবে ।

" জিলা বোর্ড " শব্দে বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসন
বিষয়ক " জিলা বোর্ড " শব্দে
আইনসমূহে সংস্থাপিত বোর্ড
বুঝাইবে ।

" জিলার ভকসীল " শব্দে বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র
শাসন বিষয়ক " জিলার ভকসীল " শব্দে
সালের আইনের ৪৩ খার।তে
স্থাপিত তহবীল বুঝাইবে ।

৯ খার। " এবং " ত- " শব্দে অন্যান্য উক্ত
১১ খার। লিখিত কায়া প্রযোগ কর যাইবে " এই
কথাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে ।

৩৮ খার। পরিবর্তে নিম্নলিখিত খার।টি দিতে হইবে

" ৩৮ খার । প্রত্যেক বৎসরের পঞ্চম ৬ খার।
যেখানে পঞ্চম ৬ খার। বিধানসভা প্রত্যেক জিলায়
ক যাইবে তাহা করণে খার। ও আদায় করা যাইবে
খার। হইবে ইহার কথা । এবং উক্ত খার। লিখিত
অতীত খারের নিয়মানুযায়ী জিলা
বোর্ড এই বৎসরের নিমিত্ত যে খার। নিরূপণ করেন সেই
খার। এই কর খার। ও আদায় করা যাইবে । " |

যত দূর সম্ভব শ্রম করা গেল।

(খ) যে নতুনক ভিন্ন শ্রেণীর যে কথ্য সম্পাদনা
নবের ক্ষমতা ও অধিকার দিতে পারিবেন তাহা নির্দেশ
করিবার নিমিত্ত ।

| সাল ও নম্বর। | বিষয়। | যত দূর সংশোধন করা গেল। |
|------------------------------|--|--|
| ১৮৮০ সালের
বঙ্গীয় ৯ আইন। | জিলায় বজাতি ও সাধারণের নিয়-
কর অন্যান্য কার্য ও প্রাদেশীয়
পুর্নকার্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার
বায় নির্বাহ ও তৎসমুদয় রক্ষা
করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত
ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ কর-
ণার্থ অটন। | <p>(গ) এই আইনমতে জিলা বোর্ডের যে অমুদান-
পত্র ও হিসাবপত্র ও রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র রাখিতে বা
প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দিষ্ট করিবার
নিমিত্ত।</p> <p>(ঘ) এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে
ফিলা রাখিতে হইবে তাহার পাঠ নির্দিষ্ট করিবার
নিমিত্ত।</p> <p>(ঙ) কোন অমুদানপত্র বা হিসাব পাঠাইবার ও
মিনাটিয়া নোথবীর ও পুর্নকার্য কোন হিসাবের পরীক্ষা
করিবার বিধান কারবার নিমিত্ত</p> <p>(চ) ৪০ ও ৪৭ ধারামতে কলের কিণ্ডির চার্জ
দিবার দিন স্থায় করিবার নিমিত্ত।</p> <p>(ছ) বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসনবিষয়ক
সালের আইনের ২৩ ধারার বিধানমতে কোন
জিলা বোর্ডের কার্য বিবরণের নকল দিতে হইলে, যত
দ্রুত করা যাইতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত।</p> <p>(জ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্য সফল
করিবার নিমিত্ত।</p> <p>এই সকল বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা
সাহেবে ও প্রকাশ করণে গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে। ”</p> |

সি এচ রাইলী,
সহকারী সচিব
বঙ্গদেশের সচিবালয় অফিসে সেক্রেটারী।

BAIKUNTHA MUKHERJEE, M.A. & B.L.,
Bengal, India.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল, ২৪ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলার।

১৮৮৪ সাল, আশ্বিন মাস।

মান্যবর জীয়ুত এচ, এল, ডাব্লিউর সাহেব, সি. আই. ই।

১ নম্বর।

১৮৭৬ সালের রাজস্ব আইনের ৪০ ধারামতে যে সকল মহাস্থলীয় রেজিষ্টারী কার্য সম্পাদিত হয়, তাহার রিটার্নের নিম্নলিখিত পাঠ বোঝ কতক নির্দিষ্ট হইল। এই রিটার্ন প্রতিবৎসর প্রেরণ করিতে হইবে। ১৮৮৪ সালের ৩১ মে তারিখে প্রথম রিটার্ন দিতে হইবে। প্রথম রিটার্নের পাঠ বোঝ এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে পাঠাইয়া থাকেন। ভবিষ্যতে ফৌজদারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের নিকট প্রাপ্ত করিলে তাহা পাওয়া যাইবে।

২। এই রিটার্ন বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ৩০০ পৃষ্ঠার “বাস্তবিক” মাফক শীর্ষকের নিন্মস্থাপন করিতে হইবে।

‘B.। ১৮৭৬ সালের রাজস্ব আইনমত মহাস্থলীয় রেজিষ্টারী কার্যের রিটার্ন।’

৩। এই রিটার্নের ৭ ঘরে যে সকল হিসাবের কথা আছে তাহার উদ্দেশ্য এই যে তাহার রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষেরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভুলনা করিয়া মহাস্থলীয় পরিবর্তনের সংখ্য দৃষ্টিমাত্রের দ্বারা পারিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

জীবিত এচ. এ. কক্রেল সাহেব, সি, এস, আই ।

২ সংস্করণ ।

১৮৮৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিধিক্রমে অধীন প্রাপ্য ডাক ঘরের ডাক মুনসীগন পত্রে এক আনা মূল্যের রাজস্বের ইন্সট্যান্স বিক্রয়ার্থে ••••• সালের এ-টি সংশোধিত পাঠ বোর্ড পত্রে নিম্নলিখিত হইয়াছে । এই পাঠ এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে । ফোনটীর মালিকগণের নিকটে প্রার্থনা করিলে এই পাঠ প্রাপ্য হইবে । উৎসাহে এই সংস্করণে ক্রয়াদেশ প্রদান করা হইয়াছে ।

RAJ KRISHNA MEKHOPADHYAYA, M.A. AND L.L. *Bequeathed to the Government.*



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 24, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৪ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরণক ইজারা।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার মেওরা হাইড্রেড মে সন ১৮৯০ সালের ১১ আইনের ১১ ধারায়তে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাল সন ১২৯০ সালের ১৫৬৬ নং কালগুজর বাকী রাজস্ব আদায় সন ১৮৮২ সালের ২৪ জুন মোড়ারেক সন ১২৯১ সালের ৭১ আবার মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছাটতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল ত্রিখ ১৭ কাপ্রিল।

| ক্রমিক
নং। | মাফালের প্রকার। | ভেঁজের
নং। | নাম ও মহাল পরগনা। | নাম ভাণ্ডার। | সদর জমা। | টেকসিয়ৎ। |
|---------------|---------------------|---------------|---|--|----------|---|
| ১ | প্রথম শ্রেণীর মাফাল | ৪৪ | ভরফ কালুহা গওদার-
রকপুর। | কৃষ্ণকিহর দায় কমলা শান্ত রাই গোপীকান্ত রাই প্রভা-
বতী দাস। মাতা জলি কৃষ্ণপ্রসাদ দায় নাবালগ। | ৩২৯৪।০৭ | এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস। ও কমলাকান্ত রাইর
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাবে কৃষ্ণকিহর
রাই ও গোপীকান্ত রাইর একমালী অংশ ১০ আনার
কাজ সদর জমা ১৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক।
বাকী ... ৭১৬।০ টাকা। |
| ২ | ঐ | ৪৪ | ভরফ কালুহা গওদার-
রকপুর। | ঐ | ৩২৯৪।০৭ | এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস।র পৃথক করিয়া লওয়া
অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকিহর রাই গোপীকান্ত রাইর
একমালী অংশ ১০ আনা বাবে কমলাকান্ত রাইর
পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাজ সদর
জমা ১২৩।৭ টাকা নীলাম হইবেক।
বাকী ... ৩৫৮।০৩ টাকা। |
| ৩ | ঐ | ৩৭ | তলাগোপালপুর গং
পলালী। | রাই মেতাবতী দাস রাই দাছার | ... | এই মহাল মধ্যে ১৩০৭।১১ টাকার জমা সদর মাল নীলাম
হইবেক। |
| ৪ | ঐ | ২১০ | কিসমত হোকেপার-
উইল পরগনাবার-
বক সিংহ। | হিরাল চৌধুরী বামলাস চৌধুরী জমিনীকুমার
মুন্ডকী বটুকনাথ মুন্ডকী হাডাধন গোবামী। | ৭১৬৭।১১ | সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫।১০ টাকার জমা সদর
মাল নীলাম হইবেক। |

| | | | |
|-----|---|--------|---|
| ২২৩ | ভরুজ পাউনিয়াড় রাধাজীৱন মুক্তকী ভার্মনি দামা। লক্ষ্মী দাস ও ধর্ম-
দাস মুক্তকী অধরাণী দাসী কেদারনাথ চন্দ্রগতি মুক্তকী
ভুবনসাহিনী দাসগা। | ৬১৫৮/১ | সরকারি দাকৌ রাজস্ব ৩৬৥১৯ টাকাৱ জন্য সমুদয়
মাহাল নীলাম হইবেক। |
| ২৭৩ | কিনমত পরগণে বীর-
কসিংহ গং বীর-
বকসিংহ। | ২১০৪৥১ | এই মাহাল মধ্যে মোলবি জিরাৱের রহমান রাজিরা
দিবি বাকী বিবি হিরালাল দামদাস চৌধুরী ও রাহা-
দিন চৌধুরী ও দামনুসিংহ মুক্তকী ও মাধবচন্দ্র
চৌধুরীর পুত্র করিরা লওয়া কংল ৬৭৥১২৥ নীপ
৬৭৭৭২২ টাকাৱ কাত সমরজন ৬৬৭৭২২ টাকাৱ দামে রামগো-
পাল চৌধুরী নিগরের এজমালী অংশ ৬১২ গোড়া ৪৥
টীপ ১৬ ঙিলের কাত সমরজন ১৬৭৭১১ টাকাৱ
নীলাম হইবেক। |
| ৪০৭ | মোটজ রামদাসী গং
যতেসিংহ। | ৬১৭.৬ | এই মাহাল মধ্যে মোলবি জিরাৱের রহমান রাজিরা
দিবি বাকী বিবি হিরালাল দামদাস চৌধুরী ও রাহা-
দিন চৌধুরী ও দামনুসিংহ মুক্তকী ও মাধবচন্দ্র
চৌধুরীর পুত্র করিরা লওয়া কংল ৬৭৥১২৥ নীপ
৬৭৭৭২২ টাকাৱ কাত সমরজন ৬৬৭৭২২ টাকাৱ দামে রামগো-
পাল চৌধুরী নিগরের এজমালী অংশ ৬১২ গোড়া ৪৥
টীপ ১৬ ঙিলের কাত সমরজন ১৬৭৭১১ টাকাৱ
নীলাম হইবেক। |

(৬৬৬)

| | | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------------|----------------|--|
| ১৭ | ৬ | ৫৪০ | মোজা এমসিপুর পং
হুলদাডীয়া। | ১০৬:১১২ | এই মহাল মধ্যে হারানী চৌধুরানী অলিমতা মো-
রানী সভাচরণ প্রমোদপুরী পৃথক করিয়া লওয়া হইবে
১১ গোষ্ঠী বাবে চাকচাক বসু মিগরের একমালী অংশ
৬৮:১২ গোষ্ঠীকর্তৃক মঙ্গল জমা ২০:৬৮/৫ টাকা নীলাম
হইবেক।
বাকী ... ১১০ পাই। |
| ১৮ | ৬ | ৫৫৮ | চরণগোটা পং মঙ্গল-
খালী। | ১০৭/১ | রাজস্বর বাকী ১৮৬:১১০ টাকার জন্য মঙ্গল মহাল
নীলাম হইবেক। |
| ১৯ | ৬ | ৫৬০ | কিং তরক চৌ/মঙ্গ-
পুর পং আসদ মঙ্গল। | ১০৮/১
১০৮/১ | ১২০ সালের লং অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী
১৫২ টাকার জন্য মঙ্গল মহাল নীলাম হইবেক। |
| ২০ | ৬ | ৫৬২ | তরক কাণাইপাড়া পং
আসদ মঙ্গল। | ১০৮/১
১০৮/১ | ১২০ সালের লং কালজনের রাজস্বর বাকী ৮:১৬/১
টাকার জন্য মঙ্গল মহাল নীলাম হইবেক। |

BEHAMPUR, }
The 13th May 1884
J. C. VESSEY,
Offg. Collector.

জেলা মন্দির।

শ্রী বাখালি জাপনগাহর পাঠ কাছারি কলেজেরী জেলা মন্দির।

ইহার হারার সম্বন্ধ দেওয়া যাইতেছে যে, সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধা. অনুসারে জেলা মন্দির জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল সকলের ১৮৫৪ সালের ২৮ খে মার্চ তারিখের প্রাপ্য মালিকজারি এবং অন্যান্য দায়ীরা চলিত আইন ও আর্কট অনুসারে বাকীরাভ্যেবর নারি আদায় করা গাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৫৪ সালের ১০ই জুলাই নোভেম্বর ১২৯১ সালের ২৭শে আষাঢ় হুজুরতিবার এই জেলার কলেজের কাছারিতে বিনা এজেরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।

| ভৌমিক
নম্বর। | নাম বর্মান ও
পরগনা। | লিখিত মালিকগণের নাম। | মোট সদর জমা। | বাকীর
পরিমাণ। | মন্তব্য। |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------|------------------|--|
| ১৭ নং | জলকা পং বাগো-
রান। | কুমারখি রায়, কুমিল্লী দাসী, জনি অছি জাই গুরুদাস বিশ্বাস, ও হুজুরখ.
জগদ্বাখ খাঁ ও চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও রতিকান্ত ও গজাকান্ত ও হারকা-
কান্ত ও সুর্যাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও লক্ষ্মী-নি দেবী। অনিমাভা
দেবী ও বৈদ্যলোকা সুন্দরী দেবী। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও
ভারপ্রাপ্ত জাই বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও মনোনাথ মুখোপাধ্যায় ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাই
নারায়ণ শেট গুপ্তীদাস বাহাদুর ও রামেশ্বর রায় ও মধুরানাথ জিনাথ
পাল চৌধুরী ও শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুন্দরী দাসী
স্বয়ং ও অছি জাই জিনাচন্দ্র ধনকৃষ্ণ ও ললিতমোহন পাল নারায়ণ ও
বিরাজল ও উমেশচন্দ্র ও হরেশচন্দ্র পাল ও বেনওয়ারিলাল পাল
নারায়ণগের অছি উমেশচন্দ্র পাল ও রামবক্স চেন্দলাগির। | ৮৬৭০/৩
পুং ২৬৬৭ | ১১০৬৩ | সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারায়তে পৃথক হওয়া
অংশ দ্বাদশ অবশিষ্ট রঃ ১৮/৮ সাগ বাহা ৩০০৩/৬।
পাই সদর ৪২।৩ পাই পোলীস অফিস চন্দ্রকান্ত, লক্ষী-
কান্ত, রতিকান্ত, গজাকান্ত, ও হারকাকান্ত ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মী-
দেবী ও বৈদ্যলোকা সুন্দরী দেবী, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভাই
প্রাপ্ত জাই বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাই নারায়ণ শেট গুপ্তীদাস বাহাদুর, মধুরা-
নাথ, শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী জিনাথ পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুন্দরী দাসী
স্বয়ং ও অছি জাই জিনাচন্দ্র, ধনকৃষ্ণ, ললিতমোহন পাল নারায়ণ, বিরাজল,
উমেশচন্দ্র, হরেশচন্দ্র পাল ও বেনওয়ারিলাল পাল নারায়ণগের অছি উমেশচন্দ্র
পাল, ও রামবক্স চেন্দলাগির। |
| ১১৭ নং | তিচি চণ্ডী পং
পাখোমৌর। | হরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নারায়ণগের অনিমাভ।
রাইজলক্ষী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব কহিমদেহা দিবি ও
শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং ও অছি জাই চাকচন্দ্র ও নিম্বলচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র
দে চৌধুরী নারায়ণগের অছি জিনাচন্দ্র ঘোষাল, ও অনন্তদেব মুখো-
পাধ্যায় হরিজীৱন প্রাণিক ও হরেশচন্দ্রনাথ ও লগেশনাথ ও যোগেশ-
চন্দ্র পাল চৌধুরী ও মধুমতি দাসী ও যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী অছি
জাই শতীশচন্দ্র ওরফে পাচু পাল চৌধুরী ও হরেশচন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও
শিবমোহিনী দাসী। অছি জাই জিনাচন্দ্রনাথ, হরেশচন্দ্রনাথ, হরেশচন্দ্রনাথ
বিরাজলনাথ পাল চৌধুরী। | ১০২৪৬৮
পুং ১২৯০/৪ | ১৫৬৮/১১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারায়তে পৃথক হওয়া অংশ
দ্বাদশ অবশিষ্ট রঃ ১১ অংশ বাহা ১৪৪৭৬/৬ পাইসদর
ও ১৯৮ পাই পোলীস অফিস অফিস হরেশচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র,
অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নারায়ণগের অনিমাভ। রাইজ-
লক্ষী দাসী ও চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব ও অছি-
দেহা দিবি। |

| ১৫৪ : | হোড়াক পং
ভারাগিণী। | মাতরণ চৌধুরী ও গিরিবালা দেবী
আচার্য্য ও নীলদ্রী দেবী ও
সাহা, লি ও গিরিবালা দেবী
মুখোপাধ্যায়। | স্বামী দেবী ও কুমার
পাল আচার্য্য ও বান্দর
দ্রী, লি ও চৌধুরী নীলদ্রী | ২২ | ১৫৪/১০ | ১৫৪/১১ | ১৫৪/১২ | ১৫৪/১৩ |
|--------|------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| ২০১ নং | এতবারপুত্র
পলাশী। | ১৫৪/১০ | ১৫৪/১১ | ১৫৪/১২ | ১৫৪/১৩ | ১৫৪/১৪ | ১৫৪/১৫ | ১৫৪/১৬ |
| ২১৬ নং | গোবরা
পলাশী। | ১৫৪/১০ | ১৫৪/১১ | ১৫৪/১২ | ১৫৪/১৩ | ১৫৪/১৪ | ১৫৪/১৫ | ১৫৪/১৬ |
| ২৪২ নং | ইজুলা পং
জোরাশী। | ১৫৪/১০ | ১৫৪/১১ | ১৫৪/১২ | ১৫৪/১৩ | ১৫৪/১৪ | ১৫৪/১৫ | ১৫৪/১৬ |
| ৪৪২ নং | গাংলপাড়া
উৎক। | ১৫৪/১০ | ১৫৪/১১ | ১৫৪/১২ | ১৫৪/১৩ | ১৫৪/১৪ | ১৫৪/১৫ | ১৫৪/১৬ |

(৩৩)

| জোজির
নম্বর। | নাম বহাল ও
পরিণাম। | নিখিত মালিকের নাম। | মোট সমর জমা। | বাকীর
পরিমাণ। | বহর। |
|-----------------|---------------------------|---|---------------------|--|---|
| ৪৭৬ নং | শ্যামলপুর পংড়া-
জপুর। | হুলামণি দাসী জলি মাদরে নাবালক জনর্দীন শিখাস, হরগীষর বিখাস
পারদ্রী দেবী, শশিমুখী দেবী, শিখুচন্দ্র চক্রবর্তী ও সর্ষমঙ্গলা দেবী।
শারদাসুন্দরী দেবী জলি মাদরে শামিনাস রায় নাবালক শ্রিয়নাথ কুণ্ড,
শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায়, যতিধর জোরাকার। | ১২০১৫৬:১১ | ১১৫৬৬ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া
বাকি অবশিষ্ট ২:১০০ জলা যারা ৪৮২/৪ পাই টোকা
সমর জমার গারত্রী দেবী ও শারদাসুন্দরী দেবী জলি
মাদরে শামিনাস রায় নাবালক, শ্রিয়নাথ কুণ্ড, যতিধর
জোরাকারের ন্যমে ৪৭৬০নং লিখা যার এই অংশে বাকী
পড়ার উহাই নিলাম হইবেক। |
| ৪৭৭ নং | শ্যামলপুর পংড়া-
জপুর। | গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, কামিনীকরী দেবী। অমোহনাথ ও শ্রীমচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেবী জলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায়
নাবালক ও সৌন্দর্য মুখোপাধ্যায়, রায়দেব চেল্যজিহা, নন্দরচন্দ্র
পাল চৌধুরী, টেকলাসেন্দ্রী দাসী চৌধুরী জলি অছি জাং বিপ্রাস
পাল চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং
অছি জাং মহাভাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাবালক হিরাল চৌধুরী, কুমর-
কুমারী দেবী, ষাকরনি দেবী সৌন্দর্য মুখোপাধ্যায়, টেকলাসেন্দ্রী
পাধ্যায়, নবিনোদ মুখোপাধ্যায় নিজারি দেবী জলি মাদা কুদন-
মোহন মুখোপাধ্যায় নাবালক অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও প্রাস
সরী দেবী জলি মাদরে জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় টেকলাস-
চন্দ্র, ক্ষেত্রপাল বন্দোপাধ্যায় ও টেকলাসচন্দ্র ক্ষেত্রপাল বন্দোপাধ্যায়
অছি জাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দোপাধ্যায় নাবালক। | ৩৬২২:২ | ২৮/১ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া
অংশ বাচ অবশিষ্ট ২:৮৭৪ গণ্ডা যারা ৫৫৩।০ টাক
সমর জমার কামিনীকরী দেবী জলি মাদরে গৌরহরি
মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী জলি মাদরে গৌরহরি
মুখোপাধ্যায় নাবালক নন্দরচন্দ্র পাল চৌধুরী, টেকলাসেন্দ্রী
দাসী জলি অছি জাং বিপ্রাস পাল চৌধুরী, টেকলাসেন্দ্রী
নাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অছি
জাং মহাভাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিরাল চৌধুরী
ন্যমে ৪৭৭।০নং লিখা যার এই অংশে বাকী পড়ার উহাই
নিলাম হইবেক। |
| ৪৭৮ নং | খাঁর নীলম পংড়া-
জপুর। | অন্নপ্রসাদ দেব মোহনজোরকা, নরনাথ, গিরিজানাথ, মতীশ্রনাথ
রায় চৌধুরী, ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্শ্বভীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও
অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পর্শ্বভীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও
স্বয়ং ও কাম্যধাক জাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখো-
পাধ্যায়, গোবিন্দন দাসী। | ২৬৫৬৮-
পুঃ ১৬/১০ | ৩১৫৮।০নং
১৬/১১
৩১৫৮।২নং
২৯।১০
পুঃ ১৬ | ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া
অংশ বাচ অবশিষ্ট ২:৮৭৪ গণ্ডা যারা ১২০৭৭ পাই
সমর ও ১৬।১১ পাই পুনিম জমার রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়
স্বয়ং ও কাম্যধাক জাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর,
রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দন দাসীর মাদরে
৩১৫৮।০নং ও পৃথক হওয়া অংশ ২: ১২ গণ্ডা যারা
২৬।১১ পাই সমর ও ১৬।০ পুনিম জমার নরেন্দ্রনাথ
রায় চৌধুরীর ন্যমে ৩১৫৮।২নং লিখা যার এই অংশে
বাকী পড়ার উহাই নিলাম হইবেক। |

W. V. G. TAYLER,
Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইতার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবশুনায়ে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মহাবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগারেদ ২৮ বার্ষিক তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অমান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যায় অদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ আবণু সোমবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রাণাণ্য নিলামে ধরা যাইবে।

| নং
ভৌজ। | নাম মহাল। | নাম মালিক। | মদর জমা। | বাকী। | টেকিয়ৎ। |
|------------|--|-------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| ১২ নং | পং আদীয়া জমিদারি হিসাব ১০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি। | ডগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী
গয়রহ। | ২৪৭/৪ | ০ | ০ |
| এ | এ ১৮৫৯। ১১ আইনের ১০ ধারা-
মতে উক্ত ১০ আনা মধ্যে হিসাব
১৭ গণা। | হরিচরণ মজুমদার ... | ২৪৫৬/১ | ০ | ০ |
| এ | এ এ হিসাব ১৬ কড়া ... | নবাবজালি চৌধুরী গয়রহ | ৩১১/৮ | ০ | ০ |
| এ | এ এ উক্ত ১০ আনা জমিদারি
মোল আনা রকমে হিসাব ১৭১।
গণা। | গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়-
রহ। | ১৪৮/০ | ১২৫/৬ | খারিজ হিসাব
নিলাম হই-
বেক। |
| ২৩ নং | পং বড়বাজু জমিদারি হিসাব ১০ আনা মোল আনা রকমে ১৮৫৯।
১১ আইনমতে স্বত্ত্ব হিসাব
হওয়া হিসাব বাদে এজমালি
হিসাব ১০১৪ দীপ। | নৈয়দ হানসজান গয়রহ ... | ৪৪৬২/০ | ৭৯৫২ | এজমালি হিসাব
নিলাম হই-
বেক। |
| এ | এ হিসাব ১৮১১ দীপ ... | যেঃ কেব্রত সাহেব ... | ৫১৩/০ | ০ | ০ |
| এ | এ হিসাব ১০৮ গণা ... | খাজে এনায়েত উল্লা চৌধুরী | ৩২৪১/০ | ১৪০৬ | খারিজ হিসাব
নিলাম হই-
বেক। |
| এ | এ হিসাব ১৮১২ দীপ ... | করিমমেছা চৌধুরানী | ৮৭২/০ | ০ | ০ |

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

| | | | | | |
|------|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| ১২২৮ | পং পুখুরিয়া চর আরজহাতি ও
যেঠা গয়রহ। | হেমচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ ... | ২০৫১/০
উয়েকন ১/০ | ১০১/৬
উয়েকন
৩/০ | মোট মহাল
নিলাম হই-
বেক। |
|------|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

BEERHOOM COLLECTORATE
The 17th May 1851,

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

জিলার রাজস্ব।—বাকী খাজানার জাপানপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ জুলাইয়ের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজস্বের মধ্যবর্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের মার্গাএস তিন্তী কেন্দ্রকারি কারিগর আপা বাকী মালওয়াকারি এবং অন্যান্য মাওয়া চলিত আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে বাকী রাজস্বের মার আর্টার করা গাইতে পারি তাঁর আর্টার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোকাবেলক সন ১২৯১ সালের ১৪ আর্টার শুক্রবার তারিখে ঐ জিয়ার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলানে ধরা যাইবে।

। তফসীল

| ভৌমিক
মহাল। | মাধ্যম্যম ও পরগনা। | মাধ্যম্যমিক। | সম্বর জমা। | যে বাকীর জন্য
নীলাম হয়। | টেকিফর |
|----------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|---|
| ১৮৫ | ডিহি দাকসা মোড়
বেড়াবাড়ি পং দা-
দামদপুর। | চক্রমনি রাই কলি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় মায়া-
লগ, বেং এগেনওয়াইস সাহেব, গিরিশচন্দ্র মহ, প্রভিমা-
সুন্দরী দাসী, শ্যামাসুন্দরী বাই। | খাজানা
৪৩৭৩৬/
পুলিস ৩০৬০ | ৭৩৬১০/০ | মার পুলিস ৪৪০৪০/০ আনা সম্বর জমার তাহত লেখা যায়
তদাধো বিশেষ লঃ ১ গিরিশচন্দ্র মহ খাজানা ৫৮১১০ আনা
পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫১/০ আনা বিশেষ লঃ ২
প্রভিমা সুন্দরী দাসী খাজানা ৫৮১১০ আনা পুলিস ৪/০
আনা একুনে ৫৮৫১/০ আনা বিশেষ লঃ ৩ বেং এগেনওয়াইস
সাহেব খাজানা ১১০৪০ আনা পুলিস ৮১/০ আনা একুনে
১২১১১/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ তাইনমত হিসাব পৃথক
হইয়াছে তদবাসে অবশিষ্টে এজমালী জংশ খাজানা ২০০৭/
আনা পুলিস ১০৬০ আনা একুনে ২০২০৬০ আনা সম্বর
জমার বস্তু নীলাম হইবেক। |
| ২০৭ | কিং পং তাহেরপুর | জমার শশিলেশ্বরেশ্বর রায়, তারেকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু
মেনেকর পক্ষে জমার বিশেষর ও কাশীশ্বর রায়। | ৩১৪১১০/০ | ১০১৫১১/০ | মোট সম্বর জম ৩১৪১১০ আনা তদাধো বিশেষ লঃ ১ জমার
শশিলেশ্বরেশ্বর রায় ১৫৭০৫ ১১/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১
তাইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাসে অবশিষ্টে এজ-
মালী জংশ সম্বর জমা ১১৭০৫ ১১/০ আনা বস্তু নীলাম হইবেক। |
| ২২৮ | ডিহি বাহুজেরপাড়া
পং ভোগাছি। | জমার শশিলেশ্বরেশ্বর রায়, জমার তারেকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ
বসু মেনেকর পক্ষে জমার বিশেষর ও কাশীশ্বর রায়। | খাজানা ১৮১০৭
পুলিস ১৮৬০ | ১১০ | মোট সম্বর জমা মার পুলিস ১৮১০৭ আনা তদাধো বিশেষ লঃ
১ জমার শশিলেশ্বরেশ্বর রায় খাজানা ২০৫৭ টাকা পুলিস
৯/০ আনা একুনে ২১৪০/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ তাইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাসে অবশিষ্টে এজমালী জংশ
খাজানা ২০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সম্বর জমার বস্তু
নীলাম হইবেক। |

ଦ୍ରବ୍ୟାବଳୀ ୩୧
ଦେଖାହି ।

ভিত্তি ছাড়া ৩২
গোবিন্দপুর ।

ଦାଶାଳୀର ଉତ୍କଳୀୟ, ଧୃସ୍ତମନ ତୈଦିକ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞରୀ 'ବ୍ରଜ-
 ସେବିନୀ, ଡାହାଣୁକରୀ ବାମୀ, ମିଶ୍ରମଣ୍ଡଳ ଭାସ୍କରୀ, ଶାମ-
 କୁଞ୍ଜ, ଆମରୁଦ୍ଧ, ମନ୍ଦପାଞ୍ଚୁ ଉତ୍କଳୀୟ, ଶାଂଳାମ ଉତ୍କଳୀୟ,
 କୌଣସି ମହାଲ, ବୋହିନୀମୟ ଉତ୍କଳୀୟ, ଶିଖର ଉତ୍କ-
 ମୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶଙ୍କରଙ୍କ ବିପ୍ଳବିହାସି ଉତ୍କଳୀୟ, ଲାଲଗ
 ଶାଂସ୍ତ୍ରୀମ ମାଣି ।

গোবিন্দ ব্রহ্মাণ্ড এবং গণেশ
বজ্রেশ্বরী দেবী, তুঙ্গেশ্বরী
মঙ্গল, দুর্গেশ্বরী দেবী
খাঁজানী ৫৭৬০
পলিম ৫৮০

0/1043

9210

9/0/4205

মোট সত্তর জন। ৬৪৫৬/০ আনা ওয়াংটা বিংশত মৎ ১২ বহু-
দ্বয়ন ভৌতিক সমস্ত জন ১১০/০ আনা। যিশেষ মৎ ২
দীর্ঘাকান্ত তবকার ৮০৭ আনা ১৮১৯ মানস ১১ আতিশয়
হিসাব পূরক ইইটিচ জলগাটন অংশিত্তি একমানী জাম
৬১৪৮/০ আনা সমস্ত কঠায় বহু জোনান হইবেক।

মোট সমগ্র জমা দায় পুন্নি ৫৮০৮/০ আনা ওয়াংগে দিশেখ
নং ১ মহারাজা নিবেশ্বরী দেবী সমগ্র জমা খাজানা
৭৭১১/০ আনা পুন্নি ৬৮০ আনা একুশ ৭৪৩৮/০ আনা
বিশেষ নং ২ মির কোশদেব আনি বহুং আনি অধঃক্ষেপক
মির এমাদ আলি ওরফে বহুংস আনালাগ, জীরেজ
ওরফে ছোদমহাজা নারায়িকা, তুফজুল আলি তমিজউল
তাহিরুল্লা বিশ্বেশ গরিবকামেন সৌধী ছাভনজোতা চৌধুরী
দাণী রতনমনি নামা হরমনি দালা সফিগাহারী নামা
শোমখর নিকার দিবেশ্বর সিনকার দেবজুমারী নামা
কলিধাফ পক্ষে আদমান নিকার. শাহাদেব সিনকার
জিনাথ সিনকার খাজানা ৩১০৮/০ আনা পুন্নি ৫৮ আনা
একুশ ৬৫৯৮/০ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দকাম ওরফে
গয়াগ্রাম সুবল খাজানা ১৮৯৮/০ আনা পুন্নি ১৮০/০
আনা একুশ ১৮১৮/০ আনা বিশেষ নং ৪ মারুলাগ্রাম
সুবল খাজানা ১০৬৫১০ আনা পুন্নি ৮৮৮ আনা একুশ
১০৭৪০/০ আনা বিশেষ নং ৫ দেবজুমারী দেবী খাজানা
৫২৮৮/০ আনা পুন্নি ৫৮ আনা একুশ ৫৭৭/০ আনা
বিশেষ নং ৬ মাহারাজা সর্কালক্ষ ৮ খাজানা ১৬২/০ আনা
পুন্নি ১৮ আনা একুশ ১৬৪০/০ আনা বিশেষ ৭ নং
৮ মলমোহন ঠাকুরের মেবাইত হরিমনি দেবী খাজানা
১৪৮/০ আনা পুন্নি ৮০ আনা একুশ ১৪১০ আনা ১৮৯৮
সমগ্র ১১ আঠমত-হিজার পৃথক করিয়াছে ভদ্রবাবু
জরলিটে এছন্নী আনা খাজানা ২৯৮/০ আনা পুন্নি
৮ টানা সমগ্র জমার ৮৮৮ নীলাই হইবেক।



| ক্রমিক
সংখ্যা | কিঃ স্থান ও পরগণা। | নাম নাসিক। | সংখ্য। | (যে বাকীর জন্য
নীলাম হয়। | বৈকিরং। |
|------------------|---|--|--|------------------------------|--|
| ২৬৭ | কিঃ ১২ নীল। | কাজীচন্দ্র ভাস্কর্য্যর, ভাংগকরা চৌধুরী, কৈলাসমুখরী দেবী
চৌধুরী, আদালত দেয়ল চৌধুরী, কৈলাসমুখরী দেবী
বীণেশ্বর সেন, আদালত রাখালচাঁদ হুগড়ে অসি করমচাঁদ
বাবু. | খাজানা ৪৪৭১১০
পুলিস ১২৮
৪৪৮৪১১০ | ১১০১১০
১৪০ | মোট সনদ্র জমা মায় পুলিস ৪৪৮৪১১০ আদালত ওয়াগো বিশেষ
নং ৪ করমচাঁদ হুগড় অসি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ হুগড়
খাজানা ৫০১১১০ আদালত পুলিস ১১১০ আদালত ওয়াগো ৪২২৮০
আদালত ১৮১২ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে
তাৎকালিক নীলাম চট্টোকে।
মোট সনদ্র জমা ১০৮২৫১০ আদালত ওয়াগো বিশেষ নং ১
লক্ষীমুখরী দেবী সনদ্র জমা ২২০১১০ আদালত বিশেষ নং ২
কুমার শশিনীকরমর রায় ১০৫১০ ১৮৫২ সনের ১১
আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে সদরীদে বিশেষ নং ৩ মন-
মোহিনী গুপ্তা চৌধুরী মায়ের সতীশচন্দ্র চৌধুরী নাবা-
লগ সনদ্র জমা ৪২০ আদালত হিসাব পৃথক করা জাল ও
একমালী অংশ সনদ্র জমা ৬৮৫৫০ আদালত বস্তু নীলাম
হইবেক। |
| ২৬৮ | ডিঃ বেলমদিয়া পঃ
সীমা। | কুমার শশিনীকরমর রায়, কুমার ভাংকরমর রায়, হর-
গোবিন্দ বসু মেলকরপক্ষে কুমার বিশেষর ও কুমার
কাজীশ্বর রায় নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, উৎসবচন্দ্র,
জানকীকান্ত বৈদ্য, রক্ষকর বৈদ্য, সখিমুখরী দেবী, ঠাকুর
দাস বৈদ্য, ভিকারের ওরফে রামচরণ বৈদ্য, চন্দ্রমণি দেবী
আবদুল হক, রমসুন্দর, দুর্গাকান্ত, রামাকান্ত বৈদ্য, রাস-
বিহারি, বিপিনীবিহারি, পরমজ্ঞানীরাধা চৌধুরী, রামলতা
দেবী, রাধাসুন্দরী, সুন্দরী, ভাংকরমরী, ভাংকরমরী নাবালগ,
চন্দ্র ভাস্করমর, কুমার বতীশচন্দ্র রায়, রামজয়,
রামজয়, মোহিনীকান্ত ওরফে রায়, রত্নাকান্ত ওরফে রায়,
অসি পক্ষে বিপিনীবিহারি ওরফে রায়, লক্ষীমুখরী দেবী
মায়ের ও অসিপক্ষে পাবীচরণ মজুমদার নাবালগ,
জানকী, অসিকুমার চৌধুরী অসি সুখলাপ্রসাদ ও হুগা-
কান্ত সেন, মহরী দেবী, ভগবতী চৌধুরী, মনমোহিনী
গুপ্তা। | ১০৮২৫১০ | ৩৫১০ | |
| ২৬৯ | মৌজা সিংহমারী
ওগরম পঃ বোজ-
পাও খালিস। | ভগবতীচরণ বাবু, আদালত রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও
অসি আদালত রাখালচাঁদ, চন্দ্রকানী চৌধুরী, জানকী-
মোহন বৈদ্য। | খাজানা
১০৩১১০
পুলিস ১১১০
১০৪২৫০ | ২০২০
১১১০ | মোট সনদ্র জমা মায় পুলিস ১০৪২৫০ আদালত ওয়াগো বিশেষ
নং ১ আদালত রাখালচাঁদ অসি অসি পক্ষে রাখালচরণ
মণ্ডল খাজানা ১০৩১১০ আদালত পুলিস ২৫১০ আদালত ১৮৫২
সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে ভাংকী ও
একমালী অংশ খাজানা ৭৭৫০ আদালত পুলিস ৮১০ আদালত
সনদ্র নীলাম হইবেক। |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ২৯৬ | <p>বিঃপঃ বোনাগাও
জারদীয়া</p> | <p>সৈয়দা দিদি, নাদালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অনি
আদামপুরী জামা, সিনবন্ধু সাগাঁদ, আনন্দমোহনদেব
বৈকুণ্ঠস্বামী দেবী। সৈয়দা সৈয়দা, নাদালগ আদাম
দেব দেবী। সৈয়দা সৈয়দা, নাদালগ আদাম
দেব দেবী। সৈয়দা সৈয়দা, নাদালগ আদাম</p> | <p>খাজানা
১১৩৪০০
পুলিস
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> |
| ২৯৭ | <p>ভরল মণ্ডি কুণ্ডী পঃ
চাকনাই।</p> | <p>হেমাজতুল্লা সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা
সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা
সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> |
| ২৯৮ | <p>বিঃপঃ জুজুরাপুর</p> | <p>সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা
সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা
সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা সৈয়দা, সৈয়দা</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> | <p>১১৩৪০০
১১৩০০</p> |

(৬৫)

E. H. RAYNOCK,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মধ্যস্থসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষর পত্র বা কীপড়া রাজস্ব ও রোডসেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১৯ মে।

| নম্বর
তালুক | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকীর
সন। | বাকীর সংখ্যা। | | | মন্তব্য। |
|----------------|---|--|----------|--------|--------------|---------------|------|------|--------------------------------|
| | | | খাজানা | সেস। | | খাজানা | সেস। | মোট। | |
| ৬
৮২০ | খানে সাতকানিয়া
খোজে নাকোর
মহল নয়াদ। | খোদদায় | ১০১৭০০ | ৪৪।৬ | ১২৯০ বাং | ১২৭৭ | ০ | ১২৭৭ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |
| | হাল তালুক রাজ
কুমার রায় সিং
বিশ্বদত্ত রায়
ও ঈশভৈ ব্রহ্ম-
দত্তী আং নব-
কুমার রায় সিং
পারকোরা। | | | | | | | | |
| | খানে ঐ খোজে
চাহল মহল
নয়াদ। | | | | | | | | |
| ২০
৮২০ | তালুক শ্রীমত ডা-
কমেছা ঈশু-
জিয়ার। | করবেন্দ্র সিং
জাফর আলিমুল্লাহ
ও আবদুল জলিল
সিং খোজবৈ
আবদুল গু-
লাং কালীপুর। | ১১২০।১০ | ১৭৬৭/১ | " | ২২৪২ | ২২০৮ | ২৪৬২ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মধ্যস্থসারে নিম্নলিখিত তালুকদার ১৮৮০ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বাক্ষর পত্র বা কীপড়া রাজস্ব ও রোডসেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৩ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

| নম্বর
তালুক | নাম তালুক। | নাম মালিক। | সদর জমা। | | বাকীর
সন। | বাকীর সংখ্যা। | | | মন্তব্য। |
|----------------|---|------------|----------|-------|--------------|---------------|------|------|--------------------------------|
| | | | খাজানা | সেস। | | খাজানা | সেস। | মোট। | |
| ১১০
১৮২০ | খানে সাতকানিয়া
খোজে গড়া-
মাংলা মহল
নয়াদ। | খোদ | ১১৪১।১০ | ২৩৮/৩ | ১২৯০ বাং | ১৮৫৭ | ৮।৯ | ১২৩৯ | সম্পূর্ণ তালুক
বিক্রী হইবে। |
| | হাল তালুক কক
দাল হুও সিং
গোপালদাস
কুণ্ডলাং খিল-
গাঁও। | | | | | | | | |

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

সংখ্যা ১৮৫৮

ইউরোপীয় সার্ভিস-এইজেন্ট

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ নম্বর বিধানমতে এই বিধানমত প্রণয়ন করা হইতেছে যে এই সন ১৮৫৯ সালের ১৮ মার্চ তারিখের সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় করা আগামী ৫ জুলাই শনিবার তারিখে এই কালেক্টরীতে দিনা ওজুর প্রকাশ্য নিলামে ২৪১ হইবেক ইতিমত সন ১৮৫৮ সাল ১৬ মে।

বাকী রাজস্ব প্রণয়ন ১৮৫৮ সন ১৮৫৮ সন ১২ জুন ১৮৫৮ সন ১২ জুন ১৮৫৮

কেন্দ্র তাগির লাক্ষ্যাদি মজলিহা

| ভৌমিক
নম্বর | মজলিহা নাম | পাশের | মজলিহা নাম | যে বস বিক্রী হইবেক | তারিখের সময় | যে বাকী রাজস্ব
বিক্রী হইবেক |
|----------------|------------|--------|---|--------------------|--------------|--------------------------------|
| ১৫৫ | ভেরচি | ভেরচি | কালিদাস, দেব মা. মেনকার জিন্দে মজলিহা বিক্রী-
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের | ২৪১৮১ | ২৪১৮১ | ১৮৫৮/৮ |
| ১৫৬ | কলদাতিয়া | মজলিহা | কালিদাস, দেব মা. মেনকার জিন্দে মজলিহা বিক্রী-
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের | ১৮৫৮/১১ | ১৮৫৮/১১ | ১৮৫৮/১১ |
| ১৫৭ | মজলিহা | মজলিহা | কালিদাস, দেব মা. মেনকার জিন্দে মজলিহা বিক্রী-
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের | ১৮৫৮/১২ | ১৮৫৮/১২ | ১৮৫৮/১২ |
| ১৫৮ | মজলিহা | মজলিহা | কালিদাস, দেব মা. মেনকার জিন্দে মজলিহা বিক্রী-
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের
নাং, মজলিহা রাজ চৌধুর, কালিদাস পাশের | ১৮৫৮/১৩ | ১৮৫৮/১৩ | ১৮৫৮/১৩ |

[illegible]

E. J. BARTON,
Collector.

The 20th May 1984.

জিলা বাকরগঞ্জ।

অমিরি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আশ্বিনের ৬ তারিখ বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আপিসে দাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাকী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২২ জুলাই মোঃ ১২২১ সনের ৮ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

| মহালের
ক্রমিক
সংখ্যা। | ভৌগোলিক
বিবরণ। | মহালের নাম। | মালিক। | সহর চষা। | বাকীর সংখ্যা। | টেকিয়ায়। |
|-------------------------------|-------------------|--|---|--|---------------|--|
| প্রথম
ক্রমিক
সংখ্যা। | ১৪১৬ | বাগ্মাতিয়া বস্ত্র ও
হিঃ ১০ আনী | কাশিমীমোহন চক্রবর্তী রায়
চৌধুরী হিঃ ১/১৫ | ১৫৫০/১০ মিনাং
অংশ হিসাব পৃথক
অংশের কমা—
১২০৬/১০
২৩৯/০৫ | ১৬৬ | এই হিসাব পৃথক
হওয়া ১/১৫ আনী
অংশ মিনাং হই-
বেক ইতি। |
| ১ | ১৪১৭ | জীবনচরণ সেন ও
হরেন্দ্র সেন ও
কমলচন্দ্র সেন
ও গোবিন্দচন্দ্র
রায় ও শ্রী-
মাদনচন্দ্র সী-
য় ও বর্পনা-
রণ ও চন্দ্র-
সুখা ও তালুক। | ১২৫৪—১১ ভিল উদ্যোগ
ভৌগোলিক বিবরণ | ২২২৫/১৫ মিনাং
হিসাব পৃথক অংশ-
শেষ কমা—
৫৫৫৫/২
১৭৫১/০৩ | ১০২/০১ | এই একমালি ১২=১১
ভিল অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| ২ | ১৪২৮ | জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্তী
তালুক। | হিঃ ১০০ আনী বরদাশ্রম
চক্রবর্তী গরুহ | ১০৬৬/০৮
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের কমা
১০৬/০৮
১১৭২/০৮ | ১৫১/১২ | এই একমালি ১০০
আনী অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| ৩ | ১৪২৮ | বসুন্ধি কালীকা-
পুর পয়গা-
হিঃ ১০ আনী | হিঃ ১০৫—একমালি কগলী-
পুর দেবী চৌধুরী
গরুহ | ১০০২/১০
মিনাং হিসাব পৃথক
অংশের কমা
৫৫৫৫/১১
০৫৫৫/১১ | ১৫১ | এই একমালি ১০৫—
জ্ঞান অংশ নিলাম
হইবেক ইতি। |
| ৪ | ১৪৩২ | করুণারাম দাস
তালুক। | চৌধুরী রায় চৌধুরী গ-
রুহ। | ৬০০২/১১ | ১৮১/০১ | যৌন আনী মহাল
নিলাম হইবেক। |
| দ্বিতীয়
ক্রমিক
সংখ্যা। | ১৪৪৩ | পদ্মা ওরফে রম-
আমপুরচর | চৌধুরী চক্রবর্তী গরুহ ... | ৪২১৪৫ | ২৪০০৫ | এই মহাল মালিক
সঙ্গে মালিকানা
মিনাং পরিয়া
মালিক হইয়া
বসোবস্ত্র হওয়াতে
২৪০০ মজুরের
বসোবস্ত্র গৃহীত-
গণের যে, স্বয়ং ও
মতা আদৌ তাহা
নিলাম হইবেক
ইতি। |
| প্রথম
ক্রমিক
সংখ্যা। | ১৪৫০ | কল্যাণ কলস
কোরাণা মহলা-
মহি। | হিঃ ১১০ আনী করুণাশ্রম
ভৌগোলিক বিবরণ | ৬১৬১/১০
মিনাং হিসাব পৃথক
হওয়া অংশের কমা
৩০০/১১
৩০৬/১১ | ২২২/১০ | এই ১১—আনী আনী
অংশ নিলাম হই-
বেক ইতি। |

| মহালের
ক্রম | ভৌজির
নম্বর | মহালের নাম। | নাম মালিক। | সদর জমা। | বাঁকীর
নংখ্যা। | টেকিয়াং: |
|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| দ্বিতীয়
ক্রম | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ১
নং হাওলা | হুৎঘরদি ... | ৮৬২৭ | ৬৪৬৭ | এই বেরাদি হাওলা
বিলায় হইবেক। |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৩ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ৩
নং হাওলা | কেতালি হাওলাদার গরুর... | ১১৪২৭ | ৮৫০৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৪ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ৪
নং হাওলা | ভারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
গরুর... | ৮৫১৭ | ৬৪২৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ৮ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ৮
নং হাওলা | জংমাল হাওলাদার গরুর... | ৮৬১৭ | ৬৪৫৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১২ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ১২
নং হাওলা | হুৎঘরদি হাওলাদার গরুর... | ৮৬২৭ | ৬৭৪৭ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১৫ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ১৫
নং হাওলা | জংমাল হাওলাদার গরুর... | ১০৪১৭ | ১৭৭১৬৬ | এ |
| এ | ৫০০৭ নং
মধ্যে ১৬ নং | চক ঢলুয়া মধ্যে ১৬
নং হাওলা | কেতালি হাওলাদার গরুর... | ৬৪২৭ | ২০০৭ | এ |

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ৪৩৭ হারা সকলকে জানান পাঠিত হইছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকৌমে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দের হইলে বাবী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২২১। ১৪ আশ্বাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সমঃ ১৮৮৫ সাল তারিখ ২০ মে।

তালুক।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তাহারি জমা দাখিল হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিরাগ্রাম পরগণা অর্থাৎ ডিঃ বজলকোট পূর্বদিকী আউরগ্রাম কাটোয়া মন্তেকর ও গাংকুড় মালিক জিঃ পূর্বপূর্বের মেঘাত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ী দেবী ওজৈ মহাকুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিভা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাসদ ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাসদ ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ তেলিনিপাড়া পরমাশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ ঈরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১১/১০ টাকা।

বাঁকী ১১১১/১০ টাকা।

এই মহাল নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শেষ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমাশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সভাসদ ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৬/৫ টাকা বাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মণিমোহন মনমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিভা হরমুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

৬২ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলপালা দিগর পরগণা অর্থাৎ ডিঃ ডিঃ ডিঃ কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও বাবালগ মণিমোহন চন্দ্র অলিভা হরমুন্দরী ও আকুপালায় ২২ নং মালীনারায়ণ চন্দ্র, টেলোকালায় চন্দ্র মাঃ জিঃ ডিঃ কাটোয়া করকটাদ গোপেলা মাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নারায়ণ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অনি অহি মাণী জীমতা ,
ভবতারিণী নামা সাঃ জীমতা ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং এ ।

সদর জমা ৭৫০০।/১১ টাকা

বাকী ৪১৮।/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে এ
অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮ নং ভৌজিকৃত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনোম্বর ও
ডিঃ গাজুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন
মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মতিজিনী দেবী, শরদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী
উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী, ভূগাঁদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী,
ভিকরজি চৌধুরী, মতিলাল ও তিপোনদিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, যুক্তকেশী দেবী, ভূগাঁদাস
মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু স্মারকস্বর ও
শলিকৃষ্ণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাং চাঁদুনী
ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দীইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাং সিদ্ধিপুর
ডিঃ কাটোয়া নীলমণি চৌধুরী সাং চাঁদুনী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১০২।। টাকা

বাকী ১৭ আনা ।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে এ অংশের
রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজিকৃত মহাল মালকুনী পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক মেধ আলিমমুলা
সাং নীকারপুর কেনারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ কবিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নারায়ণর অলিমোঃ কল্যাণী দেবী সাং এ জীমতা ভূগাঁদাস চৌধুরীর মেহাইত দেবরচন্দ্র রায়, গৌরাচন্দ্র
রায়, নীলমণি রায় সাঃ আরম্ভাচন্দ্র ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাং ডিবিজান
মজলকোট ।

সদর জমা ১১৯০।। টাকা ।

বাকী ১১৫৬৫ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিসাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ
হইয়াছে, দেবরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩৩৬৬/২৫ টাকা দেবরচন্দ্র ও গৌরাচন্দ্র রায়
১৩০৬/১। টাকা ।

T. E. COXHEAD, Collector.

নীলার নোটিস ।

এলেক্সান্দারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা ।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আশ্বিনের ৬ খারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের
নিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ বিস্তারিত বাকী বাবত হইয়াছে সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন
মোতাবেক রাজস্ব সন ১২৯১ সাল ১৪ আশ্বিন শুক্রবার এ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওপর নীলাম ধরা
যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল ।

প্রথম শ্রেণীর এসম্মারি জমা ধরিয়া হওয়া মহাল ।

২ নং পরগনে মাজুরা কিং কাক্সবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক
দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আশ্বিনের ১০ খারামতে ৭/৫২ ২ দস্তী ১০/১২ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া
বামে অবশিষ্ট একমালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৭/১৪৭ দস্তী ১১/১৪৬/১৮৬—
আনার কাত সদর জমা ২৪৩১২/০ টাকা ভাণ্ডার সন ১২৯০ সালের ১৫ ফালগুন বিস্তারিত সন
১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে
ধরা গেল ।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা ডিঃ মদরসা ধনভগলি ওগররহ লিখিত
মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা ... ২১১৯৬৬/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আশ্বিনের ১০ খারামতে ৬/৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বামে অবশিষ্ট
একমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯৬/৮ টাকা
ভাণ্ডার সন ১২৯০ সালের ১৫ ফালগুন বিস্তারিত সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না
হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

[মহারাজের নোটিসে ১৮৮৪ । ২৪ জুন ।]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেণ্ডা ওগররহ লিখিত মালিক
টেকলামাথ বিখ্যাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭ ১১/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারায় ১১০ আনার রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে টেকলামাথ বিখ্যাস ওগররহ নামে ১১০ আনার কাঁচ সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকার
তাছাড়া সন ১৮২০ সালের লায় ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালে ২৮ খাজ পহানু আদায় না
হওয়াতে ৭৫৬১৯৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে বরাদ্দ গেল।

৩২৫ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ হুদুবাঙ্গী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মার পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫০৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারায় ১/৬ = আনার রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১১ - আনার কাঁচ সদর জমা মার পুলিশ
থানাদারি ৫৮: ১০ টাকার তাছাড়া সন ১৮২০ সালের লায় ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ খাজ পহানু আদায় বাদে ১২ ১০১০ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে বরাদ্দ গেল।

৪-১-৫১.

C. C. STEVENS, Collector.

জমী বণ্ডার কালেক্টরী। - বাকী খাজনাঃ জাপনপত্রের পাঠ।

উক্তার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাউক যে ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৩ ধারায় যে কিস্তি বণ্ডার
স্বত্বাধী নিম্নলিখিত মহাল নং ১৮৮৫ সালের ১৮ মার্চ তারিখে আপা বাকী মালগুজরী এবং
অন্যান্য দায়ের চলিত আইন এবং তাহাতির অনুসারে বাণী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউতে পারে
তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৫ সালের ১১ জুলাই তারিখে জমীর কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে
দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে বরাদ্দ হইবে। ১৮৮৫ ৯ জুন।

তপসীল মহাল।

| ভৌমিক মহাল ও
মহালের নাম | মালিকের নাম। | সদর জমা। | বাকী। | টেকিফরৎ। |
|--|--|----------|-------|--|
| সন ১০ ১৩৩৩৩৩
বেণ্ডার পঃ
সেনবর্ষ। | সৈয়দাঙ্গী তরফেছা বিবি চৌধু-
রানী ওগররহ। | ৩১৩৭০১১ | ৮০১১ | প্রকাশ থাকে যে এই মহা-
লের মধ্যে সৈয়দাঙ্গী
তরফেছা বিবি চৌধু-
রানী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৫৫ পাঠ সদর
জমার ১০ ১১ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা
বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে। |
| ঐ | গোবিন্দন, চক্রকিশোর, কালীকিশোর
মুনসী, আবিরচেন্দ্রা বিবি, মাল
সিংহ স্বয়ং ও অনিউছি পংক
চুঁ মাল, পান্দাশাল, ও অক্ষয়
সিংহ মাঝালক, ও হীরামাল
সিংহ। | ৬৮১০৩১ | ৮৫১১ | |
| সন ১৮৩১ তঃ
কাছার পঃ
সেনবর্ষ। | কান্দেহায়েছা বিবি প্রভৃতি | ৭৫৩৫৪ | ৬০১৫ | প্রকাশ থাকে যে এই মহা-
লের মধ্যে কান্দেহায়েছা
বিবি প্রভৃতির নামে ৫৮১/ আনার সদর জমার
১০ ৬৫ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে
নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে। |
| ঐ | আনন্দকিশোর তরফদার গৌরচন্দ্র
দাসা প্রভৃতি। | ৫৮৫১০৪ | ৬০১৫ | |

J. J. LIVESON,

Collector.

জিলা চাকী।

অধিদারী বিক্রয়ের ইতিহাস।

১৮৫৯ সালের ১১ আক্টোবর ৬ বারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জেলা চাকীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দানী ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইন অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৮ জুলাই দিবসে প্রকাশ্য মিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। মন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১২ জুন।
ডাক্তার।

| নম্বর
ভৌজি। | নাম মহাল। | নাম মালিক। | নম্বর অখা। | বাকী। |
|----------------|---|---|------------|---------|
| ২২১ | পাং রাজনগর ২২ চিঃ নীলমণি অতুলচন্দ্র রায় ও ভৈরব
সেন চাকলে রায়পুর রামচন্দ্র দাস চৌধুরাধার।
দাস অবশিষ্ট। | | ২৪৫৭/১১ | ১৭১/১১ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | শশীমুখী দেবী। | ১২২৫/৮ | ০ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | অরলক্ষী দেবী। | ১২২৫/৮ | ০ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী | গোবিন্দলাল দাস | ৩৬৮৫/৮ | ০ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | রুবতীমোহন দাস | ৩৬৮৫/৮ | ০ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | কালীকিশোর গুহ গং | ৭০৭৫০ | ০ |
| ২৪০ | পাং রাজনগর ২২ চিঃ নীলমণি সেন
চাঁদুরপুর রামচন্দ্র দাস অবশিষ্ট। | কৃষ্ণদাস কুণ্ড ... | ১২৬৭/২১ | ১৭১/১১ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | বাহাদুর. টেনগুন বী। | ১০৫৩/১১ | ৬৩০৫/২১ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী | অরপুণী দাসী। | ৮১৫০ | ০ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী | অরপুণী দাসী। | ৩০৫৫/১১ | ০ |
| ৪৪১ | তাং খাজে অরতুল দেকাইন
অবশিষ্ট। | ত্রিলোচন চক্রবর্তী ... | ১১২০৫/২১ | ৬৩০৫/২১ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | রূপলাল দাস গং ... | ৬৮৫৫/১১ | ১৬১/১১ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | মেঃ উইলিয়াম হার্নি সাহেব | ৮২৭/১২ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | মন্ডকুমার বন্দোপাধ্যায় ... | ২৭৪৫/০ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | মদীলচন্দ্র সাহা গং ... | ২১৫০ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | রামলোচন সাহা ... | ১২২/৮ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় | ৬৫/৮ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় | ১০৪/১১ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ... | ৬১/৮ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | মদীলচন্দ্র সাহা | ১৫/২ | ০ |
| | তাং ওখা হিং ৮০ আনী ... | উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় | ১৫/২ | ০ |
| | | | ২২০৬/১১ | ০০/১২ |
| ৪৪২ | পাং পাটপাড়ার তাং গোলাব
হোদন চৌধুরী অবশিষ্ট। | আবিররেছা খাতুন গং | ৪৬১/১৬ | ৫১/১১ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | কাশীচন্দ্র রায় বেনেজার
পক্ষে হাবিদরেছা গং | ২৭২/১৬ | ৩৪৫/১১ |
| | মহাল ওখা হিং ৮০ আনী ... | সাহাবুদদেহা খাতুন | ২০৫৫/১১ | ০ |
| | | | ২০০৭ | ৮৬/১০ |

J. WIER, Officiating Collector.

এই মহনের কার্যবাহু
মোজায় ১১/১৩ খো-
সেহাড মোজায় ২০।
অথো কানেনেনর কা-
যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।

| କ୍ର.ସଂ. | ନାମ | ପଦବୀ | ବର୍ଷ | ମାସ | ଦିନ | ମୂଲ୍ୟ | ବିବରଣ |
|---------|-----------|------|------|-----|-----|--------|-------|
| ୧୦୦ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୧ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୨ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୩ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୪ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୫ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୬ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୭ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୮ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୦୯ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |
| ୧୧୦ | କି. କୁମାର | ... | ୧୯୮୫ | ୧୨ | ୨୫ | ୧୦୦.୦୦ | ... |

[নবম টমেন্টে পৃষ্ঠা ১৮৮৪। ২৪ জুম।]

| କ୍ର.ସଂ. | ନାମ | ପଦବୀ | ସଂଖ୍ୟା | ବିବରଣ | ମୂଲ୍ୟ | ମାତ୍ରା | ବିବରଣ |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| ୧୨୧ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୧ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୧ | ୧୨୧ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ |
| ୧୨୨ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୨ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୨ | ୧୨୨ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ |
| ୧୨୩ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୩ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୩ | ୧୨୩ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ |
| ୧୨୪ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୪ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୪ | ୧୨୪ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ |
| ୧୨୫ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୫ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ | ୧୨୫ | ୧୨୫ | ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-
ସାମାଜିକ |

ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-ସାମାଜିକ
ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-ସାମାଜିକ
ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-ସାମାଜିକ
ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-ସାମାଜିକ
ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ସାମାଜିକ-ସାମାଜିକ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ১২ | ২২ | বাঁকুদীপী | একমালি ও পৃথক হিসাবের অংশ দাখিল করা হইবে। | ১০০০০০০ | ৮৫০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ |
|----|----|-----------|---|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Sl. No. | Particulars | Amount | Total |
|---------|-------------|--------|-------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... |

| | | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------|---|---|--|---------|
| ১১৬ | ৬৭০ | কিঃ মহলাচোর
খালী সবজী । ... | গড়হরনা ...
দ্বিরাণি বন্দোস্ত
২৬। | পৃথক হিসাব যাত্রা বিলাস হইবে না—
১নং পূঃ বীরনারায়ণ ও বিদ্যনাথ জামা ... ২২৫/৫
২নং পূঃ নীলমোহন জামা ... ২৪৫/১১
মোট সদর জমা ... | ৫৭৫/৪
৫৮৫/৮ | ৩৫৮৫/১ |
| ১১৭ | ১১১ | পটালপুর ... | গৌড়ুলপুর ... | গজানারায়ণ মাসান্ত ... | ৭৭০/১ | ৩৫৮৫/১ |
| ১১৮ | ৬০১ | কালীঘোড়া খালী
পিশকুড়া । | চির বন্দনস্ত মহাল
ছাড়িকোনা ... | যোগেশ্বরকন্দ দাস মহাপাত্র ... | ২৫৫/৪ | ১১০৭৯/১ |
| ১১৯ | ৬০২ | ... | ... | পৃথক হিসাব অংশ যত্র সরকারী বাকী রাজস্ব জমা নিলাম হইবেক—
১নং পূঃ মহেশ্বরনাথ, দেবেজনাথ, যোগেশ্বরনাথ, উপেন্দ্রনাথ দে | মার পুলাস
৮৩৪/৫ | ৩৫০/২ |
| ১২০ | ৬০৩ | সবজী খালী সবজী ... | ছত্রিশারান চক
খালী পিশকুড়া ।
হারাল ... | একমালী অংশ যাত্রা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক না—
হুদনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ...
কুজকালী মজুরদার ... | মার পুলাস
২৩০৩/১১
৩১৩৭/৪
২৪০০ | ১১২৫ |
| ১২১ | ৬০৪ | ... | ... | একমালী অংশ যাত্রা সরকারী বাকী রাজস্ব জমা নিলাম হইবেক—
কৈলাসচন্দ্র, ম-কুশার ও কালীদাস ভট্টাচার্য, হারিকানাথ ও অষ্টমাত
চৌধুরী, জীমত্যা বোহিনী দেব্যা মাতা ও ব্রজক গোপালচন্দ্র ও জবিনাশ
মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৈলাসচন্দ্র দে জীমত্যা অজ্ঞানিনী মণী,
বক্তীনারায়ণ দেব পত্নী, নটবর দে, ও হীরনারায়ণ দে, মধুরামোহন,
উমা প্রমাদ, ও কীর্ত্তিরাম দে রানগোবিন্দ দে ও জীমত্যা বরদামণী দেব্যা
মাতা ও ব্রজক আভিভোব ও অধিকেশ বন্দোপাধ্যায় লালিক ব্রজক
ও জেঠাই মতীশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । | ৭৩৭/৩ | ২৫৭৫/৫ |

হরিনামা কোর্টার ১১/২৫
বিষয় ও সীতারামপুরে
৪১১/ বিজা ভনী
কালীদাসের কার্যার্থে
প্রদত্ত হইয়াছে ।

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| ১৪২০ | ৭২৫ | খড়গপুর
সহর। | খান। | অকল। | ... | একমালি অংশ বাহা নিলাম হইবেক না—
জিন্দা নাগরী দাসী / বাউদর মকীর বসিত। | ... | ৩৫৪৫৬ | ১২৮/১২ | ... |
| ১৪২১ | ৭২৬ | ডঃ জামল। | ... | মঃ কামিল। | ... | একমালি অংশ বাহা সরকারি রাজস্ব বাহী জন্য নিলাম হইবেক—
দুঃখিনীপাশাশাস্ত্র ও উদ্বোধন মকীপাশা
পূর্বক হিসাব বাহা নিলাম হইবেক না—
১ নং পূঃ কামিলজামিল
২ নং পূঃ জামিলজামিল
মোট সদর জমা | ... | ৪১১/১০
১৩৬১/০ | ২৮-১০/৪ | জামিলজামিল মোজার
অংশদারদারদে ২০২২
পজনি রেজিস্ট্রারী
করিয়াছে। |
| ১৪২২ | ৮০৭ | কালীচাঁদ। | পাস.
কুড়া। | কোদাল। | ... | জমী প্রদত্ত দাসী মতি মহাকেন উপেন্দ্রনাথ জামি ও মরেন্দ্রনাথ
জামি মাদালগ। | ১০৬/৪ | ১০৬/৪ | ১০২/১২ | ... |
| ১৪২৩ | ৮০৮ | পং. ক. | ... | কলাগেহ। | ... | একমালি অংশ সরকারি বাহী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক—
চন্দ্রমোহন মিজি
পূর্বক হিসাব বাহা নিলাম হইবেক না—
১ নং পূঃ সারথী দেবী যুত পীতাম্বর পত্নী
২ নং চন্দ্রমোহন মিজি | ৭৮০/১০
১৪৩৬/২
২২৬৬ | ৭৮০/১০ | ৩৬৩/১০ | ... |
| ১৪২৪ | ৮০৯ | কিঃ মেনিনীপুর
খান। | কিঃ মেনিনীপুর
খান। | কাঞ্চনভোল।
মোমপুর। | ৩ঃ | একমালি বাহা সরকারি বাহী জন্য নিলাম হইবেক—
জমিজর মলিক, বাউদর বন্দোপাশা, ম, জমিজর মলিক
পূর্বক হিসাব বাহা নিলাম হইবেক না—
১ নং পূঃ মরেন্দ্রনাথ
২ নং পূঃ মীনবজু মকী
৩ নং পূঃ মীনবজু মকী স্বয়ং ও বন্দক মদনীপাশা মকী | ... | ১৮৫১/৪
১৮৫১/৪
১৮৫১/৪ | ৮-৪১/৪
৮-৪১/৪
৮-৪১/৪ | আমুলিদিগর মোজার
৩০০ টাকার জন্য মোম
গোলাম ও বাউদর
মোজার জমিদারদার
৪৫০ ও নিজ কামিল
ভোলা মোজার ৩৭৫
টাকা বিবিহুতর প্রাভন
সাধারণ রেজিস্ট্রারী
করিয়াছে। |

| ক্রমিক
নং | পদনাম | মহাল | বাসিন্দা | সময়কাল | বাকী | বৈশিষ্ট্য |
|--------------|----------------------------------|------|--|------------------|------------------|--|
| ৫৮৭ | এগরচৌর থানা কল্যাণ
এগর | | একমালী অংশ বাহা সরকারী রাজস্ব অন্য নিলাম চাইবেক—
চিহ্নাধি কর মহাপত্র, আমল সেই ৩০০০০০০০ কর মহাপত্রের পত্র
তর্পীপ্রদান ও উপেক্ষাধি পাঠাও, ইয়াইপ্রদান পাঠাও, অফিসাধি
পাঠাও, রাজস্বপ্রদান বেরা, হরপ্রদান আইডি, হরণাল সেই ৩০০০০০০০
সামের পত্রী কীতিবাস দাস মুচিরাম দাস ও গোপীনাথ দাস ক্রয়প্রদান
দাস পোরহরি ও গজাহর দাস রায়চন্দ্র আইডি, রাখালচন্দ্র ও জিনাথচন্দ্র
আইডি, রাখালচন্দ্র আইডি, প্রদানকর্তার কর মহাপত্র নাবালকগণের
মাতা ও মহাচন্দ্র আইডি লক্ষীপ্রদ, দেয়া, গিবপ্রদান ও হারিকানাথ
পাঠাও হারিকানাথ, টেওনচন্দ্র ও অটনচন্দ্র দাস, ক্রয়ান দেয়া
অনিয়ন্ত্রপ্রদান কর মহাপত্রের পত্র, আইডি বিসমগ্রী দেয়া, গজা-
নরায়ণ পাঠাও ও অরুপনারায়ণ পাঠাও।
পৃথক হিসাব বাহা নিলাম চাইবেক—
১ নং পূ: লীওলপ্রদান কর মহাপত্র ... ১০৭১২
২ নং পূ: গজানারায়ণ কর মহাপত্র, গজেন্দ্রনারায়ণ কর মহাপত্র ২৩৭
৩ নং পূ: লিখনারায়ণ কর মহাপত্র ... ৮১৬০
৪ নং পূ: ভগবতী প্রদান পাঠাও ... ৪২৮৫
৫ নং পূ: সুদাময়ী দেয়া, অমতী চন্দ্রাধি দেয়া যাত্রা রকক ৬৯/৬
অনিয়ন্ত্রচন্দ্র পাঠাও। | ৪৭১০০/৫ | ৪৭১ | একমাল মোজার ১১১২
বিয়া জমী কানালের
কাখাওথ গ্রহণ হইয়াছে। |
| ৫৮৮ | বুড়গপুর থানা কল্যাণ
বুড়গপুর | | একমালী ও পৃথক হিসাবের আশ বাহা সরকারী রাজস্ব অন্য নিলাম
চাইবেক—
সুদাময়ী বর্জক, চিত্তাধি গজেন্দ্রনারায়, জিনাচন্দ্র সুখোপাধ্যায়,
হলেন্দ্রচন্দ্র সুখোপাধ্যায়, একজীতিউর ত: ৩ জগতচন্দ্র সুখোপাধ্যায়,
জিনাচন্দ্র সুখোপাধ্যায় একজীতিউর ত: ৩ মোদাধি দেয়া, জকর
মারায়ণ, ওদুতলাল রমণলাল, পারিলাল, প্রদানলাল ও কেমচন্দ্র
কোপাধ্যায় অর ও আইডি নিস্তারি দেয়া যাত্রা রকক পঞ্চানন
বন্দোপাধ্যায় ললিতবাহন বন্দোপাধ্যায় লালকরণ। | ১০০০/৫
১০০০/৫ | ১০০০/৫
১০০০/৫ | কীতিউর মোজার ৪৪/-
২১১ কানালের কাখা-
ওথ গ্রহণ হইয়াছে। |

| ক্রমিক
নং | ভৌমিক
নং | পংগন | মহাল | বাসিন্দা | সময়
কক্ষ | বাকী | কেন্দ্রিক |
|--------------|-------------|----------------------------|-------|--|--------------|---------|---|
| ১৭৭৫ | ২৩৩ | কানীয়েড়া থানা
পালকড়া | খসরবন | অক্ষয়নাথায়, অমৃতলাল, রসজলাল, গ্যারীলাল, অম্বলাল বন্দোপাধ্যায় | ১৮২২/৪৪ | ১৮২২/৪৩ | চাঁদপুর মৌজার ১১৪ ও
বরলাদাড় ১১২ ও
কুতুবখাড়া ৪৫১ ও
খসরবন ২১/৪১ চাঁদ-
পুর ১/৫১ বিদ্য কলী
ক্যান্টনমেন্ট কার্গার
এইচন হটকাইছে।
সাতকণ্ড মৌজার ১৫১/৪
বিদ্য কলী ক্যান্টনমেন্ট
কার্গার এইচন হটকাই-
ছে।
উক্ত মৌজার অন্তর্গত
পাঁচ রোল মৌজার
১৫১ টাকার জমা রহু-
নাথ দাস বরলাদাড়-
মিলার রেজিস্ট্রী করি-
য়াছে। |
| ১৭৭৬ | ২৩৩ | কানীয়েড়া থানা
পালকড়া | খসরবন | একমালী অংশ বাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জমা মৌলান হইবেক—
মৌলকর্ষ মিস্র, রঘুনাথ মিস্র, ব্রজেশ্বরী দেই, ব্রজপলাল পাণ্ডা, অম্বলাল হাইকি, রাজীবনোচন ও রাধাগোবিন্দ পাণ্ডা।
পৃথক হিসাব বাহা মৌলান হইবেক—
১ নং পূঃ উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ... ১৪৩০/২
২ নং পূঃ রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ দাস ... ১২৬০/১০
৩ নং পূঃ গজাননাথ পাণ্ডা ... ১২০/৬
৪ নং পূঃ দামরুণী পাণ্ডা ... ১২০/৬
৫ নং পূঃ অম্বলাল পাণ্ডা ... ১২০/৬ | ১৮২২/৪৬ | ১৮২২/৪৩ | উক্ত মৌজার অন্তর্গত
পাঁচ রোল মৌজার
১৫১ টাকার জমা রহু-
নাথ দাস বরলাদাড়-
মিলার রেজিস্ট্রী করি-
য়াছে। |
| ১৭৮০ | ২৩২ | কানীয়েড়া থানা
পালকড়া | খসরবন | একমালী অংশ বাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জমা মৌলান হইবেক—
১ নং পূঃ উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ... ১৪৩০/২
২ নং পূঃ রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ দাস ... ১২৬০/১০
৩ নং পূঃ গজাননাথ পাণ্ডা ... ১২০/৬
৪ নং পূঃ দামরুণী পাণ্ডা ... ১২০/৬
৫ নং পূঃ অম্বলাল পাণ্ডা ... ১২০/৬ | ১৮২২/৪৬ | ১৮২২/৪৩ | উক্ত মৌজার অন্তর্গত
পাঁচ রোল মৌজার
১৫১ টাকার জমা রহু-
নাথ দাস বরলাদাড়-
মিলার রেজিস্ট্রী করি-
য়াছে। |
| ১৭৮২ | ২৩৩ | কানীয়েড়া থানা
পালকড়া | খসরবন | একমালী অংশ বাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জমা মৌলান হইবেক—
১ নং পূঃ উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ... ১৪৩০/২
২ নং পূঃ রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ দাস ... ১২৬০/১০
৩ নং পূঃ গজাননাথ পাণ্ডা ... ১২০/৬
৪ নং পূঃ দামরুণী পাণ্ডা ... ১২০/৬
৫ নং পূঃ অম্বলাল পাণ্ডা ... ১২০/৬ | ১৮২২/৪৬ | ১৮২২/৪৩ | উক্ত মৌজার অন্তর্গত
পাঁচ রোল মৌজার
১৫১ টাকার জমা রহু-
নাথ দাস বরলাদাড়-
মিলার রেজিস্ট্রী করি-
য়াছে। |

[গবর্ণমেন্ট গেজেট, ১৯৮৪। ২৪ জুন।]

[illegible]

[illegible]

| ক্র.সং. | উদ্দেশ্য | পরিচালক | সময় | বালিক | সদস্য | বাকী | টাকাসং. |
|---------|-----------------------|-------------|------|-------|-------|------|---------|
| ১১০ | কালীঘাট থান
পৌরসভা | মুর্শীদপুর | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ |
| ১১১ | গাওন | গাওন | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ |
| ১১২ | কালীঘাট থান | কালীঘাট থান | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ |
| ১১৩ | কালীঘাট থান | কালীঘাট থান | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ | ১৯৫৫ |

পূৰ্বক হিসাব যাৰা নিলাম হইবেক না—

১৮৭ পূঃ জৈবকুম্ব ও কুম্বদেহাটী গোয়ালী ও বানানগ গোয়ালী ১৮৮৯
 ও মাচিচরণ লাতিজী ও জৈবকুম্ব, কুম্বদেহাটী ও বানানগ
 গোয়ালী এ মাচিচরণ লাতিজী ।

| মাচিচরণ | |
|---|---------|
| ১ নং পূঃ কুম্বদেহাটী মাচিচরণ | ১৮৯১/ |
| ২ নং পূঃ বৈষ্ণৱী মাচিচরণ | ১৮৯১/১০ |
| ৩ নং পূঃ জৈবকুম্ব মাচিচরণ | ১৮৯১/১১ |
| ৪ নং পূঃ কুম্বদেহাটী মাচিচরণ | ১৮৯১/১২ |
| ৫ নং পূঃ জৈবকুম্ব মাচিচরণ | ১৮৯১/১৩ |
| ৬ নং পূঃ জৈবকুম্ব মাচিচরণ | ১৮৯১/১৪ |
| ৭ নং পূঃ কুম্বদেহাটী মাচিচরণ ও জৈবকুম্ব | ১৮৯১/১৫ |
| ৮ নং পূঃ মাচিচরণ ও জৈবকুম্ব মাচিচরণ | ১৮৯১/১৬ |

মোট সদর কম।

১৮৯১

১৮৯১

১৮৯১ পূঃ জৈবকুম্ব ও কুম্বদেহাটী গোয়ালী ও বানানগ গোয়ালী
 ও মাচিচরণ লাতিজী ও জৈবকুম্ব, কুম্বদেহাটী ও বানানগ
 গোয়ালী এ মাচিচরণ লাতিজী ।

১৮৯১ পূঃ জৈবকুম্ব ও কুম্বদেহাটী গোয়ালী ও বানানগ
 গোয়ালী এ মাচিচরণ লাতিজী ও জৈবকুম্ব, কুম্বদেহাটী
 ও বানানগ গোয়ালী ।

১৮৯১

১৮৯১

১৮৯১

১৮৯১ পূঃ জৈবকুম্ব ও কুম্বদেহাটী গোয়ালী ও বানানগ
 গোয়ালী এ মাচিচরণ লাতিজী ও জৈবকুম্ব, কুম্বদেহাটী
 ও বানানগ গোয়ালী ।

১৮৯১

১৮৯১

১৮৯১

১৮৯১ পূঃ জৈবকুম্ব ও কুম্বদেহাটী গোয়ালী ও বানানগ
 গোয়ালী এ মাচিচরণ লাতিজী ও জৈবকুম্ব, কুম্বদেহাটী
 ও বানানগ গোয়ালী ।

১৮৯১

১৮৯১

১৮৯১ পূঃ জৈবকুম্ব ও কুম্বদেহাটী গোয়ালী ও বানানগ
 গোয়ালী এ মাচিচরণ লাতিজী ও জৈবকুম্ব, কুম্বদেহাটী
 ও বানানগ গোয়ালী ।

| ক্রমিক
সংখ্যা | ভৌতিক
নং | পাণ্ডা : | স্থান : | বালিক : | সময় | বাকী : | বৈশিষ্ট্য : |
|------------------|-------------|--------------------------|------------|---------|---------|--------|-------------|
| ২০৭ | ১২০৭ | গণেশপুর থানা
পাণ্ডা | পাণ্ডাভিহি | ... | ১১৫৪৫০০ | ৫২১৭ | ... |
| ২০৮ | ১২০৮ | কান্দিয়া থানা
পাণ্ডা | সাঁওতাল | ... | ১১৫৪৫০০ | ৫২১৭ | ... |
| ২০৯ | ১২০৯ | সরজ থানা | সাঁওতাল | ... | ১১৫৪৫০০ | ৫২১৭ | ... |
| ২১০ | ১২১০ | সরজ থানা | সাঁওতাল | ... | ১১৫৪৫০০ | ৫২১৭ | ... |

আত্মীয় মৌজায় ২।০।
বিষা জিন্দুপুরে ১।১ বিঘা
বখিলগোড়া ৮৯৭ বিঘা
হাকিগড় ১।০ বিঘা জিন্দু
২।০ বিঘা জেননাগড় ২।০
বিঘা কোলেনের কার্খার
এখন হইয়াছে।

| ২৩৪: | ১২৮৫ | খান্দার
মারিগড়। | খ.স।
বখিলগোড়া... | একাদশী অংশ যাঁহা সরকারী বাকী রাজস্ব জমা বিলাস হইবেক— | ১২৭৮/৭ | ১২৭৮/৭ |
|------|------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------|--------|
| | | | | স্বর্ণপনারায়ণ জালা ও গয়ারান ভড়া ও চন্দ্রমোহন ভূক্ত ও গজাধর রাউত
ও জামাউরন রাউত ও জরগোপাল মোহ ও ছেমু মুখোষ ও গিরিশ-
চন্দ্র মোহ ও জিমতা বরদামণ দাসী ও গোস্বামীকন্যা ও দেব ও স্বর্ণপ
জালা ও বালভরান খাটুয়া ও হাখানাব ও নীলমণি ও টেকনা চন্দ্র মুখো-
পাশায় ও গার্কীতীরন মুখোপাধ্যায় জিমতা কৃপানবী দেবী
হাতি প্রজ্ঞক করিমীচরণ ও ড মুখোপাধ্যায় লাবঙ্গক। | ১২৭৮/৭ | ১২৭৮/৭ |
| | | | | পূর্বকৃত্য যাঁহা বিলাস হইবেক— | ১২৭৮/৭ | ১২৭৮/৭ |
| | | | | ১ নং পূঃ বরগোপাল মোহ ... ৩০৭/০ | | |
| | | | | ২ নং পূঃ শিগোপাল মোহ ... ৩০৭/০ | | |
| | | | | ৩ নং পূঃ জবিশাচন্দ্র মোহ ও কামোবরচন্দ্র মোহ ... ৩০৭/০ | | |
| | | | | ৪ নং পূঃ হারিকানাথ মোহ ... ৩১০/০ | | |
| | | | | ৫ নং পূঃ ব্রজেন্দ্রনাথ মোহ ... ১৮১/০ | | |
| | | | | ৬ নং পূঃ উপেন্দ্রনাথ মোহ ... ১৫৮/০ | | |
| | | | | মোট সদর জমা ... ১২৭৮/৭ | | |
| ২৪৫ | ১৩৫০ | কানীছোড়া থানা
পাশিগড়া। | সাত্তয়াপোতা ওয়-
কে জামিন। | জিমতা অহল্য দাসী হাতি মহাকজ রাধাগোবিন্দ দে নারীসত ও
জিমতা স্বর্ণময়ী দাসী ও রাজকৃষ্ণ মজুমদার ও রামেশ্বর মজুমদার ও
কীর্ত্তীনাথ মজুমদার ও ভারীচাঁদ মজুমদার ও মণিচাঁদ মজুমদার
ও কবিত্তিক এসমোহ ও জমোহরচাঁদ সিংহ ও মাদারচন্দ্র মাস্ত ও জিমতা
সখি.দাসী হাতি ও মজাকজ হাণ্ডবচন্দ্র মাস্ত নারীসত ও হরনারণ
দাস ওরফে নীলবজ্র দাস ও শামসুজ্জর দাস, ও নিমাইচাঁদ দে ও টেড.
বচন্দ্র মজুমদার চাঁদ ও আশুতোষ মজুমদার। | ১৩৫০ | ১৩৫০ |
| ২৪৬ | ১৩৭২ | সবঙ্গ সদর | জামিন। | একাদশী অংশ যাঁহা সরকারী বাকী রাজস্ব জমা বিলাস হইবেক— | ১৩৭২ | ১৩৭২ |

| ক্রমিক
সংখ্যা | ভুক্তির
সংখ্যা | অংশনাম | বহান | মাসিক | মাসিক
সময় | বাকী | কিস্তির
সংখ্যা | |
|------------------|-------------------|--------------------------|------|-------|--|-------------------|-------------------|---------|
| ২৫১৩ | ১৫১৩ | জুজুড়া থানা
ভগবানপুর | শীতল | শীতল | পূজক হিসাব যাহা নিম্নলিখিত হইবেক না—
১নং পূঃ : হাণ্ডিগাণি অ নিংকর বসতি জিমদার মাসিক মুকদ্দী ৩৫৬।১০
২নং পূঃ : কেএমোজন জামা ...
৩নং পূঃ : খাদিমসুন্দর মাস ...
৪নং পূঃ : মহোজ্ঞানীয় মাস ... | ৪৭।১৫২২
৪৭।৪৫৪ | ১/১০৮৬ | ৪৭।১৫২২ |
| ২৫১৪ | ১৫১৪ | ক | ক | ক | জিমতা সত্যজান ও গণারাম জি ও বাসবচন্দ্র মি জি নাবালকের মাধ্য
জিমতা খোলনা দেহা ও সিমতা হুণিমনি দেহা ও রমাকৃষ্ণ দেহা।
ইমত ব্রহ্মচারী মোহাম্মদজি ব্রহ্ম ও মহোজ্ঞ জিপেক লাল দ্বার না বাবাক
ও জিমতা রতনাম ও সান্দিক দত্ত। | ৬/১৬২ | ৬/১৬২ | ৬/১৬২ |
| ২৫১৫ | ১৫১৫ | শীতল থানা
এগরা | শীতল | শীতল | একমালী অংশ যাহা সরকারী পাকী দাক্ষ্য জমা নিম্নলিখিত হইবেক—
কুমারগাওঁ মাস মছাপাহ ও ব্রজমোহন মাস ও মীনকণ ও রতনাম
মিজি ও জিমতা কির দেহা ও অক্ষয়নাথ মাস মাসের পত্তী ও কুমার-
দত্ত মাস ও ওকজাম মাস ও মহোজ্ঞানীয় মাস ও দাক্ষ্য নারায়ণ
মাস ও বিম্বা মাস ও মস্কী নারায়ণ মাস মছাপাহ ও ব্রজবচন্দ্র মাস
মছাপাহ ও ব্রজমোহন মাস মছাপাহ ও জেনাতুর মাস মছাপাহ
ও রতনাম মাস ও বিবনা মাস মছাপাহ ও বিবনা মাস ও গণারাম মাস
ও অক্ষয় মস্কি ও জিমতা সান্দিক দেহা ও দাক্ষ্য দাক্ষ্য ও
জিমতা পার্শ্বী ও জিমতা মেল দেহা কির দেহা পত্তী ও মছাপাহ
ও জিমতা মেল ও অক্ষয় জামা ও অক্ষয় জামা মস্কি ও
ও বিবনা দেহা মস্কি ও জিমতা মস্কি ও জিমতা মস্কি ও জিমতা
ও বিবনা মাস ও জিমতা মস্কি ও জিমতা মস্কি ও জিমতা
উজ্জল পাহার বসতি। | ১৫১৫ | ১৫১৫ | ১৫১৫ |

পৃথক হিসাব বাছানি নিম্ন হইবেক না -

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| ১ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ২০ |
| ২ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ১৫০ |
| ৩ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ২০১/২ |
| ৪ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ৬৪/২ |

মোট সদর জমা ... ১৫৫৫০২
৬০১০/২

২৫৭৯ ১৫০৯ খাতমোচর ... জীমলা উত্তরবাহ - ফেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং ও জীমতা নিমিত্ত যেরূপ মতি রক্ষণ
বাড় ও জীমলা। পঞ্চানন ও ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়। ১২০০৫৮ ৫৬২১১০৪

২৬০৯ ১৫১২ উত্তর বেহার থানা খাওড়াগাতি ওরফে প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও গোপীনাথ ও নন্দলাল মাসান্ত ও জীমতা পজাবতী
মাসান্ত। রক্ষণ প্রজ্ঞাপন ও রামলাল ও রামলাল মাসান্ত
লাবালকগণ ও হরিগদ মাসান্ত লাবালকগণের পক্ষ ওয়ার্ড রক্ষণ জীমতা
কাজেইর সাহেব। ২১৭১৮ ৩০৫৮২

২৬১৩ ১৫১৫ মরমোচর থানা জীমলাপুত্র এজলা ও পৃথক হিসাব বাছানি সদরকারী বাকী রক্ষণ জমা নিম্ন
হইবেক -
এজলা জীমতা পজাবতী ও রামলাল মাসান্ত ও হরিগদ মাসান্ত ও জীমতা
ও জীমতা হাইট্র প্রজ্ঞাপন ও রামলাল মাসান্ত ও জীমতা হাইট্র প্রজ্ঞাপন ও
জীমতা হাইট্র প্রজ্ঞাপন। ২১৭১৮ ২০২৫৪

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| ১ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ২০ |
| ২ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ১৫০ |
| ৩ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ২০১/২ |
| ৪ নং পৃঃ উৎসাহপাঠ্য | ... | ৬৪/২ |

মোট সদর জমা ... ১৫৫৫০২
৬০১০/২

| এ নম্বর। | ডেজির
নম্বর। | পরিগণ। | মহাল। | মানিক। | নদর জমা। | বাণী। | বৈকিস্বরূ। |
|----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|----------|---------|--|
| ২৬২৩ | ১৪৬১ | সরকারি | জীবরপুর | এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্ব অন্য নিলাম হইবেক— | ৩৯০৫২ | ২৯ ০ ১১ | |
| | | | | দিগদায় পড়া পিতা ও মাদেনকার জিম্মী অপূর্ণময়ী দেবা: নাদালকা
ও জিম্মী প্রসন্নময়ী দেই যুত নবকৃষ্ণ দেব: পত্নী ও প্রসন্নময়ীর বেড়া
ও ত্রিপুরা বোনা ও বনমাসি দেবা ও জিম্মী রাজেশ্বরী দেই ও জিম্মী
ককাদম্বী বনিতা ককিরচন্দ্র পাটনাক ও মদনমোহন ও তারাপ্রসাদ
ও রূপনারায়ণ মাইতি।
পূথক হিসাব যাহা নিলাম হইবে ন।—
১ নং পূ: সেধ নন্দর: উকীন: মদন ও জাগজ্ঞ উকীন আহমদ ৮ ৩০
ও জাগজ্ঞ উকীন আহমদ ও কৌশল উকীন আহমদ ও
মদনমোহন ইষ্টক।
২ নং পূ: জিম্মী রাজেশ্বরী দেই ও জিম্মী ককাদম্বী দেই ৮ ১১
বনিতা ককিরচন্দ্র পাটনাক।
৩ নং পূ: মদনমোহন ও তারাপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ মাইতি ... ১০ ৬৪
৪ নং পূ: মদনমোহন ও তারাপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ মাইতি ... ১২ ০৫
৫ নং পূ: ককিরচন্দ্র পাটনাক ... ৩৫ ০৩
৬ নং পূ: রূপনারায়ণ দেব: মাকার ... ৮ ১১
৫৩০৮
মোট নদর জমা ... ২২২ ৫৮ ২ | | | |
| ২৭০১ | ১৪৮০ | কালীঘোড়া পান-
কুড়া। | ওয়েরি ওয়েক বি-
বিক্রিয়ার: | এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্ব অন্য নিলাম হইবেক—
রাজচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় | ৫৩২৭ | ২৭ ১ ০ | উক্ত মাফালের সান্নিহ
বিক্রিয়ার দাড়ি দিকের
৬৫ ২ টাকার ঠাকুরদাস
মাইতি দিগর দে: জম্বী
ককিরচন্দ্র। |

अथ क'हमः दयां विना म हरेवेकः—

शुः निपद्य अथो विविक्ताः अस्मिन्मन्त्रेऽहं मेवाह

मोठे समस्त कुडी

कि: कांयै योयुं
थाना नै यकुं । ।

કિતુ બાળકો

.....: एकद्वानि अंशं वाह्यं मदकविः शक्यो दास्यन् जनानि निनाम ह्येवमुक्तम्—

ਸਿਨਿਥੁਲੁ ਜੀਮ

ନିମ୍ନ ଲିଖିତ

...

পশ্চিম নেকড়ে বোভা
২০১৮ জমী কেনেলর
ক্যাংগো এছন হংগাং

...মায় পক্ষিঃ

॥

২২ নং পঃ প্রীতি। 'রত্ননাথ' ডিউ টাকুয়ের সেবাত্ত নৌজমনি ও
 পণ্ডিতস্যর ও নন্দন, গণ। ২২৪

३३४
विश्व अर्थशास्त्र

किः कानिः यः दुः
धानिः गानकुडिः ।
चक्रकोः धानिः
चक्रकोः ।

উত্তর দোঃ প্রায়
 ২০০০ ৥০ ৮।ন।
 বাগেশ্বর হাট

[illegible][illegible]

५/११७७५
मि० ७७५

१७७५

...
 କଳା, ବମ୍ବୁ
 (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ) ଓ
 ବିଭାଗୀୟ ।

...
গে।ভূ।হাସ
কু-ড।স।

हृत्कषीयमादि निष्क

100

١٥٠

01/11/14

দেয়াস বর্জনা মন
 ১৭০, মালভক।

MIDNAPORE COLLECTORATE,

—

The 14th June 1984.

R. H. WILSON,

Collector.

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of ANDREW CHAMARETT, an Insolvent.

Notice is hereby given that, Wednesday, the 2nd day of July next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1883 until the 31st day of May 1884, has been filed and may be inspected, in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GOPAUL CHUNDER RAGE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 29th October 1883 to 31st May 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 17th June 1884. }

A. B. MILLER,
Official Assignee
(13—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্টে দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্টে কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কাযের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২।।০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ভাল হইতে গবর্ণমেন্টের কাঁচাখানায় প্রস্তুত হইবে ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যথা দানাবাক্সা, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিক্তর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কাযের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে ৮ কোম ব্যক্তি নগদ মূল্যে ২৪।।০ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সরকারীভাবে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।।০ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

[Government Gazette, 24th June 1884.]

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.*

The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

Office of SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিয়ার্টে যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বার্কার-অর্ট-লী ও জি.জি.মন্ডীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেজিষ্টার-জেনারেলের মেম্বর, ইন্ডিয়ান টেম্পলের ইন্টিউড সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সার্ভিসের প্রণীত বঙ্গদেশের ইন্টিউড লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূমিধিকারী ও প্রাথমিক আর্টন সংগ্রহ।

একর খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তকক্রয় করতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিয়ার্টের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একর খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

সহকারী—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যায়তে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

| <i>For the Mofussil.</i> | | <i>Rs. A. P.</i> | | | |
|---|-----|------------------|----|---|---|
| Entire Gazette | ... | ... | 10 | 0 | 0 per annum. |
| Postage | ... | ... | 2 | 8 | 0 „ |
| Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal | | | | | |
| ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 „ |
| Postage | ... | ... | 1 | 0 | 0 „ |
| For a single copy— | | | | | |
| Entire Gazette | ... | ... | 0 | 4 | 0 |
| Postage | ... | ... | 0 | 1 | 0 |
| Parts III, IV, V, and VI | ... | ... | 0 | 1 | 0 for 4 sheets or under |
| | | | | | with an additional charge of 1 anna to every 4 sheets in excess of 4. |
| Postage | ... | ... | 0 | 1 | 0 |

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাকাল গবর্ণমেন্টে গেজেটের দ্বারা ও ডাকবান্দুল এই অর্থাৎ বিবরণিত
 হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

ढाका ।

ବଳିକାତ୍ରାସ ।

কলিকাতায় ও মকস্বে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক-টিং হোটি সেক্রেটারী।

NOTICE.

IN continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna i^u the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

| | |
|--|----|
| Full page, per issue. | 20 |
| Half „ | 10 |
| Casual advertisements.—4 annas per line. | |

[*Government Gazette*, 24th June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটে কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেল এই গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কাগালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কাগ্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট জাপাখানা হতে পুস্তকাদি গ্রহণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত জাপাখানার কোন কর্ম কর্তৃপক্ষ চাহিলে ভিন্নমিত্র নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবদি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আফিসে টাউনের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেল, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেল, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর ১০ এক জনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছেপ্ট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

| মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ— | | | টাকা। |
|---|-----|-----|-------|
| প্রথম এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের | ... | ... | ২০২ |
| আধ পৃষ্ঠা " " " | ... | ... | ১০১ |
| কখনো ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা | ... | ... | ১০ |

বিজ্ঞাপন।

রাজকাহোপকরণে বঙ্গদেশের বাহিন্যের আইনের প্রসেজন হইলে কলিকাতার স্পলান্ডে ওয়েস্ট টৌনহালের কাভারাক্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের দফতরপন কাছাবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া আর্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আদমের লোক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্লেনে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাগিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্টের ১৮৮১ ২৪ জুন।]

কলিকাতা

১৮৮১ সালের ২৪ জুন গবর্ণমেন্টের জন্যে প্রীযুক্ত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

